ীরোদ গ্রন্থাবলী

(অষ্টম ভাগ)

প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

তী - সাহিত্য - মন্দির
[বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড]
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

B.B. 1408

Open, deacidify
laminate with gussets
and bind

ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী

(অষ্টম ভাগ)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
[বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড]
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

মূল্য—৪'০০ টাকা

শ্রীমণীন্দ্রলাল দত্ত কর্তৃক
বসুমতী প্রেস হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

মূলরাজ	বারাহাপতি—মুলতানের অধীশ্বর।
সুচেতা সিংহ	বুটারাজ—লাঙ্গাইপতি। (মূলরাজের মিত্র)
দেবরায়	মৃত তনোটেশ্বর তন্নুরায়ের পুত্র। (ছদ্মবেশে ঈশ্বরী রাও)
দেবীদাস	দেবরায়ের খুল্ল-পিতামহ।
সুজন সিংহ	ঐ পুত্র।
গর্ব্বধন দাস	দেবরায়ের ধাত্রী-পুত্র।
জগমল	দেবীদাসের অনুচর।
সুরজমল	মূলরাজের মন্ত্রী।
অরিসিংহ	মূলরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র (সুরজমলের ভাগিনেয়)
গজসিংহ	রাঠোর-রাজপুত্র।
রুইদাস	চর্ম্মকার-সর্দ্দার (দেবরায়ের প্রতিপালক)

বারাহা-রাজকুমার, লাঙ্গাই-রাজকুমার,—ঘোষক, নাগরিকগণ, বারাহা-সর্দ্দারগণ, চামারগণ, প্রহরিগণ, সামন্তগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

বিমলা	মূলরাজ-মহিষী।
কমলা	দেবরায়ের মাতা।
কেতু	মূলরাজের কন্যা।
রেবা	বুটারাজ সুচেতা সিংহের কন্যা।
সুরা	কেতুর সখী।

চর্ম্মকার-পত্নী, নাগরিকাগণ; চামারীগণ ইত্যাদি।

আহেরিয়া

—:•:—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বৃক্ষতলে দেবরায় শয়ান—সময় উষা।

দেবীদাস ও কমলা।

দেবী। এই তোমার সন্তান ?

কমলা। আমার সন্তান ব'লে কি এ হতভাগ্যের পরিচয় দিতে হবে সন্ন্যাসী ?

দেবী। তাই ত! নীচ সঙ্গে প'ড়ে যুবকের অবস্থা ত বড়ই হীন হয়ে পড়েছে।

কমলা। পরিচয়—আর কিছু দেবার নেই। আমার সন্তান—আমার সন্তান! হতভাগিনী আমি, আমার গর্ভে স্থান লওয়া ভিন্ন এ হতভাগ্যের অন্য কোনও পরিচয় দেবার অধিকার পর্য্যন্ত রইল না। বুঝ্‌তে পারছ কি সন্ন্যাসী, এ হীন পরিচয়ে আমার কি মর্ম্মবেদনা ?

দেবী। তুমি সতী—তুমি সতী—তুমি সতী। রাজোয়ারায় এমন কোনও দুর্ব্বৃত্ত নেই যে, তোমার পবিত্রতায় রহস্য-কটাক্ষপাত করে। সম্মুখে পিতার ইন্দ্রালয় তুল্য প্রাসাদ। তুমি তা অবহেলায় পরিত্যাগ ক'রে, শুধু এই পুত্রের কল্যাণকামনায় এই হীন-জাতির মধ্যে অতি দীনভাবে অবস্থান করছ। মা! আমি সন্ন্যাসী—ব্রতধারী—কিন্তু তোমার ব্রত স্মরণ করতেও আমার শরীরে রোমাঞ্চ হয়ে ওঠে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার ব্রত নিষ্ফল হবে না। মাদক শক্তি এখন যদিও তোমার পুত্রের অন্তর্নিহিত তেজকে আবৃত ক'রে রেখেছে, কিন্তু তমুরায়-বংশধরকে সে অধিক দিন আবৃত ক'রে রাখতে পারবে না। একদিন না একদিন সে মহিমান্বিত ক্ষত্রতেজ এক মুহূর্ত্তে সমস্ত কুজ্ঝটিকার আবরণ ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে প্রস্ফুটিত হবে। হতাশ হয়ো না। বহুকাল পরে তোমার পুত্রকে দেখতে এলুম! দেখে হতাশ হলুম। তবু তোমাকে বলছি, তমুরায়-সহধর্ম্মিণি, তুমি হতাশ হয়ো না।

কমলা। যথা আজ্ঞা।

দেবী। পুত্রকে কোনও পরিচয়ের আভাস দিয়েছ ?

কমলা। কখন্ দেব! এ বিশ বৎসরের মধ্যে দেবার অবকাশ পাইনি। কিন্তু ভেবেছি, আর বেশী দিন হতভাগ্যকে অন্ধকারে রাখব না। অপেক্ষায় অপেক্ষায় আমি জীর্ণ হয়েছি। মহাত্মা স্বামীর অনুগমনে বৃথা কালক্ষেপে আমাতে পাপ স্পর্শ করছে।

দেবী। আরও দুই দিন অপেক্ষা কর। যে অমাবস্যা ভট্টিজাতিকে এক সময় অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়েছে, সেই অমাবস্যা ফিরে এসেছে। বারাহা-জাতির আজ বিংশবর্ষীয় বিজয়োৎসব। আজ সমস্ত বারাহালাঙ্গাই আহেরিয়া করতে মৃগতানে সমবেত হ'তে আদিষ্ট। তাই তোমাকে দেখ্‌তে এলুম। মনের আবেগে—দেখ্‌তে এলুম, কঠোর দারিদ্র্য-সন্তার মাথায় ক'রে নীচ চর্ম্মকার-পল্লীমধ্যে ব্রহ্মচারিণী মা আমার কি করছেন। তোমার পুত্রকে না দেখি, তোমায় দেখলুম। দেখে চললুম। বেশীক্ষণ থাকতে আমার সাহস নেই। জান ত মা, আর একটি ভট্টি-বীজকে আর্য্যমাতার উদ্যানে রোপণ ক'রে রেখেছি।

কমলা। না, আপনার থাকবার আর প্রয়োজন নেই—থেকেও লাভ নেই। আপনি এ অভাগ্যের মমতা পরিত্যাগ ক'রে তাকে পালন করুন। যদি বোঝেন, তার উপরে জাতির উদ্ধারের ভার দিন।

দেবী। ভার—তার উপরেই বা কেমন ক'রে দেব ?

কমলা। কেন ? বীর ঈশ্বরীরাওয়ের পুত্রও কি এই হতভাগ্যের দশা প্রাপ্ত হয়েছে ?

দেবী। প্রকাশভয়ে আমি তার হাতে অস্ত্র দিতে পারিনি। তাকে মায়ের মন্দিরে ব্রহ্মচারী সাজিয়ে রেখেছি।

কমলা। তবে আর কি প্রভু? এক দিকে দেব, অন্যদিকে পশু। মাঝের বস্তু—মানুষের অভাবে ভট্টিজাতির আর কল্যাণ হ'ল না। আমার ব্রতধারণ নিষ্ফল হ'ল—স্বামি-হত্যার প্রতিশোধ হ'ল না।—ওই আবার দামামা-ধ্বনি। ভাবে বোধ হচ্ছে—বারাহারা এই দিকেই আসছে।

(দামামাধ্বনি)

দেবী। ওই দামামাধ্বনি! আহেরিয়া উৎসবে যোগ দিতে সমস্ত বারাহার প্রতি রাজার আহ্বান। ছেলেকে উঠিয়ে নিয়ে এই মুহূর্ত্তে এই স্থান ত্যাগ কর। যে উদ্দেশ্যে তোমাকে এই চর্ম্মকার-পল্লীতে রক্ষা করেছিলুম, বিশ বৎসর পরে বারাহাদের দৃষ্টিতে প'ড়ে সে উদ্দেশ্য পণ্ড ক'র না। তারা এক দিন ভট্টিজাতির বীজকণার অনুসন্ধানে যশল্মীরের ঘরে ঘরে প্রবেশ করেছিল। কেবল অস্পৃশ্য ব'লে চামারদের পল্লীতে প্রবেশ করেনি। সহসা এ মূর্ত্তিকে এই আবর্জ্জনাময় দেশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে ক্ষুদ্রচেতা বারাহা অমনি সন্দেহ ক'রে ব'সবে। চ'লে যাও—সন্তানকে তুলে নিয়ে এখনি আশ্রয়-কুটীরে প্রবেশ কর।

(নেপথ্যে দামামা)

[দেবীদাসের প্রস্থান।

কমলা। ও হতভাগা, উঠে আয়।

দেব। উঁ! চুপ কর—আমি বেশ মজায় আছি।

কমলা। এখনি মজা বেরিয়ে যাবে—উঠে আয়।

দেব। (হাস্য) হিঃ—হিঃ, কি ব'লে বেরিয়ে যাবে, ইস্—সাধ্যি কি? গাদা—গাদা—মজা—মজার মজার স্বপ্ন—একেবারে একরাশ অমলপানির তলায় ফেলে চেপে ধরেছি। বেরিয়ে যাবে। ইস্—সাধ্য কি?

কমল। উঠবিনি?

দেব। না—কেন—কি জন্য উঠবো? উঠে সুখ কি? খেলাবার সঙ্গী নেই, কথা কইবার লোক নেই—কেবল চামার চামার। উঠব না—যা। কেমন স্বপ্ন! কেমন সঙ্গী—কেমন কথা আসছে—কত আসছে। উঠব না—যা।

কমলা। এখানে থাকলে বিপদে পড়বি।

দেব। হিঃ হিঃ—কি বলে। বিপদ! বাঘ, ভালুক—সিজি! সিজির মামা ভম্বলদাসকে পর্য্যন্ত বনছাড়া ক'রে দিয়েছি—হিঃ হিঃ—বলে কি! বিপদ—চ'লে যা।

(নেপথ্যে দামামা)

কমলা। তবে প'ড়ে থাক্। তোর অদৃষ্ট তোর হাতে।

দেব। তাই বল্—আমার অদৃষ্ট আমার হাতে! বস্—সাফ কথা—তার সাফ জবাব।

কমলা। (স্বগত) তাই ত! কি করি! একে এখন তুলে নিয়ে যেতে গেলে বারাহার লক্ষ্য হয়ে প'ড়বো। ইষ্ট করতে গিয়ে কি অনিষ্ট ক'রে বসব! এরূপ অবস্থায় প'ড়ে থাকলে, বারাহাদের নজরে পড়বে না। পড়লেও কে কি, কি জন্য এখানে প'ড়ে আছে—বুঝতে পারবে না। বালক পরিচয় ত দিতে পা'রবে না।—তবে চুপ ক'রে প'ড়ে থাক্—ওরা চ'লে না গেলে যেন উঠিস্নি।

[প্রস্থান।

দেব। স্বপ্ন—স্বপ্ন—সোনার স্বপ্ন। যাস্নি—

(ঘোষক ও দামামাবাদকের প্রবেশ)

ঘোষক। বারাহা লাজাই যে যেখানে আছ, শোন। রাজার আদেশ—এখনি সকলে হাতিয়ার নিয়ে লালকেল্লার মাঠে উপস্থিত হও। বালক, বৃদ্ধ, যুবা—বারাহা লাজাই—প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও।

(দামামা-ধ্বনি)

(অরিসিংহের প্রবেশ)

অরি। আর যেতে হবে না। এদিকে চামার-পল্লী—বারাহা আর এ দিকে নেই।

[ঘোষক ও বাদকের প্রস্থান।

(অনৈক নাগরিকের প্রবেশ)

নাগ। সর্দ্দার! কি জন্য এই আদেশ, জানতে পারি কি?

অরি। তনোট ধ্বংসের আজ বিংশবর্ষীয় উৎসব! সেই জন্য রাজা আজ সমস্ত বারাহা

লাঙ্গাই নিয়ে আহেরিয়া করতে ইচ্ছা করেছেন। রাজা, রাজকুমার, বটুরাজ ও তাঁর পুত্র সকলে এ উৎসবে যোগদান করবেন। শুধু বারাহা ও লাঙ্গাই—এক রাঠোর রাজকুমার ছাড়া অন্যের এ উৎসবে যোগ দিতে অধিকার নেই।

নাগ। তা হ'লে সর্দ্দার, আমি এখনি প্রস্তুত হ'তে চল্‌লুম।

অরি। এখনি—কালবিলম্ব ক'র না। সমস্ত বারাহা লাঙ্গাই এতক্ষণ গড়ের মাঠে জড় হয়েছে। পাছে কেউ যোগ দিতে ইতস্তত: করে, তাই আমার উপর পরিদর্শনের ভার পড়েছে। যাও, প্রস্তুত হয়ে এখনি গড়ের মাঠে উপস্থিত হও। পথে যদি কারও সঙ্গে দেখা হয়, তাকেও সত্বর সজ্জিত হয়ে মাঠে উপস্থিত হ'তে ব'লে দিও।

[নাগরিকের প্রস্থান।

দেব। তাই ত। এ কি বলে—কি বলে! তনোট ধ্বংস—তার বিংশবর্ষীয় উৎসব! বা! বা! সমস্তই বারাহা লাঙ্গাই জড় হবে, আর আমি ব'সে থাকবো? সর্দ্দার! আমিও যাব।

অরি। তাই ত! এ কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি যুবক দীন-হীনের মত গাছতলা আশ্রয় ক'রে প'ড়ে আছে! —কে তুমি?

দেব। আর সে কথায় দরকার কি? তনোট ধ্বংসের উৎসব—বারাহা লাঙ্গাই জড় হবে—আহেরিয়া—আহেরিয়া। সর্দ্দার, আমি যাব।

অরি। বারাহা না লাঙ্গাই?

দেব। অত জানি না। উৎসব—যেতে হবে! বারাহা না লাঙ্গাই? অত কথায় তোমার দরকার কি? বারাহা হলেও যাব, লাঙ্গাই হলেও যাব। আর না হলেও যাব। উৎসব—উৎসব। তাতে হাত-পা ছোড়ার ত প্রয়োজন? তা খুব পা'রব।

অরি। পরিচয় না দিলে সেখানে উপস্থিত হ'তে পারবে না।

দেব। কেন, আমার কি পরিচয় নেই?

অরি। বল।

দেব। কেন, আমি মায়ের ছেলে।

অরি। হাঃ হাঃ হাঃ! বুঝেছি, ঘর কোথা?

দেব। ওই—

অরি। ওই চামার পল্লী?

দেব। ঠিক বুঝেছ—ওই।

অরি। বুঝেছি। যেমন শুয়েছিলি, তেমনি শুয়ে থাক্। আর মাথা তুলিস্‌নি।

দেব। কেন, আমি যেতে পাব না?

অরি। বাপের বেটা হ'তে পারিতিস্ ত যেতে পারতিস্। মায়ের ছেলের সেখানে দাঁড়াবার স্থান নেই। শুয়ে থাক্ উল্লুক—শুয়ে থাক্। না থাকিস্—মায়ের ছেলে মায়ের কাছে যা।

দেব। কি বল্‌লি? আমি উল্লুক?

অরি। (তরবারিতে হস্তদান)

(রুইদাসের প্রবেশ)

রুই। হাঁ হাঁ—রক্ষা কর হুজুর। দেখছ ছোকরা নেশাখোর। মাফ্ কর হুজুর, মাফ্ কর।

অরি। কে ও?

রুই। কি আর ব'লব—কি আর বলব? যাও হু'জুর, যাও। মাফ করতে করতে চ'লে যাও।

অরি। বুঝতে পেরেছি। শোন্ উল্লুক! অস্পৃশ্য ব'লে আজ তুই অমর্য্যাদা করেও বেঁচে গেলি। তোর অঙ্গে অস্ত্র স্পর্শ করাতেও আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে। যা চামার, এই মায়ের পুত্রকে তার মায়ের আশ্রয়ে নিয়ে যা। হুঁসিয়ার! যেন নগরাভিমুখে দুর্ব্বৃত্ত এক পাও না বাড়াতে পারে।

রুই। না প্রভু, আপনি যান। আমি বেটাকে সে-মুখো হ'তে দেব না।

অরি। যদি গিয়ে সে স্থান ও অপবিত্র করে, তা হ'লে তোদের সমস্ত চামারকে জবাবদিহি করতে হবে।

রুই। নিশ্চিন্ত হও প্রভু, কিছুতেই যেতে দেব না।

[অরিসিংহের প্রস্থান।

দেব। যেতে দিবি নি কি?

রুই। না না, ঘরে চল্। এখনি সর্ব্বনাশ করেছিলি রে ভাই! ও হচ্ছে রাজার বড় সর্দ্দার! ভাগ্যে আমি এসে পড়েছিলুম, নইলে এখনি গলাটা কচাৎ ক'রে কেটে ফেলেছিল।

দেব। নে, পথ ছাড়্।

রুই। পথ যখন আগলেছি, তখন কি আর ছাড়ি?

দেব। ছাড়বিনি? (চুলের মুঠী ধরিল)

রুই। ও মা! মেরে ফেল্‌লে—মেরে ফেল্‌লে!

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। তাই ত! এ কি! এ কি কর্‌ছিস্‌ হতভাগ্য?

রুই। কিছু করেনি—কিছু করেনি। নাও, ছেলেকে ধর। সিনান করিয়ে ঘরে নিয়ে যাও। আমাকে ছুঁয়েছে!

কমলা। ছুঁয়ে পবিত্র হয়েছে। করলি কি নরাধম! যে আশ্রয়দাতা—বিশ বৎসর ধ'রে আমাদের মাতা-পুত্রের জীবন রক্ষা ক'রে আসছে, তাকে প্রহার করলি!

রুই। কিছু করেনি—কিছু করেনি। মা! আজ আমার বড় আনন্দ! তোমার ছেলের বল দেখে আমি অবাক্ হয়েছি। আমি বুড়ো বটে, কিন্তু এখনো আমার গায়ে যে বল আছে, তা এ মুলতান সহরে কোন লাঙ্গাই বারাহার নেই। সেই আমাকে তোমার ছেলে কচুর মত নুইয়ে দিয়েছে।

কমলা। তুমি ইচ্ছা ক'রে নুয়েছ।

রুই। না—প্রাণপণে খাড়া থাকবার চেষ্টা করেছি। পথ আগলে দাঁড়িয়েছি।

কমলা। কেন?

রুই। নইলে এখনি তোর ছেলের প্রাণ যেতো। তোর ছেলে আহেরিয়ায় যাবার জন্যে ঝুঁকেছিল। কিন্তু গেলেই তারা কেটে ফেলতো। রাজার বড় সর্দ্দার এইমাত্র তোর ছেলেকে শাসিয়ে চ'লে গেছে।

দেব। মা, আমার পরিচয়?

কমলা। বুঝতে পেরেছি। বারাহা লাঙ্গাই ছাড়া অন্য কাউকেও তারা উৎসবে যোগ দিতে দেবে না।

রুই। যোগ দিতে দেবে! গেলেই কেটে ফেলবে।

দেব। বল্‌, আমার কি পরিচয়। তারা তনোট ধ্বংসের উৎসব করবে। পরিচয় না দিতে পারলে আমাকে সেখানে যেতে দেবে না।

কমলা। পরিচয়—কি দেব! তোমার অবস্থা দেখে আমার চক্ষু জলে ভ'রে আস্‌ছে।

দেব। মায়াকান্না রাখ,—পরিচয় দে।

কমলা। হতভাগ্য! পরিচয় শোনবার যোগ্য হ'লে কি তোমাকে পরিচয় না শুনিয়ে রাখতুম।

দেব। কেন—অযোগ্য কিসে? নেশা করি ব'লে? কিছু করবার নেই ব'লে নেশা করি।

কমলা। পরিচয়! মুলতানের পথের ধূলার মধ্যে তোর পরিচয় লুকান আছে। তনোট কেল্লার ভগ্নস্তূপে তোর পরিচয় চাপা পড়েছে। পারিস্‌ অনুসন্ধান ক'রে নিয়ে আয়,—এনে আমাকে উপহার দে। না পারিস্‌,—তবুও আসিস্‌। আমি প্রজ্বলিত চিতানলে প্রবেশ ক'রে অগ্নিশিখায় তোর পরিচয়কে ভাসিয়ে তুলে, তোকে দেখিয়ে দিয়ে চ'লে যাব।

দেব। বেশ।

[দেবরায়ের প্রস্থান।

রুই। কি করলি রে বেটী?

কমলা। ঠিক করেছি, তুই চ'লে আয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নগরপ্রাকার-সন্নিহিত পথ।

নাগরিকাগণ।

(গীত)

আহেরিয়া আহেরিয়া, উৎসবে নাচে হিয়া,
বনে রণে বীর যায়।
পথের ধূলা তুলে, আকাশে দিল ঢেলে,
বাজী রাজী পায় পায়।
আন হেম-ঝারী, আন পূত বারি,
ফুল-দূর্ব্বার রাশি।
শক্তি মিলেছে, ভক্তির সাথে,
মুক্তির পাশাপাশি।
দেবলোক হ'তে আশীষ ঝরিবে
ধরার হিয়ায় অমিয়া ভরিবে
মিশে যাবে অমরায়।
বীরাঙ্গনা মোরা বীর শুধু তারা—
আমাদের সাধনায়—আমাদের সাধনায়॥

[নাগরিকাগণের প্রস্থান।

(কেতু ও রেবার প্রবেশ)

কেতু। দেখ দেখি রেবা, স্তূপের ওপর থেকে দেখতে পাওয়া যায় কি না।

রেবা। তুমিই একবার উঠে দেখ না সই।

কেতু। একটু পরে—আগে সব লোকগুলো ঠিক পার হয়ে চ'লে যাক্‌।

রেবা। ওরা ত সব চলুলো—আর কি এ খে ফিরবে ?

কেতু। এখনও রাজা যান নি।

রেবা। মহারাজ সে সকলের আগে চ'লে গছেন।

কেতু। না। তিনি লাল-কেল্লায় সাঁজোয়া রুতে গেছেন।

রেবা। সাঁজোয়া প'রুতে অত দূরে কেন লেন ? প্রাসাদে ত তাঁর অনেক ভাল ভাল াঁজোয়া রয়েছে।

কেতু। তার কারণ আছে।

রেবা। কি কারণ সই ?

কেতু। আরে মর্‌, আগে যা করুতে বললুম, াই কর্‌।

(রেবা স্তূপের উপর উঠিল ও চারিধারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল)

দেখছিস্‌ ?

রেবা তথাপি দেখিতে লাগিল—উত্তর দিল না।)

দেখ্‌ছিস ?

রেবা। সহরের পাশে এত বড় কেল্লা আছে, াগে ত দেখিনি।

কেতু। কেল্লা ছিল—এখন আর নেই।

রেবা। রয়েছে দিব্য দেখ্‌তে পাচ্ছি—নেই াছ কি !

কেতু। ঠিক জানি, তাই বল্‌ছি। ওর কথা র বলুব তখন। এখন যা দেখ্‌তে বলুলুম, খ্‌। (নেপথ্যে কোলাহল) দেখ্‌ দেখ্‌ বুঝি া আরম্ভ হ'ল !

রেবা। না, আরম্ভ হয় নি।

কেতু। ঠিক দেখতে পাচ্ছিস্‌ ?

রেবা। ঠিক সকলে যে যার হাতিয়ার নিয়ে ার অপেক্ষা করছে। তোমার তাকেও দেখতে ছি।

কেতু। রোস ভাই, আগে আমার হোক্‌।

রেবা। হয়েছে, আবার হবে কি। শুধু হাতে া বাঁধা বাকী। তোমার না হ'লে, পায়ে হেঁটে কেও না ব'লে, রাণীকে পর্য্যন্ত লুকিয়ে এত দূরে তে পারতে ?

কেতু। সে জন্য আসিনি।

রেবা। কেমন ক'রে বুঝবো ?

কেতু। একটু পরেই বুঝতে পারুবি। আজ আহেরিয়া উৎসব। মৃগয়ায় বীরত্ব দেখাবার জন্য আজ সমস্ত বারাহা-লাঙ্গাই সমবেত হয়েছে। সমস্ত বারাহা-লাঙ্গাই তোর ও আমার পিতৃকুল।—তার মধ্যে কেবলমাত্র এক জন রাঠোর। আমি দেখতে এসেছি, এই সমস্ত বীর রাজপুতের ভিতরে এই রাঠোর নিজ বীরত্বের প্রতিষ্ঠা করতে পারে কি না। যদি পারে, তবেই তাকে আমার বলতে পারি, নইলে নয়।

রেবা। বল কি।

কেতু। এই যে ব'ললুম।

রেবা। তোমার বাপ যে রাঠোররাজের কাছে নারিকেল পাঠিয়ে তোমাকে দান করবার জন্য তার পুত্রকে আবাহন ক'রে এনেছেন !

কেতু। আমাকে দান-যোগ্য মনে ক'রে রাঠোরকুমারকে দেবার জন্য তাকে আবাহন ক'রে আনুতে পারেন, কিন্তু আমি রাজপুতনী। আমার হৃদয় ব'লে ত একটা দান-যোগ্য বস্তু আছে ! সেটা রাঠোরের নয়, চোহানের নয়,—যে আমার মনোমত বীর—তার। আমি রাঠোরপত্নী হওয়ার চেয়ে বীরপত্নী হওয়াই অধিক গৌরব মনে করি।

রেবা। তা হ'লে কি দেখতে এলে ? এখানে রাঠোরকুমারের বীরত্বের নিদর্শন কি দেখ্‌বে ? আহেরিয়া উৎসবের যা কিছু সব শীকারের সময়—জঙ্গলে। এখানে তারা কেবল সেজে গুজে দাঁড়িয়েছে। এখানে কারও বীরত্ব দেখবার কি আছে ?

কেতু। আছে। গড়ের মাঠেই বীরত্বের প্রথম পরীক্ষা। রাজা রাজকুমার—সকলেই আজ একসঙ্গে ঘোড়া ছুটুবে। তাদের মধ্যে যে সর্ব্বাগ্রে গড়খাই পার হ'তে পারবে, সেই হবে দলপতি। এই উৎসব ব্যাপারে সকলকেই তার হুকুম নিয়ে চলুতে হবে। সে বনে যাকে যা শীকার করতে বলবে, তাকে তাই শীকার করতে হবে। তার নিজের ইচ্ছামত শীকার করা চ'লবে না।

রেবা। বুঝেছি, বনে নানা জন্তু আছে। সকলেই যে সিংহ শীকার ক'রতে ছুটুবে,—

কেতু। সেটি হবে না। দলপতি হয় ত কাউকে শশক শীকার ক'রতে হুকুম দেবে। তাকে সেই শশক শীকার করেই সন্তুষ্ট হ'তে হবে।

রেবা। অথচ তার সুমুখে হয় ত একটা প্রকাণ্ড বরা' এসে প'ড়ল,—অন্যের জন্য তাকে সেই বরা'র পথ ছেড়ে দিতে হবে?

কেতু। তখনই।

রেবা। সে অপমান বোধ করবে না?

কেতু। করবে না, এমন কথা কেমন ক'রে বলব।

রেবা। রাজপুতের ছেলে এ অপমান চুপ ক'রে সয়ে যাবে?

কেতু। না পারে, দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

রেবা। তা হ'লে একে আহেরিয়া উৎসব বলছ কেন—এ এক রকম টীকাডোর উৎসব বল। রাঠোর যুদ্ধে তোমাকে জয় ক'রে নিয়ে যেতে এসেছেন।

কেতু। এক রকম তাই বই কি। ঘটনাক্রমে আমার বিবাহের পূর্ব্বদিনেই এই আহেরিয়ার উৎসব পড়েছে। এই জন্যই পিতা বর্ম্ম পরতে গেছেন।

রেবা। মহারাজও ঘোড়দৌড়ে থাকবেন?

কেতু। থাকবেন ব'লে থাকবেন, তাঁরই এতে উৎসাহ বেশী।

রেবা। তা হ'লে যে খেলাটা ভাল ক'রে দেখতে হ'ল।

কেতু। এখন বুঝতে পারলি, কেন এত আগ্রহের সঙ্গে আমি এ খেলা দেখতে এসেছি।

রেবা। তা হ'লে আর নীচে দাঁড়িয়ে কেন, উপরে উঠে এস। দামামা বেজে উঠ্‌লো। রাজা সাঁজোয়া প'রে বোধ হয় মাঠে যাচ্ছেন।

কেতু। (স্তূপের উপর উঠিয়া) লাল কেল্লার দামামা—রাজা এখনও বা'র হন নি। তবে বিলম্ব নেই।

রেবা। সহরের সমস্ত লোকই মাঠে জড় হয়েছে। একমাত্র রাজাই বাকী।

কেতু। এ জায়গা থেকে ত দেখ্‌বার সুবিধা হবে না। অসংখ্য লোকের মাথা আমাদের দেখবার পথ রোধ করছে। চল্, ঐ ভাঙ্গা কেল্লার উপরে উঠে দেখি।

রেবা। কেন, আমি ত বেশ দেখতে পাচ্ছি।

কেতু। পড়খাই ত ভাল দেখা যাচ্ছে না।

রেবা। তুমি কি শেষ পর্য্যন্ত দেখতে চাও না কি?

কেতু। তবে কি দেখতে এলুম? ঘোড়ার চড়া রাজপুত কি কখন চক্ষে দেখিনি?

রেবা। তা হ'লে আর দেরী ক'র না—এখনই চল। রাজা এলেই খেলা আরম্ভ হবে।

কেতু। একটু দাঁড়া।

রেবা। বরকে একবার দেখতে না কি?

(দেবরায়ের প্রবেশ ও রেবার প্রতি ক্ষুদ্র লোষ্ট্র নিক্ষেপ)

রেবা। তাই ত সই! তোমার বরটিকে যে আর দেখতে পাচ্ছি না। উঃ!

কেতু। কি হ'ল?

রেবা। কে আমাকে ঢিল মারলে? আরে মর্, কে তুই?

দেব। ওখান থেকে নেমে আয়।

কেতু। কে ও?

রেবা। বুঝতে পারছি না, তুমি এই দিক দিয়ে নেমে যাও।

কেতু। কেন? কার ভয়ে?

রেবা। বীর পুরুষের মধ্যে এক জনও সহরে নেই—সব মাঠে। লোকটাকে বুঝতে পারছি না।

কেতু। কিছু ভয় নেই—তুমি পরিচয় জিজ্ঞাসা কর।

দেব। নেমে আয়।

রেবা। কেন?

দেব। আমি ঢিপির ওপর উঠ্‌বো।

রেবা। তোর হুকুমে নামতে হবে?

দেব। হুকুমে না হয়, ঠেলায়। নেমে না এলে এক ঠেলা দিয়ে তোকে ওপর থেকে ফেলে দেব।

(কেতুকে দেখিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল)

রেবা। দেখছ কি, নেমে যাও—একেবারে মাঠের দিকে চ'লে যাও—পথ লোকশূন্য। দেখছ না, তোমার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

দেব। না, না—তুমি নেমো না। দেখছ,— দেখছ? দেখ!

রেবা। কথা শুনছ না কেন? তোমায় যেন দৃষ্টিতে গ্রাস করছে।

কেতু। দাঁড়া দাঁড়া—ব্যস্ত হসনি। ওর অভিপ্রায়টা কি, একবার বুঝে নে।

রেবা। এমন আনন্দোৎসবের দিনে একটা বিভ্রাট বাধিয়ে বসবে!

কেতু। বিভ্রাট কিসে বাধবে?

রেবা। সুযোগ বুঝে যদি তোমার অপমান করে?

কেতু। তুই কি রকম রাজপুতনী? আমাকে এখানে অপমান করতে পারে, এমন বাপের বেটা কেউ আছে?

রেবা। রাঠোররাজার ভাবী পুত্রবধূর দিকে হাঁ ক'রে একটা তুচ্ছ পুরুষ লোলুপ-দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। অপমানের আর বাকীটা কি?

কেতু। পাগল। দেখে বুঝতে পারছিস না?

রেবা। আমি অনেকক্ষণ বুঝেছি—তুমি বোঝ।

দেব। এলি?

রেবা। কে তুই?

কেতু। দেখে বোধ হচ্ছে—একটা নেশাখোর।

দেব। নেমে আয়—আমি ঢিপির ওপর উঠবো।

রেবা। এখানে উঠে কি কর্‌বি?

দেব। ওই মাঠে কি হচ্ছে, তাই দেখব।

কেতু। তোমার হাতে কি?

দেব। নেশা।

রেবা। তাই ত—এ কি বিপদ! কি নেশা?

দেব। আফিম।

কেতু। নেশা কি এইখানে বসেই চলবে?

দেব। কে তুমি?

কেতু। যা বলছ, ব'লে যাও না। কে কি এখন জানবার দরকার কি?

দেব। এখানে চলবে কি না, আগে মাঠে কি হচ্ছে—না দেখে বল্‌তে পার্‌ব না।

কেতু। যাও, অন্য কোন যায়গায় গিয়ে দেখ গে যাও।

দেব। না, তোমার পাশে ব'সে দেখব।

কেতু। কি বল্‌লি পশু!

দেব। পশু নই—মানুষ। পুরুষমানুষে এ কথা বল্‌লে তার টুঁটি ছিঁড়ে ফেল্‌তুম।

কেতু। স্ত্রীলোক ব'লে বুঝি মাফ করলে?

দেব। তোমাকে ফেলে দিতে পার্‌ব না। তুমি বেশ দেখ্‌তে—বেশ দেখ্‌তে!

রেবা। ঠিক হয়েছে। অহঙ্কৃতা রাজপুতনী! তোমার দর্প চূর্ণ কর্‌বার যোগ্য লোক এসেছে। বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও যখন আমার কথা রাখ্‌লে না, তখন তোমার ঠিক শাস্তি হয়েছে।

কেতু। তাই ত রেবা, অন্যায়ই ত করেছি বটে। এখন কর্ত্তব্য?

রেবা। এই দিক দিয়ে নেমে এসেছি, দ্রুত চ'লে যাই চল। রাজা গিয়ে পড়লে আর ভয় নেই।

কেতু। রাজপথেও ত আর কেউ নেই। ও-ত নেশাখোর—হিতাহিতজ্ঞানশূন্য।

দেব। কি? উঠবো?

রেবা। শুনছ?

কেতু। তাই ত। কি কর্‌ব, বুঝে উঠতে পার্‌ছি না যে!

(নেপথ্যে—দামামা-ধ্বনি)

দেব। আমি আর দেরী ক'র্‌তে পারি না, উঠি।

কেতু। বেশ, আমরাই চ'লে যাচ্ছি।

দেব। না, না, না—তুমিও থাকবে—আমিও থাক্‌বো।

রেবা। বুঝছ কি, এ দুরাত্মাকে প্রতারিত করা ভিন্ন উদ্ধারের অন্য উপায় নেই।

কেতু। কেমন ক'রে প্রতারিত করব?

রেবা। সে আমি কর্‌ছি। তুমি কেবল বাক্যে বাধা দিও না।

কেতু। রাজকুমারীর মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌। যেমন ক'রে পারিস্ রক্ষা কর্‌। নিজের সহরে নিজের প্রজার মধ্যে আমার মর্য্যাদা নাশের আশঙ্কা স্বপ্নেও আমার মনের মধ্যে কখন উদয় হয়নি। তাই আমি নিঃসঙ্কোচে তোকে মাত্র সঙ্গে নিয়ে এখানে এসেছি। এখন দেখছি, এসে বড়ই গর্হিত কাজ করেছি। যেমন ক'রে পারিস্, আমার মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌।

রেবা। তুমি কি রাজপুত?

দেব। বোধ হয়। চামারের বাড়ী থাকি, চামারের বাড়ী খাই। কিন্তু তারা আমার খাবার জিনিস ছুঁতে পারে না।

রেবা। তা হ'লে তুমি রাজপুত। তোমার কে আছে?

দেব। একমাত্র মা আছে।

রেবা। তোমার বিবাহ হয়েছে?

দেব। না।

রেবা। বিবাহ করতে ইচ্ছা আছে ?

দেব। (কেতুর পানে চাহিয়া) না।

রেবা। না, নয়, আমি বুঝতে পারছি, আছে। তবে দরিদ্র ব'লে বিবাহ করতে তোমার সাহস নেই।

দেব। তুমি ঠিক বুঝেছ।

রেবা। আর এটাও বুঝেছি, আমার এই সখীকে তুমি দেখবামাত্র ভালবেসে ফেলেছ।

দেব। ওঃ! তোমার ভারী বুদ্ধি। তোমার ওপর যে রাগ হয়েছিল, তা এক কথাতে একেবারে নিবে গেল।

রেবা। আমার ওপর রাগ হয়েছিল কেন ?

দেব। 'তুই' বলেছিলে বলে।

রেবা। তুমি যে রাজপুত, তা বুঝতে পারিনি —মাফ কর।

দেব। মাফ !

রেবা। তার পর শোন। তুমি যাকে দেখেই ভালবেসে ফেলেছ, তার এক জনের সঙ্গে আগেই বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে।

দেব। বটে !

রেবা। তিনি মারোয়ারের রাজপুত্র।

দেব। রাজপুত্র।

রেবা। রাজপুত্র—রাঠোর!—যদি সখীকে পেতে চাও, তা হ'লে যে সেই রাজপুত্রকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে পরাস্ত করতে হয়, কি বল ?

দেব। তোমার সখী কি রাজকন্তা ?

রেবা। যোগ্যতা না দেখিয়ে পরিচয় জানতে চাও, তুমি কি রকম রাজপুত ?

দেব। আমি রাজপুত্রের কাছে উপস্থিত হ'তে পারবো কেন ?

রেবা। আমি ব্যবস্থা ক'রে দেব।

দেব। কবে দেবে ?

রেবা। আজ—এখনি। নাও, এইবারে উপরে এস। আমি তোমাকে সেই রাজপুত্রকে দেখিয়ে দিচ্ছি।

(দেবরায়ের স্তূপারোহণের চেষ্টা)

কেতু। বা! রেবা—বা।

রেবা। কি হে রাজপুত, উঠতে দেরী করছ কেন ? লড়াইয়ের কথা শুনেই অঙ্গ অবশ হয়ে গেল

দেব। র'স, হাতে আমার অমূল্য ধন। এতদিন এর সাহায্যেই সুখদুঃখ নেশায় ডুবিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলুম, এটাকে আগে ঠিক ক'রে নি—(উঠিয়া) কই মারোয়ারের রাজপুত্র ?

রেবা। ওই, শাদা ঘোড়ার আশোয়ার।

দেব। তবেই ত গোল হ'ল, আমার ত ঘোড়া নেই!

রেবা। বেশ, ঘোড়া আনিয়ে দিচ্ছি।

দেব। তা হ'লে আর দেরী ক'র না।

রেবা। এখনি চললুম, আর দেরী কি ?

দেব। তুমি একবার দাঁড়াও।

কেতু। কেন ?

দেব। আমি তোমাকে আর একটু দেখি। দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের কথা—আবার দেখতে পাব কি না, তার ঠিক কি ? (দেখিতে লাগিল) ঘোড়া—ঘোড়া!

কেতু। তা হ'লে এখন আসতে পারি ?

দেব। ঘোড়া ঘোড়া—জলদি একটা ঘোড়া—

রেবা। এই যে, এখনি আনতে চলেছি। নেমে এস—নেমে এস—

(উভয়ের অবতরণ)

কেমন প্রতারিত করলুম রাজকুমারি ?

কেতু। খাঁটী রাজপুতকে প্রতারণা! ঘোড় এনে দে।

রেবা। আনতে হয়, সে তুমি আন—আ আমার কাজ করেছি। তোমাকে লাঞ্ছনার হা থেকে বাঁচিয়েছি। এখন আমি দুর্বৃত্তের শাস্তি ব্যবস্থা করতে চললুম।

[উভয়ের প্রস্থান

(অপর দিক দিয়া গরধনের প্রবেশ)

গর। ভাই! তোমার কাছে একটু আ আছে ? (হাই তোলা)

দেব। খুব আছে।

গর। আমাকে একটু দিতে পার ? (হ তোলা)

দেব। খুব পারি।

গর। পার—পার ? শীগগির দাও হ জলদি দাও—আমি মরি।

(হাই তো

দেব। উঠে এস বন্ধু, উঠে এস।

গর্। (উঠিয়া) কই ভাই—কই ?

দেব। এই নাও।

গর্। আঃ! বাঁচালে। এক দিন এক রাত পেটে আফিম পড়েনি। সারা সহর ঘুরে এক কৌটা আফিম পাই নি। সহরের দোকানপাট বন্ধ। কিনে রাখলে, ভাই, কিনে রাখলে।

দেব। ফেরাতে হবে না—সব নাও।

গর্। সব ?

দেব। সব নাও, আমি ও নেশার প্রয়োজন চিরকালের মত শেষ ক'রেছি। আজ এক নূতন নেশার সন্ধান পেয়েছি; এখন তারই অন্বেষণে চলেছি।

গর্। বল কি! তা হ'লে যে জন্মের মত কিনে রাখলে। এখানে ব'সে কেন ভাই।

দেব। একটি ঘোড়ার জন্য ব'সে আছি।

গর্। ঘোড়া? আমি দেব।

দেব। বল কি?

গর্। উৎকৃষ্ট খোরাসানী—তুলনা নেই—তুলনা নেই। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।

দেব। তুমিও আমার প্রাণ বাঁচালে। বন্ধু—বন্ধু—ঘোড়া দাও।

গর্। এস বন্ধু—এস। ঘোড়া দেখ, খোরাসানী—তুলনা নেই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণ।

দেবীদাস ও সুজন।

সুজন। বলেন কি! ভট্টি-রাজপুত্র চর্ম্মকার-পল্লীতে!

দেবী। পল্লী কেন—চামারের ঘরে। তার মাকে আর তাকে আমি চামারের ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলুম।

সুজন। তনুরায়-মহিষীও চর্ম্মকার-গৃহে?

দেবী। নিশ্চয়। অথচ সে পল্লীর অদূরে তাঁর পিতা বুটারাজ সুচেত সিংহের বিশাল প্রাসাদ।

সুজন। এ যে বিচিত্র কথা গুরু!

দেবী। যেহেতু ক্ষত্রিয়ের ব্যবহার বিচিত্র। বারাহা-লাঙ্গাই ভট্টিজাতির চির-শত্রু। ভট্টিনায়ক তনুরায় স্বনাম-প্রসিদ্ধ বীর। তিনি বাহুবলে সমস্ত পঞ্চনদ অধিকার করেছিলেন। সেই জন্য তাঁকে বহু ক্ষত্রিয়বংশ উচ্ছেদ করতে হয়েছিল। বহু জাতি স্বাধীনতা হারিয়ে তাঁর মর্ম্মান্তিক শত্রু হয়েছিল। মূলরাজ তাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। মূলরাজ প্রকাশ্য শত্রুতায় কোনও রকমে তনুরায়কে পরাস্ত করতে না পেরে, কৌশলে তাকে বিনাশ করতে কৃতসঙ্কল্প হয়। বুটারাজ মূলরাজের সামন্ত ও সখা। তার কমলাবতী নামে পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। ছিল বলছি কেন—মা আমার এখনও বেঁচে আছেন। উদ্বেগ, অবসাদ, ভীম দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও মায়ের মুখের লাবণ্য আজও পর্য্যন্ত হীনজনালয়ে কমলার রূপবিভূতি বিকীর্ণ করছে। যাক, তার পর যা বলছিলুম, তা শোন। সমস্ত বারাহা-লাঙ্গাই তনুরায়কে প্রতারণায় বিনাশ করবার সঙ্কল্প করলে। স্থির হ'ল—কমলাবতীর পাণিগ্রহণ করতে তনু-রায়কে বুটারাজ্যে নিমন্ত্রণ করা হ'ক। তনুরায় এ নিমন্ত্রণ রাখতে যেমন বুটারাজ্যে আসবে, অমনি পথের মাঝে তাকে গোপনে আক্রমণ ক'রে মেরে ফেলা হবে। তনুরায়কে নারিকেল পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করা হ'ল। তনুরায় এলো। কিন্তু আসবার পথে কোনও বারাহা তাকে আক্রমণ করতে সাহস ক'রলে না।

সুজন। কেন করলে না গুরু? রাজা কি সসৈন্যে বিবাহ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছিলেন?

দেবী। না। একশত মাত্র সহচর। কিন্তু তাদের অধিনায়ক ছিলেন রাজার পিতৃব্য। তাঁর নামেই সমস্ত বারাহাজাতি কেঁপে উঠতো; সুতরাং বিবাহ-সভায় রাজার গতিরোধ হ'ল না। অগত্যা বুটারাজকে তনুরায়ের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করতে হ'ল।

সুজন। তাঁর নাম কি ঈশ্বরীরাও?

দেবী। তুমি কেমন ক'রে জানলে?

সুজন। গড়ের মাঠে সহসা কোথা থেকে এক অশ্বারোহীর আবির্ভাব হয়েছে, তার কথা নিয়ে ঈশ্বরীরাওয়ের কথা উঠেছে। লোকে তার অশ্ব-চালনা-কৌশল দেখে বলছে, ঈশ্বরীরাও আবার ফিরে এসেছে।

দেবী। বল কি? তুমি তাকে দেখেছ!

সুজন। না গুরু! লোকে বলছে, আমি শুনে এলুম।

দেবী। আমাকে যে দেখতে হ'ল।

সুজন। তার পর কি হ'ল?

দেবী। তার পর বিষম দুঃখের কাহিনী—আর তোমাকে কি শোনাব সুজন?

সুজন। বুটারাজ জামাতাকে হত্যা করলে?

দেবী। ঠিক বুটারাজ, এ কথা বলতে পারিনি। তবে বারাহা-লাঙ্গাই উভয় জাতিই এ হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। বিবাহান্তে তনুরায় কিছু দিন নিশ্চিন্ত মনে শ্বশুর-গৃহে অবস্থান করেন। তার পর এই অমাবস্যায় আহেরিয়ার উৎসব। তনুরায় রাণী কমলাবতীকে সঙ্গে নিয়ে বারাহার নিমন্ত্রণে মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন। এমন সময় বনমধ্যে মুলরাজ প্রায় সহস্র সৈন্য নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে। শরীর-রক্ষীর মধ্যে একমাত্র পিতৃব্য ঈশ্বরীরাও। তনুরায় মৃত্যু আসন্ন বুঝে পিতৃব্যের উপর রাণীর রক্ষার ভার অর্পণ করেন এবং নিজে বারাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে তাঁর প্রাণ-বিয়োগ হয়। বারাহারা রাণীকেও বন্দিনী করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারে নি।

সুজন। বুঝতে পেরেছি। ঈশ্বরীরাওয়ের তুল্য অশ্বারোহী তখন এ দেশে কেউ ছিল না।

দেবী। বহু বারাহা, এমন কি, স্বয়ং মুলরাজ ঈশ্বরীরাওয়ের অনুসরণ করেছিল। কিন্তু ধরতে পারেনি। কেন অনুসরণ করেছিল—বুঝেছ?

সুজন। রাণীর গর্ভে সন্তানের আশঙ্কায়।

দেবী। তাদের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হ'ল। রাণীর গর্ভে যদি সন্তান থাকে, তাকে বাঁচাবার অন্য উপায় না পেয়ে, ঈশ্বরীরাও তাঁকে চর্মকারগৃহে লুকিয়ে রাখেন। সেইখানেই দশ মাস পরে ভট্টিরাজ-বংশধর ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। সে আজ বিশ বৎসর। বিশবৎসর-ব্রতধারিণী রাণী সন্তানকে নিয়ে সেই হীন গৃহে অবস্থান করেছেন। আজ বিশ বৎসর ধ'রে তাঁর পিতার ঐশ্বর্য্য করযোড়ে তাঁকে নিত্য আবাহন ক'র্‌ছে। রাণী সে আবাহনে ভ্রূক্ষেপ করেননি। তাঁর পিতা, মাতা, আত্মীয় কেহই আজও পর্য্যন্ত তাঁর অস্তিত্ব জানতে পারেনি।

সুজন। এটাও বুঝতে পেরেছি, রাজার অভাবে তনোটদুর্গ সহজেই শত্রু-হস্তে পতিত হয়েছিল।

দেবী। শুধু রাজা নয়—ঈশ্বরীরাওয়েরও অভাবে। হতভাগ্য রাও রাণীর রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হয়ে আর তনোটদুর্গে প্রবেশ করতে পারলে না। রাজাকে হত্যা করেই তারা তনোট আক্রমণ করেছিল। দুই দুই জন নায়কের অভাবে শক্তিহীন হ'লেও তারা সহজে দুর্গ শত্রুহস্তে অর্পণ করে নি। তানোটজয় করতে বারাহাদের এক বৎসর সময় লেগেছিল। যখন জয় হ'ল, তখন তিনটি বীজ ভিন্ন ভট্টিজাতির আর কেহই অবশিষ্ট ছিল না।

সুজন। তা হ'লে বারাহাদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতে ভট্টিজাতির তিনটি বীজ এখনও অবশিষ্ট আছে?

দেবী। প্রথম বীজটির যা অবস্থা দেখলুম, ত'াতে ত আমি নিরাশ। সে বীজ অনুর্ব্বর মৃত্তিকায় প'ড়ে অযত্নে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। লঘু সঙ্গে তার চরিত্র হীন হয়েছে। দেখে অনুমান হ'ল, তা হ'তে আর কোনও কাজ হয় না।

সুজন। বোধ হয়, হতভাগ্য তার জন্মরহস্য জানে না। জানলে সে কখনও এত হীন হ'তে পারত না।

দেবী। তা জানে না। যত দিন না পুত্র উপযুক্ত হয়, তত দিন পর্য্যন্ত পুত্রের কাছে বংশ-পরিচয় দিতে রাণাকে আমি নিষেধ করেছিলুম; হতভাগ্য পুত্র উপযুক্ত হয়নি ব'লে তিনি আজও পর্য্যন্ত তার কাছে জন্ম-রহস্য প্রকাশ করেন নি।

সুজন। তবে হতাশ হচ্ছেন কেন প্রভু!

দেবী। হব না?

সুজন। না। পিতৃরাজ্যে আত্মগোপন—সে ত কম সহিষ্ণুতার কথা নয়। এমন দেবীর গর্ভে প্রেতের আবির্ভাব হ'তে পারে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সিংহশিশু শৃগালের সঙ্গে আজন্ম ঘুরে শৃগালের স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছে, এখনও সে প্রতিবিম্বে নিজের মুখ দেখতে পায়নি। দর্পণ তার জননীর হাতে। সেই মুকুর দেখাবার জন্য জননী শুভমুহূর্ত্তের অবসর খুঁজছেন। তার জন্য আপনি নিশ্চিন্ত হন। এখন আর দুটির সংবাদ বলুন।

দেবী। তার একটির সংবাদ জানি। একটু পরেই তোমাকে শোনাচ্ছি। অপরটির সংবাদ আনতে জগমলকে পাঠিয়েছি। সেটি দূরদেশে তার মায়ের সঙ্গে অবস্থান করছে।

সুজন। সেটি কে?

দেবী। তার মা ঈশ্বরীরাওয়ের গৃহে ধাত্রীর কার্য্য করত।

সুজন। অর্থাৎ ঈশ্বরীরাওয়ের পুত্র যদি জীবিত থাকত, তা হ'লে তিনি তার ধাত্রীমাতা।

দেবী। তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি।

সুজন। আর একটি?

দেবী। আর একটি—

সুজন। বলুন। বল্‌তে বল্‌তে চুপ করলেন কেন গুরু?

দেবী। সেটির সঙ্গে তোমাকে পরিচিত করবার প্রয়োজন হয়েছে।

সুজন। তা হ'লে বিলম্ব করছেন কেন? সেটির সঙ্গে পরিচয় করতে আমারও বড় আগ্রহ হয়েছে।

দেবী। সেটি তুমি।

সুজন। আমি!

দেবী। বিচলিত হয়ো না। এইমাত্র শুনলে, তুমি ভট্টি।

সুজন। কেন ব্রাহ্মণ, এত দিন তুমি আমাকে পরিচয়হীন রেখেছ?

দেবী। তুমি বুদ্ধিমান্। তুমিই বল।

সুজন। এখনই কি আমি উপযুক্ত হয়েছি? শুনলুম, আমি ভট্টি, কিন্তু জ্ঞানতঃ কোনও দিন অস্ত্র হাতে করি নি।

দেবী। যে কারণে তম্বুরায়-পুত্রকে ঈশ্বরীরাও চর্মকার-গৃহে রেখেছিলেন, সেই কারণে আমিও তোমাকে শস্ত্র-শিক্ষা দিই-নি।

সুজন। বুঝতে পেরেছি। কোনও প্রকারে আমাকে ভট্টি জান্‌লে বারাহারা তখনি আমাকে মেরে ফেল্‌ত।

দেবী। ভট্টিজাতিকে নির্ম্মূল করতে বারাহারা জয়স্থানের ঘরে ঘরে প্রবেশ করেছিল। যাকে ভট্টি জেনেছিল, তাকেই তারা মেরে ফেলেছিল। শিশু ব'লে তারা দ্বিধা করে নি। চর্মকার অস্পৃশ্য ব'লে তার গৃহে প্রবেশ করেনি। আর দেবীমন্দির ব্রাহ্মণের আগার ব'লে এখানে প্রবেশ করতে সাহস করে নি।

সুজন। কিন্তু তাদের প্রবেশ করাই আমার পক্ষে মঙ্গল ছিল।

দেবী। জীবনে আক্ষেপ হচ্ছে?

সুজন। ভট্টির সন্তান অস্ত্র ধরতে জানি না।

দেবী। শস্ত্র-শিক্ষা দিতে পারি নি, কিন্তু যথা-সাধ্য শাস্ত্রশিক্ষা দিয়েছি। ব্রহ্মচর্য্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে দিয়েছি। যে কোনও বীজ ইচ্ছা বপন করলে তাতে বৃক্ষ হ'তে বিলম্ব হবে না। সুজন সিংহ, আক্ষেপ করা ভট্টির ধর্ম্ম নয়।

(জগমলের প্রবেশ)

সুজন। বেশ, আমার পূর্ণ পরিচয়?

জগ। এ কি ঠাকুর মহারাজ, আবার ঈশ্বরী-রাও কি ফিরে এলো?

দেবী। তুমি যে জন্যে গেলে, তার কি করলে?

জগ। আমার পৌঁছবার পূর্ব্বদিনেই সে তার মাকে আর একটি ঘোড়াকে নিয়ে অন্য কোথা চ'লে গেছে।

দেবী। সন্ধান পেলে না?

জগ। এই দিকেই আসবার সম্ভাবনা বুঝে সন্ধান করতে করতে এলুম। সন্ধান পেলুম না। আসতে আসতে দেখি, বারাহারা তনোটধ্বংসের উৎসব করছে। অসংখ্য লোক প্রান্তরে জড় হয়েছে। সেখানে শুনলুম, কে এক জন কোথা থেকে এসে সমস্ত সওয়ারকে অশ্বারোহণে পরাস্ত করেছে। লোকে বলাবলি করছে, ঈশ্বরীরাও ম'রে ফিরে এসেছে।

সুজন। তার নাম জান কি জগমল?

জগ। গরধন দাস।

দেবী। সুজন সিংহ। জীবনে যখন আক্ষেপ এসেছে, তখন ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মও তোমাতে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পূর্ণপরিচয় জানবার তুমি এখন অধিকারী নও। পূর্ণপরিচয়ের যোগ্যতা অর্জ্জন কর। সময়ান্তরে সমস্তই তুমি অবগত হবে। আমি তোমাকে শৈশব হ'তে শিক্ষার ছল ক'রে আলোক-ময়ীর মন্দিরে অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছিলুম। আজ তুমি মুক্ত। যাও ভট্টিবীর, মাতৃচরণে দত্ত অঞ্জলি মস্তকে ধারণ ক'রে সংসারে প্রথম পাদক্ষেপ কর।

সুজন। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

জগ। এ কি হ'ল প্রভু!

দেবী। অন্তরে সমস্ত ক্ষত্রিয়-শক্তি নিরুদ্ধ রেখে ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন ক'রে যে পাপ সঞ্চয় করেছি, আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করলুম।

——

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দিরের বারান্দা।

সুজন।

সুজন। এ কি আলোক, না মেঘাচ্ছন্ন তামসী রাত্রিতে বিটপিসঙ্কুল ঘোরারণ্যের বিকট জটিল অন্ধকার! গুরু! হাতে দীপ দিলে, কিন্তু তাতে আমার চক্ষে অরণ্যের অন্ধকার শত গুণে বেড়ে গেল। অথচ এ দীপ পরিত্যাগ করতে আর আমার হৃদয়ে বল নাই। মমতায়—দারুণ মমতায়—গন্তব্য স্থান দেখতে পাব, এই আশায় একে ধ'রে রাখলুম। আশা—ভবানী! একদিন তুমি এই দীপ নিজে ধ'রবে। এক দিন না এক দিন আমার গন্তব্য স্থানকে আলোক-সাগরে ভাসিয়ে তুলবে।

(রেবার প্রবেশ)

রেবা। আপনিই কি আর্য্যামাতার পুরোহিত?

সুজন। না।

রেবা। পুরোহিত কোথায়?

সুজন। একটু আগে এখানে ছিলেন। কোথায় গেলেন, তা জানি না।

রেবা। তবে মুস্কিলের কথা হ'ল! জানেন না?

সুজন। এই যে বললুম। (প্রস্থানোদ্যত)

রেবা। (চিন্তিতভাবে) যাবেন না।

সুজন। আমাকে এক প্রয়োজনে যেতে হচ্ছে।

রেবা। তা হ'ক, একবার দাঁড়ান।

সুজন। আমার মুহূর্ত্ত বিলম্ব করবার অবসর নেই।

রেবা। একটা কথা বলব—যাবেন না, যাবেন না। (হস্তধারণ) একটা কথা,—আধ মুহূর্ত্ত।

সুজন। কি বলবে, বল।

রেবা। জানা নেই, শোনা নেই—আপনার হাত ধরলুম।

সুজন। বেশ করেছ, এখন বক্তব্য বল।

রেবা। বেশ করেছি—কখনই না। আমার আত্মীয় স্বজন জানতে পারলে আমাকে মাথা হেঁট করতে হবে। বাবা জানলে, মুখ আর তুলতেই পারব না।

সুজন। কেউ জানবে না।

রেবা। এ সব জেনেও আমাকে আপনার হাত ধরতে হ'ল। এতে কি বিপদে পড়েছি, বুঝুন।

সুজন। বিপদ ত আপনার কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বিপদ আমার।

রেবা। আপনি ত পুরুষমানুষ।

সুজন। অবশ্য পুরুষ বই কি!

রেবা। পুরুষ বিপদের কথা স্ত্রীজাতির সম্মুখে উপস্থিত করে! বেশ, আমি আপনার কাছে বিপদের কথা বলি, আপনি শুনুন। রাজা সমস্ত বারাহাবীর সঙ্গে নিয়ে আহেরিয়ার উৎসব করতে চ'লে গেছেন। নগরের সমস্ত লোক উৎসব দেখতে নগরপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছে। যাকে পুরুষ বলতে পারা যায়, এমন একটি লোকও সহরে নেই। আছে অতি বৃদ্ধ, আর অতি বালক। সহরের এই রকম অবস্থা বুঝে কোথা থেকে এক নেশাখোর দুর্ব্বৃত্ত রাজকুমারী কেতুর অপমান করেছে। শুধু যে অপমান করেছে, তা নয়। অপমান ক'রে নির্ভয়ে নগরের মধ্যেই সে ব'সে আছে। রাণী কন্যার এই কথা শুনে বিষম ক্রুদ্ধা হয়ে, আমাকে পুরোহিতের কাছে পাঠিয়েছেন। কেন না, দুর্ব্বৃত্তকে শাস্তি দিতে পারে, এমন পুরুষের মধ্যে একমাত্র পুরোহিতই নগরে অবশিষ্ট। পুরোহিতকে দেখতে পাচ্ছি না। তিনি কোথায় গেছেন, আপনি জানেন না। পুরোহিতকে খুঁজতে এসে আপনাকে পেয়েছি। যদি পুরুষের অভিমান আপনাতে থাকে, তা হ'লে এখনি সেই দুর্ব্বৃত্তকে শাস্তি দেবেন চলুন।

সুজন। সে কোথায় আছে, আমি কেমন ক'রে জানবো?

রেবা। সে ভাবনা আপনার কেন? আমি আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

সুজন। তার পর—অস্ত্র?

রেবা। ও হরি! তোমার অস্ত্র নেই? তুমি কি?

সুজন। আমি ব্রহ্মচারী।

রেবা। ব্রহ্মচারী! সে আবার কি! ব্রহ্মচারীকে কি অস্ত্র ধরতে নেই?

সুজন। আজও পর্য্যন্ত ধরিনি।

রেবা। তবে তুমি পুরুষ বললে যে! তুমি পুরুষ নও। স্ত্রীও নও। এই দেখ, আমি স্ত্রীলোক তবু আমি আত্মরক্ষার অস্ত্র সঙ্গে এনেছি। (অস্ত্র বহিষ্করণ)

সুজন। বেশ, ওই অস্ত্র আমাকে দাও। আমি নামের কলঙ্ক মোচন করি।

রেবা। এ অস্ত্র দেবো কেন? অন্য কোথা থেকে অস্ত্র নাও।

সুজন। কোথা পাব?

রেবা। রাজপুতের দেবী, তাঁর মন্দিরে অস্ত্র নেই?

সুজন। দেবীর হাতে অস্ত্র আছে।

রেবা। তাই নাও।

সুজন। তা হ'লে তুমিই নিয়ে দাও।

রেবা। দোর যে বন্ধ।

সুজন। আমি খুলে দিচ্ছি (দ্বার মোচন)।

(রেবা দেবীর হস্ত হইতে অস্ত্র লইতে চলিল। চলিতে চলিতে দাঁড়াইল, দেবীকে কিয়ৎক্ষণ দেখিল। তার পর অস্ত্র গ্রহণ করিল। সুজনের হস্তে দিতে ইতস্তত: করিতে লাগিল)

সুজন। (হস্ত প্রসারিত করিয়া) দাও।

রেবা। তুমি আমার অস্ত্র নাও।

সুজন। না—ওই অস্ত্র। কেঁপো না বালা, কেঁপো না। ওই অস্ত্র। তুমি পুরুষ, আমি স্ত্রী। তাই বা কেন, আমি তারও অধম। ওই অস্ত্রে আমি কলঙ্ক মোচন করব।

রেবা। (কম্পিত হস্তে অস্ত্র প্রদান করিয়া) আমি বুঝতে পারিনি।

সুজন। তুমি ঠিক বুঝেছ,—নাও এগিয়ে চল।

রেবা। ব্রহ্মচারী!

সুজন। না, আমি অস্ত্রধারী রাজপুত। এগিয়ে চল। (রেবা ইতস্তত: করিতে লাগিল; সুজন তাহার হাত ধরিল) কোথায় যেতে হবে, দেখিয়ে দেবে চল। শোন বালিকা, আমি শুধু পুরুষ নই, শুধু রাজপুত নই, আমি ভট্টি।

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। কে ভট্টি বল্‌লে?

সুজন। কে মা আপনি?

কমলা। মা বলছ, বল। এক হতভাগ্যের মাতৃ-সম্বোধনে আমার তৃপ্তি নাই। বল—মা বল। আর একবার বল, আমি তোমার মাতৃ-সম্বোধনে জীবন ধন্য জ্ঞান করি। যদি পূর্ণ পরিচয় না পেয়ে থাক, আমায় বল্‌বার অধিকার নাই। তবে তুমি ভট্টি, এই তোমার যথেষ্ট পরিচয়। তুমি ভট্টি—আর আমি ভট্টিকুলপতির সহধর্ম্মিণী।

সুজন। মা, মা! সন্তানকে আশীর্ব্বাদ দাও। আমি যে অস্ত্র ধর্‌তে জানি না।

কমলা। ভয় কি! যে আত্মরক্ষা করতে জানে, আত্মরক্ষার ইচ্ছাই তার বর্ম্ম—উন্নত করের একটা অঙ্গুলিই তার অস্ত্র। দেখছি, ভবানীর হাতের অস্ত্র তোমার হাতে উঠেছে। অস্ত্র তার নিজের কার্য্য করুক—অত্যাচারীর দমন হ'ক। যাও, অনার্য্যনন্দিনীকে পরিত্যাগ করে, এই অভাগিনী রাজমহিষীর উপর লাল্লাই-বারাহার ভীম অত্যাচারের প্রতিশোধ নাও। [সুজনের প্রস্থান।

রেবা। তুমি—তুমি—তুমি!

কমলা। বিস্মিতা হয়ো না রেবা! এই কঙ্কালাবশেষা রমণীই তোমার সহোদরা। স্বামীর উপর তোমার পিতার পাশবিক ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে ব্রতধারণ ক'রে ব'সে আছি। জীবনে প্রথম তোমাকে কাছে পেলুম—ধরা দিলুম। এস ভগিনী, তোমাকে একবার আলিঙ্গন করি। আলিঙ্গন এই প্রথম—বুঝি এই শেষ। বহ্নিমুখে ব্রত উদ্‌যাপনের আমার সময় এসেছে।

রেবা। দিদি! দিদি! আমি কি করব?

কমলা। কি করবে, বলতে পারি না। কি করেছ, তোমাকে বলি, শোন। ক্ষুদ্র মাধবী তুমি, সহকার-অঙ্গে প্রথম ভর দিয়েছ; ভারতের পবিত্রতম কুলসম্পন্ন বীর তোমাকে করে করে বেষ্টন করেছে। নারীর এ হ'তে ভাগ্য আমি আর জানি না। যদি অনার্য্যনন্দিনী হও, তা হ'লে তোমার কর-সংলগ্ন ওই পবিত্র করের রেণু ধুয়ে ফেলে ঘরে ফিরে যাও। যদি ক্ষত্রিয়নন্দিনী হও, তা হ'লে আমি জানি, তোমার ওই পিতৃশত্রু-স্পর্শ-জাত তড়িৎ চিরজীবনের জন্য তোমার হৃদয়ে আবদ্ধ হয়ে গেছে। ওর চরণাশ্রয় ভিন্ন তোমার অন্য পতি আর আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

রেবা। আমি ক্ষত্রিয়-নন্দিনী।

কমলা। এস ভগিনি—আর একবার বক্ষে এস। জগদম্বে! আজ তোরই সম্মুখে এই আমি প্রথম পিতৃকুলের পবিত্র কুসুম তোর চরণের নির্ম্মাল্য স্বরূপ লাভ করলুম্। তবে শুন ভগিনি, তুমি আজ রাজোয়ারার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলী ঈশ্বরীরাওয়ের পুত্রবধূ।

—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অরণ্য—শিবির-সান্নিধ্য।

সময়—দিবা—প্রথম প্রহর।

মূলরাজ ও সুরজমল।

মূল। দেওয়ান! বিশ বৎসর পূর্ব্বে তোমাকে একবার বুদ্ধিহীন ব'লে সমস্ত সর্দ্দারের সম্মুখে তিরস্কার করেছিলুম। তোমার কি তা মনে আছে?

সুরজ। প্রভুর তিরস্কার যে ভৃত্য অন্তরে পোষণ ক'রে রাখে, সে প্রভুদ্রোহী। কই, আমার কিছুই মনে নেই মহারাজ!

মূল। তোমার নেই, কিন্তু আমার আছে। এখন তুমি যদি তোমার প্রভুকে বুদ্ধিহীন ব'লে তিরস্কার কর, তা হ'লে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হই।

সুরজ। আপনার কথার ভাবে আমার মনে আতঙ্ক উপস্থিত হচ্ছে। ব্যাপার কি, বলুন দেখি!

মূল। আমি যখন ভট্টিজাতিকে নির্ম্মূল করবার জন্য বদ্ধপরিকর, তখন তুমি আমাকে সে কাজ করতে বারংবার নিষেধ করেছিলে, বলেছিলে —"মহারাজ! জাতিকে ত নির্ম্মূল করতে পারবেনই না, লাভের মধ্যে জাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আপনি রোষ-নয়নে পড়বেন।"

সুরজ। হাঁ মহারাজ, মনে পড়েছে বটে। তাতে কি হয়েছে?

মূল। তোমার কথাই সত্য হয়েছে। ভট্টি মরেনি।

সুরজ। বলেন কি! আপনি কোথা থেকে এ কথা জানলেন?

মূল। নিজের চক্ষে দেখেছি।

সুরজ। কোথায়?

মূল। এইখানে।

সুরজ। এইখানে—বনে? সে কি আমাদের আক্রমণ করবার উদ্দেশ্যে এই বনে প্রবেশ করেছে?

মূল। আক্রমণ করেছে। আমি তার বেগরোধ করতে পারছি না।

সুরজ। আমাকে বুঝিয়ে বলুন। আপনার কথা আমার হেঁয়ালী ব'লে মনে হচ্ছে।

মূল। আমি আজ কি আদেশ করেছি শুনেছ?

সুরজ। শুনেছি, আজ অশ্বারোহণে যে ব্যক্তি সকলকে পরাস্ত করবে, সেই এই উৎসবের রাজা হবে।

মূল। সেই ভট্টিই রাজা হয়েছে।

সুরজ। বলেন কি!

মূল। তার অদ্ভুত অশ্বচালনার কাছে আমরা সকলেই মাথা হেঁট করেছি। তুমি আমি সকলেই এ বনে তার অধীন।

সুরজ। তার পর? তাকে কি বিনষ্ট করতে চান?

মূল। করতে পারলে ত নিশ্চিন্ত হতুম। কিন্তু করবার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না।

সুরজ। সে কি এতই শক্তিমান?

মূল। ওই সে আসছে। পরম নীতিজ্ঞ তুমি। সে কি,—কথা কইলে এখনি বুঝতে পারবে।

সুরজ। ওই! ও ত একটি দুগ্ধপোষ্য বালক!

মূল। শুধুই কি বালক দেখছ? আর কিছু কি দেখতে পাচ্ছ না?

সুরজ। তাই ত মহারাজ! এ কি! এমন অদ্ভুত সাদৃশ্য ত কখন দেখিনি! এ যে তনুরায় নবীন যৌবন নিয়ে ফিরে আসছে।

মূল। ঠিক দেখেছ দেওয়ান! তোমার দৃষ্টির ও স্মৃতির প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারলুম না। এইবারে যুবকের সঙ্গে আলাপ কর।

(দেবরায়ের প্রবেশ)

দেব। কই রাজা! আমাকে একটা অস্ত্র দাও।

মূল। আনতে পাঠিয়েছি রাজা, তোমার যোগ্য অস্ত্র না হ'লে কেমন ক'রে তোমার হাতে দিই। তোমাকে ত যার তার ব্যবহার্য্য অস্ত্র দেওয়া কর্ত্তব্য নয়।

দেব। নিশ্চয়! আমি এক তোমার অস্ত্র নিতে পারি, আর পারি দেবতার। শীঘ্র অস্ত্র দাও রাজা। সকলে ইচ্ছামত শীকার করবে, আর আমি বনের রাজা হয়ে শুধু চোখ চেয়ে ব'সে থাকব?

মূল। ব'সে থাকবে কেন রাজা? তোমার হাতে অস্ত্র নেই বলেই ত উৎসব আরম্ভ হচ্ছে না। বেশ, আমি কি শীকার করব হুকুম করব।

দেব। তোমাকে আমি হুকুম করব?

সুরজ। কেন করবে না রাজা? মহারাজ কি আদেশে কার্পণ্য করেছেন মনে কর?

দেব। তা মনে করব কেন?

মুল। যখন অশ্বারোহণে আমি তোমার কাছে পরাস্ত হয়েছি, তখন এ বনে আমিও তোমার অধীন।

দেব। না না, তা কেন। তুমি যে রাজা!

সুরজ। রাজা ত বটেনই। কিন্তু ওঁর আদেশও রাজাদেশ। সে ত আর মিথ্যা হ'তে পারে না।

দেব। না না। তুমি কিছু জান না। রাজা তার হুকুমের উপরেও বাস করে। আমি কি কিছু জানি না মনে করেছ?

সুরজ। তুমিই জান, আমিই মূর্খ।

মুল। তুমি কি শীকার করবে?

দেব। এক সিংহ ছাড়া আর যে জন্তু ইচ্ছা শীকার করব।

সুরজ। সিংহ কি মহারাজের জন্য রেখে দেবে?

দেব। নিশ্চয়। এক দিকে নররাজ, অন্যদিকে পশুরাজ।

মুল। বেশ রাজা, তাই করব।

সুরজ। তা হ'লে উৎসব বন্ধ থাকে কেন? তোমার অস্ত্র আসছে। তুমি ইতিমধ্যে যা ইচ্ছা শীকার করতে আদেশ কর।

দেব। করি রাজা?

মুল। আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করছ কেন?

দেব। যদি না শোনে?

মুল। তোমার ইচ্ছামত শাস্তি দিয়ো, তুমি না পার, আমাকে ব'ল। আমি তোমার ইচ্ছামত শাস্তি দেব। এ অরণ্যে আমি তোমার প্রধান সেনাপতি।

দেব। বেশ রাজা, নমস্কার।

[দেবরায়ের প্রস্থান।

মুল। কি দেওয়ান, দেখলে?

সুরজ। মহারাজ! যেমন ক'রে পারেন, এ বকে আয়ত্ত করুন।

মুল। কি ক'রে করি দেওয়ান? সে পথে কাঁটা দিয়েছি। কেতুকে সমর্পণ করবার জন্য কটা গাড়েলোক নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছি।

সুরজ। তাতে কি! আপনি ত আর মারোয়ার অধীন ন'ন। আজকের পরাজয় উপলক্ষ ক'রে তাকে সসম্মানে বিদায় দিন। তাতে যদি মারোয়ার যুদ্ধ করতে আসে, আমরাও তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পশ্চাৎপদ নই।

মুল। তা ত নই, কিন্তু এ দিকে যে আর এক বিপদ।

সুরজ। আবার কি বিপদ?

মুল। কোন বারাহা-লাঙ্গাই তার অধীনতা স্বীকার করতে চাচ্ছে না।

সুরজ। দরিদ্রবেশী দেখেছে ব'লে তারা আপনার আদেশ অমান্য করতে চায়? আপনার আদেশ অমান্য করলে আপনার অস্তিত্বের মূল্য থাবে। এখনি ঘোষণা করুন, যে অমান্য ক'রবে, তার কঠোর শাস্তি হবে। রাজকুমার?

মুল। তারাই এ ষড়যন্ত্রের নেতা। আমার পুত্র, তোমার ভাগিনেয়, বুটারাজকুমার, সকলেই বিদ্রোহী হবার চেষ্টা করছে।

সুরজ। তাদের মনুষ্যত্বহীন হ'তে প্রশ্রয় দেবেন না।

মুল। বেশ, আবার আদেশ প্রচার করছি।

[মুলরাজের প্রস্থান।

(সর্দার ও অরিসিংহের প্রবেশ)

অরি। এই যে মামা এসেছেন। মামা! আপনি মহারাজকে নিষেধ করুন।

সুরজ। কি নিষেধ করব?

অরি। আপনি কি শোনেন নি?

সুরজ। সব শুনেছি। মহারাজ যা আদেশ করেছেন, তাই কর। আর রাজকুমারদেরও তাই করতে বল।

অরি। ওই ছোঁড়ার হুকুমে আমাদের চলতে হবে?

সুরজ। নিশ্চয়! ছোঁড়া বলছ কেন? রাজা বল। আজ সে এ বনের রাজা। আমি—শুধু আমি কেন—মহারাজ পর্য্যন্ত তার আদেশ পালন করতে বাধ্য। হুকুম না মানো—বিদ্রোহী ব'লে গণ্য হবে।

[সুরজমলের প্রস্থান।

অরি। এঃ। মামারও বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

সর্দার। মুণ্ড দিতে হয়, সেও ভাল—তবু আমরা সেই ছোঁড়ার হুকুম মানব না।

অরি। কিছুতেই না—কিছুতেই না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কুমারদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম, কু। শুনছ—আবার হুকুম জারি হচ্ছে।

২য়, কু। এস, তার পূর্ব্বে ছোঁড়াটাকে ভুলিয়ে ভীর বনে নিয়ে যাই। তার পর সেইখানেই নিকেশ।

১ম, কু। ঠিক বলেছ—উত্তম পরামর্শ, উত্তম পরামর্শ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনাংশ।

দেবরায়।

দেব। বলিহারি বন্ধু, বলিহারি তোমাকে, আর বলিহারি তোমার ঘোড়াকে। খোরাসান। তুমি আজ সমস্ত বারাহা রাজপুতদের হারিয়ে, রাঠোরকে হারিয়ে, রাজাকে সাক্ষী রেখে আমাকে জয়পতাকা দিয়েছ। তোমার কল্যাণে আমি আজ এ বনের রাজা। বস্—বস্—বারাহা-লাঙ্গাই, রাঠোর, সমস্ত রাজপুতকে আমি আজ হুকুম করবো। রাজাকে পর্য্যন্ত আমার হুকুম মেনে চল্‌তে হবে। তাই ত। কিসে আজ আমার অদৃষ্ট এত সুপ্রসন্ন হ'ল? কার দয়া আমাকে আজ বনের রাজা ক'রে দিলে। মা মা—মা তুমি। তুমি আজ প্রভাতে তিরস্কার ক'রে আমাকে ঘর থেকে বা'র ক'রে না দিলে, আমার এত সৌভাগ্য হ'ত না। এ কি সৌভাগ্য! আমি রাজার রাজা! যাক্, মনে করলে নেশা ছুটে যাবে। এখন নয়—এখন নয়। আগে একবার রাজত্বটা ক'রে নিই। তার পর—তার পর একটি জায়গায় ব'সে ভাববো। বন্ধু! তোমাকে ভাববো, তোমার ঘোড়া ভাববো, আর ভাববো তোমাকে—যে তোমাকে দেখার ফলে আমি বন্ধু পেয়েছি, ঘোড়ার রাজা পেয়েছি, রাজা হয়েছি। ওই রাঠোর আস্‌ছে। যে আমার চোখের সুখ, ও তাকে বিয়ে ক'রে দেশে নিয়ে যেতে এসেছে! দেশে নিয়ে গেলে, আর তাকে দেখ্‌তে পাব না। শালা আমার চক্ষুঃশূল; শালাকে ফড়িং শীকার করতে

(গজসিংহের প্রবেশ)

গজ। তাই ত। কোথা থেকে একটা অপরিচিত উন্মত্ত এসে, আমার জয়শ্রীকে অপহরণ ক'রে নিলে। সমস্ত বারাহা-লাঙ্গাইদের হারিয়ে একটা নেশাখোরের কাছে হেরে গেলুম। সে নেশাখোরটা থাকতে ত আমি স্ফূর্ত্তি ক'রে মাথা তুলতে পারছি না। গাছে ঘোড়া বেঁধে রেখেছে। বেটা এইখানেই কোথাও না কোথাও আছে।

দেব। আমাকে খুঁজছে। হুকুম শোনবার জন্য খুঁজছে। একটু হাঁটুতে মাথা গুঁজে খরগোস লুকুনোর মত লুকুনো যাক্। খুঁজুক—শালা খুঁজুক—আমি রাজা, ও প্রজা। প্রজা রাজাকে খুঁজুক। ও আমার বেয়াদব প্রজা! রাজার চোখের সুখ কেড়ে নিতে এসেছে! (হাঁটুতে মাথা দিয়া উপবেশন)

গজ। ছোঁড়াটাকে যে কোন উপায়ে হ'ক এখান থেকে দূর করতেই হবে। সে যদি ওই ঘোড়াতে চেপে মৃগয়া সেরে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সহরে ফেরে, তা হ'লে কেতুকে আর আমি মুখ দেখাতে পারবো না। সহস্র সহস্র দর্শক তার জয়ে আগেই অতি উল্লাসে করতালি দিয়েছে। তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে তার ফেরবার অপেক্ষা করছে। আবার একবার দেখলেই প্রচণ্ড জয়ধ্বনিতে তার প্রত্যুদ্‌গমন করবে। তাকে এখান থেকে সরাতেই হবে। কিছু পুরস্কার দিয়ে আগে বিদায়ের চেষ্টা করবো। তাতে না যায় কেটে ফেলবো।

দেব। না, আর না। খুব খুঁজছে—খুব—খুঁজছে। আর লুকিয়ে থাকা ভাল নয়। হুঁঃ! হুঁঃ। (গলার শব্দ করণ)

গজ। এই যে, এই যে—এরে পাগল। তুই এখানে?

দেব। চোপ—আমি রাজা।

গজ। আচ্ছা আচ্ছা, তাই। এখন শোন্। তোর ঘোড়া চালানো দেখে আমি বড় খুসী হয়েছি। সেই জন্য আমি তোর আগে ঘোড়া ছুটাইনি। বুঝেছিস?

দেব। পেছন পেছন এলে বেশ দেখা যায়—না?

গজ। হাঁ। এই ঠিক বুঝেছিস্। আগে ছুটলে ত দেখতে পেতুম না।

দেব। গজসিংহ কি না! ঘাড় ফেরাবার যো নেই। বেশ, গজরাজ! তা হ'লে তুমি শুঁড় দিয়ে ফড়িং শীকার কর।

গজ। হাঃ হাঃ হাঃ! আচ্ছা, তা করব এখন।

দেব। "করব এখন" নয়—কর। আমি আজ এ বনের রাজা। যাকে যা শীকার করতে বলব, তাকেই তা করতে হবে।

গজ। পাগলামী করিস্‌নি—শোন্‌। আমি খুসী হয়েছি। কিন্তু তোর বেয়াদবীতে রাজকুমারেরা চটেছে। তারা তোকে খুঁজছে। দেখতে পেলে কেটে ফেলতে পারে। বুঝলি? তাই বলি, আমি তোকে কিছু বকসিস দিচ্ছি। নিয়ে, চুপি চুপি এই বনের ধার ধ'রে ধ'রে পালা।

দেব। যাতে রাজকুমারেরা দেখতে না পায়?

গজ। হাঁ। কি জানি! যদিই তারা কেটে ফেলে!

দেব। তারা চটেছে?

গজ। বেজায়।

দেব। আর তুমি খুসী হয়েছ?

গজ। তা না হ'লে খুজে তোকে বকসিস্‌ দিতে আসব কেন?

দেব। কি বকসিস্‌ দেবে?

গজ। এই নে—মুল্যবান্‌ অঙ্গুরী।

দেব। বাবা গজ! তোমার ও থামের মত মোটা আঙ্গুলের আংটী নিয়ে কি আমি গলায় হঁসুলি করব?

গজ। আরে উল্লুক, বিক্রী ক'রে যে টাকা পাবি, তাতে আজন্ম তোর সুখে স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে।

দেব। আমি উল্লুক! তা হ'লে তুই গজ ন'স্‌ গাড়োল!

গজ। কি বল্‌লি রে অভাগ্য?

(অস্ত্রে হস্তদান)

(রাজকুমারদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম কু। কি হয়েছে—কি হয়েছে ভাই?

গজ। দেখ ভরুমল, যদি ভগিনীটি আমাকে দিতে চাও, তা হ'লে এই উল্লুককে—

দেব। চোপ।

গজ। দূর ক'রে দাও।

দেব। চোপ, আজ আমি এ বনের রাজা। এরা আমাদের রাজা বলেছে।

গজ। যদি না দাও, তা হ'লে আমি উল্লুককে এখনি কেটে ফেলবো।

দেব। আমি উল্লুক নই—যে বলে, সেই উল্লুক।

গজ। তাই ত, তাই ত!

(অস্ত্রে হস্তদান)

১ম কু। থামো—থামো। এই পাগল! কাকে কি বল্‌ছিস্‌? এখনি মরবি যে।

দেব। ঠিক বলেছি! রাঠোর-কলঙ্ক! ঘুষ দিয়ে তুমি কলঙ্ক মুছতে এসেছ? আংটী দিয়ে আমার আজকের রাজ্য কিনে নিতে এসেছ? তুমি উল্লুক—গাড়োল— গজসিংহ নাম তোর কেউ তোকে তামাসা ক'রে দিয়েছে।

২য় কু। তবে বলি শোন, রাজার আদেশ আমরা কেউ পালন করব না ব'লে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি। আমরা রাজপুত্র হয়ে এ হীন অপরিচিতের কাছে কখনও মাথা হেঁট করবো না। সেই জন্য ওকে হত্যা করব ব'লে দূর বনে এনে উপস্থিত করেছি। কেউ যাতে ওর চীৎকার শুনতে না পায়, কেউ সাহায্য করতে না পারে, ম'লে কেউ জানতে না পারে।

১ম কু। তবে আর কেন—অতি গভীর বন—কেউ না এসে পড়তে পড়তে হতভাগ্যকে এইখানে শেষ ক'রে দাও।

২য় কু। তথাপি একবার হতভাগাকে বিদায় করবার চেষ্টা করি। এই—তুই কিছু পুরস্কার নিয়ে বন ছেড়ে চ'লে যা।

দেব। তুমি কে হে?

গজ। ইনি বারাহা-রাজপুত্র—আর ইনি লাল্লাই-কুমার।

দেব। বটে! বাপের হুকুম অমান্য করা গুণধর! তুমি ছুঁচো শীকার কর।

সকলে। মার—উল্লুককে মার। (দেবরায়কে আক্রমণ।)

দেব। নিরস্ত্র—নিরস্ত্র—নিরস্ত্র—নীচ বারাহা! আগে হাতে অস্ত্র দে। (নেপথ্যে সূরজমল)। —হত্যা ক'র না—হত্যা কর না।—নিরস্ত্রকে অস্ত্র মেরো না। রাজার ধর্ম্ম নষ্ট ক'র না।

সকলে। চোপ—চোপ—মার—মার—

দেব। নিরস্ত্র—আমি নিরস্ত্র। অস্ত্রধারী কে আছ? ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও।

(সুজনের প্রবেশ)

সুজন। এই নাও—এই নাও। দেবতা অস্ত্র দিয়েছে, এই নাও। (অস্ত্র প্রদান)

দেব। দাও দাতা, দাও।

[যুদ্ধ করিতে করিতে দেবরায়, গজসিংহ ও রাজকুমারদ্বয়ের প্রস্থান।

সুজন। মা চতুর্ভুজে! দেখিস্ মা, তোর হাতের অস্ত্রের যেন মর্য্যাদা রক্ষা হয়। (প্রস্থানোদ্যত)

(সুরজমলের প্রবেশ)

সুরজ। ঠিক হয়েছে! ধর্ম্ম যদি জীবের একমাত্র আত্মীয় হয়, তা হ'লে রাজপুত্র, তুমিও আমার আত্মীয় নও, আর ওই নবাগত যুবকও আমার পর নয়। পালিয়ে যেয়ো না ব্রহ্মচারী। মহত্তের কার্য্য ক'রে চোরের ন্যায় পলায়ন তোমার কর্ত্তব্য নয়। তুমি নিরস্ত্রকে অস্ত্র দিয়েছ—নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হয়েছ। জানি না—তুমি কি? যদি বারাহা হও, তা হলে এখনও তাদের অস্তিত্বের আশা আছে। কিন্তু বুঝতে পার্‌ছি, তুমি ভট্টি।

সুজন। আমি ভট্টি।

সুরজ। আর ওই যুবক?

সুজন। দেওয়ান! এর অধিক আর জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না।

সুরজ। আর জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নেই। আমি উত্তর পেয়েছি ব্রহ্মচারী, সত্যাশ্রয়ী তুমি—তাই তুমি অদ্ভুত সময়ে উপস্থিত হয়েছ। তুমি মৃত্যুকে ভয় কর না। আমাকে করছ কেন?

সুজন। কি বলব দেওয়ান। আমার রাজা আমাকে চেনেন না। আমিও আজ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত রাজাকে চিনতুম না।

সুরজ। যাও, এই অস্ত্র নাও। নিয়ে রাজার সঙ্গে পরিচয় ক'রে এস। যদি রাজা এ অন্যায় যুদ্ধে হত না হয়, তাকে এই অস্ত্র উপঢৌকন দিও। তাকে ব'ল, এ বারাহা-রাজ্যের উপঢৌকন।

সুজন। নিয়ে যান দেওয়ান—আমি আজিকার পূর্ব্বে এ হাতে কখনও অস্ত্র ধরি নি। আপনার উদ্দেশ্য বুঝেছি। আমার হাতে অস্ত্রের কাজ যা হবার, তা হয়ে গেছে। আর এতে রাজার কোনও উপকার হবার সম্ভাবনা নেই। উপঢৌকন দিতে হয়, আপনার রাজাকে নিজ হাতে দিতে বলুন। আমি অস্ত্রপরিচয়হীন ভট্টি। আমাকে তরোয়ার দেখিয়ে রহস্য করবেন না।

[প্রস্থান।

সুরজ। বেশ।

—

তৃতীয় দৃশ্য

বন—অপরাংশ।

রক্তাক্ত-কলেবরে দেবরায়।

ভূপতিত গজসিংহ, ১ম ও ২য় রাজকুমার।

দেব। থাক্—শুয়ে থাক্। রাজার আদেশ-অমান্যকারী রাজদ্রোহী নীচ। তোদের শাস্তি দিতে দেবতা আমার হাতে অস্ত্র পাঠিয়ে দিয়েছে। তাই আজ তোরা দেবতার দ্বারে বলি। পশু শীকার করতে বনে এসেছিলি, এখন তোরা পশুর খোরাক হ'তে প'ড়ে থাক্। যথার্থই এখন আমি বনের রাজা। বারাহা-রাজা চ'লে গেছে—রাজার ছেলে ম'রে গেছে। রাজার হুকুমে বনের শাসন এখন আমার। থাক্, প'ড়ে থাক্। আর কেউ এসে তোদের মাথা তোলাতে পারবে না। এস দাতা! তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ—মান দিয়েছ। এই নাও, তোমার অস্ত্র নাও।

(সুজনের প্রবেশ)

সুজন। পরাস্ত করেছ বীর?

দেব। পরাস্ত! ওই দেখ—দেখ দেখি দাতা। ওরা কি পরাস্ত?

সুজন। এই কয় জনকেই তুমি হত্যা করলে?

দেব। এরা কি জন? নিরস্ত্র দেখে, নির্জ্জন দেশ—আকাশভাঙ্গা চীৎকারেও কেউ সাহায্য কর্‌তে পার্‌বে না জেনে, যারা এক জনকে হত্যা কর্‌তে আসে, তারা কি মানুষ? যে কোন সাহসী অস্ত্রধারী তাদের মেরে ফেল্‌তে পার্‌তো। দাতা, এই তোমার অস্ত্র নাও।

সুজন। তুমিই নাও। ও অস্ত্র আমি আর গ্রহণ কর্‌ব না।

দেব। না—না। প্রাণ দিয়েছ, মান দিয়েছ—আর দিও না।

(অস্ত্র ভূমিতে রক্ষা)

সুজন। আমি কিছু দিই নি। ভক্তিজাতির ধিষ্ঠাত্রী দেবীই তোমাকে সব দিয়েছে। রাজা! জা! আমি তোমার এক জন ভক্ত প্রজা, আমার পঢৌকন নিক্ষেপ ক'র না।

দেব। তবে দাও। ব্রহ্মচারী, তোমাকে পাম। এক জন ঘোড়া উপহার দিলে, আর এক ন দিলে অসি। তা হ'লে আমি শুধু আজকের তন রাজা নই?

সুজন। না। তুমি জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই রাজা য়েছ। কিন্তু তুমি তা জান না। আমি াগ্যবান্। তোমাকে এই পরিচয় দিবার পুণ্য বকাশ আমিই প্রথম পেয়েছি।

দেব। কি বল্‌ছ ব্রহ্মচারী, আমি যে কিছুই াতে পারছি না। আমি ত এই বনের জা?

সুজন। না—সমস্ত দেশের রাজা। যাও জা, আর দাঁড়িও না। দূরে অরণ্যে মদোন্মত্ত রাহার কোলাহল শোনা যাচ্ছে, এই কয় হভাগ্যকে দেখতে পায়নি ব'লে বোধ হয়, তারা দের অনুসন্ধান করছে। এখনি বিজয়ী অশ্বে রোহণ ক'রে মায়ের কাছে চ'লে যাও, গিয়ে মার কথার সত্যতার মীমাংসা কর। চ'লে ও—চ'লে যাও। কে যেন এ দিকে আসছে। রম্ভের মুখেই কার্য্য পণ্ড ক'র না। রাজ্যের ান্তে পা দিয়েছ। এখনও অনেক দূর তোমাকে তে হবে। অগণ্য অত্যাচারিত প্রজা নীরবে মার শুভাগমন প্রতীক্ষা করছে। প্রথম অগ্নি মর অজ্ঞাতসারে সামান্য ফুৎকারে প্রজ্বলিত ছ। শত্রু যেন সে অগ্নি অবলম্বনে তোমাকে ভূত না করে। চ'লে যাও—চ'লে যাও— যাও। বিজয়ী অশ্বে আরোহণ কর।

দেব। না ব্রহ্মচারী, ঘোড়া আমি আর নেব চামার-পুত্রদের সঙ্গে বনে বনে ছুটোছুটি বনকে আমি অনেক দিন আয়ত্ত করেছি। রাজার সঙ্গে কত দিন যুদ্ধ করেছি। এই সিংহ কপালে নখ বসিয়ে অনেক আগে কে রাজত্ব দিয়েছে। নাও ব্রহ্মচারী, তুমি নাও। যে দাতা আমাকে ঘোড়া দিয়েছে, আমার ফেরবার অপেক্ষায় তনোট-কেল্লায় দের তলায় ব'সে আছে। এই ঘোড়া তুমি ফিরিয়ে দাও। আমি চল্লুম।

সুজন। বেশ, তোমার যেরূপ অভিরুচি। তার পর তোমাকে কোথায় খুঁজবো রাজা?

দেব। তুমি আমাকে খুঁজবে ব্রহ্মচারী?

সুজন। নিশ্চয়। তুমিই আমার একমাত্র অবলম্বন। তুমিই আমার ব্রহ্মচর্য্যের কাম্য ফল।

দেব। চামার-বাড়ীতে ঢুকতে পারবে?

সুজন। সে আমার তীর্থ।

দেব। সেইখানে—সেইখানে—সেইখানে— ব্রহ্মচারী—ব্রহ্মচারী, তোমাকে প্রণাম করি।

সুজন। আর রাজা, আমি তোমার প্রথম রাজ-অধিকারের প্রথম সম্মাননার নিদর্শনস্বরূপ আমার উষ্ণীষ তোমার সম্মুখে ভূমিতে রক্ষা করি। যাও রাজা, আর মুহূর্ত্ত দেরী ক'র না—চ'লে যাও।

[দেবরায়ের প্রস্থান।

সুজন। ভক্তি! নাম শুনে সর্ব্বদেহে তড়িৎ-প্রবাহ ছুটে গিছলো। অথচ আবাল্য ব্রহ্মচর্য্যে আমি অভ্যস্ত। এ করপল্লব ফল-পুষ্পের সঙ্গেই চির পরিচিত। আজকের আগে আর কখনও অস্ত্র স্পর্শ করিনি। ভক্তি কি—বোঝবার জন্য প্রাণে বড়ই ব্যাকুলতা এসেছিল। আজ তোমাকে দেখে রাজা, ভক্তির পরিচয় পেয়েছি। তোমাকে রক্ষা করা শুধু আমার ধর্ম্ম নয়। নিরস্ত্রের পক্ষে যদি সম্ভব হয়, হে রাজা, তোমার জীবন-রক্ষার জন্য আমি এ জীবন উৎসর্গ করলুম।

[প্রস্থান।

(অরিসিংহ ও সর্দ্দারের প্রবেশ)

অরি। সব মাটি করলে। একটা কোথাকার কে জুটে সমস্ত আহেরিয়ার আমোদ নষ্ট হয়ে গেল।

সর্দ্দা। যার সামান্যমাত্রও মর্য্যাদাজ্ঞান আছে, সেও ওই হতভাগ্যের কাছে এক মুহূর্ত্তেরও অধীনতা স্বীকার করবে না।

অরি। আমি ত পারবই না। আর যে পারে, সে পারুক। আমি সে হতভাগ্যকে চর্ম্মকার-পল্লীতে এক গাছের তলায় প'ড়ে থাকতে দেখেছিলুম।

সর্দ্দা। বল কি! তুমি আগে তাকে দেখেছ?

অরি। দেখি, সে নেশায় অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছে। আহেরিয়ার কথা শুনে সে যোগ দিতে করযোড়ে আমার কাছে অনুমতি ভিক্ষা

করেছিল। সে কাছে দাঁড়াতেই আমার ঘৃণাবোধ হয়েছিল। নিশ্চয় সে কোন অভাগিনীর সন্তান। যার দেহে এক বিন্দুও ক্ষত্রিয়-রক্ত আছে, সে কি কখন সেই নীচের কাছে মাথা হেঁট করতে পারে!

সর্দ্দা। মহারাজের এ কি অন্যায় আদেশ!

অরি। রাজকুমারেরা কেউ তার অধীনতা স্বীকার করতে ইচ্ছুক নয়। তাই তারা জনসঙ্গ ত্যাগ ক'রে ইচ্ছামত এই দিকে মৃগয়া করতে এসেছে।

(মূলরাজের প্রবেশ)

মূল। না অরিসিংহ! হতভাগ্যেরা দুরভিসন্ধি নিয়ে এই দিকে এসেছে। গোপনে হত্যা করবার জন্য তারা তিন জনে পরামর্শ ক'রে সরল নিরস্ত্র যুবককে এই গভীর অরণ্যে ভুলিয়ে এনেছে। হতভাগ্যেরা ক্ষত্রিয়ের মর্য্যাদা বোঝে না। প্রতিজ্ঞার অর্থ উপলব্ধি করবার তাদের ক্ষমতা নাই। আমি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ। অরিসিংহ! এই আহেরিয়ার উৎসবে এই অরণ্যমধ্যে আমিও তার অধীন। সে যদি আমাকে একটা হীন জন্তু শীকার করতে আদেশ করে, আমি তাই করতে বাধ্য। নিরস্ত্র সে, আমার কাছে অস্ত্র চেয়েছিল, আমি নিজের অস্ত্র তাকে দিতে চেয়েছিলুম। সে যুবক দীন, পরিচয়হীন, কিন্তু মর্য্যাদাহীন নয়। সে আমার অস্ত্র গ্রহণ করে নি। অবনত মস্তকে আমার দানমুখে সে যে উত্তর দিয়েছিল, তাতে সে আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। শোন অরিসিংহ, আমার পুত্র যদি নিরস্ত্র পেয়ে তাকে হত্যা ক'রে থাকে, তা হ'লে সঙ্গে সঙ্গে সে বারাহা-রাজ্যের উত্তরাধিকার হারিয়েছে জেনে রাখ। যে এই ঘৃণিত কাপুরুষের কার্য্যে লিপ্ত থাকবে, সেই আমার শত্রু।

অরি। মহারাজ! বারাহা-রাজকুমার এত হীন হবে, এ আপনি কখনও মনে করবেন না।

মূল। মনে করি নি, এ কথা তোমাকে বলতে পারছি না। তবে মনে করলেই বারাহা-রাজ্যের ভিত্তি নড়ে ওঠে, তাই মনে আসতে আসতে এ ভয়াবহ চিন্তা দূর ক'রে দিচ্ছি। যাও, এই অস্ত্র নিয়ে তোমাদের আজকের রাজার সন্ধান কর। শোন, যে ব্যক্তি তার আদেশ অমান্য করবে, সে বিদ্রোহী ব'লে গণ্য হবে। এই নাও, সসম্ভ্রমে এই অস্ত্র তার হাতে দিয়ো, আহেরিয়ার রাজা তাঁর ইচ্ছামত পশু সংহার করুন।

(সুচেতসিংহের প্রবেশ)

সুচেত। মহারাজ! আমার পুত্রকেও দেখতে পাচ্ছি না। রাঠোর-কুমারকেও দেখতে পাচ্ছি না।

মূল। বুটারাজ! নিশ্চয় তারা বিদ্রোহী হয়েছে।

সুচেত। আমিও তাই মনে করছি। তারা আপনার আদেশের মহত্ত্ব বুঝলে না।

মূল। তাদের সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য সখা?

সুচেত। আপনার যা অভিরুচি। আমি এ পর্য্যন্ত ত আপনার কোনও কার্য্যে অসম্মতি প্রকাশ করি নি।

মূল। যে হতভাগ্যদের প্রতিষ্ঠার জন্য আমি তোমার প্রিয়তমা কন্যাকে বাসরবৈধব্য দিয়েছি, তারা যদি এতই হীন বর্ব্বর হয় যে, আমার আদেশকেও তুচ্ছ করে, তা হ'লে তাদের হাতে রাজ্য দেওয়া আর বারাহা-লাজাইকে মরুভূমিতে স্থান দেওয়া—এ দুয়ে কোন প্রভেদ নেই।

সুচেত। কোনও প্রভেদ নেই মহারাজ!

মূল। যাও অরিসিংহ! কুমারদের সন্ধান কর, আহেরিয়ার রাজার সন্ধান কর।

অরি। মহারাজ! এ কি—এ কি!

সর্দ্দা। তাই ত! এ কি—এ কি মহারাজ!

সুচেত। কি—কি অরিসিংহ!

মূল। নিরীহকে দুরাত্মারা হত্যা করেছে?

অরি। কোথায় দুরাত্মা—কোথায় দুরাত্মা! দুরাত্মা কার্য্য শেষ ক'রে পালিয়েছে।

সর্দ্দা। সর্ব্বনাশ ক'রে গেছে মহারাজ, সর্ব্বনাশ ক'রে গেছে।

অরি। বারাহা-লাজাই নির্ব্বংশ—রাঠোর নেই!

(মূলরাজ ও সুচেতসিংহের অগ্রগমন ও দর্শন)

মূল। সুচেতসিংহ!

সুচেত। রাজা!

মূল। সুচেতসিংহ! উৎসব বন্ধ ক'রে সমস্ত বারাহা-লাজাইকে নগরে ফিরতে আদেশ কর। সাবধান! এখানে কেউ যেন আমাদের এ শোচনীয় অবস্থার কথা জানতে না পারে। আর দুই একজন

স্ত লোক এনে এই তিন হতভাগ্যকে এই
ানমধ্যেই ভস্মীভূত কর।

অরি। আর প্রতীকার?

মুল। প্রতীকার করতে পার?

অরি। এখনি করবো। গোপনে এই সর্ব্বনাশ
র দুরাত্মা ঘাতক অক্ষত দেহে চ'লে যাবে?

মুল। কে হত্যা করেছে, তুমি কেমন ক'রে
বে?

অরি। জানব কি, জেনেছি। এ সেই ছদ্মবেশী,
রাজের প্রশ্রয় পেয়ে আমাদের এই সর্ব্বনাশ
েছে।

মুল। তুমি মূর্খ। সে অস্ত্রশূন্য।

অরি। সে আপনার চক্ষে। আমরা তার
েখ, মুখে, অঙ্গসঞ্চালনে, ইঙ্গিতে, অসংখ্য অস্ত্র
খছি।

মুল। উত্তেজিত হয়ো না অরিসিংহ।

অরি। আদেশ অমান্য করার অপরাধে আমাদের
ন্ত পেতে হয়, সে-ও স্বীকার, তবু আমরা সে
আকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়ব না।

সর্দ্দা। চল—চল। আর কথায় সময় নষ্ট ক'র
যত দেরী হবে, ততই দুরাত্মাকে ধরা কঠিন
পড়বে।

অরি। চল—এখনি চল। [উভয়ের প্রস্থান।

মুল। মহাত্মা সুচেত। নিজে নির্ব্বংশ হলুম,
মাকেও নির্ব্বংশ করলুম। কেন করলুম, কিসে
ুম, এখানে সে কথা বলবার সময় নেই। তুমি
াহত হতভাগ্যদের অনুসরণ কর। বংশ গেছে,
হতভাগ্যদের বুদ্ধির ভ্রমে জাতি ভস্মীভূত না
বিলম্ব ক'র না। যদি যথার্থই সে যুবক
কারী হয়, তাকে বন্দী ক'রে আমার কাছে
এস। পুত্রশোকে ক্রোধে যেন তাকে হত্যা
না।

—

চতুর্থ দৃশ্য

ভগ্ন দুর্গ-প্রাকার।

কেতু ও প্রাকারতলে নিদ্রিত গরধন দাস।

(নাগরিকাগণের গীত)

কার—শীকার—ফিরে এস আসোয়ার।
ে ধ'রেছি কুসুমথালা সজ্জিত ফুলহার॥

বিঁধে বল্লমে বরাহ বক্ষ,
অমোঘ সায়কে কুরগ লক্ষ্য,
ফিরে এস ধীরে সমরদক্ষ,
চলেছে সুরথ নদীর পার।
দীর্ণ করেছ কেশরি-মুণ্ড,
ভূতলে পড়েছে করীর শুণ্ড,
শশক হয়েছে স্তূপাকার—
এস বীর ফিরে, আপনার ঘরে,
বদ্ধ করিয়া তলোয়ার॥

[গীতান্তে প্রস্থান।

কেতু। রেবা যা বললে, তাই কি ঠিক হ'ল।
নেশাই কি তার সর্ব্বস্ব? নইলে আমাকে ঘোড়া
আনতে ব'লে সে অদৃশ্য হ'ল কেন? এতই সে
কাপুরুষ যে, আমার ফেরবার অপেক্ষা করতে
পারলে না? এখন বুঝতে পারছি, সে সত্য সত্যই
দুর্ব্বৃত্ত, আমাকে অসহায়া অবলা মনে ক'রে আমার
অপমান করেছে। তার পর কোনও রকমে হয় ত
আমার পরিচয় পেয়েছে, পেয়েই মৃত্যুভয়ে নগর
পরিত্যাগ ক'রে পালিয়েছে। যাক্—ঘোড়া আনা
আমার বৃথা হ'ল। একটা অপরিচিত হীনের কাছে
আমার লাঞ্ছনা পাওনা ছিল, সেইটুকুই আমার লাভ
হ'ল। দুর্ব্বৃত্তের শাস্তি হ'ল না—এই যা দুঃখ।

গর্। ঘোড়া—ঘোড়া!

কেতু। এই যে, এই যে। তুমি এখানে?

গর্। ঘোড়া এনেছ?

কেতু। এনেছি।

গর্। বেশ বন্ধু, বেশ।

কেতু। না—না। আরে ম'ল এ আবার কে?

গর্। বন্ধু। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।
সত্য কথা বলতে হ'লে এ ঘোড়া তোমারই হওয়া
উচিত। তোমার এক ডেলা আফিমের দাম আমার
অমূল্য খোরাসান।

কেতু। তা হ'লে ত সে ঘোড়া পেয়েছে।

গর্। এ ঘোড়া তোমাকে দিতুম। কিন্তু বন্ধু,
ঘোড়া আমার দেবার যো নেই। আমি আমার
রাজার নাম ক'রে এ ঘোড়া এনেছি। তার বাপের
যে দিগ্বিজয়ী খোরাসান, এ তারই বাচ্ছা। এও
অমূল্য—রাজোয়ারায় এ ঘোড়ার জোড়া নেই।
তোমাকে দিতে পারতুম। কিন্তু রাজা—কোথায়
রাজা?

কেতু। রাজা! রাজা কে? রাজা ত এক আমার পিতা! ও-ত চোখ বুজেই আছে। একটা কথা কয়ে দেখি না।

গর্। মাফ কর বন্ধু, আমি চোখ খুলতে পারছি না! দু'দিনের খোঁয়ারি, তোমার অমলপানি সেই খোঁয়ারি মিটিয়ে দিয়েছে। অস্থিমজ্জায় মৌতাত। চোখ খুলতে প্রাণ চাচ্ছে না। একটু অপেক্ষা। বন্ধু! একটু অপেক্ষা। ঘোড়া ছেড়ে একটু ব'স। তার পর তোমার জয়বার্ত্তা শুনবো।

কেতু। 'রাজা' কি ব'ল্লে বন্ধু?

গর্। রাজা—রাজা। তাকে কি পাব বন্ধু! রাজা যেখানে প'ড়ে আছি, এই তনোটি কেল্লার অধীশ্বর। মহাত্মা তমুরায়ের পুত্র। বেঁচে আছে শুনে আহ্লাদে ঘোড়া সওগাত নিয়ে ছুটে এসেছি। কিন্তু কোথায় তাকে পাব—কোথায় তাকে পাব। শোন বন্ধু! মনের কথা শোন। তোমার ঋণ আমি এ জন্মে আর শুধতে পারব না। যদি রাজাকে পাই—তবেই ঘোড়া তার। না পাই তোমার। তোমার অমলপানি—আমার ঘোড়াকে—আমাকে কিনে নিয়েছে।

কেতু। তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি বন্ধু।

গর্। কিছু না—কিছু না। তবে একটু অপেক্ষা।

কেতু। বেশ, অপেক্ষা কর্‌ছি। তুমি একটু ঘুমোও।

গর্। একটু—একটু। দু'দিন দু'রাত চোখের পলক ফেলিনি। তার ওপর খোঁয়ারি। একটু—একটু। জয়ী হয়েছ—বুঝতে পার্‌ছি। মোটা রাঠোর হেরে গেছে—বারাহা হেরে গেছে। সকলে চ'টে গেছে—বুঝেছি। চটুক সে শালারা, চ'টে তোমার কি করবে। আমি আছি—আর আমার গদা আছে। বন্ধু! আমি কলির ভীম, —হাতীর মাথা চূর্ণ ক'রে গদাশিক্ষা শেষ করেছি। ভয় কি বন্ধু! পাঁচশো বারাহা—হাজার বারাহা—আর একা আমি। জুৎ ক'রে জায়গা নিয়েছি। হাজার বারাহার মাথায় ঘিয়ে মুলতান সহর ভরিয়ে দেব।

কেতু। কি ভয়ানক, এ বলে কি!

গর্। সে ছুঁড়াটা কি বড়ই নজরে লেগেছে বন্ধু?

কেতু। কিছু লেগেছে বই কি!

গর্। কিছু কি! কিছুতে হবে না। বল,—বড় লেগেছে।

কেতু। লাগলেই বা ফল কি বন্ধু?

গর্। পাইয়ে দেব—পাইয়ে দেব। ভয় কি তবে একটু অপেক্ষা—একটু। (নাসিকাধ্বনি

কেতু। আর না। আর এখানে থাকা যু নয়। কিন্তু এ কি! ভট্টি আছে! মায়ের মু শুনেছি, পিতা ভট্টিকুল নির্ম্মূল করেছে এই তনোট ভট্টিধ্বংসের সাক্ষী। সেই ভট্টি এখ আছে। শুধু তাই নয়, তাদের রাজা! এও বুঝতে পার্‌ছি ভট্টি। শক্তির যা পরিচয় দি তাতে সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠলো। তাই ত! করি। বারাহার ভীম শত্রু নগর-সান্নিধ্যে শু আছে। ওর যা অবস্থা, এক জন বারাহা বীর সংবাদ দিতে পার্‌লে সহজেই ওকে বন্দী করা য কি করি—কি করি! না—না। প্রতারণায় অন্তরের কথা জেনেছি। যার যা ভাগ্য, ভোগ করুক। আমি—হীন বিশ্বাসঘাতিনী হ' পার্‌ব না। (প্রস্থানোদ্যত)

(লৌহদণ্ড হস্তে সুরার প্রবেশ)

সুরা। এ কি রেবার কাজ? আমি এক দেখ্‌তে পেলে বেটা নেশাখোরকে রাজকুমারী তামাসা কর্‌বার মজাটা দেখিয়ে দিতুম। এ রাজকুমারি, আবার তুমি এখানে? তুমি কি অ বারাহারাজের মর্য্যাদা ডুবিয়ে দিতে কো বেঁধেছ?

কেতু। কেন আসব না? একবার করেছিলুম ব'লে কি বার বার তাই করব! রা ধানীতে রাজকন্যার কেউ অপমান কর্‌তে পা এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। তাই আমি নিঃশঙ্কচি নিরস্ত্র এসেছিলুম। এখন (অস্ত্র বাহির করি এই। মুলরাজ-নন্দিনী আমি—সিংহিনী।

সুরা। বেশ, এখন প্রাসাদে ফিরে চল। ম রাণী তোমাকে আবার না দেখে এতই অ হয়েছেন যে, নিজেই তিনি তোমাকে খুঁ আসছিলেন। আমি তাঁকে থামিয়ে চ'লে এসে নাও, চল।

কেতু। তোর হাতে ও কি?

সুরা। (ভূমিতে দণ্ড ঠুকিয়া) আমারও একবার সে দুরাত্মাকে দেখতে পাই, তা হ'লে

{কু}মারীকে তামাসা করার মজাটা একবার দেখিয়ে দিই। রাজকুমারীকে দেখলেই যে যত বেটা নাগরের মধুর ভাব জেগে ওঠে। নাও, চল। টারাজকুমারী তোমার অমর্য্যাদার শাস্তি দিবার লোক খুঁজতে গেছে। সে-ও সেই যে গেছে, এখনও পর্য্যন্ত ফেরে নি। তাকে দেখে আবার তারও মধুর ভাব জাগলো কি না, তার ঠিক কি!

কেতু। তা হ'লে তুই বা বাকী থাকিস্ কেন? তোর জন্যও একটা মধুর ভাবের মহাজন জুটিয়ে দিই।

সুরা। কই—কোথায়? সারা সহর আমি ইক্ষুদণ্ড হাতে ঘুরে ঘুরে বেড়ালুম। এর রস খাওয়াবার একটাও লোক পেলুম না।

কেতু। দেখিস—আমি লোক দেখিয়ে দিচ্ছি। খাওয়াতে পারবি কি?

গরু। আহা! তোমার কি মিঠে গলা বন্ধু!

সুরা। ও আবার কে?

কেতু। ওই! দেখে আয়। দেখবো নাগরী, যে রসভাণ্ডার তোর বুকে আছে!

গরু। যেন সারেঙ্গে সুর বাঁধা। সা রে গা মা ধা নি।

সুরা। আ রে ম'ল! আবার একটা নেশা-খোর। অমলপানি খেয়ে নেশার বুঁদ হয়ে আছে। মুখ হাঁ হয়ে গেছে, তাতে মাছি ঢুকছে।

গরু। এ আবার কি সুর বন্ধু? মুদারা উদারা তারা—ক্যাঁ—কোঁ। এ বাজখাঁই কোথা থেকে এস জুটলে বাবা।

সুরা। এই উল্লুক! উঠে যা।

গরু। কি বললি রে ছুঁড়ী (উঠিয়া) উল্লুক।

সুরা। খবরদার! আর এক পা এগুবি ত এই দিয়ে তোর মাথার ঘি বার ক'রে দেব।

গরু। হাঃ হাঃ হাঃ! গরুধনদাসের মাথা এই নর ঘায়ে ভেঙ্গে দিবি!

সুরা। তবে রে! নেশাখোর গাড়োল (দণ্ড চালন)

গরু। (দণ্ড ধারণ ও বক্রীকরণ) নে মতি-ন! এই নে। তোর প্রেমালাপ পুরস্কারস্বরূপ মালা তোর গলায় পরিয়ে দিলুম। তোদের হার ভিতরে যদি কেউ থাকে ত এই মালা ক খুলে দিতে বলিস্। যদি কেউ পারে, শুনে রাখ, গরুধনদাস তার কাছে এই মস্তক অবনত করবে।

সুরা। তাই ত! এ কি করলুম! এ কি হ'ল! কে কারাহা আছে, আমাকে মুক্ত কর—মুক্ত কর।

[সুরার প্রস্থান।

গরু। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন মা? আমি পশু নই। এ বালিকার বেয়াদবীর তুমি সাক্ষী। আমি তোমার সন্তান। তুমি নির্ভয়ে দাঁড়াও। থাকতে ইচ্ছা হয় থাক, যেতে ইচ্ছা কর—যাও।

কেতু। আমি চ'লে যাব।

গরু। যাও। তবে একটা কথা ব'লে যাও। যে যুবক আমার সঙ্গে এতক্ষণ কথা কচ্ছিল, সে কোথা গেল, বলতে পার?

কেতু। সে কথা কয়নি। বীর! তোমাকে প্রতারিত করব কেন? সে সমস্ত কথা আমি কয়েছি।

গরু। কেন মা, এমন কাজ করলে?

কেতু। কৌতুহলবশে করেছি। আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

গরু। আমার যে অনেক গোপন কথা শুনেছ।

কেতু। তা শুনেছি। কিন্তু তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি—করব না। করলে এতক্ষণে তুমি বন্দী হ'তে। কেন না, আমি দেখেছি, তোমার আত্মরক্ষার উপায় ছিল না। যখন চোখ মেলতে, তখন দেখতে, তুমি বারাহার কারাগারে।

গরু। তা হ'লে তুমি ত মানবী নও মা, তুমি দেবী। মা, চ'লে যাও। কে এক জন অশ্বারোহী এই ভগ্ন দুর্গে প্রবেশ করেছে। অশ্ব দেখে বুঝতে পারছি—আমার—কিন্তু অশ্বারোহীকে চিনতে পারছি না। একবারমাত্র দেখেছি।

কেতু। বীর! এতক্ষণ যখন করুণা ক'রে আমাকে কাছে রেখেছ, তখন আর কিছুক্ষণ আমাকে এখানে থাকতে দাও। আমি একটু অন্তরালে অবস্থান করি।

গরু। আমাদের কথোপকথন শুনবে?

কেতু। শুনবো।

গরু। কৌতুহল?

কেতু। না—প্রয়োজন।

গরু। তা হ'লে তুমিই?

কেতু। আমি

গর্। ভাগ্যবতী! কে তুমি?

কেতু। আমি ভাগ্যবতি!

গর্। নিশ্চয়। আমি বারাহার মৃত্যুসম মর্ম্মান্তিক শত্রু। কিন্তু তুমি আমাকে তোমার ভৃত্য করলে।

কেতু। ছি! ও কথা ব'ল না। তুমি অজ্ঞাতসারে আমাকে বন্ধু বলেছ, আমিও ছল ক'রে তোমাকে বন্ধু বলেছি। তোমাকে কোন কথা গোপন করব না। আমি বারাহা-রাজকুমারী।

গর্। স'রে যাও মা, স'রে যাও। অপরিচিত—অপরিচিত। এলো—এলো।

[কেতুর প্রস্থান।

(সুজনের প্রবেশ)

সুজন। তোমার ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে এসেছি।

গর্। আসোয়ার?

সুজন তার কুশল?

গর্। তার ত কুশল নিশ্চিত। আমি তাকে দেখেছি, দেখে ভাল ক'রে বুঝেছি। নইলে তাকে পাঠিয়ে আমি ঝিমুবার জন্য এ শ্মশানভূমে প'ড়ে থাকতুম না। সে যে জয়পতাকা বহন ক'রে আনবার জন্য আমার অমূল্য খোরাসানে চেপে ছুটে গেল, তা সে জয়-পতাকার হ'ল কি?

সুজন। তা হ'লে তোমাকেও লাভ করলুম গরধন দাস?

গর্। তা হ'লে তুমিই আমার রাজা?

সুজন। না,—না—ভুল ক'র না ভাই, আমরা উভয়েই তাঁর প্রজা। আমি ভট্টি, এর অধিক পরিচয় আমি জানি না।

গর্। তুমি ভট্টি—এই তোমার যথেষ্ট পরিচয়। ভাই—ভাই! এই চির-পিপাসিত বক্ষের কাছে, শুধু ভায়ের বুক এনো না। রাজার চরণস্পর্শ সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এস, নইলে এর পিপাসা মিটবে না।

সুজন। এই যে বললে, আমি তাকে দেখেছি—ভাল ক'রে বুঝেছি।

গর্। হুঁ! এই অহঙ্কৃত চক্ষুকে উৎপাটন করলে তাঁর সেবা করতে পারব না—তাই আমি এ ছুটোকে আর তুলবুব না। নারায়ণ! নেশাখোর পাগলের মূর্ত্তি ধ'রে এ হতভাগ্য নেশাখোরকে ছলনা ক'রে গেলে! অমলপানি! আজ থেকে তোর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ শেষ। তার পর? জয় সংবাদ?

সুজন। কি শুনতে চাও?

গর্। মোটা রাঠোর?

(কেতুর প্রবেশ)

কেতু। পরাস্ত হয়েছে?

সুজন। এ কি বারাহা-রাজকুমারী, আপনি এখানে কেন?

কেতু। আমি বিজয়ী রাঠোরের ফেরবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

সুজন। তা হ'লে ঘরে যাও। রাঠোর আর ফিরবে না।

কেতু। রাঠোর পরাস্ত হয়েছে?

সুজন। রাজকুমারি! আমরা ভট্টি।

কেতু। তা' বুঝতে পেরেছি ব্রহ্মচারী। কিন্তু ভট্টিকে কি আকুল আগ্রহে সংবাদ-প্রার্থিনী এক রমণীকে সংবাদ দিতে নেই?

সুজন। ভট্টি হয় মরে, না হয় মারে, মধ্যপথে দাঁড়িয়ে থাকে না। রাঠোর মরেছে।

গর্। আর এখানে এক অনুপল বিলম্ব ক'র না। দাও ভাই, আমাকে রাজা দেখিয়ে দাও।

সুজন। না, আর বিলম্ব মূর্খতা। চ'লে এস।

কেতু। গরধন দাস আমাকে সঙ্গে নাও।

গর্। ভৃত্যত্ব স্বীকার করেছি। মিছে করি নি। এস রাণি, এস।

সুজন। সে কি! কোথায়? ফিরে যাও রাজকুমারি, এখনি ঘরে ফিরে যাও।

কেতু। ফেরবার আর আমার উপায় নেই। সেই পাগল নেশাখোর—যারে তোমরা রাজা বলছ, সেই আমার স্বামী। এ আমার মনের সঙ্কল্প। দেবতাতেও শোনে নি। তোমরা শুনলে। আমি আজ প্রভাতে পণ করেছিলুম।

সুজন। সত্য সঙ্কল্প?

কেতু। নিশ্চয়। আমি ক্ষত্রিয়-নন্দিনী।

সুজন। মা! আমি তোমাকে দেখে আমার ভাইকে সকল কথা বলতে পারি নি।

কেতু। আরও কেউ মরেছে না কি?

সুজন। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে যৌবনের উদ্দাম-
বের প্ররোচনায় তুমি তোমার পিতার বিপুল
্যাদা অতিক্রম ক'র না। ঘরে যাও। ঘরে ব'সে
দিন ধীরভাবে নিজের অবস্থার আলোচনা কর।

কেতু। অনেক দূর এসেছি। ফেরবার আর
ায় নেই। আর কেউ মরেছে?

সুজন। তোমার ভাই।

কেতু। ভাই।

সুজন। বারাহা, লাঙ্গাই, রাঠোর—এক দণ্ডে
মার রাজা, তিন রাজকুল নির্ম্মূল করেছে।

গর্। বা!—বা। রাজা! বা! ভনোট-
র্গের প্রতিষ্ঠাতা! এত দিন পরে তোমার হত্যার
তিশোধ হ'ল।

সুজন। আর কেন গর্ধন?

কেতু। ভদ্র। একটু দাঁড়াও।

সুজন। আর মুহূর্ত্তমাত্র সময়ও আমাদের
ক্ষা করা অসম্ভব। এই সমস্ত শুনেও যদি
মার আমাদের সঙ্গে আসতে প্রবৃত্তি হয়, তা'
ল এস রাণি, তোমাকে নিয়ে তোমাদের
হস্তার পর্ণ-কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করি। চল—
্ব ক'র না।

গর্। ফিরতে যদি অভিরুচি হয়, তা হ'লে
কাঙ্গালিনী, তোমার শোকসন্তপ্ত পিতা ঘরে
তে না ফিরতে, অঞ্চল হাতে লয়ে প্রাসাদে
আগমনের অপেক্ষা কর।

কেতু। আমি তোমাদেরই সঙ্গে যাব।

সুজন। কাকে আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব?

কেতু। তোমাদের রাণীকে।

সুজন। রাণি! এইখানেই তোমার চরণস্পৃষ্ট-
-সিংহাসনে, তোমার মহামহিমময় শ্বশুরের ভগ্ন
—আমাদের অশ্রুজলে ভনোটেশ্বরীর প্রথম
ষেক করলুম।

(উভয়ের অবনতজানু হওন)

—

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণ।

কমলা ও রেবা।

কমলা। ভগিনি, ভট্টির ইতিহাস শুনলে—
র গর্ব্ব বুঝলে। আজ তুমি সেই পবিত্র
কুলের আশ্রয় পেয়েছ। স্বামী তোমার আশ্রয়
গ্রহণের কথা জানে না। সে কথা জানাবার ভার
আমার উপর রইল। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। পূর্ণব্রহ্ম-
স্বরূপ বাসুদেব যে বংশের মূল, সেখানে ক্ষুদ্র শরীরগত
পশুপ্রেমের স্থান নাই। আমি একবারমাত্র তোমার
দেবতার সঙ্গে কথা কয়েছি। কথা কয়েই নিজের
অধিকার গ্রহণ করেছি। সেই অধিকারবলেই আমি
তোমাকে বলছি, স্বামীর হৃদয়ে আজ থেকে তোমার
পূর্ণ অধিকার। আর অধিকক্ষণ থাকব না।
বারাহা-লাঙ্গাই—কেউ নগরে নেই ব'লে ঘর থেকে
বেরিয়েছি। আমি চললুম। দেবীগৃহে কেউ রইল
না। যতক্ষণ না তোমার শ্বশুর ফিরে আসেন,
ততক্ষণ এখানে অবস্থান কর। ভগিনি, তোমাকে
ছাড়তে ইচ্ছা হচ্ছে না, কিন্তু কি করব, আমাকে
যেতে হবে।

রেবা। আমিও যে বুঝতে পারছি না দিদি!
আমি তোমাকে কেমন ক'রে ছাড়ব! তুমি এত
সুন্দর, এত মধুর!

কমলা। থাকবার সমস্ত ইচ্ছা রোধ ক'রে চ'লে
যাচ্ছি। তুমিও আমাকে জড়িয়ে ধরবার সমস্ত ইচ্ছা
রোধ ক'রে ছেড়ে দাও। প্রতি দণ্ডে, প্রতি মুহূর্ত্তে,
শয়নে, উত্থানে স্মরণ রাখবে, তুমি ভট্টিকুলবধূ। বোধ
হচ্ছে, যেন তোমার শ্বশুর আসছেন।

রেবা। আর্য্যাকে পরিচয় দেব?

কমলা। দেবার অভিরুচি হয়, দিয়ো। কিন্তু
যত দিন তিনি আত্মপ্রকাশ না করেন, ততদিন
তাঁকে প্রকাশ ক'র না। তোমার স্বামীর কথায়
ভাবে বুঝেছি, তিনি সন্তানের কাছে আজও
আত্মপ্রকাশ করেন নি।

রেবা। পিতৃগৃহে যেতে পারব?

কমলা। ইচ্ছারোধ করতে না পার, যেয়ো।
কিন্তু আর কি তুমি সেখানে যাবার অবকাশ পাবে?
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বিপজ্জাল যেন চারিদিক
থেকে আমাদের ঘেরতে আসছে। আমার হতভাগ্য
সন্তান আমার তিরস্কারে সেই প্রভাতে ঘর থেকে
বেরিয়েছে। যদি ঘরে ফিরে আমাকে দেখতে না
পায়, তা হ'লে আবার সে ঘর ছেড়ে চ'লে যাবে।
আমি আজ তাকে পরিচয় দেবার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে
আছি। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার বিংশবর্ষব্যাপী
ব্রতের উদ্‌যাপন। রেবা। স্বামীর চিতাভস্ম বুকে
বেঁধে বিংশবর্ষ আমি শ্মশানপার্শ্বে ব'সে আছি।

রেবা। উঃ, নিষ্ঠুর পিতা!

কমলা। না, না ভট্টিকুলবধু! পিতাকে অশ্রদ্ধা ক'র না। ভাগ্য—ভাগ্য! প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে তিনি আমার স্বামীর অকালমৃত্যুর কারণ হননি। জাতির স্বাধীনতা, বারাহারাজের সঙ্গে সখ্য, এই দুই রক্ষায় পিতা আমাদের সত্যবদ্ধ। তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা ক'র না। আমি প্রতি প্রভাতে উদ্দেশে তাঁকে প্রণাম করি।

রেবা। অশ্রদ্ধা হয়েছিল। এই তোমার উপদেশে আবার তাঁকে প্রণাম করলুম।

কমলা। এইবারে আসি ভগিনি!

রেবা। একবার দাঁড়াও, তোমাকে প্রণাম করি।

কমলা। তুমি আমারই মত আয়ুষ্মতী হও। বিস্মিতা হয়ো না রেবা। বিস্মিতা হয়ো না। আমি চিরায়ুষ্মতী! এই দেখ বাম হস্তে সুবর্ণবলয় —আমার পতির অমরত্বের চিহ্ন। কেবল তাঁর আদেশ পালন করবার জন্য দক্ষিণহস্ত বন্ধনশূন্য ক'রে রেখেছি। আমার গুরু—তোমার শ্বশুর— আমাকে এ বলয় খুলতে দেন নি। তিনি বলেছেন, লোভী, ভীরু, কামী, প্রতারক—এরা দেবতার চক্ষে মৃত; এদের দ্বারা জগতের কোনও শুভকার্য্য নিষ্পন্ন হয় না। এদের যারা স্ত্রী, তারা স্বামীর জীবনসত্ত্বেও বিধবা। আমার স্বামী অমর, আমি অমরপত্নী।

রেবা। বুঝেছি রাণি! আবার আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন তোমারই মত চিরায়ুষ্মতী হই।

কমলা। চিরায়ুষ্মতী হও।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

(দেবীদাস ও রুইদাসের প্রবেশ)

রুই। দাদাঠাকুর! আর আমি যাব না, তোমার এ দেবতার ঘর—আমি নীচ।

দেবী। কে বললে?

রুই। তোমাদের শাস্তরই বলেছে দেবতা।

দেবী। শাস্ত্র মর্ম্মভেদী কথা কয়, যে নিজের মর্ম্মে প্রবেশ করতে পারে, সেই শাস্ত্রের অর্থ জানে। অন্তে জানে না। বিশ বৎসর তুই ভট্টি-জাতির হৃদয় নিজের বুকে লুকিয়ে রেখেছিস। রুইদাস! মর্ম্মের সন্ধান একমাত্র তুই পেয়েছিস। তোর মত পবিত্র বস্তু রাজোয়ারায় আমি ত কই আর একটিও দেখতে পাই না।

রুই। তুমি যা বল দাদাঠাকুর, আমি এইখান থেকেই পেন্নাম ক'রে রওনা হই। মা আমার ওখানেও আছে—এখানেও আছে।

দেবী। তা হ'লে মায়ের সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হলুম?

রুই। একশো বারই কি আর ও কথা কইতে হয় দাদাঠাকুর! চামড়া কাটা আমাদের ব্যবসা। জোঁকের গায়ে কি জোঁক বসতে পারে? আসুক না দেখি রাজার কত সামন্ত আছে। আমরা হাজার ঘর চামার এক ঠাঁই। এলে শালাদের একেবারে মোষ ফাঁড়া ফেঁড়ে ফেলবো।

দেবী। বেশ ভাই, বেশ। তুমি ভিন্ন অন্য কারো ওপর ভট্টিকুলেশ্বরীর ভার দিতে সাহস করলুম না।

[রুইদাসের প্রস্থান।

(রেবার প্রবেশ ও দেবীদাসকে প্রণাম করণ)

এ কি! বুটা-রাজকুমারী?- তুমি এখানে কখন্ এলে?

রেবা। অনেকক্ষণ। বিশেষ প্রয়োজনে আমি আপনার কাছেই এসেছিলুম।

দেবী। কি প্রয়োজন?

রেবা। প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে।

দেবী। তুমি কি আমার কথা শুনেছ?

রেবা। ওই চর্ম্মকারের সঙ্গে যে কথা?

দেবী। হাঁ। শুনেছ?

রেবা। শুনেছি।

দেবী। তা হ'লে ত আমি তোমাকে মুক্তি দিতে পারব না, বুটা-রাজকুমারি! এ আমার হৃদয়ে চির-নিবদ্ধ গোপন কথা। মন্ত্রবৎ—আমার ইষ্ট ভিন্ন কেউ জানে না। তুমি শত্রু দুহিতা।

রেবা। আমি আপনার পুত্রবধূ।

দেবী। পুত্রবধূ!

রেবা। পিতা! আমিও আপনার চরণাশ্রিতা ভট্টিকুলললনা। বুটার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে বলেন থাকে, না রাখতে বলেন— নেই।

দেবী। তুমি যে আমাকে বড়ই বিস্মিত— বিপদ্‌গ্রস্ত করলে। আমি ত তোমার বাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না।

রেবা। কথা অবিশ্বাস করছেন ?

দেবী। না। যে সতীর গর্ভে কমলাদেবীর , তুমিও সেই পবিত্র গর্ভসম্ভূতা। কথা মিথ্যা । কিন্তু মা লক্ষ্মি, কখন্ কেমন ক'রে তুমি ার পুত্রবধূ হ'লে ?

রেবা। রাজকন্যা কেতুকে কে এক জন াখোর অপমানিত করেছিল। তাকে শিক্ষা ত পারে, এমন একটিও পুরুষ আজ নগরে নেই। ৃত্তের শাসনের জন্য রাণী আমাকে আপনার ছে পাঠিয়েছিলেন।

দেবী। এসে আমার পরিবর্ত্তে আমার পুত্রকে খছ ?

রেবা। তিনি সাহায্য কর্‌তে প্রস্তুত নয় দেখে, মি সাগ্রহে তাঁর হাত ধরেছিলুম।

দেবী। কিন্তু আমার পুত্র ত আমার সঙ্গে তার ন্ধ জানে না।

রেবা। জানিয়েছেন রাণী।

দেবী। রাণী! সে বেটী কোথা থেকে চুরি রে এসে ঘটকী হয়ে গেছে ?

রেবা। তিনিই আমাকে হাত ধর্‌বার অর্থ য়ে দিয়েছেন।

দেবী। আমার পুত্রবধূ হবার বিপদ কি, বুঝেছ ?

রেবা। রাণীতে প্রত্যক্ষ করেছি।

দেবী। তা হ'লে এস মা, আমার কুললক্ষ্মী! রাহা-সাঙ্গাইয়ের বিংশবর্ষীয় উৎসবের দিনে জাতির জয়শ্রী-মূর্ত্তিতে মাতৃ-মন্দিরে পুনঃ প্রবেশ । জগমল!

(জগমলের প্রবেশ)

জগ। এ কি হ'ল, ঠাকুর মহারাজ! মায়ের াতের অসি নিলে কে ?

রেবা। আমি নিয়েছি।

জগ। কে তুমি ?

দেবী। চিন্‌তে পার্‌ছিস্ না মূর্খ? আমার ুত্রবধূ। হাঁ ক'রে দেখছিস্ কি? মাকে সঙ্গে নয়ে যা। বিশ বৎসর পরে বুঝি দেবীর আবার ালি খাবার সাধ হয়েছে। মা আমার বিনা নিমন্ত্রণে ূজার আয়োজন করতে এসেছে। মাকে সাহায্য র। (নেপথ্যে কোলাহল) এ কি! সহসা াইরে কিসের গোল উঠল!

[জগমলের প্রস্থান।

(বেগে দেবরায়ের প্রবেশ)

দেব। ঠাকুর মহারাজ! আজকের মতন— যদি আমাকে বাঁচাবার উপায় থাকে। বড় ক্লান্ত —হাতিয়ার ধর্‌বার—আর শক্তি নেই। আশ্রয় —আশ্রয়—আশ্রয়!

রেবা। পিতা! এই—এই। এরই শাসনে আপনার সাহায্য নিতে এ মন্দিরে প্রবেশ করেছিলুম।

দেবী। কে ও, আমার রাজা! কোন চিন্তা নেই রাজা! মায়ের আশ্রয়, আমি তোমার প্রজা। তুমি মায়ের শ্রেষ্ঠ প্রজা। এ কি! এই যে মায়ের হাতের অসি।

রেবা। আমি দিয়েছি—অত্যাচারীর দমনে মায়ের হাত থেকে নিয়ে আপনার পুত্রের হাতে দিয়েছি।

দেব। তা জানি না। ব্রহ্মচারী দিয়েছে। আমি এই দিয়ে কেটেছি। এই নাও।

দেবী। কেটেছ ?

দেব। বারাহা, সাঙ্গাই—রাঠোর—তিন বংশ নির্ব্বংশ!

রেবা। তিন বংশ!

দেবী। ভট্টিকুল-বধূ! এই তোমার প্রথম পরীক্ষা। অন্য চিন্তার তোমার আর অবসর নেই। ভ্রাতৃঘাতী বিজয়ী কুলপতিকে হাতে ধ'রে দেবীর গৃহে নিয়ে এস।

রেবা। এস রাজা।

[রেবা ও দেবরায়ের প্রস্থান।

(জগমলের প্রবেশ)

জগ। মহারাজ!

দেবী। ক'জন ?

জগ। জন দশবারো—অশ্বারোহী।

দেবী। তা হ'লে চল্‌বে—চল্‌বে। (নেপথ্যে অশ্বপদশব্দ) মা চতুর্ভুজা অস্ত্র দিয়েছে। পিপাসার্ত্ত হয়েছে, তাই দিয়েছে। চল্‌বে—চল্‌বে, এ বৃদ্ধহস্তে বারো জন এখনও খুব চল্‌বে। তবে একটু বিলম্ব করবার চেষ্টা কর।

[প্রস্থান।

জগ। একটা বুদ্ধি—একটা বুদ্ধি—দে মা একটা বুদ্ধি। আমাদের রাজাকে বাঁচিয়ে দে।

এখনও ভাল ক'রে তাকে দেখতে পাইনি, যাতে দেখতে পাই, তার উপায় ক'রে দে। একটা বুদ্ধি—একটা বুদ্ধি।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

মন্দিরের বহিঃস্থ প্রান্তর-সম্মুখে দ্বার।

সর্দ্দারগণ।

১ম সর্দ্দা। ঠিক দেখেছ?

২য় সর্দ্দা। আমি ঠিক দেখেছি। বরাবর চোখের উপর রেখেছি। ছোঁড়া বরাবর এই মন্দিরলক্ষ্যে ছুটেছে। মন্দিরের কাছে এসেই সে অদৃশ্য হয়েছে।

সকলে। তবে আর দুরাত্মা যায় কোথায়—প্রবেশ কর।

১ম সর্দ্দা। একটু দাঁড়াও। ঐ একটা সাধু আসছে—ওকে একবার জিজ্ঞাসা কর।

(জগমলের প্রবেশ)

(জগমলের গীত)

যে জন ভাব জানে না—
তার কিসের লেনা দেনা।
অভাব হ'লে ভাবের ঘরে
হয়ে পড়ে রাতকাণা॥
ভাব না জেনে ভাবুক বলে,
মিশাতে চায় কোলে অবলে,
কাক মজেছে নিম্বফলে,
সুজন কোকিল তায় ভোলে না॥
ভেক জানে না পদ্মের মধু,
যেমন জলে ভাসে টোপার পানা।
চাঁদের মর্ম্ম চকোর জানে,
বোঁচা পেঁচা তা জানে না॥

জগ। আতম অনুভব সুখ সুপ্রকাশা।
তব ভব মূল ভেদ ভ্রমনাশা॥

(সভক্তিভাবে) আসুন—আসুন—আসুন, আপনারা কে?

১ম সর্দ্দা। আমরা কে, পরে বলব।

জগ। পরে বললে হবে না। এখনি ব হবে। আজ তনোট-ধ্বংসের বিংশবর্ষীয় উৎ ঠাকুর মহারাজ তাই আজ মায়ের বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা করেছেন। যদি দেখবার থাকে, তা হ'লে এখনি প্রবেশ করতে হ নইলে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

১ম সর্দ্দা। দরজা বন্ধ হয়ে যাবে?

জগ। এখনি—হ'ল। আসতে চান ত এ আসুন।

১ম সর্দ্দা। কি করবে হে?

২য় সর্দ্দা। একবার জিজ্ঞাসাই কর না।

জগ। আসুন—আসুন—আসুন।

১ম সর্দ্দা। আচ্ছা সাধুজী—এক জন লে একটু আগে এ মন্দিরে প্রবেশ করেছে?

জগ। মায়ের মন্দির—কত লোক প্রবে করছে দিনরাত—

১ম সর্দ্দা। না—না—রক্তাক্তকলেবর যুবা।

জগ। রক্তাক্ত—শাদা, কালো, পাঁশুটে—ক আসছে। মায়ের ভোগ—আসুন—আসুন আসুন।

১ম সর্দ্দা। ঠিক যদি দেখে থাক ত বল।

জগ। আসুন—আসুন—আসুন।

(অরিসিংহের প্রবেশ)

অরি। কি হে—তোমরা সন্ধান পেলে?

১ম সর্দ্দা। পাঁচাই সর্দ্দার ব'লছে—এ মন্দিরে তাকে প্রবেশ করতে দেখেছি।

২য় সর্দ্দা। নিশ্চয় দেখেছি। যদি না হয় চোখ দু'টো উপড়ে ফেলবো।

অরি। তবে ভ্যাবাগঙ্গারামের মত দাঁড়িয়ে করছ কি? প্রবেশ কর।

সকলে। প্রবেশ কর হে।

১ম সর্দ্দা। প্রবেশ ক'রে দেখাই যাক না। দেবীর মন্দির ত—আর ত কিছু নয়।

জগ। আসুন—আসুন—আসুন।

অরি। এ সাধু কি বলে?

১ম সর্দ্দা। ও কিছুই বলে না। কেবল বলছে আসুন—আসুন। বলে, মায়ের আজ বিশেষ রকমের ভোগের ব্যবস্থা হচ্ছে। ঠাকুর মহারাজের আদেশে এখনি দরজা বন্ধ হবে। যদি ভোগ দেখতে চান, তা হ'লে এখনি মন্দিরে প্রবেশ করুন।

জগ। ঠাকুর মহারাজ।

দেবী। (নেপথ্যে) হয়েছে।

জগ। আসতে ইচ্ছা করেন ত আসুন। ন এই দরজা বন্ধ ক'রে চল্লুম। প্রভু—প্রভু! ধীনের অপরাধ নেবেন না।

অরি। তোমরা সকলে এইখানে প্রহরীর কর। দুরাত্মাকে যদি বন্দী ক'রতে না পারি, 'লে আমাদের মরণই মঙ্গল।

সকলে। ঠিক ঠিক—প্রবেশ কর।

য় সর্দা। নিশ্চয়ই আছে, প্রবেশ কর।

[অরিসিংহ ও জগমল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জগ। তুমি প্রবেশ করবে না সর্দার?

অরি। না।

জগ। তা হ'লে দোর বন্ধ করি?

অরি। না, এইখানে দাঁড়িয়ে থাক। যতক্ষণ র্দারেরা ফেরে, ততক্ষণ তোকে ছেড়ে দেব না।

জগ। যদি সর্দারেরা না ফেরে?

অরি। (সচকিতে) ফিরবে না কি?

জগ। তা' কেমন ক'রে ব'লব! (নেপথ্যে ধনি) ঐ মায়ের ভোগারতির ঘণ্টা বেজে —শুনচো না?

অরি। না, তোর শির জামিন।

জগ। জামিন কেন—(গলা বাড়াইয়া) কাটো। আমি ভববন্ধন থেকে মুক্তি পাই। রিসিংহকে জড়াইয়া) আমি ভবের বাঁধনে, পেষণে নিরন্তর ক্লেশ পাচ্ছি।

অরি। (স্বগত) ওরে বাবা। এ যে ভীমের ছাড় ছাড়।

জগ। এই রকম বন্ধন! ছেড়েও ছাড়ে না। ন প্রভু—বুঝেছেন?

অরি। বুঝেছি বুঝেছি—ছাড়।

জগ। আমাকে কাটুন, মুক্তি দিন। আমার বন্ধন—এই ভববন্ধন! (অরিসিংহের অস্ফুট নাদ) এই রকম যন্ত্রণা—এই রকম গোঁ গোঁ।

অরি। (অস্ফুট স্বরে) ছাঁড়ো ছাঁড়ো! রাজা রাজ।

(সুচেত সিংহের প্রবেশ)

জগ। কি সর্ব্বনাশ! হেলে গেল, আবার এলো! (অরিসিংহকে ছাড়িয়া) প্রভু! এই রকম আর্ত্তনাদ—অষ্ট প্রহরই আমার ভিতরে হচ্ছে!

সুচেত। কি খবর অরিসিংহ?

জগ। আসুন রাজা—আসুন! খবর আর অন্য কিছু নয়। প্রভু আমাকে মুক্তি দিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু দিতে দিতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন। তাই ওঁকে আমি একটু কাতর হয়ে জড়িয়ে ধরেছিলুম।

অরি। হাঁ বুটারাজ। অনেক দিনের পর সাধুদর্শন। তাই উভয়ে একটু প্রেমের বাঁও কসাকসি হচ্ছিল।

সুচেত। তার পর? তুমি যে পুত্রঘাতীকে অনুসরণ করতে এলে?

অরি। তার কি আর শেষ আছে! যত দিন বেঁচে থাকব, তত দিন অনুসরণ করব। তাকে ধরবো—মারবো—ছাড়বো না। যদি ছাড়ি—আবার অনুসরণ করব।

সুচেত। আপাততঃ?

অরি। আপাততঃ এই দেবালয়ে দ্বার আগলে দাঁড়িয়ে আছি। পাঁচাই সর্দার দেখেছে যে, আততায়ী এইখানে প্রবেশ করেছে। তাই সর্দারদের মন্দিরে তল্লাস করতে পাঠিয়েছি। যদি ফাঁক মেরে আততায়ী বেরিয়ে যায়, তাই আমি তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছি।

সুচেত। না অরিসিংহ। তুমি চক্ষু মুদে চ'লে যাও। কি জানি, বিশ্বাসঘাতক চক্ষু পাছে অতি দৃষ্টিতে কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে যায়। গিয়ে রাজাকে বল, আমি নিজেই তার অনুসরণ করেছি। তুমি ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্ত হও। আততায়ী ধরবার এরূপ ধৃষ্টতা আর ক'র না।

[অরিসিংহের প্রস্থান।

সুচেত। সন্ন্যাসী! অল্পমতি যুবককে প্রতারিত করলে। আমাকে তা পারবে না।

জগ। দেখে বোধ হচ্ছে, তাই। তার পর?

সুচেত। আমি সেই যুবককে দেখব।

জগ। কেন দেখবেন বলুন?

সুচেত। তুমি আমার কাছে সত্য গোপন করবে না?

জগ। সাধুর যে তা করতে নেই রাজা।

সুচেত। সে কি করেছে, তা জান?

জগ। জানি। আপনাকে নির্ব্বংশ করেছে, মূলরাজকে করেছে, রাঠোর মেরেছে।

সুচেত। তা হ'লে সেই ?

জগ। নিশ্চয়। অন্যের এরূপ কার্য্য করা [সাধ্য কি।

সুচেত। তাকে দেখব।

জগ। তার পর ?

সুচেত। তার পর কোনও প্রতিশ্রুতি করতে পারি না। পুত্রহন্তাকে দেখে যে ভাব জাগবে, সেইমত কার্য্য করব। ইতস্ততঃ ক'র না সন্ন্যাসী। অন্তরাল থেকে আমি তোমার শক্তি দেখেছি। এখন একবার তুমি এই জরাজীর্ণ শোকভার-নমিতাঙ্গ বৃদ্ধের শক্তির পরীক্ষা কর। (জগমলের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

জগ। এমন ভীমতুল্য শক্তিধরের সন্তানকে এক জন বালকে অবলীলাক্রমে সংহার করলে।

সুচেত। আমারই মহাপাপে সে দুর্ব্বল হয়েছে। নাও, পুত্রঘাতী কোথায় আছে, দেখাবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

মন্দিরের বারান্দা।

রেবা।

রেবা।— (গীত)

কে নারী এলো ওই এলো এলোকেশে।
নবীন-নীরদা নারী, উন্মত্তা ঘোরা দিগম্বরী,
ঘোর উন্মাদিনী বেশে॥
এলো শূন্য হ'তে হাসিতে হাসিতে,
দিগ্‌বাসা হ'য়ে চলিতে চলিতে,
ক্রোধেতে আরক্ত নেত্র, হাতে পূর্ণ পানপাত্র,
অচলিত প্রেম আশা বিগলিত বাসে।
না জানি তোর সর্ব্বনাশী কতই দয়া অট্টহাসে॥

(দেবীদাসের প্রবেশ)

দেবী। এক জন এক জন ক'রে প্রবেশ করাও। সকলে প্রবেশ করলেও ক্ষতি নেই। তবে কোলাহল হবে। যা হয় হ'ক। নিয়ে এস। ভট্টি-কুলেশ্বরীর দ্বার-দেবতা তুমি। করালবদনা মায়ের রসনা ভীমতৃষ্ণায় লম্বমান হয়েছে। হ'ক— নীরবে কিংবা কোলাহলে তুমি বলি এনে মা[য়ের] তৃষ্ণা নিবারণ কর। যা—জয়া—যা। নিয়ে আ[য়] রুধির—রুধির—রুধির। (দ্বারমধ্যে প্রবেশ)

রেবা। আসুন সর্দ্দার—কে মায়ের [পূজা] দেখতে চান, চ'লে আসুন।

(সর্দ্দারগণের প্রবেশ)

২য় সর্দ্দা। কই, কোথায় মায়ের পূজা ? —কে—কে আপনি ?

রেবা। চিনতে পারবে না সর্দ্দার, আ[মি] এই পূজারীর পুত্রবধূ।

সকলে। তা হ'লে কি দেখলে সর্দ্দার ?

২য় সর্দ্দা। এখানে একটি রক্তাক্তকলেবর যু[বক] প্রবেশ করেছে ?

রেবা। যে যে স্থান দিয়ে প্রবেশ করে[ছে] সকলের এক গন্তব্য স্থান—মায়ের ওই গর্ভ-মন্দির[ে]। যাও সর্দ্দার—এক জন—এক জন—ধীরে—ধী[রে] —নীরবে। কোলাহলে মায়ের পূজার ব্যাঘা[ত] ক'র না। এস, গৃহে প্রবেশ কর।

(এক এক করিয়া সর্দ্দারগণকে রেবা দ্বারমধ্যে প্রবেশ করাইল এবং দেবীদাস হস্ত দিয়া ক্ষিপ্রতা[সহ] তাহার গলদেশ ধারণ করিতে লাগিল)

দেবী। (নেপথ্যে) আর আছে ?

রেবা। না পিতা, এই শেষ।

দেবি। এখনি শেষ। সবে মাত্র পোনেরো। আর একটা—আর একটা—অপূর্ণ রেখ না মা, ষোড়শ দিয়ে ষোড়শীর তৃষ্ণা নিবারণ কর। আ[র] একটা—আর একটা—আর একটা।

রেবা। আছে—আছে—আছে। ষোড়[শ] আসছে। এ—এ কি—এ কি।

(সুচেতের প্রবেশ)

সুচেত। আছে বই কি। ষোড়শ পূর্ণ করতে তুমি আছ। পাপিষ্ঠা নন্দিনী। নিজের কুলক্ষ[য়] করতে তুমি শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করেছ ? (কেশ ধারণ করিয়া) তুমি ষোড়শ।

রেবা। রাজা—রাজা। তোমার পিতৃশত্রু।

(বেগে দেবরায়ের প্রবেশ)

দেব। ছাড়, মাকে এখনি ছেড়ে দে দুরাত্মা বৃদ্ধ। নইলে এখনি তোকে কেটে ফেলবো।

সুচেত। এই যে, এই যে পুত্রঘাতী! তোমাকে য়েছি। নে, অস্ত্র ধর। দাঁড়া পাপিষ্ঠা। যদি ত্রিয়-নন্দিনীর মর্য্যাদা তোতে কিছুমাত্র থাকে, হ'লে পালাবিনি। আয় দুরাত্মা! তোকে ালয়ে পাঠিয়ে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নি। উভয়ে অসি-যুদ্ধ ও সুচেতের পতন)

দেব। কি বৃদ্ধ! অবলা পেয়ে চুলের মুঠি রছিলে না?

সুচেত। আমাকে এখনি হত্যা কর।

দেব। তা ত করবই। ঠাকুর মহারাজ, এই ল পূর্ণ হ'ল।

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। রক্ষা কর। হত্যা ক'র না।

দেব। মা! এ এই মায়ের চুল ধ'রে তাকে তে এসেছিল।

কমলা। বৃদ্ধের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। বুঝতে পেরেছেন রাজা! ইচ্ছা করলেই হ্মাকে বধ করতে আপনার সামর্থ্য নাই। এ ভট্টি-কুলপতির খুল্লতাত-পত্নী। বলিশ্রেষ্ঠ রাওয়ের পুত্রবধূ।

সুচেত। কে তুমি? কমলা? কমলা?

কমলা। এখনও আপনার আবেগময় প্রশ্নের দেবার সময় আসে নি। দেবরায়! পূজ্যপাদ মহ-জ্ঞানে এই মহাত্মাকে প্রণাম কর। আর শত্রুজ্ঞানে এখনই এঁর সান্নিধ্য পরিত্যাগ যান রাজা, সেই দুরাত্মা বারাহাপতিকে র অস্তিত্ব জ্ঞাপন করুন।

(দেবীদাসের প্রবেশ)

বী। বুটারাজ! মহিমময়ী কন্যার করুণায় র গলায় মালা- অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। ওই

(পট-পরিবর্ত্তন)

র পঞ্চদশ সহচরের মুণ্ডে চতুর্ভুজা আজ নৃমুণ্ড-। যাও রাজা! কর্ম্মদোষে, ভাগ্যদোষে, র গৌরব নষ্ট হয় নি, পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হও। নও মনুষ্যত্ব থাকে, তা হ'লে দৌহিত্রকে দ ক'রে প্রস্থান কর।

চত। স্বপ্ন নয়—সত্য! শক্তিতে পূর্ণ পরিচয়! দ—আশীর্ব্বাদ। [সুচেতের প্রস্থান।

দেবী। জগমল!

(জগমলের প্রবেশ)

জগ। আদেশ, গুরু মহারাজ!

দেবী। দেবী-মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ কর। পঞ্চদশ বারাহামুণ্ড-নেত্র ষোড়শের প্রতীক্ষায় ধ্যান-স্তিমিত হ'ক।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

তনোটদুর্গের ধ্বংসাবশেষ ভূগর্ভস্থ গৃহ।

দেবীদাস ও দেবরায়।

দেবী। নাও রাজা, প্রবেশ কর। এই সমস্ত তোমার পিতার, আমার উপর ন্যস্ত সম্পত্তি। যক্ষের ন্যায় দূরে ব'সে ব'সে একে আমি আগলে-ছিলুম। এই তোমার পিতার প্রতিষ্ঠিত তনোট। এই দুর্গ বারাহা যথাশক্তি ভগ্ন করেছে। ভগ্ন ক'রে ভট্টিজাতিকে আশ্রয়হীন জ্ঞানে নিশ্চিন্ত হয়েছে। স্থান এখন শ্বাপদসঙ্কুল। ভুলেও কোন বারাহা এ স্থানের মৃত্তিকায় পাদস্পর্শ করে না। মাঝে মাঝে এর ভগ্ন প্রাকার হ'তে কখনও কোন বৃদ্ধ প্রজার ভট্টি-গৌরবের অনুস্মরণে উচ্চারিত শোকসঙ্গীত আমি সেই দূরস্থ দেবীমন্দির থেকে শুনতে পাই। আমি সেই—সেই শুভ দিনে সেই সঙ্গীত-সুধা আরতির শঙ্খধ্বনি মিশিয়ে দেবীকে উপহার দান করি। তোমার পিতার এই অতুল কীর্ত্তির সমস্তই বারাহা ভগ্ন করেছে। কিন্তু এর হৃদয় ভাঙতে পারে নি। এ দুর্ভেদ্য গুপ্ত-স্থান স্পর্শ করতে পারে নি। তুমি যদি ঠিক থাক, কখনও স্পর্শ ক'রতে পারবে না।

দেব। কি ক'রে ঠিক থাকব বল।

দেবী। সর্ব্বদা মনে রাখবে, তুমি রাজা। আর তোমাকে বেষ্টন ক'রে যে যেখানে আছে, সেই তোমার প্রজা।

দেব। বারাহাকে কি মনে করব?

দেবী। তোমার বিদ্রোহী প্রজা।

দেব। আমার ভাইদের কি মনে কর্‌ব?

দেবী। আর তোমার কেউ ভাই নেই। তুমি তোমার—তোমার তুমি। ভাই বল, বন্ধু বল, পিতা বল, মাতা বল—নিজেকেই নিজের সমস্ত সম্পর্কী মনে কর্‌বে। অপরে তোমার প্রজা—পুত্র—পাল্য।

দেব। তাদের ওপর আমার কি কোন কৃতজ্ঞতা নেই?

দেবী। কর্ত্তব্য আছে—কৃতজ্ঞতা নেই, কেন না, রাজা দেশের মস্তিষ্ক। মস্তিষ্করক্ষা—দেহরক্ষা। সর্ব্বাবয়বে সম্পূর্ণ মানব মস্তিষ্কহীন হ'লে তার যে দশা, রাজার অভাবে রাজ্যেরও সেই দশা। তারা তোমাকে রক্ষা ক'রে কেবল আত্মরক্ষা করেছে। তুমি আত্মরক্ষা ক'রে তাদের রক্ষা ক'র।

দেব। ঠাকুর মহারাজ! তুমি আমার কে?

দেবী। আগেই ত বলেছি রাজা, আমি তোমার প্রজা।

দেব। আমি মুর্খ ব'লে কথার ছলে আমাকে ভুলিয়ো না। বল, তুমি আমার কে?

দেবী। রাজা! সে প্রশ্ন ক'র না। কঙ্কালাবশিষ্ট-মূর্ত্তি—তোমার সঙ্গে কথা কইছে—এই যথেষ্ট। উত্তর দিতে গেলে আমি আত্মহারা হব। তোমাকে কর্ত্তব্য বলতে পার্‌ব না।

দেব। বেশ, আর জিজ্ঞাসা কর্‌ব না।

দেবী। এ স্থানে যতক্ষণ প্রবেশ না করেছিলুম, ততক্ষণ আমি ঠিক ছিলুম। এখানে প্রবেশ ক'রে আমি আত্মহারা। রাজা, এই গৃহের বহির্ভাগে—ঠিক বামে, তোমার পিতার প্রতিষ্ঠিত এক কূপ আছে। সেই কূপোদক আমার পুত্রবধূ নিয়ে আস্‌ছে।

দেব। কেন?

দেবী। আমি তোমাকে এইখানে অভিষিক্ত করব।

দেব। সিংহাসন?

দেবী। এই তনোটের চিরপবিত্র মৃত্তিকা। এর তুল্য শ্রেষ্ঠ আসন আর নেই।

দেব। তাতে তোমার অভিষেকের প্রয়োজন কি? আমি নিজে নিজেই ত সে কাজ সম্পন্ন কর্‌তে পারি।

দেবী। তোমার অভিপ্রায় বুঝেছি রাজা। কিন্তু বারাহার সিংহাসনে—

দেব। বারাহা কি নিজে সিংহাসন রচনা করেছে?

দেবী। না রাজা, তোমার পিতার সুষ্ঠিত অপূর্ব্ব মণিময় সিংহাসন। কিন্তু সে সিংহাসনে তোমাকে বসিয়ে, অভিষিক্ত করতে আমার যে আর সময় হবে না।

দেব। কেন?

দেবী। তোমাকে অভিষিক্ত ক'রেই আমি বারাহাপতির কাছে আত্মসমর্পণ করব।

দেব। প্রাণের ভয়ে?

দেবী। না রাজা, তোমাকে দেবীমন্দিরে আশ্রয় দিয়ে আমি রাজদ্রোহী হয়েছি।

দেব। এই যে বল্‌লে, আমি রাজা।

দেবী। তুমি রাজা, আমি নই। আমি বি... বৎসর বারাহারাজের অন্নভোক্তা প্রজা।

দেব। তখন এ কথা বল্‌লে না কেন? ... হ'লে আমি তোমার আশ্রয় নিতুম না।

দেবী। তোমাকে দেখেই আমি আত্ম-বিস্ম... হয়েছিলুম।

দেব। সেই জন্যই কি অতগুলো বারা... সর্দ্দারকে হত্যা করলে?

দেবী। না রাজা, তখন আর আমি আত্মবি... হ'লে তাদের হত্যা কর্‌তে পার্‌তুম না।

দেব। তা হ'লে বারাহাদের হত্যা ক'রে ... রাজদ্রোহী নও?

দেবী। না রাজা! যে দণ্ডে তোমাকে আ... দিয়েছি, সেই দণ্ডেই আমি রাজদ্রোহী। ... আশ্রয় দিয়েছি, তখন তোমাকে রক্ষা ক... আমার ধর্ম্ম।

দেব। এ ঘরে তুমি আর কখন প্র... করেছিলে?

দেবী। বহুবার প্রবেশ করেছি। আম... পরামর্শে রাজা এ দুর্গ-গৃহ নির্ম্মাণ করেছিলেন।

দেব। তা হ'লে যাও সন্ন্যাসী, তুমি বারাহ... আত্ম-সমর্পণ কর।

দেবী। অভিষেক?

দেব। আত্মহারার হাতের জল আমি ... দেব না। বল্‌লে, তুমি এ ঘরে অনে... প্রবেশ করেছ। কিন্তু আজ প্রবেশ করেই আত্মহারা হ'লে। আমি জীবনে কখন ... ঐশ্বর্য্যময় ঘর দেখিনি। নেশাখোর—...

কল্পনাতেও আমি ঘরের এ রকম অপূর্ব্ব আভরণ অনুমান করুতে পারিনি। কিন্তু দেখে আত্মহারা হওয়া দূরে থাক্, এখানে প্রবেশ-মাত্র চিরজীবনের জন্য আমার চোখ থেকে নেশা চ'লে গেছে। এ ঘরের প্রতি অংশ আরসীর মত আমাকে আমার মুখ দেখাচ্ছে। যাও সন্ন্যাসী, তুমি আমাকে যা করেছ, তার জন্য তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাতেও তুমি আমাকে অধিকার দিলে না। তোমারই উপদেশ শিরোধার্য্য ক'রে তোমাকে আমি সন্তুষ্ট মনে বিদায় দিই।

দেবী। রাজা—আশীর্ব্বাদ।

দেব। প্রণাম সন্ন্যাসী।

[দেবীদাসের প্রস্থান।

দেব। এই ঘর—আর এই আমি। আর চারিদিকে অনন্ত আকাশতলে পিতার অপহৃত রাজ্য। অনন্ত আকাশের তুলনায় সে রাজ্য কতটুকু! চামারের ঘরের বেড়ার মধ্যে আমার মায়ের সেই ছোট কুঁড়ের চেয়ে সে কত বড়? আকাশ এ রাজ্য দেখে যেমন হাসে, ওই কুটীরটিকে দেখেও তেমনি হাসে। এই ঘরের চারিদিকে কত ধন! চারিদিকের দেয়ালে কত আভরণ! কিন্তু আমার এই তুচ্ছ বসনে বাবার শত্রুর রক্ত আভরণ। কোন্‌টার মূল্য বেশী? তবে আমার চা'বারই বা কি আছে—পাবারই বা কি আছে? তা হ'লে চল মূর্খ, নেশাখোর! পরমানন্দে এগিয়ে চল। এক দিকে বারাহা—বারাহা—বারাহা—কেবল বারাহা, অন্য দিকে আমি একা। তারা এইবারে আমাকে মেরে ফেলবার জন্য এগিয়ে আসছে। আমিও তাদের মেরে ফেল্‌বার জন্য এগিয়ে যাই।

(রেবার প্রবেশ)

আমার মা?

রেবা। তোমার মা এখানে প্রবেশ করুলেন না। বল্‌লেন, যখন স্বামীর অনুগামিনী হয়েও সমৃদ্ধিশালী তনোটে প্রবেশ করুতে পাইনি, তখন পুত্রের অভিষেক-রহস্য দেখতে শ্মশানে প্রবেশ করুব কেন? তিনি তাঁর পর্ণকুটীরে ফিরে গেছেন।

দেব। ঠিক হয়েছে—মা যদি আসত, তা হ'লে তাকে আমি এই ঘরে পুরে কবাট বন্ধ ক'রে দিতুম। ঘরের এই ধন আগলাবার জন্য যক্ষ ক'রে রাখতুম। দাও সতি, তুমি আমার মাথায় জল দাও।

রেবা। আমার শ্বশুর?

দেব। শোন, আমি রাজা। সাধু বলেছে। সাধুবাক্য মিথ্যা নয়। যদি ভট্টি হও, তা হলে আগে আমার হুকুম শোন। তার পর তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা।

রেবা। আমি ভট্টি।

দেব। ভট্টি চিরস্বাধীন?

রেবা। চিরস্বাধীন।

দেব। দাও মা সতি, আমার মাথায় জল দাও। (রেবার জল দান) এই আমার প্রথম ও প্রধান অভিষেক। পৃথিবী আমার আসন—সতীর হাতের শান্তিজলবিন্দু আমার মাথার ভূষণ—শত্রুর রক্তে লালিম বসন আমার গেরুয়া। মা, আমি পরাধীনের জল মাথায় দিই নি।

রেবা। আমার শ্বশুর পরাধীন?

দেব। শ্বশুর ব'ল না—স্বামীর পিতা বল। স্বামী যদি পরাধীন হয়, তা হ'লে তুমি তাঁরও সঙ্গে সম্পর্ক রেখ না। তুমি সতী, সত্য তোমার স্বামী—তুমি নিজেকে ভট্টি বলেছ। কথা মিথ্যা নয়।

রেবা। কথা মিথ্যা নয়।

দেব। তা হ'লে যাও মা, তোমার এ সন্তানের রাজ্য। এর সমস্ত স্থানে ইচ্ছামত বিচরণে তোমার পূর্ণ অধিকার।

রেবা। আমি ভট্টি বটি রাজা! তথাপি আমি অবলা।

দেব। মা কি আমার অবলা? আমি পৃথিবীর মধ্যে এক মাকে ছাড়া আর কাউকেও ভয় করি না।

রেবা। তোমার জয় হ'ক মহারাজ, তোমার জয় হ'ক। আমি আমার সন্তানের রাজ্যে একবার যথেচ্ছা ভ্রমণ ক'রে আসি।

[রেবার প্রস্থান।

(দেবরায় কর্ত্তৃক গৃহদ্বার রুদ্ধ)

(রুইদাসের প্রবেশ)

রুই। রাজা!

দেব। কি রে বুড়ো, সম্পর্ক ছাড়তে এসেছিস?

রুই। তা কেমন ক'রে ছাড়ব রাজা, আমি যে তোর চির দাস!

দেব। এই যে ছাড়ছিস, রাজা বলছিস যে।

রুই। তা হ'লে কি বলুব ভাই!

দেব। এই—ভাই বল্। দাস কি? তোরা ভাই, বন্ধু—তুই দাদা, মায়ের বাপ। মায়ের যে বাপ, সে চামার?

রুই। তা হ'লে চ'লে আয় ভাই।

দেব। না, আগে শোন্। আমার এই ছোট আস্থানাকে এক রাতের মধ্যে কেল্লা ক'রে দিতে পারিস?

রুই। এক রাত্তিরে?

দেব। আজ রাত্তিরে। চারিদিকে গড়খাই।

রুই। কতটা করব?

দেব। যতটা পারবি। কিন্তু বুঝে—সকালে আমার কেল্লার যেন কিছুই বক্রী না থাকে।

রুই। এই কথা! যা ভাই, তুই ঘুমু গে যা, ও সব ঠিক হয়ে যাবে।

দেব। তোকে কি আর পুরস্কার দেব ভাই। এই নে—

(রুইদাসকে আলিঙ্গন)

রুই। আমাকে ছুঁলি ভাই!

দেব। রুইদাস! রাজা অপবিত্র হয় না। তুই আজ থেকে পবিত্র হলি। তোর সঙ্গে সঙ্গে তোর জাতি পবিত্র হ'ল। আমি ওই দুর্গ-প্রাচীরে ব'সে রইলুম, যখন ফিরে আসবো, তখন সিংহদ্বার দিয়ে যেন আমার নগরে প্রবেশ করি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদের বহিঃকক্ষ।

মূলরাজ।

মূল। কি করুতে কি হ'ল! উৎসব করুতে গিয়ে বিষাদের বোঝা মাথায় ক'রে ঘরে ফিরলুম। এই বৃদ্ধ বয়সে নির্ব্বংশ। মৃত্যুর পূর্ব্বে বংশের যে একটা ক্ষুদ্র প্রতিনিধিও রেখে যাব, তারও উপায় রইল না। শুধু আমি নই—আমার সঙ্গে বুটারাজও নির্ব্বংশ। তার অপরাধ? সত্যে আবদ্ধ হয়ে সে আমার যথেচ্ছাচারিতার সহায় হয়েছিল। একসঙ্গে তিন তিন জনের মৃত্যু। সঙ্গে অগণ্য বারাহাবীর—কেউ দেখতেও পেলে না। কে যে হত্যা করেছে, জানবার উপায় নেই। একটা ক্ষত্রিয়যোগ্য যুদ্ধে মৃত্যু হ'ত, তা হ'লেও না হয় ভট্টরচিত তার বীরত্ব-গাথায় প্রচণ্ড পুত্রশোকের তীব্রতার উপশম করতুম! সুরজমল! এ কি গুপ্তভট্টির ষড়যন্ত্রে পুত্র হারালুম, না সে নিজের কর্ম্মদোষে দুর্ব্বল হয়ে আত্মহত্যাস্বরূপ দুর্ব্বল করের হীন অস্ত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে?

(সুরজমলের প্রবেশ)

সুরজ। না মহারাজ, আপনার পুত্র কর্ম্ম-দোষেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে।

মূল। তুমি ঠিক জেনেছ?

সুরজ। প্রত্যক্ষ দেখেছি। বৃদ্ধ দ্রুতগমনে অশক্ত—রাজকুমারের জীবনরক্ষায় সাহায্য করতে সময়ে উপস্থিত হ'তে পারলুম না।

মূল। তা হ'লে সেই যুবকই তিন জনকে হত্যা করেছে?

সুরজ। সেই যুবক বলুছেন কেন মহারাজ? চিরজীবন বীরোচিত কার্য্যে আপনি সমস্ত দেশ-বাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। শুদ্ধ মাত্র পুরুষকারে এত বড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। কেবল এক দিনের কাপুরুষতায় আপনার সমস্ত মহত্ত্ব আবৃত হয়ে গেছে। তাই আজ বিশাল অট্টালিকা আপনার বিশ্রামলাভের সময় চূর্ণ হয়ে গেল। সে যুবক নয়, স্বয়ং তনুরায় আত্মজের মূর্ত্তি ধ'রে এত দিন পরে তার হত্যার প্রতিশোধ নিতে এসেছে। এসেছে কেন, নিয়েছে। প্রথমেই বৃদ্ধ তরুর মূলশাখা ছিন্ন করেছে। তরুস্কন্ধে আর অঙ্কুর-স্ফুরণের সময় নাই।

মূল। অস্ত্র? তুমি দিয়েছ?

সুরজ। না। এই আপনার অস্ত্র ফিরিয়ে এনেছি।

মূল। তা হ'লে ত সে দুর্ব্বৃত্ত যুবক সরলতার ভান দেখিয়ে আমাকে প্রতারিত করেছে।

সুরজ। ভান কিছু দেখায়নি।

মূল। অস্ত্র পেলে কোথা?

সুরজ। বলুব মহারাজ?

মূল। না বলুবার কারণ?

সুরজ। কারণ মহারাজের মূর্ত্তি।

মূল। আমাকে কি চঞ্চল দেখ্ছ?

সুরজ। পুত্রশোকে চাঞ্চল্য আসে না, এমন পিতার অস্তিত্ব ভাবতে আমার সাধ্য নাই

টিধ্বংসের সময়, আমার পুত্র-বিয়োগ হয়, ও সে শোক ভুলতে পারি নি। আমি দেখছি, র ভাগিনেয়ও অযোগ্য। সেও যদি সে সেখানে উপস্থিত থাকত, তা হ'লে সে কর অস্ত্রমুখে তারও মৃত্যু হ'ত। কিন্তু সে ত ছিল না ব'লে আমি মনে মনে সুখী হচ্ছি।

ল। যে জাতির মূলোচ্ছেদ করেছি মনে আজ আমি নিশ্চিন্ত হয়ে উৎসব কর্‌তে ছিলুম, তার অস্তিত্ব জেনে আমি স্থির হয়ে াক জীর্ণ করব? যে কার্য্য আরম্ভ করে-, তাকে অসম্পূর্ণ রাখাই কি তোমার র্শ?

রজ। যা অসম্ভব, তা সম্ভব করবার জন্য াকে পরামর্শ দেব, অথচ মুখে বলব আপনার ী, তা কেমন করে বলব মহারাজ?

ল। যদি থাকে, দুই একটা বীজ অবশিষ্ট— মি ধ্বংস করতে পারব না?

রজ। সেই দুই একটা বীজই আপনার াকা-পার্শ্বস্থ উদ্যানে—আপনারই নিশ্চিন্ততার ণে অঙ্কুরিত হয়ে আজ বিংশবর্ষ-বয়স্ক তরুতে চ হয়েছে।

। যখন জানতে পেরেছি, তখন তার চ্ছেদন করব।

রজ। বিচক্ষণ মালী তাকে এমন ক'রে র বাগানের গাছের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে ার মূলোচ্ছেদন করতে গেলে, আপনার া বাগানের একটাও গাছ অবশিষ্ট না।

। তবে কি আমাকে এই বয়সে মাথা রে সেই বালকের কাছে পরাজয় স্বীকার ল?

। আপনি দিগ্‌বিজয়ী। এ ঘৃণিত কাজ আপনাকে করতে বলব? আমিও কি দিগ্‌বিজয়ে সহচর ছিলুম না মহারাজ?

যদি আশ্বাস দিই?

। তা হ'লে আপনার উদ্যানের অঙ্গহানি ও বুঝতে পারবে না। আশ্বাস দিন, ছি।

না—থাক, শুনব না সুরজমল! আমি জীবনেও আর একবার বারাহার মর্য্যাদা চষ্টা করব।

সুরজ। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চেষ্টা করুন। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মতিমান্ মূল-রাজের চেষ্টা বিফল হবে না। বারাহা জাতির মর্য্যাদা চির-অক্ষুণ্ণ হ'ক। কিন্তু দোহাই মহারাজ! এ বৃদ্ধ বয়সে জাতি-ধ্বংসের আর চেষ্টা করবেন না। এক চেষ্টা বিফল হয়েছে। লাভের মধ্যে শৈলবক্ষে বজ্র নিখাতের মত সে চেষ্টা আপনার গৌরবময় নামের অঙ্গে দুরপনেয় কলঙ্ক-রেখা অঙ্কিত ক'রে গেছে। ভট্টির স্মৃতি লোকের মন থেকে একরূপ মুছে গিয়েছিল। সে স্মৃতি জাগিয়ে আবার তাকে মুছতে গেলে বারাহাজাতির রাজোয়ারায় আর স্থান থাকবে না।

মূল। তোমার অমূল্য উপদেশ, একবার ছাড়া চিরদিনই গ্রহণ করেছি। আজও করলুম। কিন্তু দেওয়ান! আমারও তোমার প্রতি অনুরোধ, আমার কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য ক'র না! লক্ষ্য করলেও বাধা দিও না।

সুরজ। মহারাজ! আমি মৃতের চক্ষু নিয়ে আপনার পানে চেয়ে রইলুম।

মূল। যাও ভাই—সমস্ত বিশ্বস্ত সামন্তদের সংবাদ দাও। গোপন দরবারে সকলের সমক্ষে আমি বংশনাশের প্রতিবিধানব্যবস্থা করব।

[সুরজমলের প্রস্থান।

(সুচেতের প্রবেশ)

সুচেত। মহারাজ!

মূল। 'মহারাজ' ব'লেই চুপ করলে কেন বুটা-রাজ? শুন সখা, তোমার সখ্যের আমি যথেষ্ট অপব্যবহার করেছি, কিন্তু স্থির জেনো, আমি কখনও তোমার সঙ্গে প্রতারণা করি নি। আমি বলছি, আমার পুত্রের মৃত্যুর জন্য আমি শোকার্ত্ত নই। শোকার্ত্ত—সেই হতভাগ্যের সঙ্গে তোমারও পুত্রের মৃত্যুর জন্য। আমি আমার ন্যায্য প্রাপ্য কর্ম্মদেবতার কাছে পেয়েছি। তার ওপর অনুযোগ করবার কোনও উপায় রাখিনি। কিন্তু সত্যাশ্রয়ী বীর, আমার সঙ্গে সখ্যের প্রতিজ্ঞা বজায় রাখতে তুমি যে সব অদ্ভুত ত্যাগ স্বীকার করেছ, বিধাতার কাছে তোমার এরূপ প্রাপ্তি যে আমার বুদ্ধির অগম্য।

সুচেত। ন্যায়বান্ বিধাতা আমাকে ন্যায্য প্রাপ্যই দিয়েছেন।

মুল। কখন না। ইচ্ছা ছিল, তোমার কন্যা রেবাকে পুত্রবধূ ক'রে নিয়ে বারাহা-লাঙ্গাইকে চিরকালের জন্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করব। সেই উদ্দেশ্যে তাকে আমি নিমন্ত্রণ করিয়ে আনিয়েছিলুম। কা'ল সন্ধ্যায়, এক দিকে যেমন আমার কন্যা কেতু রাঠোর-রাজপুত্র-বধূ হ'ত, অন্য দিকে তেমনি তোমার কন্যা ভবিষ্যৎ বারাহা-রাজ্যেশ্বরী হ'ত।

সুচেত। ন্যায়বান্ বিধাতা তা হ'তে দেন নি।

মুল। বিজ্ঞরাজ! মস্তিষ্ক বিচলিত ক'র না।

সুচেত। আমার মস্তিষ্ক ঠিক আছে! বিধাতার অযথা নিন্দা করছ—মুলরাজ! মস্তিষ্ক বিচলিত হয়েছে তোমার।

মুল। সত্য বলি—কিন্তু জান তুমি, আমি রাজা?

সুচেত। বেশ—আমাকে বন্দী কর।

মুল। তোমাকে বন্দী ক'রে বারাহারাজের কোন লাভ অথবা গৌরব নেই। শোন সখা। শেষ জীবনে সত্যবন্ধন ছিন্ন ক'রে সত্যের অপলাপ ক'র না। যা বলি, তা প্রণিধান কর। এখনও দুর্দ্দশার প্রতীকারের উপায় আছে। তোমার পূর্ব্বসহস্র কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ ক'রে বলছি, তোমার কন্যা রেবাকে আমি এখনও বারাহা-রাজ্যেশ্বরী করতে প্রস্তুত আছি।

সুচেত। বিকৃত-মস্তিষ্ক আমি না তুমি?

মুল। ব্যস্ত হয়ো না বৃদ্ধ, কথা শেষ করতে দাও। বারাহা-লাঙ্গাইকে রক্ষা করা তোমার আমার—উভয়েরই পবিত্র কর্ত্তব্য। সেই জন্য আমি ইচ্ছা করি, আমার ভবিষ্যৎ রাজ্যাধিকারী ভ্রাতুষ্পুত্র অরিসিংহকে তুমি কন্যা দান কর।

সুচেত। ন্যায়বান্ বিধাতা তা হবার উপায় রাখেন নি।

মুল। উপায় নিশ্চয় রেখেছেন। হতভাগ্য সন্তানের কাপুরুষের মত দেহত্যাগে আমি বারাহা জাতিতে অশৌচ স্পর্শ করতে দেব না। আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেতু ও রেবা উভয়েরই বিবাহ দিব।

সুচেত। আমাকে পুত্র-শোকার্ত্ত বলছিলেন। এখন দেখছি, পুত্রশোকে আপনারই মস্তিষ্ক বিচলিত হয়েছে। তাই আজ পূতিগন্ধময় একটা জাতির অবশেষকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য আ রেবাকে একটা অযোগ্য পাত্রে সমর্পণ ক ব্যাকুল হয়েছেন। আপনার কন্যাকে য ইচ্ছা দান করতে পারেন; কিন্তু রেবা আপ প্রজা নয়।

মুল। তার বাপ প্রজা।

সুচেত। তা হ'লে এইখানেই তার মীম হ'ক।

মুল। এখনই, কালবিলম্ব কেন?

(সুরজের প্রবেশ)

সুরজ। দোহাই মহারাজ—একবার দেখ। বাইরে গুপ্তশত্রু গুপ্ত-অস্ত্র চালনা বারাহাজাতির মূলোচ্ছেদের চেষ্টা করছে। এ আত্ম-কলহ ক'রে তাদের সাহায্য করবেন না।

(উভয়ের মধ্যে অবস্থিতি)

মুল। সুরজমল! এখনি প্রতিশ্রুতি করলে?

সুরজ। এখনি আমাকে ইচ্ছামত শাস্তি আমি দ্বিরুক্তি করব না। তবে আমি থাকতে আপনাদের উভয়ের মধ্যে বিবাদ দেব না। এর চেয়ে বারাহা-লাঙ্গাই— হ'ক, তাতে আমার আক্ষেপ থাকবে না।

সুচেত। মহারাজ! আপনার বংশ গে আমারও বংশ গেছে। যাক্ বারাহা, লাঙ্গাই—নির্ম্মূল হ'ক। আপনার জন্য আমার এক আনন্দময়ী কন্যাকে অকাল দান ক'রে রাক্ষসের চেয়েও নীচ হয়েছি! একটি আনন্দময়ী কন্যাকে অকাল বৈধব করতে আপনার অনুরোধ রাখতে প্রস্তুত আ

মুল। অকাল বৈধব্য কেন হবে?

সুচেত। এক দিকে একটা কাপুরুষ দিকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী!

মুল। আমাদের পুত্র দুটোকে হত্যা ক'লে?

সুচেত। আমাকেও হত্যা করেছে।

মুল। অসি কোষবদ্ধ কর।

সুচেত। এ মৃতের হস্তধৃত অসি। অ হতভাগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র তার বীর সহচর গুলোকে মৃত্যুমুখে সমর্পণ ক'রে পালিয়ে এ

মুল। বল কি?

সুচেত। আমি পারি নি। কিন্তু তৎপরিবর্তে মাথায় বহন ক'রে ফিরে এসেছি। সখ্যবন্ধন ছিন্ন করতে পারি নি বলে,—এসেছি।

মূল। বেশ করেছ, তোমার মহত্ত্ব কিছুমাত্র হয় নি, ওই কাপুরুষকেই কন্যাদান কর। র শেষ অনুরোধ—তোমার মহত্ত্ব পূর্ণ হ'ক।

সুচেত। কন্যা পরহস্তগত।

মূল। না, সে আমার অন্তঃপুরে আছে।

সুচেত। বেশ, সন্ধান করুন মহারাজ, থাকে, নার ভ্রাতুষ্পুত্রকে দান করুন। আপনার অনুরোধ আমি রক্ষা করতে প্রস্তুত রইলুম।

মূল। কিন্তু দেওয়ান! তোমাকে আমি দিনের জন্য বন্দী করব।

সুরজ সে কথা ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করছেন ? আপনি প্রভু! আপনার অভিরুচিমত করুন।

মূল। হাঁ, বন্দী করুন। দুর্ভর জীবন থেকে তি পাবার জন্য মনে মনে আমি সখার হাতে বারির সাহায্য-প্রার্থনা করেছিলুম, তুমি বাধা দ। তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে। সুতরাং দণ্ডনীয়।

(অরিসিংহের প্রবেশ)

সিংহ, আমার পুত্রের মৃত্যুতে তুমিই এখন হারাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। রাজ্যা-র চাও, আর আমার পুত্রের জন্য আনীতা রাজকন্যাকে যদি বিবাহ করতে চাও, তা তোমার এই বুদ্ধিহীন মাতুলকে এখনি বন্দী

অরি। মামা! মহারাজের কথার প্রতিবাদ বেন না।

মূল। বন্দী কর, বৃথা বাক্যব্যয় ক'র না। দাদ মধ্যে দেওয়ানেরই নির্দিষ্ট গৃহে নজরবন্দী র রাখ।

[মূলরাজের প্রস্থান।

অরি। মাতুল! কি করেছেন, জানি না। ছি, বড়ই অন্যায় করেছেন। নইলে করুণাময় রাজ সহজে রুষ্ট হননি। এখনি মহারাজকে ক ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

সুরজ। মহারাজ তোমার মুখের সাহায্য নি—হাতের সাহায্য চেয়েছেন।

অরি। কাজেই, মুখের সাহায্যে যখন কিছু না হবে, তখন হাতের সাহায্য অবশ্যম্ভাবী। আপনার যে বুদ্ধি গেছে, তা আমি বনেই আজ জানতে পেরেছি।

সুচেত। বন্দী কর। তোমার মাতুল বৃদ্ধ বয়সে মতিহারা, শত্রুর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

অরি। এই বিজ্ঞের কথা। নাও মামা, বন্দী হও। রাজাই যখন আমাকে হ'তে হবে, তখন মমতা রাখলে চ'লবে না।

সুরজ। তুমি রাজা হবে অরিসিংহ ?

অরি। হয়েছি, আবার হব কি ? রাজার আমিই একমাত্র উত্তরাধিকারী।

সুরজ। তাই মাতুলকে বেঁধে বুঝি রাজ-লীলার পত্তন করছ ?

অরি। এ সব রাজনীতি—রাজনীতি। এখানে বাবাও নেই, মামাও নেই। আছে শুধু রাজা আর প্রজা। মাঝখানে রাজ্য।

সুরজ। বেশ, বন্দী কর।

অরি। বন্দী আমি করব ? আমি রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সর্দার—বন্দী আমার হুকুম করবে। এই —কোন্ হ্যায় ? একে বন্দী কর।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। (ইতস্ততঃ করিতে লাগিল)

অরি। এই উল্লুক—বন্দী কর, তবু দেখ, দাঁড়িয়ে রইল। রাজার আদেশ।

প্রহরী। মহারাজ নিজে না বললে পারব না প্রভু!

অরি। না পারলে কেটে ফেলব।

(বিমলার প্রবেশ)

বিমলা। করছ কি হতভাগ্য! পুত্রশোকে মহারাজের সাময়িক উত্তেজনায় তাঁকে কি শিপ্ত মনে করেছ ? এখনি মাতুলকে পরিত্যাগ কর। আর মূর্খতার জন্য পদধূলি গ্রহণ ক'রে ওঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। (করযোড়ে) বারাহারাজের চিরহিতৈষী মহাভাগ! এই পুত্রশোকাতুরার প্রতি করুণা ক'রে তার পুত্রশোকাতুর স্বামীকে ক্ষমা কর। এ সঙ্কটসময়ে তোমার সদ্বুদ্ধি ভিন্ন বারাহাজাতির অস্তিত্ব রাখবার আর উপায় নাই।

এক দিনের দুর্ব্বুদ্ধিবশে এক অকার্য্যের ফলে আমাদের আজ এই দুরবস্থা। প্রতিদিনই আমি সতীর অভিশাপের তীব্র ফলভোগের প্রতীক্ষা করছিলুম। আজ সেই ফল পূর্ণমাত্রায় ফলেছে। আমার শান্তিপূর্ণ ঘর এক মুহূর্ত্তে প্রচণ্ড অগ্নিশিখায় জ্বলে উঠেছে। আপনার স্নেহের শান্তিজলে এখনও পর্য্যন্ত তার রক্ষার আশা আছে। তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে এখনি আমার অবশিষ্ট ভস্মাবশেষ হয়ে যাবে। আমার প্রতি করুণা ক'রে অপমানজনিত ক্ষোভ পরিহার করুন।

সুরজ। না মহারাণি, আমি কোনও ক্ষোভ করি নি। আমি রাজাকে জানি, রাজার মনের বর্ত্তমান অবস্থাও জানি। বারাহাজাতির অস্তিত্ব রক্ষায় মহারাজের অপেক্ষা আমার কম স্বার্থ নাই। নিশ্চিন্ত থাক মা, অভিমানে আমি সে স্বার্থে আঘাত করব না।

বিমলা। করছ কি হতভাগ্য, এখনি মহাত্মা মাতুলের পদে নতজানু হও।

অরি। এই দেখুন মাতুল, এই দেখুন বুটারাজ, আমার শক্তিও আছে, ভক্তিও আছে।

বিমলা। বুটারাজ! আপনাকে দেখি নি। আমি এমনি অভাগিনী, পুত্রবিয়োগেও অনার্দ্র-লোচনে কেবল জাতির মর্য্যাদারক্ষার উপায় অনুসন্ধান করছি। বিশেষতঃ আপনার অবস্থা চিন্তা করলে আমার শোক করবার অবসর থাকে না। তথাপি মহাভাগ, আমি রমণী! নিরুদ্ধ অশ্রু আমার দৃষ্টিশক্তি অবরোধ ক'রে রেখেছে। আপনি আমাকে আর আমার অনুরোধে এই বুদ্ধিহীনকে ক্ষমা করুন। আর মহারাজ এই বিষম সঙ্কটসময়ে যাতে মর্য্যাদার সহিত আত্মরক্ষা করতে পারেন, তার উপায় করুন।

সুচেত। আমাদের বলবার কিছু নেই রাণি! আমি সত্যবদ্ধ হয়ে এ জীবন আপনার মহান্ স্বামীর নামে উৎসর্গ করেছি। যখন এত দিন সত্যের অপলাপ করি নি, তখন জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তা আর করব না। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে ঘরে ফিরে মহারাজকে সান্ত্বনা দিন।

বিমলা। তা হ'লে বলি, আজ প্রাসাদ থেকে তিন কুমারী অন্তর্হিত হয়েছে। যাও অরিসিংহ, যে কোন উপায়ে পার, কেতু, রেবা ও সুরার সন্ধান কর। যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, সেই অবস্থাতেই তাদের বন্দিনী ক'রে পুরপ্রা[...] করাও।

[বিমলার প্রস্থা[...]

সুচেত। যাও অরিসিংহ—মহারাজের মুখ [...] তোমার সমস্ত দুর্ব্বলতা বিস্মৃত হলুম। রেবা[...] যদি আনতে পার, তা হ'লে রেবা তোমার।

অরি। ঠিক আনব—বুটারাজ, ঠিক আ[...] মামা! শক্তি দেখলে, ভক্তি দেখলে—এইব[...] এই অধমাধমকে আশীর্ব্বাদ কর। মনে [...] আশীর্ব্বাদ চলবে না। হুঁ হুঁ ক'রে আশীর্ব্বা[...] চলবে না। একবার স্পষ্ট ক'রে বল—আশীর্ব্বা[...] যেন রেবাকে এনেই আপনার চরণে নিক্ষেপ ক[...] পারি।

সুরজ। রেবাকে যদি বধূ করতে [...] তা হ'লে সে তোমার মাতুলের পক্ষেও সৌভাগ্যের কথা নয়।

অরি। বস্, এই কথাই আমি শো[...] অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলুম।

সুরজ। আসুন রাজা, মন্ত্রণার জন্য মহা[...] সমস্ত সামন্তদের নিমন্ত্রণ করতে আমায় [...] আদেশ দিয়েছেন। আপনিই প্রথম নিমন্ত্রিত।

অরি। নে, আয়—সমস্ত পলটনকে রাত্রেই সজাগ করবি আয়।

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ।

মুলরাজ।

মুল। তীক্ষ্ণদৃষ্টে করিছে দর্শন।
বালকের বিলোলনয়ন
এত তীক্ষ্ণদৃষ্টি কোথা পেলে?
দৃষ্টি যদি পাছু রেখে গেল—
সন্তানের কোমল কটাক্ষ
সংগোপনে করিয়া আশ্রয়
সে যদি আমার চক্ষু সবলে বিঁধিল,
কোথায় মরিল তমুরায়?

(বিমলার প্রবেশ)

রাণি! শোক করবার কি তোমার আছে? যদি তোমার পুত্র অন্য কর্ত্তৃক হত [...]

মিই তাকে বিনাশ কর্‌তুম। সে যুবক আমাকে
র-হত্যার দায় থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। তাকে
শীর্ব্বাদ কর।

বিমলা। উপায় থাকলেও এ হতভাগিনীকে
ধাতা পুত্রশোকে চক্ষুজল ফেলবার অবসর দিলে
। অনন্ত পুত্রশোক মর্য্যাদার চাপে প'ড়ে নিভে
ল।

মুল। মর্য্যাদা—বারাহারাণীর মর্য্যাদা! সে
নিত্য উর্দ্ধমুখে শৈলমস্তকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা
ছে।

বিমলা। মহারাজ! আপনাকে বলি নি।
পনার অবস্থা দেখে বল্‌তে সাহস করি নি।
স্তু না বললে আর চলে না।

মুল। কি বল?

বিমলা। মহারাজ! আপনি বিজ্ঞ। আমি
দিতে আসি নি।

মুল। বাগাড়ম্বরের সময় নেই রাণি, শীঘ্র
।

বিমলা। প্রজা 'প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা' ক'রে
ংকার কর্‌ছে।

মুল। এই কথা বলতে তুমি সাহস কর নি?
কথাতে নূতন শোন্‌বার কি আছে? অন্ধকারের
র থেকে অজস্র প্রতিহিংসার ধ্বনি উঠছে,—
তে পাচ্ছ না? এতে নূতন কথা শোন্‌বার কি
ছে?

বিমলা। মহারাজ—কেতু—

মুল। কেতু কি? কেতুকেও মেরে ফেলেছে?
ক'রে রইলে কেন—বল—বল—বল—

বিমলা। অধীর হ'লে কি ক'রে বল্‌ব মহারাজ।

মুল। অধীর নই—অধীর নই—প্রতিহিংসা—
তিহিংসা। বল—বল—বল। তবু দাঁড়িয়ে
লে! কেতুকেও মেরে ফেলেছে? সন্তান ব'লে
আমার আর কিছু রইল না!

বিমলা। দোহাই মহারাজ, অধীর হবেন না।

মুল। বাপ ব'লে আদর করা ঘুচে গেছে।
বল্‌তেও নেই!—বল—বল—বল—এখনও
ছ না। শোন রাণি, এবারে আর জিজ্ঞাসা কর্‌ব
। আর না তোমার মুখে উত্তর শুন্‌তে হয়, তার
স্থা কর্‌ব।

বিমলা। আমাকে কাট্‌বেন?

মুল। নিশ্চয়—এখনি।

বিমলা। তা যদি পারেন, তা হ'লে বুঝবো, এ
কালরাত্রিই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভরাত্রি। রাজা,
দীপশিখা থেকে নদীর স্রোতে অন্ধকার ছুটে
আসছে। তোমার প্রাসাদের প্রতিরন্ধ্র অন্ধকারে
ভ'রে গেছে। সে প্রলয় আঁধার-মাখা স্তব্ধ বায়ু আমি
আর গ্রহণ করতে পারছি না। রাজা, আমাকে
হত্যা কর। এখনি, কাল বিলম্ব ক'র না।

মুল। কেতুও ম'রে গেল!

বিমলা। ম'রে গেলে আমি আপনার কাছে
মরতে চাইতুম্ না।

মুল। সে কি?

বিমলা। প্রভাতে অভাগিনী গৃহত্যাগ
করেছে। এখনও পর্য্যন্ত ঘরে ফেরে নি।

মুল। তা হ'লে সে ত ম'রেই গেছে।

বিমলা। না।

মুল। তবে?

বিমলা। সে একটা অজ্ঞাত-কুলশীল নেশা-
খোরের অনুসরণ করেছে।

মুল। হুঁ! তা হ'লেই ত শোকের গতির মুখ
ফিরে গেল। তা এ কথা এই রাত্রি দ্বিপ্রহরে
বলতে এলে?

বিমলা। কখন্ বলব? এ অবস্থা জানবারও
আমি সময় পাই নি। সন্দেহও করি নি—সিংহকন্যা
শৃগালের আশ্রয়লাভে লোলুপ হবে, স্বপ্নেও
ভাবি নি।

মুল। এ রাত্রিতে আমি কি কর্‌তে পারি?

বিমলা। যদি তাকে ফেরাতে হয়, তা হ'লে
এই রাত্রিতেই ফেরাতে হবে। নইলে মহারাজ,
প্রভাতে পুত্রের সঙ্গে প্রিয়তমা কন্যারও মৃত্যু
ঘোষণা করুন।

মুল। তুমি এই কথা বল্‌লে?

বিমলা। আজ রাত্রি অতিক্রম ক'রে যদি সে
পাপিষ্ঠা গৃহে ফিরে আসে, তাকে কন্যা ব'লে
স্বীকার কর্‌বেন না। এখন দুর্ঘটনার ঝঞ্ঝাটে
বাড়ীতে তার খোঁজ হয় নি। সে ঘরে আছে কি
না আছে, এখনও লোকে জানে না। কিন্তু কা'ল
প্রভাতে এ কথা কারও অবিদিত থাক্‌বে না।

মুল। রাণি! তুমি আমায় তিরস্কার কর।

বিমলা। তিরস্কার—স্নেহ-মমতাময় স্বামীকে
অকারণ কেন তিরস্কার কর্‌ব মহারাজ! বরং
তিরস্কারযোগ্য আমি। আমি হতভাগিনীর দুরভি-

সন্ধি বুঝতে পারি নি। প্রাতঃকালে এক নেশাখোর তাকে অসম্মান দেখিয়েছিল। নগরে শাস্তি দেবার যোগ্য পুরুষ ছিল না ব'লে আমি সাহায্য প্রার্থনার জন্ম বুটারাজ-কন্তাকে সাধু দেবীদাসের কাছে পাঠিয়েছিলুম। ইত্যবসরে অভাগিনী আপনার অশ্ব গ্রহণ ক'রে রাজপুরী থেকে অন্তর্হিত হয়েছে।

মূল। সে যে সেই নেশাখোরের অনুসরণ করেছে, তা কেমন ক'রে জান্‌লে?

বিমলা। তার অনেকক্ষণ অনুপস্থিতিতে ভীত হয়ে সুরাকে অনুসন্ধানে পাঠিয়েছিলুম। সে দেখে এসেছে। এসেছে বল্‌ছি কেন, এসে কর্ত্তব্য পালনের জন্ম আমাকে দেখা দিয়ে চ'লে গেছে।

মূল। কোথায় গেছে, জান না?

বিমলা। বোধ হয়, সে আত্মহত্যা কর্‌তে গেছে।

মূল। আত্মহত্যা কর্‌তে গেছে! মানে কি রাণি?

বিমলা। মহারাজ! মৃত পুত্রের জন্ম শোক কর্‌ব কি! পুত্র যে ছিল, তাও ভুলে গেছি! সেই নেশাখোরের কাছে আজ সমস্ত বারাহাজাতি পরাজিত। কেতুর অসম্মান করেছিল ব'লে সুরা এক লৌহদণ্ড তুলে তাকে প্রহার কর্‌তে গিয়েছিল। সে দুর্ব্বৃত্ত সেই লৌহদণ্ড অম্লান বদনে বক্র ক'রে তার গলায় মালা ক'রে দিয়েছে।

মূল। বল কি! তাকে যুক্ত করাতে পার্‌লে না!

বিমলা। আপনার অন্তঃপুর-রক্ষীদের মধ্যে কেউ সে দণ্ড সরল কর্‌তে পার্‌লে না! মনের দুঃখে আমার অজ্ঞাতসারে সে রাজগৃহ পরিত্যাগ করেছে।

মূল। দেবীদাসকে রেবা আনতে গেল—দেবীদাস এলো না?

বিমলা। কোথায় দেবীদাস? রেবাও ফেরে নি, দেবীদাসও আসেন নি।

মূল। বটে! ভাল, রাণি! তোমার কন্তাকে যদি পাই, তা হ'লে তাকে আমি কেটে ফেল্‌তে পারি?

বিমলা। কুলত্যাগিনীর যোগ্য শাস্তিই বটে। কিন্তু কন্তাস্নেহে আপনি পাগল। আপনি কি তা পার্‌বেন?

মূল। তেজস্বিনী! সত্যসত্যই তোমার কথায় আমি পুত্রশোক বিস্মৃত হলুম। যাও, বিশ্রাম ত নেই, তবু বিশ্রামের নাম নিয়ে মৃত পুত্রের চিতানলে নিজের শোকানল অঞ্জলি দাও। আমি নিজের কন্তার অনুসন্ধানে চল্লুম। এ শুষ্ক কথা নিজের কানে দ্বিতীয়বার তুলতে সাহস হচ্ছে না।

[বিমলার প্রস্থান।

বেশ—বেশ—বেশ। পুত্রশোকাতুরার চীৎকারে আর আমার পুরুষত্ব আবৃত হবার ভয় নেই। এখন আমি যা ইচ্ছা তাই হ'তে পারি। কঠোর হ'তে চাইলে এই পলিতকেশ বৃদ্ধ তুষাররাশির নীরস হিমালয় শৈলকে কঠোরতায় পরাস্ত কর্‌তে পারে। কিন্তু কি হব? কে ও?

(দেবীদাসের প্রবেশ)

এ কি সাধু দেবীদাস? প্রভু! আপনার নিষেধ-বাক্য অমান্ত করার ফল আমি হাতে হাতে পেয়েছি।

দেবী। রাজা!

মূল। হতভাগ্যকে তিরস্কার কর প্রভু! আমি সেই জন্মই আপনার কাছে যাচ্ছিলুম।

দেবী। আপনাকে যেতে হবে না রাজা, আমি এসেছি। তিরস্কার কর্‌বার আর আমার অধিকার নেই। রাজা, আমি নিজেই তোমার কাছে শাস্তি নিতে এসেছি।

মূল। এ কি কথা বল্‌ছ সন্ন্যাসী?

দেবী। আমি বিদ্রোহী।

মূল। বল কি? এ যে আমি কোনমতে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ব না।

দেবী। বেশ রাজা, সঙ্গে এস—দেখ।

মূল। কি দেখব?

দেবী। আমার কার্য্য।

মূল। কি ক'রেছ সন্ন্যাসী?

(সুচেতসিংহের প্রবেশ)

দেবী। আমাকে আর বল্‌তে হবে না মহারাজ, আমার কার্য্যের সাক্ষী স্বাধ্যবশে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। বুটারাজ! আমি যা বিদ্রোহিতার কার্য্য করেছি, আপনি তা মহারাজকে শুনিয়ে দিন।

সুচেত। আমাকে আর ক্ষত্রত্যার ভাগী কর্‌বে কেন সন্ন্যাসী, নিজে বল।

দেবী। আমি ব্রাহ্মণ নই।

নৃপ। তুমি ব্রাহ্মণ নও?

দেবী। না মহারাজ—ক্ষত্রিয়।

নৃপ। ভট্টি?

দেবী। ভট্টি।

নৃপ। নরাধম বৃদ্ধ! ক্ষত্রিয় হয়ে তুমি ব্রাহ্মণের বৃত্তি অপহরণ করেছ?

দেবী। কি করি মহারাজ, আপদ্ধর্ম। আপনি তখন ভট্টিকুল নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর। প্রাণরক্ষার অন্য উপায় না পেয়ে দেবীর শরণাপন্ন হয়েছিলুম।

নৃপ। কি করেছ?

দেবী। এইবারে বল বুড়োরাজ!

সুচেত। শোন সন্ন্যাসী, তোমাদের কাছে পরাস্ত হয়েছি ব'লে তোমার আদেশ পালন করছি। মহারাজ! ইনি আমাদের পুত্রঘাতী যুবককে দেবীমন্দিরে আশ্রয় দিয়েছিলেন। যে সকল সর্দার তাকে বন্দী করতে মন্দিরে প্রবেশ করেছিল, ইনি সে সকলকেই সংহার করেছেন।

নৃপ। শেষোক্ত কার্য্যের জন্য আমি তোমাকে অপরাধী বলুব না দেবীদাস। কিন্তু রাজার শত্রুকে মন্দিরে আশ্রয় দিয়েই তুমি বিদ্রোহিতা করেছ, তার শাস্তি!

দেবী। যা আপনার অভিরুচি।

নৃপ। ব্রাহ্মণের বৃত্তি অপহরণ ক'রে তুমি ধর্ম্মের নামে প্রতারণা করেছ। শূলদণ্ডই তোমার যোগ্য শাস্তি।

দেবী। যা মহারাজের অভিরুচি।

নৃপ। প্রহরী! এই ছদ্মবেশী ভট্টিকে এখনি শৃঙ্খলাবদ্ধ কর।

(প্রহরিগণের প্রবেশ)

সুচেত। মহারাজ!

নৃপ। পরাস্ত নির্বোধ সামন্ত! এখনি এ স্থান পরিত্যাগ কর। এ রাজসভার ক্ষেত্রে তুমি দাঁড়াবার যোগ্য নও। যাও!—বন্দী কর।

[সুচেতদিগের প্রস্থান।

দেবী। বন্দী আপনি করুন রাজা অথবা আপনার স্থানযোগ্য কাউকে আদেশ করুন। ক্ষুদ্র সেপাইকে অঙ্গ স্পর্শ করতে দেব না।

নৃপ। দেবে না?

দেবী। কিছুতেই না। প্রহরীরা কাছে আসতে না আসতে, আপনি অস্ত্রে হাত দিতে না দিতে, আমি আপনাকে হত্যা করব। আপনি শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে চান, এই নিন মহারাজ, দুই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি।

নৃপ। কে তুমি?

দেবী। এক সময় ভৈরবীরাও আমার অভিধান ছিল।

নৃপ। যা তোরা, চ'লে যা।

[প্রহরিগণের প্রস্থান।

(ঋষিদিগের প্রবেশ)

ঋষি। এই যে আমিই সব কাজ শেষ করছি। এ পাষণ্ড সাধু ব'লে আমি মন্দিরে প্রবেশ করিনি। নইলে কি সে পাষণ্ড চক্ষে ধূলি দিয়ে পালিয়ে যায়, না এই দুরাত্মাই এতক্ষণ জীবিত থাকে! আর শূলদণ্ড কেন মহারাজ, এখনি আপনার সম্মুখে নরাধমকে খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে রক্তের মাতৃস্নান ক'রে দিই।

(অশ্বকের প্রবেশ)

অশ। আতম অদ্ভুতব সুখ সুখকান্তা,
তব তব নৃপ তের ভ্রমকান্তা।

ভবমদন—ভবমদন। এস বঁধু, আর একবার প্রেমালিঙ্গন করি। ভবমদন—ভবমদন—

ঋষি। ও রে বাবা! মহারাজ! রাক্ষস—রাক্ষস—রক্ষে করুন।

(নৃপরাজের পশ্চাতে গমন)

নৃপ। এ কি, বরা দেবার ছল ক'রে আমাকে গোপনে হত্যা করতে এলে না কি ভৈরবীরাও?

দেবী। আমার নামই এ নীচ কার্য্যের বিরোধী, রাজা।

নৃপ। তা হ'লে ত আপনি আমাকেও পরাস্ত করবেন রাও!

দেবী। না মহারাজ! বিশ বৎসর তোমার দণ্ড ভয়ে আমি জীবন ধারণ করেছি। সেই আদরেসেই এ বাহু পুষ্ট। এ বাহু কখনও অন্যের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হবে না। বিশেষতঃ, এ বিংশ বর্ষের দেবী-আরাধনায় আমি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। আমার জাতি নাই। আমি না ভট্টি, না রাঠোর,

না লাজাই, সকলেই আমার সমান আত্মীয়। অধর্ম্ম-শাসনই আমার ধর্ম্ম। অধর্ম্মপালন আমার ধর্ম্ম নয়।

মূল। তা হ'লে আমি কি করব?

দেবী। বন্দী করুন।

মূল। তোমাকে বন্দী করতে যে আমার শৃঙ্খল নাই।

দেবী। আমি দেখছি, আছে রাজা। তবে সে শৃঙ্খলে বন্দী করা আপনার অভিরুচি।

মূল। কই, দেখিয়ে দাও।

দেবী। আসুন।

জগ। আতম অনুভব সুখ সুপ্রকাশা—

[অরিসিংহ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অরি। যা শালা আতম্‌। রাজা আর সন্ন্যাসীর মাঝখানে প'ড়ে তরোয়ালটা ধরতে ভুলে গিয়েছিলুম। নইলে তোমার আতম্‌ এখনি খতম্‌ ক'রে দিতুম।—যাক, আমি ভবিষ্যতের রাজা, এটা ঠিক হয়ে গেল। আর রেবা-প্রাপ্তিটেও একেবারে মীমাংসা হয়ে গেল। এখন রেবা—কোথা রেবা—কোথা রেবা? রেবা পুরীতে নেই। তবে সে কোথা গেল—কোথা গেল?

চতুর্থ দৃশ্য

বৃক্ষাদিবেষ্টিত চামার-পল্লী-পথ।

(দেবীদাস ও ছদ্মবেশী মূলরাজের প্রবেশ)

দেবী। এই স্থানে এই তরু-অন্তরালে ক্ষণেক অপেক্ষা করুন মহারাজ। এ অপবিত্র পল্লীতে আপনাকে প্রবেশের জন্য অনুরোধ করতে আমার সাহস নাই।

মূল। এই চর্ম্মকার-পল্লীতে কেন নিয়ে এলে দেবীদাস?

দেবী। এই স্থানে আমার মা অবস্থান করছেন।

মূল। এই অপবিত্র স্থানে তন্তুরায়-মহিষী?

দেবী। বিশ বৎসর।

মূল। শোন দেবীদাস। আমার দেওয়ান তোমাকে উপলক্ষ ক'রে বিচক্ষণ মালী বলেছিল। বলেছিল—সে আমার উদ্যান-তরুর সঙ্গে তার গাছগুলি এমন কৌশলে মিশিয়ে দিয়েছে যে, তাদের অনুসন্ধান ক'রে উন্মূলিত করতে গেলে, আমার বাগানের সমস্ত গাছ উন্মূলিত করতে হবে। এখন দেখছি, দেওয়ানের কথা ঠিক নয়। মালী বিচক্ষণ নয়, মর্য্যাদাবোধহীন। আমার রাণী যদি কমলাবতীর অবস্থা প্রাপ্ত হ'ত, তা হ'লে সে পুত্রকে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে নিজেও তাতে ঝাঁপ দিত,—তবু এ নরপুরীতে প্রবেশ করত না। দেওয়ান, ভুল বুঝেছে। মালী গাছ আমার বাগানে রোপণ করে নি। পুরীমধ্যে রোপণ করেছে। আর এই জন্যই বুঝতে পারছি, এটি নির্ম্মূল হয়নি। এখানে যে গাছ জন্মাবে, সে গাছ অস্ত্রের দ্বারা স্পর্শ করলেও রাজার ঘৃণা করে। তোমার বন্ধনের শৃঙ্খল কি, আমি বুঝেছিলুম দেবীদাস। সে শৃঙ্খল দিয়ে তুমি বদ্ধ হবার বাসনা পরিত্যাগ কর। আমার বক্ষ যদি [illegible] বিচলনে সমস্ত মর্য্যাদা ভুলে যায়, তথাপি সে [illegible] পল্লীতে কখন প্রবেশ করবে না দেবীদাস। আমি প্রেমবলে [illegible] আত্মীয় করতে প্রস্তুত, কিন্তু রাজ্যের চির-অক্ষুণ্ণ মর্য্যাদা নাশ করতে প্রস্তুত নই।

দেবী। তা হ'লে আমার প্রতি আপনার কি আদেশ?

মূল। তুমি মুক্ত। তোমাকে [illegible] অনুগ্রহ ক'রে মুক্ত [illegible]। তোমার অস্পৃশ্য বংশের শৃঙ্খল অপবিত্র হবে ব'লে তুমি মুক্ত।

দেবী। তা হ'লে আমাকে এই স্থান থেকে বিদায় দিন।

মূল। যাও। তুমি আমার অতীব প্রিয় দেবীদাস। তোমার [illegible] আত্মাকে চাপা দিয়েছে।

দেবী। যদি আমি আপনার প্রতিবন্দী হই?

মূল। প্রতিবন্দী হ'তে হবে কেন তুমি? অন্য কোন বীরের সঙ্গে সংগ্রামে তুমি যদি উপস্থিত হও, [illegible] আবির্ভাবের আগে তোমাকে দেখেই আমি অস্ত্র ত্যাগ করব।

দেবী। তবে—নমস্কার।

মূল। প্রণাম কর। তুমি পতিতপাবনের [illegible] নও।

[দেবীদাসের প্রস্থান।

(সুজন ও কেতুর প্রবেশ)

সুজন। মা! আর আমি যাব না। ওই দূরে মন্দির-প্রাঙ্গণ দেখা যাচ্ছে।

মৃণ। তাই ত! এ কি! আমি কি দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছি! না—না, এ যে সংহারকরাল মুখ নিয়ে কঠোর সত্য আমাকে গ্রাস করতে আসছে!

কেতু। কেন যাবে না?

সুজন। আমি ত শ্রীমন্দিরে প্রবেশের অধিকারী নই। আমি ক্ষত্রি হয়েও অস্ত্র ধরতে জানি না।

কেতু। তবে তুমি তোমার সহচরকে ছেড়ে দিলে কেন?

সুজন। আমি ছেড়ে দিইনি। আমার কথায় যখন বুঝলে যে, তুমি নিরাপদ, তখন আমাকে ছেড়ে চ'লে গেল।

কেতু। তুমি অসাবধানের কাজ করেছ ব্রহ্মচারী! এখানে যদি কোন বাহারা এসে আমাকে বন্দিনী করে?

মৃণ। কেউ করবে না চামারণী! বাহারা হীন নয়। সে এ চামার-পল্লীতে পা দেবে না।

কেতু। যাও ব্রহ্মচারী, আমি নিশ্চিন্ত।

সুজন। চামারণী! কে তুমি সন্ন্যাসী?

কেতু। পরিচয় জানবার জন্য বৃথা সময় নষ্ট ক'র না। যাও, আমার বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁর নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ কর। অস্ত্র-পরিচয়-হীন তুমি! বাহিরে বসার দুইটা আর দেখিও না।

সুজন। না, আর কষ্ট না। তোমার আজ্ঞা পালন করতে চললুম। [সুজনের প্রস্থান

মৃণ। সর্বনাশ! এ দুর্গত পল্লীতে পরিচয়ের পথ উন্মুক্ত করিয়েছি! অভাগিনি! মরণের জন্য প্রস্তুত হ'।

কেতু। সর্বদাই মরণের জন্য প্রস্তুত আছি! তবে চামারণীর হত্যায় এ পবিত্র বস্ত্র কলুষিত করতে আমি প্রস্তুত নই। তোমার দৃষ্টিতে আমি চামারণী হ'তে পারি; কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমি মহান্ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছি। যাও সন্ন্যাসী, আমি প্রতিশ্রুত হচ্ছি, তোমার সঙ্গে অচিরে সাক্ষাৎ করব।

মৃণ। সত্যই বলেছ।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কুটীর।

কমলা ও চর্মকার-পত্নী।

চ, প। কে একটা মেয়ে তোর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

কমলা। আমার সঙ্গে—এখানে? কেমন দেখলি?

চ, প। সে তুই দেখ্—আমাদের কি চোখ আছে, তা দেখব? তা থাকলে কি এই তিন বছর চোখে দেখেও তোকে চেনতে পারি নি? সে তুমি বুঝি তোরই মতন কেমন একটা কি।

কমলা। দেখ, নিয়ে আয়।

[চর্মকার-পত্নীর প্রস্থান।

বোধ হয়, তপস্বী আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে। না—না, এ কি! এ-ও কি সম্ভব? তাপসী আত্মহারার মত আমার অনুসন্ধানে এই গৃহে প্রবেশ করবে।

(কেতুর প্রবেশ)

কেতু। দেবি! আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

কমলা। এ দীনার ঘরে কে মা তুমি?

কেতু। আপনার পুত্রবধূ।

কমলা। পুত্রবধূ!—বিবাহ হ'ল কবে?

কেতু। বিবাহ আপনার অনুমতি-সাপেক্ষ।

কমলা। তবে পুত্রবধূ বলছ কেন? পুত্রবধূ হ'তে এসেছ বল।

কেতু। এসেছি। ক্ষত্রিয়-কন্যা পণে বদ্ধ। আপনার পুত্রকে বরণ করা ভিন্ন আমার অন্য গতি নাই।

কমলা। কি পণ করেছিলে?

কেতু। যদি আপনার পুত্র আজকার আহেরিয়ার উৎসবে আমার পাণিপ্রার্থী রাঠোর-রাজপুত্রকে পরাজিত করতে পারেন, তা হ'লে আমি তাঁকে স্বামিত্বে বরণ করব।

কমলা। আমার পুত্র কি রাঠোর-রাজকুমারকে পরাস্ত করেছে?

কেতু। শুধু রাঠোর-রাজকুমারকে কেন? তিনি অশ্বারোহণে সমস্ত বাহাদুর-সামন্তদিকে পরাস্ত

করেছেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধে বারাহা-লাঙ্গাই এবং রাঠোর রাজপুত্রকে সংহার করেছেন।

কমলা। তুমি কি নিজের চক্ষে দেখেছ?

কেতু। অরণ্যের ভিতর যুদ্ধ, দেখব কেমন ক'রে? জেনেছি।

কমলা। সে বীর আমার পুত্র, তুমি জান্‌লে কেমন ক'রে?

কেতু। আপনারই পুত্র।

কমলা। আমার পুত্রকে তুমি দেখেছ?

কেতু। আজ প্রাতঃকালে একবার দেখেছি।

কমলা। কি রকম দেখেছ?

কেতু। প্রভাতে তাকে নির্ব্বীর্য্য—নেশাখোর দেখেছিলুম। দেখে ঘৃণা করেছিলুম।

কমলা। কে তুমি?

কেতু। ক্ষত্রিয়-নন্দিনী।

কমলা। তা বুঝেছি। তবু পরিচয় জানতে চাই।

কেতু। ক্ষত্রিয়-কন্যা কি যথেষ্ট পরিচয় নয়?

কমলা। হ'ত, যদি রাজপুত্রের কথা উত্থাপন না করতে। মা! আমি রাণীর অহঙ্কার নিয়ে এই ক্ষুদ্র কুটীরে অবস্থান করছি। পূর্ণ পরিচয় না পেলে আমার পবিত্র কুলে তোমাকে গ্রহণ করতে পারব না।

কেতু। বারাহাপতি মহাত্মা নৃসরাজ আমার পিতা।

কমলা। তা হ'লে আমার পুত্র তোমার ভ্রাতৃ-হত্যা করেছে বল?

কেতু। শুধু ভ্রাতা! আমার একমাত্র সহোদর।

কমলা। ভ্রাতৃঘাতী জেনেও বরণ করতে এসেছ?

কেতু। মা, সুখী নই। কিন্তু কি করব, ক্ষত্রিয়-কন্যা, পণে বদ্ধ—ভঙ্গ করতে পারলুম না।

কমলা। তুমি রমণীশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তথাপি মা, আমি তোমাকে গ্রহণ করতে পারব না।

কেতু। কি অপরাধে গ্রহণ করবে না?

কমলা। তোমার কোন অপরাধ নেই—বিধি-বিড়ম্বনা।

নেপথ্যে দেবরায়। মা!

কমলা। (নেপথ্যাভিমুখে) বাইরে ক্ষণেকের জন্য অপেক্ষা কর।—যাও মা, পুত্র আসতে না আসতে এই পথ অবলম্বনে কুটীর ত্যাগ কর।

কেতু। ভ্রাতৃঘাতী জেনেও বরণ করতে এসেছি। এ জেনেও তুমি আমাকে পরিত্যাগ করতে চাও?

কমলা। এই যে বল্লুম মা, বিধাতা নিজে বাহু-প্রসারে তোমাদের মিলন রোধ করেছে।

কেতু। বিধাতা রোধ করে নি। রোধ করেছে তোমার ভীরুতা। এই কুটীরে বিশ বৎসরের সঞ্চিত অন্ধকারে [illegible] সাহস ডুবে গেছে। বুঝতে পারছি, তুমি আমার পরিচয় পেয়ে আমাকে গ্রহণ করতে সাহস করছ না।

কমলা। সাহস করছি না?

কেতু। নিশ্চয়। অথবা ক্ষত্রিয়-কন্যার পণের মর্ম্ম তুমি জান না। শুধু পণের মর্য্যাদা রাখতে দুর্ব্বিষহ ভ্রাতৃশোক হৃদয়ে বহন করেও আমি এই উন্মত্ত ভ্রাতৃঘাতীর অনুসরণ করেছি। এ জেনেও তুমি আমাকে ত্যাগ করতে চাও। তা হ'লে কি বুঝব? তুমি কখন ক্ষত্রিয়-কন্যা নও, অনার্য্য-নন্দিনী।

নেপথ্যে দেবরায়। মা!

কমলা। এইবারে এস দেবরায়। মা! ক্ষত্রিয়-কন্যার পণ, বুঝি কি না এখনি তোমার কাছে পরীক্ষা দিই। ক্ষত্রিয়-কন্যার হৃদয় আছে কি না, তুমিও আমার কাছে পরীক্ষা দাও। তেজস্বিনীর বাক্য শুনলুম, তেজস্বিনীর কার্য্য দেখতে ব্যাকুল-নেত্রে তোমার পানে চেয়ে রইলুম।

কেতু। (স্বগত) তাই ত। এ হেঁয়ালী কথা যে বুঝতে পারছি না।

কমলা। চঞ্চল হয়ো না মা। এস, আমার দক্ষিণে দাঁড়াও। তুমি আমার প্রার্থনীয় পুত্রবধূ। তোমার সঙ্গে আমি হারানো রাজ্য ফিরে পেয়েছি।

(দেবরায়ের প্রবেশ)

দেব। মা, মা! তুমি রাজার কন্যা, রাজার রাণী। কিন্তু আমি একান্ত মূর্খ। কি কইব, কথা যোগাচ্ছে না।

কমলা। আমি জিজ্ঞাসা করছি। তুমি কি রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় আমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছ?

দেব। প্রতিষ্ঠা আমি করেছি? এ কথা ব'ল না মা! আমি করেছি বললে মিথ্যা হয়। প্রতিষ্ঠা তুমিই করেছ। কেমন ক'রে করেছ, তা তুমি জান। বিশ বৎসর এই পাহাড় ঘরে, চির-অমাবস্যার

অন্ধকারে—আলোক-রাজ্যের রাণী, তুমি কেমন ক'রে আপনাকে ঢেকে রেখেছিলে বলতে পার? সে পণের গৌরব আমি বুঝি না। শুধু যন্ত্রের মতন তোমার শক্তিতে চলাফেরা ক'রে এলুম। আমি করেছি, তুমি সমস্ত জেনে শুনে আমাকে এ কথা বল না। করেছ তুমি। আজ তোমার গৌরব স্মরণ ক'রে পিতার তনোটের ভাঙ্গা বুক আবার ফুলে উঠেছে। বড়ই দুঃখে তুমি তনোটের পাশ থেকে চ'লে এসেছ। সে দুঃখ আমি সহ্য করতে পারি নি। এস মা, এই রাত্রিশেষে একবার তনোটের বুকে পদধূলি দাও। তনোটপতি আমি, তোমায় নিতে এসেছি।

কমলা। এখনও কিছু বিলম্ব আছে দেবরাজ। তবে এ কথা তোমাকে বলি, আমি এক দিন শুধু রাজার নন্দিনী, রাজার রাণী ছিলুম—কিন্তু আজ আমি মহিমময় রাজার জননী। দেবরাজ! দুঃখের বেদনার অনেক উপশম হয়েছে। তবে এখনও একটু বাকী আছে। যা করেছ, আগে তারই যোগ্য আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

দেব। এ কি! এ কে?

কেতু। আমাকে চিনতে পারছ না?

দেব। একে কোথায় পেলে মা? কেমন ক'রে পেলে মা?

কমলা। তুমি যে কার্য্য করেছ, তার যোগ্য উপহার দেবার জন্য বিধাতা এটিকে আগে থেকেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই নাও রাজা, উপহার নাও। উপহার নাও, কিন্তু গ্রহণ করতে করতে আমার একটা আবেদন শোন। ভট্টিকুলরাণি, স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তুমিও শোন।

দেব। এ কি বলছ মা!

কমলা। আমি বলছি না। স্বর্গগত ভট্টি-জাতি তাদের মর্ম্মবেদনার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভট্টিনায়কে শোনাবার জন্য এই অন্তরীক্ষের মধ্যে আবেদন নিবদ্ধ ক'রে রেখে গেছে। তাদের রাজা—তাদের রাজা—এক দিন মাত্র তাঁকে পেয়েছিলুম। সেই এক দিনেই শক্তিপরশের ফলে আমি সম্রাট-জননীর গর্ব্ব নিয়ে এই পর্ণকুটীরে অবস্থান করছি। সন্তান তুমি—আমি আর অধিক বলতে পারলুম না। তোমার অন্তরেই আমার সঙ্গীত-গর্ব্ব নিস্তব্ধ করছে। আবেদন—আবেদন।

দেব। বল মা, বল।

কমলা। শাখামাত্র ছেদন করেছ। কিন্তু বিষবৃক্ষের মূল উৎপাটন করতে পার নি। যে দুরাত্মার জন্য বাসর-ঘরেই এককালে আমি মহানুভব স্বামী হ'তে বঞ্চিত হয়েছি, আমার প্রাণাধিক অগণ্য ভট্টি-বীর সন্তানকে হারিয়েছি, সেই দুরাত্মাকেও তাদের সঙ্গে বধ করতে পার নি।

দেব। কে সে?

কমলা। মূলরাজ। হাঁ, ক্ষত্রিয়-কন্যা, চঞ্চলা হয়ো না—এখনও আমার বক্তব্য আছে।

দেব। বুঝেছি। তা হ'লে আমার সমস্ত কাজই বাকী আছে।

কমলা। এক দিন তুমি শত্রুমাত্র একটা হীন দস্যুর পুত্র ছিলে। আজ তুমি বীরাগ্রগণ্য ভট্টিরাজের বংশধর, স্বামী! শুন! এই দেখ—স্বর্গ থেকে আনন্দস্নিগ্ধ নেত্র মুক্ত ক'রে একবার দেখ, তোমার পুত্র ও পুত্রবধূর উপর আমি তোমার ও তোমার অধিবাসীদের প্রতিশোধের ভার অর্পণ করলুম। এস ভট্টিকুলবধূ, স্বামীর হস্ত স্পর্শ কর। এই তোমার বিবাহ। মাঙ্গলিক সঙ্গে সঙ্গে শুনে রাখ, বধূ, যে ক্ষত্রিয়-নন্দিনি, যদি এ ভট্টি-রাণীকে আর কখন তুমি দেখতে চাও, তা হ'লে তোমার শ্বশুর-হন্তার মুণ্ড আমাকে উপহার প্রদান কর।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নগর-প্রান্ত।

জগমল ও দেবীদাস

জগ। আমাদের রাজা তোমাকে দেখে না, বাবাহাদুর রাজা তোমাকে ছুঁইবে না। মূলরাজ যখন তোমার নিষ্ঠা টের পেয়েছে, তখন দেবী-মন্দিরে আর তুমি ঢুকতে পারবে না। তা হ'লে এখানে আর মিছে পা ব্যস্ত কেন, বনে চল।

দেবী। বনে যাবার জন্য ত পা বাড়িয়ে রেখেছি। খাবার উপায় থাকলে এখনি চ'লে যেতুম।

জগ। কেন মহারাজ, পায়ে শৃঙ্খল বেঁধেছে না কি?

দেবী। বিষম! এ শিকল যে কি ক'রে ছিঁড়ব, বুঝতে পারছি না।

জগ। বল কি প্রভু!

দেবী। এই ত বললুম জগমল। বারাহা-রাজের মনীষা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। আমি বুঝতে পারছি না, কি ক'রে দেবরায়কে তার পিতৃ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করব।

জগ। এ যে হেঁয়ালির কথা কইছ প্রভু! মূলরাজ ত তোমাকে মুক্তি দিয়েছে।

দেবী। সেই মুক্তিই আমার অদৃষ্টে চরণে দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে পরিণত হয়েছে। মূলরাজ রাণী কমলাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে ফিরে এলো। রাণী অপবিত্র পল্লীতে অবস্থান করছেন ব'লে সেখানে প্রবেশ করলে না। সেই অপবিত্র পল্লীর সঙ্গে আমার সংস্রব আছে ব'লে আমাকে পরিত্যাগ করলে। আমি যে তার সঙ্গে যুদ্ধ করব, সে উপায়ও রাখলে না। পাকে-প্রকারে আমাকে নিরস্ত্র করলে, আর রাজাকেও সহায়হীন করলে।

জগ। তা তুমি না থাকলে রাজা সহায়হীন হ'ল বই কি!

দেবী। শুধু আমি? এক মুহূর্তে দেবরায়ের দশ সহস্র বীর-সেনা নিরস্ত্র অকর্মণ্য হয়ে গেল।

জগ। বল কি গুরু মহারাজ! দশ হাজার বীর-সেনা?

দেবী। আমাদের রাজা এই এক রাত্রির মধ্যে কি করেছে দেখবে জগমল?

জগ। তুমি বললেই দেখা হ'ল।

দেবী। না, দেখতে হবে। দেখে রাজাকে রক্ষা করতে হবে। দশ হাজার চর্মকার রাজাকে রক্ষা করতে কোমর বেঁধেছে—কিন্তু মূলরাজের কৌশলে এই মাত্র তোমাকে বললুম জগমল—একেবারে অকর্মণ্য।

জগ। রাজার তারা কোন উপকার করতে পারবে না?

দেবী। তাদের উপকার করবার উপায় নেই। কেন নেই—এখনি—বুদ্ধিমান্ তুমি—বুঝতে পারবে।

(দেবরায় ও রুইদাসের প্রবেশ)

দেব। বারাহার রাজাকে যুদ্ধে আহ্বান করতে পারি?

রুই। খুব পারবি রাজা। এখনি যা, তোকে সিংহাসনে বসিয়ে তবে আমরা হাঁড়িয়া খেয়ে মাদল দেব।

দেব। তোদের কাজ হাসিল হয়েছে?

রুই। বারাহাদের নেমন্তন্ন ক'রে ফিরতে না ফিরতে যেটুকু বাকী, সব শেষ হয়ে যাবে।

দেব। শীঘ্র যাও—শেষ কর।

[রুইদাসের প্রস্থান।

কে তোমরা?

দেবী। রাজা!

দেব। ঠাকুর মহারাজ তুমি? আবার তুমি ফিরে এলে কেন?

দেবী। বারাহারাজ আমাকে বন্দী করলেন না।

দেব। বৃদ্ধ ব'লে দয়া ক'রে ছেড়ে দিলে?

দেবী। না—ঘৃণা ক'রে।

দেব। তুমি ঠাকুর, তোমাকে ঘৃণা?

দেবী। ক্ষত্রিয়ের কাছে আমি ঠাকুর। কিন্তু বারাহশক্তির কাছে আমি কুকুর হ'তেও ঘৃণ্য। খুব অপবিত্র হবে ব'লে তিনি আমাকে বন্দী করলেন না। অঙ্গ অপবিত্র হবে ব'লে হত্যা করলেন না। তাঁর সঙ্গে যে যুদ্ধ করব, তারও উপায় নেই। রাজা বলেছেন যে, যদি অস্ত্র কারও সঙ্গে যুদ্ধকালে আমি উপস্থিত হই, তা হ'লে তাঁদের [illegible] তিনি অস্ত্র ত্যাগ করবেন।

দেব। এত অপবিত্র তুমি কিসে হ'লে ঠাকুর মহারাজ?

দেবী। কিসে যে হলুম, তাই জানতে আমি ক্ষত্রিয়ের কাছে আবেদন করতে এসেছি। রাজা, আমি [illegible]। [illegible] ক্ষত্রি—ক্ষত্রিয়ের [illegible]। রাজার জীবনরক্ষার ভার [illegible] করবার অবকাশ থাকে না। মহারাজ! তুমি যখন [illegible], যখন তোমাকে রক্ষা করবার কোনও উপায় দেখতে পাইনি ব'লে আমি তোমার [illegible] চর্মকার-পুত্রে স্থান দিয়েছিলুম।

দেব। বুঝতে পেরেছি।

দেব। ঠিক—ঠিক—ঠিক! তোমাকে দেখেছি,—পেয়েছি। নেশার চোখে দেখেছি, কেমন ক'রে পেয়েছি, জানি না। এখন দেখে নেশা আসছে—সঙ্কল্প স'রে যাচ্ছে—মূর্খ আমি, তোমার সঙ্গে আলাপ করবার কথা পাচ্ছি না। ঠিক—ঠিক—ঠিক! রাণী। আমি রাজা—কাজেই তুমি রাণী।

কেতু। শুধু রাণী নই। আমার রাজা যখন নিজেই নিজের অধীশ্বর, তখন আমি রাণী, গৃহিণী, সচিব, সখী, শিষ্যা, দাসী। রাজার সমস্ত রাজকোষের ভাণ্ডারী আমি। এখন বল রাজা, কি সঙ্কল্প করেছ। শুনে আমি আবার আমার পথে চ'লে যাই।

দেব। যাবে?

কেতু। যাব না? বল কি রাজা! আমার শ্বশ্রূদেবীর কাছে তোমার সঙ্গে সমান অংশে কার্য্যের ভার পেয়েছি। আমি যাব না?

দেব। তোমাকে দেখে আমার বড় আহ্লাদ হচ্ছে।

কেতু। আর তোমাকে দেখে আমার বড় দুঃখ হ'চ্ছে। তুমি সঙ্কল্প ভুলে যাচ্ছ। তুচ্ছ রমণীকে দেখে ভট্টি কখন আত্মহারা হয় না। ভট্টির দেবতা, বংশের ধাতা, যদুকুলপতি বহু রমণীর বেষ্টনমধ্যেও কখন আত্মহারা হন নি। কি সঙ্কল্প করেছ, বল।

দেব। বারাহারাজের মুণ্ড নেবার যা আয়োজন করেছিলুম, তা এক সাধুর এক কথায় পণ্ড হয়ে গেছে।

কেতু। কি আয়োজন করেছিলে?

দেব। ওঃ! সে কি আয়োজন! পণ্ড না হ'লে রাণী, এতদিন আমি বারাহারাজের মুণ্ডপাত করতে পারতুম। কিন্তু তা হ'ল না। বিধাতার ইচ্ছায় হ'ল না—বিধাতার ইচ্ছায় আমি ভট্টি। সেই জন্য এক জনের এক কথায় আমার দশ হাজার সৈন্যের হাত বন্ধ হয়ে গেল। এখন আমি একা। সৈন্য গেছে, আত্মরক্ষার আয়োজন পণ্ড হয়েছে—মাটীর ভিতর ঢাকা আমার বাপের ঐশ্বর্য্য একবার জল্ জল্ ক'রে আমার পানে চেয়ে আবার মাটীতে মুখ লুকিয়েছে। তাই আমি নিজেই নিজের দূত হয়ে রাজাকে আহ্বান করতে চলেছি।

কেতু। রাজার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করবে?

দেব। তা ছাড়া আর উপায় কি আছে? রাজার কাছে পাঠাতে পারি, এমন লোক কেউ নেই।

কেতু। তা ব'লে তুমি রাজার কাছে যাবে কেন?

দেব। কে যাবে?

কেতু। এই ত আমি এসেছি।

দেব। তুমি যাবে?

কেতু। নিশ্চয় যাব। মুখপানে আবার কি দেখছ? ভয় হচ্ছে, আমি পারবো না? মনে রেখ, আমি ভট্টিকুলেশ্বরী।

দেব। ঠিক বলেছ রাণী—তুমিই ভট্টিকুলেশ্বরী—ভট্টিকুলের মর্য্যাদা এখন তোমারই হাতে। তুমিই ভট্টিরাজের প্রতিনিধি হয়ে দাম্ভিক বারাহারাজের সহিত সাক্ষাৎ কর।

(কুইলাদের প্রবেশ)

কুই। কেমন ঠেকে, দেখবি রাজা?

দেব। না ভাই, এখন দেখব না। এই তোমাদের রাণী। যদি ভগবান্ দিন দেন ত একেবারে রাণীকে সঙ্গে ক'রে গিয়ে দেখবো।

[প্রস্থান।

কুই। এই রাণী! বাঃ! বাঃ! আয় রাণী—আয় আয় চামার-চামারণী! তোদের রাণীকে এগিয়ে নিবি আয়।

(চামার-চামারণীগণের প্রবেশ)

(গীত)

দেশের দুখ কেবলই মুছে
চোখে দিয়ে পানি।
আঙিনাতে চেয়ে দেখ
মোদের ঘরে রাণী।
আলো করে চাঁদের আলো,
মরা গাঙে বান।
চামড়া-ভরা ঠুঁটো ঘরে
কোথায় দেব স্থান।
গতর-ভরা কাজ দেব,
উদর ভোজের আশা।
মুখে দুটি মিষ্টি কথা,
বুকে ভালবাসা।

নিভিচাষের আসন আছে,
আয় রে ছুটে আনি।
মোদের ঘরের কাঙালিনী,
সকল দেশের রাণী॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

নগরের উপকণ্ঠ।

মৃগরাজ।

মৃগ। যাক, এইখান থেকেই ফিরি। আর অগ্রসর হ'তে কি জানি কেন প্রাণ চাচ্ছে না। কন্যা কোথায় আশ্রয় নিয়েছে, বুঝতে পেরেছি। আমার কন্যা বংশমর্য্যাদা নষ্ট করবে না বিশ্বাসে তার সন্ধানে এসেছিলুম। মর্য্যাদা অটুট রেখেছে যখন জানলুম, তখন আর অনুসরণের প্রয়োজন কি? অবস্থার পরিবর্ত্তনে আজ আমাকে আমার সৌভাগ্যের সঙ্গেও লড়াই করতে হচ্ছে। যাক, ক্লান্ত বাহুলিকা এ বেলার মৃত্যুর আবাহন। জীবন মরণ পরস্পরে সন্ধি করেছে। আর না—আমি সর্ব্বস্বান্ত। বেতু! বেতু! ফিরে আয়। ভুল করেছি—মর্ম্মে ব্যথা দিয়েছি—তবে আমি বৃদ্ধ—সর্ব্বস্বান্ত অতি বৃদ্ধ। এ কি! বেতু? না না! এ—রেবা। অভিনিক্ত-বসনধারী বাহুবল-লাঞ্ছিত কি শেষকালে ছুঁচুটো কন্যার আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হবে!

(অন্তরালে গমন)

(রেবার প্রবেশ)

(গীত।)

আমি আঁধারে আপনা করিনু অন্ধ
সে আঁধার হ'ল আলো,
দিনের আলোক উঠিল ফুটিয়া
আজি এ রজনী বেলা।
দুখ ছিল যত সুখে গেল মিশি
সুধার উৎস বহে দশদিশি,
হৃদয়ে ফুটিল হৃদয়-বেদনা
ঘুচিল পথের জ্বালা—
পথের মাঝারে অজানা স্বজনে
পরিনু গলায় মালা॥
পবনে সুষমা আসিছে ভাসিয়া
অপূর্ব্ব আলোক উঠিছে জ্বলিয়া,
সঙ্গীত স্বরে রসনা বাঁধিয়া
এ যে গো নূতন খেলা।

রেবা। তাই ত! এত বড় একটা সম্বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু যার সঙ্গে সম্বন্ধ, তার সঙ্গে তো আর দেখা হ'ল না। দেখার বড় ইচ্ছা জেগে উঠেছে। পরিচয় করবার সাধ হয়েছে। সে চিরমুক্ত ব্রহ্মচারী। কিন্তু বিধাতা সংগোপনে তার পশ্চাতে যে পাহাড়ের ভার বেঁধে দিয়েছে, তা সে জানে না। ব্রহ্মচারী নিজের আশ্রমে অটল আসনে ব'সে আছে। সুতরাং তার বন্ধাবস্থা সে এখনও বুঝতে পারছে না। একবার আসন ছেড়ে উঠলে, একবার দু'পা ইচ্ছামত চলতে চেষ্টা করলেই এ বাঁধাটার মহাত্ম্য সে বুঝতে পারবে।

(সুজনের প্রবেশ)

বা বা! এ কি! আবার এ কি ভাগ্য! স্মরণ মাত্রেই! সখী-শিরোমণি, আমাকে যে রত্ন হাতে তুলে দিয়েছ, সে রত্ন যে আমি অন্যমনস্কে আঁচলে বেঁধেছি। এদিক ওদিক খুঁজতে যাব কেন? আঁচলটি নড়লেই যে তাকে হাতে পাব। ব্রহ্মচারী! প্রণাম।

সুজন। কে তুমি?

রেবা। নিকটে এস—ওখান থেকে কে আমি বললে কি বুঝবে? দেখ দেখি, চিনতে পার কি না। চিনতে পারছ না?

সুজন। তাই ত! অভ্যন্তরস্থ সমস্ত শক্তি এক মুহূর্ত্তে কেমন ক'রে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

রেবা। চিনতে পারছ না?

সুজন। সমস্ত বাক্‌শক্তি কই? হৃদয়ের কোন্ গুহায় লুকলো?

রেবা। ও! আমার ভুল হয়েছে। তুমি ব্রহ্মচারী। বোধ হয়, তুমি আমার মুখ দেখনি।

সুজন। দেখেছি।

রেবা। তাই বল! তবে অমন ক'রে জুজুর মত মুখ বুজে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? এই নির্জ্জন দেশ, তার উপর এই অন্ধকার। আমি বালিকা, বিষম চুপে আমার প্রাণে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছ যে। (হস্তধারণ) দেখ দেখি, আরও কাছে এসে দেখ। তবে 'দেখেছি' বলছ, কি সত্য বলছ, বুঝতে

পারছি না। এইবারে বল, দেখেছ কি না। আবার চুপ করলে কেন?

সুজন। এই হাত আমার মণিবন্ধ বেষ্টন করেছিল। এই শিরীষ-কুসুম-কোমল হস্ত আমি সবলে আকর্ষণ করেছিলুম।

রেবা। বস্ (হস্তত্যাগ) তা হ'লে বুঝতে পেরেছি, তুমি আমাকে চিনেছ। এইবারে কোথায় যাচ্ছ, তুমি যেতে পার।

সুজন। কোথায় যাব?

রেবা। কোথায় যাচ্ছিলে?

সুজন। বল্‌লে ত তুমি বুঝবে না।

রেবা। খুব বুঝবো।

সুজন। আমার রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

রেবা। কেন?

সুজন। তাঁর নিকট হ'তে বিদায় গ্রহণ করতে।

রেবা। অস্ত্র ধরতে জান না ব'লে? মুখের দিকে চাচ্ছ কি?

সুজন। তুমি কি অন্তর্য্যামিনী?

রেবা। বিদায় গ্রহণ ক'রে কোথায় যাবে?

সুজন। কোথায় যাব বল।

রেবা। দেবীমন্দিরে ফিরে যাও।

সুজন। সেখানে আর আমি প্রবেশের অধিকারী নই।

রেবা। বল কি?

সুজন। সে দেব-বাঞ্ছিত আশ্রম থেকে এক মুহূর্ত্তে আমি অনেক দূরে চ'লে এসেছি।

রেবা। না, না—তুমি ফিরে যাও ব্রহ্মচারী।

সুজন। রাজকুমারী!

রেবা। রেবা বল।

সুজন। বলব?

রেবা। ভাল না লাগে বল না।

সুজন। রেবা, অনেক দূরে চলে এসেছি—এতদূর যে, আমার আশৈশব অধিষ্ঠিত ঋষিকুটীর আর আমি দেখতে পাচ্ছি না। সেখানকার তরুগাত্রে প্রতিফলিত সংযম-মন্ত্রের অক্ষর আর আমি পড়তে পারছি না।

রেবা। আসতে কত দিন লাগল?

সুজন। এক মুহূর্ত্তে। এই নির্জ্জন অন্ধকার প্রান্তরে আমি পরিত্যক্ত। প্রাতঃকালে যখন তুমি হাত ধরেছিলে, তখন আমার চিত্তবিকার হয় নি। সারাদিন একমুহূর্ত্তের জন্য তুমি আমার মনে উদিত হও নি। রেবা! আজন্ম সত্যাশ্রয় ক'রে আছি, তোমাকে মিথ্যা কথা বলি নি।

রেবা। তা হ'লে তুমি আস নি। আমিই তোমাকে হাতে ধ'রে এক প্রচণ্ড টানে দূরে নিক্ষেপ করেছি। তাই ত! তা হ'লে ত তোমার বড়ই অনিষ্ট করলুম ব্রহ্মচারী!

সুজন। আর আমায় ব্রহ্মচারী ব'ল না।

রেবা। বার বার বলব; আমার জন্য যে তোমার ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হবে, আমি সে কলঙ্ক মাথায় বহন করতে পারব না। তুমি সত্যাশ্রয়ী—তোমার সঙ্গে আমার রহস্য করা উচিত হয় না। তা হ'লে শোন, আমরা উভয়েই উভয়ের অজ্ঞাতসারে ধর্ম্মবলে পতি-পত্নীর ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি।

সুজন। কি বল্‌লে রেবা?

রেবা। ব্যাকুল হয়ো না—এক মুহূর্ত্তের দৃষ্টির ছলনায় আত্মহারা হয়ো না। আমি প্রভাতে এক প্রয়োজনে তোমার হাত ধরেছিলুম। ঋষি-নন্দিনী হয়েও আমি তার ফল বুঝতে পারিনি। আমার পরমারাধ্যা এক সতী, আমার বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিয়ে দিয়েছেন। ব্রহ্মচারী, আমি তোমার সহধর্ম্মিণী।

সুজন। রেবা! আমার জীবন বন্ধু!

রেবা। যদি আমাদের সম্বন্ধের সত্য কিঞ্চিন্মাত্রও বুঝে থাক—তা হ'লে বন্ধু সংসার কি বস্তু, তা তুমি জান না। নবীন সন্ন্যাসী! চিরশান্তিময় আশ্রম পশ্চাতে রেখে সংসারের দ্বারে প্রথম পা দিয়েছ। তার ভিতরে কি আছে, এখনও তা জান না। প্রবেশদ্বারের তোরণ-সৌন্দর্য্যের পশ্চাতে আলোক আছে কি অন্ধকার আছে, তোমার চক্ষু এখনও তা নির্দ্দেশ করতে পারে নি।

সুজন। তুমি কি জান?

রেবা। অন্ততঃ তোমার চেয়ে জানি। আমি ঐশ্বর্য্যে পালিত হয়েছি, তাতে আকাঙ্ক্ষার অনেক লীলা দেখেছি, দেখেছি—তার তাদের তুলিকাস্পর্শে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সংসারচিত্র কত সমবর্ণে পরিবর্ত্তিত হয়ে যাচ্ছে, ব্রহ্মচারী, আমি তার সাক্ষিণী।

সুজন। রেবা!

রেবা। চুপ! কে আসছে?

(কৌশিক ও কেতুর প্রবেশ)

কে। তোমরা? তাই ত! তুমি? অসম্ভব—অসম্ভব! আমি কি ঠিক দেখছি?

সুরা। কই, সেই সময় থেকে এখনও পর্যন্ত যে বারাহা-লাঙ্গাইকে দেখেছি, তাকেই ধরেছি। কেউ এ গলার শিকল খুলতে পারলে না।

বিমলা। রাজাকে দেখিয়েছিস?

সুরা। লাঙ্গাইরাজা পারলে না। বারকতক খোলবার চেষ্টা ক'রে বললে, সুরা! বারাহা লাঙ্গাইয়ের চরণের নিগড় তোর গলায় উঠেছে। তোমাদের ভবিষ্যৎ রাজা খুলে দেওয়া দূরে থাক, বার কতক টানাটানি ক'রে আমাকে রহস্য করলে।

বিমলা। তাই ত সুরা, আমার স্বামী যে অতি বৃদ্ধ।

সুরা। মা! পররাজ্যলোলুপ শত্রু ত বৃদ্ধ ব'লে রাজাকে দয়া করবে না। বৃদ্ধ রাজা পাছে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হন, দারুণ শোকের উপর আমাকে মুক্ত করতে অপারগ হয়ে মনঃক্ষোভে পাছে মারা পড়েন, এই ভয়ে তাঁকে দেখাইনি।

বিমলা। কি আর বলব মা, আশীর্ব্বাদ করি, এই শৃঙ্খলই তোর বহুমঙ্গলের কারণ হ'ক। অপেক্ষা কর, প্রাতঃকালে সমস্ত সামন্ত সর্দ্দার দরবারে সমবেত হবে। কাল—কাল—কাল আমাদের সকলের ভাগ্যের মীমাংসা হবে। মা! জাতিকে লজ্জার হাত থেকে নিস্তার করতে কিছুক্ষণ গোপনে অবস্থান কর। আর—আর দেখাসনি, দেখাসনি—পুত্র-শোকাগ্নি প্রচণ্ড শিখায় চোখে এসে উপস্থিত হচ্ছে, চ'লে যা মা, চ'লে যা।

[বিমলা ও সুরার প্রস্থান।

(মুলরাজের প্রবেশ)

মুল। তীক্ষ্ণদৃষ্টি ঢেকেছি মরণে,
আবদ্ধ করেছি শ্বাস মৃত্যুর প্রাচীরে,
প্রাণ-বহ্নি নির্ব্বাপিত তুষার-শীতল—
তবু কেন হতভাগ্য! হাসি খল খল?
চলে যা চলে যা প্রেত,
ফিরে যা ফিরে যা যমপথে।
(উঠিয়া) তাই ত, এ কার সঙ্গে কথা কইলুম? সত্য না স্বপ্ন? স্বপ্ন না সত্য?

(বিমলার প্রবেশ)

বিমলা। এই যে, এই যে! কখন এলেন মহারাজ? আমি হাঁ ক'রে পথপানে চেয়ে ব'সে আছি। আপনি কোন্ দিক দিয়ে এলেন?

মুল। দিক নির্ণয় করতে পারিনি রাণি, তবে আমি এসেছি। এসে তোমার প্রতীক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছি রাণি! আমি দেহে, বাসনায়, মানসে—ত্রিবিধ শরীরে ক্লান্ত হয়েছি।

বিমলা। আপনি যে কার সঙ্গে কথা কইছিলেন?

মুল। কইছিলুম—কিন্তু কার সঙ্গে কইছিলুম? হুঁ—নিজের সঙ্গে কইছিলুম। রাণি! এ পৃথিবীতে আমার অবস্থার যোগ্য ব্যক্তি এক আমি আছি। কথা কইতে, পরামর্শ গ্রহণ করতে, তীব্র তিরস্কারে জর্জ্জরিত করতে আমার সমকক্ষ একমাত্র আমি। সেই আমাকে একটু তিরস্কার করছিলুম।

বিমলা। মহারাজ!

মুল। ভয় পেও না রাণি, অভয়কে আরক্তিম চক্ষে বিভীষিকা দেখাও, ভয়ে অভিভূত হবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, বলব—বলব—প্রতিশ্রুত হচ্ছি, সময়ান্তরে বলব।

বিমলা। কেতুকে পেলেন না?

মুল। পেলুম—ছুঁলুম না।

বিমলা। ভয় পেতে নিষেধ করছেন। তবে ভয় দেখাচ্ছেন কেন মহারাজ? কি হয়েছে, স্পষ্ট ক'রে বলুন।

মুল। সে সেই নেশাখোরকে আশ্রয় করেছে।

বিমলা। দোহাই মহারাজ, দোহাই মহারাজ—ও কথা বলবেন না।

মুল। শুধু কি তাই রাণি! সে নেশাখোর চর্ম্মকারের অন্নভোক্তা।

বিমলা। তাকে পেয়ে জীবিত রেখে এলেন?

মুল। অপবিত্র হবার ভয়ে তার অঙ্গে অস্ত্র স্পর্শ করাতে পারিনি।

বিমলা। তা হ'লে আমি তার মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করাই?

মুল। পার, এখনি কর। আমি পারলুম না।

বিমলা। বুঝতে পেরেছি—মমতায় আপনার হাত কেঁপে গেছে। আপনি শীঘ্র বলুন, সে হতভাগিনী কোথায় আছে!

মুল। অপেক্ষা কর, সে নিজেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে।

বিমলা। না—না—কিছুতেই তা করতে দেব না। তার পূর্ব্বেই তাকে মেরে ফেলবো। যার জন্য বংশমর্য্যাদা ডুবে যায়, আমি সে মেয়ের মুখদর্শন

করব না। শুধু শত্রুতে ছেলে মেরেছে। আমি নিজে মেয়েকে হত্যা ক'রে বংশের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলব।

(সুরজমলের প্রবেশ)

নৃপ। দেওয়ান, সংবাদ কি?

সুরজ। মহারাণী এখানে থাকতে বলতে পারব না, রাজনীতির কথা।

নৃপ। রাণি! ক্ষণেক বিশ্রাম কর।

বিমলা। শুনতে পাব না?

সুরজ। আমার কাছে পাবেন না।

[বিমলার প্রস্থান।

নৃপ। এসেছে?

সুরজ। এসেছে।

নৃপ। একাকিনী? না সঙ্গে লোক আছে?

সুরজ। লোক আছে।

নৃপ। চারণ?

সুরজ। না মহারাজ, ব্রহ্মচারী। দেবীদাসের শিষ্য।

নৃপ। ধূর্ত ধূর্ত! নিরীহ ব্রহ্মচারীকে তাই কন্যার সঙ্গে পাঠিয়েছে। ব্রহ্মচারী জানে না, কেতুর সঙ্গে আমার পরিণাম কি।

সুরজ। জানে।

নৃপ। জানে?

সুরজ। জানে এবং আমিও তাকে বুঝিয়ে বলেছি।

নৃপ। তার এত সাহস?

সুরজ। মহারাজ! তা হ'লে এইবারে আপনাকে বলব। আমি তার নিকট থেকে অনুমতি পেয়েছি। সেই যুবক ব্রহ্মচারীই আপনার পুত্রহন্তাকে অস্ত্র দিয়েছিল।

নৃপ। বেশ, তাকে নিয়ে এস।

[সুরজের প্রস্থান।

এক দিকে বীরত্বের আকর্ষণ, অন্যদিকে জাতিদ্রোহের প্রলোভন। তাই ত, অনুরাগ, রাঠোর দেহ নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, তা তো জানতুম না। হায়! কেন তা হ'লে তার কমনীয় ফুল শরীর কাপুরুষের অস্ত্রাঘাতে বিদ্ধ করেছিলুম। তার ফলে আজ বিশ বৎসর পরে নবস্ফুরিত শক্তির উত্তেজনায় তার দেহের প্রতি নিঃশ্বাস আমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতে আসছে। এক ক্ষুদ্র বালক মুষ্টিতে সে আবার আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রতিদ্বন্দ্বী কেন—আমাকে তাড়িয়েছে। এইবারের শেষ যুদ্ধ—রাঠোর অথবা ভট্টি! এ আমার স্বহস্ত-প্রতিষ্ঠিত মুলতানে, আমার সর্ব-মমতার এই একমাত্র আবাস-মন্দিরে কে প্রবেশ ক'রে আধিপত্য করবে? রাঠোর অথবা ভট্টি—তাই ত! এ দুয়ের মাঝখানে কি কেউ নাই?

(সুরজ ও সুজনের প্রবেশ)

সুজন। আছে মহারাজ। শুধু সন্দিগ্ধ হয়ে আপনি তা দেখতে পাচ্ছেন না। মহারাজ! আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

নৃপ। তুমি?

সুজন। জনোটেশ্বর আপনার কাছে দূত পাঠিয়েছেন। আমি সেই দূতের সঙ্গে এসেছি।

নৃপ। জনোটেশ্বর! জনোট ত চূর্ণ!

সুজন। সর্বনাশ চিরকাল থাকে না মহারাজ! জনোট ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

নৃপ। তোমার পরিচয়?

সুজন। ভট্টি।

নৃপ। ভট্টি হয়ে তুমি রাজনীতি জান না?

সুজন। কিছু না।

নৃপ। তা হ'লে জনোটেশ্বর তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে।

সুজন। কেন মহারাজ?

নৃপ। দূত অবধ্য। কিন্তু দূতের সহচর অবধ্য নয়।

সুজন। আমি সেজন্য এসেছি। মৃত্যু সম্ভব জেনেও এসেছি। আমি আপনার পুত্র-হত্যার কারণ। আপনার পুত্রঘাতকে আমি অস্ত্র দিয়েছি।

নৃপ। তা হ'লে অনুতপ্ত হয়ে এসেছ?

সুজন। কিছু না। তাদের রাজপুত্রদের বধের জন্য অস্ত্র দিই নি। কতকগুলো পশু এক জন অস্ত্রহীন নিরীহকে আক্রমণ করেছিল দেখে, তার আত্মরক্ষার সাহায্য করেছি। আমার অস্ত্রশিক্ষা থাকলে আমিই তাদের হত্যার চেষ্টা করতুম।

নৃপ। তা হ'লে বলতে চাও, তুমি অপরাধী নও?

সুজন। আমি বলব কেন—আপনিই বলুন।

নৃপ। তুমি রাজদ্রোহী।

সুজন। ভট্টি, রাঠোরের প্রজা নয়।

মূল। প্রজা না হও, বারাহার অন্নভোক্তা।

সুজন। বারাহার একটা তণ্ডুলকণাও আমি মুখে তুলি নি।

মূল। তুমি মিথ্যাবাদী।

সুজন। অস্ত্র ধরতে জানলে আমি এর যথাযোগ্য উত্তর দিতুম।

মূল। তুমি মিথ্যাবাদী নও?

সুজন। জ্ঞানতঃ এ বয়স পর্য্যন্ত আমি মিথ্যা কথা কই নি মহারাজ!

মূল। আজ কয়েছ?

সুজন। কই—

মূল। তুমি কি স্বেচ্ছায় এসেছ? আমার মুখের পানে চাইছ কেন? অন্তরকে জিজ্ঞাসা কর।

সুজন। মহারাজ শাস্তি দিন। আমি সত্য গোপন করেছি। আমি নিজের ইচ্ছায় চালিত হয়ে আসি নি।

মূল। এখনও সত্য গোপন করছ।

সুজন। আমি এক রমণীর প্রেরণায় এসেছি।

মূল। এখনও গোপন করছ।

সুজন। সে রমণী নিজমুখে বলেছে, সে আমার সহধর্ম্মিণী।

মূল। আর তুমি? তুমি কিছু বল নি? অমনি অমান তাকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছ?

সুজন। মহারাজ! আমি মিথ্যাবাদী।

মূল। তা হ'লে তুমি আর স্বাধীন ব্রহ্মচারী নও?

সুজন। ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়েছে।

মূল। বুঝতে পেরেছ, শৈলশিখরের উচ্চতা থেকে এক মুহূর্ত্তে কত দূর নেমে গেছ?

সুজন। মাটিতে প'ড়ে গেছি মহারাজ!

মূল। আরও গোপন করেছ? শুধু কি তুমি ভট্টি? আর তুমি কি কোনও পরিচয় পাওনি?

সুজন। মহারাজ! আমি ভূগর্ভে প্রোথিত হয়ে গেছি।

মূল। যদি শুধু গুরুর প্রসাদান্নভোজী জেনে নিশ্চিন্ত থাকতে, তা হ'লে ব্রহ্মচারী, তুমি তোমার গুরুর মত বারাহাও নও—ভট্টিও নও। তুমি জাতির অতীত—চিরস্বাধীন। কিন্তু তুমি পিতৃ-পরিচয়-প্রার্থী—ভিখারী। রাজোয়ারার শ্রেষ্ঠবংশীয় পুত্র যদি তোমার পিতা আমার অন্নভোক্তা হয়?

সুজন। মহারাজ, তা হ'লে আমি বারাহা—বিদ্রোহী বারাহা। মহারাজ! পিতৃপরিচয়ের ভিখারী আমি, গুরুর কাছে পরিচয় পাইনি। তিনি আমাকে পরিচয় খুঁজে নিতে আদেশ করেছেন। বলুন মহারাজ, আমার পিতা কে। দেখতে অনুমতি দেন, দেখবো। না দেন, শুধু শুনিয়ে দিন। শুনিয়ে আমাকে যে শাস্তি ইচ্ছা প্রদান করুন।

মূল। বেশ, তা হ'লে তোমার সহধর্ম্মিণীকে নিয়ে এস। তুমি বারাহা নও—ভট্টি; অকৃতজ্ঞতার নিদর্শন তোমাতে দেখলে তোমাকে বারাহা বাক্যও উচ্চারণ করতে দিতুম না। যাও! সত্বর যাও! কিন্তু যেতে যেতে শুন, যদি তাকে আনতে না পার, তা হ'লে বন্দীরূপে আমার কাছে ফিরে আসবে। দেওয়ান! দূত কই?

[সুজনের প্রস্থান।

সুরজ। আর দেওয়ানকে কেন মহারাজ! আপনি স্বয়ং দূতের অনুসন্ধান করুন। একবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ক'রে আপনার কার্য্যে বাধা দিয়েছি। দিয়ে আমি অনুতপ্ত। বুদ্ধির অভিমান নিয়ে আপনার মন্ত্রিত্ব করবার ধৃষ্টতা আর আমার নাই।

মূল। বেশ, তুমি দেবীদাসের সন্ধান কর।

চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ।

বিমলা।

বিমলা। পুত্র গেছে, কন্যা—সেও বুঝি গেছে

অযোগ্যে আশ্রয় যদি দত্ত

অধিক সে মরণ হইতে।

যে তরু আশ্রয় ক'রে পল্লবিনী আমি

এখনো তা আছে।

যাক ফল, যাক পুষ্প,

পুণ্যময় আশ্রয়-পাদপ

যদ্যপি জীবিত রয়,

সার্থক হবে জীবিত আমার।

(মূলরাজের প্রবেশ)

কি বলিতে প্রতিশ্রুতি,

শীঘ্র মোরে বল মহারাজ।

মৃগ। শুন রাণি, পুত্রশোকে, কন্যা অদর্শনে,
প্রতিহিংসা পরিমাণ উপায় চিন্তনে
রুদ্ধ কক্ষে অনিদ্রায়
ভ্রমিতেছিলাম নরেশ্বরি!
কর্ত্তব্য করিয়া স্থির,
শ্রান্ত ক্লান্ত শোকার্ত্ত অধীর
বিশ্রাম লইতে যেমি,
যেই আমি শয্যাপরে করেছি শয়ন,
অমনি কি ভীষণ দর্শন—
যেমন সম্মুখে তুমি—
জীবিতের পূর্ণ সাক্ষিরূপা—
এইমত—ঠিক এইমত
দেখি! ভীষণ কবন্ধ এক
শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াল।
বিমলা। বল কি, বল কি মহারাজ!
মৃগ। স্কন্ধোপরি শূন্য মুণ্ড হাসে খলখল,
শূন্য দন্ত বিকাশে বিকল,
শূন্য চক্ষু স্ফুলিঙ্গ বর্ষিল।
বলে, "এ কবন্ধে কভু
কোথা কি দেখেছ মৃগরাজ?"
শিহরে, কম্প ধ'রে শুধাইনু তারে
"কে তুই, কে তুই প্রেত?"
শূন্যমুখে উঠিল উত্তর—
"প্রেত নহি বীরবর!
তোমার বাণে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া
এইমত ভেসেছে আকাশে।
স্মরহ স্মরণে—
জীবারণ্যে কৌতুকে খেলিতে
অন্ধকারে মুণ্ড অদর্শনে।
ভেবেছিলে
কেহ না বুঝিবে বীর বীরত্ব তোমার,
এ সংসার মুণ্ডচুরি মর্ম্ম না বুঝিবে,
তস্করায় আর না ফিরিবে।
অন্ধ আঁখি করি উন্মীলন
দেখ চেয়ে শূন্যস্থ এ রক্ত-বিস্ফুরণ।
কৌতুক দেখিতে ফিরে
বিংশ বর্ষ পরে
আবার এসেছি আমি তোমার সকাশে।
দাও মৃগরাজ,
নাহি সহে কালব্যাজ,
এ কবন্ধে মুণ্ড তার দাও ফিরাইয়া!"

বিমলা। স্থির হ'ন—স্থির হ'ন মহারাজ!
মৃগ। আবার সে খলখল হাস,
আবার সে দন্তপাতি ভীষণ বিকাশ।
বলিল ভীষণ স্বরে—
শতধা হৃদয়গ্রন্থি-বিচ্ছিন্নকারিণী
গৃহমধ্যে তুলে প্রতিধ্বনি,
বলিল ভীষণ স্বরে—
"চেয়ে দেখ শ্যালক-প্রধান
শ্বশুরের অপহৃত মুণ্ড ফিরে ল'তে
হাতে থালা পুত্রবধূ আসিছে আমার।"
চেয়ে দেখি,—যথার্থই রাণী—
ঠিক যেন—ঠিক যেন—
বিমলা। বলিবার নাহি প্রয়োজন—
বিশ্রাম—বিশ্রাম লহ রাজা।
মৃগ। এই ত বিশ্রাম—
চেয়ে দেখি হাতে লয়ে থালা—
যথার্থ দেখেছি—
নিশ্চয় উন্মুক্ত ছিল আঁখির পলক—
ছিল বহু দূরে,
সন্নিকটে এলো ধীরে ধীরে—
হাতে তার থালা—
বিমলা। সে প্রেতের পুত্রবধূ!
মৃগ। পুত্রবধূ—কিন্তু ঠিক যেন—
যেন কেন? স্থির দেখিয়াছি—রাণি!
সে তোমার একমাত্র প্রিয় কন্যা কেতু।
বিমলা। স্বপ্ন—মোহ—মিথ্যা—মায়া—
শোকদগ্ধ আত্মার দুঃস্বপ্ন স্মৃতি।
মহারাজ! মহারাজ!—
মৃগ। কি দেখিছ রাণি?
বিমলা। নহে কিছু—
সংক্রামক স্বপ্ন মোর
আচ্ছন্ন করিল মোর জ্ঞান!
এ নয় এ নয় মোর স্থান—
নিজ রাজ্যে চ'লে যা' প্রেতিনী।

(থালা হাতে কেতুর প্রবেশ)

কেতু। পিতা!
মৃগ। আঙ্গুর অগ্রে আসবে
মায়া যদি তার অভিধান—
যা বাহী, অনন্ত ধূম সাথে লয়ে

এই দণ্ডে যমরাজ্যে কর্ লো প্রয়াণ।
কোথা হ'তে এলি কেতু, হাতে কেন থালা?

বিমলা। বারাহাপতির
উচ্চ বংশ-গর্ব্ব যত
রসাতলে করি নিমজ্জন
সারা দিবানিশি কোথা ছিলি সর্ব্বনাশী।
মৃতা তোরে করেছিনু স্থির
তবে কেন জীবিতার মত
রাত্রিশেষে গৃহমধ্যে পশিলি প্রেতিনী?

কেতু। ক্ষত্রিয়-রমণী তুমি—
এ বিশ্বাস আছে মোর সতী—
প্রেতিনী তোমার গর্ভে না লয় আশ্রয়।
ছাড় ভয়,
শ্রেষ্ঠ-কুল-জাত বীরে সঁপিলে হৃদয়,
কুলগর্ব্ব রমণীর উঠে উচ্চ অনন্ত আকাশে,
কভু না প্রবেশে রসাতলে।
যে গর্ব্ব আমার,
সে গর্ব্বে জাতির অধিকার।
কোথা হ'তে আসি, কেন আসি,
এ অপূর্ব্ব ধাতুপাত্র কেন মোর করে,—
এখনি বলিব নররাজ,
শুনাইব মম নিবেদন,
যথার্থ উত্তর তার কর অঙ্গীকার।

মূল। কর প্রশ্ন, যদি জানি,
উত্তর শুনিবে সত্য বাণী।

কেতু। কভু কি সতীরে কোন
অকাল-বৈধব্য তুমি করেছিলে দান?

মূল। করেছিনু দান।

কেতু। বধেছিলে ধর্ম্মযুদ্ধে স্বামীরে তাহার?

মূল। ধর্ম্মাধর্ম্ম অর্থহীন বচন-বিন্যাস,
যেখানে যে ভাবে তার উঠে প্রতিধ্বনি,
সেখানে সেরূপ মূল্য তার।
অন্ধকার অরণ্যের সহায় লইয়া
বহু সৈন্যে জাল বিরচিয়া
বধেছিনু রাত্রিযোগে এক নৃপতিরে
চিরশত্রু বারাহার!

কেতু। ভাগ্যবশে আমি পিতা পুত্রবধূ তাঁর।

বিমলা। চুপ কর্ অভাগিনী—
পুনরায় এ কথা বলিলে,
আমি নিজ হাতে
কঠোর শৃঙ্খলে তোরে করিব বন্দিনী।

মূল। না—না—মুক্তা তুমি।
চিরমুক্তা নন্দিনী আমার!
জীবিত থাকিতে আমি
বিধি তোরে না পারিবে করিতে বন্দিনী।
তার পর কি বক্তব্য শীঘ্র বল মোরে।
হয় রাত্রি অবসান—
বৃদ্ধকালে বংশনাশ—হয়েছি নিরাশ
অসমর্থ জীবন বহনে—
সূর্য্যোদয়ে এ রাজ্যের সামন্ত সম্মুখে
বারাহার সিংহাসনে
ভবিষ্যৎ অধিকার করিব বিধান।
বক্তব্য কি শীঘ্র বল মোরে।

কেতু। ভাগ্যবশে পণের বন্ধনে
ভ্রাতৃহত্যাকারী বীরে
করিয়াছি পতিত্বে বরণ।

মূল। বুঝিয়াছি—
অযোগ্য-আশ্রয় তুমি লহ নাই কেতু।

বিমলা। যদি সে পামর
গুপ্তভাবে পুত্রগণে বধ করে রাজা?

মূল। গুপ্তভাবে ছিল বীর ক্ষত্রিয় সংহার
আপনি বিধাতা নাহি পারে।
শোকার্ত্তের মরম লইয়া
বৃথা রঙ্গ ক'র নাকো রাণী।
তার পর?

কেতু। তার পর আপনার মহৎ সম্মুখে
যৌতুক ভিক্ষার লিপ্সা
দাঁড়ায়েছে ক্ষত্রিকুলবধূ!

মূল। ক্ষত্রিকুল যদুকুল—জানিলেই এ ভারতে
ভুবনপাবন নারায়ণ
ভূভার-হরণ অভিলাষে
যে পবিত্র কুলে
জনমেও করেছেন অঙ্গীকার,
সে কুলে আশ্রয় লভে
দুর্জ্জয় এ বারাহা জাতিরে
পবিত্রতা করেছ প্রদান।
পুত্র মোর যে মর্য্যাদা দিয়াছে ডুবায়ে
তুমি তারে করেছ উদ্ধার।
তার পর?

কেতু। তার পর—বলিতে হতেছে ভয়—

বিমলা। স্বামী মোর মহৎ হইতে মহত্তর,
নির্ভয়ে শুনাও ভাগ্যবতী।

কেতু। যতই বিকট মূল্য কিনেছি আশ্রয়।
বিমলা। মারাঠাপতির কন্যা
তুচ্ছ অন্য রমণীর মত
হীনপণে সে কেন যাইবে পতিকুলে।
ভীতা কেন—শীঘ্র বল,
হউক সে বিকট কঠোর
শীঘ্র বল, কি পণ চেয়েছে তব স্বামী।
কেতু। নহে স্বামী, শাশুড়ী আমার—
মুগ। রাজ্যপণ?
কেতু। নহে।
মুগ। সমস্ত সম্পদ মোর?
কেতু। নহে।
মুগ। মারাঠার স্বাধীনতা?
কেতু। নহে পিতা! সে মর্য্যাদাময়ী
জানে—কারে বলে স্বাধীনতা।
বিশ্ব-বিজয়ী ভীম মহেশ্বরা-ত্রাসে
কুটীরে আঁধারে নব জননী আমার
সর্ব্বস্ব রেখেছে লুকায়ে
জাতির সমুজ্জ্বল তীব্র স্বাধীনতা।
মুগ। জননী আমার!
জননী তোমার
পক্বকেশ এই মুণ্ড
যৌতুক কি করেছে প্রার্থনা?
কেতু। পিতা—পিতা! মহান্ মারাঠারাজ!
বজ্র কণ্ঠ দিতে গো উত্তর।
যন্ত্রণায় আমার যেন ক'র না রোদিনী।
স্নেহময়ী অশ্রু-পরিপূরিত ঈক্ষণে
অঙ্কোপরে নিয়েছে আমারে,
যৌতুক লইতে কর করেছে প্রসার।
বারংবার করেছে নিষেধ মোরে।
মধুর করুণাপূর্ণ স্বরে
বারংবার বলিয়াছে
ফিরিয়া আসিতে মোরে পিতার আশ্রয়ে।
ক্ষত্রিয়-নন্দিনী জানে
সতীত্বের পূর্ণ অভিমানে
ফিরি নাই আমি।
মহারাজ! অনার্য্য-নন্দিনী যদি আমি
বল মোরে ফেলে দিই মালা।
ক্ষত্রিয় নন্দিনী যদি আমি—
মুগ। ক্ষত্রিয়-নন্দিনী তুমি—হাতে রাখ মালা।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দুর্গপ্রাকার।

রেবা।

রেবা। আর কি! ব্রহ্মাস্ত্র হাতে পেয়েছি। মারাঠারাজকে বন্দী করেছি। এখন যেখানে বসব, সেইখানেই আমার রাজত্ব। তাই ত! ওরা কারা? অন্ধকারে পা টিপে টিপে এই দিকে আসছে। এরা কি জাতি সৈন্য? না, তা হ'লে ওরা এমন চোরের মতন আসবে কেন?

(কইলাসের প্রবেশ)

কই। মা! রাজার সঙ্গে মারাঠার হুকুম পেলুম না ব'লে কি রাজার রাজ্য রক্ষাতেও হুকুম পাব না?

রেবা। কারা ওরা?

কই। আবার কারা! চোর মারাঠা। মুখে এক বলে, কাজে আর করে।

রেবা। খুব পারে।

কই। আমরা কি রাজার কেউ নই?

রেবা। তোমরাই রাজার সব। আমি রাজার অন্য আত্মীয় গ্রাহ্য করি না। কইলাস! তুমি রাজার কেল্লা রক্ষা কর।

কই। বস্! তা হ'লে তুই এখানে বোস্ ত মা! আমরা তোকে নিয়েই লড়াইয়ের পত্তন করি। বোস্ মা, বোস্। আর ঘুমন্ত বাঘগুলোকে জাগাতে চললুম।

[কইলাসের প্রস্থান।

রেবা। তাই ত! এ যে অন্ধকারে আবার এক নূতন আলো ফুটে উঠল! যাক্, এখন আর ভাববার সময় নেই। বলতে বলেছে—বলি।

(অরিসিংহের প্রবেশ)

অরি। বা বা! কি ভাগ্য—আমার কি ভাগ্য! মেঘ না চাইতে জল। রাজার হুকুমে চাষার বেটীকে খুঁজতে এলুম, মাঝখান থেকে রেবা পেয়ে গেলুম! কি ভাগ্য—কি ভাগ্য!

রেবা। কে তুমি?

অরি। বা রেবা, বা। এই অন্ধকারে এই জনমানবশূন্য দেশে তুমি অবলা—একলা—বা

রেবা। কে ও, অরিসিংহ? তুমি এমন সময় এখানে?

অরি। হাঃ হাঃ! বিধাতা—বিধাতা—যাকে সাদা কথায় প্রজাপতি বলে। নির্ব্বন্ধ রেবা, নির্ব্বন্ধ। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ আমাকে এখানে এনে ফেলেছে।

রেবা। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

অরি। তুমি কি জান না, রাজা আজ কি করতে তোমাকে মূলতানে আনিয়েছিলেন।

রেবা। কি করতে বল।

অরি। পুত্রবধূ করবেন ব'লে।

রেবা। এই তোমার কাছে প্রথম শুনলুম।

অরি। তা রাজার পুত্র ত হয়ে গেছে। এখন ভ্রাতুষ্পুত্র আমি। এখন সিংহাসন আমার, আর—আর—সবও আমার, কাজেই মহারাজ আর বুটারাজ উভয়েই পরামর্শ ক'রে তোমাকে আগেই আমাকে উচ্ছগুগু ক'রে দিয়েছেন। সুতরাং আমিও তোমাকে বিবাহ করতে কৃতসঙ্কল্প।

রেবা। সঙ্কল্প ত্যাগ কর অরিসিংহ, আমার বিবাহ হয়ে গেছে। রাজেশ্বরী হওয়া আর আমার অদৃষ্টে নেই।

অরি। আক্ষেপ ক'র না—আক্ষেপ ক'র না।

রেবা। আনন্দ করছি দেখতে পাচ্ছ—আক্ষেপ কোথায় দেখলে?

অরি। ও সব দুঃখের হাসি। তোমার প্রাণটার ভেতর কি করছে, আমি সব বুঝতে পারছি। নাও, এস।

রেবা। আমার যাবার উপায় নেই।

অরি। এই যে উপায় আমি করছি।

রেবা। কি, বলপ্রয়োগে নিয়ে যাবে না কি?

অরি। ভালোয় ভালোয় না গেলে, তাই করতে হবে বই কি।

রেবা। বলিস কি মূর্খ!

অরি। সাবধান রাজকুমারি! মর্য্যাদা রেখে কথা কও। তোমার বাপের আর সে অবস্থা নেই। বারাহা-রাজের আমি আছি। বুড়ো বুটারাজের কেউ নেই।

রেবা। কেউ নেই—আমি আছি। আমি তোমার মত দশটা বারাহা যুবরাজের মুণ্ডপাত করতে পারি।

অরি। বেশী তেজ দেখিও না রেবা। এ

আমি মান রাখছি। বাড়াবাড়ি করলে চুলের ধ'রে নিয়ে যাব।

রেবা। আমিও মান রাখছি, বাড়া করলে পদাঘাতে এখান থেকে দূর ক'রে দেব।

অরি। তবে রে পাপিষ্ঠা? (রেবাকে ধ উদ্যত)

রেবা। সাবধান বারাহা কুকুর—ছুঁস এখনি মরবি, এখনি মরবি। ছুঁসনি—ছুঁসনি।

(সুজনের প্রবেশ এবং অরিসিংহের হস্তধারণ

সুজন। হতভাগ্য মূর্খ হীন সর্দার, তোমা হাত দিয়েছ কি মরেছ।

অরি। বটে, দেখ্‌বি। (বংশীধ্বনি)

(বারাহা সৈন্যগণের প্রবেশ)

ধর্—বাঁধ্—এই বদমাইসকে আর পাপিষ্ঠাকে।

সুজন। রেবা, আমার পশ্চাতে এস। বলেছ, আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দীর পুত্র। এখ তোমার বাক্যের মীমাংসা হ'ক।

রেবা। ধন্য ব্রহ্মচারি, কুকুর মারা তো ধর্ম নয়! (বংশীধ্বনি)

(রুইদাস ও সঙ্গী চামারগণের প্রবেশ এবং
"মার মার" ধ্বনি)

অরি। ওরে বাবা, এরা আবার কারা রে!

বারাহাগণ। পালে ভারি, জান বাঁচা—জা বাঁচা!

[অরিসিংহ ও বারাহাগণের প্রস্থান এবং
রুইদাস ও তৎসঙ্গিগণের অনুসরণ।

সুজন। তাই ত—এ কি রেবা! এ কি বারাহ রাজের আচরণ! তোমাকে নিমন্ত্রণ কর আমাকে পাঠিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ নীচ অবলম্বন করেছে।

রেবা। তা হ'লে তো ভালই হল। বারা রাজের আর বিলম্ব হয় না।

(সুরজমলের প্রবেশ)

সুরজ। এক হতভাগ্যের নীচ আচরণের জ মহানুভব রাজার প্রতি তোমাদের [illegible]

দেখি। মহাত্মা ঈশ্বরীরাওয়ের পুত্র। বারাচারাজ তোমাকে তাঁর কন্যার বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রণ করেছেন।

সুজন। দেবা, এই আমার পূর্ব পরিচয়।

দেবা। আমি ভিখারী দেবীদাসের পুত্রবধূ, ব্রহ্মচারী আমার স্বামী, আমি অত বড় সম্পর্কের দাবী রাখি নি।

সুজন। দেবীদাস, ঈশ্বরীরাও, গুরু, পিতা— এ কি আলোক! চক্ষু যে অন্ধ হয়ে গেল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নগর-প্রান্ত।

(নাগরিকাগণের প্রবেশ)

(গীত)

সরস অরুণ বরণে—
এস উদাসী, এস উদাসী,
মৃদু মধুর চরণে;
সম্মুখে ছুটে চলে ঐ আঁধার,
পিছনে আসিছে আলো,
উজ্জ্বল ভালে সিঁদুর-বিন্দু,
কতই সাজিবে ভালো।
কলস্বরে পাখী করে আবাহন
সভয় হরষে কাননে।

দেব। আজ তোমরা এত উল্লাস করছ কেন? কি হয়েছে তোমাদের?

নাগরিকা। তা জানি না। রাজার আদেশে উৎসবের আয়োজন হয়েছে।

দেব। বল কি?

১ম নাগ। রাজা সমস্ত প্রজার মধ্যে ঘোষণা করেছেন, যে আজ বিমর্ষ থাকবে, সে রাজার নয়।

দেব। রাজার পুত্র মরেছে—পুত্র মরেছে কেন, বংশ লোপ হয়েছে। এতেও রাজা প্রজাকে উল্লাস করতে আদেশ দিয়েছে?

(মূলরাজের প্রবেশ)

মূল। ওকে প্রশ্ন করছ কেন? প্রশ্ন আমাকে কর। যাও তোমরা।

[নাগরিকাগণের প্রস্থান।

শোন যুবক, আজ বারাচা-রাজগৃহে তার পুত্রঘাতী অতিথি। তারই অভ্যর্থনার জন্য এ উৎসবের আয়োজন।

দেব। বুঝেছি রাজা! এ আপনার আহেরিয়া উৎসবেরই একটা অংশ। সিংহশিশু স্বেচ্ছায় জালে প'ড়েছে, তাই শীকারীদের এই উল্লাস। কিন্তু শিকারীরা জানে না—যে, এ পাশ ছিন্ন করতে সিংহ-শিশুর অধিক বিলম্ব হবে না। দেখতে দেখতে এই উল্লাস ঘোর বিষাদে ঢেকে যাবে।

মূল। তোমার এ উত্তরে বিস্মিত হই নাই যুবক। বারাচার মহত্ত্ব বোঝা অনার্যের কর্ম নয়। তুমি তোমার চাষার পালক-পিতার অন্নের মর্যাদা রেখেছ।

দেব। সাবধান রাজা! ভক্তির মর্যাদা রেখে কথা কও। এ অস্ত্র বারাচা-রাজের মুণ্ড গ্রহণের জন্যই আমার হাতে উঠেছে।

মূল। নিরস্ত্র যুদ্ধ দেবে বুঝি! বাঃ-বাঃ, আর্য্যদের পরাকাষ্ঠা দেখালে। এ জন্য নিশ্চয়ই ভক্তিবীর জমুয়ার স্বর্গ হ'তে তাঁর উপযুক্ত বংশধরের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ ক'রছেন।

দেব। (অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া) রাজা রাজা! ঠিক বলেছ—আমি চাষার। ঐ অস্ত্র নিয়ে আমাকে হত্যা কর। আমি তোমার বন্দী।

মূল। তা যে করবার উপায় নেই ভক্তি-বীর! তোমাকে মেরে ফেললে আমার একমাত্র কন্যা বিধবা হবে।

দেব। সে কি! কে আপনার কন্যা?

মূল। যে তোমার সহধর্মিণী। জমুয়ার-পুত্র! ভেবো—আমার অনার্য্য নয়—ক্ষত্রিয়-নন্দিনী। সে অযোগ্য পাত্রে আত্মসমর্পণ করেনি। তুমি আমার জামাতা, তোমাকে যৌতুক দান না ক'রে আমি বন্দী ক'রে আছি। নাও ভক্তিবীর অস্ত্র তুলে নাও। তোমার বাঞ্ছিত যৌতুক গ্রহণ ক'রে আমাকে ঋণমুক্ত করবে এস।

[মূলরাজের প্রস্থান।

দেব। রাজা! রাজা! কি বললে, ফিরিয়ে নাও, ফিরিয়ে নাও। এ কঠোর সত্যের ভার আমি সহ্য করতে পারছি না, আমার সর্ব্বস্ব যায়—মায়ের আদেশ, পিতার ঋণ—সব ভেসে যায়!

(কেতুর প্রবেশ)

কেতু। কিছু যাইনি রাজা—চল।

দেব। বারাহাবাজকুমারী, এ কি করেছ? তুমি এত বড় তেজস্বিনী, তা ত বুঝতে পারি নি। দেবি! আমি মূর্খ বটে, কিন্তু পশু নই। তোমার সর্ব্ব শরীর কেঁপেছিল কেন, এখন বুঝতে পারছি। যাও, নিশ্চিন্ত হ'য়ে তুমি পিতার চরণপ্রান্তে আশ্রয় নাও। আমি বনের মানুষ, বনে ফিরে যাই। মায়ের কাছে আর আমার ফেরা হ'ল না। আমার পরম হিতৈষী চর্ম্মকারদের সে দেবতার পরিশ্রমও ব্যর্থ হ'ল—সেখানেও আর আমার ফেরা হ'ল না।

কেতু। নিশ্চয় ফেরাব—গর্ব্বের সঙ্গে ফেরাব। ভট্টিরাজ! তুমি অনার্য্যনন্দিনীকে চরণে স্থান দাওনি।

দেব। তাই ত! এত বড় আঘাত সহ্য ক'রে তুমি হাসি মুখে আমাকে তোমার অবস্থায় অন্ধ ক'রে রেখেছ!

কেতু। বারাহার কন্যা ব'লে সহ্য করতে পেরেছি, ভট্টির পত্নী ব'লে হাসি মুখে রেখেছি—ব্রতধারিণীর পুত্রবধূ ব'লে সঙ্কল্প ধ'রে রেখেছি। যাও—চল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্য-পার্শ্ব।

কমলা ও রেবা।

কমলা। বারাহার উল্লাস প্রবল—
চারিদিকে কোলাহল।
চারিদিকে উঠিয়াছে
পুত্রের বন্ধন-কথা।
অপঘাত মৃত্যু কথা না উঠিতে কানে
চ'লে যাই আকাঙ্ক্ষিত দেশে—
পতি মোর আছেন যেখানে অপেক্ষায়।
নির্জ্জন অরণ্য পার্শ্ব
নিশ্চিন্ত গমনে যোগ্যপথ।
শুষ্ক কাষ্ঠ করি আহরণ
শীঘ্র জাল চিতানল রেবা।
আসে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা সনে আসে
অন্ধকার।
আলোক চলেছে পরপারে,
অনুসৃত করিব তাহার।
বিলম্বে হারাব পথ—
শীঘ্র জাল—শীঘ্র জাল চিতানল।

রেবা। ক্ষণেক অপেক্ষা কর রাণী।
বিংশ বর্ষ জেগে আছ
কঠোর সঙ্কল্প ধ'রে বুকে।
তবে আজ কল্পনায়
হতাশার মূর্ত্তি-মূর্ত্তি করিয়া রচনা
এত শীঘ্র অবসাদ আন কি কারণ?

(জগমলের প্রবেশ)

কমলা। কি সংবাদ জগমল?

জগ। কথা সত্য—কুমার হয়েছে বন্দী।
সভামধ্যে হতেছে বিচার।
বারাহার হাহাকার
মুহূর্ত্তে উল্লাসে পরিণত।

কমলা। কি কর্ত্তব্য মোর
পার কি বলিতে মহাভাগ?

(সুচেতের প্রবেশ)

সুচেত। হতভাগ্য পিতা যদি
কর্ত্তব্য তোমারে বলে
শুনিবে কি তেজস্বিনী?

কমলা। পিতা! পিতা!
দহনে জ্বলিল শোকানল—
চিতানল শীতল তুলনে—
মরিতে চ'লেছি আমি—
মৃত্যুকালে গুরুপাদ পবিত্র পরশ
ভাগ্যে ছিল—ধরিনু মস্তকে।
ল'য়ে যাও এ পবিত্র তনয়ারে।

সুচেত। অসম্পূর্ণ কার্য্য রেখে দিব না
মরিতে।
বিংশ বর্ষ পরে পেয়েছি তোমারে,
বন্ধ করে উল্লাস বিষাদ।
মথিত হ'তেছে তাহে এ বৃদ্ধ-হৃদয়।

কহিতে সময় নাই।
অপূর্ব্ব বীরত্ব-স্ফূর্ত্তি দেখায়ে নন্দন
বন্দী এবে—
বন্দী জেতা—বারাহা বিস্মিত।
নিস্তব্ধ বসেছে রাজসভা।
দেখাইতে তাই—
লইতে এসেছি আমি।

রেবা। মিনতি আমার রাণী,
পিতৃ-আবাহন কর না হেলন।
তব স্তব্ধ অমিয় শকতি
দেখিতে জেগেছে অভিলাষ।

কমলা। চল রেবা।
বধ্য পুত্র-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া
মৃত্যু তার করিবে দর্শন।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজসভা।

সুচেত ও সামন্তগণ।

১ম, সা। কি বুটারাজ! আপনিও কি বারাহা-লাজাইয়ের অস্তিত্ব-লোপের বিরোধী?

সুচেত। বারাহা-লাজাইয়ের মর্য্যাদা রাখ্‌তে আমি নিঃস্ব হয়েছি,—আমি বিরোধী!

সকলে। বস্—আর ব'লতে হবে না।

(সুরার প্রবেশ)

সুরা। ধিক্ ধিক্ বারাহা—ধিক্! তোদের জীবনে ধিক্। তোরা চোরের মতন কেবল ঘুমন্ত শত্রুর সঙ্গে লড়াই কর্‌তে জানিস্। বীরের সম্মুখে আর মাথা তুলে দাঁড়াস্ নি। হেঁট কর্—মুণ্ড হেঁট কর্। আর তোদের রাজা ভবানীর পায়ে তার মুণ্ড নিবেদন ক'রে দিক্।

(গরুণের প্রবেশ)

গর। কি—কি!—কি খবর? গলায় মালা এখনও অটুট দেখ্‌ছি যে!

সুরা। এই যে—এই যে! ভিতরের শক্তি না বুঝে শুধু উপরের আবরণ দেখে তোমার যে অপমান করেছি, তার যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছি। এখন তুমিই দয়া ক'রে আমাকে মুক্ত কর। অপমানে, লাঞ্ছনায়, যাতনায়, আমি মৃতপ্রায় হয়েছি। অনুতপ্ত—শরণাগত—আমাকে মুক্ত কর, মুক্ত কর।

গর্। এতগুলো বারাহার মধ্যে কেউ মুক্ত কর্‌তে পার্‌লে না?

সুরা। বারাহাকে ধিক্।

(মূলরাজ ও হরজমলের প্রবেশ)

মূল। কেন বাছা, বারাহাজাতির নিন্দা কর্‌ছ?

সুরা। নিন্দা কর্‌ব না। হতভাগ্যেরা শক্তি-হীন। বীরত্ব চুরি ক'রে জীবিকানির্ব্বাহ করে। এ রাজ্যে এমন একটাও শক্তিশালী নেই যে, এই বক্র লৌহদণ্ডটাকে সোজা কর্‌তে পারে।

মূল। তুই মিথ্যা বল্‌ছিস পাপিষ্ঠা! কোন্ বারাহা পার্‌বে না?

সুরা। ক্ষুদ্র বারাহা ত পার্‌লেই না। আজ মহারাজ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হ'য়ে এই যে সমস্ত বারাহা-সর্দ্দার এখানে সমবেত হয়েছে, এরাও পার্‌লে না। শুধু পার্‌লে না নয় বৃদ্ধ, এরা আমার এই দুর্দ্দশায় যে যত পেরেছে, বহস্য করেছে।

মূল। রাজা?

সুরা। "রাজা রক্ষা কর—রাজা রক্ষা কর" ব'লে প্রাসাদের পানে চেয়ে কাতরকণ্ঠে চীৎকার কর্‌লুম। পুত্রশোকের অছিলা ক'রে রাজা বাড়ীর ভিতরেই লুকিয়ে রইল। চীৎকারে বিরক্ত হ'য়ে প্রহরীরা আমাকে তাড়িয়ে দিলে।

মূল। চতুর্ভুজে—'চরদিন পরাজিতের মুণ্ডই উপহার নিয়েছ। দোহাই মা! এক দিন—শুদ্ধমাত্র এক দিন নিয়ম লঙ্ঘন কর, একটা জেতার মুণ্ড উপহার লও। আয় বালিকা, কাছে আয়। বারাহা-জাতির নাম লোপের বিভীষিকা নিয়ে তুই আজ অতি কঠোর আয়স-শৃঙ্খল-মালিনী। আয়—বারাহাজাতি আছে কি গেছে, তোর শৃঙ্খল দিয়েই একবার পরীক্ষা করি।

মুক্ত হ'তে চলিয়াছি!
মুখ চেয়ে মুক্তিকামী ব'সে
আছে প্রজা।
হে আর্য্যে! বন্ধন দিয়ো না
আর তারে।
সবার বন্ধন আজ সহস্র পীড়নে

এই মুক্ত বৃদ্ধদেহ করুক আশ্রয়।
মুক্ত হও ভক্ত প্রজা অধীনতা হ'তে!
আয়স শৃঙ্খল হ'তে,—হে জননী!—
এই ক্ষুদ্র বালিকারে কর পরিত্রাণ।

(শৃঙ্খল-মোচন)

গবৃ। ধন্য তুমি হে বৃদ্ধ মহান্!
রাজারে করেছ অগ্রে জয়,
সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্য মানে পরাজয়।
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিনু রমণীর কাছে,
যে বারাহা করিবে তাহারে মুক্ত
গললগ্ন লৌহমালা হ'তে,
করিব তাহার পদে শির অবনত।
সত্যাশ্রয়ী রাজপুত আমি।
লহ শির মহাত্মন্!
প্রভু বন্দী—বুঝিতে নারিনু—
কোন্ শক্তি বলে পরাস্ত
করেছ তারে।
প্রভু সঙ্গে দাসে তার করহ গ্রহণ।

মুগ। সত্যবদ্ধ তিন ভট্টিবীর—
চিরশত্রু বারাহার—
ভাগ্যফলে মিত্র আজি মম।
যদি মরি নিশ্চিন্তে মরিতে পারি।
সামন্ত, সর্দ্দার!
বারাহা লাঙ্গাই ভক্তপ্রজা!
অসংখ্য সংগ্রামে যারা
বর্ম্মরূপে ঘে'রিয়া আমারে
সাগ্রহে করেছে জয়দান,
তোমাদের গর্ব্বরক্ষা জীবনে মরণে
একমাত্র আশঙ্কা আমার।
যা কিছু কর্ত্তব্য আজি মোর,
শুনে রাখ সবে,
সে কর্ত্তব্য ধর্ম্মজ্ঞানে—
এ জাতির কল্যাণ-সাধনে।

১ম, সা। সমস্ত বুঝেছি মহারাজ!

মুগ। তা হ'লে নিশ্চিন্ত আমি?

সকলে। নিশ্চিন্ত—নিশ্চিন্ত রাজা।

সুরজ। বারাহা বলিতে মুগরাজ,
মুগরাজ বলিতে বারাহা।
তোমারি মহত্বে রাজা,
বারাহা লাঙ্গাই এক জাতি।

মুগ। আনহ দেওয়ান,
বারাহার ভবিষ্যৎ রাজ্যাধিকারীরে

(সুরজের প্রস্থান এবং দেবীদাস
ও দেবরায়কে লইয়া প্রবেশ

এই লও সামন্ত সর্দ্দার প্রজাগণ
বারাহার রাজ্য-অধিকারী।

(দেবরায়কে সিংহাসনে বসাইতে

হে বীর সজ্জন!
বারাহা-লাঙ্গাই-ভট্টি ত্রিশক্তি মিলতে
তোমাদের প্রেম-আচ্ছাদনে,
এক জাতি এক প্রাণ—এক ভাষা
এক গ
অটুট অব্যয় শক্তি হ'ক রাজস্থানে।
নিশ্চিন্ত ক'রেছ মোরে
নিশ্চিন্ত চলিনু আমি—

১ম, সা। কোথা মহারাজ?

মুগ। আর রাজা নহি আমি।
রাজা অভিধানে কেন
রসনারে কর প্রতারণা।

দেব। মহারাজ!

মুগ। মূর্খ রাজা!
এ সভায় একমাত্র মহারাজ তুমি?
আমি দীন বৃদ্ধ প্রজা তব।

(প্রস্থানোদ্যত)

দেব। কি সজ্জন!
এ সভায় একমাত্র মহারাজ আমি?

সুচেত। একমাত্র মহারাজ তুমি।

দেব। আদেশ আমার রাজাদেশ?

সকলে। রাজাদেশ।

দেব। প্রাণপণে করিবে পালন?

সুচেত। বারাহা-লাঙ্গাই শুধু
রাজভক্তি করেছে সাধন—

সুরজ। নহে ভট্টি!
আজ তব লভিতে আসন
শোণিতে তাসিত সিংহাসন।

দেব। শুন তবে আদেশ আমার
বন্দী কর এ মহাপুরুষে!

মুগ। বু'ঝেছি উদ্দেশ্য তোমার,
ভিক্ষা—ভিক্ষা রাজা—মুক্তি দাও।

সব দিছি—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম রাখিবারে !
ধর্ম্ম সত্য—মোর সার।
সত্যে মোর বন্দী করিয়ো না।
দেব। শির করি নত—শেষ ভিক্ষা চাই—
মূল। পণ ভিক্ষা নাহি দিব।
অন্ত যদি দেয় থাকে রাজা, বল,—
বিদায়ের পূর্ব্বে করি দান।
দেব। বিংশবর্ষ দেছে যারা বক্ষে মোরে স্থান
তাদের কল্যাণ—
হে ঋষি, কামনা করি আমি।
মূল। কল্যাণ কল্যাণ—
আজি হ'তে তারা
জাতিমধ্যে হ'ল প্রতিষ্ঠিত।—
কি সাধু, অনার্য্য আমি ?
দেব। তোমার চরণ-স্পর্শে রাজা—
অনার্য্য ক্ষত্রিয় হয়—
ক্ষত্রিয় বিজত্ব করে লাভ।
মূল। হে সাধু—বিদায়—
বারাহা-লাজাই-ভক্তি—
জীবনের কার্য্যশেষে লইনু বিদায়।
এস রাণী, ক্ষণ যায়—
লগ্ন শুভ—কর কন্যাদান।

[প্রস্থান।

(রেবা ও কমলার প্রবেশ)

কমলা। একি একি—রেবা !
রেবা। এই দেখ রাণী—
স্বাধীন-প্রকৃতি ভক্তি
কেমন হয়েছে বন্দী আজি।
কমলা। বুঝেছি সকলি রেবা।
দেবরায়। যদি পার ফিরাও রাজারে।
দেব। এসেছ মা !
হতভাগ্য সন্তানের
মর্ম্মঘাতী জয় দেখিবারে—
এতক্ষণ পরে ?
ফিরাও ফিরাও পর্ণশালা।
এই লও সিংহাসন—
এই লও—
সম্মুখে দক্ষিণে বামে আসন বেষ্টনে
মহাত্মা সন্তান অগণন।
সব ল'য়ে জননী আমার
ক্ষুদ্র সেই পর্ণশালা দাও ফিরাইয়া।
দেব। এস তপস্বিনী
চীরধরা রাজার জননী।
যদি পার, তুমি এসে ফিরাও রাজারে।
কমলা। হে বারাহা, হে লাজাই !
নিবেদন সবারে শুনাই।
মর্ত্তভূমে এ অপূর্ব্ব দেবসভা-মাঝে
দেখিতে এসেছি আমি ক্ষত্রিয়-গৌরব।
দেহ যার পরিচ্ছদ—
ক্ষণে ছিন্ন, ত্যক্ত অবহেলে।

(বিমলার প্রবেশ)

ছুটিয়া এসেছে চ'লে দীন ভিখারিণী
মুষ্টি ভিক্ষা ল'তে আজি ত্রিবেণী-সঙ্গমে।
বিমলা। এসেছ—এসেছ রাণী—
বিংশবর্ষ ব্রতধরা ক্ষত্রিয় ঘরণী ?
ব্রত-উদ্‌যাপনে, এই পুণ্য দিনে
দেবযজ্ঞে পূর্ণাহুতি করিতে গ্রহণ
তোমারে করেছি নিমন্ত্রণ। এস এস—
এই লও—প্রথম যৌতুক—সিংহাসন।
এই লও—দ্বিতীয় যৌতুক—

(অন্তরাল হইতে মুণ্ডশৃঙ্খলিত-পাত্রহন্তা কেতুকে আনয়ন)

কেতু। (দেবরায়ের সম্মুখে পাত্ররক্ষা)
বল মা—বল মা আমি ক্ষত্রিয়নন্দিনী।
কমলা। কি আর বলিব আমি বধূ !
যাঁর কুলে তুমি আমি ল'য়েছি আশ্রয়,
সেই নরোত্তম যদুপতি
ওই শূন্যে পাঞ্চজন্যে করেন নিনাদ—
"তুমি—তুমি—তাঁরই কন্যা ক্ষত্রিয়নন্দিনী।"

যবনিকা-পতন

—:o:—

(ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

উলূপী

প্রথম অঙ্ক

—:০:—
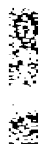
প্রথম দৃশ্য

বন।

নারদ।

নারদ। নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

বাসুদেবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, ঠাকুর, আর তোমাকে দেখতে পাই না কেন? ঠাকুর হেসে বলেন, নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে নেই, যোগীর হৃদয়ে নেই। যেখানে আমার ভক্ত— আমি সেইখানে আছি। যেখানে ভক্ত সেখানে আমার অন্বেষণ কর, আমাকে দেখতে পাবে। যেখানে ভক্তি, সেইখানেই ভগবান। আমি ভক্তির কাঙাল। ভক্ত খুঁজতে আমি ভারতের প্রান্তে, এই অনার্য্যজাতি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত নাগভূমে এসে উপস্থিত হয়েছি। পতিপরায়ণা উলূপী, ভক্তিময়ী গন্ধর্ব্বরাজনন্দিনী চিত্রাঙ্গদা, আর তাদের দুটি পুত্রকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছা হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন ঠাকুর আমার আজকাল এই সকল সহচর নিয়েই ঘুরে বেড়ান। তাই ত এ কি আশ্চর্য্য! কতকগুলো হিংস্র পশু দলবদ্ধ হয়ে, যেন প্রাণভয়ে আমার আশ্রয় নিতে ছুটে আসছে না? তাই ত! এ কি? পশ্চাতে কুলবধূর ন্যায় অপূর্ব্ব ধনু হস্তে এক কন্দর্পকান্তি বালক! আহা কি সুন্দর! এই যে, সেই উলূপীর সন্তান! এই যে ধনঞ্জয়ের অপূর্ব্ব প্রতিবিম্ব, কাননচারী গাণ্ডীবী! মুখে কি তেজ, কি দৃঢ়প্রতিজ্ঞার চিহ্ন! অন্তরালে থেকে একটু রহস্য দেখতে হচ্ছে।

[প্রস্থান।

(ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলা। বেশ হয়েছে, বনের সমস্ত হিংস্র জন্তু একস্থানে জড় হয়েছে। তা হ'লে এক বাণে এ অরণ্য আজ হিংস্র প্রাণীশূন্য করব। (ধনুতে শরযোজনা)

নারদ। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও।

(ইলাবন্তের প্রণাম)

দীর্ঘায়ু হও। কিন্তু নরাধম, এ কি তোর আচরণ?

ইলা। কি আচরণ ঠাকুর?

নারদ। বনের সমস্ত হিংস্র জন্তু বিনাশ করবার সঙ্কল্প করেছিস্। এ দুর্ম্মতি তোরে কে দিলে?

ইলা। কেন, দুর্ম্মতি কেন?

নারদ। জীবহত্যা করতে এসেছিস, আবার বলছিস দুর্ম্মতি কেন?

ইলা। তোমার হিংস্র জন্তু জীবহত্যা করে কেন?

নারদ। তারা জীবহত্যা করে আপনাপন জীবন রক্ষার জন্য।

ইলা। আর আমি তাদের হত্যা করতে এসেছি, আমার মায়ের জীবন রক্ষার জন্য।

নারদ। তোর মায়ের জীবন রক্ষার জন্য! কেন তোর মা কি অসহায়া অবলা?

ইলা। মা একা বনের ধারে আসে, একলা চুপটি ক'রে ব'সে থাকে। তোমার হিংস্র জন্তু আমার মাকে হত্যা করতে এসেছিল।

নারদ। তোর মাকে বনের ধারে আসতে বারণ কর্। তোর পিতা বাসুদেবের আদেশ ভিন্ন কোনও কাজ করে না। তাঁর অনুমতি না পেলে দ্বারসমীপস্থ মৃত্যুকে পর্য্যন্ত দূর ক'রে দেয় না। নরাধম! কর্ম্মবীরের সন্তান তুই, তোর অকারণ প্রাণীহত্যা—এ অকার্য্য কেন?

ইলা। কেন ঠাকুর, মাকে রক্ষা করা কি সন্তানের কার্য্য নয়?

নারদ। উপদেশে রক্ষা কর, অস্ত্রে কেন? মাকে বনের ধারে আসতে বারণ কর।

ইলা। আমার দাদা, মাকে কত বারণ করেছে, মা শোনে না। সঙ্গে লোক দিয়েছে, মা রাখতে চায় না।

নারদ। কেন আসে?

ইলা। তা আমি কি জানি, আর আমার জানবার প্রয়োজন কি? পোড়া উদরের জন্য তোমার বাঘের যদি প্রাণীহত্যা কার্য্য হয়, তা হ'লে মাতৃরক্ষার জন্য আমার বাঘহত্যা কার্য্য হবে না কেন? মা বনে এলে আমি তার সঙ্গে আসব, তার দেহ রক্ষা করব, কিংবা একবারে নিরাপদ করবার জন্য, তোমার বনের বাঘ উজোড় করব। নাও, সর—সন্ধ্যা হয়!

নারদ। তোর ভয়ে বনের সমস্ত হিংস্র জন্তু আমার চরণপ্রান্তে আশ্রয় নিয়েছে।

ইলা। রক্ষা করতে চাও, তোমার চরণপ্রান্ত বিদ্ধ হবে।

নারদ। বলিস্ কি?

ইলা। আর বলাবলি কি, কর্ত্তব্য স্থির ক'রে তবে বনে প্রবেশ করেছি।

নারদ। বালক! এই বিপন্ন পশু ক'টার কাতর রোদনে তোর প্রাণ কি একটুও বিগলিত হ'ল না?

ইলা। কেন হবে না ঠাকুর, এই দেখ না, আমারও চক্ষে জল ঝরছে, কিন্তু কি করব ঠাকুর, এ আমার কর্ত্তব্য। মা আমার পাগলিনী, এ বন থেকে ও বন ঘুরে বেড়ায়।

নারদ। মায়ের শরীর-রক্ষী হয়ে সর্ব্বদা তার সঙ্গে থাক না কেন?

ইলা। মা যদি আমায় কোথাও যেতে আদেশ করে?

নারদ। তুই তাদের বিনাশে কৃতসঙ্কল্প, আমিও তাদের রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প।

ইলা। বেশ, রক্ষা কর। (ধনুতে পুনঃ বাণ যোজনা)

নারদ। ক্ষুদ্র বালক, এত বলদর্প! জানিস আমি মুহূর্ত্তে তোর হস্ত স্তম্ভিত করতে পারি।

ইলা। চোখ রাঙাও কেন ঠাকুর, কর না। আর এতই যদি শক্তির অহঙ্কার, তা হ'লে ওই প্রাণীগুলোকে ফলমূলাশী কর না কেন? স্বচ্ছন্দ বনজাত ফলমূলে কি তাদের উদরপূ[র্ত্তি] হয় না?

নারদ। বা ভাই, তোকে পারলেম ন[া]। এই একটা মণি নে, এই মণি তোর মাকে দিগে [যা]। তা হ'লে তোর মায়ের আর হিংস্র জন্তুর [ভয়] থাকবে না।

ইলা। কৈ দাও।

নারদ। এই নে ভাই, সাবধান ক'রে নিয়ে য[া], যেন ফেলে দিস নি।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন-প্রান্ত।

ইলাবন্ত।— গীত।

ওই বাজে বাঁশী গহন বনে।
কি জানি কি সখা দেয় নাকো দেখা
খেলে মোর সনে সঙ্গোপনে॥
আমি যত যাই সুর যায় স'রে,
সমীর কাঁদে শুধু সুরে সুরে—
আমি খুঁজি তারে সে খোঁজে মোরে
না জানি কি জাগে তার প্রাণে॥
পথে পথে ঢেলে ফুলের রাশি—
ফুলে ফুলে খেলা ভালবাসাবাসি।
এমন ফুলের সুরে কে বাজালে বাঁশী!
প্রাণ চ'লে যায় ফুলের টানে॥

[প্রস্থান।

(উলুপীর প্রবেশ)

উলুপী। তাই ত! বন-প্রবেশমুখে, এ কি আতঙ্কের শব্দ আমার কানে প্রবেশ করলে? মনটায় কেমন সংশয় উঠলো যে, এখনও ত ইলাবন্ত ফিরল না! তাই ত! অবহেলায় ছেলেটাকে সত্যি সত্যি হারালুম না কি? এতক্ষণ ইলাবন্ত ব'লে ডাকলুম, কই কোন উত্তর পেলুম না ত? অন্ধকার ঘেরে এল, দৃষ্টিশক্তি রোধ হ'ল, তাই ত! কি করলুম! বনে থাকলে সে কি আমার কথা শুনে এতক্ষণ চুপ ক'রে থাকত? এখনি যে মা মা ব'লে আমার কাছে ছুটে আসত! বালক কি আমার বনে পথ হারাল, হিংস্র জন্তুর কি গ্রাসে পড়ল? ইলাবন্ত!

গীত।

আমায় নিরাশ ক'র না হরি।
কূলের ভিতরে বাস বারোমাস,
আমি আতুরা অবলা নারী॥
কি জানি কোথায় যাই,
আঁধারে দিশে না পাই,
চলিতে চলিতে পাছু ফিরি।
সংসারে সকল টানে
চাহি আমি কার পানে,
কারে আত্ম কারে পর করি॥

(ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলা। এই যে, এই যে, মা মা!

উলূপী। বনদেবি! বড়ই প্রাণটা ব্যাকুল হয়েছিল মা! একমাত্র সন্তান, তুই এতকাল তাকে রক্ষে ক'রে আসছিস! ও তোরই সামগ্রী ব'লে আমি নিশ্চিন্ত থাকি।—এত দেরী করতে হয় দুষ্টু ছেলে? সবাইকে ভাবিত ক'রে তুলেছিলি! নে চ'লে আয়।

ইলা। সেই খুঁজতে এলি ত দেরী ক'রে এলি কেন মা, আর একটু আগে এলে একটা জিনিস দেখতে পেতিস্।

উলূপী। কি—জিনিসটে কি?

ইলা। তা হ'লে আয়, আমার সঙ্গে বনে আয়, তোকে দেখাই।

উলূপী। আর দেখাতে হবে না। তোর দাদা অস্থির হয়েছে, ঘরে চল্। হতভাগ্য সন্তান, কা'কেও না ব'লে এমন অসময়ে বনের ভিতর প্রবেশ করিস! জীবনের আশঙ্কা নাই?

ইলা। যাবি নি?

উলূপী। না, কোথায় যাব?

ইলা। তবে বলি শোন্। তুই দিবারাত্রি বনে বনে ঘুরিস্, আমার তাতে বড় ভয় হয়। কি জানি, কখন কি ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক থাকবি, আর তখন যদি বাঘে তোকে তুলে নিয়ে যায়! আমি খেলাতে খেলাতে অন্যমনস্ক হ'য়ে হয় ত কতদূর গিয়ে পড়ব, দেখতে পাব না। এমন মা'টি তুই আমার বাঘের পেটে যাবি, তাই বড় ভয় হয়। দাদা লোক সঙ্গে দিলে তাড়িয়ে দিবি, কাজেই তোর জন্য আমি মন খুলে খেলাতে পারি না। তাইতে হয়েছে কি জানিস মা, মনে আজ স্থির করেছিলুম বনের বাঘ উজোড় করব।

উলূপী। বুনোদের মাঝে থেকে থেকে তোরও বুনো বুদ্ধি হয়েছে। ভুলে গেছিস তুই আমার গর্ভে জন্মেছিস। তোকে দেখলে যে বাঘ ভয় পায়, সে কি আমার কাছে আসতে সাহস পাবে? সে কি বুঝতে পারে না যে, এই অবলা রমণীই তার মৃত্যু-ভয়ের ঘর।

ইলা। তবে সেই সে দিন তেড়ে এসেছিল কেন?

উলূপী। সে দিন আমার মুখ দেখে নি, তাই বুঝতে পারে নি আমি তোর জননী।

ইলা। তা হ'তে পারে, কিন্তু আমি ত বুঝতে পারি নি, তাই ব্যাঘ্রকুল নির্ম্মূল করব ব'লে এইখানে এসে উপস্থিত হলুম। এসে দেখি এক বৃদ্ধকে ঘেরে বনের সব হিংস্র জন্তু ওই গাছটার তলায় ব'সে আছে।

উলূপী। বৃদ্ধ!

ইলা। জটাধারী—গায়ে নামাবলী—হাতে বীণা—এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী! মা এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী!

উলূপী। তার পর?

ইলা। আমি জন্তুগুলোকে এক স্থানে পেয়ে মহানন্দে যেমন ধনুতে বাণ যোজনা করলুম, বাঘগুলো ত্রাহি ক'রে উঠলো। অমনি সন্ন্যাসী ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও ব'লে আমার কাছে ছুটে এল। আমি তখন স্থিরসঙ্কল্প, বামুনের কথা কানে তুললুম না।

উলূপী। আ হতভাগ্য ছেলে, ব্রাহ্মণের কথা অবহেলা ক'রে প্রাণীহত্যা করলি! আমার সর্ব্বনাশ করলি!

ইলা। চুপ কর্ না বেটী, কথা শেষ না হ'তে না হ'তেই চেঁচিয়ে উঠিস কেন?

উলূপী। তাই বলি, বাসুদেব যার সহায়, তার জন্য আমার প্রাণ কাতর হয় কেন? তাঁর হতভাগ্য বর্ব্বর সন্তান নিত্য তাঁর পুণ্যক্ষয় করছে তা কি জানি!

ইলা। আরে মর্ বেটী, আগে আমি কি বলি শোন, তার পর গাল দিতে হয় দিস। যাকে ভক্তি করতে হয় আগে বলেছিলি কেন বেটী?

উলূপী। মাতৃভক্তির অছিলা ক'রে তুই জীবহত্যা করবি?

ইলা। তবে রোস বেটী, একটা বাঘকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে তোর মুণ্ড খাওয়াচ্ছি।

উলূপী। দূর হ সুমুখ থেকে কুরুকুলাঙ্গার! নাগবংশের স্বভাব পেয়েছ, খলতা শিখেছ?

ইলা। এ কি কথা বল্‌লি মা? এ কি কথা বল্‌লি মা? কুরুকুলাঙ্গার কি মা?

উলূপী। জনার্দ্দন, এই বালকের অপরাধ যেন আমার স্বামীতে স্পর্শ না করে। দেখো ঠাকুর, দেখো দয়াময়, আমাকে অভাগিনী ক'র না!

ইলা। এ সব কি কথা মা?

উলূপী। ছি! ছি! ব্রাহ্মণের কথা অবহেলা! অতি গর্হিত কাজ! মহাপাপ করেছিস ইলাবন্ত।

ইলা। না, এ বেটী কইতে দিলে না! বলি, তুই ব্রাহ্মণের কথা না উঠতেই চেঁচাতে লাগলি, কিন্তু সে আমার কথা শুনে খুসী হয়ে আমাকে একটা মণি উপহার দিলে। ব'লে দিলে এই মণি তোর মাকে দিগে যা। এ মণি কাছে রাখলে তোর মায়ের আর বন্যজন্তুর ভয় থাকবে না। ঠাকুর থাকলে তোকে দেখাতুম, যখন নাই, তখন আর কি করব। এই মণি দিলুম, নে, নিয়ে বনে ঘুরতে হয় ঘোর, বাঘের মুখে যেতে হয় যা, আমার তাতে আর কোন আপত্তি নাই। (প্রস্থানোদ্যোগ)

উলূপী। ওরে শোন, শোন, ঠাকুর আর কি বল্‌লে ব'লে যা!

ইলা। আর কিছু বলে নি।

উলূপী। আমার ছেলে হ'য়ে ঠকে এলি!

ইলা। খুব করেছি।

[প্রস্থান।

উলূপী। বটে, তবে এই তোর মণি ফেলে দিলুম।

(নারদের পুনঃপ্রবেশ।)

নারদ। কর কি মা, কর কি মা, সঞ্জীবন-মণি তোমার পুত্রের ব্যবহারে তুষ্ট হয়ে তোমায় দিয়েছি। অবহেলায় নিক্ষেপ ক'র না, দেবতার আকিঞ্চন হাতে পেয়ে ফেলে দিও না।

উলূপী। (প্রণাম করিয়া) ঠাকুর তোমার মণি তুমি ফিরিয়ে নাও। বালক পেয়ে মাণ দিয়ে ভুলিয়ে দিলে! আশীর্ব্বাদ করলে যে এইরূপ সহস্র মণির কার্য্য করত!

নারদ। মণির সঙ্গে সঙ্গে আশিসও দিয়েছি। বহু আরাধনায় প্রাপ্ত যোগেশ্বরদত্ত এই মণি, অকাল-মরণের ঔষধ, কাছে রাখলে মৃত্যু-ভয় থাকবে না। যদি তোমার প্রিয়জনের মধ্যে কারও মৃত্যু হয়, তা হ'লে এই মণি তার বক্ষে স্থাপিত ক'র। মণির জ্যোতিঃ হৃদয়-মধ্যে প্রবেশ ক'রে প্রাণ-রসে পরিণত হবে।

উলূপী। যদি বহু আত্মীয়ের এক সঙ্গে মৃত্যু হয়?

নারদ। শুদ্ধ একবার। মৃতের দেহে জীবন-সঞ্চার ক'রেই এ মণি নিষ্প্রভ হবে।

উলূপী। আমায় পরীক্ষায় ফেলতে চাও কেন ঠাকুর? স্বামী, পুত্র, পিতা—আমার কত আত্মীয়, কা'কে রেখে কার মুখ চাইব? তোমায় মণি তুমিই নাও।

নারদ। তবে দাও, শীঘ্র দাও। কুরুক্ষেত্রে সমরানল প্রধূমিত, দুই চারিদিনের মধ্যে জলে উঠবে, আমি আর বেশীক্ষণ এ দেশে অপেক্ষা করতে পারব না।

উলূপী। কিসের জন্য ঠাকুর?

নারদ। রাজ্য উপলক্ষ ক'রে কুরুপাণ্ডবে বিসংবাদ, বিনা যুদ্ধে তার নিবৃত্তি হবে না। দাও মা, যদি মণি-গ্রহণের অভিলাষ না থাকে, শীঘ্র ফিরিয়ে দাও।

উলূপী। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ! স্বামী তা হ'লে ত আমার সে ভীষণ যুদ্ধে যোগদান করবেন। তবে থাক—(প্রণাম) কৃপাময়! মণিই যদি আপনার কৃপার নিদর্শন, তখন একে আর ফেরালেম না, কাছে রাখলেম।

নারদ। সন্তুষ্ট হলেম নাগনন্দিনী, আশীর্ব্বাদ করি স্বধর্ম্ম পালন কর। বীরজননি! ঘরে যাও, গিয়ে সন্তানকে সুশিক্ষা প্রদান কর। বালক জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করুক।

[উলূপীর প্রস্থান।

নাগনন্দিনি! মণি দিলেম না, অগ্নি-পরীক্ষায় নিক্ষেপ করলেম! এই জটিল সমস্যাময় সংসারে দেখব মা, কেমন ক'রে তুই পাতিব্রত্য ধর্ম্ম রক্ষা করিস্! নারায়ণ-প্রেরিত হ'য়ে নাগকন্যাকে দেখতে এসেছি, মণি দিয়ে মণির পরীক্ষা। সৌন্দর্য্যময়ি! যেন হতাশ না হই! হরি! হরি!

তৃতীয় দৃশ্য

দরদালান।

অনন্ত ও ইলাবন্ত।

অনন্ত। কি হয়েছে দাদা?

ইলা। আমি আজ এক মাণিক পেয়েছি।

অনন্ত। কোথায় পেলি দাদা? কেমন মাণিক দাদা?

ইলা। সুন্দর মাণিক! এক ঠাকুর আমায় দিয়েছে।

অনন্ত। বামুনকে কিছু দিতে পারিস না, নিলি কেন দাদা? তোর ঘরে কত মণি গড়াগড়ি যাচ্ছে, তোর আবার বামুনের কাছ থেকে মণি নেওয়া কেন দাদা?

ইলা। সে মণি তোমার রত্নভাণ্ডারে নেই। সে সুন্দর মণি যার কাছে থাকে, তার মৃত্যুভয় থাকে না।

অনন্ত। বলিস কি?

ইলা। যদি কারও অকালমৃত্যু হয়, সেই মণি মৃতদেহের বুকে দিলে সে তখনি বেঁচে উঠবে।

অনন্ত। বলিস কি? অবাক করলি যে ভাই! কৈ সে মণি?

ইলা। মাকে দিয়েছি।

অনন্ত। এই সর্ব্বনাশ করলে! সে হতভাগা মেয়েকে দিতে গেলি কেন? সে এখনই হয় ত স্বামীর মঙ্গলের নাম ক'রে সেই মণি কোন দেবতাকে উচ্ছুগ্যু ক'রে দেবে। শাস্ত্রে তেত্রিশ-কোটি দেবতা, সে বেটীর দেবতা কোটি কোটি—সংখ্যা নেই। কোথায় যে তার কোন্ দেবতা প'ড়ে আছে, তার ত ঠিক নেই, এখন দিয়ে ফেল্‌লে পাবি কি ক'রে?

ইলা। তার জন্যে মণি এনেছি, তাকে দিয়েছি, তার পর থাকে না থাকে, আমার কি!

(উলূপীর প্রবেশ)

অনন্ত। এই যে, এই যে, মণিটে দিতে এসেছিস মা?

উলূপী। কোন্ মণি?

অনন্ত। এই যে খানিক আগে ভাইজী তোকে দিয়েছে।

উলূপী। তা সে ত আমায় দিয়েছে, তোমায় দেব কেন?

অনন্ত। এই দেখ পাগলামী আরম্ভ করে। মণি তোরই হ'ল, তাতে আমার কাছে রাখতে দোষ কি? তোর মা মাথার ঠিক নেই, কোথায় ফেলে দিবি! এমন অমূল্য মণি যদি ভাগ্যক্রমে পেয়েছিস, দে মা, আমার হাতে দে, আমি যত্ন ক'রে তুলে রাখি।

উলূপী। সে মণি আমি কাকেও দেব না।

অনন্ত। এই দেখ জেঠা বাধিয়ে বসল! ওরে বোকা মেয়ে, আমি বুড়ো হ'য়ে মরতে চলেছি, আমি নিজে বাঁচবার জন্য কি এই মণি চাইছি! মা! পূর্ব্বজন্মের বহু পুণ্যে যখন এই সোনারচাঁদ আমার গৃহে উদয় হয়েছে, তখন তাকে রক্ষা করবার উপায় দেখা চাই না কি মা? দে মা দে—আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব না—তোদের জিনিস তোদেরই থাকবে।

উলূপী। দেব?

অনন্ত। হ্যাঁ মা দে। আমি তুলে রেখে দেব বই ত নয়, মাঝে মাঝে দেখতে চাস, দেখতে পাবি—দে।

উলূপী। এই নাও—কিন্তু যখন চাইব, তখনই দিতে হবে, ওজর আপত্তি করতে পারবে না।

অনন্ত। কিছু করব না! কিছু করব না! তবে যে জন্য চাইবি মা, ভগবান যেন সে বিপদ না ঘরে এনে উপস্থিত করেন। এ শোভার জিনিস যেন শোভাই থাকে, একে যেন আর কাজ না করতে হয়। দে মা— আবার হাতে ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

উলূপী। না, আমার কাছে থাক।

অনন্ত। আবার কি হ'ল? আচ্ছা তুই যা ভয় ভাবছিস, যা মনে ক'রে আমাকে দিতে কুণ্ঠিত হচ্ছিস—ঈশ্বর না করুন, তাই যদি হয়—যদি তোর স্বামীর কোন প্রকার বিপদ ঘটে, তা হ'লে তখনি বার ক'রে দেব। ছিছি! আমাকে কি নরাধম ঠাওরেছিস? আমি নিজ হাতে বনের ভেতর থেকে এত বড় একটা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলুম, আমার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই? কিছু বুদ্ধি নেই? যখন চাইবি তখনই পাবি, এখন আমার কাছে দে, হারিয়ে ফেলবি।

ইলা। ভয় করছিস কেন, দে না মা! আমি যদি মরি আর তোর অমতে যদি দাদা আমাকে বাঁচাতে চায়, আমি বাঁচব না! আমি প্রাণ না নিতে চাইলে দাদা কি জোর ক'রে আমাকে গছিয়ে দেবে! বুড়োর সাধ্য কি? দে, তুই নির্ভয়ে দে।

উলূপী। তোর দাদার কথায় বিশ্বাস হয় না।

অনন্ত। কি? কি বললি সর্ব্বনাশী? আমার কথায় বিশ্বাস হয় না? যা, দূর হয়ে যা! তোর মণি নিয়ে তুই দূর হয়ে যা। অবাধ্য কন্যা! অসমসাহসিনি! এত বড় স্পর্দ্ধা! আমাকে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক বললি?

উলূপী। রাগ কর কেন বাবা? যে দিন আমাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করেছিলে, সেই দিনই না তুমি আমাকে বলেছিলে, মা, এত দিন আমার ছিলি, এখন থেকে হ'লি এই মহাপুরুষের। আমার যা কিছু গুরুত্ব, দেবত্ব, সব একে সমর্পণ করলুম। এর মঙ্গল চিন্তাই তোর ধর্ম্ম, এর অনুবর্ত্তিনী হওয়া, এর আদেশে আপনাকে চালিত করাই তোর কর্ম্ম। তুমিই ত আমাকে স্বামিপূজা করতে উপদেশ দিয়েছ। তোমার আদেশ গুরুর আদেশ জ্ঞান ক'রে আমি স্বামীর আরাধনা করি। নির্জ্জনে ব'সে স্বামীর মঙ্গল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। তবে এখন এ অভিমান কেন? এ খেদ কেন? মনে ঈর্ষ্যা কেন?

অনন্ত। স্বামীই কি তোর দেবতা হ'ল? আর আমি অন্নদাতা—শাস্ত্রমতে পরম দেবতা—আকাশ হ'তেও উঁচু, তোর চক্ষে কি আমি কিছুই নই? আমাতে কি একটা তৃণেরও উচ্চতা নেই?

উলূপী। তুমি দেবতা, কিন্তু দেবতায় দেবতায় যদি ঈর্ষ্যা দ্বেষ বিবাদ অবস্থান করে, তবে দৈত্য দানব কি অপরাধ করেছে? তাদের আমরা ঘৃণা করি কেন?

অনন্ত। ঈর্ষ্যা দ্বেষ কিসে দেখলি? অর্জ্জুন যখন এ রাজ্যে ভ্রমণ করতে এল, তোরই সঙ্গে ত প্রথমে দেখা হ'ল। কিন্তু তুই তাকে আদর-অভ্যর্থনা কিছুই না ক'রে পথ হ'তে বিদেয় ক'রে দিয়েছিলি। সে তোর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তোর সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করে, তুই মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাস।

উলূপী। তখন তিনি কে আর তুমি কে? তাঁর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ছিল? তখন তুমি দেবতা। তোমার আদেশে আমি চন্দ্রশেখরের পূজা করতে চলেছিলুম। তুমি বলেছিলে—এক মনে চ'লে যাবি, পথে কারও সঙ্গে কথা ক'য়ে সময় নষ্ট করবি নি।

অনন্ত। বেশ ত, তার ফলে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরকে স্বামী পেয়েছিস। কিন্তু আমি কি করেছিলুম—তার আগমন-সংবাদ পেয়ে বহু সম্মানে তাকে গৃহে আনলুম, নানাবিধ উপহার সমেত তুই সর্ব্বনাশীকে দান করলুম, এক বৎসর এ স্থানে অবস্থান করলে, এক দিনের জন্যও অমর্য্যাদা করলুম না।

উলূপী। কিন্তু যেই তাঁর সন্তান হ'ল, অমনি কৌশলে তাঁকে দেশ হ'তে দূরীভূত ক'রে দিলে।

অনন্ত। আমার কৌশল না তার কৌশল? যে কয়দিন অজ্ঞাত-বাসের জন্য এই পার্ব্বত্য প্রদেশে তার থাকার প্রয়োজন ছিল, সেই কয় দিন এখানে রইল। সময়ও উত্তীর্ণ হ'ল—দ্বাদশ বৎসরও পূরে গেল, আর কার্য্যের ছল ক'রে—তুই বোকা মেয়ে তোকে কি ছাই-পাঁচ বুঝিয়ে চ'লে গেল।

উলূপী। তার কার্য্য আছে তাই গেল, তাতে তোমার কি?

অনন্ত। ওই—ওই—মাথামুণ্ড কার্য্যই ত তার অছিলা। তোর মতন বোকা সর্ব্বনেশে ছাড়-হাভাতে মেয়ে না হ'লে বৃদ্ধ বয়সে আমাকে এত দুঃখ ভোগ করতে হয়? বেশ, স্বামীর কার্য্যই যদি আছে জানিস, তবে পথে পথে, বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে তার জন্য কেঁদে কেঁদে মরিস কেন?

উলূপী। কেঁদে কেঁদে মরিস কেন? সে ত তোমারই আচরণে। তোমার ভিতরে যদি সরলতা দেখতে পেতুম, তা হ'লে আমাকে কাঁদতেও হ'ত না, আর তোমার অবাধ্য হ'য়ে আমাকে জীবন কাটাতে হ'ত না। তিনি চ'লে গেলেন, তাঁর ইচ্ছা। তুমি কেন তাঁর সঙ্গে ছেলে পাঠিয়ে দিলে না? এ পুত্রে তোমার অধিকার কি? এ কি পুত্রিকা-সন্তান বভ্রুবাহন? আমি কি তোমার অভিপ্রায় বুঝি নি? পুত্রহীন, স্বরাজ্য রক্ষার জন্য দৌহিত্রের লোভে তুমি আমাকে সমর্পণ করেছিলে। কিন্তু পাছে স্বামী তোমার অভিপ্রায় বুঝে মনোমত কর্ম্ম না করে, তাই তুমি মনের কথা মনে রেখে শাস্ত্রমত কন্যাদান করেছ। যা তুমি আমাকে যৌতুক দিয়েছ—ভগবান আমাকে যা দান করেছেন, সমস্তই

আমার স্বামীর। তুমি আমার স্বামীর ধন এই পুত্রকে অপহরণ ক'রে রেখেছ। এই মহা অকার্য্যের জন্ত আমি অনুতাপ করব না—কাঁদব না?

অনন্ত। বেটী নাগার মেয়ে, বেটীর কি ধর্ম্ম-জ্ঞান! কোথায় আমার বংশধরকে পাঠাব সর্ব্বনাশী। এ কি তোর দ্রৌপদী সুভদ্রার গর্ভজাত সন্তান যে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে আদর পাবে? নাগিনীর গর্ভে জন্মেছে। অর্জ্জুনের অন্তান্ত ছেলে যেখানে পা রাখে, ও সেখানে মাথা রাখতে পারবে না। ওর ভাই অভিমন্যু বাপের বুকে স্থান পাবে, আর তোর ছেলে সেখানে হতাদরে জীবন কাটাবে?

উলূপী। সেখানে দাসত্ব করতে হয় দাসত্ব করবে—ভৃত্যের সেবায় নিযুক্ত থাকতে হয় তাই থাকবে। তবু আপনার ঘর ফেলে তোমার এখানে রাজত্ব করবে কেন?—সেখানে মাথা রাখবার জন্ত ত্রিপাদ ভূমিও ওর গর্ব্ব করবার সামগ্রী।

অনন্ত। আমি ওকে পাঠাব না।

উলূপী। আমিও মণি দেব না।

অনন্ত। না দিস দূর হ'।

[উলূপীর প্রস্থান।

আয় ভাই আমরা যাই। মার দিকে চাইছিস কি? ও বেটী উন্মাদিনী, নে আয়।

ইলা। এ তবে কার বাড়ী?

অনন্ত। তোর—আবার কার! এই অট্টালিকা—সমস্ত ধন—এই নাগরাজ্য, এত প্রজা—এখানকার যা কিছু সব তোর।

ইলা। না, এ তবে কার বাড়ী?

অনন্ত। সে কি কথা ভাই, এ সব যে তোমার।

ইলা। না! ঠাকুর বল্‌লে আমি কর্ম্মবীরের সন্তান—মা বললে কুরুকুলাঙ্গার—তুমি বল্‌লে বাপ অর্জ্জুন—আমার ভাই অভিমন্যু; এ তবে কার বাড়ী?

অনন্ত। এস ভাই, আজ তোমাকে রত্নের ভাণ্ডার খুলে দিই; রাজ্যমধ্যে ঘোষণা ক'রে দিই, আজ হ'তে তুমি এ দেশের রাজা। সকলে এসে তোমার কাছে মাথা দিয়ে ভূমিস্পর্শ করুক। আমি বনের মানুষ বনে যাই।

ইলা। না, এ ত আমার নয়—এ ত আমার নয়! মা, মা কোথায় গেলি?

অনন্ত। সব তোর, আর কারও এ ধনে অধিকার নাই।

ইলা। কেন থাকবে না, আমি কি পুত্রিকা-সন্তান? বভ্রুবাহন? মা, মা কোথায় গেলি।

[প্রস্থান।

অনন্ত। না; এইবারে দেখছি সোনার সংসারে আগুন লাগল!

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাঙ্গণ।

লগন, অনন্ত ও গণকবেশী নারদ।

লগন। কর্ত্তা বিগড়েছে, মেয়ে বিগড়েছে, নাতী বিগড়েছে! মাঝখানে থেকে আবার এক উপসর্গ—কোথা থেকে আবার এক গণককার। না—বিভ্রাট বাধলো দেখছি। যাক্, বাধে বাধুক—আমি কি করব? দুইখানা আসন রেখে চ'লে যাই।

[প্রস্থান।

অনন্ত। দেখ ঠাকুর! মেয়ে ত বহুকাল বিগড়েছে। তার সঙ্গে একমাত্র দৌহিত্র, সর্ব্ব সুলক্ষণ সন্তান—চাঁদের মতন—বুদ্ধিমান—শক্তিমান, সেটাকে পর্য্যন্ত বিগড়ে দিয়েছে।

নারদ। ভাল—তোমার মেয়েকে একবার দেখাও ত।

অনন্ত। একবার দেখ ত ঠাকুর, হতভাগা মেয়ের অদৃষ্টে কি আছে। দেখে যা হ'ক, একটা বিধান কর। যদি মেয়ের মন ভাল ক'রে দিতে পার, তা হ'লে তোমাকে এক হাজার দুধওয়ালা গাই, একশ' আড়া ধান, আর হাজার ভরি সোনা দেব। দাও ঠাকুর, যে কোন উপায়ে মেয়ের মনটা ভাল ক'রে দাও।

নারদ। মেয়ের মন থাকলেই ভাল ক'রে দেব আর যদি না থাকে, তা হ'লে কি করব নাগরাজ?

অনন্ত। একটু খুঁজে পেতে ভাল ক'রে তল্লাস ক'রে দেখলেই জানতে পারবে। তোমরা ঠাকুর অন্তর্যামী, তোমার কাছে কি বেটী মন লুকিয়ে রাখতে পারবে?

নারদ। ভাল—তার কি রাশিতে জন্ম হয়েছে ?

অনন্ত। রাশিতে জন্ম হয়েছে কি ?

নারদ। বুঝতে পারছ না ?

অনন্ত। না।

নারদ। তোমার মেয়ের যে জন্মটা হয়েছে—তা সেটা কোন্ রাশিতে।

অনন্ত। রাশি কি ? মেয়ের জন্ম হয়েছে ত আঁতুড় ঘরে—

নারদ। আঁতুড় ঘরে ত জন্ম হয়েছে। কিন্তু রাশিতে জন্ম হয় নি ?

অনন্ত। আরে গেল, রাশি কি ?

নারদ। আরে গেল, জন্ম যখন হয়েছে, তখন একটা রাশি সে সময় ছিল না ?

অনন্ত। কি বললে ঠাকুর! এ কি তোমার বামুন ক্ষত্রিয়ের আঁতুড় ঘর যে, সেখানে কোথাকার কে—চেনা নেই, শোনা নেই, এক বেটা রাশি এসে থাকবে ?

নারদ। এই মজালে! আর বেশী বোঝাতে গেলে অদৃষ্টে ঠেঙানি আছে দেখছি। না নাগরাজ, আর রাশি থেকে কাজ নেই—চল তোমার মেয়েকে একবার দেখে আসি।

অনন্ত। তুমি পণ্ডিত হ'য়ে এমন কথাটা কি ক'রে কইলে ঠাকুর ?

নারদ। ওটা ভ্রমক্রমে হ'য়ে গেছে নাগরাজ! তোমার মতন বুদ্ধিমানের মেয়ের জন্মসময়ে রাশি—

অনন্ত। রাশি!—ঠাকুর-ঘরের মতন পবিত্র আঁতুড় ঘর। তাতে এক বেটা কি জাত কোথায় ঘর, জানা নেই, শোনা নেই—রাশি।

নারদ। হয়েছে—হয়েছে, বুঝতে পেরেছি, নাও চল, তোমার মেয়েকে দেখিগে।

অনন্ত। চল।

নারদ। ভাল, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

অনন্ত। কর।

নারদ। মেয়ের জন্ম সময়ে একটা নক্ষত্র ছিল ত ?

অনন্ত। একটাও ছিল না। পূর্ণিমার রাত্তির ছিল বটে, কিন্তু চাঁদটি পর্য্যন্ত ছিল না। সমস্ত আকাশ মেঘে ঢাকা, আর কি ছিল, কি না ছিল, তাকি দেখবার সে সময়! সর্ব্বনাশী জন্মগ্রহণ করলেন, আর গর্ভধারিণীকে খেয়ে ফেললেন!

নারদ। জন্মমাত্রেই মাকে খেয়েছে। ও তাই! তা হ'লে ত মেয়ে গণ্ডে জন্মেছে।

অনন্ত। দেখ ঠাকুর, মূর্খ মনে ক'রে যা খুসি তাই ব'ল না। রাজত্ব করছি—আর দু'একখানা পাঁজিপুঁথি পড়ি নি ? মনে করেছ যে, তোমার তামাসা বুঝতে পারি নি। গণ্ডে জন্মাকগে তোমাদের দেশে। আমাদের এ মুর্খের দেশে ছেলেপুলে সব পেটে হয়। আমার মেয়ে সেই পেটেই হয়েছে।

নারদ। যেতে দাও, যেতে দাও। নাও চল, তোমার মেয়েকে দেখাবে চল।

অনন্ত। তাই চল—তাই চল—না না আর যেতে হবে না। ওই উন্মাদিনী আসছে।

নারদ। আহা কি অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা তোমার নাগরাজ!

অনন্ত। অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা ঠাকুর, অপূর্ব্ব সুন্দরী। উন্মাদিনী মা আমার কেশ এলো ক'রে ওই সব পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘোড়ায় চ'ড়ে যখন ছুটোছুটী ক'রে বেড়ায়, তখন মনে হয়, যেন দেবতারা পাহাড়ে ব'সে মেঘে জড়ান চাঁদ লোফালুফি করছে।

(উলূপীর প্রবেশ)

আরে মর, আসতে আসতে থমকে দাঁড়ালি কেন ? ঠাকুরকে প্রণাম কর, তোর মনের দুঃখ-কালিমা যা কিছু আছে ঠাকুরকে বল। ঠাকুর ধুয়ে মুছে তুলে দেবে এখন ?

উলূপী। কি ঠাকুর, আমার দুঃখ দূর করতে এসেছ ?

নারদ। (স্বগতঃ) ভাগ্যবতি, আশীর্ব্বাদ আর কি করব ? সকল আশিসের মূল যিনি, তিনি তোর স্বামীর সহচর। বিশ্বপ্রাণ যাঁরে দিবা-রাত্রি ঘেরে আছে, তারে আর দীর্ঘজীবনের লোভ দেখাব কি ?—হ্যাঁ মা, জ্যোতিষশাস্ত্র-ব্যবসায়ী আমি মানুষের ভাগ্যগণনা ক'রে থাকি। যদি জানতে পারি দুঃখী, যদি বুঝতে পারি অদৃষ্টে রোগ-শোক, বিয়োগ-বিচ্ছেদ আছে, তা হ'লে স্বস্ত্যয়ন মন্ত্র-ঔষধ ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে প্রতীকারের চেষ্টা করি।

অনন্ত। ওর অগণ্য অসংখ্য দুঃখ। ও আর তোমাকে কি বলবে, আর তুমিই বা কোন্‌টার প্রতীকার করবে। তার চেয়ে তুমিই ওর হাত দেখ। দেখে খুঁজে পেতে যে ক'টা দুঃখু আছে বার কর, আর একটা একটা ক'রে প্রতীকার কর।

উলূপী। ভাল ঠাকুর, দেখ ত, ইন্দ্রতুল্য স্বামী যার, জয়ন্ততুল্য সন্তান যার, গিরিরাজ তুল্য পিতা যার, তার মনে কি দুঃখ আছে—দেখ ত ঠাকুর।

নারদ। আচ্ছা দেখছি মা! তোর চতুর্থ স্থানে শুক্র আছে।

অনন্ত। সে কি ঠাকুর, তুমি কি বলছ? মায়ের অঙ্গের এক স্থানে একটা আঁচড় নেই, আর তুমি বললে কি না চতুর্থ স্থানে শুকুর। নে বেটী, হাত গুটিয়ে নে।

নারদ। এই মাটী করলে! নাগরাজ! গোড়া থেকে বাধা দিলে ত আর গণনা করা হয় না।

অনন্ত। আর শুণে কাজ নেই। বিদ্যে তোমার এক কথাতেই বোঝা গেছে।

নারদ। আগে ফলটা শোন, তারপর রাগ করতে হয় কর।

অনন্ত। ফল আছে! ফল আছে!

নারদ। লগ্নে যদি থাকে কাণা ছেলায় পোষে শতেক জনা।

অনন্ত। বল কি, লগ্‌না বেটা কাণা, এ তোমার জ্যোতিষ ব'লে দিয়েছে?

নারদ। এই বুঝলে নাগরাজ, জ্যোতিষের ক্ষমতাটা দেখলে?

অনন্ত। বা রে জ্যোতিষ! বা রে জ্যোতিষ! মেয়ের হাত দেখলে আর চাকর লগ্‌না—সে বেটার চোখের খুঁৎ ধরা পড়ে গেল! ঠাকুর, তোমার জ্যোতিষ ঠাকুরকে একবার আমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিও।

নারদ। র'স, জ্যোতিষ আরও কত কি বলে দেখ।

অনন্ত। বল বল—বা রে জ্যোতিষ! লগ্‌না বেটা কাণা—বা রে জ্যোতিষ!

নারদ। যদি বামনা ফিরে চায়, ঘোড়ায় দোলায় চেপে যায়।

অনন্ত। বা বা! ও উলুপী! ও মা, এ জ্যোতিষ ঠাকুর যে আমায় পাগলা ক'রে দিলে! আজ কাল ঘোড়ায় চড়িস্, তা না হয় কোন রকমে জানতে পেরে বললে, কিন্তু ছেলে বেলায় কবে একবার দোলায় চেপেছিলি, তাও কি না জ্যোতিষ্‌ঠাকুর ব'লে দিলে। ঠাকুর, তুমি হাত দেখা রেখে সেই জ্যোতিষ ঠাকুরকে পাঠিয়ে দাও, আমি আর দেরী করতে পারছি নি। আমি তাকে কুকুর-পিটে খাওয়াব।

নারদ। তবেই জ্যোতিষ ঠাকুরের ভবলীলা সাঙ্গ হ'ল দেখছি। আচ্ছা, আরও শোন—তোমার এই মেয়ের স্বামী দিগ্বিজয়ী বীর। এর এক সন্তান, সে বড় মাতৃভক্ত।

উলূপী। কৈ ঠাকুর, তা ত আমি বুঝতে পারি নি।

নারদ। তুমি পার নি মা, আমি পেরেছি।

অনন্ত। না, এ বেটার জ্যোতিষ আমায় আর টেঁকতে দিলে না। তুই বুঝতে পারিস্‌ নি সর্ব্বনেশে মেয়ে, আমি বুঝেছি। আজকে তার এক কথাতেই বুঝেছি। তুই তাকে আমার হাতে ফেলে বনে বনে ঘুরলি, ছেলেকে বুকে ক'রে মানুষ করলুম, বেটার ছেলে কি না মায়ের এক কথাতেই তেউড়ে গেল! এত সাধ্যসাধনা করলুম, পোষ হ'ল না। মা ছুটল, ছেলেও কি না তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটল।

নারদ। তার পর শোন বাছা, তোমার স্বামী বিদেশে—

উলুপী। তা থাক, তাতে আমার দুঃখ কি?

নারদ। তোমার দুঃখ নয়, কিন্তু তাঁর দুঃখ। পতিবল্লভে। তোমার স্বামীর সর্ব্বদা আকিঞ্চন কি ক'রে তোমার সঙ্গে সম্মিলিত হন—কিন্তু স্বামীর কার্য্যহানি হবার ভয়ে তুমি ভগবানের কাছে নিত্য প্রার্থনা কর, স্বামী যাতে তোমাকে ভুলে যান।

অনন্ত। ওরে বেটী, এই তোমার দুঃখু!

উলুপী। আমি যে নাগনন্দিনী ঠাকুর। তিনি স্বর্গের মানুষ, আর আমি পাতালের। তিনি আলোকময় রাজ্যের রাজা, আর আমি অন্ধকারের চির সহচরী। আমার কথা স্মরণে এলেও যে তাঁকে জ্যোতিহীন হ'তে হবে ঠাকুর!

নারদ। নাগনন্দিনি! তোমার এত প্রার্থনা স্বত্বেও স্বামী তোমার চিন্তা করেন। আর তার প্রতীকারের উপায় হয় না ব'লে, তোমার মনে থাকে থাকে অমঙ্গল চিন্তা ওঠে।

উলুপী। সেটা মিছে ত ঠাকুর?

নারদ। যখন প্রশ্ন তুললে নাগনন্দিনী, তখন আমাকে বল্‌তে হ'ল—সতী তুমি, তোমার মনে যদি একটা চিন্তা ওঠে, সেটা একেবারে অকারণ নয়। তবে তুমি মা, শুধু বীররমণী নও—বীরজননী।

উলূপী। এ কি পুত্র সম্বন্ধে?

নারদ। তোমার পঞ্চম স্থানে রাহু আছে।

অনন্ত। মেয়েকে বোকা পেয়ে যা খুশী তাই বলতে লাগলে দেখ্‌ছি যে। একি ন্যাকামী পেয়েছ নাকি! বার কর—মেয়ের পঞ্চম স্থানে কোথায় রাহু আছে, বার কর। না বার করতে পার্‌লে বুঝেছ, বামুন ব'লে মানব না, বার করতেই হবে। চাঁচা ছোলা অঙ্গ, তুলি দিয়ে রঙ করা, কোথাও কিছু কখন দেখতে পেলুম না—আর বিটলে বামুন এসে না দেখেই, চতুর্থ স্থানে শুক্কুর, পঞ্চম স্থানে রাহু! আচ্ছা রাহু থাকলে কি হয়?

নারদ। নাগরাজ, তোমাকে বলব?

অনন্ত। আমার ইলাবন্তের কি কোন বিপদ আছে?

উলূপী। ইলাবন্তের আর অন্য বিপদ কি পিতা? অভাগ্য তুমি—কালস্বরূপিণী কন্যাকে লাভ ক'রে অবধি তুমি একদিনের জন্য সুখী হ'লে না! আমাকে যে দণ্ডে লাভ করলে, সেই দণ্ডেই পতিব্রতা সতী নাগকুল-লক্ষ্মী আমার জননী, জন্মের মত তোমাকে ত্যাগ ক'রে গেলেন।

অনন্ত। সে আপদ ত চুকে গেছে, তার পর কি?

উলূপী। আমি বৃথা কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিলুম—তোমার কোন কাজ কর্‌তে পারলুম না।

অনন্ত। তোর কোন কাজ করতে হবে না। তুই যেমন স্বামীর চিন্তা নিয়ে আছিস, তেমনি থাক। তার পর কি?

উলূপী। তার পর? তার পর কি বলব? ঠাকুরের কথার আভাষেও বুঝতে পারলে না বাবা!

অনন্ত। আমার ইলাবন্তের কি কোন অমঙ্গল আছে?

উলূপী। তোমার দৌহিত্র-শোক, আর অমঙ্গল কি? কেমন না ঠাকুর?

নারদ। আহা নাগনন্দিনি! এমন সর্ব্বসুলক্ষণা তুমি, তোমার দুর্ভাগ্য! সতী তোমার অদৃষ্টে পুত্রশোক!

অনন্ত। সে কি?

উলূপী। ঠাকুর, এর কি প্রতীকার নাই?

অনন্ত। সে কি? পুত্রশোক? কখনই হ'তে পারে না। ইলাবন্তের শোক!—সইতে পারব না। পুত্রশোক! ও বাবা! একে মেয়ে অমনি অমনি পাগল, তার ওপরে পুত্রশোক! মেয়ে ম'রে যাবে, আমি ম'রে যাব, আমার এত যত্নের স্থাপিত নাগরাজ্য লোপ পাবে।

উলূপী। পুত্রশোক! ঠাকুর, এর কি প্রতীকার নাই?

নারদ। প্রতীকার আছে, প্রতীকার আছে,—ব'স গণনা করি! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! ও মা, প্রতীকার যে তোমার কাছেই আছে!

উলূপী। কি প্রতীকার ঠাকুর, এই মণি?

নারদ। এই মণি! এ সঞ্জীবন-মণির অধি-কারিণী তুমি, তবে আর তোমার ভয় কি! মণি পুত্রকে দাও। এ যার অধিকারে থাকে, যমদণ্ড তার অঙ্গ-স্পর্শে চূর্ণ হয়, তথাপি আহতের জীবন নষ্ট হয় না।

অনন্ত। এখন সব শুন্‌লি ত? বুঝ্‌লি ত? দে, আর পাগলামী করিস নি, মণি আমায় দে। বাঁচলুম—তোর পুত্রের গলায় পরিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

উলূপী। ঠাকুর আর কিছু আছে কি দেখ ত?

অনন্ত। আর কিছু নেই, হাত সরা।

উলূপী। ব'স না, তাড়াতাড়ি কর কেন?

অনন্ত। ঠাকুর, ভগবানের কাছে পুত্রের বর মেগেছিলুম; কি পাপে ভগবান আমাকে এমন রাক্ষসী মেয়ে পাঠিয়ে দিলে বল্‌তে পার?

উলূপী। আর কি আছে বল না ঠাকুর?

নারদ। স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করছ? শুন্‌তে সাহস হবে?

অনন্ত। সে দিকেও বিপদ আছে?

নারদ। আছে—কিছু আছে—মায়ের বৈধব্য-যোগ আছে।

উলূপী। য়্যাঁ, কি বল্‌লে ঠাকুর? কি বল্‌লে ঠাকুর?

অনন্ত। আ হতভাগিনি! বৃথা সংসারে এসেছিলি! ঠাকুর এর কি প্রতীকার নাই?

নারদ। প্রতীকার নারায়ণ জানেন। নাগরাজ! কি বল্‌ব—বল্‌তে মুখে বাক্য আসে না—মা যখন বল্‌তে বল্‌লে, তখন বলি। নাগনন্দিনি! তুমিই হবে স্বামীর মৃত্যুর কারণ—শাস্ত্রমতে তুমিই স্বামিঘাতিনী।

অনন্ত। তা কখন হ'তে পারে না—মিথ্যা কথা—শাস্ত্র মিথ্যা, বেদ মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা। পতিপরায়ণা সতীকুল-শিরোমণি স্বামিঘাতিনী? তা হ'লে চন্দ্র-সূর্য্যের গতি মিথ্যা, জন্ম-মরণ মিথ্যা, সব মিথ্যা।

নারদ। কিন্তু অদৃষ্ট-লিপি মিথ্যা নয়।

উলুপী। পিতা, মণি নাও। স্বামিঘাতিনী আবার পুত্রহন্ত্রী হবে কেন? পিতার অবাধ্য নন্দিনী, তাই বুঝি এই বিষম শাস্তি! মণি নাও, সন্তানের প্রাণ রক্ষা কর। অধম কন্যাকে ক্ষমা কর।

[প্রস্থান।

অনন্ত। কি আগুন জ্বালিয়ে দিলে ঠাকুর! মা মা কোথা যাস—কোথা যাস? কে কোথায় আছ? কালরূপী ব্রাহ্মণকে আবদ্ধ কর—যেতে দিও না।

[প্রস্থান।

—

পঞ্চম দৃশ্য

নগর-প্রান্ত।

ইলাবন্ত ও উলুপী।

ইলা। কোথায় ছুটে চলেছিস্ মা?

উলুপী। অদৃষ্টের গতিরোধ করতে, তার লিখন খণ্ডন করতে।

ইলা। সে কি রকম মা?

উলুপী। সে কথা তুই আর শুনে কি কর্‌বি বাপ!

ইলা। তুই অবলা নারী, তুই যদি না পারিস, আমায় বল্ না, আমি সঙ্গে যাই।

উলুপী। শুনলে মাকে তোর রাক্ষসী জ্ঞান হবে, ঘৃণা হবে। শুনে কাজ নেই, ঘরে যা।

ইলা। আসবি কবে?

উলুপী। বাবা, আর প্রশ্ন ক'র না, আর বেশী কথা ক'য়ো না, সে হৃদয়-বল আমার নেই! তোর সঙ্গে আর এক দণ্ড কথা কইলে কর্ত্তব্য ভুলে যাব। বাপ, মাকে ক্ষমা কর্।

ইলা। তবে কি আর তোকে দেখতে পাব না? তোর কথা শুনে আমার ভয় করছে।

উলুপী। আমার আসা না আসা অদৃষ্টের হাত।

ইলা। বেশ, আমিও তোর সঙ্গে যাই না কেন?

উলুপী। তুই তোর পিতাকে ভালবাসিস্?

ইলা। তাঁকে যে কখন দেখি নি মা।

উলুপী। তবে যে কোন উপায়ে পারিস দেখ্‌গে যা। তাঁরে দেখলে, মায়ের অদর্শন-ক্লেশ ভুলে যাবি। এই রাজ্য-ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ জ্ঞান হবে। তোর বাপ পুত্রজীবনের গর্ব্বের সামগ্রী। তারে দেখলে তোর আর কোন অভাব থাকবে না। আমাকে দেখতে চাস, তাঁর চরণপ্রান্তে চেয়ে থাকিস, দেখার সাধ মিটে যাবে। বাপ, কর্ত্তব্য ভুলে যাচ্ছি—আমায় ছেড়ে দে।

ইলা। হ্যাঁ মা! তুই যে আমার মা!

উলুপী। তবে মায়ের অবাধ্য হচ্ছিস্ কেন বর্ব্বর সন্তান? ঘরে যা, তোর দাদার কাছে মণি রইল, নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাখ। তোর পিতার চরণে আশ্রয় নে। যদি তোর পিতার কখন জীবন যায়, সেই মণি দিয়ে তাঁর প্রাণরক্ষা করিস। আমা হ'তেও যদি তোর পিতার মৃত্যু ভয় অনুমান করিস, আমাকেও হত্যা করতে কুণ্ঠিত হ'স্ নি।

ইলা। তুই আমার পিতাকে মারবি?

উলুপী। তাই অদৃষ্ট-লিপি।

ইলা। তুই স্বামিহত্যা করবি? মিথ্যা কথা। তুই পাগল, ঘরে চল্। আর আমায় পথ ব'লে দে, আমি পিতার কাছে যাই।

উলুপী। সেথায় যা, ভগবানের নাম ক'রে পথ ধ'রে যা, তাঁর কাছে উপস্থিত হবি। কিন্তু দেখিস যেন ভুলিস নি। যদি আমা হ'তেও তোর পিতার জীবননাশের আশঙ্কা দেখিস, তদ্দণ্ডেই—চিন্তার জন্যও মুহূর্ত্তমাত্র সময় নষ্ট না ক'রে—আমাকে হত্যা করবি। পাপ ত হবেই না, মহাপুণ্য হবে! পিতার আদেশে পরশুরাম মায়ের মস্তক ছেদন করেছিল, তথাপি তাকে পাপস্পর্শ করে নি, পরশুরাম নারায়ণ নামে জগতে পূজিত। তোকেও পাপ স্পর্শ করবে না—জগতে পূজা পাবি।

ইলা। ছি! ও কথা মুখেও আনিস নি মা! ও কথা শুনলে পাপ হয়। যেথায় চলেছিস আমায় সঙ্গে নে, মরতে হয় আমিও তোর সঙ্গে মরি।

উলুপী। ছি বাপ, তুই ক্ষত্রিয়সন্তান, অকারণ মরবি কেন? মরতে হয়, পিতার কার্য্য ক'রে মর, অক্ষয় জীবন লাভ হবে। পিতৃপরায়ণের

জীবনের এক দণ্ড ব্রহ্মার সহস্র বৎসর। যা বাবা, তোর দাদার কাছে যা। আমাকে যদি ভক্তি করিস, আমার গতিরোধ করিস নি। (মুখচুম্বন)

ইলা। কোথায় যাবি ?

উলূপী। গঙ্গায় আত্মবিসর্জ্জন করব। দেখব কেমন অদৃষ্ট আমাকে স্বামিহত্যার পাতকিনী করে। [প্রস্থান।

(অনন্তের প্রবেশ)

অনন্ত। এই যে ভাই! এ পথে তোর মাকে দেখেছিস ?

ইলা। তুমি কি তাকে খুঁজতে চলেছ ?

অনন্ত। কোন্ পথে গেছে ?

ইলা। তাকে পাবে না।

অনন্ত। দেখে থাকিস ত শীগ্‌গির বল্ ভাই! পাগলিনীকে ধ'রে আনি।

ইলা। পাবে না।

অনন্ত। সজ্জিত বেগবান্ অশ্ব। কোন্ পথে গেছে জানতে পারলে এখনি তাকে ধ'রে আমি।

ইলা। পারবে না।

অনন্ত। পারি না পারি, আমি বুঝব! তুই কেবল কোন্ পথে গেছে ব'লে দে। মাতৃহত্যা করিস নি, শীঘ্র ব'লে দে।

ইলা। এই পথে গেছে।

অনন্ত। ভাই, এই তোর মণি। (ভূমিতে রাখিয়া) চেয়ে দেখ, এর এ পাশে তোর অমূল্য জীবন, ও পাশে তোর পিতার—কিন্তু স্বয়ং ভগবান তার সহায়। আমি মূর্খ স্বার্থপর বর্ব্বর—আমি কিছু বলতে পারব না। বালক, চিন্তা করবার সময় নেই, শীঘ্র কর্ত্তব্য স্থির কর্।

ইলা। মণি তুমি নাও, নিয়ে মাকে দাও—মা আত্মঘাতিনী হ'তে ছুটে গেছে।

অনন্ত। কিন্তু ভাই তুই যে আমার নয়নের আলো!

ইলা। মণি নিয়ে গেলে যদিও দণ্ড থাকে, রাখলে কিন্তু তোমার চক্ষের পলকে নিভে যাবে। (বাণ গলদেশে প্রদান) শীঘ্র যাও, মাকে পার ত রক্ষা কর।

অনন্ত। তবে আমি চললুম। ফিরি আর না ফিরি, নাগরাজ্যের ভার তোর হাতে সমর্পণ করলুম। রাখতে হয় রাখিস্, বড় অন্বর হাতে সমর্পণ করতে হয় করিস। আমি মন্ত্রী, সেনাপতি, অমাত্য-বর্গ, সবাইকে ব'লে গেলুম। [প্রস্থান।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। নাগরাজ! চ'লে যাচ্ছ, গরীব ব্রাহ্মণের বন্ধনটা মোচন ক'রে দিয়ে যাও।

ইলা। তোমায় কে বেঁধেছে ঠাকুর ?

নারদ। এই যিনি নাগরাজ।

ইলা। আমিই এখন নাগরাজ।

নারদ। তা হ'লে বাঁধনটা পাকাপাকি।

ইলা। ঠাকুর, তোমায় চিনেছি। একবার মণি দিয়ে ভুলিয়ে পাঠিয়েছ, আবার কি কৌশলে আমার ঘাড়ে রাজ্য দিয়ে ভোলাতে এসেছ ঠাকুর ?

নারদ। তোমার অদৃষ্টের ফলে তুমি রাজা হ'লে আমি কি করব নাগরাজ ?

ইলা। মা উন্মাদিনী ছুটে গেল, দাদা উন্মাদের মত ছুটে গেল, আমি এ দারুণ বিয়োগে কোথায় কাঁদব, না মাথা তুলতে দেখি, মাথায় বিষম রাজ্য-ভার! এ কি লীলা দেখাচ্ছ ঠাকুর ?

নারদ। আমি কি দেখাই ভাই, লীলাময়ের ইচ্ছা, বাধ্য হয়ে আমায় দেখাতে হয়।

ইলা। বেশ, তবে লীলাময়ের ইচ্ছাধীন হয়ে আমিও বলি—সে লীলাময়ের মণি, লীলাময়কে ফিরিয়ে দিও। আমায় আর কোন মণি দিতে বল। ব'লে দাও ঠাকুর, কি মণির অধিকারী হ'য়ে দৈত্যকুলনন্দন প্রহ্লাদ শৈলশিখর হ'তে পতিত হয়ে, অজগর-মুখে মস্তক সমর্পণ ক'রে, অনলে, সাগরজলে, হস্তিপদতলে আত্মরক্ষা করেছিল ? ব'লে দাও, কি মণির অধিকারী হ'য়ে সে সমস্ত দৈত্যকুলে প্রাণ ছড়িয়ে ছিল, ? কেবল একজনের জীবন-রক্ষা হয়, এমন তুচ্ছ মণি দিয়ে আমায় ভোলাতে এসেছ ? শীঘ্র ব'লে দাও, নতুবা তোমার বন্ধন মোচন হবে না। (পদধারণ)

নারদ। আয় ভাই—আয় তোরে দান করি। সে মণিতে বিশ্বস্তরের ভার। আমি একা বইতে পারি না। তার প্রভায় আমার হৃদয় ঝলসে গেল, আমি একা সামলাতে পারছি না।

ইলা। কৈ দাও।

নারদ। সে মণি হাতে দেবার নয়। কান দিয়ে প্রবেশ করিয়ে হৃদয়ে গোপনে স্থাপন

করতে হয়। নে হাঁটু গেড়ে ব'স। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁর আলোকে উদ্ভাসিত, আয় বালক, আজ সেই মণি তোকে দান করি। (মন্ত্র প্রদান) কি ভাই, মণির গুণ অনুভব কর্‌তে পার্‌ছিস্?

ইলা। কি নাম শুনালে, কি মধু ঢালিলে,
কি প্রেমে জাগালে প্রাণ।
কি কদম্ব বনে, কোন্ সমীরণে,
কি লহরে কি মধুর গান॥
গানে রূপে মেলি, অধরে মুরলি,
কি মধুর চারু ত্রিভঙ্গ।
মেঘের উপরে কিবা ও দুটি কমল গো
সদাই করিছে কত রঙ্গ॥
ভালে কি চন্দন চাঁদ ভুবন মোহন ফাঁদ
আঁধারে করিয়া আছে আলা।
অঙ্গদ বলয় হার মণি কুণ্ডল
চরণে নূপুর করে খেলা॥

ভুবনের ভিতর কি আর দেশ পেলে না ঠাকুর! তাই ঘুরে ঘুরে অজ্ঞানান্ধকারে ভরা এই বর্ব্বরের দেশে এসে উপস্থিত হয়েছ? এই দীন অকিঞ্চন বন্ত বালক কি এমন সুকৃতি করেছিল যে, পৃথিবীর লোকের মধ্য হ'তে তাকে খুঁজে, তার অর্দ্ধগঠিত হৃদয়-পেটিকায় এই অমূল্য মণি স্থাপিত ক'রে দিলে? ঠাকুর। রাখতে পারব কি—এ ধনের মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারব কি?

নারদ। আদরের সামগ্রী তুই অনেক দূরে প'ড়ে আছিস। পতিতের উদ্ধার করাই যে তাঁর ব্রত ভাই! তাই বুঝি সব কাজ ফেলে এখানে ছুটে এসেছি। তাই বুঝি সব যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রের আবেদন অগ্রাহ্য ক'রে, এ মণি তোর হৃদয়-ভাণ্ডারে লুকিয়ে রাখতে এসেছি। ইচ্ছা-ময়ের ইচ্ছা—কেন এলুম, কেন দিলুম—আমার বলবার সাধ্য কি? তবে এই মাত্র তোকে বলতে পারি, ভীষণ দস্যু রত্নাকর পোড়া উদরের জন্ত ব্রহ্মহত্যা করতে গিয়ে যদি রাম নাম পায়, মাতৃরক্ষার জন্ত পশুবধ করতে গিয়ে তুই কৃষ্ণনাম পেতে পারিস না?

ইলা। এখন কি করব আদেশ কর।

নারদ। ইচ্ছাময় যা করতে আদেশ করবে তাই করবে। তোমার পিতা মহামতি অর্জ্জুন। তাঁর অন্তরে-বাহিরে কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের আদেশ ভিন্ন অঙ্গুলিটি পর্য্যন্ত সঞ্চালন করেন না। এখন ভাই তুমি গৃহে প্রবেশ কর, আমার কার্য্য নিষ্পন্ন হ'ল, আমি চ'লে যাই।

[প্রস্থান।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। মহারাজ, বৃদ্ধ নাগরাজ রাজ্য আপনাকে দান ক'রে চ'লে গেছেন। আপনি এখানে, সিংহাসন শূন্য। এসে সিংহাসনে উপবেশন করুন। যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হ'ন।

ইলা। সিংহাসন! সিংহাসন আমার? মন্ত্রি! নাগরাজ্যে কি আর কেউ নেই যে, এই সিংহাসন গ্রহণ করে?

মন্ত্রী। থাকবে না কেন—দানের সময়েই আত্মীয়ের অভাব হয়, গ্রহণের সময় থাকবে না কেন? সহস্র ব্যক্তি গ্রহণের জন্ত উপস্থিত হবে।

ইলা। সেই সহস্রের মধ্যে যে ব্যক্তি সকলের চেয়ে যোগ্য, মন্ত্রিবর তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি আর রাজ্য গ্রহণ করতে অভিলাষ করছি না।

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। সে কি মহারাজ! এ বিষম আদেশ কেন?

ইলা। আপনি কে মহাশয়?

মন্ত্রী। এ কি, পুণ্ডরীক!

পুণ্ড। ক্ষত্রিয়-সন্তান তুমি, এই দুর্ব্বল বিট্‌লে বামুনের মতন এক স্থানে ব'সে মালা ঠকঠকি কি তোমার কাজ? ক্ষত্রিয়-সন্তান ক্ষত্রিয়ের কার্য্য কর, রাজ্য গ্রহণ কর, রাজর্ষি হও। পালনের সময় প্রজা-পালন কর, যুদ্ধের প্রয়োজন হ'লে যুদ্ধ কর, প্রতি কোদণ্ডটঙ্কারে হরিনাম উচ্চারিত হ'ক—তোমার শরাসন-নিক্ষিপ্ত বাণমুখে অবিরল হরিনাম-রস নির্ঝরিত হ'ক। হরি হরি! নারায়ণ, বড় আশঙ্কায় আসছিলেম। মা উলূপীর সন্তানকে আজ জীবনে প্রথম দেখব। কি দেখব—কেমন দেখব—বড় উদ্বেগে আসছিলেম নারায়ণ! কিন্তু কৃপাময়, বড় আশঙ্কা দূর করেছ। আমাকে এখানে এনে হরিপরায়ণ দেখিয়েছ।

মন্ত্রী। কি সংবাদ পুণ্ডরীক! তৃতীয় পাণ্ডবের কুশল?

ইলা। পুণ্ডরীক! আমার মায়ের ধর্ম্মপুত্র, আমার ভাই পুণ্ডরীক! তোমার কথা মায়ের কাছে শুন্‌তে পাই, কিন্তু তোমায় দেখ্‌তে পাই না কেন ভাই?

পুণ্ড। তোমার মাতামহ তোমার মা'র বিবাহ-সময়ে যৌতুকস্বরূপ আমাকে তোমার পিতা মহাবীর অর্জ্জুনের হস্তে সমর্পণ করেছিলেন। সেই আমি তাঁর নিত্য সহচর। এখন আবার তোমার সহচর হ'তে তোমার পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়েছি। মহারাজ! কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের ঘোর সমরের আয়োজন। সমস্ত পৃথিবীর বীর সেখানে একত্র হয়েছে। তোমার পিতা নাগরাজের কাছে সাহায্য প্রার্থনার জন্য আমাকে প্রেরণ করেছেন।

ইলা। মন্ত্রীবর! সৈন্যগণকে প্রস্তুত হ'তে আদেশ কর, আমি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে গমন কর্‌ব।

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা মহারাজ।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(রণবাদ্য ও কোলাহল)

চিত্রাঙ্গদা ও সেনাপতি।

চিত্রা। আমার রাজ্যপ্রান্তে এ কিসের কোলাহল সেনাপতি?

সেনা। নাগরাজকুমার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে মণিপুরে আসছেন।

চিত্রা। নাগরাজকুমার ইলাবন্ত?

সেনা। আজ্ঞে হাঁ।

চিত্রা। শীঘ্র প্রত্যুদ্গমন ক'রে তাঁকে নিয়ে এস।

সেনা। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

চিত্রা। আমার সন্তানের মত ওই এক হতভাগ্য। আমার ন্যায় স্বামিপরিত্যক্তা অভাগিনী উলূপীর গর্ভজাত সন্তান। বড়ই দুঃখ, এমন সন্তান আমরা গর্ভে ধরেছিলুম যে, জন্মাবধি তারা পিতৃহীনের ন্যায় অবস্থান করুছে। অথচ তাদের পিতা নরশ্রেষ্ঠ পরম ধার্ম্মিক বিশ্ববিজয়ী গাণ্ডীবী।

(সেনাপতি ও ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলা। মা! সন্তান আমি পদপ্রান্তে প্রণত হই।

চিত্রা। দীর্ঘজীবী হও পুত্র! তোমার যশঃ-সৌরভে মেদিনী পুলকিত হ'ক।

ইলা। মা! অধিকক্ষণ আপনার শ্রীচরণ-দর্শন-সৌভাগ্য ভোগ কর্‌তে পার্‌ব না। পিতৃ-কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে, আমি সসৈন্যে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ কর্‌তে চলেছি। সেখানে কুরুপাণ্ডবে যুদ্ধ বেধেছে। আমি বালক। এইরূপ ভীষণ যুদ্ধে যোগদান আর কখনও আমাদের ঘটে নি। মা আমার গৃহে নাই, মাতামহ আমাকে রাজ্য দিয়ে দেশত্যাগী হয়েছেন। নিকটে একমাত্র ইষ্টদেবতা তুমি। তাই মা, তোমার আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছি।

চিত্রা। তোমার মা আমার ভগিনী উলূপী?

ইলা। তিনিও কি জানি কি মনের দুঃখে গৃহত্যাগ করেছেন!

চিত্রা। তা করুন, তথাপি তিনি আমার চেয়ে শতগুণ ভাগ্যবতী। যাও বৎস, তুমি যুদ্ধে তোমার পিতার সহায় হয়ে গৌরব লাভ কর। সেনাপতি! তুমি অগ্রসর হ'য়ে এঁকে দেশের প্রান্ত পর্য্যন্ত রেখে এস।

[সেনাপতি ও ইলাবন্তের প্রণাম ও প্রস্থান।

আহা, কি সুন্দর বালক! দেখে হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌ল। আর অধিকক্ষণ কথা কইতে সাহস কর্‌লুম না। ভগিনী উলূপী! জানি না কি দুঃখে তুমি পুত্র ফেলে সংসার-ত্যাগিনী হয়েছ। কিন্তু আমার চক্ষে তোমার অবস্থা আমা হ'তে শতগুণে উৎকৃষ্ট। আজ তোমার পুত্র পিতার কাছে মর্য্যাদা প্রাপ্ত হ'ল, আর আমার কি হ'ল? উঃ! মনে কর্‌লে বুকে শেল বেঁধে! আমার নিজের পাপে, পুত্র সর্ব্বগুণসম্পন্ন হয়েও তার বাপের চক্ষে পর, পুত্রের অধিকারে বঞ্চিত। উঃ! এর চেয়ে যাতনা, এর চেয়ে দুঃখ কি আর আছে?

রাজ-তোরণ।

(বভ্রুবাহনের প্রবেশ)

বভ্রু। হাঁ! মা! ও কে মা, বহু সৈন্য নিয়ে আমার রাজ্যের সীমান্ত দিয়ে চ'লে গেল?

চিত্রা। তোমার ভাই—নাগরাজেশ্বর ইলাবন্ত।

বভ্রু। আমার ভাই! সে কি রকম মা?

চিত্রা। তোমার পিতার ঔরসে, নাগকন্যা তোমার মা উলূপীর গর্ভে ওর জন্ম।

বভ্রু। যাচ্ছে কোথায়?

চিত্রা। তোমার পিতার কাছে। কুরুক্ষেত্র সমরে, তোমার পিতার সহায় হ'তে।

বভ্রু। তবে আমি রয়েছি কেন?

চিত্রা। তুমি তো নিমন্ত্রিত হও নি।

বভ্রু। ও কি নিমন্ত্রিত হয়েছে?

চিত্রা। নিশ্চয়—নইলে যাবে কেন?

বভ্রু। এমন কেন হ'ল? সে-ও ছেলে, আমিও ছেলে—সে নিমন্ত্রণ পেলে, আমি পেলুম না কেন?

চিত্রা। তুমি পুত্রিকা-সন্তান। তোমার উপর তোমার বাপের কোন অধিকার নাই।

বভ্রু। এমন নিকৃষ্ট নিয়মে দান করেছিলেন কেন?

চিত্রা। আমার পিতার পুত্র ছিল না। প্রতিষ্ঠিত রাজ্যরক্ষার লোভে তিনি এই কাজ করেছিলেন—তুমি তোমার মাতামহের পুত্রস্থানীয়।

বভ্রু। তা হ'লে তোমার উপরেও আমার পিতার কোন অধিকার নাই?

চিত্রা। সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

বভ্রু। তবে তুমি এখানে কেন?

চিত্রা। পুত্রস্নেহের বশীভূত হয়ে তিনি আমাকে রেখে গেছেন। এই অভাগিনী চিত্রাঙ্গদা বালক মণিপুরপতির ধাত্রীমাতা। পূর্ণমাতৃত্বে তার অধিকার নেই।

বভ্রু। মা, আমি কি অভাগ্য।

চিত্রা। তাতে আর সন্দেহ আছে!

বভ্রু। তা হ'লে পিতার সঙ্গে এ জন্মে আর আমার দেখা হচ্ছে না?

চিত্রা। ভগবান জানেন।

বভ্রু। তোকে দেখতেও কি তিনি একবার এ পথে আসবেন না।

চিত্রা। কৈ এত দিন ত এলেন না।

বভ্রু। সে কত দিন মা?

চিত্রা। ষোল বৎসর, তখন তুমি সূতিকাঘরের শিশু।

বভ্রু। হ্যাঁ মা, যখন পিতা চ'লে যান, তখন কি তিনি আমার পানে চেয়েছিলেন?

চিত্রা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর দু'গণ্ড ব'য়ে দরধারা ছুটে গিছ্‌ল।

বভ্রু। আমি কি চেয়েছিলুম?

চিত্রা। কি জানি কি বুঝে সেই ক্ষুদ্র সূতিকা-গৃহের শিশুও বিস্ফারিত নেত্রে তাঁর মুখের পানে চেয়েছিলে।

বভ্রু। ভগবানের কি অন্যায় মা! জন্মের সঙ্গে জ্ঞান দেয় না কেন?

চিত্রা। জ্ঞান হয়ে সে মুখ দেখ্‌লে, এত দিনের বিচ্ছেদে ম'রে যেতে। আমি শুধু তোমার মুখ দেখে বেঁচে আছি।

বভ্রু। নাই বা নিমন্ত্রণ পেলুম, আমি যাই না কেন?

চিত্রা। ছি! রাজধর্ম্ম তা' নয়। তা হ'লে পরাধীনতা স্বীকার করতে হয়। বিনা নিমন্ত্রণে গেলে মণিপুর-রাজ্যের অপমান হবে।

বভ্রু। তা হ'লে পিতা ভুলক্রমে যদি কখন এ রাজ্যে পদার্পণ করেন, তবেই দেখা, নইলে এ জীবনে আর সেটা ভাগ্যে ঘটছে না?

চিত্রা। ভুলক্রমে এত দূর আস্‌বার সম্ভাবনা ত দেখি না।

বভ্রু। তোমাকে দেখ্‌তে?

চিত্রা। বালক! জীবনের বহু দিন অতিবাহিত ক'রে দিয়েছি, আশার প্রবল প্রবাহে পলকে-পলকে উত্থিত ও নিপতিত হয়েছি। এখন নিরাশায় অবসাদে সুখী আছি। জননীত্বে অধিকারিণী নই, এত কাল তোমাকে পালনও ত করেছি। তার এ পুরস্কার কেন? এ বিষম শত্রুতা কেন? তুমি আর তাঁর আসবার কথা তুলো না।

বভ্রু। ছি ছি! শুনেছি, পিতা আমার বিশ্ব-বিজয়ী বীর, তাঁর এ নিকৃষ্ট পণে তোমাকে গ্রহণ ভাল হয় নাই।

চিত্রা। বিধিলিপি। এ সর্ব্বনাশীর বিষম রূপ, সেই দিগ্বিজয়ী বীরের হিমালয়ের তুল্য উচ্চ মস্তক অবনত করেছিল।

বভ্রু। আহা মা, তখন নিষেধ কর্‌লি নি কেন?

চিত্রা। তা কর্‌লে, আমার এত দুঃখ কেন? রাজনন্দিনী, এমন মাতৃভক্ত সন্তানের জননী, তোর সম্মুখে আমি দাসীর ন্যায় অবস্থান কর্‌বো কেন? পার্থ, বভ্রুবাহন, পার্থ, সেই মহাপুরুষ প্রাপ্তির

আকিঞ্চনে আমিও জ্ঞানশূন্যা,—পরিণাম দেখ্‌তে ভুলে গিছলুম।

বভ্রু। হ্যাঁ মা, ভগবানকে ডাকলে কি এর উপায় হয় না?

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। খুব হয়—ডাকতে পারলেই হয়—ভগবানকে ডাকলে উপায় হয় না!

বভ্রু। আপনি কে ঠাকুর?

নারদ। পরে বলছি। আগে প্রণামাদি কার্য্য যেগুলো তোমাদের আছে, সেগুলো সেরে নাও। রাজা তুমি, আত্মহারা হ'তে আছে? (উভয়ের প্রণাম) মনস্কামনা সিদ্ধ হ'ক।

চিত্রা। বর যে একেবারে হাতে ক'রে এসেছ দেখ্‌ছি ঠাকুর! এ বিষম কামনা কি পূর্ণ হবে?

নারদ। হওয়া ত উচিত, নইলে বরাময়ের নামে কলঙ্ক স্পর্শ করবে যে!

বভ্রু। বলেন কি ঠাকুর! সিদ্ধ হবে?

নারদ। যাঁর স্মরণে ভববন্ধন মোচন হয়, তাতে তুচ্ছ সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হবে না! ভুলের রাজা তিনি, ছুঁচের ভেতর দিয়ে হাতী প্রবেশ করাচ্ছেন, ভেলা দিয়ে সাগর পার করাচ্ছেন, বাকী রাখছেন কি? এত ভুলের ভেতরে—হ্যাঁ মণিপুর-রাজনন্দিনী—তোমার স্বামীর মাথায় কি তিনি একটা ভুল ঢুকিয়ে দিতে পারেন না? এ দিকে তাঁকে আন্‌তে পারেন না?

চিত্রা। এখনও জ্ঞানে আছি, পাগল কর কেন ঠাকুর?

নারদ। আর মা, বিশ্বব্যাপার দেখে নিজে পাগল হয়ে গেছি, কাজেই দু'এক জন যদি সঙ্গীটঙ্গী পাই, তাই লোক খুঁজে বেড়াই। ওটাতে মা আমার একটা কিছু বিশেষ আমোদ আছে।

বভ্রু। আমায় পাগল করতে পার ঠাকুর?

নারদ। তুই তো পাগল হ'য়েই আছিস্ ভাই, তোকে আর পাগল করব কি?

বভ্রু। না ঠাকুর, জ্ঞানের শেল হৃদয়ে দারুণ বিঁধেছে, অস্থিমাংস পর্য্যন্ত ছিন্ন-ভিন্ন করছে। জ্ঞান থাকলে বাঁচবার সাধ পর্য্যন্ত মিটে যাবে। ঠাকুর, আমায় পাগল কর।

নারদ। মিছে কথা ক'স কেন? পুরো-পাগলের মতন কথা কইছিস্, তোর আবার জ্ঞান কোথা? তোর বাপ পাগল, তোর বাপের চির সহচর একটা বদ্ধ পাগল, এ বেটী পাগল, পাগ্‌লা-গারদ থেকে বেরিয়েছিস্, তোর জ্ঞান থাকবার যো-টি কি?

বভ্রু। না ঠাকুর পূরো জ্ঞানে আছি, কিন্তু আর এক দণ্ডও থাকতে ইচ্ছা নেই! ঠাকুর যে দেশে আত্মসংযমী মহাপুরুষ, একটা তুচ্ছ রমণীর লোভে সন্তানকে বিক্রয় করে, সে দেশে জ্ঞান রাখতে চাই না। ঠাকুর, দয়া ক'রে আমায় পাগল কর।

চিত্রা। নরাধম বালক! অদৃষ্টের নিন্দা কর্, পিতৃনিন্দা কেন?

বভ্রু। ঠাকুর! দয়া ক'রে যদি দর্শন দিলেন, তা হ'লে আপনার এই দাসের গৃহে শ্রীচরণ অর্পণ ক'রে তাকে কৃতকৃতার্থ করুন।

নারদ। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই কথাই ভাল, সেই কথাই ভাল! বা, বা—ছুটোতেই অর্জ্জুনের ছাঁচে ঢালা। নে ভাই, চল্ চল্।

[প্রস্থান।

—

সপ্তম দৃশ্য

গঙ্গাতট।

উলূপী।

উলূপী। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, চারিদিকে দেবতার হাহাকার! আমার অন্ধকারময় হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেবতার যাতনা ছুটে আসছে, বুঝেছে আমি স্বামিঘাতিনী। স্বামিঘাতিনীর দর্শন অসহ্য, তাই অট্টহাস্যে আকাশ জ'লে উঠেছে। অগ্নিময় প্রভঞ্জন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ধূলিকণা, বিস্ফুলিঙ্গ উত্তপ্ত অঙ্গার, অগ্নিকুণ্ড ব্রহ্মকমণ্ডলু, মা সুরধনী তোর জলেও শীতলতা পেলুম না! তোর জলে মৃত্যু হ'ল না! —কোথা যাই? অন্তত্র আত্মহত্যার মহাপাপ, কি ক'রে ভীষণ পরিণামের প্রতীকার করি?

[প্রস্থান।

(গঙ্গা ও ভবর প্রবেশ)

ভব। মা! মা! ভীষ্ম আর ইহজগতে নেই।

গঙ্গা। বলিস্ কি বাপ? ভীষ্ম নাই? মিথ্যা কথা উন্মত্ত সন্তান। অমর জীবন ল'য়ে তোরা সাত ভাই, নরদেহে ভীষ্ম মোর অমরত্বে ভরা—কার সাধ্য তার জীবন নষ্ট করে? ক্ষত্রকুলান্তক রাম ভীষণ ভার্গব—তার গর্ব্ব খর্ব্বকারী সন্তান আমার—সমরে অজেয়, ইচ্ছামৃত্যু—সেই ভীষ্ম নাই! মিথ্যা কথা উন্মত্ত সন্তান।

ভব। ওই দেখ মা, তোমার আর ছয় পুত্র একত্র ব'সে আছে। নয়নাম্বুরাশিপাতে তোমার কলেবর পূর্ণ করেছে। বাক্যহীন নিশ্চল নিথর—নীরবে প্রতীকার প্রার্থনা করছে! মা মা! অধর্ম্ম-যুদ্ধে কুন্তীর নন্দন তোমার সে অজেয় পুত্রকে নিহত করেছে। মা জাহ্নবী, প্রতীকার ভিক্ষা করি।

গঙ্গা। কৈ পুত্র, সাত ভাই এলি, সে আমার কোথা? কোথা দেবব্রত? ধরায় প্রেমের স্মৃতি, আমার প্রিয়তম সন্তান, শান্তনুনন্দন কৈ? এনে দে—এনে দে!

ভব। সমস্ত জগতে যাতনা, দেবতারা ভীষ্ম-শোকে উন্মাদ, আর তুমি নিদ্রালসা! ওঠ মা, জাগ মা, উঠে সে যাতনা বুকে নাও। তারকা ফুটুক, চাঁদ উঠুক, জগতের মুখে আবার হাসি আসুক; তোমার হৃদয়ের বিষাদ-প্রতিবিম্ব সংসারে প'ড়ে সংসারকে আঁধার করেছে। পুত্রশোক যোগ্যস্থানে আশ্রয় পাচ্ছে না। মা! তোর জিনিষ তুই নে—শীঘ্র নে—সুরধুনী শীঘ্র নে।

গঙ্গা। পুত্রশোক! অস্থির হয়েছি পুত্র, দাঁড়াবার শক্তি নাই। জলরূপিণী আমি, শোকানলে সে জল পর্য্যন্ত জ্ব'লে উঠেছে। দেখ্, ভব, দেখ বাপ, জাহ্নবী তাকিয়েছে। উঃ! পুত্রশোক! বিষ্ণুপদের আবরণেও সে শোক নিবারিত হ'ল না। জন্ম হ'তে ধারাস্রোতে ধরণীতে আমি শান্তি বিলিয়ে আস্‌ছি! সেই, সেই আমি জ্বালাময়ী। পুত্রশোক!

আপনি যেখানে নারায়ণ, সুদর্শনে
অস্তি বক্ষে মাতৃভূমি আছে আচ্ছাদিয়া,
পিনাকী ত্রিশূল হস্তে কি রাত্রি কি দিবা
জ্ঞানের দুয়ারে যার সর্ব্বদা জাগ্রত,
তারো পুত্রশোক? ব্রহ্মা কমণ্ডলু মাঝে,
যে আমারে সযতনে বিশ্বের পীড়ন
হ'তে রাখে লুকাইয়া, সেই মোরে হবে
পুত্রশোক? বক্ষের উপরে যার
অনন্ত আকাশ, ভেদিয়া বিপুল বিশ্ব
চালে সুধাধারা, তারো পুত্রশোক? ভব!

ভব। পুত্রশোক কি ভীষণ! কি দুর্জ্জয়!
ভব। মা গো, প্রতিশোধ চাই—
গঙ্গা। প্রতিশোধ? দিব
প্রতিশোধ! হত পুত্র অন্যায় সমরে,
বিনা দণ্ডে রবে অপরাধী? তবে শোন্
দুরাত্মা অর্জ্জুন! অন্যায়ে যেমন মোরে
দিলি পুত্রশোক, হরিলি গুরুর প্রাণ,
সেই পাপে রৌরব নরকে হ'ক স্থান।

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। এ কি দৈববাণী? কার কথা? কে গা? কে বল্লে?

ভব। মায়ের মতন রূপরাশি, এই ঘোর অন্ধকারে কে তুমি মা উন্মাদিনী?

উলূপী। কে তুমি? নারী? বজ্র-নির্ঘোষের মতন আমার স্বামীর মরণ-গান নারীকণ্ঠ থেকে বহির্গত হ'ল?

গঙ্গা। তোমার স্বামী? কে তুমি?

উলূপী। আবার কে? আমার স্বামী অর্জ্জুন, সেই আমার পরিচয়, আবার পরিচয় কি? ছি ছি! এত রাগ! এত প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি! শোকের মিষ্টতা নষ্ট ক'রে ফেল্লি, নারীজন্মে ঘৃণা ধরালি বেটি!

ভব। আমার মা ত্রিতাপহারিণী। মা ক্রোধের বশে অভিসম্পাত করেছেন, মায়ের আমার অমর্য্যাদা ক'র না।

উলূপী। ত্রিতাপহারিণী? জাহ্নবী? তোর বুকে আমি জুড়াতে এসেছিলুম। মরীচিকা—দেবতায় দানবের আচরণ—মরীচিকা!

গঙ্গা। নাগনন্দিনী, তোমার স্বামী আমার পুত্রহত্যা করেছে।

উলূপী। তোর আট ছেলে, তার একটা গেছে, আমি এক পুত্রের বিষম আকর্ষণ ছিন্ন ক'রে চ'লে এসেছি—যা শুধু স্বামীর জন্য, সে স্বামীকে আমার এমন সর্ব্বনেশে শাপ দিলি? তুলে নে—উপায় থাকে ত এখনি তুলে নে।

গঙ্গা। পাগলিনি! পুত্রের এক নেই, আট নেই, মূর্খ নেই, পণ্ডিত নেই, বালক নেই, বৃদ্ধ নেই; পুত্র একে সহস্র, সহস্রে এক। পুত্রবিয়োগের মর্ম্ম বুঝিস নি, তাই সাহস ক'রে এত কথা কইতে

পেয়েছিস। যা, ঘরে যা, ভগবানের কাছে সেই একমাত্র পুত্রের দীর্ঘজীবন কামনা কর, যেন তাকে পশ্চাতে রেখে আগে যেতে পারিস্।

উলূপী। সেই এক, একে সহস্র। আমার পুত্রের জীবন নিলেও যদি আমার স্বামীর শাপ-বিমোচন হয়, তা হ'লে জাহ্নবী পুত্র নে, স্বামীকে আমার রক্ষা কর।

গঙ্গা। তুই পাগল, তোর সঙ্গে আমি বৃথা তর্কে সময় নষ্ট করতে পারি না, আয় ভব, আমরা যাই।

উলূপী। দ্বিচারিণী তুই! স্বামীর মর্ম্ম বুঝবি কি? মহেশ্বর তোরে যত্ন ক'রে মাথায় তুলে জটায় বেঁধে রেখেছে, তুই যখন সেই স্বামীর মর্য্যাদা রাখতে পারিস নি, তখন তোর কাছে আমি আর কি উত্তরের আশা করি? যা, দূর হ'য়ে যা। পুত্র-লোভিনি! মৃত-পুত্রের স্থান পূর্ণ করবার জন্ম শান্তনুর মতন আর কোন রাজার সন্ধান কর।

(উলূপী প্রস্থানোদ্যত)

গঙ্গা। (ধরিয়া) স্বামীপরায়ণা কামিনী, তোর বাক্যে আমি পরম তুষ্ট হয়েছি।

উলূপী। মা, ক্রোধ সংবরণ কর, স্বামীকে আমার রক্ষা কর। (নতজানু)

ভব। সতী, দেবতায় অধর্ম্ম স্পর্শ করে না। দেবতাই কি, আর দানবই কি, প্রকৃতির নিয়মের বশীভূত হ'য়ে সকলেই আপন আপন কার্য্য করে। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা মানব, আমি করেছি বলতে গিয়ে গুণদোষের ভাগী হয়। দেবতা কার্য্যের কারণ প্রকৃতিকে নির্ণয় করে ব'লে কার্য্যাভিমান তাকে স্পর্শ করে না।

গঙ্গা। মা! ভগবদিচ্ছায় আমি শান্তনুকে বরণ করেছি, ভগবদিচ্ছায় আমি অষ্টবসুর জননী। দেবতার ক্রোধ প্রকৃতির ক্রিয়া। বুঝে দেখ মা, এ আমার ক্রোধ নয়। অন্যায় সমরে গুরুহত্যা—মহাপাপ। ফল তার নরক, বিধির বিধান।

উলূপী। প্রায়শ্চিত্ত নাই?

গঙ্গা। রক্তপাতের প্রায়শ্চিত্ত রক্ত। পুত্র-হস্তে যদি কখন অর্জ্জুনের বিনাশ হয়, তবেই তার মুক্তি—মুক্তির অন্য উপায় আর নাই।

উলূপী। মা পতিতপাবনি! নন্দিনী অপরাধ করেছে, ক্ষমা কর।

গঙ্গা। সত্য বাক্য অতি তীব্র হ'লেও তাতে অপরাধ স্পর্শ করে না। সতী তুমি, পুরস্কারের যোগ্যপাত্রী, ক্ষমা কি? কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হ'ক। তোমার সহায়তায় স্বামী অক্ষয় স্বর্গ লাভ করুক।

[ভব ও গঙ্গার প্রস্থান।

উলূপী। বিধিলিপি খণ্ডন করি, আমার সাধ্য কি? স্বামিহত্যাভয়ে যেই আমি ক্ষণপূর্ব্বে আত্ম-হত্যা করতে জাহ্নবীতীরে এসেছি, সেই আমি স্বামীর মরণকামনা ক'রে জাহ্নবীতট হ'তে ফিরে চললেম। মৃত্যু শিয়রে—ফিরিয়ে দিলেন। বা রে বিধিলিপি! মনে দুঃখ নাই, হৃদয়ে কম্পন নাই, মহাপাপের ভয় নাই! বিধবা হবার এত লোভ—হাস্যমুখে স্বামিহত্যার পথে ছুটে যাব! পিতৃবধের জন্য কত কৌশলে পুত্রকে নীতিশিক্ষা দেব! পুত্র যদি রাক্ষসী মায়ের কথায় কর্ণপাত করে, তবেই তারে পুত্রজ্ঞান, নতুবা শত্রুজ্ঞানে তারে পরিত্যাগ। বা রে বিধিলিপি। এমন কার্য্য করব যে, এ নাগিনীর নামে প্রতি সাধ্বী রমণী কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করবে। অসতী প্রতি অসৎকার্য্যে আমার কার্য্যের তুলনা করবে। আর আমার জন্য—শুধু আমার জন্য নাগবংশকে জগতের জীব ঘৃণা করবে! মরণ মঙ্গল—না নরক মঙ্গল? নারায়ণ! ক্ষুদ্র নারী—কিছু বুঝি না, কিছু জানি না। এইমাত্র জানি, এক দিন না এক দিন মৃত্যু আছে। জীবনের সকালে হ'ক, মধ্যাহ্নে হ'ক, সন্ধ্যায় হ'ক, এক সময়ে না এক সময়ে এত আদরের—এত যত্নের সামগ্রী, কালগ্রাসে পতিত হবে। কেউ রক্ষা করতে পারে নি, কেউ রক্ষা করতে পারবে না! যে আসবে, না হয় সে একটু সকালে এল! না হয় একটু অচেনা পথ দিয়ে একটু অলক্ষিতে ছদ্মবেশে, ধীর পদক্ষেপে আদর দেখাবার ছল ক'রে এল। তার সঙ্গে নরক আসবে কেন? যার প্রতীকার আছে, আমার দেবতার কাছে তাকে আসতে দেব কেন? নারায়ণ! আমাকে স্বামিঘাতিনীর বল দাও।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ব্যাস ও যুধিষ্ঠির।

যুধি। গুরুদেব! রাজ্যলোভে বিরাট যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে, আমি মহান্ অনর্থের সৃষ্টি করেছি। সমস্ত গুরুজন, সমস্ত আত্মীয়-বন্ধু আঠারো অক্ষৌহিণী ভারতীয় বীর শুধু আমার লোভের জন্য ভীষণ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে। এ পাপের ভার আমি আর সহ্য করতে পারছি না। পতিহীনা আর্য্য রমণীগণের চীৎকারে আমার নিশীথ নিদ্রা ভেঙে যাচ্ছে। কুরুক্ষেত্র-প্রান্তরে স্তূপীকৃত, শৃগাল-শকুনি কর্ত্তৃক ছিন্নভিন্ন সেই সব বিকলাঙ্গ শবের মূর্ত্তি দিবারাত্রি আমার চোখে জাগ্‌ছে। আমি চোখ বুজেও দেখার হাত এড়াতে পাচ্ছি না। দয়াময়, কি ক'রে এ জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পাই, তার উপায় বিধান করুন। কি প্রায়শ্চিত্ত করলে এ পাপ থেকে উদ্ধার পাই?

ব্যাস। ধর্ম্মরাজ! পাপ যে হয়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই। ধর্ম্মরাজ! এ পাপ কেবল তোমাকে স্পর্শ করে নি। তুমি ভারতেশ্বর; তোমার অর্জ্জিত পাপ সমস্ত ভারতকে স্পর্শ করেছে। ভারতের প্রান্তে-প্রান্তে এ পাপের স্রোত চ'লে গেছে।

যুধি। কি হবে ধর্ম্মরাজ?

ব্যাস। সমস্ত ভারত-সন্তানকে এই জ্ঞাতি-বিরোধরূপ দারুণ অধর্ম্মের ফলভোগ করতে হবে। ধর্ম্মরাজ! আমি দেখতে পাচ্ছি, কি ঘনান্ধকার ভারতভূমিকে গ্রাস করতে আসছে। সে অন্ধকারে ভারত-হৃদয়ে কি বিভীষিকাময় ঘৃণিত প্রেতসকলের লীলা—চিরপবিত্র ভারতে অধর্ম্মের অভ্যুদয়—ভারত-সন্তান কর্ম্মহীন, কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন, শুধু পিতৃ-পুরুষের গৌরব-গানে নিশ্চিন্ত, এ দিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূকম্প, প্রলয়, ঝঞ্ঝা ধ্বংসরূপিনী প্রকৃতির যত প্রকার বিষম অস্ত্র আছে, সেই সমস্ত হাতে নিয়ে, মহাকাল এই সকল অভাগ্যের শোণিতে নিত্য তার রসনা তৃপ্ত করছে। ভারতের সেই বিষম ভবিষ্যৎ আমি চোখের উপর যেন দেখ্‌তে পাচ্ছি।

যুধি। কি হবে দয়াময়? কি ক'রে এ মহা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়? কি ক'রে ভারতের ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় হয়?

ব্যাস। প্রায়শ্চিত্ত! প্রায়শ্চিত্তের একান্ত প্রয়োজন।

যুধি। কি প্রায়শ্চিত্ত করব, অনুমতি করুন।

ব্যাস। অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর।

যুধি। তাতে ভারতের মঙ্গল হবে?

ব্যাস। যজ্ঞে দেবতা সন্তুষ্ট। দেবতার সন্তোষে প্রজা রক্ষা। অশ্বমেধ-যজ্ঞ আবার সকল যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ। কলি আস্‌তে আর বিলম্ব নেই। এলে আর এ যজ্ঞসাধনে তোমার অধিকার থাকবে না। যদি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাও, তা হ'লে আর বিলম্ব ক'র না। এই যজ্ঞ যদি সুশৃঙ্খলে নিষ্পন্ন করতে পার, তা হ'লে ভারতে আবার পূর্ব্বগৌরব ফিরতে পারে।

যুধি। তা হ'লে অনুমতি করুন, অশ্বমেধের আহরণে প্রবৃত্ত হই।

ব্যাস। আমি হৃষ্টচিত্তে অনুমতি দিচ্ছি, তুমি এ মহাযজ্ঞ সুসম্পন্ন ক'রে পাপমুক্ত হও।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। গুরুদেব! প্রণাম হই।

ব্যাস। তথাস্তু।

কৃষ্ণ। মহারাজ! প্রণাম হই। সম্প্রতি দেশে যাবার জন্য আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হয়েছি। তাই আপনার অনুমতি নিতে এসেছি। ইচ্ছা করেছি, সবাকে নিয়ে দ্বারকায় যাই।

যুধি। ভাই, আরও কিছু বিলম্ব আছে। আমি অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে ইচ্ছা করেছি। কিন্তু যদুপতি! আমরা তোমারই পরাক্রম দ্বারা অর্জ্জিত এই সকল সামগ্রী ভোগ করছি। তুমিই পরাক্রম ও বুদ্ধি দ্বারা পৃথিবী জয় করেছ। তুমি পাণ্ডবের গুরু, তুমি যজ্ঞেশ্বর। সুতরাং আমার ইচ্ছা, তুমি স্বয়ং এই যজ্ঞে দীক্ষিত হও। তুমি দীক্ষিত হইলেই আমি নিষ্পাপ হব। বাসুদেব! তুমিই যজ্ঞ, তুমিই অক্ষর, তুমিই ধর্ম্ম, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সমুদয় প্রাণীর গতি।

কৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজ! এ আপনার যোগ্য কথা বটে, কিন্তু আমার এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান, আপনিই সর্ব্বভূতের গতি। আমরা আপনাকেই আমাদের গুরু ব'লে জানি। অতএব আমি বলছি, আপনিই যজ্ঞ করুন। যজ্ঞে দীক্ষিত হয়ে, যা যা করতে ইচ্ছা হয়, তা আমাদের আদেশ করুন।

যুধি। তা হ'লে ঠাকুর! আপনিই অশ্বমেধের কাল নির্ণয় ক'রে, আমাকে দীক্ষিত করুন।

ব্যাস। বেশ, চৈত্র-পূর্ণিমাই দীক্ষার শুভদিন। তা হ'লে তোমরা যজ্ঞীয় সামগ্রী সকল আহরণ কর।

কৃষ্ণ। তা হ'লে আমরা কে কি করব, আদেশ করুন।

ব্যাস। এখন তুমি দেশে যেতে পার। তারপর এসে রাজসূয় যজ্ঞে যা করেছিলে, এ ক্ষেত্রেও তাই করবে। ব্রাহ্মণদের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকবে। ভীমসেন আর নকুল এরা রাষ্ট্ররক্ষা করুক। সহদেব কুটুম্বদের পরিচর্য্যা-কার্য্যে নিযুক্ত হ'ক। আর অর্জ্জুন ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাক।

কৃষ্ণ। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

ব্যাস। তা হ'লে আমিও এখন আসি। মহারাজ! তুমি তা হ'লে আয়োজন করতে আর বিলম্ব ক'র না। [প্রস্থান।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। মহারাজ! অনুমতি করেন ত সখার সঙ্গে দ্বারকায় যাই।

যুধি। না ভাই, তোমার কৃষ্ণের সঙ্গে যাওয়া হ'ল না। আমি অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করছি। তোমাকে অশ্বরক্ষা করতে হবে।

অর্জ্জুন। আপনি আজ্ঞা করেন ত করতে হয়। কিন্তু আমার কি আর অশ্বরক্ষার প্রয়োজন হবে বোধ করেন? নকুল কিংবা সহদেব এ দু'জনের এক জন গেলেই যথেষ্ট হ'ত।

যুধি। নকুল ও ভীমসেন রাষ্ট্ররক্ষা করবে। সহদেব কুটুম্বদের ভার নেবে।

অর্জ্জুন। তবে সাত্যকি কিংবা বৃষকেতু যাক না কেন? আর ভারতে বীর কে আছে? কার বিরুদ্ধে আমি অস্ত্র ধরব মহারাজ?

যুধি। এ ভারত রত্নগর্ভা। এর কোথায় কোন্ বনে কে মহাপুরুষ লুকিয়ে আছে, তুমি কি সব জান ভাই? মহর্ষি ব্যাসের ইচ্ছা তুমি অশ্বরক্ষা কর।

অর্জ্জুন। যথা আজ্ঞা।

যুধি। তা হ'লে আর বিলম্ব ক'র না। তোমার অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ ক'রে রাখ।

[অর্জ্জুনের প্রস্থান।

(ইলাবস্তের প্রবেশ)

ইলা। মহারাজ! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন।

যুধি। তোমার মঙ্গল হোক্। তুমি আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করেছ, তোমার গুণ একমুখে বলবার নয়। যাও বৎস, এইবারে তুমি দেশে যাও। জননী উলূপী তোমার অদর্শনে কাতর হ'য়ে আছেন। আবার তোমাকে শীঘ্র এখানে আসতে হবে। আমি অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করছি। যজ্ঞের সময়ে তোমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠাব। তুমি তোমার জননী ও মাতামহকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসবে।

ইলা। অশ্বমেধ-যজ্ঞ কি মহারাজ?

(বৃষকেতুর প্রবেশ)

বৃষ। সে আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলব এখন। মহারাজ! আমাকে অনুমতি করুন, আমি খুল্লতাতের সঙ্গে যাই।

যুধি। ইচ্ছা কর, যেতে পার। কেন না, তুমি মহাবীর কর্ণের পুত্র! তোমার যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখে রাখা অবশ্যকর্ত্তব্য।

বৃষ। তা হ'লে এস ভাই। তোমাকে বুঝিয়ে দিইগে।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। যদি ইচ্ছা কর সখা, তা হ'লে তোমার সঙ্গে যাই।

অর্জ্জুন। আর কেন সখা! কুরুক্ষেত্র-সমর-সাগর পার হ'তে তোমার সহায়তার প্রয়োজন হয়েছিল। ক্ষুদ্র গোষ্পদ পার হব, এর জন্যও কি যদুপতিকে কর্ণধার করতে হবে?

কৃষ্ণ। তা হ'লে আমি যেতে পারি?

অর্জ্জুন। এখনও তোমাকে সঙ্গে রাখা যদুগণের উপর অত্যাচার! দ্বারকাবাসী নরনারী সকলেই তোমার আশাপথ চেয়ে ব'সে আছে, কোন্ অপরাধে তাদের কৃষ্ণ মিলন-সুখে বঞ্চিত করবো? আমার সঙ্গে নয়, যত শীঘ্র পার দ্বারকায় যাও। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধাবসানে ধরণী বীরশূন্যা। সে ভীষ্ম নাই! সে দ্রোণ নাই! সে ধনুর্দ্ধারী-শ্রেষ্ঠ কর্ণ নাই। পৃথিবী এখন কতকগুলি বালকের হাতে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধেও তোমাকে সঙ্গে নিতে হবে? অস্ত্র

কারও হাতে অশ্বের ভার দিলেই যথেষ্ট হ'ত, তবে না কি মহারাজের আদেশ, আর মহর্ষি ব্যাসের একান্ত ইচ্ছা, তাই আমি ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলেছি। হয় তো অস্ত্রই ধর্‌তে হবে না, তবে যদিই একান্ত ধর্‌তে হয়, তা হ'লেও অধিক দিন যে ঘুর্‌তে হবে না, এটা আমার বিশ্বাস।

(বৃষকেতু ও জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

বৃষ। ঘোড়া ছাড়ি?

কৃষ্ণ। তা হ'লে এই উপযুক্ত সময়, আর বিলম্ব কেন।

অর্জ্জুন। তবে যাও।

বৃষ। যাও, ঘোড়া ছাড়।

[সৈনিকের প্রস্থান।

এ কি ইলাবন্ত, মহারাজ যুধিষ্ঠির বহুক্ষণ ত তোমার যাবার সমস্ত আয়োজন ক'রে দিয়েছেন, তবে এখনও বিলম্ব কর্‌ছ কেন?

ইলা। মামা, তোমার মত কি?

কৃষ্ণ। কি মত বাবাজী?

ইলা। মহারাজ আমাকে বল্লেন দেশে যাও, পিতাও সেই সঙ্গে বল্লেন, দেশে যাও, তাইতে তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে এলেম, তোমার মত কি?

কৃষ্ণ। মহারাজ আদেশ করেছেন, পিতা সম্মতি দিয়েছেন, আবার আমার মতের অপেক্ষা করছ কেন?

অর্জ্জুন। মহারাজের ইচ্ছা, আমারও ইচ্ছা, তুমি দেশে যাও। বহুদিন তুমি জননী হ'তে বিচ্ছিন্ন, দৌহিত্রের অদর্শনে নাগরাজ কাতর! বিনা প্রয়োজনে আর আমি তোমাকে আবদ্ধ রাখ্‌তে ইচ্ছা করি না।

কৃষ্ণ। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে তুমি অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছ, শত্রু-মিত্র সকলে তোমার রণ-কৌশলের প্রশংসা করেছেন, তুমি আমাদের গৌরবের সামগ্রী।

ইলা। সে যা হবার তা' ত হয়েই গেছে, এখন তোমার মত কি?

কৃষ্ণ। কেন, মহারাজের আদেশ কি তোমার মনোমত হ'ল না?

ইলা। তা হ'লে তুমি দিচ্ছ না?

কৃষ্ণ। এ তো বিষম বিপদ! কি হে বৃষকেতু, আমি এর কি উত্তর প্রদান কর্‌বো?

বৃষ। আমি কি বল্‌বো? আপনার যা অভিরুচি। আপনারা নিকটে থাক্‌তে আমার কোন কথা কওয়া নীতিবিরুদ্ধ।

কৃষ্ণ। ভগিনী উলূপী যে কার্য্যের জন্য তোমায় পাঠিয়েছেন, তা' ত গৌরবের সহিত সম্পন্ন করেছ।

ইলা। আবার পূর্ব্ব কথা তোল কেন, এখন তোমায় যা জিজ্ঞাসা কর্‌লুম তার উত্তর দাও।

অর্জ্জুন। এ তোমার কি আচরণ বালক? মহারাজের কথা তোমার মনোমত হ'ল না, আমার কথা হ'ল না, মিছামিছি এঁকে বিরক্ত কর্‌ছ। পুত্র, তুমি পুত্রের কার্য্য করেছ—ঘরে যাও। রাজা তুমি, আমিই বা তোমার মর্য্যাদা নষ্ট কর্‌বো কেন? তোমার যথাযোগ্য সম্মানে যখন তোমাকে নিমন্ত্রণ কর্‌ব, তখন এখানে যজ্ঞ-দর্শন কর্‌বার জন্য আবার আগমন ক'র।

(নারদের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। এ কি সুপ্রভাত? প্রভু যে? (প্রণাম)

অর্জ্জুন। কত দূর থেকে আগমন হচ্ছে ঠাকুর? (প্রণাম)

ইলা। ঠাকুর, প্রণাম।

নারদ। অনেক দিন এক স্থানে ব'সে পা ছুটো খ'রে গিছল, তাই একবার পৃথিবী-ভ্রমণার্থ বহির্গত হয়েছিলুম।

অর্জ্জুন। তা হ'লে সখা তুমি ঠাকুরকে নিয়ে রাজধানীতে যাও, আমি এইস্থান থেকেই ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে যাত্রা করি।

ইলা। (কৃষ্ণের হস্ত ধরিয়া) ব'সে যাও।

কৃষ্ণ। কি বিপদ, আমি বল্‌ব কি?

নারদ। এর ভেতরে আবার বলাবলি, ব্যাপার-খানা কি? তৃতীয়-পাণ্ডবের কোথায় গমন হচ্ছে?

অর্জ্জুন। মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ কর্‌বেন, আমি তাঁর ঘোড়া রক্ষার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

নারদ। আর এই বালক?

অর্জ্জুন। ওটি আমার পুত্র, নাগনন্দিনী উলূপীর গর্ভজাত সন্তান।

নারদ। তা বাসুদেবের হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে কেন?

অর্জ্জুন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে সহায় হ'তে বালক নিমন্ত্রিত হয়েছিল। এখন মহারাজ দেশে যেতে আদেশ করেছেন, বোধ হয় অভিপ্রায় নয়, তাই কৃষ্ণের অনুমতি প্রার্থনা করছে। বল দেখি ঠাকুর, এই বালককে তার জননী হ'তে মিছামিছি বিচ্ছিন্ন রাখা কি উচিত?

নারদ। আরে! তা কি উচিত। কেন বালক অন্যায় অনুরোধ করছ?

ইলা। তবে আমি দেশেই যাই?

কৃষ্ণ। কেন, তোমার কি ইচ্ছা ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাও?

ইলা। তা বলতে পারি না।

কৃষ্ণ। এত দিন তুমি মাকে ফেলে এত দূরে রয়েছ। মাকে দেখতে কি তোমার ইচ্ছা হচ্ছে না?

ইলা। সে কথা তোমায় বলবো কি? তোমায় যা জিজ্ঞাসা করলুম তার উত্তর দাও।

কৃষ্ণ। ভাল, এই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কর।

ইলা। এই ঠাকুরই ত আমায় ব'লে দিয়েছে, যখন যা করবে, তোমার মামার মত নিয়ে করবে।

বৃষ। ঠাকুর, বালক বোঝাতে পারছে না, আপনিই দয়া ক'রে ওর মনের ভাবটা একবার এঁদের বুঝিয়ে দিন না।

অর্জ্জুন। ও ঠাকুর—করেছ কি? খুঁজে খুঁজে এই বালকটিকে ধ'রে তার মস্তকটি ভক্ষণ করেছ?

নারদ। যে রাক্ষসী-বিদ্যা উদরে পূরেছি, তা'তে এই রকম দুই একটা ক'চি ছেলের মস্তক মাঝে মাঝে ভক্ষণ না করলে অজীর্ণ-রোগাক্রান্ত হ'তে হয়। তোমার মনের কথাটা কি সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ ক'রে বল।

ইলা। তবে শোন মামা! দেশে যেতে বল, দেশে যাব, ঘোড়ার পেছন পেছন যেতে বল, তাই যাব, ঘোড়ার সঙ্গে যেতে দিলে সাধ্যমত ঘোড়া রক্ষা করব। রাজ্যে যদি ফিরি, আর ঘুরতে ঘুরতে ঘোড়া যদি সে স্থানে উপস্থিত হয়, তা হ'লে ঘোড়া ধরব। জীবন পণ—ঘোড়া ছাড়ব না।

কৃষ্ণ। সে কি? তা হ'লে মহারাজের কাছে এ কথা কস নি কেন দুষ্ট ছেলে?

নারদ। জনার্দ্দন! অসাধারণ বুদ্ধিকৌশল দেখিয়ে ভীষণ কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করলে, আর এই ক্ষুদ্র বালক এতক্ষণ সতৃষ্ণ নয়নে তোমার পানে উত্তরের প্রতীক্ষায় চেয়ে রইল—কেন রইল তুমি বুঝতে পারলে না? বাসুদেব ছল কর—কিন্তু লোক বুঝে কর। বালককে নিয়ে এ খেলা ভাল দেখায় না।

ইলা। যখন বর্ব্বরের দেশে ছিলুম, তখন জানতুম গুরুজন—গুরুজন, ভক্তির সামগ্রী, শুধু ভক্তি করতে হয়। তখন ঘোড়া ধরলে গলায় কাপড় দিয়ে বাবার ঘোড়া বাবার কাছে এনে দিতুম। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে এসে এখন আমি রাজধর্ম্ম শিখেছি। দেখলুম ধার্ম্মিক পিতা, তোমার সঙ্গে এক রথে ব'সে তোমা-অন্তপ্রাণ পিতামহ ভীষ্মকে অন্যায় যুদ্ধে বিনাশ করলে। গুরু দ্রোণ—ব্রাহ্মণ! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মিথ্যা কথা ক'য়ে তাঁর মৃত্যুর কারণ হ'ল। আর দেখলুম পৃথিবী রথচক্র গ্রাস করেছে, সমস্ত মেদিনী আঁধারে ঢেকেছে—দাতার শিরোমণি, বীরের বীর, পিতার জ্যেষ্ঠ সহোদর পিতার মুখপানে সতৃষ্ণ-নয়নে চেয়ে আছে, পিতা অম্লানবদনে সেই মহাজীবনে আঘাত করলেন। আর দেখলুম পিতা-পুত্র, সহোদর-সহোদরা, আত্মীয়-স্বজন যে যাকে পারলে, সেই তার জীবন নষ্ট করলে। অসংখ্য অসংখ্য জীবনের বাঁধন এই একুশ দিনের যুদ্ধে জন্মের মতন ছিঁড়ে গেল। মামা! তোমরা যা দেখালে তা আমি দেখাতে ছাড়ব কেন? এই ঘোড়া যদি আমার রাজ্যে যায়, তা হ'লে হয় পিতা যাবে, না হয় আমি যাব—ঘোড়া সহজে আসবে না।

কৃষ্ণ। না না—সে সব ক'রে কাজ নেই, ঘোড়ারই সঙ্গে যাও, আর আমি অভিমন্যুবধের অভিনয় দেখতে ইচ্ছা করি না।

অর্জ্জুন। বাপ ইলাবন্ত, তুমি তোমার ভাই বৃষকেতুর সঙ্গে অশ্বরক্ষা কর।

[প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্মশান।

(উলুপীর প্রবেশ)

সাধের হিয়া শূন্য ক'রে শ্মশান করেছি প্রাণ।
শ্মশানবাসিনী-পদে দিছি আত্ম-বলিদান॥
আকুল আবেগভরে, এ মোর শ্মশান-ঘরে।
এসেছে অতিথি কত, গেয়েছে আশার গান॥
পূরে না তাদের আশা, দোর হ'তে ভাঙ্গা বাসা।
দেখে ফিরে চ'লে গেল এখানে পেলে না স্থান॥

উলূপী। ওই চ'লে গেল—আমাকে ব'লে গেল, তো হ'তে কার্য্যসিদ্ধি হবে না। কতবার এলো, ডেকে গেল—কেবল বলে, ফিরে আয়। ফিরবো, আমার যদি কার্য্য না হয়, কোথায় ফিরে সুখ পাবো? যেখানে যাব, সেইখানেই শ্মশান। দিন গেল, মাস গেল, বর্ষ গেল, কেবল গঙ্গার শাপের যাতনা হৃদয়ে ধ'রে আমি দিন-প্রতীক্ষায় ব'সে আছি। এত দিন ব'সে ব'সে আমি বাতাসের কথায় উঠে যাব; দেবতার কথা সত্য হবে না, প্রেতিনীর কথা সত্যি হবে? তা যদি হয়, তা হ'লেও শ্মশান ভাল, না হয়, তা হ'লেও শ্মশান ভাল, (উপবেশন) সত্য হয়, এই শ্মশানে ব'সেই আমার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। (ছদ্মবেশে জাহ্নবীর প্রবেশ) না হয়, আর ঘরে ফিরে আমার সুখ কি?

জাহ্নবী। হাঁ বাছা, কে তুমি?

উলূপী। আমার পরিচয় জেনে তোমার কি হবে মা?

জাহ্নবী। তোমার পরিচয় জান্‌তে আমার বড় ইচ্ছা হয়েছে।

উলূপী। আমি এক অভাগিনী।

জাহ্নবী। তা তো বুঝ্‌তেই পারছি। ভাগ্যবতী আর কে এসে এই শ্মশানে বাস করে? আমি এই পথ দিয়ে যখনই যাই, তখনই তোমাকে দেখতে পাই, কখন আকাশ পানে চেয়ে আছ, কখন নখ দিয়ে মাটীতে দাগ কাটছো, পাশ দিয়ে শৃগাল-শকুনি চ'লে যাচ্ছে, অন্ধকারে সুমুখে-পেছনে ভূত-প্রেত নৃত্য কর্‌ছে, তোমার ভ্রূক্ষেপ নেই। যোগিনীর ন্যায় কি এক চিন্তায় বিভোর হয়ে থাক। অথচ যে কোন যোগের কাজ কর্‌ছ, তাও নয়। হাঁ বাছা, তোমার মনের কথাটা জান্‌তে পা[ই] না কি?

উলূপী। তোমায় ব'লে লাভ কি হ[বে] বাছা?

জাহ্নবী। সংসারে এসে যে কেবল লা[ভ] হবে তার মানে কি? একটু ব'লে না হয় লো[ক]সানই কর না। শ্মশানে বাস কর্‌ছ, বল্‌লে এর চেয়েও বেশী লোক্‌সান হবে!

উলূপী। আমি এখানে স্বামীর প্রত্যাশ[ায়] ব'সে আছি।

জাহ্নবী। স্বামীর প্রত্যাশায় শ্মশানে? তি[নি] কি সন্ন্যাসী?

উলূপী। না, রাজা।

জাহ্নবী। তেমনি তেমনি রাজা বুঝি?

উলূপী। এ রকমটা বোধ হ'ল কেন?

জাহ্নবী। নইলে সখ্ ক'রে কোন্ রা[জা] শ্মশানে আসে?

উলূপী। না বাছা! আমার স্বামী বিশ্ববি[খ্যাত] রাজা।

জাহ্নবী। তিনি কি তোমায় ফেলে গেছেন[?]

উলূপী। না।

জাহ্নবী। এখানে কি আসবেন বলেছেন?

উলূপী। না।

জাহ্নবী। তবে?

উলূপী। এইখানে ব'সে তাঁকে দেখতে পাব[।]

জাহ্নবী। বেশ ত, তুমিই স্বামীর ক[াছে] যাও না।

উলূপী। তিনি অনেক দূরে—শত যো[জন] অন্তরে।

জাহ্নবী। কে তোমার স্বামী?

উলূপী। তৃতীয় পাণ্ডবের নাম শুনেছ?

জাহ্নবী। শুনেছি কেন, দেখেছি। দেশ[ভ্রমণ] করতে যে দিন তিনি গঙ্গা পার হন, সে দিন তাঁ[কে] দেখেছি। আবার যে দিন নাগ-কন্যা উলূপী[কে] ফেলে গঙ্গায় সাঁতার কেটে তিনি পালিয়ে যান, [সে] দিনও দেখেছি।

উলূপী। আমিই সেই উলূপী।

জাহ্নবী। আ পোড়া কপাল! তুমি [সেই] কপট অর্জ্জুনের প্রত্যাশায় ব'সে আছ? উঠে [যাও,] উঠে যাও, তাই ত বলি। এ স্ত্রীলোকটা কি [ক'রে] শ্মশানে ব'সে থাকে! চ'লে যাও, চ'লে যাও।

উলূপী। তাঁর নিন্দে ক'র না।

জাহ্নবী। তার পালাবার ধুম দেখেছিলুম তাই বলছি, সত্যি কথা বলব তাতে নিন্দা কি? পাছে তুমি তাকে ধর, এই ভয়ে সে একবার পিছন পানে চায়, আর উর্দ্ধশ্বাসে ছুট দেয়। সে এই বুনোদেশে আবার আসবে? উঠে যাও, উঠে যাও।

উলূপী। তাঁকে বাধ্য হয়ে আসতে হবে।

জাহ্নবী। কেন? তোমার হুকুমে?

উলূপী। দেবতার আদেশে।

জাহ্নবী। এমন পোড়া কপালে দেবতা কে?

উলূপী। জাহ্নবী।

জাহ্নবী। বিশ্বাস ক'র না নাগনন্দিনী, বিশ্বাস ক'র না, উঠে এস।

উলূপী। দেবতার কথায় বিশ্বাস করব না?

জাহ্নবী। অসম্ভব কথা হ'লে অবিশ্বাস করবে না? সে কপট, লম্পট।

উলূপী। ফের যদি তাঁর নিন্দা করবি রাক্ষসী, তা হ'লে এখনি তোকে হত্যা করব।

জাহ্নবী। আরে পাগলিনি! ওঠ!

উলূপী। তবে রে পিশাচি!

জাহ্নবী। ধন্য নাগনন্দিনি! ধন্য তোমার বিশ্বাস! তোমার বিশ্বাসে ভক্তিতে আকৃষ্ট হ'য়ে, ওই তোমার নরশ্রেষ্ঠ স্বামী আগমন করছেন।

উলূপী। কে তুমি মা?

জাহ্নবী। জাহ্নবী। শ্মশান পরিত্যাগ ক'রে ওঠ। উঠে স্বামীর শাপমোচন কার্য্যে অগ্রসর হও।

[প্রস্থান।

উলূপী। তাই ত! তাই ত! সত্যই ত স্বামী এই অন্ধকারে শ্মশানে এসে উপস্থিত। আমার প্রাণ কাঁপছে, মা জাহ্নবি! যেয়ো না, যেয়ো না, কি করব, কেমন ক'রে এ সঙ্কটে উদ্ধার পাব ব'লে যাও মা!

[প্রস্থান।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। তাই ত। কি দেখলুম? এ শ্মশানভূমে ওটা বুঝি কোন বাসনাময়ী ছায়া। কিন্তু দেখে আমার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হ'ল কেন? আমার জীবনে ত এ রকম ব্যাপার কখন ঘটে নি!

(সাত্যকির প্রবেশ)

সাত্যকি। আর্য্য! এ অন্ধকারে কোথায় এসে উপস্থিত হলুম?

অর্জ্জুন। পথভ্রমে একটি শ্মশানে এসে পড়েছি। শ্মশানাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে প্রণাম ক'রে বৎস, এ স্থান থেকে ফিরে যাও।

সাত্যকি। তা হ'লে দক্ষিণ-পার্শ্ব রক্ষা করবে কে?

অর্জ্জুন। আজ আমি রক্ষা করব। তুমি বাম দিক রক্ষা কর, বৃষকেতু সম্মুখে থাক, ইলাবন্ত থাক্ পশ্চাতে।

[সাত্যকির প্রস্থান।

(ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলা। না পিতা, আজ আমি দক্ষিণ-পার্শ্ব রক্ষা করব।

অর্জ্জুন। এ প্রেতাধিষ্ঠিত স্থান, এখানে আমি তোমার ন্যায় বালককে অশ্বরক্ষী রাখতে সাহস করি না।

ইলা। কেন,—ভয় কি? আমি বন্য দেশের লোক। বালক কাল থেকে এই রকম স্থানে বেড়ান আমার অভ্যাস।

অর্জ্জুন। এখানে থাকতে তোমার সাহস হবে?

ইলা। খুব হবে।

অর্জ্জুন। তা হ'লে তুমি আমার চেয়েও সাহসী।

ইলা। আপনি ইন্দ্রের পুত্র। শুনেছি, আপনার পিতা পাঁচ বছরের ছেলে ধ্রুবের তপস্যায় অস্থির হয়ে পড়েছিল। আমি কিরাতবিজয়ী বীরের সন্তান। আমার ভাই অভিমন্যু সপ্তরথীকে সাত বার যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছে। আপনাতে আমাতে একটুও কি তফাৎ হবে না পিতা?

অর্জ্জুন। আশীর্ব্বাদ করি, তুমিও অভিমন্যুর মত গৌরবান্বিত হও।

[প্রস্থান।

(অনেক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। (ভীতি প্রদর্শন) ও রাজকুমার! ওই!

ইলা। কি, কি? কিসের ভয়?

সৈনিক। ওই যে হাত, এম্‌নি এম্‌নি—জিব-লক্‌লকানি। চোখ পিট্‌পিটিনি—ওই আসছে। ওরে বাবা, কি হ'ল রে।

ইলা। ভয় নেই, আমি এগিয়ে দেখ্‌ছি।

সৈনিক। তাই ছাখো। আমি রাম রাম কর্‌তে কর্‌তে চ'লে যাই। ওই এগিয়ে আসে—রাম রাম। [পলায়ন।

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। ইলাবন্ত!

ইলা। কেও? মা? বেঁচে আছিস্‌?

উলূপী। চুপ্‌, এই নে (অস্ত্রদান) ওই যায়, মেরে ফেল।

ইলা। কা'কে?

উলূপী। ওই যে পথ হাতড়ে হাতড়ে যাচ্ছে।

ইলা। ও যে আমার বাপ্‌।

উলূপী। ওই ওই, ওকেই মেরে ফেল্‌।

ইলা। কে তুই?

উলূপী। মাতৃভক্ত! কখন আমার কথা অবহেলা করিস্‌ নি, আজও করিস্‌ নি। এই অস্ত্র নে—মেরে ফেল্‌, এমন সুযোগ আর পাবি নি।

ইলা। কে তুই? তুই কি আমার মা? না কোন পিশাচী?

উলূপী। এখনও কথা শুনলি নি! কারণ আছে, পরে শুনাব। বড় সুযোগ—বড় সুযোগ! ইলাবন্ত! মায়ের কথা রক্ষা কর্‌। আশীর্ব্বাদ করি, তোর পাপ হবে না।

ইলা। আর যদি এক দণ্ডের জন্য দাঁড়াস্‌ পিশাচী, এখনি তোকে হত্যা করব।

উলূপী। পার্‌লি নি—পার্‌লি নি।

[প্রস্থান।

ইলা। এ কি দেখ্‌লুম? একি আমার মা? না এ প্রেতভূমে কোন প্রেতিনী আমায় ছলনা করলে? তাই ত! এ কি হ'ল? কোথায় আছ হরি! আমার এ চক্ষের ভ্রম দূর কর। আমার প্রাণের জ্বালা নিবারণ কর। পিতা! পিতা!

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। বলেছিলুম ত বাপ্‌! আমি ভয় পেয়েছি। এমন বিভীষিকাময় মহাশ্মশান আমি আর কখন দেখি নি, চ'লে এসো।

ইলা। পিতা পিতা, আত্মরক্ষা কর, আত্মরক্ষা কর।

নেপথ্যে। ওই—ওই ঘোড়া ছুট্‌লো—অন্ধকারে ঘোড়া ছুট্‌লো। রক্ষে কর—রক্ষে কর।

অর্জ্জুন। চল চল, শীঘ্র চল।

——

তৃতীয় দৃশ্য

বন।

অনন্ত।

অনন্ত। হায়! হায়! আমি আবার পুণ্যি করব? আজও নাতির মায়া কাটাতে পার্‌লুম না, মেয়ের চেহারাটা চোখের উপরে আজও যখন জল্‌ জল্‌ ক'রে জ্বল্‌তে লাগল, তখন পুণ্যি করি কি ক'রে? এক মন না হ'লে ত আর ভগবানের দেখা পাব না! আচ্ছা, আজ একবার চেষ্টা ক'রে দেখি। (চক্ষু মুদিয়া) কৃষ্ণ কৃষ্ণ—কৃষ্ণ কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—যোলশো বিয়ে করেছিল—আমি আমার ইলাবন্তের আঠারোশো বিয়ে দিব। বস্‌। একটার পেটে যদি একটা ক'রেও ছেলে হয়, তা হ'লেও আমার উলূপীর আঠারোশো নাতি হবে। বেটী যেমন আমায় জব্দ করছে, তেমনি আঠারোশোটা নাতিতে প'ড়ে বেটীকে একেবারে ছিঁড়ে খেয়ে ফেল্‌বে। আর লগনা বেটা, ছেলেগুলোকে কাঁধে ক'রে ক'রে হায়রাণ হ'য়ে যাবে। কাণা বেটা আমাকে যেমন আজন্ম জ্বালাচ্ছে, তেমনি বেটা জব্দ হও। কেন রে বেটা, কেন রে বেটা! হুঁ! এস পো-নাতী এস! কুস্তি কুস্তি (গুলে তাল ঠুকিতে যাইয়া কমণ্ডলু নিক্ষেপ।) এই! কি করলুম! য্যা, সব মাটী হ'ল! না আমার আর ধর্ম্ম হ'ল না! তাই ত! কে আস্‌ছে না? আস্‌ছেই ত বটে! তা হ'লে আবার ধ্যানে বসি।

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। নাগরাজ, চেয়ে দেখ,—দয়া ক'রে চোখ মেলে চাও।

অনন্ত। কে তুমি?

উলূপী। চেয়ে দেখ। এ ভিখারীর বেশ, এ তরুতল নাগরাজের যোগ্য নয়।

অনন্ত। কেও—মা! উলূপী! কোথায় ছিলি মা?

উলূপী। বাবা, অবাধ্য নন্দিনী ক্ষমা ভিক্ষা চায়।

অনন্ত। আয় মা, কাছে আয়।

উলূপী। আমার জন্য এত কষ্ট সইছ।

অনন্ত। কিসের কষ্ট পাগলী? কাছে আয়, কাছে আয় মা! তোদের জন্য আমার জপতপ কিছু হ'ল না।

উলূপী। ঘরে চল।

অনন্ত। এত ব্যস্ত কেন? ঘরে ত যাবই, একটু বোস্—তোকে দেখি।

উলূপী। ধিক্ আমাকে। আমার জন্য তোমার এত কষ্ট।

অনন্ত। আবার দেখ পাগলামী আরম্ভ করে।

উলূপী। জন্মেই মাকে খেলুম, বাবা, আমার মৃত্যু হ'ল না।

অনন্ত। না, এ পাগলিনী আমাকে শুদ্ধ পাগল করলে দেখছি। মা এলি যদি, দেখা দিলি যদি, বহুকাল পরে আবার বাবা ব'লে ডাকলি যদি, তখন কাছে আয়—বোস্। দেখ উলূপী, তোর আশা আমি একেবারে ত্যাগ করেছিলুম! তোর স্বভাব ত আমি বিলক্ষণ জানি। উন্মাদিনী হয়ে বিধিলিপি-খণ্ডনের জন্য আত্মহত্যা করতে ছুটেছিলি—পেছন-পেছন ধরতে ছুটলুম, তাতেও যখন ধরতে পারলুম না, তখন ধ্রুব বিশ্বাস ছিল আর ফিরিবি নি।—ফিরলি কেমন ক'রে মা?

উলূপী। দেখলুম বিধিলিপি খণ্ডন হবার নয়।

অনন্ত। সাধ্বী সতী, তবে কি তোর হস্তেই স্বামীর মৃত্যু?

উলূপী। একেবারে হাতে না হ'ক তবে মৃত্যুর কারণ, শাস্ত্রমতে স্বামিঘাতিনী।

অনন্ত। তোর কথা শুনে কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছে। সে নিষ্ঠুর কার্য্য সমাধা ক'রে বসেছিস না কি?

উলূপী। পারি নি। কিন্তু পারবার চেষ্টা করছি! আমার অধম সন্তান আমার কথা শুনলে না। সুবিধা পেয়েও আমার কথা রাখলে না। আমি অন্য সন্তানের সন্ধানে চলেছি।

অনন্ত। (উত্থান) তুই উলূপী? না তার প্রেতমূর্ত্তি?

উলূপী। তা যা বল। এখন স্বকার্য্য সাধনের জন্য আপনার পদধূলি প্রার্থনা করি।

অনন্ত। দূর হ'—দূর হ' প্রেতিনী! তুই যদি জীবিত থাকিস, তা হ'লে জীবন্তে তোকে প্রেতিনী আশ্রয় করেছে। আর মেয়ে যদি আমার ম'রে থাকে, তা হ'লে তুই তার মূর্ত্তি ধ'রে পিশাচী। যা, অন্যত্র যা, এখানে আর আসিস নি, অন্যত্র যা।

উলূপী। তা হ'লে আমার কথা শুনবে না?

অনন্ত। না।

উলূপী। দেশে ফিরছ না?

অনন্ত। যদিও ফিরবার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু আর না। রাজ্যের প্রলোভন, ইলাবন্তের প্রলোভন, স্বর্গসুখের প্রলোভন—কিছুতেই না।

(প্রস্থানোদ্যত)

উলূপী। হরিপরায়ণ! যেতে যেতে একটা কথা শোন। নরক ভীষণ, না মরণ ভীষণ?

অনন্ত। মরণকে ভয় করতে হয়, এই প্রথম শুনলুম।

উলূপী। আর নরক?

অনন্ত। নাম শুনলে সর্ব্বাঙ্গ শিহরে ওঠে।

উলূপী। তবে শোন পিতা! স্বামীকে নরক হ'তে নিস্তার দেবার জন্য, তাঁর মরণের ভার নিজ-হস্তে গ্রহণ করেছি। প্রেতিনী-ই বল, আর পিশাচীই বল, এ পথ থেকে আমাকে কেউ নিবৃত্ত করতে পারবে না। সহস্র জন্ম যদি নরকে নিক্ষিপ্ত হই, তবু ফিরব না। স্বামী মহাপাপ করেছেন। পুত্রের হাতে মৃত্যুই তাঁর একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। আশীর্ব্বাদ কর, দূর থেকেই আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন তাঁকে সেই মহাপাপ থেকে মুক্ত করতে পারি। যেন আমার স্বামীর পারত্রিক মঙ্গল হয়।

[প্রস্থান।

অনন্ত। উলূপী! উলূপী! মা ফিরে আয়! আমি বুঝতে পারি নি, ফিরে আয়।

(ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলা। কে ও, দাদা?

অনন্ত। ভাই ভাই, তোমার মা আবার চ'লে যায়।

ইলা। যায় যাক, ও মা নয়—পিশাচী। ও আমাকে পিতৃহত্যা করতে পরামর্শ দেয়। ও বেটীর মুখ দেখেছি, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তা যা হ'ক, তোমার এ বেশ কেন? সন্ন্যাসী হয়েছ? কার শোকে? ও বেটীর শোকে? তা ক'র না। তা হ'লে সন্ন্যাসধর্ম্মেও পাপ স্পর্শ করবে।

অনন্ত। ধ'রে আন্। বৃদ্ধ আমি, তোর গুরু আমি, অনুরোধ করছি, শীঘ্র ধ'রে আন।

(বৃষকেতুর প্রবেশ)

বৃষ। ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে এলুম, আর দেখতে পাচ্ছি না কেন ভাই?

ইলা। দেখতে পাচ্ছ না—সে কি?

বৃষ। বরাবর পেছন পেছন ঠিক এসেছি, কিন্তু এইখানটায় এসে অদৃশ্য হয়েছে।

ইলা। এ ত আমার রাজ্য। আমার আদেশ ভিন্ন কার সাধ্য তার অঙ্গ স্পর্শ করে?

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। সন্ধান পাওয়া গেছে, ঘোড়া মণিপুরের দিকে ছুটেছে।

বৃষ। তা হ'লে শীঘ্র এস।

ইলা। তুমি এগিয়ে যাও, আমি মাতামহের সঙ্গে দুটো কথা ক'য়ে যাই। ঘোড়া কত দূর যাবে, আমি ধরব এখন।

বৃষ। মহারাজ, আমি প্রণাম ক'রে চললুম। কথা কবার, পরিচয় দেবার অবকাশ নেই।

[প্রস্থান।

ইলা। দাদা, আমিও আসি।

অনন্ত। ও ছেলেটি কে ভাই?

ইলা। চিনতে পারবে না—ওটি মহাবীর কর্ণের পুত্র, বৃষকেতু!

অনন্ত। তা এখানে কেন?

ইলা। ঘোড়ার সঙ্গে।

অনন্ত। কিসের ঘোড়া?

ইলা। অশ্বমেধের।

অনন্ত। কার?

ইলা। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের। পিতাও আমার ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন।

অনন্ত। বেশ, তবে ঘোড়া ধর্।

ইলা। ধরব যজ্ঞে, বলির সময়ে—এখন কেন?

অনন্ত। সে কি?

ইলা। আমি যে ঘোড়ার রক্ষক।

অনন্ত। নরাধম! তোর রাজ্যে ঘোড়া এসেছে, তুই দাঁতে কুটো ক'রে ঘোড়া ধ'রে বাপকে দিবি!

ইলা। তবে কি বাপের সঙ্গে যুদ্ধ করব?

অনন্ত। করবি নি! আমার দৌহিত্র নাগবংশের মর্য্যাদা রাখবি নি?

ইলা। পিতৃহত্যা করব?

অনন্ত। স্পর্দ্ধা ক'রে যজ্ঞের ঘোড়া তোর বুকের উপর দিয়ে চ'লে যাবে? কাপুরুষ। আমার দৌহিত্র হয়ে তোর মুখে এ কি কথা?

ইলা। বুঝেছি, ওই নাগিনী তোমায় দংশন করেছে। অথবা বৃদ্ধ বয়সে তোমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে।

অনন্ত। এখনও মাতৃবাক্য পালন কর্। এই মণি নে। তোর জন্য এই মণি এখনও রেখেছি, নে, নিয়ে বাপের সঙ্গে যুদ্ধ কর। মরিস্—দেবতারা তোর জয়গান করুক, মারিস্—অর্জ্জুনবিজয়ী ব'লে জগতে অক্ষয়-কীর্ত্তি ঘোষিত হ'ক।

ইলা। এ বাকল পড়েছ কেন? এখনও তুমি যশের কাঙাল, তবে এ সন্ন্যাসিবেশ কেন? রাজবেশ পর, অস্ত্র ধর। আমি পাণ্ডবের ভৃত্য; এস নাগরাজ! আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করি। তুমি বিক্রমে আমার পিতা হ'তেও কোন অংশে ন্যূন নও। যুদ্ধে তোমাকে বিনাশ করতে পারলেও ত জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষিত হবে।

অনন্ত। তুই যদি পিতৃহত্যা করিস, তা হ'লে তোর পিতার মহাপাপের মোচন হয়।

ইলা। যে দেবতা মহাপাপের ব্যবস্থা করেছে, সেই তার বিধান করবে। আমি জোর ক'রে বিধান নিজ হাতে নিতে যাব কেন?

অনন্ত। তবে দূর হ'।

(প্রস্থানোদ্যত)

ইলা। দাদা প্রণাম।

অনন্ত। দূর হ'—দূর হ'।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

পূজা-গৃহ।

বভ্রুবাহন।

গীত

বাসনায় বাঁধা এ জীবন।
কভু অবসাদ, কখন বিষাদ,
(তবু) শত সাধ জাগে মারায়ণ।

শুধু ভুলে আর পদ নাহি চলে,
এত ভুলা নিয়ে প্রাণ কত খেলে,
ভুলে ভুলে মেলা, বিফল যে চলা,
শুধু জ্বালা অগণন।
তাই বংশীধারী, তোমারে হে স্মরি,
ও শ্রীপদ-তরী, থাকিতে হে হরি,
কেন ডুবে মরি অকারণ॥

বভ্রু। ঠাকুর ব'লে গেলেন যখন পার কৃষ্ণকে ডাক। শুধু শুধু ডাকতে পারলেই ভাল হয়, না পার একটা কামনা ক'রেও ডাক, তাতে ডাকার প্রবৃত্তি আসবে, অভ্যাস হবে। ডাকার মত ডাকা ত আজও পারলুম না। যখনই তাকে ডাকতে যাই, অমনি পিতার শ্রীচরণের কথা মনে পড়ে। কৃষ্ণনামের সঙ্গে পিতৃদর্শন-কামনা এমন জড়িয়ে গেছে যে, দুটোকে কোনমতেই দু'ধারে করতে পারলুম না! যখন পারলুম না, তখন আজ কেবল-মাত্র পিতার আগমন-সঙ্কল্প ক'রে নারায়ণ, তোমার শরণাপন্ন হলেম। দীননাথ! দয়া ক'রে এই অধমের কামনা পূর্ণ কর। জন্মাবধি আমি দুর্ভাগ্য! আমার মহান্ পিতা বর্ত্তমান থাকতেও আমি পিতৃহীন! ত্রিলোকের লোক তাঁর যশোগান করছে, এমন গৌরবের সামগ্রী জীবিত আছেন, আমি জীবিত আছি—তবু দেখতে পেলেম না—এ কি কম দুঃখ? ঠাকুর, এ কি কম দুঃখ? দয়া কর দয়াময়! কৃপা ক'রে এ দাসের এ দুঃখ দূর কর।

(পশ্চাৎ হইতে উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। কার আরাধনা করছ বভ্রুবাহন?

বভ্রু। কে মা তুমি?

উলূপী। কি পূজা করছ মণিপুর-রাজকুমার?

বভ্রু। এক ঠাকুর আমাকে কৃষ্ণপূজা করতে উপদেশ দিয়ে গেছেন, তাই করছি। তুমি কে মা বভ্রুবাহন ব'লে ডাকলে? মা ছাড়া এ রাজ্যে আর ত কেউ আমার নাম ধ'রে ডাকে না।

উলূপী। কৃষ্ণপূজা করছ? শুধু করতে হয় ব'লে করছ, না মনে কিছু কামনা আছে?

বভ্রু। আমার পিতা তৃতীয় পাণ্ডব। কখন তাঁকে দেখি নি ব'লে, দেখবার কামনায় কৃষ্ণপূজা করছি। কামনা পূরবে ত মা?

উলূপী। কৃষ্ণপূজা কখন বিফল হয় না। পিতাকে দেখতে পাবে, তবে তাঁকে মায়াময় মমতাময় আদর-যত্নভরা হৃদয়খানি নিয়ে যে আসতে দেখবে, তার মানে কি? পিতা যদি তোমার শত্রুমূর্ত্তিতে আসেন? তোমার বল পরীক্ষা করবার জন্য, কিংবা স্বাধীন মণিপুররাজ্যকে বশ্যতা স্বীকার করাবার জন্যই যদি তোমার এখানে আগমন করেন?

বভ্রু। সত্যিই ত মা, তা হ'লে উপায়? ঠাকুরের কাছে পিতার আগমন-কামনাই করেছি, কিন্তু পিতা যে কখন শত্রুমূর্ত্তিতে আসতে পারেন, এ ত এক দিনের এক দণ্ডের জন্যও ভাবি নি মা। পিতা শত্রুমূর্ত্তিতে আসবেন? বেশ। তা হ'লেও ত তাঁর চরণদর্শন করতে পাব।

উলূপী। তবে এস মণিপুররাজ, তোমার পিতা পুরদ্বারে উপস্থিত।

বভ্রু। কোথায় মা? কত দূরে মা? কোন্ পথে গেলে পাব মা?

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনা। মহারাজ! পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করেছে।

বভ্রু। কি করতে হবে সেনাপতি?

সেনা। আদেশ করেন, ঘোড়া ধরি। নিষেধ করেন, বিনা বাধায় অশ্ব মণিপুররাজ্য পার হ'য়ে যাক।

বভ্রু। সঙ্গে আছে কে?

সেনা। বাম দিক রক্ষা করছে বৃষকেতু, দক্ষিণে আছে নাগরাজকুমার ইলাবন্ত, আর পশ্চাতে স্বয়ং অর্জ্জুন।

বভ্রু। আপনার মত কি সেনাপতি?

সেনা। মতামত আপনার, তবে মণিপুর-রাজের মঙ্গলের দিকে চাইলে বলতে হয়—ঘোড়া ধরলে বাধা অসম্ভব। ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ, নিবাত-কবচবিনাশী ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে আপনার ন্যায় বালকের অস্ত্রধারণ আমি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি না।

বভ্রু। মায়ের মত কি?

উলূপী। ঘোড়া ধর! পিতৃদর্শন করতে চাও ত ঘোড়া ধর! নতুবা চলতে চলতে হয় ত ঘোড়া মুহূর্ত্ত মধ্যে মণিপুররাজ্য পার হবে। ভুলেও

মনে এনো না বভ্রুবাহন, তখন অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত পাণ্ডব, প্রিয়পুত্রের মুখ দেখবার প্রলোভনে পলমাত্র সময়ের জন্যও তোমার দিকে মুখ ফেরাবে। তোমার দত্ত উপহার পা দিয়ে ফেলে দিতেও তাঁর অবকাশ হবে না।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সেনা। সংবাদ কি?

সৈনিক। তীরবেগে ঘোড়া আবার পশ্চিম-মুখে ছুটেছে। বোধ হয় এতক্ষণ মণিপুর পার হ'য়ে গেল।

উলূপী। ঘোড়া এখানে এসে অপ্রস্তুত হয়েছে, বুঝেছে এ রাজ্যে বীর নেই।

সেনা। কি আদেশ মহারাজ?

বভ্রু। ঘোড়া ধর। যত শীঘ্র পার ঘোড়া ধর।

সেনা। যথা আজ্ঞা।

[সেনাপতি ও সৈনিকের প্রস্থান।

বভ্রু। কে তুমি মা?

উলূপী। রাজার মঙ্গলাভিলাষিণী। মণিপুর-রাজ্যে অসংখ্য প্রজার মধ্যে এক জন। রাজার জীবনের সঙ্গে যশের বিবাদ দেখে আমি যশের পক্ষ অবলম্বন করতে এসেছিলুম।

[প্রস্থান।

বভ্রু। প্রজ্বলিত দীপশিখা-স্বরূপিণী কে এ রমণী? এলে যদি, দয়া ক'রে দেখা দিলে যদি, তা হ'লে মা, ভাগ্যলক্ষ্মী আমার গৃহে অবতীর্ণা হও। এস মা, ফিরে এস—যেও না মা—দয়া ক'রে ফিরে এস।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অর্জ্জুন ও সাত্যকি।

সাত্যকি। আর্য্য! মণিপুরীদের আচরণে আমি বড়ই বিস্মিত হয়েছি।

অর্জ্জুন। কেন বৎস? তারাও ঘোড়া ধরতে সাহস করলে না?

সাত্যকি। সাহস করলে না?—তারা ঘোড়া ধরেছে।

অর্জ্জুন। তবে ত ভালই করেছে। যা প্রত্যাশা করেছিলুম, তাই করেছে। এতে বিস্ময়ের কারণ কি?

সাত্যকি। ক্ষুদ্র মণিপুরী পাণ্ডবদের ঘোড়া ধরেছে, এ কি বিস্ময়ের কথা নয়!

অর্জ্জুন। বরং তারা ঘোড়া না ধরলে, আমি বিস্মিত হতুম।

সাত্যকি। আপনি কি মণিপুরীর স্বভাব জানেন?

অর্জ্জুন। থাকি দূরদেশে—অনার্য্য মণিপুরীদের স্বভাব কেমন ক'রে জানব? নাগরাজ্যের লোকদের বীরত্বের পরিচয় পেয়েছি। তারা তাদের রাজা ইলাবন্তের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করেছিল। মণিপুরীদের বীরত্বের পরিচয় পাই নি। তবে তাদের মনুষ্যত্বে আমি অবিশ্বাস করি নি।

সাত্যকি। আপনি নিজের মহদন্তঃকরণের জন্য অবিশ্বাস না করতে পারেন, কিন্তু আমি করি।

অর্জ্জুন। অবিশ্বাসের কারণ?

সাত্যকি। বলেন কি? কুরুক্ষেত্রে বিজয়ী মহাবীর পাণ্ডবদের অশ্ব। ভারতের কোন রাজা ধরতে সাহস করলে না, আর সেই ঘোড়া ধরলে কি না অনার্য্য, বর্ব্বর, একটা অতি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য জনপদের ভূঁইয়া! তাকে রাজা ব'লে সম্বোধন করতেও আমার লজ্জা বোধ হয়।

অর্জ্জুন। ধরেছে যখন, তখন ত আর ক্ষুদ্র ভূঁইয়া ব'লে তাচ্ছিল্য ক'রে ব'সে থাকলে চলবে না। ঘোড়া ফেরাবার ব্যবস্থা কর। যুদ্ধের আয়োজন কর।

সাত্যকি। যুদ্ধের আয়োজনের কথা মনে হ'তেই আমার লজ্জা হচ্ছে। যুদ্ধ কার সঙ্গে করব গুরুদেব? আমার মনে হয়, মণিপুরী অশ্বমেধের ঘোড়া ধরা ব্যাপারটা কি জানে না। একটা পরম সুন্দর সুসজ্জিত অশ্ব রাজ্যের মধ্যে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, রাজা সেটাকে ধরবার লোভ সংবরণ করতে পারে নি। জানে না ধরবার ফল কি! কিংবা যদিই কোন রকমে জানে, তা হ'লে যে তারা পাণ্ডবের নাম শোনে নি, এটা আমার বিশ্বাস।

অর্জ্জুন। জান কি সাত্যকি, এ রাজ্যের রাজা কে?

সাত্যকি। বঙ্গ দেশ, অসভ্য বর্ব্বরের বাস, সেখানে রাজা কে, কেমন ক'রে জানব? এ সকল অনার্য্যদেশের নাম পর্য্যন্ত কখন শুনি নি। শুনব, এ প্রত্যাশাও ছিল না। শুধু মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের অনুষ্ঠানের জন্য জানতে পেরেছি।

অর্জ্জুন। সাত্যকি! এ রাজ্যের রাজা অসভ্য বর্ব্বর নয়। বঙ্গ অনার্য্য নয়। সে পাণ্ডবের অপরিচিত নয়, পাণ্ডবও তার অপিরিচিত নয়। সে জেনে শুনে ঘোড়া ধরেছে।

সাত্যকি। বলেন কি?

অর্জ্জুন। সে নিজেকে আমার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী মনে ক'রেই ঘোড়া ধরেছে। সাত্যকি! মণিপুর-পতিকে বর্ব্বর অনার্য্য মনে ক'রে অসাবধানে যুদ্ধ ক'র না, তা হ'লে ঘোড়া ফেরাতে পারবে না।

সাত্যকি। মণিপুরপতি অনার্য্য বর্ব্বর নয়?

অর্জ্জুন। আর্য্যবংশধর—তোমার আত্মীয়।

সাত্যকি। বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছি; কিন্তু না ব'লেও থাকতে পারছি না, আপনি কি আমার সঙ্গে রহস্য করছেন?

অর্জ্জুন। তুমি কি আমার রহস্য করবার পাত্র? আর রহস্য করবার ছলেও আমাকে কি কখন মিথ্যা বলতে শুনেছ?

সাত্যকি। আমার আত্মীয়?

অর্জ্জুন। তোমার পরমাত্মীয়। তুমি হয় ত শুনেছ, বহুকাল পূর্ব্বে আমি একবার দ্বাদশ বৎসরের জন্য তীর্থভ্রমণে বাহির হয়েছিলুম।

সাত্যকি। শুনেছি। সেই সময়েই আপনি কিরাতরূপী মহাদেবকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সন্তুষ্ট ক'রে, পাশুপত অস্ত্র লাভ করেছিলেন।

অর্জ্জুন। সে বহুদিনের কথা। সাত্যকি! সেই সময় ভ্রমণ করতে করতে আমি মণিপুরে এসে উপস্থিত হয়েছিলুম। তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের এ অপূর্ব্ব উপত্যকা যাদুমন্ত্রে যেন আমাকে মুগ্ধ ক'রে, বহু দূর থেকে আমাকে আকৃষ্ট ক'রে নিয়ে এসেছিল। এই তুষারনিষেবিত মণিপুরের শুভ্র-প্রান্তরে, শুভ্র অশ্বে আরোহণ ক'রে শুভ্রবসনা এক মদিরলোচনা সুন্দরী আপনার মনে ভ্রমণ করছিলেন। সে সৌন্দর্য্য দেখে আমি মুহূর্ত্ত সময়ের মধ্যে আত্মহারা হ'য়ে পড়েছিলুম। সে সুন্দরী মণিপুররাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা। আমি মণিপুর-রাজগৃহে অতিথি হ'য়ে [illegible] পাণিপ্রার্থনা করি। রাজা আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন। সাত্যকি! বর্ত্তমান মণিপুররাজ সেই রাজকুমারীর গর্ভজাত সন্তান। সিংহাসন এখন আর্য্যরাজ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত। উন্মাদে আজ পাণ্ডবদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অশ্ব ধরে নি। যে ধরেছে, তাকে তোমার ভাই অভিমন্যু হ'তে বিক্রমে ন্যূন মনে ক'র না।

সাত্যকি। তাই ত গুরু, মণিপুররাজ পাণ্ডব-বংশধর, আমার ভাই!

অর্জ্জুন। সাত্যকি! আকুল প্রাণে আমি মণিপুর অভিমুখে অগ্রসর হ'চ্ছিলুম। যোল বৎসর পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বরাজনন্দিনীর সূতিকা-গৃহে কন্দর্পকান্তি রোরুদ্যমান শিশুকে পশ্চাতে রেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে ফেলতে দেশে ফিরে গিছলুম। সেই রূপ এত দিন যোল-কলায় পূর্ণ হ'য়েছে। আমি সেই বালকের মুখ দেখে অভিমন্যু-বিয়োগের শোক দূর করব ব'লে, আকুল হ'য়ে মণিপুরের দিকে অগ্রসর হয়েছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয়। বুঝি সন্তান ভয়ে ঘোড়া না ধ'রে আমার মর্য্যাদা রক্ষা করে। করুণাময় আমার সে ভয় দূর করেছেন। আর কেন সাত্যকি! তোমার গুরুপুত্রের সঙ্গে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও

সাত্যকি। যখন পরিচয় পেলুম, তখন আর কেমন ক'রে গুরু, আমি মণিপুররাজের সঙ্গে যু[illegible] করি?

অর্জ্জুন। মণিপুরপতি যদি বিনা যুদ্ধে অশ্ব ন[illegible] দেয়? তুমি কি তার নিকট অশ্ব ভিক্ষা ক'[illegible] মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উচ্চ-মস্তক এই তুচ্ছ ভূঁইয়া[illegible] সম্মুখে হেঁট করাবে?

সাত্যকি। গুরুপুত্র জেনে আমি কেমন ক'[illegible] তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করব? তাঁকে আলিঙ্গনে আব[illegible] করবার জন্য আমার প্রাণ অস্থির হয়েছে।

অর্জ্জুন। এ ত এখন মায়ায় আবদ্ধ হ'য়ে অস্থি[illegible] হবার সময় নয়। এ এখন ভারত-সম্রাটের মর্য্যা[illegible] রাখতে কার্য্য করবার সময়। মণিপুরপতিকে পরা[illegible] ক'রে পাণ্ডব-গৌরব প্রতিষ্ঠিত করবার সময়। য[illegible] না পার, শিবিরে ফিরে যাও।

সাত্যকি। এই না বললেন আপনি অভিমন্যু[illegible] শোকে কাতর! আর সেই শোকের উপশমে[illegible] জন্যই না আপনি অস্থির হ'য়ে মণিপুরপতিকে দেখ[illegible] আসছিলেন? এই কি আপনার পুত্রপ্রেমের লক্ষণ[illegible] বুঝতে পারছি, শত্রুতা করলে, বেঁচে থাকতে।

বালক ঘোড়া ফিরিয়ে দেবে না। সুতরাং মৃত্যু তার অবশ্যম্ভাবী। আর্য্য! পুত্র-বধে পুত্রবৎসলতা! রক্ষা করুন—মহারাজের মর্য্যাদা কিছু হানি হবে না।

(বৃষকেতুর প্রবেশ)

অর্জ্জুন। কি সংবাদ বৃষকেতু?

বৃষ। মণিপুরপতি সংবাদ দিয়েছেন, যদি তৃতীয় পাণ্ডব স্বয়ং রাজগৃহে পদার্পণ ক'রে অশ্ব নিতে আসেন, তবেই তিনি ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত, নতুবা নয়।

অর্জ্জুন। কি সাত্যকি! আমার যাওয়া কি তোমার অভিমত?

সাত্যকি। বৃষকেতু! আমাদের মধ্যে কেউ গেলে কি চল্‌বে না?

বৃষ। আমি তাঁকে ঘোড়া পাণ্ডব-শিবিরে আনতে আদেশ করেছিলুম। তাতে তিনি এই উত্তর প্রেরণ করেছেন। তৃতীয় পাণ্ডব নিজে না এলে অন্য কাউকেও তিনি ঘোড়া দেবেন না।

অর্জ্জুন। এখন কি করবে সাত্যকি?

সাত্যকি। তা হ'লে যুদ্ধ ভিন্ন আর উপায় নেই।

অর্জ্জুন। বৃষকেতু! অবিলম্বে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(সেনাপতি ও চিত্রাঙ্গদা)

চিত্রা। কার আদেশে সেনাপতি তুমি অশ্ব ধর্‌লে?

সেনা। বিনা আদেশে ধরি আমার সাধ্য কি? অগ্রে রাজার আদেশ পেয়েছি, তার পর ঘোড়া ধরেছি।

চিত্রা। তার পর? ক্ষুদ্র বালক, তার কথায় তুমি এই অসমসাহসিক কার্য্য করলে? একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করবার অবকাশ পেলে না? সে পিতৃদ্রোহী, আমি তাকে সন্তান ব'লে গণ্য করতে চাই নি। যাও—সন্তান, তুমি আর যে যে ব্যক্তি এই দুষ্কর্ম্ম করেছে, সবাই দেশ থেকে দূর হ'য়ে যাও।

সেনা। আমি প্রথমে রাজকুমারকে এ লোক-বিগর্হিত কাজ করতে নিষেধ করেছিলুম।

চিত্রা। তার পর?

সেনা। রাজকুমারেরও ঘোড়া ধরবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না।

চিত্রা। তবে এমনটি হ'ল কেন?

সেনা। কোথা থেকে এক অলোকসামান্যা রূপবতী রমণী রাজকুমারকে পুত্র সম্বোধন ক'রে ঘোড়া ধরতে আদেশ করলেন।

চিত্রা। সে কি?

সেনা। সেই কথা শুনেই রাজার মত ফিরে গেল। আমাকে বললেন, ঘোড়া ধর, রাজার আদেশ—কি করি মা, ঘোড়া ধরলুম।

চিত্রা। কে সে সর্ব্বনাশী? কোন্ কালনাগিনী সকলের অলক্ষ্যে দিবা দ্বিপ্রহরে এসে আমার পুত্রের মস্তকে দংশন ক'রে গেল? সেনাপতি! যদি মঙ্গল চাও, পুত্রকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আর দন্তে তৃণ ক'রে আমার স্বামীর অশ্ব তাঁর কাছে ফিরিয়ে দাও।

সেনা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

চিত্রা। যত শীঘ্র পার, বিলম্ব ক'র না! ছেলেকে আমার আদেশ জানাও। যদি সে আদেশ পালন করতে না চায়, তা হ'লে ব'ল, তার মাতৃ-হত্যার পাতক হবে।

(বভ্রুবাহনের প্রবেশ)

বভ্রু। একি মা! কার উপর এই ভয়ঙ্কর অভিশাপ প্রদান করলে?

চিত্রা। বভ্রুবাহন! মাতৃভক্ত সন্তান তুমি—তুমি এ কি কার্য্য করলে বাপ?

বভ্রু। কি কাজ করেছি মা?

চিত্রা। কি কাজ করেছ—এই উত্তরের কি প্রত্যাশা করেছিলুম বভ্রুবাহন? আমি মা, আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে ঘোড়া ধ'রে কাজ কি ভাল করলে?

বভ্রু। বড় অন্যায় করেছি। কিন্তু কি করব মা, এমন দুঃসময়ে ঘোড়া এল যে, তোমাকে স্মরণ করবারও অবকাশ পেলুম না।

চিত্রা। ঘোড়া নাই ধরতে।

বভ্রু। দেখলুম এত দিনের পোষিত আশা জন্মের মতন নষ্ট হয়। তুমিও স্বামিদর্শন-কামনায় ষোল বৎসর আকাশ পানে চেয়ে ব'সে আছ, আমিও

পিতা পিতা ক'রে দিবারাত্রি তন্ময় হ'য়ে রাজার কর্ত্তব্যে ত্রুটি করছি। সাধনার সামগ্রী ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত এসে ফিরে যাবে—সে যে সইতে পারলেম না মা!

চিত্রা। গুরুজনকে দেখবার জন্য এমন বর্ব্বরের মতন আচরণ করতে হবে? নাই বা দেখলে!

বভ্রু। হ্যাঁ মা, ঠিক বল দেখি, এই কি তোমার মনের কথা? মা! পিতার নাম শুনেই দেখবার সাধ জেগে উঠেছিল; কিন্তু যেই শুনলুম পিতৃদ্রোহী হ'তে হবে,—যদিও অতি কষ্টে—তবুও এক মুহূর্ত্তে সেই প্রজ্বলিত বহ্নি নিবিয়ে ফেলেছিলুম। কিন্তু মা, যেই তোমাকে মনে পড়ল, তোমার মলিন মুখ যেই আমার মনের সম্মুখে ছল ছল নেত্রে তোমার হৃদয়ের অতি তীব্র যন্ত্রণা প্রকাশ করতে এসে উপস্থিত হ'ল, তখন মা সব ভুলে গেলুম, দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ঘোড়া ধরলুম।

চিত্রা। তবে নাকি কোন্ সর্ব্বনাশী তোমাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করেছে?

বভ্রু। সর্ব্বনাশী নয় মা—মণিপুরের জয়লক্ষ্মী—আমার জ্ঞানদাত্রী। আমার হৃদয়ের কথা পাঠ ক'রে কোন্ স্বর্গরাজ্য থেকে তিনি এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। নইলে মা এতক্ষণ ঘোড়া কোন্ রাজ্যে চ'লে যেত, আর পিতাকে দেখতে পেতুম না। তুমিও মা অভিমানে লজ্জায় ভগ্নহৃদয়ে এ অধম কাপুরুষ সন্তানের মুখের পানে আর চাইতে পারতে না।

চিত্রা। এখন উপায়?

বভ্রু। যা বল।

চিত্রা। ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়ে এস। পিতার কাছে পরাভব-স্বীকারে পুত্রের অপমান নেই।

বভ্রু। কিন্তু মণিপুরবাসীর অপমান আছে। তারা আমার মর্য্যাদা রাখতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আগে থাকতেই সমরোল্লাসে মেতেছে। অনুমতি কর, তাদের নিষেধ করি। তারা রাজভক্ত প্রজা। রাজার মুখ চেয়ে তারা এ অপমান সহ্য করতে পারবে।

চিত্রা। অপমান কিছু নাই। পাণ্ডুপুত্র ধার্ম্মিক, মহাজ্ঞানী, সেখানে অপমানের ভয় কিছু নেই।

বভ্রু। অপমান নিশ্চয়।

চিত্রা। কি হবে বভ্রুবাহন? কি হবে বাপ? আমি যে দিব্যি দিয়েছি।

বভ্রু। যাব।

চিত্রা। আমি না হয় সঙ্গে যাই।

বভ্রু। তা পারবে না, তোমায় সঙ্গে নিতে পারব না। অপমান হয় আমার হবে, তুমি কেন আমার সঙ্গে অপমানিতা হবে! মায়ামিয়! আজীবন তোমার আদরে প্রতিপালিত হয়েছি। পিতাকে কখন দেখি নি। এক জন অপরিচিতের সম্মানের জন্য আমি তোমার অপমান সইতে পারব না। মা! পায়ে ধরি, এতে আমাকে অনুরোধ ক'র না।

চিত্রা। তুমি পিতার চরিত্রে বড় অন্যায়রূপে সন্দিহান হচ্ছ বভ্রুবাহন।

বভ্রু। তা ঠিক হয়েছি। যে ব্যক্তি কর্ম্মাভিমানের বশবর্ত্তী হ'য়ে ভালবাসার বন্ধন ছিঁড়তে পারে, মা তাকে বিশ্বাস নেই।

চিত্রা। বাপ! মনের আবেগে যে তোমাকে অভিশপ্ত করেছি!

বভ্রু। এই যে যাচ্ছি মা। (প্রণাম)

চিত্রা। তাই ত মা শঙ্করি! কি করলুম? রক্ষা কর মা, রক্ষা কর—আমার পুত্রের মানরক্ষা ক'র, অভিমানী বালক, পিতার কাছে অপমানিত হ'লে প্রাণ রাখবে না। রক্ষা কর মা—রক্ষা কর।

তৃতীয় দৃশ্য

শিবির।

অর্জ্জুন, ইলাবন্ত, সাত্যকি ও বৃষকেতু।

অর্জ্জুন। বৃষকেতু! মণিপুরপতি বালক, সুতরাং বালকের হাত থেকে অশ্বের উদ্ধারের জন্য তুমি আর ইলাবন্ত দুই ভাইকে নিযুক্ত করলুম। আমার বিশ্বাস, এ যুদ্ধে আমাদের অস্ত্রধারণ করবার প্রয়োজন হবে না।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ! মণিপুররাজ আপনার পাদবন্দনা করতে উপঢৌকন সঙ্গে শিবিরদ্বারে উপস্থিত।

সাত্যকি। আঃ! প্রাণ থেকে যেন একটা পাথর নেমে গেল। পিতা-পুত্রে বিসম্বাদ! মনে করেই প্রাণের যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছিলুম মহারাজ!

অর্জ্জুন। বৃষকেতু! ইলাবস্ত! তোমরা অগ্রসর হ'য়ে মণিপুররাজকে সম্মানের সহিত এখানে নিয়ে এস, আর দূতকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান কর।

[বৃষকেতু, ইলাবস্ত ও দূতের প্রস্থান।

তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছি, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজাদের সহিত অকারণ বিবাদ করবার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নাই।

সাত্যকি। মণিপুররাজ নিজের ভ্রম বুঝে ঘোড়া যে ফিরিয়ে এনেছেন, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর হ'তেই পারে না।

(বৃষকেতু ও ইলাবস্ত সহ বভ্রুবাহনের প্রবেশ ও পুষ্পদলে অর্জ্জুনের পাদবন্দনা)

বভ্রু। মহারাজ! অভিমানের বশে অশ্ব ধরেছিলুম,—দেখলুম অশ্ব না ধরলে আপনার শ্রীচরণ দর্শন ভাগ্যে ঘটে না।

অর্জ্জুন। ঘোড়া ফিরিয়ে এনেছ?

বভ্রু। এনেছি। আর না বুঝে ঘোড়া ধরেছিলুম ব'লে অনুশোচনা করছি।

অর্জ্জুন। তোমার পিতার নাম কি মণিপুররাজ?

বভ্রু। (বিস্মিতভাবে চাহিয়া) অপমানের জন্য, না বাস্তবিক বিস্মৃতি?

অর্জ্জুন। যার জন্যই হ'ক। কেন, পরিচয় দিতে ভয় পাও নাকি?

বভ্রু। মহাবীর তৃতীয়-পাণ্ডব আমার পিতা! গন্ধর্ব্বরাজনন্দিনী চিত্রাঙ্গদা আমার মাতা!

অর্জ্জুন। প্রাণভয়ে অন্যান্য রাজারা মাথাই লুটিয়ে থাকে দেখতে পাই, কিন্তু কোন রাজাকে এরূপ নীচভাবে পিতৃসম্বোধন করতে কখন শুনি নি মণিপুররাজ!

বভ্রু। পিতা, নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করবেন না, অবস্থা বুঝে সদয় হ'ন।

অর্জ্জুন। আমার পুত্র হ'লে ঘোড়া একবার ধ'রে হেঁটমুখে এই দীনভাবে আবার ফিরিয়ে দিতে আসতে না!

বভ্রু। কার্য্য ক্ষত্রিয়োচিত নয়, কিন্তু পুত্রোচিত।

অর্জ্জুন। আরব্যোচিত। যদি নিরস্ত্র হ'য়ে পুত্ররূপ দর্শনের জন্য লালায়িত হ'য়ে ছুটে আসতুম, তা হ'লে আদর দেখাতে ফুলচন্দন দিয়ে পা পূজা করতে আসতিস। স্পর্দ্ধার সঙ্গে ঘোড়া ছেড়েছি, সে ঘোড়া বীরদর্পে ধরেছিলি। এই পিতৃভক্তির দোহাই দিয়ে ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে আসা পিতৃভক্তি, না—কাপুরুষতা? আমার সন্তান ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করে! ক্ষত্রিয়ত্ব রক্ষা করবার জন্য পুত্রত্বে জলাঞ্জলি দেয়! বৃষকেতু! এই গন্ধর্ব্বনন্দিনীর সন্তানকে আমার সম্মুখ থেকে নিয়ে যাও, আর অধীন সামন্তগণের মধ্যে একজন গণ্য ক'রে ঘোড়া ফিরিয়ে নিয়ে চল! আরজকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করবার প্রয়োজন নাই।

বভ্রু। যুদ্ধই যদি পুত্রত্বের পরিচয়, তা হ'লে মিষ্টবাক্যে আদেশ করুন, এত পরুষবাক্য প্রয়োগ কি ক্ষত্রিয়োচিত? পদদলিত হ'লে ক্ষুদ্র কীটও চরণে দংশন করে, তা আমি ত ক্ষত্রিয়সন্তান। কিন্তু মহারাজ! আত্মহারা হয়ে আমাকে দারুণ গর্হিত কার্য্য করতে আদেশ করবেন না। পায়ে ধরি পিতা প্রকৃতিস্থ হ'ন, দয়া করুন। আমার মা সাধ্বী পতিপরায়ণ। পিতাপুত্রের এ পাশবিক সম্বন্ধ শুনলে মর্ম্মান্তিক আহত হবেন। পিতা সদয় হ'ন!

অর্জ্জুন। (পদাঘাত) দূর হও নটীর সন্তান।

সাত্যকি। করলেন কি, করলেন কি মহারাজ? বিনাপরাধে শান্ত পুত্রকে পদাঘাত করলেন?

অর্জ্জুন। কে পুত্র? পুত্র ত আমার অভিমন্যু! ভারতের সপ্ত শ্রেষ্ঠ বীরকে সাত বার সংগ্রামে পরাস্ত করেছে। ন্যায়যুদ্ধে কেউ তার অঙ্গে একটিও বাণ স্পর্শ করাতে পারে নি। ঘৃণায় মুখ ফেরাচ্ছি, দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিচ্ছি, দেহে একবিন্দু ক্ষত্রিয়-রক্ত থাকলেও কি এ অপমান সহ্য করে?

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। বৎস বভ্রুবাহন! মাতৃবৎসল মণিপুররাজ! কর্তব্য করেছ, তাতে লজ্জা কেন? ছি ছি! শিষ্ট শান্ত যশস্বী বীর তুমি, পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়েছ ব'লে কি কাঁদবে? চ'লে এস। শিষ্টাচার পিতার মনোমত হ'ল না, যা দেখতে চান, তাই দেখাও—যুদ্ধ চান, যুদ্ধ দাও! সেনাপতি!

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনা। কি আদেশ জননী ?

উলূপী। ঘোড়ার মুখ ফেরাও।

সেনা। মহারাজ!

বভ্রু। এখনি—যেন পলমাত্র বিলম্ব না হয়।

সেনা। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

বভ্রু। আর মণিপুর-রাজনন্দিনীকে গিয়ে বল, তিনি আমার ধাত্রী-জননী, মা আমার এখানে আছে।

উলূপী। কি করিস্ নরাধম! আত্মহারা হ'য়ে মাতৃনিন্দা করিস্ কেন ?

বভ্রু। আরও ব'ল, যতদিন পর্য্যন্ত না তাঁর স্বামীর প্রাণহীন দেহ তাঁর চরণপ্রান্তে অঞ্জলি প্রদত্ত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মণিপুররাজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবে না।

উলূপী। সিংহশিশুকে উত্তেজিত ক'রে কাজ ভাল করলেন না তৃতীয়-পাণ্ডব। ক্ষত্রিয়ত্বের অভিমান কোথায় ছিল ? যখন পরশুরামবিজয়ী কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম নিজ রথে নিরস্ত্র উপবিষ্ট তখন নারীর অধম শিখণ্ডীর পশ্চাৎ থেকে কোন্ মহাবীরের বাণ তাঁর অনাবৃত বক্ষ বিদ্ধ করেছিল ? ইচ্ছামৃত্যু শান্তনুনন্দন কার কাপুরুষত্বে মৃত্যু-কামনা করেছিল ? যাক্! বভ্রুবাহন কার পুত্র, এই অশ্বমেধের অশ্বই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে সাক্ষ্য প্রদান করবে। যজ্ঞ-রক্ষায় যখন অন্য পাণ্ডবের সঙ্গে বভ্রুবাহনের সমান অধিকার, তখন সে মহাযজ্ঞ অশ্বহীন হবে না। তবে তৃতীয়-পাণ্ডবকে বুঝি সে যজ্ঞ দেখতে হ'ল না! এখন আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এই নিরপরাধ বালকে পিতৃহত্যার পাপ স্পর্শ না করে! বালক! পিতাকে প্রণাম ক'রে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও!

বভ্রু। ক্ষত্রিয়, ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করে, ক্রোধের জন্য নয়। মহারাজ! স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্য আপনার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেম, অপরাধ গ্রহণ করবেন না।

অর্জ্জুন। অকার্য্যের জন্য তোমার জয়-কামনা করতে পারি না, তবে আশীর্ব্বাদ করি, যদিই যুদ্ধে জয়লাভ কর, যেন তোমাতে পাপস্পর্শ না করে।

[উলূপী ও বভ্রুবাহনের প্রস্থান।

এ কি শুনলেম—চিত্রাঙ্গদা ধাত্রী-জননী! তবে এ তেজস্বিনী কে ?

সাত্যকি। বীরত্বের প্রস্রবিণী!

ইলা। আমার মা।

অর্জ্জুন। তোমার মা ? পতিপরায়ণা উলূপী ? তুমি এখানে, তোমার মা ওখানে, এ কি রকম ইলাবস্ত ?

ইলা। জিজ্ঞাসা করবেন না—আমি বলতে পারব না।

সাত্যকি। মহারাজ! এ লোক-বিগর্হিত কার্য্য হ'তে প্রতিনিবৃত্ত হ'ন, পুত্রকে ফিরিয়ে এনে স্নেহালিঙ্গন প্রদান করুন।

অর্জ্জুন। কেন, ভয় পেলে না কি সাত্যকি ?

সাত্যকি। ভয়ের কারণ হ'লে ভয় পেতে হয় বই কি। তবে ভয় আমার জন্য নয়, এই বালকের জন্য নয়! মাতৃ-হস্তে পুত্রের জীবন-নাশ, সে ত অনন্তকালব্যাপী পরমায়ু! ভয় আপনার জন্য।

অর্জ্জুন। বল কি সাত্যকি ?

সাত্যকি। মা সতীশিরোমণি—মহাশক্তির অংশ। ত্রিভুবনবিজয়ী শুম্ভ-নিশুম্ভ যেখানে কীটাণুবৎ দলিত হয়েছে, সেখানে তৃতীয়-পাণ্ডব কি ?

অর্জ্জুন। পুত্র এখানে, মা ওখানে। এ যে প্রহেলিকা সাত্যকি!

সাত্যকি। সতীর আচরণ সতীই জানে, অন্যের দুর্ব্বোধ্য।

বৃষ। মহারাজ! কি জানি কেন মন বলছে এ যুদ্ধে আমাদের মঙ্গল নাই!

অর্জ্জুন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় কর্ম্ম—এখন ফেরা অসম্ভব। যাও, বিলম্ব ক'র না, সকলে যত শীঘ্র পার প্রস্তুত হও।

[অর্জ্জুন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বাসুদেব! তোমাকে ছেড়ে কেন এরূপ বলতে পারি না। তোমার বড় আগ্রহ অগ্রাহ্য করেছি। সমস্তই তোমার ইচ্ছা। নারায়ণ! জয় চাই না, অভিমন্যুর অভাব মোচন কর, তার শোক নিবারণ কর, জগৎকে দেখাও, আমার প্রত্যেক সন্তানই অভিমন্যু।

—

চতুর্থ দৃশ্য

বভ্রুবাহন

(গীত)

পড়েছি গহন বনে অসীম বিস্তার তার,
উপরে জলদ তার ভিতরে ঘন আঁধার ॥
পল্লবে সমীর খেলে, আনে নিরাশার গান ;
ঐ ধারে চলে তটিনী, আঁধারে তার অবসান ॥
ঝাঁপিয়ে পড়িতে চাই, শত দিকে বাধা পাই,
শত দিকে শত পথ পরেছে কণ্টকহার !
ফণী আছে ফণা তুলে, ভূতলে বনা যে তার !

বভ্রু। অন্ধকার !—কেবল অন্ধকার ! ধরণীর সীমান্ত থেকে অন্ধকার—প্রলয়ের ঘন জলদজালের মত চারিদিক থেকে ছুটে এসে যেন আমার মাথার ওপরে আশ্রয় নিচ্ছে ! বুঝি আমাকে, আমার পরিণামকে জন্মের মত কুক্ষিগত করলে ! আর বুঝি আমাকে কেউ দেখতে পাবে না, আমিও আমাকে দেখতে পাব না। কি কুক্ষণেই কামনা ক'রে কৃষ্ণ-পূজা করেছিলুম ? তার ফলের তীব্রতায় আমার প্রাণ এখন অস্থির। পিতা বিরূপ হল, পুত্র হয়ে মায়ের নিন্দা শুনতে হ'ল। মায়ের নিন্দা ! উঃ ! পাণ্ডবশিবিরে বহুলোকের সম্মুখে পিতার নির্দ্দয় বাণী আমাকে মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধেছে। যতক্ষণ না মাতৃনিন্দার প্রতিশোধ নিতে পারছি, ততক্ষণ জীবন-মরণে আমার কিছুমাত্র প্রভেদ নেই। বহুদূর অগ্রসর হয়েছি, আর ফেরা অসম্ভব। ফিরলে আমার নামের সঙ্গে কলঙ্কের চিরসম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে যাবে। অপবিত্র হবার ভয়ে, মানুষ আর আমার নাম মুখে আনতে চাইবে না। কাল প্রাতঃকালে রণক্ষেত্রে আমার ভবিষ্যৎ জীবন-প্রশ্নের মীমাংসা। জনার্দ্দন ! কামনা আর কি করব ? পিতাপুত্রের এ অপূর্ব্ব দ্বৈরথ-যুদ্ধ দেবতাতেও কখন দেখে নি ! এ যুদ্ধে আমার পক্ষে জয়-পরাজয়, লাভ-অলাভ সব সমান। তবে আর কি প্রার্থনা করব ? প্রার্থনা নেই, যেহেতু আমার আর সুখও নেই, দুঃখও নেই—নারায়ণ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। যদি ইচ্ছা হয়—কেন না তোমাকেও আমি ডাকতে সাহস করছি না। তুমি পাণ্ডবসখা ! আমার জন্য তোমার অটুট প্রেমের বাঁধন টুটে যাবে ! পাণ্ডব তোমার পর হবে ! না, না—তুমি যেখানে আছ, সেইখানেই থাক। তবে যদি ইচ্ছা হয়—বাসুদেব ! বলতে পারি না—যদি ইচ্ছা হয়, আমার মানসচক্ষের সুমুখে একবার দাঁড়াও, একবার দাঁড়াও ! আহা ! কি সুন্দর !

অলকাকুলাবৃত বদন-সরোজং
প্রেক্ষক-রমণী জনিত মনোজং।
ভালে শোভিত মৃগমদ তিলকং
শ্রুতিগত-মকরাকৃতি-কুণ্ডলকং
নাসাবাসিত-করিবরমুক্তং
চরণ-রণন্মণিনূপুরযুক্তং।

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। বভ্রুবাহন !

বভ্রু। তাই ত, এ কি ? শ্বেতবরণা, শ্বেতভূষণা, শ্বেতাম্বরধরা। পলকহীন বিশাললোচনে করুণার রাশি সঞ্চিত ক'রে—শান্তশুভ্র করুণাতরঙ্গে গলিত হিমানীর রজতধারার ন্যায় কে তুমি মা দিব্যকান্তি-ময়ী আমার কাছে আগমন করছ ?

গঙ্গা। তুমি যে ইষ্টদেবের আরাধনায় নিযুক্ত, আমি তাঁরই অভয়পদ হতে উদ্ভূতা সলিলরূপিণী মন্দাকিনী ! বভ্রুবাহন ! তোমার কাতর আবেদনে করুণাময়ের হৃদয় আকুল হয়েছে—আমি সেই বিগলিত করুণার মূর্ত্তি। এস—সঙ্গে এস ; করুণার অনন্তশক্তি। সেই শক্তির সহায়তায় তোমার হৃদয় আজ গঠিত করব ! বিলম্ব ক'র না, শীঘ্র আমার সঙ্গে এস।

বভ্রু। কোথায় যাব মা ?

গঙ্গা। যেখানে পুঞ্জীকৃত শক্তি তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছি ! এস, তোমাকে দান করি—বিলম্ব ক'র না। [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

শিবিরদ্বার—উলূপী ও সেনাপতি।

সেনা। তবে কি এবার হ'তে আপনার আদেশেই চলতে হবে ?

উলূপী। বুঝতেই ত পারছ—এ কথা জিজ্ঞাসা করা কথার অপব্যয়।

সেনা। তা ব'লে মা ছেলেকে দেখতে চাচ্ছে, শুধু আপনার জন্য দেখতে পাবে না ?

উলূপী। মা কে? মা ত আমি।

সেনা। সে কথা আমি স্বীকার করতে পারি না।

উলূপী। কিন্তু তুমি যার দাস, সে স্বীকার করে।

সেনা। রাজা ক্রোধের বশে এ কথা ব'লে ফেলেছেন।

উলূপী। ক্রোধের বশে নয়, কার্য্যবশে। আমার আদেশ না পালন করলে তার মহাপাপ, চিত্রাঙ্গদার আদেশ অগ্রাহ্য করলে লোক-নিন্দা। কার্য্যের জন্ত ক্ষত্রিয় লোক-নিন্দা গ্রাহ্য করে না। যাও, সে রমণীকে এস্থানে পুনরায় আসতে নিষেধ কর, অথবা তার স্বামীর শিবিরে যেতে আদেশ কর। এখানে তার স্থান নেই।

সেনা। এ কথা শুনব কেন?

উলূপী। না শোন, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে।

সেনা। পাঠাবে কে?

উলূপী। আমি। এ কার্য্যে আমি রাজার অপেক্ষা রাখি না।

সেনা। কেবল এই ব্যক্তির বাহুবলে মণিপুর-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। শত্রুর আক্রমণ হ'তে এ রাজ্য রক্ষা করেছি, একা আমি। মণিপুররাজ তখন জরাগ্রস্ত, উত্থানশক্তিরহিত। এ বালক তখন ছিল কোথ? শুধু আমার মহত্ত্বে এ বালকের মস্তকে রাজমুকুট স্থাপন করেছি।

উলূপী। তাতে গৌরব কি? প্রভুভক্ত ভৃত্যের কার্য্য করেছ, তাতে এত আত্মপ্রশংসা কেন? না করলে বিশ্বাসঘাতক হ'তে, না করলে এই বালক কর্ত্তৃক অপমানের সহিত তাড়িত হ'তে।

সেনা। নারী, তাই তুমি এত কথা কইতে অবকাশ পেলে।

উলূপী। প্রভুভক্তি যথেষ্ট দেখিয়েছ, তাই তোমার শির এখনও স্কন্ধ হ'তে বিচ্ছিন্ন হয় নি।

সেনা। তবে শোন অপরিচিতা রমণী, আমি তোমাকেও চিনি না, রাজাকেও চিনি না।

উলূপী। এখনি চিনিয়ে দিচ্ছি। ইলাবন্ত! (ইলাবন্তের প্রবেশ) এই বৃদ্ধকে ধর। প্রাণে মের না।

সেনা। সাবধান বালক!

ইলা। আমি মায়ের আদেশ পালন করি। (উভয়ের অস্ত্রক্রীড়া, সেনাপতির পরাভব।)

সেনা। মা! তোমায় চিনেছি! আমি সন্তান, আমাকে ক্ষমা কর। এখন বুঝলুম, এ মহাযুদ্ধে তৃতীয়-পাণ্ডবের মঙ্গল নাই। ভৃত্যকে কি করতে হবে, আদেশ করুন।

উলূপী। দেহরক্ষী হয়ে রাজমাতার পার্শ্বে অবস্থান কর। দেখো যেন আত্মহারা হয়ে সে অভাগিনী নিজের কোনও অনিষ্ট না করে।

সেনা। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

উলূপী। তুই কি মনে ক'রে রে বালক?

ইলা। কি আবার মনে ক'রে, মাকে দেখতে এসেছি।

উলূপী। না, তৃতীয়-পাণ্ডব ভীত হ'য়ে তোকে দিয়ে অনুগ্রহ-ভিক্ষা করতে পাঠিয়েছে।

ইলা। সে বাপ আমার নয়।

উলূপী। তা এক পদাঘাতেই বুঝেছি।

ইলা। তুই বেটী বুনোর মেয়ে, তুই আমার বাপের মর্ম্ম বুঝবি কি?

উলূপী। তুই বেটা বাপের পদানত, তুই তার সুখ্যাতি করবি, এ ত জানা কথা।

ইলা। তবে কি বাপের সঙ্গে লড়াই করব? যে বাপ প্রথম দর্শনে চৌদ্দ বৎসরের সঞ্চিত চক্ষুজল আমার মাথায় ঢেলেছে। তুই সেখানে নেই ব'লে নিজে মা-বাপের কার্য্য করেছে! সেই বাপের সঙ্গে লড়াই করব?

উলূপী। (চক্ষে হস্তপ্রদান) দেখা হ'ল, আর কেন ইলাবন্ত! রাত্রি প্রভাত হয়।

ইলা। একটু দাঁড়া, প্রণাম করি।

উলূপী। আশীর্ব্বাদ করতে পারব না।

ইলা। আশীর্ব্বাদ চায় কে? যদি যুদ্ধে জয়লাভ করি, তা হ'লে আশীর্ব্বাদের নাম হবে! জিতিহারি, যশ-অযশে আমার অধিকার। আশীর্ব্বাদকে দেব কেন? এসুখ কেন আনিস? হারি ত তুই দেখতে পাবি নি, জিতি ত তোকে দেখতে পাব না, তাই দেখতে বড় সাধ হল! দেখ মা, এমন যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছি যে, তাতে জয়ের চেয়ে পরাজয়ে সুখ আছে। আচ্ছা মা, আশীর্ব্বাদ কর না, যেন এ যুদ্ধ দেখবার আগে আমার মৃত্যু হয়।

উলূপী। বিশ্ববিজয়ী বীরের পুত্র তুমি। ছি বৎস? তোমার কি নিজের মরণ-কামনা করতে আছে?

ইলা। যাক, রাত্রি প্রভাত হয়, চল্লেম। ভাল, তোদের রাজা কি কর্‌ছে?

উলূপী। কৃষ্ণপূজা কর্‌ছে।

ইলা। দেখা হয় না?

উলূপী। পাছে কেউ দেখ্‌তে আসে, তাই আমি নিষেধ করতে দাঁড়িয়ে আছি।

ইলা। যদি দেখতে যাই?

উলূপী। শির রেখে যেতে হবে।

ইলা। তবে পালালুম! মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে আর তোকে বিরক্ত করব না।

[প্রস্থান।

উলূপী। তামসী রজনি! তোর আবরণ আজ স্বচ্ছ কেন? আমি না হয় আত্মহারা, পুত্রমুখ দেখতে চাই। তুই সর্ব্বনাশী দেখতে দিবি কেন? ঢেকে ফেল! আমার সর্ব্বস্বধনকে নিবিড় বসনাঞ্চলে ঢেকে ফেল!

(গীত।)

ঘন ঘন চমক চপলা মালিনী,
জলদ বসন অবগুণ্ঠন এস নিবিড় নিশিথিনী॥
নিরোধি নির্ঝর অশ্রুধার,
আবরি লোচন তারকার,
রুদ্ধ কর গো হৃদয়দ্বার,
তামস হৃদয়শালিনি!
মুক্ত স্বপন অঞ্চলে ঢাল
বিস্মৃতি স্মৃতিহারিণি॥

(বভ্রুবাহনের প্রবেশ)

পূজা সাঙ্গ হ'ল?

বভ্রু। কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে মা?

উলূপী। তোমার পূজা সাঙ্গ হ'ল?

বভ্রু। অন্ধকারে মুখ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু মা তোমার স্বর বাষ্পরুদ্ধ।

উলূপী। যুদ্ধ হ'তে প্রতিনিবৃত্ত হবার উপায় সন্ধান কর্‌ছ না কি বভ্রুবাহন?

বভ্রু। তোর কথার ভাবে বুঝতে পেরেছি, তোর জীবনের সাররত্ন পাণ্ডব-শিবিরে নিহিত আছে। মা, যুদ্ধে কাজ নেই!

উলূপী। কৃষ্ণপূজা ক'রে এই প্রাণ নিয়ে এলে না কি বভ্রুবাহন?

বভ্রু। পূজা করি নি।

উলূপী। সে কি?

বভ্রু। এই! বড় সাধ ক'রে মা পিতাকে দেখবার জন্য কৃষ্ণপূজা করেছিলুম। তার পর কৃষ্ণপূজার ফলে যে মূর্ত্তিতে পিতাকে দেখ্‌লেম, প্রথম দর্শনেই পিতা-পুত্রে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হ'ল, তাতে আর কৃষ্ণপূজা কর্‌তে সাহস হ'ল না। কিন্তু মা, কামনাশূন্য হয়ে যেমন একবার কৃষ্ণকে ডেকেছি, অমনি দেখতে পেলেম, হিমালয়শৃঙ্গে মহেশ্বরের জটারাশির মধ্যে কল্পারম্ভ হ'তে যে কলনাদিনী মহাশক্তি এতকাল পুঞ্জীকৃতা ছিল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই মহাশক্তি উথ্‌লে উঠল! কি এক জীবননাশী মহাবেগে সেই সমুদয় শক্তিস্রোত আমার হৃদয়-মধ্যে প্রবেশ করলে। এখন মা আমি ব্রহ্মাণ্ডনাশী মহাবলে বলীয়ান্। কোপদৃষ্টিতে যদি চাই, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত হয়। এ শক্তি নিয়ে কার সর্ব্বনাশ করব মা? বল্ মা, এখনও বল্, পাণ্ডব-শিবিরে কে তোর আপনার আছে—এখনও বল্। নইলে এ শক্তিমুখে কেউ থাকবে না—গাণ্ডীবীর হাতের ধনু ভূমিতে লোটাবে। কেউ তাকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না।

উলূপী। বেশ হয়েছে! নিশ্চিন্ত হও বভ্রু-বাহন! যদি বিশ্বসংহারে তোমার অভিলাষ আসে, তাও কৃষ্ণের ইচ্ছায়। পিতৃনাশের পাপ আর তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এখন যাও, প্রস্তুত হও; প্রাণ থাকতে গাণ্ডীবীকে দেশে ফিরতে দিও না। মণিপুরের মর্য্যাদা রক্ষা হ'ক। গাণ্ডীবীজয়ী ব'লে বিশ্বে তোমার গৌরবময় নামের উচ্চগীতি দেবগণে গান করুক। সুরতরঙ্গিণী তোমার মঙ্গলবিধান করুন।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রণক্ষেত্র।

অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। এ কি আশ্চর্য্য! এ বভ্রু-বালক, এ অদ্ভুত রণকৌশল কোথা শিক্ষা করলে? কুরু-ক্ষেত্র-যুদ্ধে এক দিন আমি এইরূপ লোমহর্ষণ যুদ্ধ

দেখেছিলুম! যুদ্ধের দশম দিবসে, গঙ্গানন্দন যে সময় পাণ্ডব-বাহিনী ধ্বংস করবার অভিলাষে ত্রিলোকের লোকসমূহকে সন্ত্রস্ত ক'রে কোদণ্ডে বিষম টঙ্কার দিয়েছিলেন, যে বিষম যুদ্ধ দেখে বাসুদেব পর্য্যন্ত পাণ্ডবজয়ে হতাশ হয়েছিলেন, যে যুদ্ধে আত্মরক্ষা করবার জন্য শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে পিতামহকে নিরস্ত্র ক'রে আমি অধর্ম্ম সঞ্চয় ক'রেছিলুম, বহুকাল পরে এ বঙ্গদেশে এসে, সেই অদ্ভুত রণকৌশল দেখে আমি বিস্মিত, স্তম্ভিত! বালকের প্রতি কোদণ্ড-টঙ্কারে আমি পরশুরাম-বিজয়ী পিতামহের প্রয়োগ সংহার দেখতে পাচ্ছি! হর্ষে-বিষাদে প্রাণ আমার আকুল হয়ে উঠেছে! আমি ক্রমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়ছি। এক একবার পুত্রের বীরত্ব দেখে আমি আনন্দে অধীর, আবার মহারাজের অশ্ব-উদ্ধারে আপনাকে অশক্ত বোধে বিষাদে আমি অবসন্ন। কি করলুম? বিনীত পুত্র অশ্ব নিয়ে পাদবন্দনা করতে এল, কেন তারে সে সময়ে কোলে তুলে নিলুম না? এ আমি ক্ষত্রিয়ের অহঙ্কারে কি করলুম? মমতাও হারালুম, মর্য্যাদাও হারালুম। দেখ্‌ছি ধর্ম্মযুদ্ধে এ বালককে পরাস্ত করা আমার অসাধ্য। কিন্তু অধর্ম্মযুদ্ধে পুত্রবধ? ছি! ছি! আবার? একবার পিতামহকে সমরক্ষেত্রে পাতিত ক'রে আজও পর্য্যন্ত মর্ম্মের যাতনায় অস্থির হ'য়ে রয়েছি। বুঝি প্রায়শ্চিত্তের জন্য ভগবান্ আমাকে মণিপুরে প্রেরণ করেছেন। আত্মক মৃত্যু—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণকে জয় করেছি—তাতেও আমি যে গৌরব অনুভব করি নি —আজ পুত্রের হস্তে নিধনে আমি তা হ'তে শতগুণ গৌরব লাভ করব।

(সাত্যকির প্রবেশ)

সাত্যকি। এ ত যুদ্ধ নয়—এ যে প্রলয়ের পূর্ব্বলক্ষণ! কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে সংহারিণী প্রকৃতি যে সকল বীরকে উদরগত করতে অপারগ হয়েছিলেন, তাদেরই বিনাশ সাধনের জন্য ভারতের প্রান্তে —এই অন্ধকারময় অরণ্য-দেশে—এই লোমহর্ষণ নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান! অন্ধকার, দিবা দ্বিপ্রহরে মেঘাচ্ছন্ন অমা-রজনীর অন্ধকার, এক জনও পথ চিনে ফিরতে পারছে না। সবাইকে দেখ্‌ছি এই অজ্ঞাত স্থানে জীবন রেখে যেতে হবে।

অর্জ্জুন। এই যে সাত্যকি! অসংখ্য সৈন্য সঙ্গে দিলুম, তুমি একা ফিরছ কেন।

সাত্যকি। সৈন্য সব ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে কে কোথায় গেছে, কার সঙ্গে যুদ্ধ করছে, আমি কিছুই স্থির করতে পারছি না। বোধ হচ্ছে যেন দ্বিতীয় ভীষ্ম সমরে অবতীর্ণ।

অর্জ্জুন। তুমি ঠিক বুঝেছ—এ অনার্য্য রাজার রণকৌশল নয়। নিশ্চয় এ বালক পিতামহের কাছে যুদ্ধবিদ্যা শিখেছে, অথবা কোন ঋষির কৃপায় ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী। নাও, আজকের মত সমরে ক্ষান্ত দাও; বভ্রুবাহনকে বালক বোধে বৃষকেতুর হাতে যুদ্ধের ভার দিয়ে আমি ভুল করেছি, কাল আমি স্বয়ং এ যুদ্ধে সেনাপতিত্ব গ্রহণের অভিলাষ করি। তুমি বৃষকেতুকে ফিরিয়ে আন।

(ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলা। এই যে—এই যে, পিতা! শীঘ্র আসুন বৃষকেতুকে রক্ষা করুন। তিনি সৈন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে, অন্ধকারে শত্রুর সম্মুখীন হয়েছেন —যুদ্ধ বেধেছে, তাঁকে রক্ষা করতে পশ্চাতে দ্বিতীয় বীর নেই!

অর্জ্জুন। শীঘ্র যাও সাত্যকি, তুমিই বৃষকেতুর পৃষ্ঠ রক্ষা কর।

সাত্যকি। অন্ধকারে কি ক'রে সন্ধান করব?

অর্জ্জুন। আমি অন্ধকার এখনি ভেদ ক'রে দিচ্ছি। চ'লে এস।

[সকলের প্রস্থান

(অনন্তের প্রবেশ)

অনন্ত। ওই—ওই! দেখতে পেয়েছি, আমার ইলাবন্ত চ'লে যাচ্ছে। বেঁচে আছে, এখনও বেঁচে আছে! কিন্তু এই সময় থেকে রক্ষা-কবচ তার অঙ্গে বেঁধে না দিলে বাঁচিয়ে রাখা ভার হবে। কিন্তু সমস্যা—নাতিকে বাঁচাব, না বুনোদের মান রাখব? বড় অগ্রাহ্য ক'রে পাণ্ডব আমাদের দেশে ঘোড়া ছেড়েছে। নাতিকে ঘোড়া ধরতে বল্লুম, নাতি আমার কথা রাখ্‌লে না। শেষে মেয়ে হ'তে বুনোদের মান বজায় হল, বভ্রুবাহনকে উত্তেজিত ক'রে সে ঘোড়া ধরালে। উঃ! ছোঁড়াটা কি লড়াইই করছে! এমন লড়াই আমি ভেজে খাই তাইত। বড়ই সমস্যাতে পড়লুম যে! এই

ইলাবন্তকে যদি দিই, তা হ'লে এখনি যুদ্ধ থেমে যায় —যদি না দিই, তা হ'লে এখনি নাতিটি ম'রে যায়। থাক, দেব না—যে যার নিজের ক্ষমতায় যুদ্ধ করুক— কিন্তু মন বুঝছে না—উপায় থাকতে চোখের ওপর নাতিটে ম'রে যাবে? এ মণি নিয়ে যে বিষম বিপদে পড়লুম! কাজ নেই, প্রাণ কাঁপছে, ভয় হচ্ছে, যার মণি তাকেই আমি ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যাই।

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। এই যে বাবা দয়া ক'রে আমার মণি দাও।

অনন্ত। য়্যাঁ—তুই—মনে করতে না করতে নাগিনীর মত ফণা তুলে এসে উপস্থিত হয়েছিস্!

উলূপী। দাও বাবা—শীঘ্র দাও, আমি বিলম্ব করতে পারি না।

অনন্ত। নে, এ আপদ কাছে রেখে আমি জ্বালাতন হয়েছি, নে বেটী—তোর সামগ্রী তুই নে।

(লগনের প্রবেশ)

লগন। দেখ্‌তে পেয়েছি—দেখ্‌তে পেয়েছি— ওই—ওই দেখ মহারাজ, তোমার নাতি আকাশ পানে চেয়ে কি যেন দেখছে, কাকে যেন কি বল্‌ছে।

অনন্ত। তাইত—তাইত—(মণি লুকাইয়া)

উলূপী। কই, আবার রাখছ যে? দিলে না —দিলে না—মমতাই তোমার বড় হ'ল, দিলে না —দিলে না?

লগন। ওই মহারাজ! হাতজোড় করছে—

অনন্ত। য়্যাঁ—বলিস কি? হাতজোড় করছে? তবে ত ইলাবন্ত বিপদে পড়েছে। পারলুম না মা! এ মণি তোকে দিতে পারলুম না।

[অনন্ত ও লগনের প্রস্থান।

উলূপী। যা! মণি পেলুম না! স্বামীর শাপবিমোচনের বিলম্ব নাই, কিন্তু জীবন বুঝি তাঁর রাখতে পারলুম না! পিতার হৃদয়ে কর্ত্তব্য ও মমতায় দ্বন্দ্ব হচ্ছিল, মমতারই জয় হ'ল।

(বভ্রুবাহন ও বৃষকেতুর প্রবেশ)

বভ্রু। আর কেন বীর, ফিরে যাও। শিবিরে গিয়ে পাণ্ডবকে আসতে বল। তাঁকে গিয়ে বল, তোমাদের মত শিশু ক'টিকে না পাঠিয়ে তিনি সজ্জিত হয়ে নিজে আসুন। তোমাদের সঙ্গে পুতুল-খেলা খেলতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

বৃষ। আত্মীয় জেনে, এতক্ষণ দয়া ক'রে তোমাকে জীবিত রেখেছি।

বভ্রু। অত দয়া করতে হবে না—শিবিরে ফিরে যাও—যা বল্‌লুম, তাই কর।

বৃষ। কাপুরুষ! যুদ্ধ কর—

বভ্রু। বীরবর! কার সঙ্গে যুদ্ধ করব? তুমি কে? তোমার অস্তিত্ব কোথায়? মহাবীর কর্ণ, নিজের মহত্ত্ব রাখ্‌তে আত্মীয়তা অগ্রাহ্য ক'রে পাণ্ডবের সঙ্গে আমরণ যুদ্ধ করেছিলেন। তুমি পিতৃশক্রপদলেহী। পিতার মহৎ নাম ডুবিয়ে দিতে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছ! আমাকে কাপুরুষ বল্‌তে তোমার লজ্জা করে না?

বৃষ। তুই অসভ্য, অনার্য্য—তুই আর্য্যের কর্ত্তব্য বুঝবি কি?

বভ্রু। আর্য্যের কর্ত্তব্য যথেষ্ট বুঝেছি। অনার্য্যের সংস্রব আছে ব'লে এখনও তোমার প্রাণ নিতে ইতস্তত: করছি। আমার এ ধর্ম্মযুদ্ধ। এ যুদ্ধে সমর-রঙ্গিণী বিশালাক্ষীর মন্দিরে তোমরা এক একটি বলি। তোমাকে হত্যা করছি নি কেন বুঝেছ? তোমার উচ্ছিষ্ট প্রাণে দেবীর পূজা হবে না! নইলে তোমার দেবতারও পূজ্য, দাতার শিরোমণি পিতা যথা সর্ব্বস্ব মহারাজ দুর্য্যোধনকে দান করেও তোমাকে পরিত্যাগ ক'রে গেছেন কেন? তিনি তোমার ভাই বৃষসেনকে বলি দিয়েছেন, আর দেবার কেউ নেই জেনে আত্মবলি দিয়েছেন। তুমি তাঁর চিরশক্র তৃতীয়-পাণ্ডবের দাসত্ব করবে জেনেও ফেলে রেখে গেছেন। তোমাকে দেবতার দ্বারে উৎসর্গ করবার তাঁর উপায় ছিল না। কেন না তুমি উচ্ছিষ্ট।

বৃষ। তবে রে নরাধম!

বভ্রু। ক্রুদ্ধ হয়ো না, আগে কি বলি শোন। তোমার পিতা এক দিন তোমার দেহ স্বহস্তে অস্ত্র দিয়ে বিখণ্ডিত ক'রে এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ অতিথির ক্ষুধা নিবারণের জন্ম অর্পণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণের কৃপায় তুমি প্রাণে ফিরেছ—কিন্তু তা ব'লে কর্ণনন্দন তোমা হ'তে আর দেবতার পূজা হয় না। তাই বলি, তুমি শিবিরে ফিরে যাও।

বৃষ। তোমার মাথা না নিয়ে আমি শিবিরে ফিরব মনে করেছ?

বক্র। তা হ'লে জোর ক'রে তোমাকে শিবিরে পাঠাতে হ'ল। [যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(সাত্যকির প্রবেশ)

সাত্যকি। ওই—ওই যুদ্ধ হচ্চে! ধন্য বৃষকেতু, ধন্য বৃষকেতু! না না! এ কি হ'ল? শরবলে স্থানচ্যুত হয়ে চক্ষের নিমিষে কর্ণনন্দন কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল! ধন্য বক্রবাহন! তোমার সঙ্গে শত্রুতা করতে এসেও তোমার বীরত্বের প্রশংসা না ক'রে আমি থাকতে পারছি না।

(বক্রবাহনের প্রবেশ)

বক্র। এই যে, আপনি আবার কোন্ বীর?

সাত্যকি। সে কথা পরে বলছি, আগে বল দেখি বালক, কার কাছে তুমি অস্ত্রবিদ্যা শিখেছ?

বক্র। মহাশয় কি তা হ'লে সেই ধরণের যুদ্ধ করবেন?

সাত্যকি। বালক! বেশী অহঙ্কার ক'র না। তোমার প্রতি কৃপাপরবশ হয়েই আমি এ কথা বলছি।

বক্র। তা' হ'লে ত পাণ্ডব-শিবির একখানি পশুশালা! বাক্যবীর আছেন, রোদনবীর আছেন, লম্ফবীর আছেন, বাকি ছিলেন কৃপাবীর, তিনিও দেখা দিলেন।

সাত্যকি। তোমার মত বালকের সঙ্গে যুদ্ধে অস্ত্র ধরতেই আমার মনে কষ্ট হচ্ছে।

বক্র। তা হ'লে আর কষ্ট করবার প্রয়োজন কি? অন্যান্য বীরের ন্যায় সুগঠিত চরণদ্বয়ের সাহায্য গ্রহণ করুন অস্ত্র ধরলে এই বালকের দু'টো একটা বাণ খেলে আপনার দেহে কিঞ্চিৎ জ্বালা হবার সম্ভাবনা।

সাত্যকি। কার কাছে অস্ত্র শিখলে তা বলবে না?

বক্র। কেন, তা হ'লে তার হাতে-পায়ে ধ'রে দু'টো একটা যুদ্ধকৌশল শিখে, আমাকে কি একেবারে শমন-সদনে প্রেরণ করবেন?

সাত্যকি। যা শেখা আছে, তাইতেই তোমাকে শমন-সদনে পাঠিয়ে দিতে পারি।

বক্র। পারেন? আপনাকে দেখে মনে করেছিলুম, আপনি কেবল কৃপার জোরে ভোজন-ক্রিয়া সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করতে পারেন।

সাত্যকি। নরাধম! কেন মৃত্যুকে আহ্বান করছিস?

বক্র। যেহেতু আপনাদের ন্যায় বীরগুলিকে দেখে আমার মনে বড়ই একটা ঘৃণার উদয় হচ্ছে। আমার বাণগুলোর কিছু মূল্য আছে—চোখ রাঙিয়ে যাদের দিকে চাইলে, যারা মাটীতে আছাড় খায়, আমার বাণ তাদের গায়ে নিক্ষেপ করবার জন্য নয়। ছি ছি! এই রকম বীর নিয়ে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ! যত দিন আপনাদের দেখি নি, ততদিন যুদ্ধটার ওপর আমার একটা শ্রদ্ধা ছিল! নিরস্ত্রকে আয়ত্তে পেয়ে যে কাপুরুষ পদাঘাত করতে পারে, সে আবার যুদ্ধের কি জানে?

সাত্যকি। গুরুপুত্র ব'লে এতক্ষণ তোকে কিছু বলতে চাই নি। যখন গুরুনিন্দা, তখন আর তোর নিস্তার নেই।

(যুদ্ধ করিতে করিতে সাত্যকির হস্তের তরবারি পতন।)

বক্র। এখনও কি বীর যুদ্ধ করবার সাধ আছে?

সাত্যকি। বালক! আমার প্রাণবধ কর।

বক্র। সে কাজ করলে আপনার প্রার্থনার অপেক্ষা রাখতুম না। আপনাকে হত্যা করতে আমার মায়ের নিষেধ আছে। আপনি বাসুদেবের আত্মীয়, যে পবিত্র রক্ত যোগেশ্বরের ধমনীতে প্রবাহিত, তার অংশ আপনার দেহে বিদ্যমান।

সাত্যকি। ভাই, আমি বিশ্ববিজয়ী গুরু তৃতীয়-পাণ্ডবের কাছে অস্ত্র-শিক্ষা করেছি, তথাপি তোমার কাছে পরাস্ত হলুম। ভাই, জানতে পারি কি, কে তোমার গুরু?

বক্র। যাঁকে আপনারা অধর্মযুদ্ধে পাতিত করেছিলেন, আমি সেই ধর্মবীর, কর্মবীর, সত্যব্রত, ত্রিভুবন-বিজয়ক্ষম ভীষ্মদেবের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করেছি।

সাত্যকি। এ যে অসম্ভব ভাই! আমি যে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না!

বক্র। আপনি চণ্ডাল-তনয় একলব্যের অস্ত্র-শিক্ষার ইতিহাস যদি জানতেন, তা হ'লে অবিশ্বাস করতেন না। একলব্য যে ভাবে গুরু দ্রোণাচার্য্যকে বরণ ক'রে শিক্ষা-লাভ করেছিলেন, আমিও সেই ভাবে ধ্যানস্থ হ'য়ে এই অরণ্য-মণিপুরে ব'সে গঙ্গানন্দনের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করেছি।

সাত্যকি। গুরুপুত্র! গুরুতে আর তোমাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। আমি তোমার কাছে পরাভূত হয়েও জয়যুক্ত হ'লুম।

[প্রস্থান।

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। বভ্রুবাহন তোমার অপূর্ব্ব যুদ্ধ দেখে আমি পরম তৃপ্তিলাভ করেছি। দাঁড়িয়ো না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পাণ্ডব-সমীপে উপস্থিত হ'তে পারছ, ততক্ষণ যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ো না।

বভ্রু। পথ নিষ্কণ্টক করেছি। সাত্যকি, বৃষকেতু প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। তৃতীয়-পাণ্ডব ও আমাতে এখন কেবল জনহীন প্রান্তরের ব্যবধান।

উলূপী। না বালক, মধ্যে এখনও আর এক বীর অবস্থান করছে। তাকে যতক্ষণ না পরাস্ত করতে পারছ, ততক্ষণ আপনাকে জয়যুক্ত মনে ক'র না।

বভ্রু। আবার বীর কে আছে?

উলূপী। অগ্রসর হও, তা হ'লেই জানতে পারবে। কিন্তু সাবধান, সাত্যকি বৃষকেতুকে পরাস্ত ক'রে অহঙ্কারে, অগ্রাহ্য ক'রে তার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র না। তা হ'লে তৃতীয়-পাণ্ডবের কাছে পৌঁছিতে পারবে না—প্রতিজ্ঞা আর পূর্ণ হবে না।

বভ্রু। বুঝতে পেরেছি, আর বীর নাগরাজ-কুমার ইলাবন্ত। তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, এটা আমি মনেও করি নি।

উলূপী। পরীক্ষা না ক'রে কারও শক্তিকে, অবজ্ঞা ক'র না। জাহ্নবীকে স্মরণ ক'রে অগ্রসর হও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণক্ষেত্র (অপরাংশ)।

ইলাবন্ত।

ইলা। আমি মায়ের কথা রাখতে পারলুম না, রাখলে তার সপত্নীপুত্র। মায়ের আশীর্ব্বাদে ভাই আমার অজেয় হয়েছে। ভারত-যুদ্ধের বড় বড় বীর এক এক ক'রে পরাস্ত হ'য়ে পালিয়ে এল। বিশ্ববিজয়ী পিতাকে শেষে কি পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হ'ল? আমরা এত লোক থাকতে কেউ কি এ বিষম দৃশ্য নিবারণ করতে পারলুম না? বৃথাই পিতার পক্ষ অবলম্বন করলুম, বভ্রুবাহনকে পরাস্ত ক'রে, পিতা যুদ্ধে লিপ্ত হবার পূর্ব্বে, ঘোড়া ফিরাতে পারলুম না! ফেরাবার একমাত্র উপায় ছিল। ঋষি দয়া ক'রে আমাকে যে মণি দিয়েছিলেন, আজ যদি কোনও উপায়ে সেই মণিকে হাতে পেতুম, তা হ'লে এ যুদ্ধে অদৃষ্টের গতি ফিরিয়ে দিতে পারতুম। হাতে পেয়ে সে ধন হাতছাড়া করেছি, আর কি পাব? কোথায় মাতামহ! কে সন্ধান দেয়? জনার্দ্দন! পিতার সহায় হয়ে মণিপুরে এসেছি, কি ক'রে তাঁর গৌরব রক্ষা করি, ব'লে দাও। সন্তানের কাজ আমার অসম্পূর্ণ রেখ না। পিতাকে যাতে রক্ষা করতে পারি, তার উপায় বিধান কর।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। কি বালক! এ নির্জ্জন প্রদেশে বিচরণ করছ কেন?

ইলা। পিতা! বলতে লজ্জিত হচ্ছি, আমাদের সমস্ত বীর পরাস্ত হয়ে রণস্থল ত্যাগ করেছে! বভ্রুবাহনের আক্রমণে বাধা দিতে আমি ভিন্ন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই।

অর্জ্জুন। তাই কি উলূপীনন্দন প্রাণভয়ে আত্মগোপনে ব্যস্ত হয়েছ?

ইলা। প্রাণভয়ে নয় মহারাজ! আপনাকে রক্ষা করতে ব্যস্ত হয়েছি।

অর্জ্জুন। আপনাকে লুকিয়ে আমাকে রক্ষা করতে কি ব্যস্ততা দেখাচ্ছ, আমি বুঝতে পারছি না।

ইলা। আমি অন্যান্য ভারত-বীরের ন্যায় পলায়নে যুদ্ধের মীমাংসা করতে আসি নি। হয় যুদ্ধে জিতব, না হয় রণক্ষেত্রে দেহপাত করব। আমার বিশ্বাস, মহারাজের উপর নিয়তির বিষম আক্রমণ। যেন কোন বিষম অকর্ম্মের ফলভোগ করতে অভিশপ্ত জীবের ন্যায় নিয়তির টানে আপনি মণিপুরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। নিয়তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমি লোকসঙ্গ ত্যাগ করেছি।

অর্জ্জুন। যুদ্ধে জয়ী হয়েছ?

ইলা। হয়েছি কি না হয়েছি, এখনও ঠিক বলতে পারছি না।

অর্জ্জুন। বালক! এ রকম যুদ্ধ ক'রে তোমার আমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে তুমি এক কাজ কর, তোমার মায়ের কাছে যাও।

ইলা। মায়ের কাছে যাবার যদি অভিলাষ থাক্‌ত, তা হ'লে বহুপূর্ব্বে যেতে পারতুম।

অর্জ্জুন। এখন দেখ্‌ছি, তোমার সেইটেই করা উচিত ছিল। তোমার পূর্ব্বের কার্য্য দেখে, তোমার উপরে আমার অনেকটা তুষ্টি হয়েছিল। আগে চ'লে গেলে তোমাকে এই দীন-মূর্ত্তিতে আমার দেখ্‌তে হ'ত না।

ইলা। তা দেখুন—কিন্তু এই যুদ্ধে আপনাকে যদি কেউ রক্ষা কর্‌তে পারে ত সে আমি।

অর্জ্জুন। নরাধম! পূর্ব্ব হ'তেই তুমি আমার অমঙ্গল কামনা কর্‌ছ।

ইলা। আমি করি নি মহারাজ! অমঙ্গল আপনি নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছেন। বাসুদেব আপনার সঙ্গে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বিজয়লাভ ক'রে, অহঙ্কারে আপনি তাঁর সকল আগ্রহ উপেক্ষা করেছেন। সে মহাযুদ্ধে যাঁর জন্য জয়, জেনে রাখুন মহারাজ, এ মণিপুরে সেই মহাপুরুষের অভাব।

(সারথির প্রবেশ)

সারথি। মহারাজ! প্রভাত হয়েছে—বিপক্ষের রণভেরী বেজে উঠ্‌ল।

অর্জ্জুন। রথ প্রস্তুত কর—আমিই আজ যুদ্ধের সেনাপতি।

ইলা। আমায় আজ যুদ্ধে যেতে আদেশ করুন। মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছি। পিতা! আপনিও আমাকে পরিত্যাগ কর্‌বেন না!

অর্জ্জুন। এ ভিক্ষার স্থান নয় ইলাবন্ত, পুরুষকার দেখাবার স্থান।

[অর্জ্জুন ও সারথির প্রস্থান।

ইলা। পিতা ক্রোধে মমতা বিসর্জ্জন দিলেন—আমি সন্তান, আমি মমতা ত্যাগ কর্‌ব কেন? এক স্থানের রাজত্ব পরিত্যাগ ক'রে, যখন অন্য স্থানের দাসত্ব গ্রহণ করেছি—মাতা মাতামহের স্নেহ হারিয়েছি, তখন আমার মানই বা কি অপমানই বা কি, লাভই বা কি অলাভই বা কি, সুখই বা কি দুঃখই বা কি?

(অনন্তের প্রবেশ)

অনন্ত। ইলাবন্ত!

ইলা। কেও—নাগরাজ? কি ক'রে জান্‌[illegible] নাগরাজ? আমার মনের কথা কি তোমা[illegible] কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হয়েছে? দাদা! যে ম[illegible] আগ্রহে সেই অপূর্ব্ব সামগ্রী আমাকে দান কর্‌বা[illegible] জন্য আমার কাছে ছুটে এসেছিলে, আজ আ[illegible] সেই মণি ভিক্ষা করি।

অনন্ত। চুপ!—গোল করিস নি। তা[illegible] তোকে দিতে এসেছি। নে, লুকিয়ে গলায় পর্‌[illegible] দেখিস, মা যেন না জান্‌তে পারে।

ইলা। দাদা, মণি চেয়েছি জান্‌লে কেম[illegible] করে? বড় আগ্রহে মণি ভিক্ষা করেছি, তোমায় [illegible] সংবাদ দিলে নাগরাজ?

অনন্ত। চুপ!—আস্তে কথা ক'! মা যে[illegible] না জান্‌তে পারে! তোর সর্ব্বনাশী মা জান্‌লে [illegible] কাজ পণ্ড হবে! তোকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে দে[illegible] মণি কেড়ে নেবে! পরিণাম মৃত্যু!—ইলাব[illegible] মৃত্যু!—মা পুত্রঘাতিনি! নাগবংশ ধ্বংস!

ইলা। আচ্ছা দাদা!

অনন্ত। আবার! সে কালনাগিনী ম[illegible] কথা শুন্‌তে পায়, চুপ কর্‌ না হতভাগা ছে[illegible] বভ্রুবাহনের জন্য তোর মা এই মণি আমার কা[illegible] ভিক্ষা করেছে! মণি আমি তোর মাকে দি[illegible] এসেছিলুম! মনে নেই বালক, তোর পিতার স[illegible] যুদ্ধ কর্‌তে চাস্‌ নি ব'লে, সে দিন আমি তো[illegible] কত তিরস্কার করেছি!

ইলা। মনে নেই? খুব মনে আছে। তা[illegible] আমি তোমার ওপর যে বিরক্ত হয়েছিলুম—এ[illegible] বিরক্ত আমি তোমার ওপর কখন হই নি। ম[illegible] কর্‌লেম কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক'রে কাতর হয়েছ, তোমা[illegible] এক বাণে কৃষ্ণপ্রাপ্তি করিয়ে দি।

অনন্ত। বোক্—বোক্—ইলাবন্ত বো[illegible] সেই আমি নাগরাজ—সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে [illegible] চরণে আত্মসমর্পণ কর্‌তে জটা-চীরধারী নাগরাজ আত্মপরে সমজ্ঞান নাগরাজ—মণি নিয়ে এ[illegible] বভ্রুবাহনকে দিতে গেলেম, কিন্তু জাতীয় স্বভা[illegible] বাধা দিলে! এতকালের হরিপূজা পণ্ড হ'ল, স[illegible] ত্যাগ পণ্ড হ'ল, জটা-বাকল জলে গেল! ব[illegible] বাহনকে মণি দিতে গেলেম, পথ ভুলে তোর এখা[illegible]

এলেম। এই দেখ্‌ ইলাবন্ত! সেই সঞ্জীবন মণি তোর গলায় পরালেম। ঢেকে ফেল—ঢেকে ফেল্‌। দেবতা না দেখ্‌তে পায়—তোর মা না দেখ্‌তে পায়, বর্ম্মের আবরণে এখনি ঢেকে ফেল্‌।

ইলা। তুমি কি দাও, ভগবান্‌ দেয়। তুমি কেন লজ্জিত হচ্ছ? কার আশঙ্কা করছ? মণি দিয়ে আবার ঠাকুরের পায়ে আশ্রয় নাও, এ কথা ভুলে যাও।

অনন্ত। দেখ্‌ ইলাবন্ত! তোর মা সতৃষ্ণনয়নে এই মণির পানে চেয়েছিল!

ইলা। বেটীর চোখ গেলে দিতে পার নি!

অনন্ত। ওই! ওই! এই দেখ বালক—এই মণি সেই উজ্জ্বল চক্ষুর প্রতিবিম্ব! এখনও চেয়ে আছে—এখনও চেয়ে আছে! লুকিয়ে ফেল! কি তীব্র দৃষ্টি—কি হৃদয়ভেদিনী স্পৃহা, কি মর্ম্মঘাতী কুটিল কটাক্ষ। ইলাবন্ত—ইলাবন্ত! (প্রস্থানোদ্যোগ)

ইলা। আর কেন? মণি দিয়েছ, চ'লে যাও। পেছনে চাচ্ছ কেন? আমার মণি আমি নিলেম, ভয় কি নাগরাজ? এত কাতর কেন? যাও, চ'লে যাও, চ'লে যাও।

অনন্ত। (ফিরিয়া) ভাই আর একবার দে।

ইলা। সেটা এখন আর নয় দাদা, যুদ্ধের পর নিতে হয় নিয়ো, না হয় জলে ফেলে দিয়ো।

অনন্ত। দে ভাই—আর একবার দে!—ফিরিয়ে দে।

ইলা। সাবধান নাগরাজ! আর এক পদও অগ্রসর হয়ো না। এ মণি আর দেব না! পেয়েছি—যা চেয়েছিলুম, এতক্ষণে পেয়েছি। আত্মহারা বিপন্ন পিতাকে রক্ষা করতে এ ভিন্ন অস্ত্র আর নাই।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রণস্থল।

সৈনিক।

সৈনিক। সর্ব্বনাশ হ'ল! এ কি বিষম বিপদ আমাদের অদৃষ্টকে আচ্ছন্ন করলে! কেউ এ বালককে হারাতে পারছে না! বৃষকেতু, সাত্যকি পরাস্ত হ'য়ে ফিরে এল। সমুদয় সৈন্য ছত্রভঙ্গ হ'য়ে নিজ নিজ প্রাণভয়ে ব্যতিব্যস্ত। বিশ্ববিজয়ী তৃতীয়-পাণ্ডব পর্য্যন্ত বালকের গতিরোধ করতে পারছেন না। গাণ্ডীবীর সমস্ত রণকৌশল, সমস্ত বাণ-সন্ধান ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে! নিজে বালকের বাণে ক্ষত-বিক্ষত দেহ, সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা, কিন্তু বালকের অঙ্গ এখনও পর্য্যন্ত অক্ষত। তাইত! তাইত!—তৃতীয়-পাণ্ডব যে ক্রমে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছেন। এ কি হ'ল? এ কি হ'ল? সব্যসাচী অবশ হয়ে রথোপরি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লেন? বিপদভঞ্জন! রক্ষা কর! রক্ষা কর! সারথি! রথ ফেরাও—রথ ফেরাও।

[প্রস্থান।

(ইলাবন্তের প্রবেশ)

ইলা। ভয় নাই—রথ ফিরিও না। আমি শত্রুর গতিরোধ করছি। গাণ্ডীবীকে জীবন্ত সমরক্ষেত্র থেকে ফিরিয়ে তাঁর বিজয় নামে কলঙ্ক-অর্পণ ক'র না। রথ রাখ, রথ রাখ।

[প্রস্থান।

(উলুপীর প্রবেশ)

উলুপী। মূর্চ্ছিত কি মৃত, কিছু বুঝতে পারলাম না। সে বিষম ক্ষণের আর বড় বিলম্ব নাই। প্রাণ কাঁপছে, কিন্তু কি করি, উপায় নেই! পাপিনী নাগিনী—বিধাতা বেছে বেছে আমাকেই স্বামি-ঘাতিনী করবার জন্য প্রেরণ করেছেন! ভাগ্যবতী আমার অন্যান্য সঙ্গিনী, স্বামীর শুধু ধর্ম্মপথের সঙ্গিনী। আর আমি? বলতে পারি না! অনেক দূর এগিয়েছি, এখন ফেরা না ফেরা আমার সমান! পুত্র আমার উত্তেজনায় পিতৃদ্রোহী। হৃদয়! যে স্থিরতায় এত দূর অগ্রসর হয়েছ, পথের শেষে এসে স্থিরতা হারিও না। ওই বভ্রুবাহন আসছে, বুঝি কার্য্য নিষ্পন্ন ক'রে আসছে! না না! বালকের মুখে ও কিসের চিহ্ন? আনন্দের উল্লাস, না বিষাদের অবসাদ?

(বভ্রুবাহনের প্রবেশ)

কার্য্য নিষ্পন্ন বভ্রুবাহন?

বভ্রু। না মা! পারলুম না!

উলুপী। সে কি? এমন সুন্দর অবকাশ ছেড়ে দিলে?

বভ্রু। পথে বাধা পড়ল—বিষম বাধা! ঠেল্‌তে পারলুম না।

উলূপী। আবার বাধা কি?

বভ্রু। এই যে বললুম মা বিষম বাধা। পিতার রথকে আক্রমণ করতে ছুটেছিলুম। পথে আমার ভাই নাগরাজকুমার ইলাবন্ত বাধা দিলে।

উলূপী। পর্ব্বতে তোমার গতিরোধ করতে পার্‌লে না, একটা বল্মীকপিণ্ডে বাধা দিলে?

বভ্রু। সে দিন শিবিরে লজ্জায় আমি মাথা তুল্‌তে পারি নি, সেই জন্ত কারও মুখ দেখি নি। আজ ভাইকে প্রথম দেখ্‌লুম। কিন্তু কি দেখ্‌লুম মা! সেই ক্ষুদ্র বালকের মুখে, তোমার মুখের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি! দেখে হৃদয় কেঁপে উঠ্‌ল—হাত অবশ হ'ল।

উলূপী। মায়া—মায়া—মায়া রাক্ষসী তোমার সম্মুখে আবরণ ফেলেছে। মায়া ভেদ ক'রে সে বালককে এখনি হত্যা কর। কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হ'য়ে ফিরে এস না।

বভ্রু। কি ক'রে মা হত্যা করি? একবার ভাই ব'লে সম্বোধন ক'রেই সে আমার সমস্ত শক্তি অপহরণ করেছে! এমন সোনার ভাই, এমন অমিয়মাখা কথা, এমন স্নেহভরা হৃদয়, এমন চাঁদের সুধাভরা রূপ—কি করি মা—উপদেশ দাও।

উলূপী। মায়ের কলঙ্ক-কথা স্মরণ কর। আর বুঝে দেখ, তুমিই তার সাক্ষী। যদি না অগ্রসর হও, তা হ'লে জেনে রেখ, আমিও তোমার মা'কে কলঙ্কিনী নামে অভিহিত করব। বুঝ্‌ব তৃতীয়-পাণ্ডব তোমাকে পদাঘাত ক'রে কর্ত্তব্যকার্য্যই করেছেন।

বভ্রু। তবে আর একবার পদধূলি দাও! ঠিক বলেছ, পিতাকেই যখন হত্যা করতে চ'লেছি, তখন ভাই কে?

[বভ্রুবাহনের প্রস্থান।

উলূপী। সাবধান! যুদ্ধ করতে করতে ভ্রাতৃ-স্নেহে যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক অসাবধান হও, সেফালি-পুষ্পের মত মৃদুমন্দ সমীর স্পর্শে যদি আপনা আপনি তোমার মস্তক দেহবৃন্ত থেকে ঝ'রে পড়ে, তা হ'লে তোমার পিতৃহত্যার পাতক হবে। যাও বভ্রুবাহন, জয়ী হও। তোমার মমতামাখা দৃষ্টি থেকে আমার প্রাণের ইলাবন্ত আত্মগোপন করতে [illegible] সমরের মধ্যে মায়ের মুখের ছবি দেখে ছুটে এসেছিলে! কিন্তু আমি পিশাচী—তোমাকে বুঝেও বুঝ্‌তে দিলুম না। যাক, আমি এগুতে পারলুম না। উঃ! এইখান থেকেই পুত্রের মুদ্রিত আঁখি-পলক আমি দেখতে পাচ্ছি—চোখ বুজি, তবু যে দেখতে পাচ্ছি—অন্ধকার—প্রলয়ের অন্ধকার থেকে আমার ইলাবন্তের ওই উজ্জ্বল মূর্ত্তি ভেসে উঠেছে। আর নয়—আর নয়!

[প্রস্থান।

(অনন্তের প্রবেশ)

অনন্ত। ওই লড়াই বেধে গেছে—বাণে-বাণে আকাশ ছেয়ে গেছে! বাণের ওপর বাণ! এ সময় লগনা বেটা কোথায় গেল? এমন লড়াইটা দেখতে পেলে না!—বা—বা! কি লড়াই। ও কি হ'ল? হঠাৎ যুদ্ধ বন্ধ হ'ল কেন? ওই যে বভ্রুবাহন টল্‌ছে! ওই যে ঢলে পড়ছে! ওই ইলাবন্ত ফিরছে! বস্, কাজ শেষ! লগন! জল জল!

[প্রস্থান।

(বভ্রুবাহনের প্রবেশ)

বভ্রু। মা—মা! কোথা মা?

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। কি হ'ল বভ্রুবাহন? কি করলি বভ্রুবাহন? তাই ত! ক্ষতবিক্ষত রুধিরাপ্লুত কলেবর, এ কি দেখি বভ্রুবাহন?

বভ্রু। আর দেখবি কি, আমার আসন্ন সময় মা! আমায় কোল দে।

উলূপী। এ কি বলছিস্? এ যে অসম্ভব কথ বাপ আমার!

বভ্রু। কই মা, চরণ দে! সাধ্বী সতী আমা মা। এ তুচ্ছ জীবনের সাক্ষে মায়ের কলঙ্ক গাই কেন? চরণ দে—এই উপাধানে মাথা রেখে এই চরণধূলি-পূত পুণ্যতীর্থে এ জন্মের মতন নিশ্চি হয়ে নিদ্রা যাই মা! আমি পিতার অযোগ্য সন্তান

উলূপী। হিমালয় হ'তে অজস্রধারে নিঝরি শক্তি কোথায় ফেললি বভ্রুবাহন? কাল চক্ষে নিমিষে অসংখ্য পাণ্ডবসেনা বিদলিত ক'রে দেবতা পুষ্পাঞ্জলি লাভ করলি! আজ একটা অতি ক্ষু বালকের সঙ্গে সংগ্রামে এ কি করলি বভ্রুবাহ জাহ্নবীদত্ত শক্তি কোথায় রেখে এলি?

(জাহ্নবীর প্রবেশ)

জাহ্নবী। সাগরে টেনে নিলে—স্রোতস্বিনী অচল হ'ল—কোন্ এক মহাশক্তিতে মিলিয়ে গেল।

উলূপী। এ কি নিদারুণ কথা বল্‌লি মা জাহ্নবী?

জাহ্নবী। অদৃশ্যভাবে অবস্থান ক'রে, বরাবর বভ্রুবাহনের সহায়তা করেছি। যে শক্তির প্রভাবে দেবহস্তী প্রচণ্ড ঐরাবতকে আমি সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করেছিলুম, সেই শক্তি আমি বভ্রুবাহনের হৃদয়ে সঞ্চিত ক'রেও, বালক ইলাবন্তকে এক পাও হটাতে পারি নি।

উলূপী। বুঝেছি মা! এ বালককে রক্ষা কর।

জাহ্নবী। রক্ষা-কবচ স্বরূপ বালককে ঘেরে আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

[উলূপীর প্রস্থান।

জাগো বসুমতী, জাগো লো প্রকৃতি, জাগো রবি, জাগো সমীরণ! জাগো রে ভৈরবি, জাগো অম্বুনিধি, জাগো জাগো বিশ্বের জীবন। বভ্রুবাহন! বভ্রুবাহন! জাগো।

[প্রস্থান।

বভ্রু। তাই ত! রণস্থল ছেড়ে আমি এখানে কেন? ওই দূরে ইলাবন্তের রথ, পশ্চাতে গাণ্ডীবীর শ্বেতাশ্ব। দম্ভের সহিত তারা যেন আমাকে সমরে আহ্বান করছে। জাহ্নবি! যদি আজ মায়ের কলঙ্ক মোচন করতে পারি, তবেই ফিরব, নইলে সংগ্রামে আমার শেষ অভিযান।

(অনন্তের প্রবেশ)

অনন্ত। মরেছে, এতক্ষণ ঠিক মরেছে—বেটীর কোলে মাথা রেখে নির্ঘাত মরেছে! বভ্রুবাহন, বভ্রুবাহন—বেটীর হ'ল বভ্রুবাহন! পরের ছেলে আপনার হ'ল, আপনার হ'ল পর! এই বারে কেমন ক'রে পুত্রহত্যা করবি কর্! উঃ! বেটী ধর্ম-কর্ম করতে এসেছে! স্বামী মেরে, পুত্র মেরে বেটীর ধর্ম! ধর্ম এতকাল ধ'রে ক'রে এলুম, চুল পেকে গেল, মরতে চললুম, ধর্ম আমি শিখলুম না, বেটী আমাকে ধর্ম শেখাতে এসেছে! তোর ধর্মের মুখে আগুন, তোর—না না আর বেশী কাজ নেই, বেটীর এইতেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। বভ্রুবাহন মরেছে। আমি নাগরাজ—আমার বিশাল রাজ্য—সে রাজ্যে আলো দিতে সবে একটি শিবরাত্রিরের শল্‌তে ইলাবন্ত! তাকে মারবে? যাক্—কার্য্য শেষ—

(লগনের প্রবেশ)

লগন। নাও, জল খাও।

অনন্ত। আর খেতে হবে না, পিপাসা মিটেছে।

লগন। দেখ, ফের ফরমাস করলে আমি আনতে পারব না—বহু কষ্টে অনেক দূর থেকে জল এনেছি।

অনন্ত। আমি খাব না, একটু দে চোখে-মুখে দিই।

লগন। তা হ'লে ফেলে দিই?

অনন্ত। ছেলেটির অসাধারণ শক্তি, কেমন না?

লগন। তা আবার বলতে! নাও, চোখে জল দাও।

অনন্ত। কার কথা বল্‌ছিস?

লগন। তুমি বল্‌ছ কার কথা? নাও একটু কুলকুচো কর।

অনন্ত। তুই বেটা বলছিস কার কথা?

লগন। তুমি যার বলছ, আমিও বলছি তার কথা। নাও, একটু দাড়িটে ভিজিয়ে নাও।

অনন্ত। আমি বলছি আজকের লড়াইয়ের কথা।

লগন। লড়াই! কার সঙ্গে?

অনন্ত। সে কি রে বেটা, কার সঙ্গে কি?

লগন। কার সঙ্গে না ত কি। আপনা আপনি তাল পাকিয়ে আকাশের গায়ে কি তাল ঠোকাঠুকি হয়? একটা লোক চাই ত।

অনন্ত। সে কি রে?

লগন। তা হ'লে তুমি বল কি?

অনন্ত। ওরে বেটা একচোখো বল্‌লি কি?

লগন। দেখ, একচোখো একচোখো ক'র না—জল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে "ওরে বেটা একচোখো, ওরে বেটা একচোখো"!

অনন্ত। এত বড় লড়াই হ'ল দেখতে পেলি নি!

লগন। কোথায় লড়াই তা দেখব!

অনন্ত। তবে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলি কি?

লগন। তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুসি পাকাচ্ছিলে, এমনি ক'রে গা মোছড়াচ্ছিলে, মুখভঙ্গী করছিলে, তাই দেখছিলুম।

অনন্ত। আর কিছু দেখিস্ নি ?

লগন। আর দেখেছি—উলূপী-মায়ের ছেলে ধনুর্ব্বাণ হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

অনন্ত। আর ও দিকে ?

লগন। ওদিকেও দেখি না উলূপী মায়ের ছেলে ধনুর্ব্বাণ হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

অনন্ত। সে কি রে ?

লগন। বুঝতে পারুলে না নাগরাজ! আকাশে প্রতিবিম্ব। পাহাড়ে আকাশ আবৃণী হয়েছে, তাইতে উলূপী মায়ের সোনার পুতুলের ছবি পড়েছে। তবে কোন্‌টা মূর্ত্তি, আর কোন্‌টা ছবি, তা ঠাওর করতে পারলুম না।

অনন্ত। দূর বেটা কাণা—এ দিকে যে ছিল, সে আমার ইলাবন্ত, আর ওদিকে মণিপুররাজ-কুমার বভ্রুবাহন।

লগন। এ কি, কাণা ব'লে রহস্য করছ মহারাজ, না সত্য বলছ ? যদি রহস্য না হয়, তা হ'লে ভগবানের কাছে এই কামনা করি, যেন জন্ম-জন্মান্তরে আমার মত কাণা হও। আর আমি যেন এই একচক্ষু হ'য়েই জন্ম জন্ম এখানে আসি। দুই চক্ষু নিয়ে ভ্রমে পড়ার চেয়ে কাণা হওয়া ভাল। মহারাজ! আর আমায় কাণা বললে রাগ করব না! আমি এ দিকে দেখি ইলাবন্ত—সেই সোনার বর্ণ, সেই হাসিভরা চাঁদমুখ, আবার ওদিকে দেখি, সেই ইলাবন্ত—সেই সোনার বর্ণ—সেই হাসিভরা চাঁদমুখ!

অনন্ত। সে কি রে ? সে কি বলুলি ?

লগন। কি মহারাজ! দুই চক্ষে দুই রকম দেখেছ নাকি ?

অনন্ত। তাই ত দেখেছি।

লগন। চক্ষু তোমার বিশ্বাসঘাতক। কাছে গিয়ে কোলে ক'রে কেন দেখলে না ?

অনন্ত। ইলাবন্ত বভ্রুবাহন—বভ্রুবাহন ইলাবন্ত! এ কি বলুলি বাপ লগন ?

লগন। মহারাজ! তার একটাকে দৌহিত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে ক'রে মেরে ফেলেছ নাকি ?

অনন্ত। অ্যাঁ তাই ত—কি করলুম!

লগন। ছায়া মারুলে, না কায়া মারুলে ?

অনন্ত। অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ।

[বেগে প্রস্থান।

লগন। কি করলে বুড়ো ভিমরতি নাগরাজ! বংশলোপ করুলে। ছায়া মারলে না কায়া মারুলে ?

[প্রস্থান।

——

দ্বিতীয় দৃশ্য

সমরক্ষেত্রের অপরাংশ।

ইলাবন্ত।

ইলা। কি করলুম—একটা পাশবিক কাজ করতে দৈববলের আশ্রয় গ্রহণ করলুম! মণি বুকে বেঁধে ভাইকে মারলুম! মহাবলে সেই সব ভীষণ বাণ আমার কোমল বক্ষে নিক্ষিপ্ত হয়ে ভগ্ন হ'ল, আর আমার এই দুর্ব্বল করনিক্ষিপ্ত শরে সেই মহাবীরের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হ'ল! গুরু সহায় হও—বাসুদেব সুমতি দাও—মন স্থির কর, ভাইকে আমার রক্ষা কর।

(উলূপীর প্রবেশ)

এই যে মা! মা! মায়াময়ী জগদ্ধাত্রীরূপিণী ছিলি, এ সংহার মূর্ত্তি কেন মা ? বনের পশুপাখী তোকে দেখে ছুটে আসতো, আজ আমি পর্য্যন্ত তোকে দেখে ভয় পাচ্ছি কেন মা ?

উলূপী। ইলাবন্ত!

ইলা। (প্রণাম) কেন মা!

উলূপী। (নতজানু) নাগরাজকুমার!

ইলা। এ কি মা, এ কি মা!—ঠাকুর, যেমন পাপ, তার তেমনি প্রায়শ্চিত্ত। মা মা! বজ্রদণ্ড করতে গিয়ে যে উৎকোচ নিয়ে ফিরে এসেছিলুম এতদিনে তার ফল ফলেছে। শ্রীকৃষ্ণের বিচারাল—সেখানে সূক্ষ্ম বিচার—স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আজ পুত্রের কাছে নতজানু। ওঠ মা, বল মা, কি জন্য এ অধম সন্তানের কাছে এসেছ ?

উলূপী। ইলাবন্ত! মণি ভিক্ষা চাই।

ইলা। (মণি বাহির করিয়া উলূপীর চরণ সমীপে রক্ষা ও উলূপীর মণিগ্রহণ) যাও, এখন সূর্য্য অস্তমিত হয় নি, মণিপুররাজকে সংবাদ দাও আমার যুদ্ধের তৃষ্ণা এখনও নিবারিত হয় নি।

[প্রস্থান

উলুপী। নারায়ণ! জন্ম জন্ম যদি এমন পুত্র দাও, তা হ'লে স্বর্গকামনায় আর তোমাকে জ্বালাতন করি না।

[প্রস্থান।

(জাহ্নবীর প্রবেশ)

জাহ্নবী। স্তম্ভিত আকাশ প্রেতের নিবাস
এস মৃত্যু কাল-মেঘ শিরে।
সংহারী ত্রিশূল জীবনের মূল
ছিন্ন ভিন্ন কর একেবারে।
ঘুমাও মেদিনী ঘুমাও অচল
ঘুমাইবে নর নারায়ণ।
ত্রিলোক কাঁপিবে গ্রন্থী খুলে যাবে
নিভে যাবে প্রচণ্ড তপন।

[প্রস্থান।

(বভ্রুবাহন ও উলুপীর প্রবেশ)

উলুপী। ওই দুর্দ্দান্ত শত্রু সম্মুখে মহাদর্পে বিচরণ করছে। সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে কার্য্য শেষ কর।

(ইলাবস্তের প্রবেশ)

ইলা। এই যে মণিপুর-রাজকুমার। এখনও আছ?

বভ্রু। তোমাকে যতক্ষণ না রণক্ষেত্রে শায়িত করতে পারছি, ততক্ষণ থাকতে হচ্ছে বইকি।

ইলা। আমি মনে করলুম বুঝি দন্তে তৃণ ক'রে ঘোড়া ফিরিয়ে আনতে রণস্থল ত্যাগ করেছিলে।

উলুপী। বৃথা বাক্যে সময় নষ্ট কেন বালক? তোমার জীবন শেষ ক'রে আবার তোমার পিতাকে তোমার পাশে শয়ন করাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ইলাবস্ত ও বভ্রুবাহনের যুদ্ধ)

(উলুপীর চক্ষে হস্তাবরণ)

ইলা। ভাই, আর নয়, বাণ সংহার কর। তোমার কার্য্য শেষ হয়েছে। হৃদয় আমার বিদ্ধ। মৃত্যুর পূর্ব্বে অনুরোধ—সাগ্রহ অনুরোধ—ওই দূরে চক্ষে হস্তাবরণ দিয়ে, আমার মহাগুরু মায়াময়ী গর্ভধারিণী মাকে সান্ত্বনা কর।

বভ্রু। (উলুপীর সমীপে যাইয়া) রাক্ষসি! পিশাচি! কালনাগিনি! নাগিনীর আচরণ? নিজের সন্তানকে ভক্ষণ করলি?

উলুপী। কাজ শেষ করেছ? বেশ করেছ। —চল—অগ্রসর হও—মায়ের তিরস্কারে সময় নষ্ট ক'র না, শক্তির অপচয় ক'র না। এখনও প্রবল শত্রু বেঁচে আছে। শীঘ্র যাও, স্পর্দ্ধা ক'রে পিতাকে সমরে আহ্বান কর। পথ নিষ্কণ্টক। বিলম্ব করলে ওই বীরের দেহশোণিতে সহস্র কণ্টকের সৃষ্টি হবে। চ'লে যাও, চ'লে যাও।

বভ্রু। স্বামীর উপর তোর এ কি বিষম আক্রোশ মা? তাঁর পরাভবের জন্য এত উপায় উদ্ভাবন করলি! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চক্ষের উপর পুত্রের মৃত্যু দেখলি!

উলুপী। যা পুত্র, শীঘ্র যা—আমার মর্য্যাদা রক্ষা কর্। তোর জননীতে আর আমাতে ভেদজ্ঞান করিস্ নি। সতী সাধ্বী সতিনীর অপমান—সে অপমান আমার। শীঘ্র যা, আমার অপমানের শোধ নে। (বভ্রুবাহনকে ব্যগ্রভাবে ধরিয়া) তুই আমার ইলাবস্ত—আমার মাতৃবৎসল সন্তান—আদরের নিধি—স্বর্গের সোপান—পিতার নরকদ্বারে সদাজাগ্রত সশস্ত্র প্রহরী। এই দেখ্ বালক—চোখ দেখ্—কি তীব্র—কি নীরস? আমার নয়নের আলো! শোকার্ত্ত হয়ে মাকে চক্ষুজলে অন্ধ ক'র না! তোর গতি লক্ষ্য হবে না—পথ চিনতে পারব না।

বভ্রু। ক্ষমা কর মা, ক্ষমা কর। এই আমি শোক ছিঁড়ে ফেললুম। এই স্থির হৃদয়ে পিতৃনাশ উদ্দেশ্যে চললুম—স্বয়ং গুরুদেব এলেও আর আমাকে পথ থেকে ফেরাতে পারবে না।

[প্রস্থান।

উলুপী। কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার জয় হোক বভ্রুবাহন! না, ভ্রাতৃশোকে এ জ্ঞানশূন্য বালককে বিশ্বাস নেই! এখনি আবার হয় ত ভাইকে দেখতে ছুটে আসবে। শুধু আমার নিষ্ঠুরতার আবরণে, বালকের মহত্ত্বকে ক্রিয়াহীন রেখেছি। আর কি পারব? আর কি আমার শক্তি আছে? পুত্রবিয়োগ কি দারুণ আঘাত! এ হৃদয় কি এত বলবান। কই? না—বলবান ত নয়! তবে কাঁপে কেন? কই—না—বড় দুর্ব্বল! ইলাবস্ত! ইলাবস্ত! মা—মা রাজবধূজল

মায়ের আদেশ পালন করতে, মরণের রাজ্য থেকে ফিরে আস্‌বে—'কেন মা' ব'লে উত্তর দেবে। তবে আয় ইলাবন্ত। কেউ আর তোকে না দেখতে পায়, তাই অন্ধকারে তোরে জন্মের মতন লুকিয়ে রাখি।

[ইলাবন্তকে স্কন্ধে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রণস্থলের অপরাংশ।

অনন্ত ও লগন।

অনন্ত। সোনার রক্তে মাটী ভিজেছে—ওরে লগন! খুঁজে দেখ্—কোথায় আমার ইলাবন্ত, খুঁজে দেখ।

লগন। প্রকাণ্ড মাঠে প্রকাণ্ড লড়াই। কোথায় কে প'ড়ে আছে, কি ক'রে খুঁজবো!—ওই—ওই বুঝি মহারাজ, তোমার ইলাবন্ত।

অনন্ত। বুঝি কেন রে কাণা বেটা, ওই যে—ঠিক ওই যে—আয় ভাই, কাছে আয়। (বভ্রুবাহনের প্রবেশ) তুই আমার ইলাবন্ত না বভ্রুবাহন?

বভ্রু। কে-ও মাতামহ? (প্রণাম)

অনন্ত। চল্ ভাই ইলাবন্ত, আমরা দেশে যাই! তোর অদর্শনে নাগরাজ্য অন্ধকার। লগন—লগন—দেখ্—দেখ্! ভাই আমার কাঁদছে! আমায় পাগল মনে ক'রে কাঁদছে।

লগন। (বভ্রুবাহনের অঙ্গে হস্ত দিয়া) মহারাজ! মহারাজ!

অনন্ত। কি হ'ল—কি হ'ল?

লগন। কই ত কিছু বুঝতে পারলুম না!

অনন্ত। সে কি?

লগন। মহারাজ! এ বুঝি ছায়া!

অনন্ত। সে কি? (বভ্রুবাহনকে আলিঙ্গন) এই যে আমার হৃদয় জুড়ুলো! এমন শীতল, এমন কোমল, ঠিক যেন ননীর পুতুল। এ আমার ইলাবন্ত। চুপ ক'রে কেন ভাই—কথা ক'না ইলাবন্ত?

বভ্রু। দাদা! আপনাকে বলতে আমার যন্ত্রণা অধিক হচ্ছে। আমি ইলাবন্ত নই—বভ্রুবাহন।

লগন। ছায়া—ছায়া।

অনন্ত। হ্যাঁ! তা হ'লে কি করলুম? ইলাবন্ত! ইলাবন্ত!

লগন। আর ইলাবন্ত! অন্ধ নাগরাজ—যা ভয় করলুম তাই করলে! ছায়া রেখে কায়া মারলে।

অনন্ত। (হাস্য) হাঃ হাঃ—ওই—ওই—

লগন। কই মহারাজ!

অনন্ত। ওই! আকাশে—অনিলে—সলিলে—অচলে—ওই—ওই ইলাবন্ত!

[অনন্তের বেগে প্রস্থান।

লগন। মহারাজ! মহারাজ! অমন পাগলের মত ছুটো না—প'ড়ে যাবে, ম'রে যাবে।

বভ্রু। কি অভাগ্যের জন্যই গ্রহণ করেছিলুম। দৌহিত্রের শোকে বৃদ্ধ নাগরাজ পাগল হয়ে ছুটে গেল। যে ভাবে ছুটেছে, বুঝি আর ফিরছে না।

(জাহ্নবীর প্রবেশ)

জাহ্নবী। এই যে, এই যে! পাগলকে কি দেখে বেড়াচ্ছ? কার পানে চাচ্ছ? এখন আর অন্যের দুঃখ দেখবার সময় নেই। ওই দেখ তৃতীয়-পাণ্ডব দ্বৈরথযুদ্ধে তোমার সঙ্গে যুঝতে তোমার পানে অগ্রসর হচ্ছেন। এখন অন্যের চিন্তায় মগ্ন হ'লে, এক মুহূর্ত্তের জন্য অন্যমনস্ক হ'লে, তাঁকে পরাস্ত করতে পারবে না। সামান্য ত্রুটিতে প্রাণ হারাতে হবে—প্রতিজ্ঞা অপূর্ণ থাকবে। মনে রেখ, ত্রিলোকের দেব-দানব যক্ষ-গন্ধর্ব্ব পরাস্ত হয়ে যার কাছে মাথা হেঁট করেছে, সেই বিশ্ববিজয়ী তোমার সম্মুখীন। এই নাও—শেষ অস্ত্র—যখন কিছুতে তাকে সমরশায়ী করতে পারবে না—তখন এই অস্ত্র প্রয়োগ ক'র। প্রস্তুত হও—প্রস্তুত হও।

[প্রস্থান।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। এই যে! বালক! তোমায় বীরত্বের প্রশংসা করি।

বভ্রু। আমিও আপনার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার প্রশংসা করি। নিজের অভিমান বজায় রাখতে অনেকগুলো নিরীহ প্রাণী সংহার করলেন। শুনলুম, ক'শুনায় আপনারা আজকাল কতকগুলো বিধবা নিয়ে রাজত্ব করবেন। বিধবার ওপর আধিপত্য ক'রে পাণ্ডবের

কি এত লোভ বেড়ে গেছে, তাই আরও কতকগুলো রমণীকে স্বামিহীনা করতে, তাদের মণিপুরে এনে উপস্থিত করেছেন?

অর্জ্জুন। বাক্যব্যয় কেন বালক, অস্ত্র ধর্।

বভ্রু। মনে করেছিলেন কি মণিপুরের প্রান্তরে শয়ন করলে, তাদের রমণীগণের করুণ চীৎকার তাদের সুখ নিদ্রায় ব্যাঘাত দিতে পারবে না?

অর্জ্জুন। কাপুরুষ! বাক্য রেখে অস্ত্র ধর।

বভ্রু। অস্ত্র ধরতে যদি তৃতীয় পাণ্ডবের এতই উৎসাহ, তা হ'লে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকগুলোকে যুদ্ধে প্রেরণ ক'রে, আপনি অন্ধকারে আত্মগোপন করেছিলেন কেন?

অর্জ্জুন। তোমাকে বিনাশ ক'রে আমি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো।

বভ্রু। সূর্য্য, ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমার আপনাদের পিতৃ—দেবতার বংশ। তাই কি আরজ ব'লে সর্ব্বসমক্ষে আমাকে অপমানিত করেছিলেন? আর সেই জন্যই কি আত্মরক্ষার জন্য সতীনন্দন বীরশ্রেষ্ঠ ইলাবন্তের শরণাপন্ন হয়েছিলেন?

অর্জ্জুন। নরাধম! তা হ'লে এইখানেই তোমাকে শেষ করি।

বভ্রু। মহারাজ! আমি ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম নই যে, অধর্ম্ম-যুদ্ধে আমাকে বিনাশ করবেন! আমাতে কিঞ্চিৎ অনার্য্যের সংস্রব আছে, আপনি যুদ্ধের নীতি পরিত্যাগ করলে আমরাও নীতি পরিত্যাগ করতে জানি। আমাকে অস্ত্রগ্রহণ করতে অবকাশ দিন, তারপর যথাশক্তি আপনি বাণপ্রয়োগ করুন।

(উভয়ের যুদ্ধ—অর্জ্জুনের পতন)

অর্জ্জুন। বাসুদেব! এত দিনে অতিযত্নার অভাবের মোচন হ'ল। বভ্রুবাহন! পুত্র! প্রাণাধিক! সাধ্বীসতী চিত্রাঙ্গদা—তাঁর নিন্দা—মহাপাপ—উপযুক্ত ফল—অভাবনীয় পরিণাম—বাসুদেব!

বভ্রু। পিতা! পিতা! শঙ্করবিজয়ী বিজয়! নিবাতকবচনাশী ধনঞ্জয়! পুত্রহস্তে নিধন, এই কি তোমার পরিণাম? পুত্রবৎসল! স্নেহকম্প হস্তে বাণ প্রহার করলে, শরের প্রভাব বুঝতে পারলুম না, পুত্রঘাতী হবার ভয়ে নরাধম সন্তানকে পিতৃঘাতী করলে।

(চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ)

চিত্রা। বভ্রুবাহন! বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় মণিপুরে এসেছেন। সে দেব-অতিথির কি সৎকার করেছ? কি আসনে তাঁর শ্রান্ত দেহকে বিশ্রাম দিয়েছ? আমার পিতা চিত্রবাহন তাঁকে কন্যার হৃদয়-আসন দান করেছিলেন, তুমি তাঁকে কোথায় রেখেছ মণিপুর-রাজকুমার?

বভ্রু। অন্ধ মণিপুর-রাজনন্দিনি! ওই যে সুন্দর আসন—দেখতে পাচ্ছ না? বিশ্রান্ত দেহে দেব অতিথি মণিপুর-রাজদত্ত কোমল তৃণশয্যায় সুখনিদ্রায় শুয়ে আছেন।

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। বভ্রুবাহন! আমার স্বামী কই?

চিত্রা। এ কি ভগিনী উলূপী! তুমি?—তোমা হ'তে স্বামীর এই অবস্থা? ত্রিলোক-বিজেতা ধর্ম্মজ্ঞা! প্রধানা পতিব্রতা! তুমি-ই আমাদের স্বামীর মৃত্যুর কারণ? মিথ্যা কথা, চক্ষের ভ্রম। বভ্রুবাহন, তোমার পিতা যথার্থ নিদ্রিত। অযোগ্য স্থান—ভাব—নিদ্রাভঙ্গ কর। কুরুকুলের পরম প্রিয় বাসুদেব-সখা! এ ছল কেন? গা তুলুন, উঠে অশ্ব গ্রহণ করুন, তার সঙ্গে যান। অসময়ে ধূলিশয়নে নিদ্রা কেন? আরাধ্যদেব! কৃতাঞ্জলি হয়ে আরাধনা করি, মণিপুর-রাজের গৃহ পবিত্র করুন।

উলূপী। ভগিনী ওঠ—রাজ-জননী তুমি! পুত্র তোমার বীরশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবজয়ী। ধর্ম্মযুদ্ধে গুরুকে পরাস্ত করেছেন, মণিপুররাজ্যের মান পুরুষের মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন, তাতে এত আক্ষেপ, তোমার ন্যায় বীরজননীর যোগ্য নয়।

বভ্রু। নাগনন্দিনি! সমস্ত আজ্ঞা পালন করেছি—তোর পুত্রবধ করেছি, তোর স্বামিহত্যা করেছি, ভয়হৃদয়ে মাতামহ নাগরাজ বুঝি আত্মহত্যা করতে ছুটে গেছে। আর কিছু যদি করবার থাকে, শীঘ্র বল্। তোর চক্ষুঃশূল সপত্নী সম্মুখে। মা, আদেশ কর, ওকে ওর স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিই। স্বামিবিয়োগিনীর করুণ রোদন আর আমি সহ্য করতে পারছি না। এ মহাকার্য্যের শেষ থাকে কেন মা?

চিত্রা। বেশ—তাই যদি তোমার অভিপ্রায়, তা হ'লে অপরের অপেক্ষা কর; আমাকেই বা

তা হ'লে তুমি অবশিষ্ট রাখবে কেন? যাই ত দুই ভগিনীতে এক সঙ্গেই স্বামীর অনুমৃতা হই।

উলূপী। মহাত্মন্! পুরাণ ঋষি, শাশ্বত অক্ষয়! তোমার কি মৃত্যু আছে? অন্যায় সমরে পিতামহ ভীষ্মকে নিহত করে'ছিলে, এই তার প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্ত ত নিষ্পন্ন হ'ল প্রভু! তখন আর কেন—গাত্রোত্থান করুন।

(বক্ষে মণি প্রদান।)

(অর্জ্জুনের উত্থান ও নেপথ্যে দুন্দুভিধ্বনি।)

(লগন ও অনন্তের প্রবেশ)

লগন। ছুটো না মহারাজ! ছুটো না! পড়ে যাবে, ম'রে যাবে।

অনন্ত। এই যে, এই যে, তোরা সবাই আছিস্—আমার ইলাবন্ত কই?

উলূপী। হা ইলাবন্ত!—(মূর্চ্ছা)

অর্জ্জুন। তাই ত! তোমরা কি ইলাবন্তের জীবনের বিনিময়ে আমার জীবন রক্ষা করলে?

বভ্রু। উঠ মা! দারুণ শোকের ভারেও প্রকৃতি ঠিক রেখে, তুমি আমাকে ঠিক রেখেছ! আর কি তার সইতে পারলে না মা? ওঠ মা!

চিত্রা। ভগবান্! কি দিলে ভগিনীর পুত্র রক্ষা হয়, ব'লে দাও। আমাকে বলি দিলে যদি রক্ষা হয়, তা হ'লে আমি আত্মবলি দিই, পুত্রকে বলি দিলে যদি রক্ষা হয়, তা হ'লে পুত্র-বলি দিই।

অনন্ত। লগনা—লগনা—এখন সব বুঝেছি এ সেই বিটলে বামুনের কাজ। এ সময় যদি সেই বিটলে বামুনকে পাই—

নারদ। কেন, বিটলে বামুনকে কেন? কিছু নিমন্ত্রণের আয়োজন করেছ না কি?

অনন্ত। এই যে, এসেছো, নেমন্তন্ন করেছি বই কি! তুমিই আগুন জ্বালিয়ে গেছ—নাও নাও—এখন উলূপীর পুত্রশোকের ভাগ নাও—যদি না নাও, তা হ'লে লাঠী খাও, ইলাবন্তের সঙ্গে যাও।

নারদ। ইলাবন্ত যে পথে গেছে নাগরাজ! সে পথে আমি যাই আমার সাধ্য কি? যে বালক দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য আত্মবলি দিতে জানে—সে ভিন্ন সে সুন্দর দেবসেবিত পথে আর কেউ যেতে পারে না।

(পটপরিবর্ত্তন)

ওই দেখ কোথায় তার স্থান। অমৃতের আধার জগচ্চক্ষু তাকে আপনার কোলে আশ্রয় দান করেছেন। কোথায় প্রলুব্ধ আছ, দেশের পাপ দূর করতে, ধর্ম্মের পথ প্রসারিত করতে, নারায়ণ-সহচর অর্জ্জুনরূপী নরের মঙ্গলার্থী আর কে বালকরূপী মহাপুরুষ কোথায় আছ—এস—মানবের চিরপূজ্য, এই পুণ্যময় অমৃতময় স্থান গ্রহণ কর।

যবনিকা-পতন

নিয়তি

—:o:—
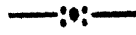
(নাটিকা)

[দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

উদয়ন	কৌশাম্বীরাজ।
ভাঁড়ুদত্ত	রাজ-শ্রেষ্ঠী।
মাড়ুদত্ত	ঐ পুত্র।
ঘোষক	ঐ পালিত পুত্র।
বেঙ্কট	ঐ ভগিনীপতি।
মুচুকুন্দ	ঐ ঐ পুত্র।
বলভদ্র	রাজার মামা শ্বশুর।
ধর্মঘোষ	জনপদ নগরের শ্রেষ্ঠী। (ভাঁড়ুদত্তের মাতুল)
মহীধর	ঐ অনুচর।
বেণুগন	শঙ্খগ্রামের কাঁসারী।

কিরাতগণ, প্রহরিগণ, দূত, কুম্ভকার, দেওয়ান,
প্রতিবাসিগণ, সহচরগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী

শ্যামাবতী	উদয়নের রাণী।
অনুরাধা	ঐ ভগিনী।
মাগন্দী	ভাঁড়ুদত্তের স্ত্রী।
ভানুমতী	ঐ ভগিনী।
কালী	ঐ রক্ষিতা।

সখীগণ, ঝি, পরিচারিকা, কিরাত-রমণীগণ, ইত্যাদি।

নিয়তি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদ্যান-পথ।

(কালী ও ঘোষকের প্রবেশ)

কালী। এই পথ দিয়ে যাও—ওই যে সুন্দর জলাশয় দেখছ, ঠিক ওর পূর্বগায়ে একটি আশ্চর্য্য কুঞ্জ দেখতে পাবে।

ঘো। গাছ ত কখন দেখি নি—চিনব কেমন ক'রে?

কালী। সে গাছ আর চেনাতে হবে না—সে গেলেই চিনতে পারবে। সে গাছ দুনিয়ায় নেই, সুধু এই বাগানে আছে।

ঘো। নাম কি বল্‌লে?

কালী। সোমলতা। তার রস খেলে মানুষ অমর হয়। আগে দেবতারা তাই পান করত। যদি আনতে পার, তবে তোমার বাবা বাঁচবে। নইলে বাঁচবে না। আমি ওই পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকব। যাও, আর দেরি ক'র না।

[ঘোষকের প্রস্থান।

বস্—এই যমের মুখে এবারে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে গেলুম। বার বার তুমি হাত ফসকে বেঁচে গেছ। এবারেও যদি বাঁচ, তা হ'লে বুঝব, তুমি অমর; কিংবা মানুষে তোমাকে মারতে পারবে না। ওই—ওই রাজা বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে—নজরে পড়ল—পড়ল—ঠিক হয়েছে।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে)। রাণী—রাণী—শীঘ্র দেহ আবৃত কর। এক জন অজ্ঞাতকুলশীল যুবাপুরুষ উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করেছে।

(নেপথ্যে)। সখি। সখি! শীঘ্র সকলে আমাকে বহন ক'রে কুঞ্জালয়ে নিয়ে চল।

(অনুরাধার প্রবেশ)

অনু। এ কি দেখলুম! কই! আর ত দেখতে পাচ্ছি না! কোথায় গেল? এ কি বিদ্যুদ্‌বিকাশ? একি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে প'ড়ে ছিলুম? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কি স্বপ্ন দেখলুম? না, দেখেছি, দেখেছি—নিশ্চয় দেখেছি—কে ও? দাদা।

[প্রস্থান।

(উদয়নের প্রবেশ)

উদ। তাই ত! এমন সাহসী! যে সময় রাণী সহচরীদের সঙ্গে সরোবরে জলকেলি করছেন, সেই সময়ে এ ব্যক্তি এ উদ্যানে প্রবেশ করলে! সাহসী না উন্মত্ত? হয় উন্মত্ত, না হয় জানে না। জানুক আর নাই জানুক, পাগল হ'ক আর নাই হ'ক, যুবক তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য। আর দ্বারীরও মৃত্যু অনিবার্য্য। কে তুমি? এই দিকে এস।

(ঘোষকের প্রবেশ)

ঘো। তুমি কে? (প্রণামকরণ)

উদ। আমি এই উদ্যানের অধিকারী।

ঘো। তা হ'লে তুমি রাজা। (পুনঃ প্রণাম)

উদ। তা হ'তে পারি, কিন্তু তুমি কে?

ঘো। পরিচয় দিতে পারব না।

উদ। তুমি কি এ বাগানের আইন জান না?

ঘো। আগে জানতুম না, বাগানে ঢুকতে গিয়ে জানতে পেরেছি।

উদ। কি জেনেছ?

ঘো। যে পুরুষ এ বাগানে প্রবেশ করবে, তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। বিশেষতঃ এ সময়ে যে ঢুকবে, তার মৃত্যু। এ সময় রাণী তাঁর সহচরীদের সঙ্গে এখানে জলকেলি করেন।

উদ। কে তোমাকে বললে?

ঘো। দ্বারী।

উদ। এ জেনেও তুমি প্রবেশ করলে?

ঘো। এই ত দেখতে পাচ্ছ।

উদ। দ্বারী তোমায় ঢুকতে দিলে?

ঘো। না—আমি পাঁচিল টপকে এসেছি। যথার্থই কি তুমি রাজা?

উদ। আমিই রাজা উদয়ন। (ঘোষকের তৃতীয় বার প্রণাম করণ) কি? প্রাণের ভয়ে আমাকে বারংবার প্রণামে তুষ্ট করছ নাকি?

ঘো। না রাজা, প্রাণের ভয়ে কেন, ধর্ম্ম ব'লে প্রণাম করছি। এক জন গুরুলোক মনে ক'রে আমি তোমাকে প্রথমে প্রণাম করেছি। আমি যখন জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি রাজা কি না, তুমি বললে, তা হ'তে পারি—কি জানি, যদিই রাজা হও, তাই আমি আর একবার প্রণাম করেছি। এখন ঠিক জানতে পেরে, তোমার কথা সত্য বিশ্বাস ক'রে আরও একবার প্রণাম করলুম। কিন্তু রাজা, এখনকার মত এই আমার শেষ প্রণাম।

উদ। কেন?

ঘো। এর চেয়ে বেশী প্রণাম করলেই ভিক্ষুক হ'তে হয়, আমি কারও কাছে নিজের জন্য কিছু যাচ্ঞা করি না।

উদ। নিজের জন্য কর না; তা হ'লে পরের জন্য করতে এসেছ?

ঘো। পরই বা বলি কেন? বাবা কি আবার পর হয়? না রাজা, ঠকে গেছি! না রাজা, নিজের জন্যেই করতে এসেছি।

উদ। জিনিষটে কি?

ঘো। সোমলতা। সে নাকি তোমার বাগানে ছাড়া দুনিয়ার আর কোথাও পাওয়া যায় না? সে খেলে নাকি মানুষে অমর হয়?

উদ। এই ত শুনেছি।

ঘো। শুনেছ! তা হ'লে সোমলতা কি তোমার বাগানে নেই?

উদ। আমার বাগানে সোমলতা আছে, এ কথা তোমাকে কে বলেছে?

ঘো। বাবা শুনেছে—

উদ। কে তোমার বাবা বল?

ঘো। বুঝতে পারছি গোলমাল—আর বলব না রাজা।

উদ। শুধুই কি তুমি এখানে আমাকে দেখেছ?

ঘো। না রাজা, কতকগুলি স্ত্রীলোককে দেখেছি।

উদ। সোমলতার একান্ত প্রয়োজন জেনে যে সোমলতাই নিতে এসেছিলে। তবে রমণীদে দেখলে কেন?

ঘো। চোখে প'ড়ে গেল; তাই দেখলুম।

উদ। তাদের কি অবস্থায় দেখেছ?

ঘো। এক জন ছাড়া আর সকলেই ন্যাংটা।

উদ। বেশ, ওই দূরে অশোক বৃক্ষের তলায় আমার একটা জিনিষ আছে, নিয়ে এস। (ঘোষকের দ্রুত প্রস্থান) আমি ওকে ক্ষমা করলুম মনে ক'রে মূর্খ লাফাতে লাফাতে যাচ্ছে। কিন্তু গাছের তলায় গিয়ে বস্তুটা যে কি, যখন দেখবে, তখনই আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যাবে। ওই দেখেছে—দেখেই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাত আর হতভাগ্যের অস্ত্রটাকে স্পর্শ করতে সাহস করেছে না। হতভাগ্যকে শেষে নিতে হ'ল। বুঝতে পেরেছে, তার আয়ু: শেষ। অতি ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। পা আর এ দিকে যেন আসতে চায় না। বোধ হয়—বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই—পা কাঁপছে—পা কাঁপছে—তাই টীপে টীপে পা ফেলে আসছে। (ঘোষকের পুন: প্রবেশ ও অতি ধীর পদ-বিক্ষেপে উদয়নের নিকট আগমন) কি যুবক, পা আর চলছে না যে? মৃত্যুভয় হয়েছে?

ঘো। (ঈষৎ অবরুদ্ধ কণ্ঠে) রাজা! শিগগির ধর—শিগগির ধর—আমি এনেছি—আমি এনেছি!

উদ। তা ধরছি, কিন্তু যুবক, মৃত্যুভয় হয়েছে?

ঘো। মৃত্যুভয় কেন হবে!

উদ। এ খড়্গ কি জন্য তোমাকে দিয়ে আনলুম জান?

ঘো। জানি—আমায় কাটতে।

উদ। তবে? ভয় হয় নি বলছ কেন?

ঘো। আমি যা করবার করেছি, তুমি যা করবার কর। এ ত আহ্লাদের কথা—ভয় হবে কেন?

উদ। তবে যাবার সময় লাফিয়ে গেলে কেন?

ঘো। প্রাত:কালে বৃষ্টি হয়ে গেছে—পথের মাঝে মাঝে যেখানটা নীচু, সেখানে এখনও জল আছে, তাই লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছিলুম।

উদ। তবে আসবার সময় আস্তে আস্তে আসছিলে কেন?

ঘো। যাবার সময় আমি কুমার ছিলুম, আমার

কোনরকম দায় ছিল না, কিংবা আমার ওপর কোনও গুরুকর্ম্মের ভার দেওয়া ছিল না। আমার বাপের প্রাণ, এই জন্য যাবার সময় আমি জলভরা স্থানগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে গেছি। কিন্তু আসবার সময় দেখি, আমার উপর বিষম ভার। তুমি দোষীকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেছ। না দিলে মহাপাপ। সেই শাস্তি দেবার একমাত্র যন্ত্র আমার হাতে। যদি আমি অন্যমনস্কে চলতে পা হড়কে পড়ে যাই, যদি সেই পড়ার সঙ্গে অস্ত্র কোনও প্রকারে ভেঙ্গে যায়, কি আমার শরীরে কোনও রকমে প্রবেশ ক'রে পথের মধ্যেই আমার মৃত্যু হয়, তা হ'লে যে তোমার আদেশ নিষ্ফল হয়, হয় ত তোমার সংশয় হ'তে পারে, আমি ভয়ে আগে থাকতেই আত্মহত্যা করেছি। এই জন্য আসবার সময় অতি সন্তর্পণে আমি তোমার এই ছোরা নিয়ে এসেছি।

উদ। হুঁ, বুঝেছি।

ঘো। এইবারে কি করবে কর। বল, আমি মাথা তোমার কাছে উপস্থিত করি।

উদ। যুবক! এই ছোরা আমি তোমাকে উপহার দিলুম। তোমার ন্যায় সাহসী বীরের হস্তেই এই অমূল্য অস্ত্র শোভা পায়। আমার সমস্ত ক্রোধ বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে।

ঘো। অস্ত্র ত পেলুম—সোমলতা যদি না পাই, তা হ'লে বাবার কি হবে?

উদ। এই অস্ত্র তুমি তোমার বাপকে দিও। তা হ'লেই তার রোগ আরোগ্য হয়ে যাবে।

(প্রহরীর প্রবেশ ও ঘোষককে দেখিয়া কম্পান্বিত কলেবরে রাজাকে বারংবার প্রণামকরণ)

উদ। বেঁচে গেছিস্, ভয় নেই—কাছে আয়।—(ঘোষকের প্রতি) তোমার পরিচয়?

ঘো। আবার জিজ্ঞাসা করছ রাজা? পরিচয় দিতে পারব না।

উদ। বেশ, জানবার প্রয়োজন নেই।

প্রহরী। মহারাজ! প্রাতঃকালে এই ব্যক্তি এই বাগানে প্রবেশ করবার জন্য ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল। আমি মৃত্যুভয় দেখিয়ে ওকে নিরস্ত করেছি। ও কোথা দিয়ে কেমন ক'রে প্রবেশ করলে কিছুই জানি না মহারাজ; হুকুম করুন, আমি হতভাগ্যকে দ্বিখণ্ড ক'রে ফেলি।

উদ। দ্বিখণ্ড করতে হবে না—একে অভিবাদন কর্।

[প্রহরীর অভিবাদন ও প্রস্থান।

শোন যুবক। আমার এই উদ্যানে আজও পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পুরুষ প্রবেশ করে নি। এটা রাজ্ঞীর নিজস্ব উদ্যান। এইজন্য তিনি এখানে নিঃসঙ্কোচে সখীগণ সঙ্গে ভ্রমণ করেন। তুমি দৈববশে এখানে প্রবেশ করেছ; যখন প্রবেশ করেছ, তখন সমস্ত দিবাভাগের মতন তোমাকে এই বাগানের এক ঘরে বন্দী রাখব, রাত্রির প্রথম প্রহরের পূর্ব্বে তুমি এ স্থান ত্যাগ করতে পাবে না। প্রহরি!

(প্রহরী ও দ্বারবানের প্রবেশ)

যা, একে নিয়ে আমার এই বাগানের ঘরে সমস্ত দিন আটকে রাখ, রাত্রির প্রথম প্রহরে একে মুক্ত করবি।

[ঘোষককে লইয়া দ্বারবানের ও প্রহরীর প্রস্থান।

বড়ই কঠিন সমস্যা! পিতাপুত্রের সম্বন্ধ আমি বুঝতে পারলুম না। তবে বুঝতে হবে। জোর ক'রে বুঝব না—তা হ'লে এখনি চর নিযুক্ত ক'রে বুঝতে পারি। তা করব না—তবে বুঝতে হবে। এ হেঁয়ালি কৌশলে বুঝতে পারলেই আনন্দ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান।

অনুরাধা।

(গীত)

মনে কি নয়নে তারে হেরি—সে রূপ-মাধুরী।
আমি বুঝিতে না পারি গো, বুঝিতে নারি॥
আঁখি যদি বলে দিয়েছি তায়,
উদাসে মন কোথা চ'লে যে যায়—
যদি মনে করি দেখেছি মনে
অমনি নয়নে ঝরে বারি॥

(সখীর প্রবেশ)

সখী। তাই ত রাজকুমারী, কিছুই ত বুঝতে পারছি না। উটকো লোক কেমন ক'রে বাগানে প্রবেশ করলে?

অনু। মানুষ কি এ বাগানে ঢুকতে পারে—দেবতা।

সখী। তাই ত কি হবে রাজকুমারী, আমাদের রাণীকে সে উলঙ্গ দেখে গেল!

অনু। দেবতার কাছে আবরণ কে দিয়ে রাখতে পারে?

সখী। দেবতা দেবতা ক'র না। রাজার কাছে আমাদের যে কি শাস্তি হবে, তাই ভেবে আমরা ব্যাকুল হয়েছি।

অনু। তোদের শাস্তি কেন হবে?

সখী। কেন হবে? একটা পরপুরুষ আমাদের উলঙ্গ দেখলে। তুমি ত বেঁচে গেছ রাজকুমারী, তুমি বস্ত্রও ত্যাগ করনি, স্নানও করনি—তোমার কি! আমাদের কি হবে, রাণীর কি হবে? রাণী—রাণী—রাজ্যেশ্বরী—তুচ্ছ প্রজা আজ তাঁকে উলঙ্গ দেখেছে—কি হবে—কি হবে?

অনু। কি হবে? অমন কর্‌ছিস কেন? তোদের কিছু শাস্তি হবে না। শাস্তি হয় ত আমার হবে।

সখী। তামাসা ক'র না রাজকুমারী—এ তামাসার সময় নয়—ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে।

অনু। বেশ, দেখতে পাবি।

সখী। ওই রাজা আস্‌ছেন—মুখ তাঁর আরক্ত—রাজকুমারী! দেখে ভয় হচ্ছে।

অনু। যথার্থই দাদার মুখ গম্ভীর হয়েছে—দেখে বোধ হচ্ছে, রাজা শাস্তি দেবার জন্যই যেন আসছেন।

সখী। চ'লে এস—চ'লে এস—দোহাই রাজকুমারী, রাজা যদি আমাদের শাস্তি দেন, তুমি অন্ততঃ রাণীর জন্য তাঁর পায়ে ধ'র! তুমি রাজার পরম প্রিয়। রাণী কিছু জানেন না—আমরাও জানি না।

অনু। আয়, এখন আমরা এখান থেকে যাই। রাজাকে দেখে রাণীও এ দিকে আসছেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(উদয়ন ও শ্যামাবতীর প্রবেশ)

শ্যামা। কোন্ হতভাগ্য উদ্যানে প্রবেশ করেছিল মহারাজ?

উদ। হতভাগ্য নয় রাণী, সে ব্যক্তি ভাগ্যবান্—কৌশাম্বীর রাজসভার ভবিষ্যতের একটা শ্রেষ্ঠ রত্ন।

শ্যামা। বলেন কি!

উদ। তার কথা এর পরে বলব। এখন বল দেখি, তোমাদের মধ্যে কার দেহ অনাবৃত ছিল না?

শ্যামা। কি বলছেন—আমাদের সরম হচ্ছে। সে ব্যক্তি আমাদের জলকেলি দেখেছে না কি?

উদ। সে কথাও পরে বলব। এখন শীঘ্র বল, তোমাদের মধ্যে নগ্নদেহ ছিল না কার?

শ্যামা। আমরা সকলেই ত ত্যক্তবসনা হয়েছিলুম।

উদ। না, এক জনের অঙ্গে বসন ছিল। কে সে?

শ্যামা। হাঁ! মনে পড়েছে বটে, আপনার ভগিনী অনুরাধা কেবল বসন পরিত্যাগ করে নি, এবং সরোবরেও অবগাহন করে নি।

উদ। বুঝতে পেরেছি। অনুরাধা!

(অনুরাধার প্রবেশ)

অনু। কি আদেশ মহারাজ?

উদ। ভগিনী, আমি তোমাকে নির্ব্বাসিত করব।

শ্যামা। নির্ব্বাসন! সে কি, ভগিনীর সঙ্গে রহস্য? এ আপনার কি আচরণ মহারাজ? বালিকার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে।

উদ। রাজা বিনা কারণে এরূপ গুরু কথা নিয়ে রহস্য করেন না। মুখ শুকুলে চল্‌বে না ভগিনী, তুমি রাজার কর্ত্তব্য বিলক্ষণ জান।

শ্যামা। নির্ব্বাসন! সে কি, বালিকা এমন কি অপরাধ করেছে?

উদ। এস, আর মুহূর্ত্ত সময়ের জন্যও তুমি কৌশাম্বীর রাজগৃহে থাকবার অধিকারিণী নও।

শ্যামা। (উদয়নের পদ ধরিয়া) দোহাই মহারাজ, এ নিষ্ঠুর আদেশ করবেন না। অনুরাধা বরাবর আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে, আমরা তাকে এমন কোনও অপরাধ করতে দেখি নি, যাতে বালিকার উপর আপনি এই ভয়ানক শাস্তির বিধান করেছেন।

উদ। অস্থির হও না রাণী, রাজা অপরাধ সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে কখন কাউকেও শাস্তি দেন না।

শ্যামা। এ অপরাধ বালিকা কোথায় করেছে?

উদ। এইখানে।

শ্যামা। কবে?

উদ। আজ, এই ক্ষণপূর্ব্বে।

শ্যামা। মহারাজ! আপনি কোন প্রতারক কর্ত্তৃক প্রতারিত হয়েছেন।

উদ। কেউ আমাকে প্রতারণা করে নি।

শ্যামা। যদি শাস্তিই দিতে আপনার ইচ্ছা হয়েছে, তা হ'লে অপরাধ শুনিয়ে তাকে শাস্তি দিন।

উদ। আমি আবার শোনাব কেন—তুমিই ত শুনিয়েছ।

শ্যামা। বিবস্ত্রা হয়ে সে জলে অবগাহন করে নি, এই কি তার অপরাধ?

উদ। ঐ অপরাধ।

শ্যামা। আপনি কি ক্ষিপ্ত হয়েছেন?

উদ। সাবধান—দ্বিতীয়বার বল্‌লে তোমাকেও কারাগারে নিক্ষেপ করব! অনুরাধা! ঠিক বল, তুমি অপরাধিনী কি না।

অনু। আর্য্য! আমি অপরাধিনী।

উদ। শোন শ্যামাবতী, বালিকা নিজমুখে অপরাধ স্বীকার করেছে।

অনু। আমি বিষম অপরাধ করেছি—আমা হ'তে কৌশাম্বী-রাজের অন্তঃপুরের মর্য্যাদা নষ্ট হয়েছে।

উদ। রাণী, এ হ'তে অপরাধ কি আর আছে?

শ্যামা। না। কিন্তু এ অপরাধ বালিকা কখন্ করলে, কেমন ক'রে করলে—করতে পারে না; আপনার ভয়ে সে হতভম্ব হয়ে কি বলতে কি বলেছে!

অনু। না দেবী, অপরাধই করেছি—এখন বুঝছি, বিষম অপরাধ।

শ্যামা। চুপ কর্ বুদ্ধিহীনা, আমি রাজার সঙ্গে কথা কইছি, তুই উত্তর করছিস্ কেন।

উদ। বুদ্ধিহীনা তুমি—আমার সঙ্গে সিংহাসনে বসবার অযোগ্যা। এই শোন। অনুরাধা! অপরাধ রাণীর কাছে ব্যক্ত কর! তুমি সে যুবাকে দেখেছ?

অনু। দেখেছি।

উদ। শুধু দেখেছ নয়—

অনু। দেখে মুগ্ধা হয়েছি।

উদ। শুধু মুগ্ধ হওয়ায় অপরাধ নেই। সে পরম সুন্দর যুবক, তুমি অনূঢ়া যুবতী—শুধু মুগ্ধ হ'লে দোষ ছিল না। তুমি আত্মহারা হয়েছিলে। তোমার মনে রাখা উচিত ছিল, তুমি রাজকুমারী, তোমার সঙ্গে রাজরাণী। তিনি স্নানার্থী হয়েছেন। পরপুরুষ উদ্যানে প্রবেশ করেছে জানলে, তিনি কখন দেহ অনাবৃত করতেন না। তুমি এতই আত্মহারা হয়েছিলে যে, তাঁকে সাবধান করলে না। তোমার ভ্রাতৃজায়াকে একটা তুচ্ছ প্রজার কাছে উলঙ্গ করালে।

শ্যামা। (উদয়নের পদধারণ) যদিই ভুলক্রমে কোনও অপরাধ ক'রে থাকে, তা হ'লে তাকে ক্ষমা করুন।

উদ। ক্ষমা অন্য প্রজা হ'লে করতে পারতুম—এ রাজকন্যার অপরাধ—আমার মমতা নিয়ে সংগ্রাম। কৌশাম্বী-রাজকুলের বধূ তুমি—এ অন্যায় অনুরোধ ক'র না। আমি রাজদণ্ড হাতে নিয়েছি, আমার বুকের ভিতরে এক এক অশ্রুবিন্দু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় পতিত হচ্ছে—তবু আমাকে শাস্তি দিতেই হবে। তুমি আমাকে আশ্বস্ত কর, কেঁদ না। অনুরাধা! তুমি শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও, এই স্থান থেকেই তোমাকে আমি মহাবনে ত্যাগ ক'রে আসব।

তৃতীয় দৃশ্য

অলিন্দ।

ভাঁড়ুদত্ত।

ভাঁড়ু। বুকটা এখনও চিপ্ চিপ্ করছে—যত বেলা যাচ্ছিল, ততই প্রাণটা আমার আইঢাই করছিল। বুঝি ছোঁড়াটা এই এল—এই বাবা ব'লে ডাকলে। যাক্, সন্ধ্যে হয়েছে—সংশয় ঘুচেছে। আর সে আসছে না।

(কালীর প্রবেশ)

কালী, কালী! এখনও বুকটা চিপ চিপ করছে।

কালী। আর বুক চিপ্ চিপ্ করছে বললে শুনব না। ছোঁড়াটা যে দিন মরবে, সেই দিনেই আমাকে লাখ টাকা দেবে বলেছিলে। এখন আমাকে টাকা দাও।

ভাঁড়ু। ছোঁড়াটা তা হ'লে মরেছে—কেমন কালী!

কালী। মরেছে, তাতে কি আর সন্দেহ-আছে? সন্ধ্যের পরে কখনও কি তাকে বাড়ীর বাইরে থাকতে দেখেছ?

ভাঁড়ু। না কালী, এই প্রথম।

কালী। তবে! তাকে একেবারে যমের মুখে ফেলে এসেছি। বরাবরই তাকে ফেলবার চেষ্টা করছিলুম, কিন্তু সে সব বারে আশেপাশে পড়েছিল, ঠিক মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে পারি নি।

ভাঁড়ু। তা হ'লে তার মরা নিশ্চয়?

কালী। একেবারে নিশ্চয়! দাও—এইবারে আমার টাকা দাও।

ভাঁড়ু। তুই তাকে বাগানে ঢুকতে দেখেছিস্?

কালী। আমি নিজে মই দিয়ে তাকে পাঁচিলে তুলিয়ে বাগানে ফেলে দিয়ে এলুম। আবার দেখব কি? এমন মানুষ বাবু আমি কখন দেখি নি। নাও, এইবারে আমার টাকা দাও।

ভাঁড়ু। মুখে যখন একবার হাঁ বলেছি, তখন কি আবার না বলব? টাকা পাবি, নিশ্চয় পাবি—

কালী। কবে পাব?

ভাঁড়ু। তুই বলছিস বটে সে মরেছে, তবু এখনও বুকটা চিপ চিপ করছে।

কালী। তোমার বুক চিপ-টিপুনি ত চব্বিশ ঘণ্টাই লেগে আছে। এমন দিন নেই, যে দিন শুনি নি তোমার বুক টিপ-টিপ না করছে। ভালমানুষের ছেলেকে ঘরে এনে, ছেলের মত খাইয়ে দাইয়ে মানুষ ক'রে, তাকে শেষকালে মেরে ফেল্লে, বুক চিপ টিপুনির আর অপরাধ কি?

ভাঁড়ু। তবু—

কালী। আবার তবু কি শেঠজী?

ভাঁড়ু। ম'রে যে গেছে, এখন আর তাতে সন্দেহ নাই—কি বলিস্?

কালী। মরা ভিন্ন, তার আর অন্য উপায় নাই। সে বাগানে রাণী আর তার সঙ্গিনী ছাড়া অন্য কারও প্রবেশের অধিকার নেই। এমন কি, স্বয়ং রাজাও রাণীর বিনা অনুমতিতে সেখানে প্রবেশ করতে পান না। সেখানে ঢুকেছে তোমার ছেলে—

ভাঁড়ু। আরে মর—বাইরের লোক বলে ব'লে তুইও ছেলে বলবি? একমাত্র তুই ত আগাগোড়া সমস্ত জানিস। পোষক সম্বন্ধে তুই যত জানিস, আমার স্ত্রীও তত জানে না।

কালী। আমি কি এখন নিজের কথায় বলছি—বাইরের লোকে যা বলে, তাই বলছি, তাতে আর সন্দেহই ক'র না।

ভাঁড়ু। তাকে মরতে ত দেখলি নি?

কালী। রাজা বাগানে ঢুকল—দরোয়ানকে ডাকলে—ছাড্ডাং ক'রে একটা শব্দ হ'ল, আবার কেমন ক'রে দেখতে হয়, তা ত জানি না। তোমার মতলবটা কি বল দেখি, টাকা দেবে না?

ভাঁড়ু। আাঃ! রাগছিস কেন?

কালী। রাগারাগির কথা এখানে কি আছে—টাকা দিতে চেয়েছ, দিলেই আমি চ'লে যাই।

ভাঁড়ু। বেশ, তুই আর একবার খবর নিয়ে আয়।

কালী। আবার আমি কার কাছে খবর নেব? খবর তুমি নিজেই নাও না।

ভাঁড়ু। ও বাবা, আমি খবর নেব কি কালী? রাজা যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারে, আমি তাকে ছল ক'রে পাঠিয়েছি, তা হ'লে কি আমারও রক্ষা আছে? আমারও অমনি ছাড্ড্যাং।

কালী। আর ছোঁড়াটা যদি তোমার নাম করে, তবে?

ভাঁড়ু। ওরে বাবা, তা হ'লে রাজা আমাকে গাছে টাঙিয়ে মারবে। ওপর বাগে পা বেঁধে—

কালী। তবে? আমি যদি তোমার নাম করতে ছোঁড়াটাকে নিষেধ না করতুম? তোমার আমাকে দু লাখ টাকা দেওয়া উচিত। কুল্লে এক লাখ টাক দেবে, তাও তুমি পারছ না।

ভাঁড়ু। দেব—দেব রে দেব,—অত উতল হচ্ছিস কেন? সে বেটা আমাকে বাবা বলেই এ জানত—দেবতার মতন ভক্তিও করত! আমি যখ ও নাম করতে নিষেধ করেছি, তখন সে কখা আমার নাম করবে না। ভাল, ততক্ষণ আ টাকাটা বার ক'রে রাখি, তুই আর একবার খব নে।

কালী। জ্বালা আপদ!

ভাঁড়ু। দোহাই কালী—দোহাই কালী। এ বারে ফিরে এসে যেমনি বলবি ছোঁড়া মরেছে, অমা তোর পাওনা আম কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দেব শোন্ কালী, শোন্—আমি এ নগরের মহাশ্রেষ্ঠী আমার তুল্য ধনবান্ এ রাজ্যে নেই। রাজ্যে কে —ভারতে নেই। আর যখন ভারতে নেই—ত

পৃথিবীতে নেই। তবু আমি ছেলেটার ভয়ে এক দিন এক দণ্ডের জন্যও সুখ পাই নি—এক দিনও স্বচ্ছন্দে ঘুমুতে পাই নি। তুই আমাকে আজ রাত্তিরে একদণ্ডের জন্য নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুতে দে—আর লাখ টাকা মূল্য-স্বরূপ নে। আমার একদণ্ডে লাখ টাকা আয়—কালী, আমার একদণ্ডের ঘুমের দামও লাখ টাকা। নিয়ে আয় ছোঁড়ার মৃত্যু-সংবাদ—সংবাদ এনে টাকা নে।

কালী। তোমার এত টাকা!

ভাঁড়ু। আমার এত টাকা—আমি ধনকুবের।

কালী। এত টাকাতেও তুমি ভাল ক'রে খাও না—ভাল কাপড় পর না—

ভাঁড়ু। ওই ছোঁড়াটার ভয়ে খাই না, পরি না।

কালী। এত টাকার মালিক হয়ে, তুমি আমার মত দরিদ্র গণিকার প্রতি আসক্ত।

ভাঁড়ু। ওই ছোঁড়াটার ভয়ে, কালী আমি তোমাতে আসক্ত হয়েছি। তোমার রূপে আমি আসক্ত হই নি—আমরা বেনে, ভালবাসার ভেতর থেকেও স্বার্থের দিকে নজর রাখি। সেই বিশ বৎসর পূর্ব্বে কালী, একবার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ কর! আমি সন্ধ্যার সময় পাল্‌কী ক'রে রাজার বাড়ী থেকে যখন ফিরে আসছিলুম, সেই সময় দেখলুম, তুমি বেশভূষা ক'রে নিজের কুটীর-দ্বারে দাঁড়িয়ে আছ। তোমার দৃষ্টি পালকী ভেদ ক'রে আমাকে গ্রাস করতে এসেছিল। তোমার সে ভ্রূকটাক্ষ আমি আজও পর্য্যন্ত বিস্মৃত হই নি। তার পরেই আমি তোমাকে আনিয়েছি,—আমার রক্ষিতা করেছি। ছোট কুঁড়ে থেকে বড় অট্টালিকায় তোমাকে স্থান দিয়েছি। তুমি মনে করেছিলে যে, তোমার নয়ন-বাণে বিদ্ধ ক'রে, তুমি আমাকে জয় করেছ। তা নয় কালী। আমি তোমার সেই কটাক্ষের পার্শ্ব দিয়ে তোমার ভেতরে প্রচণ্ড ক্ষুধার জ্বালা দেখেছি। দেখে বুঝেছিলুম, ক্ষুধানল প্রেমানলের সঙ্গে মিশে তোমাকে এমন একটি ভয়ঙ্কর অস্ত্র ক'রে তুলেছে যে, তোমার দ্বারা আমি যে কোন অসম্ভব কার্য্য ইচ্ছা করলে করতে পারি।

কালী। (স্বগত) পাপিষ্ঠের কথায় বুঝছি, এইবারে আমাকেও পরিত্যাগ করবে। ছোঁড়াটাকে যে কোন প্রকারে মেরে ফেলবার জন্যেই ও আমাকে এতকাল রক্ষিতা ক'রে রেখেছিল। এখন কাজ হাসিল হয়েছে বুঝে আমাকে মর্ম্মে ঘা দিয়ে কথা শোনাচ্ছে।

ভাঁড়ু। কি কালী, কথাগুলো বুঝছ?

কালী। বুঝছি! ওই ছোঁড়াকে মারবার জন্যই তুমি আমাকে রেখেছিলে?

ভাঁড়ু। হ্যাঃ—হ্যাঃ—কালী! শুধু ঐ ছোঁড়াটাকে মারবার জন্যে।

কালী। ছোঁড়াটা মরেছে, কাজেই আর তুমি আমাকে রাখছ না, কেমন?

ভাঁড়ু। হ্যাঃ—হ্যাঃ—তোমার ঘর, তোমার দোর, তোমার আমি. ইচ্ছে হয় বল, না হয় না বল,—এলে, গেলে, রইলে, গেলে—কি জান কালী, এখন ত একটু আধটু মালা ঠক্ ঠক্ করবার সময় এসেছে।

কালী। বেশ, তা কর—তবে একটি কথা আমাকে বল—টাকা দেবে না, সেটা বুঝেছি—

ভাঁড়ু। অনেক টাকা তোমাকে দিয়েছি—একটা ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরের দোরে মনে কর কালী, মনে কর—একপণ কড়িও তোমার দেহের মূল্য নয়—তার জন্য তোমাকে অনেক টাকা দিয়েছি—

কালী। তা বেশ করেছ—টাকা না দাও,—বেশ তাতে ক্ষতি নেই।

ভাঁড়ু। লাভ আছে—ক্ষতি কি কালী—লাভ। তুমি অবলা, তোমার অত টাকা—সেটা বড় ভাল নয়—বুঝেছ, ডাকাত বেটারা টাকার গন্ধ পায়, তাদের নাক বড় প্রখর।

কালী। তোমার চেয়ে?

ভাঁড়ু। আরে আমি নাকেশ্বরী বাঘ। আমি টাটকা টাকার গন্ধও পাই—আবার পচা টাকার গন্ধও পাই। ঘরে যেই এই টাকাগুলি নিয়ে যাবে, অমনি রাত্রিকালে ঘরের ভেতর ডাকাত না ঢুকে গলাটি ক্যাক ক'রে টিপে ধরবে. আর প্রাণ-পাখীও অমনি ফুড়ুক ক'রে দেহপিঞ্জর থেকে উড়ে যাবে।

কালী। ভাল, টাকা দিয়ে কাজ নেই—এখন একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—উত্তর দাও—

ভাঁড়ু। বল—বল—জিজ্ঞাসা কর—জিজ্ঞাসা কর।

কালী। ওই ছেলেটাকে মারতে তুমি যে এই পাপিষ্ঠাকে—

ভাঁড়ু। পাপিষ্ঠা! সে কি! তুমি যে এই অসামান্য কাজ করেছ, তাতে তুমি শ্রেষ্ঠা, জ্যেষ্ঠা, ব—বিষ্ঠা!

কালী। বিষ্ঠাই বটে—তবে আমি বিষ্ঠা, আর তুমি সেই বিষ্ঠার কীট।

ভাঁড়ু। কি বল্‌লি পাপিষ্ঠা?

কালী। এই পাপিষ্ঠা বল—পাপিষ্ঠা বল।

ভাঁড়ু। যা—যা—খবর নিয়ে আয়।

কালী। আর খবর আনবার দরকার কি? তোমার কথাতেই আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি বালকের মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছ। নিশ্চিত না হ'লে তুমি আমাকে টাকা দেব ব'লে, আবার না বল্‌তে সাহস করতে না। যাক্—টাকা আর চাই না। তবে একটা কথা তোমাকে বলতেই হবে। ঘোষককে হত্যা করতে তুমি বার বার কেবল আমাকেই নিযুক্ত করেছ। আমিও দ্বিরুক্তি না ক'রে তোমার হুকুম তামিল করতে চেষ্টা করেছি, শেষে সফল হয়েছি। কিন্তু বালকের সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ, কেন তার প্রতি তোমার এই মর্মান্তিক ক্রোধ, তা আমি তোমাকে কখন জিজ্ঞাসা করি নি, তুমিও বল নি।

ভাঁড়ু। জানতে চাস্?

কালী। চাই—ও বালক তোমার কে?

ভাঁড়ু। কেউ নয়।

কালী। কেউ নয় যদি, তবে তাকে যত্ন ক'রে ঘরেই বা আনলে কেন—আর এনেই বা তাকে মেরে ফেলবার এত চেষ্টা করলে কেন?

ভাঁড়ু। শুনবি কালী—শুনবি, তা হ'লে বোস—তোকে শোনাব। প্রথম প্রহরের গজল বেজে গেল—আর সে আসছে না। আমার বুকের কাঁপুনি এতক্ষণ পরে স্থির হয়েছে। এইবারে নিশ্চিন্ত হয়ে তোকে শোনাব। শোনাবার সময় এসেছে। তোকে দিয়ে যে দিন আমি ছোঁড়াটাকে কিনিয়ে আনি, সে আজ কত বৎসর হ'ল কালী?

কালী। আজ হ'লে বিশ বৎসর পূর্ণ হবে।

ভাঁড়ু। ঠিক—ঠিক—তা হ'লে বিশ বৎসর আগে—ঠিক সন্ধ্যা বেলায় এনেছিলি না?

কালী। ভরা সন্ধ্যা বেলায়।

ভাঁড়ু। সেইদিন প্রাতঃকালে, আমি প্রাতঃস্নানটি সেরে আহ্নিক করতে আসনটিতে ব'সতে যাচ্ছি, এমন সময় রাজার পুরোহিত আমাকে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম "ঠাকুর! আজকে তিথি-নক্ষত্রের যোগটা কেমন? বুঝতেই ত পারছ কালী, টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করাই আমার ব্যবসা। কাজেই কোন কাজ করবার আগে দিনক্ষণটা জেনে নিতে হয়—বুঝেছিস্?

কালী। খুব বুঝেছি! কোন্ দিনে কার সর্ব্বনাশের ভাল রকম সুবিধা হয়, সেটা জানতে গেলে দিনক্ষণটা জানা দরকার বই কি! তারপর কি বল্।

ভাঁড়ু। পুরোহিত বললে—"আজকে প্রভাতে এই নগরে যে বালক ভূমিষ্ঠ হয়েছে, ধরণীতে সে সবার বড় শ্রেষ্ঠী হবে।" শুনেই মনটা চাঁত ক'রে উঠল। আমার স্ত্রী তখন পূর্ণগর্ভা। আমি তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে সংবাদ নিতে পাঠালুম—জানতে সে পুত্র প্রসব করেছে কি না। কেন না, আমার বিশ্বাস ছিল, আমি যখন নগরের বড় শ্রেষ্ঠী, তখন আমার পুত্র ছাড়া আর কে সহরে শ্রেষ্ঠী হ'তে পারে। কিন্তু জানলুম, আমার স্ত্রী তখনও প্রসব করে নি। তখন মনটায় ভয় হ'ল,—তবে এ নগরের জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী আমার বংশধর নয়। এত বড় সহর, মনে করলুম কেউ না কেউ প্রভাতে জন্মেছে। তার অনুসন্ধান করতে আমি তোমাকে নিযুক্ত করেছিলুম। তুমি একটি হাজার মোহর খরচ ক'রে সন্ধ্যে বেলায় শিশুটিকে কিনে আনলে। কেমন স্মরণ হচ্ছে কালী?

কালী। বেশ! স্মরণ হবে না! সে কি ভোলবার ঘটনা। আমি ব'লে ছেলেটাকে খুঁজে বার করেছিলুম।

ভাঁড়ু। তা ঠিক—সে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব। প্রথমে মারব ব'লে ছোঁড়াটাকে আনাই নি। মনে করেছিলুম, যদি আমার কন্যা হয়, তা হ'লে ছোঁড়াটার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাকে ঘর-জামাই ক'রে রাখব। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। সাত দিন পরে, আমার স্ত্রী এক পুত্র-সন্তান প্রসব করলে।

কালী। ও! এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পারলুম। একগর্ত্তে দুই সিংহ কদাচ বাস করতে পারে না।

ভাঁড়ু। এই তুই ঠিক বুঝেছিস।

কালী। ঘোষক বেঁচে থাকলে তোমার ছেলে বড় শ্রেষ্ঠী হ'তে পারে না।

ভাঁড়ু। ঠিক বুঝেছিস, ঠিক বুঝেছিস। এক-জনকে ছুনিয়া থেকে সরা'তেই হবে। কে সরবে কালী? আমার ছেলে—না ঘোষক?

কালী। তোমার ছেলে সরবে।

ভাঁড়ু। কি বললি হারামজাদী; আমার ছেলে সরবে!

কালী। তোমার ছেলে সরবে—কেন সরবে তবে শোন। যার ঘর থেকে এ ছেলেকে আমি এনেছিলুম, এ তার পুত্র নয়।

ভাঁড়ু। স্বর্ণকারের পুত্র নয়?

কালী। না শেঠজী, এই বালক আমারই মতন কোন অভাগিনী বারাঙ্গনার পুত্র।

ভাঁড়ু। তোকে কে বললে?

কালী। আমি বলছি, আজকে জেনে বলছি। ঘোষক মরেছে মনে ক'রে পুরস্কারের লোভে মনে মনে উল্লাস করতে করতে আসছি, এমন সময় পথে সেই স্বর্ণকারের সঙ্গে আমার দেখা হ'ল। আমি তাকে চিনতে পার নি, কিন্তু সে চিনতে পারলে। দেখেই সে আমাকে সেই ছেলের খবর জিজ্ঞাসা করলে। আমি বেশ্যা, অসংখ্য রকমের ছলনা জানাই আমার কাজ। সে জিজ্ঞাসা করতে না করতে আমি চোখের জল ফেললুম! আমার চোখের জল দেখেই সে বললে—"আমি বুঝেছি, আমার ছেলে ম'রে গেছে!" আমি বললুম—"আমার অঞ্চলের নিধি আজই আমার ঘর আঁধার ক'রে চ'লে গেছে।" এই কথা শুনেই সে ছুঃখ না জানিয়ে হেসে উঠল। আমি তাই দেখে কিছু আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—বিক্রীই না হয় করেছ, কিন্তু সন্তান ত বটে, তার মৃত্যু শুনে কেমন ক'রে হাসলে! সে আরও জোরে হেসে উঠল; বল্লে, "কার সন্তান? পথে পড়ে ছিল—সকাল বেলায় পথে বেরিয়ে দেখি, পথের ধারে এক জায়গায় কতকগুলো কাক-শকুনি একটা কি ঘেরে ব'সে আছে। কি জিনিষটা দেখতে গিয়ে দেখি একটা ছেলে—একটু আগেই বোধ হয় জন্মেছিল, তখনও নাড়ী কাঁচা রয়েছে। শকুনিতে খায় দেখে তাকে বাড়ীতে তুলে নিয়ে গিয়েছিলুম। ও মরতেই এসেছিল। তবে তোমার কাছে কিছু পাওনা ছিল, নিয়ে গেল, আমার কাছে কিছু দেনা ছিল, দিয়ে গেল।"

ভাঁড়ু। হ্যাঁ—কি বলছিস?

কালী। ভেবে দেখ নরাধম, আর কোথাও কোন কুলবালার সর্ব্বনাশ করেছ কি না, এ তোমার ছেলে কি না।

ভাঁড়ু। তাই ত—তাই ত—তাই ত!

কালী। তারপর এই ছেলেকে কত রকমে মারবার চেষ্টা করেছি, তা তুমি সব জান। কেন না, সে সমস্ত কাজ আমি তোমার পরামর্শ মতে করেছি। গোয়ালবাড়ীর দোর দিয়ে যে সময় হাজার হাজার গরু বেরোয়, তখন তাদের পায়ের তলায় ছেলেকে ছেড়ে দিয়েছি। ষাঁড়ে পেটের তলায় রেখে ছেলেকে রক্ষা করেছে, গাইগুলো ষাঁড়ের ছু'পাশ দিয়ে চ'লে গেছে, ছেলে মরে নি। রাত্রির অন্ধকারে যে পথ দিয়ে হাজার গরুর গাড়ী যায়, সেই পথে শিশুকে নিক্ষেপ করেছি। গরু ছেলেকে দেখে চলতে চলতে দাঁড়িয়েছে। গাড়োয়ান কত মারলে, এক পাও এগুল না। আমি দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি। গাড়োয়ান তখন ছেলেকে দেখতে পেলে, তুলে নিলে—আবার তুমি হাজার মোহর দিয়ে তার ঘর থেকে কিনে আনলে। তার পর সারা দিন রাত ভাগাড়ে ফেলে রাখলে; ছাগলে মুখে বাঁট দিয়ে ছুধ খাওয়ালে, ছেলে ম'ল না, পাহাড়ের ওপর থেকে ফেলে দিলে, এক বাঁশের ঝাড়ের ওপর পড়ে গেল, ছেলে ম'ল না। ছেলেকে মারতে তোমার কত অর্থই না ব্যয় হয়েছে! ভাগাড় থেকে রাখালে ছেলেকে নিয়ে গেল, তুমি আবার অর্থ দিয়ে কিনে আনলে। বাঁশঝাড়ের তলা থেকে নলকারে ছেলে কুড়িয়ে নিয়ে গেল, তুমি আবার তাকে কিনে আনলে। এখন বুঝতে পারছি, সে ছেলে তোমারই সর্ব্বস্ব নিতে জন্মগ্রহণ করেছে।

ভাঁড়ু। চোপরাও হারামজাদী! ফের বললে তোকে আমি এখনি মেরে ফেলব।

কালী। সে ছেলে মরে নি।

ভাঁড়ু। এবারে সে যমের মুখে ঢুকেছে।

কালী। যমের পেট চিরে বেরিয়ে আসবে।

ভাঁড়ু। ফের বললে তোমাকেও তার সঙ্গে সঙ্গে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দেব।

কালী। যমের বাড়ী যাবে তোমার ছেলে নাড়ু, আর তুমি তার বাপ ভাঁড়ু। ভয় নেই ভাঁড়ু দত্ত, সে ছেলে মরবে না।

ভাঁড়ু। তবে রে বেটী জানিনি! (কালীকে ধরিয়া ভূতলে পাতন) বল্ মরেছে—মরেছে—মরেছে—

কালী। মরে নি—মরে নি—মরে নি।

ভাঁড়ু। (গলদেশ পীড়ন) এখনও বল্ মরেছে।

কালী। (অতিকষ্টে উচ্চারণ) মরে নি।

ভাঁড়ু। তবে তুমিও মর। (নেপথ্যে—বাবা-বাবা) য়্যাঁ—য়্যা—

কালী। আছে—আছে—আছে—(মূর্চ্ছা)।

(কোষমুক্ত তরবারি হস্তে ঘোষকের প্রবেশ ও ভাঁড়ুদত্তের পলায়ন)

ঘোষক। তাই ত। এই যে বাবার কথা শুনলুম—বাবা বাবা। (কালীকে দেখিয়া) এ কি! কেও—মা! মা! তুমি! কে তোমার এমন অবস্থা করলে? মা মা! তাই ত। কে এখানে আছে? বাবা বাবা! কে আছে?—কি আশ্চর্য্য? এখানে কেউ নেই? (তরবারি ভূমিতে রক্ষা করিয়া) মা—মা!

(নাড়ুদত্তের প্রবেশ)

নাড়ু। কই মা, কই মা! দাদা—দাদা! মা বললি, কই মা? কোথায় মা?

ঘোষক। ভাই, এসেছ? তা হ'লে দয়া ক'রে আমার একটি উপকার কর।

নাড়ু। উপকার করবার আমার সময় নেই—আমার মাথা ঝিঝি করছে—আজ পেরমারায় কেবল হেরেছি—হারের ওপর হার, এমনটা আমার কোন দিন হয় নি—বিশ হাজার টাকা ফুসমন্তরে উড়ে গেছে। আমি এখন কারও উপকার করতে পারব না! আমার টাকা চাই। টাকা—টাকা—মা! মা!

ঘোষক। একবার একটু ধর, আমি মাকে কাঁধে তুলে নিয়ে যাই।

নাড়ু। মা! মা প'ড়ে। ও মা, তুই প'ড়ে? বুড়ো বেটা তোকে মেরেছে বুঝি? আরে রাম রাম। এটা কে? এটা যে কালী ঝী। দূর—তুই কি দাদা? তোর মর্য্যাদা-বোধ নেই? এক বেটী দাসী—বেশ্যা—তাকে তুই মা বলছিস?

ঘোষক। আমাদের বাবাই ত রেখেছে, তাকে মাই ত বলব ভাই।

নাড়ু। বলগে যা—বলগে যা—তোর বুজরুকি বড় বেশী হয়েছে না? ছ্যা—ছ্যা! বেশ্যা বেটীকে মা বলছে—তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

ঘোষক। একটু সাহায্য কর, কোন দোষ হবে না ভাই, বরং পুণ্য হবে।

নাড়ু। চোপ—আবার বললে বাবাকে ব'লে তোকে ঠেঙানি খাওয়াব। (কালীর অঙ্গে পদ ঠেকাইয়া) এই হারামজাদী বেটী—ওঠ—

ঘোষক। হাঁ—হাঁ—কর কি ভাই, কর কি? মা গর্ভধারিণীর চেয়ে কোনও অংশে কম মনে ক'র না।

নাড়ু। থাম্ মুখ্খু, থাম! ক অক্ষর গোমাংস ও আবার শাস্ত্র শোনাতে এসেছে। বেশ্যা আমার মা। ওঠ বেটী—ওঠ।

কালী। উঠছি—আমি উঠছি।

নাড়ু। এই—ঠিক হন্তর না হ'লে কি ওঠে! মা? বেটী বাজারে বেশ্যা—তাকে মা ব'লে সম্বোধন হচ্ছে! যা বেটী কস্‌বি, উঠে যা! হারামজাদী ভিটকিলিমি করবার আর জায়গা পাওনি—হুঁ।

[প্রস্থান।

ঘোষক। মা, এখনও তুমি দুর্ব্বল, আমার কাঁধে ভর দাও।

কালী। কে তুমি, ঘোষক? তুমি আমাকে মা ব'লে ডাকছ?

ঘোষক। তুমি ত মাই মা, তোমাকে আর কি বলে ডাকব?

কালী। হারামজাদী বেটী কস্‌বি কে বললে?

ঘোষক। মা, সে ছেলেমানুষ, তার ওপর রাগ ক'র না।

কালী। না বাপ, বালক তুমি—বিজ্ঞ সে। সেই আমার গর্ভের সন্তান, তু'ম নও। তুমি—কোন দেবতার গর্ভে জন্মেছ। তুমি এ ঘৃণিতা বেশ্যাকে মা মা ব'লে পবিত্র 'মা' নামকে কলুষিত ক'র না।

(উত্থান)

ঘোষক। উঠো না মা, দেখছি বড় কাহিল, ছেলের কাঁধে ভর দাও।

কালী। না, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ—খুব সবল।

[প্রস্থান।

ঘোষক। হ'ল না—একটু সঙ্গে সঙ্গে যেতে হ'ল।

[প্রস্থান।

—

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুর-কক্ষ।

মাগন্দী।

মাগন্দী। (হাস্য) সেই আমার বুদ্ধি নিতে হ'ল। যাকে মেরে ফেলতেই হবে, না মারলে নিস্তার নেই, তাকে অত পুতু পুতু ক'রে মারতে গেলে চলবে কেন? আজ ভাগাড়ে, কাল খোঁয়াড়ে, পরশু পাহাড়ে—এতকাল কেবল বাজে চেষ্টা ক'রে মরেছে। সেই আমি উপায় ব'লে দিলুম, তবে সংসার নিষ্কণ্টক হ'ল। সে রাণীর বাগান—রাণী, রাজকুমারী সেখানে নিত্য জলকেলি করে—অজানা মেয়েমানুষই সেখানে ঢুকতে পারে না—কচিছেলে ঢুকলে তারই গর্দ্দান যায়, সেখানে ঢুকেছে বিশ বছুরে ছোঁড়া! সে যেমন গেছে, অমনি তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। বাঁচলে কি রক্ষে ছিল—এই প্রকাণ্ড বিষয়ের অর্দ্ধেক বকরা পেত। সোনারের ছেলে, এত দিনে হাতুড়ি পিটে পিটে পাততাড়ি মেরে যেত। তা না হয়ে, একেবারে হ'ল কি না ক্রোড়পতির সন্তান। এই যে ভোগ করেছে, এই তার পক্ষে যথেষ্ট। আমার নাড়ুকে হতভাগাটা যখন নাম ধ'রে ডাকত, তখন গায়ে যেন বিষ ঢেলে দিত। যাক, এত দিন পরে ঘুমিয়ে বাঁচব।

(ভাঁড়ুদত্তের প্রবেশ)

ভাঁড়ু। গিন্নী—গিন্নী—আমাকে বাঁচাও।

মাগন্দী। কি হয়েছে! কি হয়েছে গো! অমন করছ কেন?

ভাঁড়ু। বাঁচাও, আমাকে কাটতে আসছে।

মাগন্দী। কে গো?

ভাঁড়ু। ওই শব্দ হ'ল, ওই এলো! বাঁচাও, মাগন্দী বাঁচাও, তুমি ভিন্ন আজ আমাকে কেউ রক্ষে করতে পারবে না।

মাগন্দী। ও ঝী—ঝী! শীগ্‌গির আমার মহলের দোর বন্ধ ক'রে দিয়ে আয়। (নেপথ্যে—যাচ্ছি মা!) তারপর একটু ঠাণ্ডা হয়ে বল দেখি ব্যাপারখানা কি?

ভাঁড়ু। ওই এলো, একমাত্র তোমাকেই সে ভক্তি করে; তুমি না রক্ষে আমি গেলুম। ওই—ওই—ন্যাঙ্গা তলোয়ার অন্ধকারেও চকচক করছে। কোথায় লুকুব; শীগগির বল কোথায় লুকুব, নইলে গেলুম।

মাগন্দী। যাও, ওই ঘরের ভেতর যাও।

[ভাঁড়ুর প্রস্থান।

আমি এখনও ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না।

(ঝীর প্রবেশ)

দরজা দিয়ে এলি?

ঝী। না মা দেওয়া হ'ল না। দিতে গিয়ে দেখি, ছোট কুমার বাড়ীর ভিতরে আসছেন। দরজা দিতে দেখে তিনি আমাকে মারতে এলেন।

মাগন্দী। তার হাতে কিছু আছে কি লক্ষ্য করলি?

ঝী। কই তা বোধ হয় কিছু নেই। না মা, আমি বলতে পারলুম না, আমি ভাল ক'রে দেখি নি। তিনি টলতে টলতে আসছিলেন। তাঁর মুখে কি একটা গন্ধ বেরুচ্ছিল।

মা। আচ্ছা চ'লে যা। (ঝীর প্রস্থান) আমার নাড়ু অস্ত্র নিয়ে কর্ত্তাকে কাটতে এসেছে? ক'দিন ধ'রে সে একটু একটু সঞ্জীবনী খাচ্ছে বটে, বলে পেটে কিছু ক্ষিধে কম হয় ব'লে কবিরাজে ব্যবস্থা করেছে। তাতে কি সে এতই বেহেড হবে যে, কর্ত্তাকে তরোয়াল দিয়ে কাটতে আসবে?

(নাড়ুদত্তের প্রবেশ)

কই হাতে ত কোন অস্ত্র নেই। খোষকের কি হ'ল না হ'ল ভাবতে ভাবতে কর্ত্তার মাথাটা গুলিয়ে গেছে। তাই কি দেখতে কি দেখেছে। কেও নাড়ু?

নাড়ু। বস্, মায়ের আওয়াজ বেরিয়েছে। হাঁ—হাঁ—আপাতত নাড়ু, তারপর হাতে একটি তোড়া মোহর দিলেই হব নাড়ু-গোপাল।

মা। এ কি নাড়ু, এ কি বাবা, তুই কি সঞ্জীবনী আজ একটু বেশী খেয়েছিস?

নাড়ু। বেশী না খেলে কি আজ জীবন থাকত! শালার মুচুকুন্দ একটা ফিবক দানের তাড়া দিয়ে আমাকে ফেকো করেছে। আমার হাতে কাতুর এসেও আমি হেরে গেছি। একেবারে বিশ হাজার টাকা! একটু বেশী না খেলে কি রক্ষে ছিল! শীগগির দে, বেশী চাই না, হাজার খানেকের একটি তোড়া।

মা। তুই জুয়া খেলে এমনি ক'রে টাকাগুলো বরবাদ করবি ?

নাড়ু। বরবাদ্! বরবাদ করব আমি।

মা। এই ত কদিনে লাখ টাকা নষ্ট ক'রে ফেললি।

নাড়ু। এখনি সুদ সুদ্ধ ফিরিয়ে আনছি, শীগগির দে। বেশী নয়, একটি হাজার মোহরের তোড়া। আমি একটি ফুকুস মেরে সেই সব টাকা মায় সুদ ফিরিয়ে আনছি।

মা। যা বাবা! শু'গে যা। রাত্তির হয়েছে, আর বাইরে বেরোয় না।

নাড়ু। কি বললি, শালা আমার বিশ হাজার টাকা হাপ্‌পা মেরে নিলে, আমি শুয়ে থাকব ?

মা। যাক্, ও দু' পাঁচ হাজার যাওয়ায় কিছু এসে যায় না। চল্, তোকে তোর ঘরে দিয়ে আসি।

নাড়ু। না, না! ঘরে দিতে হবে না, তুই টাকা দে।

মা। দোহাই বাবা, আর পাগলামি করিস নি।

নাড়ু। টাকা দিবি নি ?

মা। তোর দাদা কোথায় গেছে বল্‌তে পারিস্ ?

নাড়ু। সে চুলোয় গেছে, টাকা দে।

মা। ছিঃ! ও কথা কি আর বল্‌তে আছে।

নাড়ু। আচ্ছা, আর বলব না, টাকা দে।

মা। টাকা আর এক আধটা তোড়া কেন ? আজ রাত্তিরটে কোন রকমে কাটিয়ে দে, কাল তোর হাতে একেবারে কর্তার ধনাগারের সমস্ত চাবি দিয়ে দেবো।

নাড়ু। আর লোভ দেখাতে হবে না। বাবা তেমনি কাঁচা ছেলে কি না।

মা। আমি বল্‌ছি, তোর বিশ্বাস হচ্ছে না ?

নাড়ু। ও সব বাজে কথা রাখ, টাকা দে। দিবি নি ? দিবি নি ? তবে এই গলায় দড়ি দিয়ে মরি। (রুমাল গলদেশে টান)

মা। করিস কি নাড়ু ? কর্তা জানতে পারলে কি মনে করবে বল দেখি !

নাড়ু। এই মলুম, এই জীব বেরুচ্ছে, এই কথা এড়িয়ে আসছে।

মা। দোহাই বাবা, দোহাই বাবা, ও রকম করিস নি।

নাড়ু। এই উঁ উঁ, এই গোঁ গোঁ, এই চোখ কপালে উঠল।

মা। না, দেখছি আমি শত্তুর পেটে ধরেছি, আমাকে হাড়ে-নাড়ে জ্বালিয়ে খেলে। নে দাঁড়া, এই যা দেব, আর দেব না, আর তুই খুন হ'লেও দেব না।

[প্রস্থান।

নাড়ু। আর দিতে হবে না, এবারে একেবারে ফুকুস দান মেরে দেব। লাখ টাকা ঘরে ফিরিয়ে আনব, তবে ছাড়ব।

(মাগন্দীর পুনঃ প্রবেশ)

মা। এই নে, কিন্তু আর চাইলে পাবে না।

(টাকার তোড়া দান)

নাড়ু। দেখা যাবে, দেখা যাবে।

[প্রস্থান।

মা। যাবি আর চ'লে আস্‌বি।

(ভাঁড়ুদত্তের প্রবেশ)

কি গো! আমার ছেলে কি তোমাকে কাটতে এসেছিল ?

ভাঁড়ু। তাই ত গিন্নী, আমি কি ভুল দেখলুম ?

মা। শুধু হাতে, ছেলেমানুষ, আমার কত তপস্যার নাড়ু, তাকে দেখে কি না তুমি ভয় পেয়ে পালিয়ে এলে ! ছি ! তোমাকে আর কি বলব !

ভাঁড়ু। তাই ত ! এ ত আশ্চর্য্য ! মগজ খারাপ হয়েছিল দেখছি।

মা। হয়েছিল কি আজ ! ও বরাবর হয়ে আছে। তা না হ'লে কোথা থেকে একটা নীচের ঘর থেকে ছেলে এনে, আমার সংসারটাতে আগুন লাগাতে বসেছিলে।

ভাঁড়ু। নাড়ু গেল কোথায় ?

মা। তোমার জন্যে তাকে চ'লে যেতে বললুম। বাছা আমার সমস্ত দিনের পর কোথায় একটু মায়ের আদর পেতে এল—তোমার জন্য কি না, তাকে আমি মিষ্টি কথা কইতে পেলুম না। কড়া কথায় চ'লে যা বলতে হ'ল !

ভাঁড়ু। তাই ত, সত্যি সত্যিই কি আমি ভুল দেখলুম ?

মা। তা দেখার আর আশ্চর্য্য কি ! মাথাটা গোলমাল হয়ে রয়েছে কি না !

ভাঁড়ু। সত্য বলছি মাগন্দী, আমার মনে হ'ল, যেন ঘোষক, হাতে একটা ল্যাংটা তরোয়াল! অন্ধকারেও সেটা চকচক করছে।

মা। তাও হ'তে পারে—অপঘাতক মৃত্যু ত! হয় ত ছোঁড়াটা ম'রে ভূত হয়েছে।

ভাঁড়ু। ভূত হ'ল, কিন্তু তরোয়াল পেলে কোথা?

মা। কোথায় পেলে, কেমন ক'রে পেলে, অত ভাববার দরকার কি! নাও, কাল থেকে নাড়ুকে গদিতে নিয়ে ব'স—একটু আধটু কাজ শেখাও—বিয়ে দাও। আর তার টো টো ক'রে বেড়ালে চলবে না।

ভাঁড়ু। কাজও শেখাব—বিয়েও দেব। কিন্তু কেমন ক'রে বিয়ে দেব? বিয়ে দিতে হ'লে আগে সেই ছোঁড়াটার দিতে হ'ত। দিলে দুই এক বৎসরের মধ্যে তার সন্তান হ'ত। এত চেষ্টা ক'রেও এতকাল ধ'রে যখন একটাকে সরাতে পারি নি, তখন বংশ কেমন ক'রে সরাতুম মাগন্দী? শাস্ত্রমতে সেই বংশধরও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। ছোঁড়াটার মৃত্যু হ'লে তার পুত্র তোমার ছেলের কাছ থেকে বিষয়ের অর্দ্ধেক বার ক'রে নিত। সেই সর্ব্বনেশে শত্রুটার জন্যে যে কিছু করতে পারি নি। লোকের কাছে ব'লে গ্রহণ করেছিলুম, না বলবার যো ছিল না। এমন বিপদে পড়েছিলুম মাগন্দী যে, কাছে রেখে জ্ব'লে মরেছি, তবু চোখের আড়াল করতে সাহস করি নি! যাক্, যখন সে মরেছে, তখন আপদ চুকে গেছে।

মা। দুই এক মাসের মধ্যে যেয়ে না ফেললে—

ভাঁড়ু। দুই এক মাস কি বলছ! দুই এক দিন; চারিদিক থেকে আত্মীয় বন্ধুতে পীড়াপীড়ি করছে, আর বিয়ে না দিয়ে থাকতে পারতুম না।

মা। যাক্, এইবারে নাড়ুর বিয়ের সম্বন্ধ কর।

ভাঁড়ু। তারও কি ব্যবস্থা করি নি। আমার মামাকে রাজা জনপদের শ্রেষ্ঠী ক'রে পাঠিয়েছেন। সে দেশে এমন এক একটা মেয়ে আছে যে, রূপের তুলনা নাই। আমি মামাকে সেই রকম একটি মেয়ে যোগাড় ক'রে রাখতে বলেছি। বলেছি, যত টাকা লাগে, লাখ, দু লাখ, দশ লাখ, ক্রোর—যত টাকা লাগে একটি সুন্দরীর সুন্দরী কিনে রাখতে। বল কি, আমার নাড়ু ধনের বউ। আমার একদণ্ডে দু লাখ টাকা আয়! বলেছি, যেমন পাবে, অমনি আমাকে চুপি চুপি খবর দেবে। এখন তোমার হাতযশ। ছোঁড়ার মরণটা পাকা হয়ে গেলেই—

মা। ছোঁড়া ছোঁড়া আর ক'র না—সে এতক্ষণ চিত্রগুপ্তের কাছে হিসেব দিচ্ছে। তুমি কালই জোর তাগাদা ক'রে মামার কাছে লোক পাঠিয়ে দাও। ছোঁড়া না মরে, তার দায়ী আমি।

ভাঁড়ু। না—না—আমি নই—আমি নই!

(পলায়ন)

মা। কি হ'ল? আবার কি হ'ল? সত্যিই ত! বটে! ও বাবা, হাতে সত্য সত্যই যে তলোয়ার! কাটবে নাকি—কাটবে নাকি?

(পলায়ন)

(ঘোষকের প্রবেশ)

ঘো। যেয়ো না মা, যেয়ো না—আমাকে বোধ হয় চিনতে পার নি, আমি ঘোষক, তোমার ছেলে। এ কি রকম হ'ল? আমাকে দেখে মা পালিয়ে গেল? আমাকে কি চিনতে পারলে না? আমার হাতে তলোয়ার দেখেই কি মা পালালো? (ঝির প্রবেশ) হাঁ দাসী, মা আমাকে দেখে পালিয়ে গেলেন কেন?

ঝী। তোমার হাতে তলোয়ার কেন—বড় কুমার?

ঘো। ধিক্ আমাকে, ধিক আমাকে! আমার মা হাতে অস্ত্র দেখে, আমাকে খুনে মনে ক'রে পালিয়ে গেল! দাসী, এই আমি রাজার কাছে উপহার পেয়েছি। এ অমূল্য অসি, আমি অসি নেবার যোগ্য নই ব'লে বাবাকে দিতে আসছিলুম। এই নাও, তুমি হাতে ক'রে মাকে দেও, অথবা বাবা থাকেন, তাঁকে দাও। (ঝীকে অস্ত্রদান, ঝীর প্রস্থান) তাই ত, এমনটা কেন হ'ল? মা আমাকে খুনে মনে করলেন! (আরনাতে মুখ দেখিয়া) তাই ত, ভয় করবার যে যথেষ্ট কারণ দেখতে পাচ্ছি—একদিনের কয়েদে, একদিনের নিরম্বু উপবাসে চেহারাখানা আমার কি কর্কশই না হয়েছে! এ মূর্ত্তি দেখে আমিই ভয় পাচ্ছি, স্ত্রীলোক ভয় পাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

(তরবারি হস্তে মাগন্দীর প্রবেশ)

মা। আমি বড়ই অপরাধ করেছি, তুমি যে ভয় পাবে, তা ত বুঝতে পারি নি!

মাগন্দী। কিছু অপরাধ কর নি বাপ, আঁধা অন্ধকার, তার ওপর সারাদিন তোমার অদর্শনে আমরা স্বামি-স্ত্রীতে এতই কাতর হয়ে পড়েছিলুম যে, আমাদের বাহ্যজ্ঞান ছিল না। চোখের জল কোনও মতে রোধ করতে পারছিলুম না, তাইতে এরূপ অন্ধ হয়েছিলুম। শত্রু আসছে মনে ক'রে ভয়ে পালিয়ে গেছি। কিছু মনে ক'র না। তোমার অপরাধ কিছু হয় নি, অপরাধ আমার হয়েছে।

ঘো। ও কথা মুখে এনো না মা।

মা। বার বার আনব, ছি! আমি করলুম কি! যে পুত্রকে দেখবার জন্য স্বামি-স্ত্রীতে পাগলের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম, সেই পুত্রকে দেখে শত্রু মনে ক'রে কি না পালিয়ে গেলুম! আমার অঞ্চলের নিধি সারাদিন আমার চোখের অন্তরালে রয়েছে, আমার এতই মৃত্যু-ভয়! ছি ছি! পালাবার সময় আমি মুখ থুবড়ে প'ড়ে মলুম না কেন?

ঘো। দোহাই মা, ও কথা ছেড়ে দাও—বাবা কেমন আছে?

(ভাঁড়ু দত্তের প্রবেশ)

ভাঁড়ু। এসেছে—এসেছে! আমার নয়নমণি, আমি দেখতে পাচ্ছি না—তোরা শীগ্‌গির বল্—এসেছে?

মা। বাছা এসেছে।

ভাঁড়ু। কই—কই?

ঘো। বাবা, আমি বড়ই বিপদে পড়েছিলুম। আজ যে ফিরে এসে আপনাদের চরণ দর্শন করব, এ আশা আমার ছিল না।

ভাঁড়ু। অ্যাঁ! তাই ত! কি করেছিলুম?

ঘো। শুধু আপনাদের আশীর্ব্বাদেই আমি প্রাণে বেঁচেছি। যে অস্ত্র আমাকে কাটবার জন্য আনা হয়েছিল, সেই অস্ত্র উপহার পেয়েছি।

ভাঁড়ু। কি করেছিলুম—কি করেছিলুম—আমার বাপধনকে আমিই মেরে ফেলেছিলুম। কই অস্ত্র! এই অস্ত্র! (মাগন্দীর হাত হইতে গ্রহণ) দে আমার হাতে দে, আমি এই অস্ত্র গলায় দিয়ে মরি!

মা। কি কর! (অস্ত্র পুনর্গ্রহণ)।

ভাঁড়ু। তুচ্ছ সোমলতার জন্যে আমি ছেলে মেরে ফেলেছিলুম। দে—দে—তুই আমার গলায় দে—পাপ হবে না—পাপ হবে না, দে মাগন্দী, গলায় এক কোপ বসিয়ে দে।

মা। পাগলামী ক'র না। বাবা! কিছু খাওনি? ওই দেখ ছেলে এখনও জল-গণ্ডূষ মুখে দেয়নি। এদিকে পাগলামী কর, আর ওদিকে ছেলে না খেয়ে মারা যাক্। নাও, তলোয়ারখানা ধর ছেলে তোমার জন্য নিয়ে এসেছে। চল বাপ্—মুখে জল দেবে চল।

ঘো। ও তলোয়ার ছুঁলেই তোমার সব রোগ সেরে যাবে। তবে সাবধানে হাতে করবে, অত্যন্ত ধার; খোলা তরোয়াল পেয়েছি, ওর খাপ পাইনি।

মা। ওর উপযুক্ত একটা খাপ তৈরী ক'রে ব্যবহার কর, ঘোষক এনেছে উপহার, বুঝলে? এখন পাগলামী না ক'রে ব্যবহার কর—ব্যবহার কর।

ভাঁড়ু। আচ্ছা মাগন্দী, দাও ব্যবহার করব—এর ঠিক যোগ্য ব্যবহার করব।

[মাগন্দী ও ঘোষকের প্রস্থান।

তাই ত, বেটা করলে কি? কালী বেটী যা যা বলেছে, সব ঠিক। তার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়। ঠিক সে ছোঁড়াটাকে বাগানের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সেখানে সে স্বয়ং রাজারই নজরে পড়েছিল বুঝতে পারছি। এ ত রাজারই হাতের তলোয়ার, আমি অনেকবার এ অস্ত্র দেখেছি। বেটা রাজার মুখে পড়েও বেঁচে এল! রাজা ছোঁড়াটাকে কাটতে কি না অস্ত্রটা শেষে উপহার দিয়ে দিলে! কি ক'রে বাঁচল—কি ক'রে বাঁচল? মরণকালে ভয় পেয়ে ঘোষক কি নিজের পরিচয় দিয়ে দিলে? আমার কি নাম করলে? আমার নাম করলেই ত মহাবিপদ! ছোঁড়াটার শাস্তি কি আমার জন্যে রাজা তুলে রাখলে না কি? ও বাবা! তা হ'লেই ত আমার ভুমতাড়াকি হয়ে গেল। না, তা নয়, বলে নি। বললে এতক্ষণ আর আমাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত না, পথ মা রেখে আমি যদিও কোন কাজ করি নি, তবু সামলাতে অনেক বেগ পেতে হ'ত। তা যা হ'ক, এ অস্ত্র নিয়ে আমি করব কি? এ অস্ত্র ত আমি ব্যবহার করতে পারব না। এ অস্ত্র কোনও দিন রাজার চোখে পড়লেই সকল বিভ্রাট বেরিয়ে পড়বে। তার ওপর ও তরোয়ালের উপযুক্ত খাপ চাই। তা করতে গেলেও অন্ততঃ দশ লক্ষ টাকা খরচ। কিন্তু আজ রাজার অস্ত্র আমার হাতে এসেছে! ঘোষকের গলা কেটে ফেলতে রাজা এই অস্ত্র তুলেছিল। গলার কাছ থেকে রক্ত

খাবার মুখে এই অস্ত্র ফিরে এসেছে। সেই রক্তমুখী অস্ত্র আমার হাতে। লক্ লক্ জিব বার ক'রে যেন এ আমাকে বলছে, "আমার বড় পিপাসা, একটু রক্ত আমাকে খেতে দে। রাজা দিলে না, তুই দে।" অন্য রকমে মারবার যত উপায় করা গেল, সব বৃথা হ'ল—আর ত রকম-ফের চলে না। ছোঁড়ার বিবাহের সময় উত্তরে যাচ্ছে। আত্মীয়-স্বজনে সকলে একবাক্যে তার বিবাহ দেবার জন্য পেড়াপীড়ি করছে; একের বোঝা বইতেই মরমর হয়েছি, শেষে এই ছোঁড়ার বংশের বোঝা বইব? আমার নিজের পুত্র থাকতে এক বেটা কোথাকার কে, তার পাল এসে আমার সম্পত্তিতে ভাগ বসাবে? আর ত রকমফের চলে না। রক্তমুখী তলোয়ার রক্ত খেতে গিয়ে ফিরে এসেছে, পিপাসা মেটে নি, তাই আমার আশ্রয় নিয়েছে। (মাগন্দীকে দেখিয়া) কি—কি চ'লে এলে যে?

(মাগন্দীর প্রবেশ)

মা। তুমি একটু অস্থির হয়েছ, এই কথা বুঝিয়ে, দাসীদের উপর পরিচর্য্যার ভার দিয়ে চ'লে এসেছি।

ভাড়। তার পর?

মা। কতবার বলব? অস্ত্র পেয়েছ, বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার ক'র। আর দেরি করলে পারবে না। আর ও-রকম বাইরে বাইরে উপায় করলেও চল্‌বে না।

ভাড়ু। তার পর, রাজা?

মা। রাজা রাজা ক'রেই তুমি ভয়েই ম'লে। সে ভয় তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি কাজ শেষ ক'রে দাও, পরের কাজ আমি করব। দুই এক জন ঘরের লোক ছাড়া, বাইরের চাকর-বাকরদের সকলেই জেনেছে,—ঘোষক বেরিয়ে আর বাড়ী ফেরেনি। এই সময় গেলে আর পাবে না। আজ—আজ—আজ।

ভাঁড়ু। বুঝতে পারছ না, যদি ছোঁড়া রাজার কাছে পরিচয় দিয়ে থাকে?

মা। দেয়নি।

ভাঁড়ু। দেয়নি?

মা। না, সে আমি জেনে নিয়েছি। দেয়নি,—কিছু দিতে বিলম্ব নেই। দিলে আর পারবে না।

ভাড়। সাহস দাও মাগন্দী—সাহস দাও!

মা। খুব সাহস দিচ্ছি। সমস্ত দিনের উপবাস, পরিশ্রম আর ভয়, আহার ক'রে যেমন সে শোবে, অমনি অগাধে ঘুমুবে। তার পর যা করবার আমি করব, তুমি নিশ্চিন্ত হও।

ভাঁড়ু। তাই বল, নিশ্চিন্ত কর মাগন্দী, আমাকে নিশ্চিন্ত কর!

[প্রস্থান।

মা। না, ও বুড়োর ওপর নির্ভর ক'রে কোন কাজ হয়নি, কোন কাজ হবেও না। নিজেরই কাজে হাত দিতে হ'ল। ধরব মাছ, না ছোঁব পানি, এ রকম ক'রে কার্য্যোদ্ধার করা যায় না। কে—কোথাকার কে বাঁদীর বাচ্ছা, কোথা থেকে নিয়ে এলো, নাড়ুর জুতো মাথায় করবার যোগ্য নয়, সে হ'ল কি না তার সম্পত্তির অর্দ্ধেকের ওপরের বখরাদার! না, এস্পার কি ওস্পার—এ আর আমার সহ্য হবে না। আজ—আজ—আজ।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কক্ষ।

(ভিতরে দ্বার-অভ্যন্তরে পালঙ্ক দৃষ্ট হইতেছে)

নাড়ুদত্ত।

নাড়ু। (টলিতে টলিতে) যা শালা যা। আজ কেবল হার, বাবা, কেবল হার। মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। বিশ হাজার টাকা একবারে দেখতে দেখতে উড়ে গেল! আবার এক তোড়া মোহর নিয়ে গেলুম, তাও কি না ফুস্! ফুস্ ক'রে উড়ে গেল! একটা দানও জিততে পারলুম না! একটা জিতলেও আপশোষ যেত। যাক্, নে শালারা নে, কত নিবি নে। ভাঁড়ু দত্তের টাকা—নাড়ু দত্তকে ফাঁকি দিয়ে নিয়েছ। হজম হবে না রে শালারা—হজম হবে না। আর পা চল্‌ছে না, মাথাটা বেজায় ঘুরছে। মনের দুঃখে মাত্রাটা কিছু বেশী হয়ে গেছে। আর যাওয়া হ'ল না! বাবা ঘর! একবার এগিয়ে এস ত! রোজ তোমার কাছে যাব, একদিন তুমি আমার কাছে আসবে না? এ কি অন্যায় বাবা! কি রকম ভদ্দর লোক তুমি? আমি তোমাকে রোজ খাতির করব, তুমি একটা

দিন খাতির করবে না। এগিয়ে এস চাঁদ, এগিয়ে এস। হাঁ। এই যে এসেছ বাবা ঘর। তুমি ভদ্দর লোক বটে। কিন্তু বাপধন, যদিই এলে ত এমন কাটখোট্টার মত এলে কেন? একটু নরম হয়ে আসতে হয়। (শয্যায় হস্ত দিয়া) ইয়া। এই যে নরম হয়েও এসেছ। বস্—র'স্ শালা মুচকুন্দ, কাল আমি তোকে একবার দেখে নেব। ছত্রিশটি হাজার টাকা ফুস্ মন্তরে উড়িয়ে নিয়েছ। দেখব শালা, তোমার কত টাকা। ইয়া। (শয্যায় শয়ন)

(ঘোষকের প্রবেশ)

ঘোষক। শরীর বড়ই ক্লান্ত হয়েছে, যতক্ষণ কিছু খাই নি, ততক্ষণ বেশ ছিলুম; খেয়ে আর দাঁড়াতে পারছি না। আজ আর ঘরে আলো-টালো কিছু নেই। আমিই কোথায় ছিলুম, তা আর ঘরে আলো দেবে কার জন্যে? যাক্, ঘরের কোথায় কি আছে, তা তো আমার অজানা নেই—একটু হাতড়ে নিলেই বিছানা খুঁজে পাব। (অন্বেষণ) বাপমায়ের প্রাণে সন্তানের জন্য যে কত মমতা, তা আজ খুব বুঝতে পারলুম। এক দিন চোখের আড়াল হয়েছি, তাইতে কি না বাবা একেবারে পাগলের মতন হয়েছেন। নিজের গলাতেই অস্ত্র বসাতে যান। যাক্, সবদিক রক্ষে হয়েছে, এই আমার ভাগ্য। (শয্যায় হস্ত দিয়া) এ কি! আমার ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে আছে কে? কে তুমি?

নাড়ু। চোপ্—পালাতে দিচ্ছি না বাবা।

ঘোষক। তাই ত, কে এ?

নাড়ু। আমি ভাঁড়ুদত্তের বেটা নাড়ুদত্ত। তুমি যে আমার টাকা খেয়ে হজম করবে, সেটি হ'তে দিচ্ছি না।

ঘোষক। এ কি, নাড়ু? নাড়ু আমার ঘরে!

নাড়ু। ধর লাখ টাকা। মুচকুন্দ মাকুন্দ। পাচ্ছে—বাবা পাচ্ছে, আমি মাউ, তুই গাড্ডিস।

ঘোষক। এ কি ভাই, তুমি এখানে কেন?

নাড়ু। কেন! ভয় পেয়েছ নাকি বাবা! লাখ টাকা—লাখ টাকা খেলায় ধরলুম, এস ধন, এস কাগজ দাও, দুই শালার তেরেস্তা—

ঘোষক। নাড়ুই ত বটে! মুখে মদের গন্ধ ভর ভর ক'রে বেরুচ্ছে। তাই ত! ভাইটে উচ্ছন্ন গেল দেখছি যে! নাড়ু!

নাড়ু। এবারে আর নাড়ু নয়, ভাঁড়ু। এবারে ভাঁড়ু সন্দেশের পাক জমিয়ে দিতে এসেছে। আমি মাউ, তুমি গাড্ডিস। আর যাবে কোথা চাঁদ? এবারে হাতে ফুরুস আর মাছ কাতুরে চলছে না, এস বাবা ফুরুস—ফুরুস।

ঘোষক। ভাই, নিজের ঘরে গিয়ে শোও।

নাড়ু। ঘরে যাবে কি—ঘর এগিয়ে এসেছে। চোপ শালা গাড্ডিস—আমার হাতে ফুরুস হয়েছে! সব টাকা লুটিয়ে নেব। শালা পঁয়ত্রিশ হাজার ফাঁকি দিয়েছিস, মনে নেই—ফুরুস।

ঘোষ। যাক্, কাজ নেই বাপু ঘেটিয়ে অকথা-কুকথা শুনতে হবে। শরীর আর বইছে না—আমি ওরই ঘরে গিয়ে শুইগে।

নাড়ু। কি বাইজী চুপ করলে কেন—গান ধর।

ঘোষ। তাই ত! বাবা মা দেখলে না, ভাইটে যে একেবারে উচ্ছন্ন গেল!

নাড়ু। কোরমা, অতি কোরমা, বিন কোরমা, কাতুর মাছ, পেয়মারা ফুরুস—যাও—যাও—যাও। (নাসিকাধ্বনি)

ঘোষ। একেবারে নেশায় চুর-চুরে।

[নাড়কে ভাল করিয়া শোয়াইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া প্রস্থান।

(তরবারিহস্তে ভাঁড়ু দত্ত ও মাগন্দীর প্রবেশ)

মাগন্দী। ভয় কি, এগিয়ে যাও—অঘোর নিদ্রা আর দেরী ক'র না, এই ঠিক সময় (দ্বার খুলিয়া) ওই, ঠিক ওইখানে—নাক ডাকছে, আস্তে—আস্তে।

ভাঁড়ু। আমার হাত কাঁপছে—আমার গা কাঁপছে—যদি কোপটা ফস্কে যায়।

মাগন্দী। দূর মিনসে, কেবল বাক্যি—দে অস্ত্র আমার হাতে। দে--দে—

ভাঁড়ু। নাও—নাও আমি পারছি না—আমি কেমন হতভম্ব হ'য়ে যাচ্ছি।

মাগন্দী। দাও—দাও, দেরী ক'র না—জেগে উঠলে আর হবে না। (অস্ত্র গ্রহণ)

ভাঁড়ু। ধন্য তুমি—ধন্য তুমি, তুমি আমারই যোগ্য স্ত্রী—

মাগন্দী। চুপ—গোল ক'র না।

ভাঁড়ু। মাগন্দী—মাগন্দী, যাও। নিশ্চিন্ত কর—নিশ্চিন্ত কর।

মাগন্দী। গোল ক'র না—গোল ক'র না।

(উভয়ের দ্বার উন্মোচন করিয়া প্রবেশ ও দ্বারবন্ধ)

নেপথ্যে। ও। ও। ও।—

(কালীর প্রবেশ)

কালী। কি রকমটা হ'ল। খুস্-খুস্-খুস্-খুস্—কারা যেন চলাফেরা করছে; এই মাত্র একটা কি যেন গোঁয়ানির মত শুন্‌তে পেলুম। পিশাচটা ছেলে-টাকে মেরে ফেল্‌বার চেষ্টা করেছে নাকি? ওরা পিশাচ-পিশাচী, যতক্ষণ ঘোষককে না মার্‌তে পারবে, ততক্ষণ ঘুমুবে না। তাই ফিস্ ফিস্। কারা যেন কোন একটা দুরূহ কাজ করবার পরামর্শ করছে। এ আমার ছেলের ঘর নয়? ওই ঘর থেকে কারা বেরিয়ে যাচ্ছে না? দু জন ত দেখ্‌ছি—এক জন পুরুষ আর এক জন স্ত্রী। আ সর্ব্বনাশ। ও যে ভাড়ু বুড়ো—সঙ্গে কে?—শেঠানী মাগন্দী? ছেলে-টাকে খুন করলে না কি? অঁ্যা। যে রাত্রে ছেলে পেলুম, সেই রাত্রেই হারালুম। না—কখন না—কখন না। হ'তেই পারে না—হ'তেই পারে না—কে তুমি অভাগা, আমি একবার দেখব। গরুর পায়ে মরো নি, পাহাড় থেকে প'ড়ে মরো নি—রাজার বাগান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছ—তুমি এত শীগ্‌গির যাবে? না—না। হ'তেই পারে না, তা হ'লে কে তুমি অভাগা। আমি একবার দেখব।

(গৃহমধ্যে প্রবেশ)

—

ষষ্ঠ দৃশ্য

অন্তঃপুর-কক্ষ।

ভাড়ু দত্ত।

ভাড়ু। বা। মাগন্দী বা। আমি যা আজ বিশবৎসর ধ'রে করতে পারলুম না, তুই এক দিনে তাই করলি? কি করলি মাগন্দী—কি করলি। কোথাকার কে, কার বেটা, আমার এই সম্পত্তির মালিক হ'তে দুনিয়ায় এসেছিল। আমাকে বিধাতার সঙ্গে এতকাল লড়াই করতে হয়েছে। বাবা। কি লড়াই—কি লড়াই? অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক হয়েও এতদিন কেবল বিষের জ্বালা বুকে ক'রে আমি দিন কাটিয়েছি। আজ আমার নাড়, আমার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হ'ল। বস্—বস্। দুর শালার বুক। তবু ধড়ফড় করছ? (প্রহার) এই যা। চুপ চুপ—আবার কি। এতক্ষণে খোড়কুচি হয়ে গেল—আর বিধাতার বাবাও তাকে বাঁচাতে পারবে না। আবার ধড়ফড় কেন? চুপ চুপ, তবু রে শালা—চুপ।

(মাগন্দীর প্রবেশ)

চুকে গেল—চুকে গেল—চুকে গেল?

মা। চুকেছে, ব্যস্ত হচ্ছ কেন? ইস্। এখনও রক্ত—এখনও রক্ত।

ভাড়ু। তাই ত, হাতের তেলোয় এখনও রক্ত।

মা। হাজারবার ধুলুম, তবু এ রক্তের দাগ গেল না। তাই ত শেঠ, এ কি বিষম রক্ত। এ দাগ কি যাবে না? হাঁ শেঠ। এ দাগ কি যাবে না?

ভাড়ু। যাবে। ঠিক যাবে—মাগন্দী। ওর বাবা যাবে।

মা। কই গেল? শেঠ। এই যে রগড়াচ্ছি—তবু তবু—এই দেখ, তবু গেল না।

ভাড়ু। যাবে, মাগন্দী যাবে—রগড়ালে যাবে না। আমার অন্নে রক্ত—বিশ বৎসর খাইয়েছি, জোঁকের রক্তে ও রক্ত তইরি হয়েছে। বিশ বৎসর। ও গাঢ় রক্ত রগড়ালে যাবে না। তুলে নেব—জিব দিয়ে চেটে তুলে নেব—ভয় কি। এ জিব দিয়ে চেটে হাতীর চামড়া তুলে নিয়েছি—যার গায়ে জিব ঠেকিয়েছি—শেষে তার হাড় কখানি কেবল খট্ খট্ করেছে—ভয় কি মাগু, ভয় কি। চেটে হাতের দাগ তুলে নেব। ভয় কি। এখন একবার বল। সব চুকে গেছে।

মা। চুকেছে, সব চুকে যাচ্ছে, কেবল রক্ত চুকছে না।

(কুম্ভকায়ের প্রবেশ)

ভাড়ু। ও বাবা, ও কে?

মা। আঃ। কর কি। গোলমাল ক'রে সব নষ্ট ক'রে ফেলবে? কি খবর? সব কাজ সেরেছ?

কুম্ভ। পোয়ানে ঢুকিয়ে দিয়েছি, ধু ধু জলছে।

ভাঁড়। বস্! দূর শালার বুক, তবু ধড়ফড়! এই গোঁৎ—(উপবেশন)

মা। বসলে চলবে না—ওকে আগে একটি তোড়া দাও, তার পর ব'স। ফুর্ত্তি ক'রে হেলান দিয়ে ব'স। ধূ ধূ জ্বলেছে, আর ভয় কি!

ভাঁড়। দিচ্ছি, দিচ্ছি, ঠিক এক তোড়া?

মা। এক তোড়া মোহর বকসিস্ দেব বলেছি।

[ভাঁড়ের প্রস্থান।

মা। ধূধূ জ্বলছে?

কুম্ভ। এতক্ষণ ছাই হয়ে গেল। সে কুমারের পোয়ানে পাথর পড়লে ছাই হয়, ছাই হয়ে গেল।

মা। বস্! কিন্তু এ কি? দাগ গেল না—দাগ গেল না। হঁ্যা রে, হাতের এই দাগটা তুলে দিতে পারিস্!

কুম্ভ। পারি বই কি? তবে বকসিস্।

মা। আর এক তোড়া মোহর দেব।

(ভাঁড়ুদত্তের প্রবেশ)

ভাঁড়ু। এই নে, এই নে, এখনও গুণছি, এখনও গুণছি—এক তোড়া বাপ! এত ধন! এত! শালার বেটার কাছে এত ধন করেছিলুম—এই নে—এই নে—উঃ! আবার বুক ধড়ফড়—নে নে—সব গেল। নে,—ঠিক পুড়েছে? সত্যি বল্ কুম্ভকার, সত্যি বল্ ঠিক পুড়েছে?

কুম্ভ। বিশ্বাস না হয় চল দেখিয়ে দি।

ভাঁড়ু। নে—তবে নে। নে নিয়ে চ'লে যা! এ দিকে আর মুখ ফেরাস নি। সোজা পথে চ'লে যা। (কুম্ভকার প্রস্থানোন্মত)

মা। কুম্ভকার!

ভাঁড়ু। আবার কি? আবার কি? চ'লে যা! এক তোড়া মোহর—বাপ,—বুক ধড়ফড়। চ'লে যা—চ'লে যা।

মা। কুম্ভকার! (হস্ত উত্তোলন করিয়া দেখাইল)।

কুম্ভ। শেঠনী! ও এক তোড়ায় হবে না।

ভাঁড়ু। আবার কি—আবার কি? (মাগন্দীর হাত ধরিয়া) হাত নাবিয়ে ফেল! ভয় কি?

মা। কুম্ভকার! দুই তোড়া দেব।

কুম্ভ। হবে না।

ভাঁড়ু। করছ কি মাগন্দী! আমি তুলে দেব—ভয় কি—হাত সরাও, ভয় কি?

মা। পাঁচ তোড়া দেব।

কুম্ভ। হবে না!

মা। দশ তোড়া দেব—সর্ব্বস্ব দেব।

কুম্ভ। সর্ব্বস্ব দিতে হবে—তার সঙ্গে সঙ্গে হাতখানি দিতে হবে—হাতখানাকে পোয়ানের আগুনে যদি ভস্ম করতে পার, তবে ও রক্তের দাগ যাবে।

ভাঁড়ু। চোপ চোপ—

কুম্ভ। শেঠনী—সন্তান মেরেছে—তার রক্ত বড় মমতায়, মায়ের হাতে জড়িয়ে ধরেছে, সহজে ছাড়বে না, হাত ছাই না হ'লে ছাড়বে না।

ভাঁড়ু। হাঃ—হাঃ—হাঃ—ভুল বুঝেছিস্—সন্তান নয়—সন্তান নয়।

কুম্ভ। সন্তান নয়?

ভাঁড়ু। (হাস্য) না—না—কেউ নয়—পথে কুড়ুনো—কেউ নয়।

মা। সন্তান নয়—কুম্ভকার, আমি তাকে গর্ভে ধরি নি।

(কালীর প্রবেশ)

কালী। গর্ভেই ধরেছ শেঠনী—গর্ভেই ধরেছ—কুম্ভকার! সত্যি বল্—সব দগ্ধ করেছিস?

কুম্ভ। না না, মুখ পাই নি—মুখ পাই নি—

(পলায়ন)

কালী। এই নে শেঠনী! মুখ নে—চুম্বন কর্—চুম্বন কর্।

(মুণ্ড নিক্ষেপ)

মা। এ কি—এ কি—এ কি! (মূর্চ্ছা)

(ঘোষকের প্রবেশ)

ঘোষক। বাবা! বাবা! নাড়ু ঘরে ছিল—কোথা গেল?

ভাঁড়ু। ওঃ! ওঃ! ওঃ!

(গভীর আর্ত্তনাদ ও পতন)

কালী। বাপ আমার! এখন যেও না—চ'লে এস। পিতৃভক্ত! পিতা মাতা তোমার মূর্চ্ছায় আনন্দে বিভোর হয়েছে—সে আনন্দ ভেঙ্গে দিও না—চ'লে এস।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজান্তঃপুর।

উদয়ন।

উদয়। শৈশবকাল থেকে যে পিতৃমাতৃহীনা বালিকাকে আমি বুকে ক'রে মানুষ করলুম, কন্যা পুত্রহীন উদয়নের একমাত্র সেই স্নেহের সম্পত্তি ভগিনী—রাজার ধর্ম্ম রাখতে আমি তাকে বনবাস দিয়ে এলুম। দিয়ে ফল পেলুম কি? প্রজা আমার বিচারের নিন্দা করছে। রাণীর উপর দোষারোপ করছে—আমাকে স্ত্রৈণ বলছে। (হাস্য) দেখছি রাজা-প্রজার সম্বন্ধ এক অনুরাধাই বিলুপ্ত ক'রে চ'লে গেল। রাণি!—

(শ্যামাবতীর প্রবেশ)

কোথায় ছিলে? এত ডাকছি, উত্তর দিচ্ছিলে না কেন?

শ্যামা। উত্তর দিতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আসতে পা কাঁপছে।

উদ। এস, আমাকে তুমি কি রকম দেখছ?

শ্যামা। অনুরাধাকে—

উদ। বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি। তার নাম আর ক'র না। এখন দেখ দেখি শ্যামাবতী, আমার মুখ দেখ—দেখে ঠিক বল—সঙ্কোচ ক'র না। রহস্য ক'রে প্রশ্ন করছি না—উত্তর দিতে হবে—আমার আদেশ। আমার মুখ দেখে বল দেখি—এ হৃদয়ে এখনও কি কোন কোমলতা আছে?

শ্যামা। ক্ষুদ্র রমণী আমি, ও বিশাল হৃদয় দেখবার চক্ষু নেই যে প্রভু!

উদ। হৃদয় দেখতে বলছি না—মুখ দেখ,—বল। বল, এখনও আমাতে কোনও কোমলতা আছে কি না?

শ্যামা। না।

উদ। ঠিক দেখেছ। গুণবতী, তুমি দেখে সাহস ক'রে যে বললে, এতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হলুম। আমিই এখন নীরস—পাথর। তুমি স্ত্রী ব'লে নিজেকে গর্ব্ব ক'রে থাক। বিষম কথা শুনতে তোমার পা কাঁপা ত উচিত নয়।

শ্যামা। বেশ, আমি স্থির হ'য়ে দাঁড়ালুম।

উদ। এই পাথরের সঙ্গিনী—তুমিও পাথর হও। আমি পুত্র-কন্যাহীন—ভগিনীকে কন্যাস্নেহে পালন করেছি। তুমি আমার মনোরমা সহধর্ম্মিণী, তুমিও তাকে আমারই চক্ষু দিয়ে নিরীক্ষণ করেছ। আমি তোমার সেই ননদিনীকে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি। দিয়ে এসেছি, কুলধর্ম্ম রক্ষার জন্য। যে রাজকন্যার ব্যবহারে কুলের মর্য্যাদা নষ্ট হয়, অজ্ঞাতকুলশীল পুরুষকে দেখে আত্মহারা হ'য়ে যে তার ভ্রাতার অন্তঃপুরের সমস্ত আবরণ পরপুরুষের চক্ষে উন্মুক্ত ক'রে দিতে পারে, তাকে গৃহে রাখা আর শয়নকক্ষে কালসাপিনী রাখা—এ দুই-ই সমান। তাই তাকে বিসর্জ্জন দিয়েছি। কিন্তু শ্যামাবতী, প্রজা আমার এ বিচার বুঝতে পারে নি। তারা কার্য্যে অসন্তুষ্ট হয়েছে।

শ্যামা। শুনেছি।

উদ। আমাকে স্ত্রৈণ মনে করেছে—আমাতে দুরভিসন্ধি দেখেছে।

শ্যামা। তাও শুনেছি।

উদ। তুমিও শুনেছ? বেশ, তা হ'লে বল দেখি শ্যামাবতী, প্রজা যদি রাজার বিচারে দোষারোপ করে, তা হ'লে রাজার কর্ত্তব্য কি?

(বলভদ্রের প্রবেশ)

বল। মহারাজ!

উদ। কে ও—মাতুল? যদি কিছু বলবার প্রয়োজন থাকে, একটু পরে বলবেন। আমি আপনার ভাগিনেয়ীর সঙ্গে একটা প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে আলাপ করছি।

বল। আমিও মুহূর্ত্তের জন্য বলতে এসেছি।

উদ। বলুন।

বল। একটি স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

উদ। এখন ত কারও আবেদন শোনবার সময় নয়। প্রভাতে তাকে আসতে বলবেন।

বল। সে আবেদন করতে আসে নি।

উদ। তবে কি জন্য এসেছে?

বল। সে বলে, আমি রাজাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছি।

উদ। (হাস্য) পাগলিনী।

বল। বলে, আমি ভিন্ন রাজাকে কেউ সান্ত্বনা দিতে পারবে না।

উদ। উন্মত্তা—তাকে এখনি বাড়ী থেকে বের করে দিন।

বল। কেউ তাকে বার করতে পারছে না।

উদ। মাতুল! ক্ষমা করবেন। আপনিও দেখছি ক্ষিপ্ত হয়েছেন।

বল। না মহারাজ, আমি ঠিক আছি।

উদ। দেউড়ীতে এত দরোয়ান—তারা একটা স্ত্রীলোককে বার ক'রে দিতে পারছে না?

বল। দিতে গেলে, আপনার বাড়ীর দ্বারে স্ত্রীহত্যা হয়। তার হাতে উন্মুক্ত তরবারি—বহুমূল্য—দেখে বোধ হ'ল সে আপনার। প্রহরীরা বিপন্ন হয়ে আমার শরণাপন্ন হয়েছে।

শ্যামা। মহারাজ! তাকে আসতে অনুমতি করুন।

উদ। তাকে নিয়ে আসুন।

[বলভদ্রের প্রস্থান।

শ্যামা। রাজকুমারী শাস্তি পেলে,—কিন্তু যে দুর্বৃত্ত উদ্যানে প্রবেশ করলে, সে শাস্তি পেলে না! কি রকম বিচার হ'ল, বুঝতে পারলুম না যে মহারাজ!

উদ। তুমি যে তাকে দেখনি রাণী, তাই বারংবার তাকে দুর্বৃত্ত বলছ। তার মুখ যদি দেখতে, তা হ'লে বুঝতে পারতে, সে যুবককে আজও কোন অপরাধ স্পর্শ করতে পারে নি।

শ্যামা। বলেন কি? সে বাগানে প্রবেশ করেছিল কেন?

উদ। সে নিজের প্রয়োজনে প্রবেশ করে নি। তাকে প্রবেশ করিয়েছে—প্রতারণা ক'রে প্রবেশ করিয়েছে। আসল অপরাধীকে আমি শাস্তি দিতে পারি নি।

শ্যামা। কে সে?

উদ। তা জানলে ত শাস্তি দিতুম। সে যুবকের পিতা,—অথবা পিতৃনামধারী মহাশত্রু।

শ্যামা। জানতে কি চেষ্টা করেন নি?

উদ। না—জানতে ইচ্ছা করলেই পারতুম। যুবক পিতার নাম বলতে চাইলে না, কাজেই জানতে গেলে তার কাছে প্রতারণা হয় ব'লে জানি নি। এখন সে কথা যাক্। তার পর, তোমাকে যা প্রশ্ন করছিলুম, তার উত্তর দাও। প্রজা যদি রাজার বিচারে দোষারোপ করে, রাজাকে অবিশ্বাস করে, তার চরিত্রে সন্দেহ করে, তা হ'লে রাজার কর্ত্তব্য কি?

শ্যামা। আগে বলুন, প্রজা যদি রাণীর প্রতি দোষারোপ করে, তাকেই প্রকৃত অপরাধিনী বিশ্বাসে দণ্ডনীয়া মনে করে, তা হ'লে রাণীর কর্ত্তব্য কি?

উদ। তার বনে যাওয়াই কর্ত্তব্য।

শ্যামা। রাজারও শাসনদণ্ড ত্যাগ ক'রে বানপ্রস্থ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য।

উদ। সদুত্তর দিয়েছ। তা হ'লে আমার সঙ্গে বনে যেতে তুমি প্রস্তুত?

শ্যামা। এখনি, পা বাড়িয়ে আছি।

উদ। প্রজার ভক্তি হারিয়েছি। তাদের বিশ্বাস আমার ঘরে গচ্ছিত ছিল, দুরদৃষ্ট সে বিশ্বাস চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। এ ঘর এখন আমার কাছে শ্মশান ব'লে বোধ হচ্ছে।

শ্যামা। আমারও তাই। আসুন, এখনি আমরা এ গৃহ পরিত্যাগ করি, বনে ভগিনী অনুরাধার সঙ্গিনী হই।

উদ। তার সঙ্গিনী! কোথায় তাকে পাবে শ্যামাবতী?

শ্যামা। কেন, যে বনে তাকে বিসর্জ্জন ক'রে এসেছেন, সেই বনে চলুন।

উদ। শ্যামাবতী! অনুরাধা নেই।

শ্যামা। নেই কি?

উদ। না রাণী, সে বেঁচে নেই। যাকে শাস্তি দিতে মনন করেছি, সে কি বেঁচে থাকতে পারে?

শ্যামা। বলেন কি মহারাজ, বেঁচে নেই?

(কালীর প্রবেশ)

কালী। আছে—আছে—বেঁচে আছে।

শ্যামা। অ্যাঁ! কে তুমি? কে তুমি—আমাকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে আনলে?

উদ। বেঁচে আছে?

কালী। আছে রাজা, বেঁচে আছে।

শ্যামা। সত্য বলছ?

কালী। ঠিক বলছি, আছে—বেঁচে আছে। (অস্ত্র রাজার পদতলে রক্ষা করিয়া) বুঝতে পেরেছেন মহারাজ? আপনি ধর্ম্মরাজ, আপনার বিচারে দোষ হ'তে পারে না। যে পাপী, সেই শাস্তি পেয়েছে, যার রক্ত খাবার, এ তলোয়ার

তারই রক্ত খেয়েছে। নিরপরাধ যে, সে বেঁচে আছে।

শ্যামা। যথার্থই কি তুমি আমাদের সান্ত্বনা দিতে এসেছ?

উদ। অপেক্ষা কর রাণী, অপেক্ষা কর। ব্যাকুল হয়ো না। (কালীর প্রতি) তুমি সেই যুবকের কথা বলছ?

কালী। হাঁ মহারাজ। আমি তারই কথা বলছি।

শ্যামা। যুবকের কথা! হা আশা! তুই হৃদয়ের কবাটে ঘা মেরে আবার দূরে চ'লে গেলি।

উদ। তুমি কি অস্ত্র ফিরিয়ে দিতে এনেছ?

কালী। ফিরিয়ে দিতে এনেছি, এর কার্য্য হ'য়ে গেছে। অস্ত্র পাপীকে শাস্তি দিয়েছে। তখন নিরীহ ব্যক্তির হাতে আর অস্ত্র কেন?

উদ। বেশ, অস্ত্র রেখে যাও। এর যা ন্যায্য মূল্য, কাল প্রাতঃকালে এসে নিয়ে যেও। ভদ্রে। আমি দান ক'রে পুনর্গ্রহণ করি না।

কালী। টাকা নেব?

উদ। নিতেই হবে।

কালী। তার টাকার কোনও ত প্রয়োজন দেখি না মহারাজ।

উদ। তবে অস্ত্র ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

কালী। কত টাকা?

উদ। আমার বোধ হয়, লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা।

কালী। এত টাকা?

শ্যামা। হাঁ হা—অস্ত্র দেখে বুঝতে পারছ না। যাও, এখন রাজা বড় শোকার্ত্ত, তাঁকে বিরক্ত ক'র না। কাল এসে অর্থ নিয়ে যেও।

কালী। শোকার্ত্ত? কার বিয়োগে তুমি শোকার্ত্ত মহারাজ? আমি যে তোমাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিলুম। তোমাকে শোকার্ত্ত দেখে চ'লে যাব? তাও কি হয়?

শ্যামা। তুই আর কি সান্ত্বনা দিবি বাছা? দেবতা নিজে এসে এ বেদনায় সান্ত্বনা দিতে পারে না।

কালী। দেবতায় পারে না ব'লে দেবতার মা পারবে না? আমি যে দেবতার মা। বেশ, তোমরা বলেই একবার দেখ না। ওগো। আমি যে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছি, তবে পরকে কেন পারব না।

উদ। আমার ভগিনী-বিয়োগ হয়েছে।

কালী। তাকে ত তুমি বনবা[সে দিয়েছিলে] রাজা?

উদ। বনবাসে দিয়েছিলুম।

কালী। তাকে ফিরিয়ে আনতে চা[ও?]

উদ। আনতে চাইলে এনে দেবে কে?

কালী। আমি এনে দেব।

শ্যামা। তুমি কোথায় পাবে, তা এনে দেবে?

কালী। যেখান থেকে পাব, সেইখান থেকে এনে দেব।

শ্যামা। সে যে নেই মা।

কালী। (হাস্য) নেই কি, আছে।

শ্যামা। আছে?

কালী। নিশ্চয় আছে।

উদ। বলিস্ কি?

কালী। আমি রাজা রাণীর সুমুখে দাঁড়িয়ে আছি, এ যেমন নিশ্চয়—সেও তেমনি নিশ্চয়।

উদ। তুমি তাকে দেখেছ?

কালী। না মহারাজ, এখনও তাকে দেখি নি। তবে একইবারে দেখব। আমার ছেলের মুখে শুনেছি, তার রূপের তুলনা নেই।

উদ। রাণী। এ পাগলিনীকে ঘর থেকে বার ক'রে দাও।

কালী। কেন মহারাজ?

উদ। রমণী না হ'লে, এখনি আমি তোর শিরশ্ছেদ করতুম। তুই বৃথা স্তোকবাক্যে রাজাকে ভোলাতে এসেছিস্? আমি নিজের চক্ষে তার মৃত্যু দেখে এসেছি।

কালী। না, আপনি কি দেখতে কি দেখেছেন—সে মরে নি।

উদ। শোন্ পাগলিনী, আমার সম্মুখে প্রকাণ্ড সিংহ তাকে তুলে নিয়ে গেছে।

শ্যামা। অমুরাধা! এই ভীষণ মৃত্যু তোর পরিণাম ছিল?

কালী। আবার বলে মৃত্যু। সিংহ সিংহবাহিনীকে কাঁধে করেছে। সিংহবাহিনী মরে না। মুখ ফেরাচ্ছ কেন রাজা?

উদ। কে তুই?

কালী। আমি আপনারই নগরের এক বারাঙ্গনা। মহারাজ। যে নারী ছলনায় হাজার হাজার পুরুষকে পাগল করে, সে কখন পাগল নয়।

শ্যামা। নরাধম বারাঙ্গনার পুত্র আমার উদ্যানে প্রবেশ করেছিল? মহারাজ, তাকে আপনি শাস্তি দিলেন না?

উদ। রাণী! অনুরাধার জন্য আমার যা শোক হচ্ছে, তা এই মুহূর্ত্তেই দূর হয়ে গেল।

কালী। হাঃ হাঃ হাঃ! এরা আমার কথা বুঝতে পারলে না। সে এ বারাঙ্গনার পুত্র নয়, আমি সে দেবতার মা! শোন রাজা, আশ্চর্য্য কাহিনী শোন—সান্ত্বনা পাবে—বুঝবে, তোমার ভগিনী বেঁচে আছে কি না। আজ আমি যার মা, কাল পর্য্যন্ত তাকে মেরে ফেলবার কি চেষ্টা করেছি। কত চেষ্টা! শুনলে, হে বীর, তোমারও বুক কেঁপে উঠবে। রাণি! তুমি মূর্চ্ছা যাবে। এক শিশুকে আমি হাজার গরুর পায়ের তলায় ফেলে দিয়েছিলুম, শিশু মরে নি—ষাঁড়ে বুকের তলায় রেখে তাকে রক্ষা করেছে। যে পথে হাজার হাজার বোঝাই-শুদ্ধ গরুর গাড়ী যায়—অন্ধকারে—রাজা ঘুটঘুটে আঁধারে—আমি তাকে সেই পথে ফেলে দিয়েছি—শিশু মরে নি, গরু শিশুকে দেখে অচল হয়েছে। ভাগাড়ে নিক্ষেপ করেছি, ছাগলে দুধ খাইয়ে বাঁচিয়েছে, শিশু মরে নি। পাহাড় থেকে ফেলে দিয়েছি—বাঁশ ঝাড়ে তাকে কোলে করে নিয়েছে! অক্ষত দেহে শিশু মাটীতে পড়েছে, মরে নি,—তার পর মারবার অসংখ্য কৌশল—বিষ—আগুন—

শ্যামা। থাক্—আর বলিস নি—আমার গা কাঁপছে।

কালী। বেশ, শৈশবের কথা ক্ষান্ত দিলুম। তার পর যৌবনে তাকে তোমার বাগানে ছেড়ে দিয়েছিলুম। জানি, বিধাতা এসেও তাকে বাঁচাতে পারবে না। ছেলে ম'ল না—বাগান থেকে এই অমূল্য উপহার নিয়ে চ'লে এলো। কি রাজা, সান্ত্বনা পাচ্ছ?

উদ। আরও কিছু বলবার আছে?

কালী। আছে বই কি রাজা! ছিল, আছে—থাকবে। যে নরাধমের উত্তেজনায় আমি এই কাজ করেছি—তার পর সে—রাজা! হতভাগা যখন দেখলে ছেলেটা কিছুতেই ম'ল না, তখন নিজেই তাকে মারবার সঙ্কল্প করলে। এই তলোয়ার—এই তোমার হাতের তলোয়ার—তুমিই এই তলোয়ার সেই হতভাগাকে উপহার দিতে সেই ছেলের হাতে দিয়েছিলে—কেমন—না?

উদ। দিয়েছিলুম।

কালী। দেখ—দেখ—ধর্ম্মরাজ! তোমার দণ্ড দেবতার ঘাড়ে পড়ে না—দানবেরই ঘাড়ে পড়ে।

শ্যামা। সেই হতভাগা কি এই অস্ত্রে মরেছে?

কালী। মরবে কি—ম'লে কি তার শাস্তি হ'ত? তার ছেলে—তার আসল ছেলে—

শ্যামা। সে ম'রে গেল?

কালী। নিয়তির খেলা, হতভাগা আমার ছেলেকে মেরে ফেলবার জন্য এই অস্ত্র নিয়ে, যে ঘরের যে শয্যায় রোজ রোজ আমার ছেলে শয়ন করে, সেই ঘরে প্রবেশ করলে। কিন্তু কাপুরুষের হাত কেঁপে উঠল, সে ছেলেকে কাটতে পারলে না। তখন তার স্ত্রী, স্বামীর হাত থেকে অস্ত্র নিয়ে, ঘুমন্ত ছেলের গলায় কোপ মারলে—গলা দ্বিখণ্ড হয়ে গেল। নিত্য আমার সন্তান সেই ঘরে শুতো, কিন্তু নিয়তি কেমন ক'রে সে দিন আমার ছেলেকে সে বিছানা থেকে সরিয়ে তার ছেলেকে শুইয়ে রেখেছিল। অভাগীর হাতে রক্তবিন্দু—দাগ তার আর ওঠে নি। অভাগী সেই দাগের ভেতর দিয়ে কেবল ছেলের কাটামুণ্ড দেখছে—আমার ছেলে দেবতা—সে দেবতা, সে অমর, তাকে যে মনে মনেও আশ্রয় করেছে, সেও অমর। কি রাজা, এখন বিশ্বাস হচ্ছে—রাজকুমারী বেঁচে আছে?

উদ। আশা হচ্ছে।

কালী। আশা কেন—বল বিশ্বাস। সে মরে নি—মরে নি—মরে নি।

শ্যামা। মহারাজ! একবার তার সন্ধান করুন।

উদ। রাণি! রাজ্যত্যাগের পূর্ব্বে তোমার দোষক্ষালনের জন্য আমি একবার ভগিনীর সন্ধান করব।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ।

মাগন্দী

মাগন্দী। এখনও গেল না—এক পুকুর জল ঢাললুম—ঘসলুম—এখনও এ রক্তের দাগ গেল না। নাড়ু—নাড়ু—বাপ আমার! কি করলুম? কাল-নাগিনীর মতন আমি গর্ভের সন্তানকে খেয়ে

ফেললুম। নাড়ু—নাড়ু।—ওই! রক্তবিন্দুর ভেতর দিয়ে নাড়ু আমার আবার মুখ বার ক'রে হাসছে। তাই ত! হাসে কেন? আমি তাকে যে খাবার খেতে দিয়েছি, তাতে কোথা তার চোখ দিয়ে দরদর ক'রে জল গড়াবে, তা না ক'রে যখনি বাছা আমার মুখের পানে চায়, তখনই সে হেসে ওঠে! এ হাসি ত আমি আর দেখতে পারি না। যদি চোখের জলে গণ্ড ভাসিয়ে আমাকে দেখা দিতে পারিস, তবেই বাপ আমাকে দেখা দে—নইলে দোহাই, আমাকে আর দেখা দিস নি।

(ভাঁড়ু দত্তের প্রবেশ)

ভাঁড়ু। মাগন্দী।

মাগন্দী। হাঁ গা, তুমি আমাকে চুপ করতে বল, কিন্তু যে চুপ হবার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি নি। এ হাতের রক্তবিন্দু যে কিছুতেই মুছলো না!

ভাঁড়ু। কিছুতেই মুছলো না?

মাগন্দী। পুকুরের জল হাতে ঢেলেছি, ঘস্‌তে ঘস্‌তে ঝামার পাহাড় ধুলো হয়ে গেছে—হাতের তিনপুরু ছাল উঠে গেল—তবু এ রক্তের দাগ গেল না।

ভাঁড়ু। আচ্ছা দেখ দেখি, এবারে লালার দাগ যায় কি না যায়। (মাগন্দীর হস্ত লেহন) কি মাগন্দী, গেল?

মাগন্দী। তাই ত গো, গেলই ত! এ দাগের যন্ত্রণায় আমি পুত্রশোক ভুলে গেছি। ওগো, এ রক্তের দাগ থেকে আমাকে রক্ষা কর।

ভাঁড়ু। দেখ, ভাল ক'রে দেখ। (লেহন) গেল?

মাগন্দী। না, আর ত নেই। আর ত নেই।—সত্যি সত্যিই কি বাপ আমার তোমার মুখচুম্বনের অপেক্ষা করছিল? কি বাপ—গেলি? রক্তবিন্দু আশ্রয় ক'রে এক একবার মাকে দেখা দিতে আসতিস—আর কি তোকে দেখতে পাব না?

ভাঁড়ু। মাগন্দী, মাগন্দী—ভেতরে দাবানল জ্বলে উঠল। দুরাত্মা তোমাকে দিয়ে পুত্রহত্যা করালে, আমাকে আবার সেই স্নেহময় পুত্রের রক্ত-পান করালে। শোন মাগন্দী—শোন। যদি আমার কথানুযায়ী কার্য্য কর, তবে বুঝব, তুমি আমার স্ত্রী। যদি না কর, তা হ'লে এই বৃদ্ধ বয়সে তোমাকেও আমি পরিত্যাগ করব। এক পুত্র-শোকেই তুমি পাগল হয়ে ছট্‌ফট্ ক'রে বেড়াচ্ছ, তখন পুত্রশোক স্বামিশোক দুই-ই তোমাকে সহ্য করতে হবে।

মাগন্দী। অ্যাঁ—অ্যাঁ—তুমিও আমাকে ত্যাগ করবে?

ভাঁড়ু। যদি আমার কথানুসারে কাজ না কর, তা হ'লে নিশ্চয় ত্যাগ করব।

মাগন্দী। উঃ! বড় জ্বালা! বড় জ্বালা! অঁ্যা! কি বলছিলে, আমি কি করব?

ভাঁড়ু। জ্বালা? উঃ? আঃ? তবে শোন্, আমার জ্বালা শোন্—উঃ—আঃ, আমার ভেতরে কত আছে শোন্। আমার বুকে দাবানল জ্বলে উঠছে। পিশাচ তোকে দিয়ে ছেলে হত্যা করালে, আর আমাকে সেই ছেলের রক্ত পান করালে। কলসী কলসী জল ঢেলে, পাহাড় প্রমাণ ঝামা ঘ'ষে যে রক্তের দাগ গেল না, সেই রক্তচিহ্ন আমার জিবে ঠেকতে না ঠেকতে মুছে গেল! বুঝলি—ভেতরে কেন দাবানল জ্বলে উঠল, বুঝলি!

মাগন্দী। বুঝেছি—ওগো বুঝেছি—আমার হাতের জ্বালা তোমার বুকে ঢুকেছে।

ভাঁড়ু। (গম্ভীর বদ্ধ স্বরে) হুঁ। হাতের জ্বালা বুকে ঢুকলো—তোর হাতের জ্বালা অঞ্জলি প্রমাণ ছিল, আমার বুকে ঢুকে সে সাগর হ'ল।

মাগন্দী। তাই ত গো! এ কি হ'ল। হাতের জ্বালায় অস্থির হয়ে যে আমি আগুনে হাত ছাই করতে গিয়েছিলুম।

ভাঁড়ু। বোঝ, এই জ্বালা বুকে ক'রেও আমি খাড়া হয়ে আছি। তোর সঙ্গে সুস্থ লোকের মত কথা কচ্ছি। চোখে আমার এক ফোঁটা জল নেই। (দন্তে দন্তে ঘর্ষণ) গর্ভধারিণীকে দিয়ে ছেলে হত্যা করালে, বাপকেও তার রক্ত পান না করিয়ে ছাড়লে না। বুঝতে পারছিস্ মাগন্দী—আমার অবস্থা?

মাগন্দী। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি।

ভাঁড়ু। তা হ'লে আমি যা বলি, তা মন দিয়ে শোন্। (মুখ বিকৃত করিয়া) বাবা রে—নাড়ু রে ক'রে, পাগলের মতন ছুটোছুটি ক'র না। করলে আমার কাছে ওষুধ পাবে না—করলে কাপড়ে মুখ বেঁধে ঘরে চাবি দিয়ে ফেলে রেখে দেব।

মাগন্দী। মা গো,—তা ক'র না।

ভাঁড়ু। তাতেও যদি কোঁক কোঁক্ কর, গলা না ধ'রে খিড়কি দোর দিয়ে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেব।

মাগন্দী। ওগো, দিয়ো না গো—দিয়ো না। বল আমি কি করব?

ভাঁড়ু। আমি ছেলে জানি না, স্ত্রী জানি না, জানি কেবল টাকা। টাকাই আমার মাগ, টাকাই আমার ছেলে, এক ডাকাত সেই টাকা লুটতে এসেছে। লুটলে—লুটলে—নিলে—আর রাখতে পারি না, পারি না হয়েছে। এক লক্ষ হাতীতে বইতে পারে না, আমার এত টাকা! সেই টাকা গেল—গেল—আর রাখতে পারি না। কাল আমার ছেলে মরেছে। আবার কাল আমাকে মারবে। পরশু তোমাকে গলা টিপে বাড়ী থেকে বের ক'রে দেবে।

মাগন্দী। সত্যিই গো, তা হ'লে কি করব?

ভাঁড়ু। পরশু ওই ডাকাত আমাদের এই কুবেরের ভাণ্ডারের একেশ্বর হবে।

মাগন্দী। বল, তা হ'লে কি করব?

ভাঁড়ু। এতক্ষণে ব্যাপার কি তা বুঝেছ? এখন যা বলব, তাই করতে হবে।

মাগন্দী। বল—করব।

ভাঁড়ু। ছেলের শোক বুকে রেখে মুখে হাসি মাখাতে হবে। ওই মহাশত্রুকে ছেলের চেয়েও বেশী ক'রে আদর করতে হবে। যেন কোনও মতে সে না বুঝতে পারে, আমরা তার মৃত্যু দেখবার জন্ত ছটফট্ করছি।

মাগন্দী। তাই—তাই—আচ্ছা, তাই করব।

ভাঁড়ু। খবরদার, কোনক্রমে যেন ধরা দিয়ো না। যদি পুত্রহত্যার শোধ নিতে চাও—তা হ'লে যা বললুম, তাই কর।

মাগন্দী। তাই করব। তাকে দেখলে, আমার সমস্ত শোক প্রবল হয়ে জ্বলে উঠে। সে জ্বালায় আমি স্থির থাকতে পারি না।

ভাঁড়ু। থাকতে হবে।

মাগন্দী। থাকব—থাকব—থাকব। তোমার কথার মর্ম্ম বুঝেছি। ও চক্ষুঃশূলকে চোখ থেকে সরাতেই হবে।

ভাঁড়ু। চোখ থেকে কি, দুনিয়া থেকে সরাতে হবে। তবে বাড়ীতে পারব না—বুঝেছ?

[illegible] তোমার

নিয়ে চ'লে গেছে। খবর পেয়েছি, সে রাজার বাড়ী আশ্রয় নিয়েছে। তার মতলব কিছুই বুঝতে পারি নি। রাজা ঘর ছেড়ে কোথায় চ'লে গেছে। রাজকুমারীকে বনবাসে দিয়ে রাজা যে রাত্রে ঘরে ফিরেছে—সেই রাত্রেই চ'লে গেছে। হয় ত সে রাজার কাছে ঘটনা প্রকাশ করেছে। কিন্তু প্রকাশ করলেই বা কি হবে? আমাকে দোষী ঠিক করা বড় কঠিন। তা যদি রাজা পারত, তা হলে আমাকে সে ছাড়তো না। তবে যদিই রাজা জেনে থাকে ছোঁড়া তার বাগান-প্রবেশের মূলে আমি, তা হ'লে আমার কাজের ওপর সে তীক্ষ্ণ নজর রাখবে। কাজেই এখন থেকে অতি কৌশলে কাজ সারতে হবে। এখানে নয়, দূরে—বাইরে বাইরে—ঘোষককে যমের মুখে সমর্পণ করতে হবে। যতদিন না সে কাজ শেষ হয়, ততদিন আদর—আদর—কচি খোকাকে মায়ে যেমন আদর করে, সেই রকম আদর—পারবে?

মাগন্দী। পারব।

ভাঁড়ু। ঠিক পারবে?

মাগন্দী। ঠিক পারব।

ভাঁড়ু। বস্, এখন চ'লে যাও। কে ও?

(মাগন্দীর প্রস্থান ও বেঙ্কটের প্রবেশ)

এস, এস ভাই বেঙ্কট এস। তোমার জন্তে এতক্ষণ আমি ছটফট করছিলুম। কি করলে?

বে। সব ঠিক—পাঠিয়ে দাও।

ভাঁড়ু। এখনি?

বে। এখনি—আবার দেরি কি? যেমন যাবে, অমনি।

ভাঁড়ু। কি রকমটা, তবু বুঝি।

বে। শতগ্রামে আমার এক বন্ধু আছে, আমি তার কাছে নিজে গিয়ে সমস্ত কথা খুলে ব'লে এসেছি। তার বাসনের ব্যবসা—দিন-রাত্রি প্রকাণ্ড উনুন জ্বলছে। এক্ষণ মণ তামা একবারে গলে, এমন কড়া—তাতে চব্বিশ ঘণ্টাই তামা টগবগ ক'রে ফুটছে—যেমন যাবে, অমনি ধ'রে সেই কড়ার উপরে ফেলে দেবে—আর যেমন ফেলা—অমনি একটি ছ্যাক—চোঁ—কৈঁ—বস, একেবারে ছাই!

ভাঁড়ু। ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে।

বে। বিধাতা নিজে এলেও তার চিহ্ন খুঁজে পাবে না।

ভাড়ু। বেঙ্কট—বেঙ্কট—ভাই আমার; তা হ'লে নিশ্চিন্ত হব?

বে। নিশ্চিন্ত হয়েছ—আবার হব কি? তোমারও যেমন বিদ্যে! এই সকল কাজ একটা বাজারে বেশ্যাকে দিয়ে করিয়েছ। এ সব কি বেশ্যার বুদ্ধিতে হয়! সে বেটী যেন-তেন প্রকারেণ তোমার কাছে পয়সা আদায় করেছে—কাজের সে কি জানে? দু'দিন আগেও যদি আমাকে এ কথা শোনাতে—সে শালার বেটা তোমার ছেলে নয়, তা হ'লে কি অমন সোনার চাঁদ ছেলেটা যায়? নাড়ুর শোকে আমার মুচুকুন্দ অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছে, তিন দিন বিছানা থেকে ওঠে নি। সেই রাত্রে দু'জনে আমাদের বাড়ীতে ব'সে মৃদঙ্গ নিয়ে ভজন করেছে। নাড়ুর মতন ছেলে কখন হয়েছে, না হবে? দেল্ কি? মামাতো ভাইকে সে যা ভালবাসতো—সহোদর ভাইয়েও কখন সে রকম ভালবাসা বাসে না।

ভাড়ু। ভাই, আর সে মর্ম্মভেদী কথা তুলো না।

বে। তোমার স্ত্রীও যে ঘুণাক্ষরে এক দিনও আমাকে আঁচ দিলে না। শালার বেটা তোমার কেউ নয়, তা কি আমি জানি? আমি জানি, যৌবনে তুমি কোথায় কি করেছ, ও সে তারই একটা ফল। তুমিও ছেলে বল—তোমার স্ত্রীও ছেলে বলে—কেমন ক'রে বুঝবো যে ও বেটা কেউ নয়।

ভাঁড়ু। কেউ নয় ভাই, কেউ নয়। কে মা, কে বাপ, কিছু জানি না। আগে যা একটু আধটু জানা ছিল মনে করেছিলুম, এখন জানছি তাও ভুল।

বে। তবে এমনটা করেছিলে কেন? জানি তোমার অগাধ বুদ্ধি। তোমার এমন বুদ্ধিভ্রংশ হ'ল কেন?

ভাড়ু। সে অনেক কথা। সে এখন বোঝবার যো নেই। বোঝাব কি, বলব কি বেঙ্কট! এমন বিপদ! ছোঁড়াটাকে দেখলে আপাদ মস্তক জ্বলে যায়। তবু তাকে যে দু'দণ্ড চোখের আড়াল ক'রে রাখব, সে ক্ষমতা নেই। এমনি অদৃষ্ট করেছি, তাকে চোখের সামনে রেখে রেখে আমাকে জ্বলতে হবে।

বে। এর মানে কি?

ভাঁড়ু। বলবার যো নেই—বলবার যো নেই—বলবার যো নেই! বেশী বলব কি! নাড়ু আমার সর্ব্বস্ব ছিল, তাকেও আমি একমাস দূরে রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পারতুম, কিন্তু ওই বেটাকে দু'দণ্ড বাড়ীর চৌকাটের বাইরে রেখে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি না। একটু কোথাও দেরি করলে তখনি লোক দিয়ে আনতে হবে, আর কাছে বসিয়ে স্নেহ দেখিয়ে জ্বলতে হবে।

বে। ও বাবা, এ রকম ব্যাপার ত কখন শুনি নি!

ভাঁড়ু। যদি ভগবান্ দিন দেন, তবে শোনাব—এখন তুমি আমার এই প্রচণ্ড জ্বালা নির্ব্বাণ কর! নইলে (গলা জড়াইয়া) মলুম—ভাই, আমি মলুম। নাড়ুর শোকে আমি এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে পারছি না—বুক আমার ফেটে গেল।

বে। নিশ্চিন্ত হও শেঠজী, শালার ভবলীলা এইবারে সাঙ্গ হয়েছে।

তৃতীয় দৃশ্য

অলিন্দ।

(মাগন্দী ও ঘোষকের প্রবেশ)

মা। এমন সোনার চাঁদ ছেলে তুমি—হতভাগা শত্রুর জন্য তোমাকে একটি দিনের জন্যও আদর করতে পাই নি। তোমাকে আজ আমি সাজিয়ে, নিজ হাতে খাইয়ে, সেই সব দুঃখ নিবারণ করব। তুমিই আমার ছেলে—সে শত্রু—আমাকে কেবল জ্বালাতে এসেছিল—জ্বালিয়ে গেছে। এখন তুমিই আমার সর্ব্বস্ব—তুমিই আমার হারানিধি। চুপ ক'রে আছ কেন বাপ?

ঘো। (চক্ষে রুমাল দান)

মা। কাঁদছ—কাঁদছ ঘোষক? মায়ের কথায় কি তোমার অবিশ্বাস হচ্ছে?

ঘো। মা বাপের কথায় অবিশ্বাস করলে, এ পৃথিবীতে কোথায় দাঁড়াব? তবে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কেবল সেইটির উত্তর আমাকে দাও।

মা। (চমকিয়া) কি জিজ্ঞাসা করবে, কর।

ঘো। এই কি মায়ের আদর?

মা। কেন বাপ, আমার আদর কি তোমার ভাল লাগছে না?

ঘো। ভাল লাগছে না! মায়ের আদর পাবার কাঙাল আমি—প্রাণপুরে সেই আদর পেলুম—ভাল লাগবে না?

মা। তবে অমন প্রশ্ন করলে কেন?

ঘো। কেন করছি, এখনি তুমি বুঝতে পারবে। আগে আমাকে বল—একটি কথাও মা গোপন ক'র না। এই কি মায়ের আদর?

মা। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

ঘো। তুমি যে রকম ক'রে আমাকে আজ আদর করলে, সকল মায়েই কি সন্তানকে এই রকম আদর করে?

মা। আমি এখনও তোমাকে মায়ের যোগ্য আদর করতে পারছি না?

ঘো। পারছ না—আর ক'র না।

মা। করব না?

ঘো। না, আমার ভয় করছে।

মা। তুমি কি মনে করছ, আমি তোমাকে প্রতারণা করছি?

ঘো। প্রতারণা! তা যদি বুঝতে পারতুম, যদি জানতে পারতুম তোমার এ আদর শুধু মুখের —অন্তরের নয়, তা হ'লে সুখী হতুম।

মা। সুখী হতে?

ঘো। পরম সুখী হতুম। শুনে চমকে উঠ না মা। আজ তুমি পুত্রহারা! পুত্রের শোক বুকে চেপে, দয়াময়ি, তুমি আমাকে মরা ছেলের ওপর যত মমতা, সমস্ত দিতে এসেছ। আজ তোমার আদর পেয়ে, মা যে কি বস্তু, তার আভাস পেয়েছি। কিন্তু ভয়—বড়—ভয়—এ রকম আদর পাবার ভাগ্য আমার নয়। তা যদি হ'ত, তা হ'লে শৈশবে আমি মাকে হারাতুম না। আমার ভয় হচ্ছে, পাছে আবার তোমাকে হারাই।

মা। (স্বগত) তাই ত, এ বলে কি!

ঘো। এই এক দিন যে আদর দেখিয়েছ, বাবার সমস্ত ঐশ্বর্য্যের চেয়েও তার ওজন বেশী। আমি সে ঐশ্বর্য্য আজ অগাধ পেয়েছি,—আর নয়। দোহাই মা, দোহাই দয়াময়ি! ভ্রাতৃশোকে আমি জর্জ্জরিত হয়েছি, তার ওপরে আর মাতৃশোক দিয়ো না। আমি ভাগ্যহীন—সহ্য হবে না—সহ্য হবে না।

মা। তাই ত ঘোষক, তুই যে আমাকে পুত্রশোক ভুলিয়ে দিলি বাপ! আমি তোকে—ঘোষককে, বলব?

ঘো। কি বলতে ইচ্ছা করেছ—বল।

মা। আমি তোকে প্রতারণা করেছি—

ঘো। প্রতারণা? না মা, শুধু তোমার এই কথায় বিশ্বাস করতে পারলুম না। প্রতারণা? মিথ্যা আদর কখন কি মর্ম্মে প্রবেশ করে?

মা। মিথ্যা—মিথ্যা—ঘোষক! আমি মুখে আদর দেখিয়েছি—অন্তরে নয়।

ঘো। তোমার চোখের কোণে জল যে, মিথ্যা এ কথা বলতে দিচ্ছে না!

মা। এখন! ঘোষক, বাপ আমার—এখন—আমার ভেতরে কি হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না।

ঘো। ভাল, মিথ্যাই যদি মনে কর, ত মিথ্যার আদরও আমাকে দেখিয়ো না। কাজ কি মা, আমি তোমার কাছে এত কাল যে আদর পেয়েছি, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আবার কেন? তারই ঋণ আমি জন্মে জন্মে শুধতে পারব না। তোমার দয়াতেই আমি এত বড় হয়েছি, নইলে মা-হারা ছেলে কোন্ কালে যে ম'রে যেতো মা।

মা। তাই ত! তুই কি বললি? আমি এ কি শুনছি!—মাতৃ-স্নেহের কাঙাল! আমি এতকাল তোকে কেবল কালসাপিনীর গরল দিয়ে এসেছি, তুই তার ভেতর থেকে কেমন ক'রে মাতৃ স্নেহের সুধার কণা খুঁজে খুঁজে বার ক'রে পান করেছিস্! বাদ বাকী তীব্র বিষ—আমার গর্ভের সন্তান স্নেহরস মনে ক'রে পান করতে গিয়ে জর্জ্জরিত হয়ে মরে গেছে। কি বল্‌লি ঘোষক? আমার স্নেহ দেখে তোর ভয় হচ্ছে? ভয় হচ্ছে, আমি ম'রে যাব? আয় আমার সন্তান, আয় আমার নয়নের মণি—এতদিন তোকে দেখি নি—স্নেহ করি নি, (মস্তকে ও মুখে হস্ত দিয়া) আয় সন্তান! তোকে স্নেহ করি। কই বাপ, মলুম কই। সন্তান-সুখ এই যে আমার প্রাণকে পরিপূর্ণ করলে! তবে সে চ'লে যাচ্ছে না কেন? আমি এখনও মরছি না কেন?

ঘো। অমন ক'র না মা!

মা। ঘোষক—ঘোষক! তুমি আর বাড়ীতে—

ঘো। থাকবো, না—চ'লে যাব। আমি থাকলে, তুমি স্নেহ না দেখিয়ে থাকতে পারবে না। এই স্নেহ! এই স্নেহ! মায়ের আদর এত মধুর! না মা, আমি চ'লে যাব। অজ্ঞানে মা হারিয়েছিলুম—মা যে কি বস্তু, জানতুম না—মায়ের অভাব বুঝতে

পারি নি। যদিই দয়া করলি, তা হ'লে জীবন রক্ষা কর্—প্রাণ দিয়ে আমাকে আর মা-হারা করিস্ নি।

মা। তাই, তাই—তুমি অন্যত্র যাও—মায়ের প্রাণে আজ আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি, তুমি সুখী হও।

ঘো। আমি তোমাদের কৃপায় কোন দিনই অসুখী নই। তবে আজকের সুখের আমার তুলনা নেই—তবু—তবু আমি চ'লে যাব—

মা। চ'লে যাও—চ'লে যাও—আজই তুমি চ'লে যাও—তবে দেখ বাপ!—

(নেপথ্যে)। কই, কোথায় গো!

ঘো। মা! বাবা আসছেন।

মা। আসছে—আসছে—ঠিক আসছে। তবে দেখ বাপ! ভক্তি তোমাকে শেখাতে হয় নি—শেখাতে হবেও না। তবু বলি, ওই বৃদ্ধকে কখনও অশ্রদ্ধা ক'র না।

ঘো। আমি ত কখন করি নি মা।

মা। কর নি—কখন কর নি—জানি করবে না—তবু ব'লে রাখছি—ভক্তি তোমার অস্ত্র—ভক্তি তোমার বল—সেই তোমাকে সকল বিপদে রক্ষা করবে। তোমার ভক্তির আকর্ষণে সাপিনী ফণা নামিয়েছে। এই ভক্তিই তোমাকে সকল অবস্থায় রক্ষা করবে।

ঘো। মা—বাবার সঙ্গে আর কে আসছে!

মা। আমি যাচ্ছি—(মুখচুম্বন) নাড়ু আমার শত্রু নয়—গুরু। সে নিজের প্রাণ দিয়ে—আমাকে দেবতার মা ক'রে চ'লে গেছে। আসি বাপ—(মুখ চুম্বন) আমি আসি। আর দেখা হবে কি না জানি না—এই দেখাতেই আমার মনোরথ পূর্ণ হয়েছে—আমার বুকের খালি ঘর সন্তান এসে দখল করেছে।

[প্রস্থান।

(ভাঁড়ু দত্তের প্রবেশ)

ভাঁড়ু। গিন্নী চলে গেল?

ঘো। আপনার সঙ্গে কে এক জন আসছে দেখে চ'লে গেল!

ভাঁড়ু। যাক্—যাক্, বাপের দেশের লোক চিনতে পারলে না। গিন্নী খুব আদর করছিল বুঝি? যাক—বলতে হবে না। তোমার চোখের জলেই বুঝেছি, তোমার চোখের জল আমি বড় ভালবাসি। সেই এক দিনের ছেলে থেকে তোমায় দেখে আসছি—কিন্তু কোন দিন তোমাকে কাঁদতে দেখি নি। আজ কেঁদেছ—বেশ, বেশ। মাতৃস্নেহ ভারী মজার জিনিষ। এত দিন একটা হতভাগার জন্যে দেখাতে পারি নি। দেখাবে না—আলবৎ দেখাতে হবে—ক'দিন চেপে থাকবে। সে শুধু নাড়ু, তুমি আমার আনন্দনাড়ু—আমার একমাত্র বংশধর—এই অগাধ সম্পত্তির মালিক—তোমাকে ক'দিন স্নেহ না দেখিয়ে থাকতে পারে? বেশ, বেশ। এস হে ভাই—এস—গিন্নী চ'লে গেছে—এস।

(মহীধরের প্রবেশ)

মহী। এই আপনার পুত্র ঘোষক?

ভাঁড়ু। এই আমার পুত্র—এখন একমাত্র পুত্র—আমার বংশধর—চিনে রাখ মহীধর—চিনে রাখ। ছেলে আমার—অমনিই সব-চিন্—এ রকম টীকোলো নাক, এ রকম চাঁদপানা মুখ, তুমি কোথাও দেখতে পাবে না। চোখ দুটো কাঁদবার জন্যে একটু ভার ভার দেখাচ্ছে—নইলে প্রফুল্ল থাকলে টলটল করত।

মহী। এ ত অতি লক্ষণযুক্ত ছেলে।

ভাঁড়ু। কেমন? বলেছি না। বাঁধা লক্ষণ—আমার অগাধ সম্পত্তির মালিক। এর ওপরে আবার আমার মামার। দেখছ কি মহীধর, এই যে ছলছল চোখ—এ দু'টি দুনিয়ার যেখানে যার সম্পত্তি, সকলের দিকে পিটপিট ক'রে চেয়ে আছে। দেখে নাও—চিনে নাও—শেষকালে যেন আর কাউকেও আমার ছেলে মনে ক'রে, গোল বাধিয়ে ব'স না।

মহী। না, এ গোল বাধবার মূর্ত্তি নয়। তা হ'লে আপনি পাঠিয়ে দিন—আমি আগে গিয়ে আপনার মামাকে খবর দিয়ে রাখি। বলি গে, আপনার নাতি আসছে।

ভাঁড়ু। এখনি বল গে—আর দেরি ক'র না। মাঝখান থেকে কোন্ বেটা ছাতুখোর না জুটে যায়—আমার ছেলে ব'লে পরিচয় দিয়ে ফাঁক মেরে মামার বিষয়টা না হাত ক'রে নেয়।

মহী। তা ভয় নেই—তিনি ত আপনারই মামা।

ভাঁড়ু। আমাকে কি বড়ই বুদ্ধিমান্ ঠাওরালে নাকি হে!

মহী। তা হ'লে আর কি ঠাওরাব?

ভাঁড়ু। গাড়োল—গাড়োল—পয়লা নম্বরের গাড়োল।

মহী। বলেন কি?

ভাঁড়ু। এক বিঘত তফাৎ নয়—বেহদ্দ বোকা—আমি নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করি—যাক—সে দুঃখের কথা আর ব'ল না। এখন মামার কথা—মামা অপুত্রক—বিষয় আমার—সেই বিষয় আমার ছেলেকে দেবে। একটা ম'রে গেছে—একটা আছে—কিন্তু আমার বরাত—সে কখন আছে কখন নেই। এই বেলা—বেলা থাকতে থাকতে—ভাই রে, আমার নাড়ুর বদলে আনন্দ-নাড়ু—আমি ভাঁড়ু—ভাঁড়ুর এই একমাত্র নাড়ু অবশিষ্ট—চিনে নাও—চিনে নাও (ঘোষককে ধরিয়া) এই মুখ, এই নাক, এই—ওরে বাবা, একি রে!

মহী। কি—কি?

ভাঁড়ু। (উল্লাস প্রকাশ) বড় কি কি নয়—দেখ, চোখ কাছে এনে দেখ। একবারে বললে বাবা—আর থেমে বললে বা—বা! দেখছ—দেখছ?

মহী। তাই ত! বাহুমূলে এ কি অপূর্ব্ব ত্রিশূল-চিহ্ন!

ভাঁড়ু। কেমন, আর চিনতে গোল হবে না? এই চিহ্ন দেখে নাও। দেহে শিবের ত্রিশূল গাড়া—রোগ দেহে প্রবেশ করতে এলেই তাড়া। যম আর সাড়া দিতে পারছে না। কি বল মহীধর—কি বল?

মহী। না শ্রেষ্ঠি-রাজ, আপনার এ ছেলে দীর্ঘ-জীবী—তাতে আর সন্দেহই নেই। এ অতি অপূর্ব্ব লক্ষণ—এ রকম লক্ষণের ছেলে দেখা যায় না।

ভাঁড়ু। যাও, এইবারে মামাকে খবর দাও।

মহী। না, আর দেরী করব না—তিনি নাতিকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। আমি আগে সংবাদ নিয়ে চল্লুম। আপনিও ঘোষককে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিন। দেরী করবেন না। বেশী লোকজন সঙ্গে দেবেন না। যদি কার্য্যসিদ্ধি হয়, তখন লোকজনকে জানিয়ে উল্লাস করা যাবে। আমি চল্লুম—প্রণাম। [প্রস্থান।

ঘো। ও কে বাবা?

ভাঁড়ু। বুঝতে পারলে না বোকা! ও তোমাকে নিতে এসেছে—মামার বিষয়ের মালিক করবে—আর সেখানে এক পরমা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে। তোমার বিয়ে আর না দিলে চলে না বলে, আমি মেয়ে দেখতে বলেছিলুম। মামা মেয়ের খবর পাঠিয়েছে।—এক ব্যাধ একটা প্রকাণ্ড সিংহের মুখ থেকে এক অপ্সরার মত মেয়েকে রক্ষা করেছে। সে যে কার মেয়ে, কোথা থেকে কেমন ক'রে সিংহের মুখে পড়েছে, তা জানবার উপায় নেই। কেন না, সে মেয়ে কোনও কথা কয় না। বোবার মত চুপ! কিন্তু তার রূপের তুলনা নেই।

ঘো। বিবাহ? আমার? বাবা! একটি দিনের জন্যও আপনার কথা অমান্য করি নি। বাবা! বিবাহে আমাকে আদেশ করবেন না।

ভাঁড়ু। ও বাবা, সে কি কথা? তুমি আমার বংশধর—আর আমার এই অগাধ সম্পত্তি—বিবাহ করতে আদেশ করব না? বল কি?—আদেশ এই করলুম—আবার করলুম—আবার করলুম। কথা অমান্য ক'র নি—ক'র না—ক'র না। মেয়ে বোবা ব'লে ভয় পাচ্ছ? কিছু নয়—কিছু নয়। তোমাকে যেমন দেখবে—অমনি বোবার মুখ ফুটে যাবে।

ঘো। এই কাল আমার ভাই মারা গেছে।

ভাঁড়ু। গেলেই বা—গেলেই বা—আমার ভাগ্য, তোমার ভাগ্য—ক'নের ভাগ্য। ঘোষক! আমার বংশধরের বংশধর না দেখলে আমার নাড়ুর অভাব পূর্ণ হবে না।

ঘো। দোহাই বাবা! দু'দিন অপেক্ষা করুন।

ভাঁড়ু। না—না—না—একদণ্ড নয়। তুমি কখন প্রতিবাদ কর না—আজ করছ কেন? বুঝতে পারছ না, আমার অবস্থা দিন দিন হীন হয়ে আসছে? আমি কখন আছি, কখন নেই। আমার এই অগাধ সম্পত্তি তুমি জান না—অনুমানেও বুঝতে পারবে না কত। আজ আমি এতকাল পরে প্রথমে তোমাকে ধনের কথা বলছি। কেন না, বলবার সময় এসেছে। আমি রাজশ্রেষ্ঠী। আমার যত ধন, পৃথিবীতে এত ধন কারও নেই।—রাজার নেই। সেই ধনের একমাত্র মালিক এখন তুমি! এক ছেলে—বিশ্বাস কি? তাই মনে মনে সঙ্কল্প করেছি, তোমার বিবাহ দেব। আমি বংশধর নাতিকে দেখে মরব, নইলে মরে সুখ হবে না। তাই তোমাকে বিবাহ করতে হবে। যাও—আজই—এখনই। আর আমার ধৈর্য্য ধরছে না।

ঘো। এখনই?

ভাঁড়ু। কালবিলম্ব নয়। কিছু জলটল মুখে দিয়েছ?

ঘো। এই সবে মা স্নান করিয়ে দিয়েছে।

ভাঁড়ু। বস—তবে আর কি! স্নান করেছ—লোমকূপ দিয়ে সর্ব্বাঙ্গে জল ঢুকেছে—এখনি রওনা হও।

ঘো। তা হ'লে পথের খরচ কিছু দিন।

ভাঁড়ু। ও বাবা! তা কি দিতে পারি? তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন, তোমার হাতে পয়সা দিয়ে তোমাকে আমি পথেই মেরে ফেলব? পথময় ডাকাত—হাতে একটি পয়সা থাকলে তারা তোমাকে খুন ক'রে ফেলবে। শুধু হাতে, ময়লা কাপড় প'রে ভিখিরীর মতন—বুঝেছ—এর অর্থ কি বুঝতে পেরেছ?

ঘো। বুঝেছি, তা হ'লে ডাকাত আর আমার কাছে আসবে না।

ভাঁড়ু। এই ঠিক বুঝেছ। তোমাকে কখন বাড়ীর বার হ'তে দিই নি। তুমি পথ-ঘাট কিছুই চেন না। সোজা রাস্তা আর মামা নামজাদা ব'লে, তাই তোমাকে পাঠাতে সাহস করছি। তবে কিছু খাওয়া চাই। নইলে চলতে পারবে কেন? আমি তার ব্যবস্থা আগে থাকতেই করেছি। এই ছক্রোশ আড়াই ক্রোশ তফাতে—বাড়ীর কাণাচে বল্লেই চলে—শত গ্রামে আমার এক আত্মীয় আছে। তার নাম বেণু সেন। সেইখানে গিয়ে বেণু সেনকে এই চিঠিখানি দেখাবে। যেমন দেখাবে, অমনি চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়। সে ব্যক্তি কাঁসারির কাজ করে। তোমার বিয়ে—সারা সহরে সামাজিক বিলুতে হবে—এই জন্য একে আমি বাসনের ফরমাস দিয়ে দিলুম। সেখানে খেয়ে-দেয়ে, বিশ্রাম করতে হয় খানিকক্ষণ বিশ্রাম ক'রে, একেবারে জনপদ গ্রামে ধর্ম্মঘোষ মামার বাড়ীতে চ'লে যাবে। এই চিঠি নাও—নিয়ে ময়লা কাপড় প'রে খিড়কির পথ দিয়ে এখনই চ'লে যাও।

[ঘোষকের ভাঁড়ুর পদধূলি গ্রহণ ও প্রস্থান।

যাও বেটা, জন্মের শোধ চ'লে যাও। এক ঢিলে দুই পাখী মেরেছি। মামা বেটা—যক্ষি বেটা—যতদিন আমার নাড়ু ছিল, ততদিন বেটার খোঁজ হ'ল না। আর যেই নাড়ু মরেছে, অমনি নাতির জন্য মমতা উথলে উঠেছে। নাতির বিয়ে দেবে—তাকে সম্পত্তি দেবে—দিয়ে কাশী যাবে। কতদিন আগে নাড়ুর জন্যে পাত্রী খুঁজতে বলেছিলুম। সে বেঁচে থাকতে সারা দেশের ভেতর থেকে একটা সুন্দরী মেয়ে মিলল না। আর এখন অপ্সরার খবর নিয়ে এসেছেন। নাতির বিয়ে দেবেন—বিষয় দেবেন! বসে থাক বেটা যক্ষি পথ পানে চেয়ে! তোর কাশীর কমের মুখ আমি শীগ্‌গির হাঁ করিয়ে দিচ্ছি। কতবার বলেছিলুম, আমি যখন উত্তরাধিকারী, তখন তুমি বুড়ো হয়ে সম্পত্তির হিসেব রেখে মর কেন? আমার হাতে ভার দিয়ে নির্জ্জনে ব'সে শিবনাম কর। ব'স বেটা, তোমাকে শুদ্ধ এবারে জব্দ করছি। যেমন ছোঁড়ার মরবার খবর আসবে, অমনি তাকে চেপে ধরব—বলব, আমার ছেলেকে, বিয়ে দেবার নাম ক'রে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে। এখন ছোঁড়াটা ম'লে হয়। যে রকম হাত ফসকে যাচ্ছে, তাতেই মনটাতে ভয় হয়। তবে এবার বাপধনের বেঁচে ফিরে আসবার কোনও উপায় নেই। না খেয়ে আট ক্রোশ রাস্তা চলতেই বেটার জিব বেরিয়ে যাবে। তখন পেটের জ্বালায় শতগ্রামে বেণু সেনের কাছে যেতেই হবে। বস্—বস্—হয়ে গেছে—এবারে হয়ে গেছে।

(মাগন্দীর প্রবেশ)

মা। হাঁ গো! ঘোষককে ময়লা কাপড় পরিয়ে কোথায় পাঠালে?

ভাঁড়ু। গেছে—বেরিয়ে গেছে?

মা। গেল বই কি। একখানা ময়লা কাপড় প'রে খিড়কির দোর দিয়ে ভিখিরীর মতন বেরিয়ে গেল।

ভাঁড়ু। বস্—বস্—বস্।

মা। আমি খেতে দিতে চাইলুম, খেলে না। বললে—বাবা নিষেধ করেছে, খাব না।

ভাঁড়ু। বস্—ঠিক হয়েছে।

মা। ছেলেটাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে না কি?

ভাঁড়ু। ছেলেটা কি—ছোঁড়াটা বল—মড়াটা বল। ছেলে নাম তোমার নাড়ুর সঙ্গে সঙ্গে লোপ হয়ে গেছে। তাড়িয়ে দেব কি? তাড়িয়ে দিলে যদি নিশ্চিন্ত হতুম, তা হ'লে কি ওই কোথাকার কে বেটাকে এতকাল ধরে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতুম? মাগন্দি! বেটার হাতে ত্রিশূলের চিহ্ন ছিল, তা কি জানতুম। তাই এত চেষ্টা করেও বেটাকে মারতে

পারি নি। এবারে বেটার ত্রিশূল আগে ছাই হয়ে যাবে। তার পর বেটা পট্ পট্ চোঁ চোঁ—চাঁই ফুঃ। ওই ছাই হয়ে উড়ে গেল। আজ সন্ধ্যে বেলায়, মাগন্দী, সূর্য্যও যেমন ডুববে, আর বেটার ছেলে ছাই হয়ে বেণু সেনের নাকের ভেতর ঢুকে যাবে।

মা। পুড়িয়ে মারবে?

ভাঁড়ু। পুড়িয়ে—ভেজে মারব।

মা। আর কেন?

ভাঁড়ু। আর কেন কি?

মা। আর মেরে ফল কি—ফিরিয়ে আন।

ভাঁড়ু। কি বললি?

মা। বলি, নাড়ু ত আর ফিরবে না। আর এ বয়সে আমাদের সন্তানও হচ্ছে না।

ভাঁড়ু। তাতে কি?

মা। আমরা ম'লে এক জন ত বিষয় ভোগ করবে।

ভাঁড়ু। হাঁ, করবেই ত। তাতে কি?

মা। তোমার যে ভাগনে, সেটা মানুষ নয়। সেটা হতভাগা পাজী।

ভাঁড়ু। পাজীই ত—পাজী কেন, পাজীর পা ঝাড়া। তাতে কি?

মা। সেই ত আমার ছেলেকে নষ্ট করেছিল। জুয়োখেলা শিখিয়েছিল—মদ ধরিয়েছিল।

ভাঁড়ু। তোর মতলবটা কি বল্ দেখি? তুই কি বল্‌তে চাস্?

মা। বেশ ত, তোমার ভাগনেকে যত ইচ্ছা সম্পত্তি দাও—আর ওকে কিছু দিয়ে বিদেয় ক'রে দাও—মেরো না।

ভাঁড়ু। আরে ম'ল! এর মতিচ্ছন্ন হ'ল না কি?—এ বলে কি?

মা। ওগো! অনেক কাল হ'য়ে সে আমাকে মা বলেছে, তোমাকে বাপ বলেছে। তাকে মেরো না।

ভাঁড়ু। ফের বল্লে, টুটী চেপে মেরে ফেলব।

মা। তা ফেল—তবু বল্‌ছি মেরো না।

ভাঁড়ু। তবে রে হারামজাদী! (টুটী ধরিয়া) পিশাচি! ছেলে মেরে ফেলে তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি এল!

মা। (হাত ছাড়াইয়া) তবে শোন্! আমি পিশাচীই বটে—তবে তোর মতন পিশাচের হাতে প'ড়েই আমি পিশাচী। পিশাচীতেও মমতা এল, আর আসবেও না। তবে তোর মনস্কামনা—শোন্ পিশাচ, আমি কায়মনোবাক্যে বলছি—তোর মনস্কামনা কিছুতেই সিদ্ধ হবে না। ঘোষককে যম নিজে এলেও অকালে মারতে পারবে না।

ভাঁড়ু। পারবে না—পারবে না—পারবে না? (কেশ ধরিয়া ভূমিতে পাতন)

মা। কিছুতেই পারবে না।

ভাঁড়ু। (গলার নিকট পা তুলিয়া) এখনও চুপ কর, মাগন্দী!

মা। মেরে ফেল—আমাকে মেরে ফেল।

ভাঁড়ু। ফের বল্লেই মেরে ফেলব। কালী বেশ্যাকে এই জন্য মেরে ফেলতে গিয়েছিলুম। সে বেশ্যা ব'লে মরে নি। তুই যদি না মরিস, তা হ'লে বুঝব তুইও বেশ্যা।

মা। মরবে না—মরবে না—মরবে না।

ভাঁড়ু। মরবে না! (গলদেশে পদপ্রহার)

মা। হাঃ—হাঃ—পিশাচের নিজের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে—মরবে না—মরবে না—মরবে না—

ভাঁড়ু। তবে তুমিই মর—তুমিই মর—তুমিই মর।

(গলদেশে পদপেষণ ও মাগন্দীর মৃত্যু)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পথ।

ঘোষক।

ঘো। শতগ্রাম কত দূর, বাবা কি জানে না? বাড়ীর কাছে শুনে, মুখে একবিন্দু জল না দিয়ে বাড়ী থেকে বেরুলুম, সন্ধ্যে হয় হয়, এখনও শতগ্রামে পৌঁছুতে পারলুম না। ক্রমে পথ লোকশূন্য হয়ে আসছে, আর যে কাউকে শতগ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করব, তারও উপায় ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল। হাতে একটি কাণা কড়ি নেই—একটা চাল মুখে দিয়েও যে পেটের জ্বালা নিবৃত্ত করব, সে ক্ষমতাও আমার নেই। চোখ ক্রমে যেন অন্ধ হ'য়ে আসছে। পা ঝিম্ ঝিম্ করছে। আর বুঝি শতগ্রামে পৌঁছিতে

আদেশ পালন করবার চেষ্টা করলুম। আর সামর্থ্য নেই। বাবা—বাবা! (উপবেশন) আমার মনে অভিমান জাগে কেন? যে সময় গৃহস্থ ঘরের কুকুরটাকে পর্য্যন্ত না খেতে দিয়ে বাড়ী থেকে বার ক'রে দেয় না, সেই সময় তুমি আমাকে ঘর ছাড়তে হুকুম করেছ। মুখে একবিন্দু জল দিতে সময় দিলে না। অথচ যে শতগ্রামের দোহাই দিলে, সে শতগ্রাম কই? বাবা—বাবা! মনে আজ অভিমান জাগছে কেন? তোমাকে আজ আমার বাপ বলতে ইচ্ছা করছে না। মা বললে, আর এ বাড়ীতে ফিরো না—তোমার ব্যবহারে বোধ হচ্ছে, বাড়ীতে আমার আর ফিরতে হবে না। মনে হচ্ছে, তুমি আমার কেউ নও। শতগ্রাম কতদূর তুমি জান,—প্রাণ থাকতে আমি শতগ্রামে পৌঁছুতে পারব না তুমি জান। তাই, না খাইয়ে, খাবার সময়ে তুমি আমাকে ঘর থেকে বিদায় ক'রে দিয়েছ। বাপ হ'লে তুমি এ নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারতে না। আমি মরি—ভিখারী—অন্নাভাবে মরি—কে কোথায় দয়াময় আছ, আমাকে রক্ষা কর! —(শয়ন)

(উদয়নের প্রবেশ)

উদ। কই, কে কোথায় কাতরকণ্ঠে লোকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে? এই যে, কে তুমি? কি আশ্চর্য্য! এ সেই যুবক না? এ কি ভাই! তুমি এমন অবস্থায় এ পথের ধারে শুয়ে কেন?

ঘো। কে তুমি?

উদ। তোমার এক জন বন্ধুই মনে কর।

ঘো। শতগ্রাম এখান থেকে কতদূর বলতে পার?

উদ। আর বেশী দূর নেই। এক ক্রোশের মধ্যে।

ঘো। বস্—তুমি বাঁচালে ভাই।

(উত্থানের চেষ্টা)

উদ। তুমিই কি সাহায্য চাইছিলে?

ঘো। ভুল করেছি।

উদ। কি ভুল করেছ।

ঘো। সাহায্য চাওয়া ভুল করেছি। বাপের স্নেহের উপর সন্দেহ করেছি।

উদ। দেখে বোধে হচ্ছে, তুমি সারাদিন কিছু আহার কর নি।

ঘো। জল পর্য্যন্ত মুখে দিই নি। বাবা বলেছিল, শতগ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ী আহার করতে। সেখানে আহার ক'রে আমি এক আত্মীয়ের বাড়ী যাব ব'লে বেরিয়েছিলুম। বাবা জানতো শতগ্রাম আমাদের বাড়ীর কাছে, তাই না খাইয়ে আমাকে পাঠিয়েছে। কিন্তু সেই এক প্রহর বেলা থেকে বেরিয়ে অবিশ্রান্ত পথ চ'লে আমি এখনও পর্য্যন্ত শতগ্রামে পৌঁছুতে পারলুম না! তাইতে বাবার স্নেহের উপর সন্দেহ হয়েছিল।

উদ। তুমি মনে করেছিলে, শতগ্রাম যে কতদূর, তা তোমার বাপ জানে।

ঘো। তাই মনে করেছিলুম।

উদ। সন্দেহ গেল কিসে?

ঘো। এই যে দিনের শেষে তোমাকে বন্ধু পেলুম।

উদ। না ভাই, সে নরাধম তোমার পিতা নয়। সে পথের মাঝে তোমাকে না খাইয়ে, তোমাকে মারবে ব'লে, শতগ্রাম কত দূর জেনেও তোমাকে অনাহারে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিয়েছে।

ঘো। না—না—ও কথা আর ব'ল না।

উদ। বেশ, তার স্নেহের উপর তোমার যদি এতই বিশ্বাস, তা হ'লে বলব না। তা হ'লে তুমি শতগ্রামে যাবে?

ঘো। যেতেই হবে। সেখানে বেণু সেনের হাতে আমাকে একখানা চিঠি দিতে হবে।

উদ। আমি যদি তোমার হয়ে দিয়ে আসি?

ঘো। নিষেধ নেই। তবে—তবে,—

উদ। বেশ, তোমাকে দিতে হ'লেও ত তোমাকে চলবার সামর্থ্য পেতে হবে?

ঘো। তা হবে।

উদ। তা হ'লে ভাই, আমাকে অনুমতি কর, আমি তোমার জন্য কিছু খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ ক'রে আনি।

ঘো। আন।

(উদয়নের প্রস্থান এবং মুচুকুন্দ ও সহচরগণের প্রবেশ)

১ম সহ। ছুয়ো মুচুকুন্দ—ছুয়ো—

২য় সহ। বের'—শালা। পাঁচকড়ার মুরদ নেই, এখানে জুয়া খেলতে এসেছিস।

মুচু। মুরদ আছে কি না আছে, এখনি দেখাব রে শালা।

১ম সহ। পালিয়েই যদি গেলি, ত কখন দেখাবি রে শালা?

মুচু। কোন্ শালা বলে রে আমি পালিয়ে যাচ্ছি?

সকলে। দুয়ো মুচুকুন্দ—মাকুন্দ দুয়ো! দুয়ো বেঙ্কটের পোলা—দুয়ো ভঁড়ুদত্তের ভাগ্নে—দুয়ো!

মুচু। তোরা যদি বাপের বেটা হ'স, তা হ'লে জায়গা ছেড়ে কোথাও যাবি নি। আমি এখনি ক্রোর টাকা নিয়ে ফিরে আসছি।

১ম সহ। আসবি?

মুচু। আসব কি, এসেছি জেনে রাখ। তোদের গাঁ-শুদ্ধ এবারে বাজী জিতে নিয়ে যাব।

১ম সহ। দেখব, তুই কত বড় বাপের বেটা—দেখব।

মুচু। তোরা কত বড় বাপের বেটা, আমিও দেখব।

সকলে। বেশ—বেশ। দেখা যাবে—দেখা যাবে। তা হ'লে মুচুকুন্দ দুয়ো নয়—মুচুকুন্দ সুয়ো।

[সহচরগণের প্রস্থান।

ঘো। মুচুকুন্দ?—আমাদের মুচুকুন্দ? কে ভাই তুমি?

মুচু। কে কথা কইলে?

ঘো। এই যে দেখ না ভাই।

মুচু। ঘোষক? তুমি? আর কি,—আর আমাকে পায় কে? ঘোষক—ঘোষক—ভাই! আমাকে রক্ষা কর। শালারা আমার সর্ব্বস্ব জুয়ায় জিতে নিয়েছে। আমি আর বাড়ীতে ফিরব না মনে করেছিলুম—মনে করেছিলুম, এ প্রাণ আর রাখব না।

ঘো। বল কি?

মুচু। এ রকম অপমান আমার জীবনে কখন হয় নি। ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছেন। ভাই! আমাকে রক্ষা কর।

ঘো। আমি কি ক'রে রক্ষা করব?

মুচু। তুমিই আমাকে রক্ষা করতে পারবে—আর কেউ পারবে না। তুমি কখনও কোন খেলাতে হার নি, এই জন্ম আমরা তোমাকে নিয়ে কখনও খেলি নি। আজ তোমাকে খেলতে হবে।

ঘো। কেমন ক'রে খেলব? হাতে যে একটি কাণা কড়িও নেই।

মুচু। আমি দিচ্ছি। আমার হাতে আছে—তবে একটি মাত্র মোহর—শুধু পথখরচের জন্ম রেখেছিলুম। এই নাও—এই দিয়ে শালাদের সর্ব্বস্ব জিতে নিতে হবে।

ঘো। কিন্তু ভাই, কিছু না খেলে আমি উঠতে পারব না। অনাহারে আমার চলবার পর্য্যন্ত শক্তি নেই।

মুচু। সে কি—সে কি? দাও ভাই আমার কাঁধে ভর দাও—আমি এখনই তোমাকে পেট ভরে খাইয়ে দিচ্ছি।

ঘো। একটি পথের বন্ধু যে আমার জন্ম আগেই খাবার আনতে গেছে।

মুচু। দেরী সইছে না—ঘোষক। দেরী সইছে না। শালারা আমার টাকা নিয়ে স'রে পড়লেই আর পাওয়া যাবে না। অগাধ টাকা হেরেছি—মায়ের সর্ব্বস্ব।

ঘো। বেশ, চল—তবে আর একটি যে কাজ আছে। শতগ্রামে বেণু সেনকে দেবার জন্ম বাবা আমার হাতে এক চিঠি দিয়েছে—আজই দিতে হবে।

মুচু। আমি দিয়ে আসছি—দাও আমার হাতে—আমি এখনই দিয়ে আসছি।

ঘো। আমি জিতব তোমার বিশ্বাস?

মুচু। জিতেছ—জিতেছ—আমি দেখতে পাচ্ছি—আমার সব টাকা ফিরে এসেছে। নাও, চল ভাই চল—শালাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে দেব—চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(উদয়নের পুনঃ প্রবেশ)

উদ। যুবক আমাকে চিনতে পারে নি। এ সুবিধা ত্যাগ করব না। এবারে কৌশলে তাঁর পরিচয় জানতেই হবে। কে পাষণ্ড পিতৃনাম নিয়ে এই নিরীহ যুবকের উপর অত্যাচার করছে, এ আমাকে জানতেই হবে। কই হে বন্ধু, কোথায় তুমি? তাই ত কোথায় গেল—কোথায় গেল? কোথায় গেলে হে ভাই? যে চলতে একান্ত অসমর্থ, সে দেখতে দেখতে কোথায় মিলিয়ে গেল? দুরাত্মা নিশ্চয়ই তার পিছনে পিছনে লোক

রেখেছে। এই দূরে এনে আজ তাকে মেরে ফেলবে। সময় সন্ধ্যা—অনাহারে যুবক চলচ্ছক্তিহীন—বিদেশ—পথঘাট চেনে না—পালিয়েও যে প্রাণ বাঁচাবে, তার উপায় নেই। আমার আশ্রয় পেয়েও তাকে দুরাত্মার হাতে প্রাণ দিতে হ'ল। শতগ্রাম বেণু সেন—বাঁচাতে না পারলে আমাকে ধিক্!—আমার নামের কোন মূল্য নেই!—

(বলভদ্রের প্রবেশ)

বল। মহারাজ—কই মহারাজ?

উদ। কি সংবাদ মাতুল?

বল। মায়ের সংবাদ পেয়েছি।

উদ। বেঁচে আছে—অনুরাধা বেঁচে আছে?

বল। বেঁচে আছে। কিন্তু বাঁচার চেয়ে তার সিংহের উদরে যাওয়া ভাল ছিল।

উদ। মানে কি?

বল। এক কিরাত তাকে সিংহমুখ থেকে রক্ষা করেছে। রক্ষা ক'রে সে অনুরাধার দান-বিক্রয়ের অধিকারী—কিরাত তাকে বিক্রয় করবে। জনপদের শ্রেষ্ঠী রাজশ্রেষ্ঠীর পুত্রের জন্য অনুরাধাকে ক্রয় করতে কিরাত-ভবনে গমন করছে। যদি অবিলম্বে অর্থ দিয়ে রাজকুমারীর উদ্ধার করা না হয়, তা হ'লে রাজা উদয়নের ভগিনী বৈশ্যের ক্রীতদাসী হবে।

উদ। তাই ত। এ সংবাদ দিয়ে আমাকে যে বিষম সঙ্কটে ফেললেন!

বল। সঙ্কট কেন রাজা? রাজকুমারীকে উদ্ধার করতে কি আপনার ইচ্ছা নেই!

উদ। ইচ্ছা নেই? এখনি উদ্ধার করতে পারলে পরদণ্ডের বিলম্ব করি নি। ভগিনী ক্রীতদাসী হ'লে তার মৃত্যুর চেয়ে আমার যন্ত্রণার কারণ হবে। আপনি এখনই রাজধানীতে যান, গিয়ে রাজকোষ শূন্য করলেও যদি ভগিনীর উদ্ধার হয়, তাই করুন।

বল। এ কাজের জন্য আপনার আদেশের অপেক্ষা করতুম না। কিন্তু রাজধানী যাবার বিলম্ব সইবে না।

উদ। বলেন কি?

বল। যদি ভগিনীর উদ্ধার করতে চান, যদি বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করতে চান, তা হ'লে আর এক লহমাও দেরী করবেন না।

উদ। তাই ত, এক দিকে না গেলে নরক, অন্য দিকে না গেলে মর্য্যাদানাশ—মাতুল! বলুন—শীঘ্র বলুন—কোন্ দিকে যাই?

বল। নরক কি?

উদ। নরক—নরক—আমার আশ্রিত যুবক আজ নরঘাতক দস্যুর হাতে পড়েছে। এতক্ষণ বুঝি তাকে মেরে ফেললে। আপনি যা পারেন তাই করুন—আমি পারলুম না—আমি পারলুম না।

[প্রস্থান।

বল। ব্যাপারখানা কি, কিছু বুঝতে পারলুম না। (উচ্চৈঃস্বরে) যদি আপনার সন্ধান করতে হয়, কোথায় করব—ব'লে যান—কোথায় সন্ধান করব?—যা—বিদ্যুদ্বেগে রাজা ছুটে গেল। তাই ত! এ বিষম ভার মাথায় নিয়ে আমি কি করি?

(কালীর প্রবেশ)

কালী। ওগো, তুমি কে গো? এই পথ দিয়ে একটি ছেলেকে চলতে দেখেছ?

বল। কেও—কালী?

কালী। বা—বা! রাও? তুমি এখানে? আমার ছেলে এই পথে এসেছে—তুমি দেখেছ?

বল। তোমারই ছেলে?

কালী। দেখেছ—দেখেছ—রাও?

বল। রাজা কি তাকেই রক্ষা করতে ছুটে গেলেন?

কালী। রাজা—রাজা? তা হ'লেই ঠিক হয়েছে। রাজা রক্ষা করতে ছুটেছে ঠিক জান?

বল। রাজা বললেন—আমার এক আশ্রিত যুবক নরঘাতক দস্যুর হাতে পড়েছে—আমি তাকে রক্ষা করতে চললুম।

কালী। তা হ'লেই ঠিক হয়েছে।—পাপিষ্ঠ আমার ছেলেকে এক ময়লা কাপড় পরিয়ে দুপুর বেলায় এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত খেতে না দিয়ে, বাড়ী থেকে বার ক'রে দিয়েছে। দূরদেশে মরতে পাঠিয়ে দিয়েছে। না খেয়ে যদি না মরে, তবে ডাকাত দিয়ে তাকে মেরে ফেলবে।

বল। কে সে পাপিষ্ঠ, কালী?

কালী। এখন বলব না রাও—আগে রাজাকে ফিরতে অবসর দাও।

বল। রাজা এমন ব্যাকুল হয়ে ছুটেছেন যে, তাঁর যে কি বিষম বিপদ্, তা তিনি ভাববার কথা

দূরে থাক্—ভাল ক'রে শোনবার পর্য্যন্ত অবকাশ পেলেন না।

কালী। রাজার আবার কি বিপদ?

বল। তুমিই ঘটিয়েছ—জান না?

কালী। আমি ঘটিয়েছি?

বল। তোমার কথাতেই তিনি রাজকুমারীর সন্ধানে বেরিয়েছেন।

কালী। সন্ধান পাও নি?

বল। পেয়েছি।

কালী। পেয়েছ—তবে আবার কি? ও দিকে আমার ছেলেকে আনতে রাজা ছুটল, এ দিকে রাজকুমারীকে পাওয়া গেল—তবে আবার কি?

বল। কিন্তু পাওয়ার চেয়ে না পাওয়া ছিল ভাল।—এখন যদি লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা না পাওয়া যায় তা হ'লে রাজা উদয়নের ভগিনী তাঁরই এক চাকরের ক্রীতদাসী হবে।

কালী। এখনই?

বল। এখনই। রাজধানীতে ফিরে টাকা আনবার দেরী সইবে না।

কালী। দেখ দেখি বাও—এ কাগজখানা কি। আমি মেয়েমানুষ পড়তে জানি না। এতে দেখ ত কি লেখা আছে? (কাগজ প্রদান)

বল। (পড়িয়া) এ কি! এ যে রাজার পাঞ্জাসই হুণ্ডী—লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা। কালী—কালী!

কালী। আর কালী কালী কেন?—যাও—যাও—দুর্গা-দুর্গা ব'লে চ'লে যাও।

বল। কালী—কালী! ফিরে এসে কৃতজ্ঞতা জানাব—কি করলি বুঝিয়ে দেব।

[প্রস্থান।

কালী। যাও—যাও। নিয়তি! জাল গুটিয়ে আনছে—যেখানে যাকে নিয়ে কাহিনী, সব এক সঙ্গে জড় হ'ল! তবে আমার ছেলের প্রাণ রাজা রাখবে—না নিয়তি তুমি রাখবে? শেষকালে কে জয়পতাকা হাতে করবে,—রাজা, না তুমি? আমাকে দেখতে হ'ল—দেখতে হ'ল। প্রাণপণে মেরে ফেলবার চেষ্টা ক'রেও মমতাহীন বারাঙ্গনা যাকে মারতে পারে নি, আজ কে কোথায় মরকিঙ্কর আমার সেই ছেলেকে মারতে এসেছে,—যার হাত থেকে উদ্ধার করতে রাজার সাহায্যের প্রয়োজন হ'ল? আমাকে দেখতে হ'ল—দেখতে হ'ল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রাম-প্রান্ত।

বেঙ্কট।

বে। নিঝুম—নিঝুম—নিঝুম! এতক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে! ভাড়ুদত্তের কণ্টক এত দিন পরে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আমার মুচুকুন্দ একা—একা—একা নাড়ু গেছে, পুত্রশোকে বুড়ী মরেছে, ঘোষক পুড়ে ছাই! কি মজা—কি মজা! দেখতে দেখতে আমার মুচুকুন্দ অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক—পৃথিবীতে সবার বড় শ্রেষ্ঠী—কি মজা—কি মজা—মরেছে—এতক্ষণে নিশ্চয় মরেছে—তবু একবার নিজের চোখে না দেখলে মন স্থির হচ্ছে না!

(ঘোষকের প্রবেশ)

ঘো। এখনও ত ফিরল না! আর কতক্ষণ আমি তার জন্য অপেক্ষা করব? কতক্ষণ তার টাকা আগলে ব'সে থাকব? জনপদ গ্রামে যাবার সঙ্গী পেয়েছি, সে আর এক দণ্ড অপেক্ষা করতে পারবে না। আমি এ দেশের পথ-ঘাট কিছু চিনি না। যাবার এমন সুবিধা আর পাব না। তাই ত মুচুকুন্দ করলে কি? চিঠি দিয়ে চ'লে আসবে—তবে দেরী করছে কেন?

বে। কি রকমটা হ'ল? এ কি স্বপ্ন দেখছি নাকি? (চক্ষু মুছিয়া) না, স্বপ্ন ত নয়! সেই হতভাগাটাই ত বটে! আরে ম'ল! এ এখনও এখানে ঘুরছে? চিঠির মর্ম্ম জানতে পেরেছে নাকি? না পথ চিনতে পারেনি ব'লে যায়নি?

ঘো। কিন্তু বুড়ো আমাকে দেখে অত কাঁদলে কেন? আমার মাথায় হাত দিলে, মুখে চুমো খেলে, তাকে দেখে আমার প্রাণটাও কেমন উথলে উঠল।

বে। না—না—মুখ্যু—চিঠি পড়তে জানে না। কাউকে দিয়ে যে পড়াবে, সে বুদ্ধিও তার নেই। বোধ হয়, বেণু সেনের বাড়ী চিনতে পারেনি।

ঘো। আজ আমার কি আনন্দের দিন! সকালে সর্ব্বপ্রথম মায়ের মমতা পেলুম, আর এখন—জীবনের সর্ব্বপ্রথম এক অজানা বুড়োর কাছে এমন মমতা পেয়েছি যে, বাপের কাছেও ইহজন্মে তা পাইনি। তাই ত! এমনটা হ'ল কেন? এমন [illegible]

গ্রামে যাচ্ছিল—আমার কথা শুনে, আমাকে দেখে দাঁড়াল। এখন আবার আমার টাকা আগলে ব'সে আছে। তাই ত। মিছামিছি তাকে আটকে রেখেছি। মুচুকুন্দ করলে কি, এখনও এল না?

বে। ঘোষক।

ঘো। কে—মামা?—ঠিক হয়েছে। মামা। শীগ্‌গির এস। মুচুকুন্দ জুয়াখেলায় হেরে গিয়েছিল। আমি সেই সমস্ত টাকা উদ্ধার করেছি। এস, শীগ্‌গির এসে নিয়ে যাও।

বে। মুচুকুন্দ। সে এখানে? সে এখানে? না—না—সে বাড়ীতে—বাড়ীতে—বাড়ীতে।

ঘো। না—বাড়ীতে না। তুমি জান না—সে এখানে পাশা খেলতে এসেছিল। পাশায় হেরে মনের দুঃখে সে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল। পথে আমার সঙ্গে দেখা।

বে। সে হতভাগা কোথায়?

ঘো। সে আমাকে খেলতে বসিয়ে আমার চিঠি নিয়ে—

বে। অঁ্যা—

ঘো। শতগ্রামে—

বে। অঁ্যা—

ঘো। বেণু সেনের বাড়ী—

বে। অঁ্যা!—

ঘো। ও কি মামা—অঁ্যা-অঁ্যা করছ কেন? সে যাব আর আসব ব'লে চ'লে গেছে।

বে। ওরে বাবা রে—ওরে বাবা রে—

ঘো। ও কি মামা? কি হয়েছে—কি হয়েছে! বেণু সেনের বাড়ী গেছে—তাতে কি হয়েছে?

বে। ওরে বাবা রে—ওরে বাবা রে!—

[প্রস্থান।

ঘো। ও মামা। টাকা নিয়ে যাও—টাকা নিয়ে যাও।

বে। (নেপথ্যে) ওরে বাবা রে—ওরে বাবা রে—

(বেগে কালীর প্রবেশ ও ঘোষককে ধারণ)

কালী। থাক—থাক—কোথা যাও বাপ আমার?

ঘো। এ কি মা, তুমিও এখানে এসেছ? এ সব ব্যাপার কি মা?

কালী। বোঝবার সময় হ'লে আপনি বুঝবে। আর দাঁড়িও না—চ'লে এস। টাকার কিনারা আপনি হবে। এক বৃদ্ধ বিশ বৎসরের হারাণ ছেলে খুঁজে পেয়েছে। বিশ বৎসর আগে এক সদ্যোজাত শিশুকে ম'রে গেছে মনে ক'রে, সে পথের পাশে নিক্ষেপ করেছিল; নিয়তির খেলায়—পথের হাওয়া খেয়ে, সেই ছেলে বেঁচে উঠেছিল। বিশ বৎসর পরে সেই আবার পথেই কুড়িয়ে ছেলেকে পেয়েছে। আনন্দে বৃদ্ধ পাগলের মত হয়েছে। জনপদগ্রামে তার সেই ছেলের আজ বিয়ে। তোমার অপেক্ষায় সে সমস্ত আনন্দ আগলে ব'সে আছে। দেরী ক'রে তার পূর্ণ সুখে হন্তারক হয়ো না। চ'লে এস—চ'লে এস।

ঘো। এ ত বড় আশ্চর্য্যের কথা মা!

কালী। বড় আশ্চর্য্য—বড় আশ্চর্য্য। সেই ছেলের আজ বিয়ে। বৃদ্ধ সেই বিয়ে দেখতে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। আমি আমার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সেই বিয়ে দেখতে যাব। সেখানে গিয়ে দেখব, তার ছেলে, কি আমার ছেলে, কনেকে জয় ক'রে ঘরে নিয়ে আসে।—চ'লে এস—চ'লে এস।

তৃতীয় দৃশ্য

কারখানা।

বেণু সেন ও সহচরদ্বয়।

১ম স। কি হ'ল কর্ত্তা, দুপুরও যে যায় যায়! শীকার ভাগল না কি?

বেণু। ভাগবে কি রে শালা—ভাগবে কি? ভাঁড় দত্তের টাকা আমার ঘরে ঢুকেছে—যা কখন হবার নয়, তাই হয়েছে। ফস্‌কাবে বললেই হ'ল। আমি দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আসছে—সুড় সুড় ক'রে আসছে। ধুনি জ্বালিয়ে রেখেছি। ধুনির আগুন মানুষের রক্তপান করবার জন্য জিব লকলক করছে। ঘুটঘুটে আঁধার দেখতে পাচ্ছিস্ না। তাই আস্তে আস্তে—ত্রস্তে ত্রস্তে—হামাগুড়ি দিয়ে ধুনির খোরাক আসছে।

(নেপথ্যে)। কে আছ?

ওই। ওই। (সকলের নীরবে আগ্রহ প্রদর্শন) তৈরী হয়ে ব'সে থাক্—চুপ্ চুপ্—হুঁসিয়ার। যেন নিশ্বাসের শব্দ না হয়।

১ম স। ওই—ওই—চ'লে আয়, চ'লে আয়—চুপে চুপে—পা টিপে ওই—ওই!

(সকলের প্রস্থান,—মুচুকুন্দকে লইয়া বেণু সেনের প্রবেশ)

মুচু। এইবারে আমি যাই।

বেণু। যাবে—ঠিক যাবে। একটু—একটু—অপেক্ষা—(পত্র পাঠ) অপেক্ষা—অপেক্ষা।

মুচু। অপেক্ষা কেন, আমি দাঁড়াতে পারব না—আমার অনেক কাজ।

বেণু। একটু—একটু! হাঁ হাঁ! তুমি রাজ-শ্রেষ্ঠীর কে?

মুচু। (স্বগতঃ) বেটার কাছে খাট হ'তে যাব কেন? (প্রকাশ্যে) আমি তাঁর সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।

বেণু। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—ঠিক হয়েছে!

মুচু। ও কি! অমন ক'রে হাসছ কেন?

বেণু। হিঃ-হিঃ-হিঃ-হিঃ—উত্তরাধিকারী—ঠিক হয়েছে—উত্তরাধিকারী।

মুচু। ও কি! আলো নিয়ে আমাকে পথ দেখিয়ে দাও!

বেণু। এই যে, লম্বা সোজা দেখিয়ে দিচ্ছি বাপধন! ব্যস্ত কেন? উত্তরাধিকারী—উত্তরাধিকারী!

মুচু। তবে দেরী করছ কেন—কি পথ দে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এলে—আলো না হ'লে আমি যে যেতেই পারব না। পথ দেখিয়ে দাও—পথ দেখিয়ে দাও!

বেণু। হঃ-হঃ হঃ-হঃ!—এই যে তোমাকে একেবারে লম্বা পথ দেখিয়ে দিচ্ছি! ব্যস্ত হচ্ছ কেন? তুমি যে উত্তরাধিকারী! তোমারই অপেক্ষায় এই রাত দুপুর পর্য্যন্ত আমরা ব্যাকুল হয়ে ব'সে আছি।

মুচু। ও কি, আলো নিবিয়ে দিলে কেন? পথ দেখিয়ে দাও,—পথ দেখিয়ে দাও—ওগো! আমাকে পথ দেখিয়ে দাও। (পলায়নোদ্যোগ)

বেণু। হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ (মুচুকুন্দকে ধারণ) দাও—উত্তরাধিকারীকে পথ দেখিয়ে দাও।

মুচু। দোহাই—ভুল হয়েছে—আমি নই—ভাঁড়ু দত্তের আমি কেউ নই—ছাড়—দোহাই ছাড়—

(সহচরদ্বয়ের প্রবেশ)

সকলে। হোঃ হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ—(মুচুকুন্দকে ধারণ)

মুচু। মেরো না—মেরো না—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—পায়ে প'ড়ি—ছেড়ে দাও। মা—মা—বাবা—বাবা—আঃ-উঃ-উঃ-উঃ।

[মুচুকুন্দকে হস্ত-পদ-মুখ-বদ্ধ করিয়া লইয়া প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন।

অগ্নিকটাহ।

বেণু। সোঁ—সোঁ—সোঁ—আর কেন! ভাঁড়ু দত্তের কণ্টক পুড়ে ছাই হ'ল। ধুনির ক্ষিদে মিটে গেল। এবারে তেষ্টা মিটিয়ে দে। ঢাল্ জল। আর্ত্তনাদ থেমে যাক, চিহ্ন ধুয়ে যাক—ঢাল্ জল—

(বেঙ্কটের বেগে প্রবেশ)

বে। সেন—সেন! আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও।

বেণু। কি হয়েছে—কে তুমি? বন্ধু? গোল ক'র না—গোল ক'র না। তোমার কার্য্য শেষ করেছি।

বে। ভুল হয়েছে—ভুল হয়েছে—আমার ছেলে—আমার ছেলে—

বেণু। তোমার ছেলে—

বে। সে আসে নি—তার বদলে আমার ছেলে এসেছে। বাঁচাও সেন—আমাকে বাঁচাও।

বেণু। (হাস্য) আর কে বাঁচাবে বন্ধু? শুনছ না—গোঁ গোঁ—আগুনের শিখায় আবার আর্ত্তনাদ জেগে উঠেছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, কে বাঁচাবে? কে বাঁচাবে?

বে। মুচুকুন্দ—মুচুকুন্দ—বাপ আমার—

(মূর্চ্ছা)

বেণু। কি বুঝছ—কি বুঝছ! এখন যদি নিজেরা বাঁচতে চাও, তা হ'লে একেও সারো। দেরী ক'র না—এই বেলা—এই বেলা—

১ম স। তবে আর কেন রে ভাই!

সকল। ধরো-ধরো-ধরো—ধ্বনির ক্ষিধে মেটে নি—ধরো-ধরো—

(বেঙ্কটকে ধরিয়া সকলের অগ্নিকটাহে নিক্ষেপের উদ্যোগ।—
সশস্ত্র প্রহরী সঙ্গে উদয়নের প্রবেশ এবং সকলকে ধৃত করণ ও বন্ধন)

উদ। (নেপথ্যাভিমুখে) চারিদিক থেকে ঘেরাও কর্। যেন এক বেটা পাষণ্ডও না পালাতে পারে। যদি আমার বন্ধু জীবিত থাকে, তবেই এদের রক্ষা—নইলে পাপের শাস্তিস্বরূপ এদের বংশ একেবারে নির্ম্মূল ক'রে দেব। বল্ নরপিশাচ! ও কাকে তোরা হত্যা করছিলি?

বেণু। এ ব্যক্তি কৌশাম্বীর একজন শ্রেষ্ঠী।

উদ। একে মারছিলি কেন?

বেণু। ওর পুত্রকে আমরা পুড়িয়ে মেরেছি। ও মরা পুত্রের জন্য শোক করছিল, তাইতে ওকেও আমরা পুড়িয়ে মারছিলুম!

উদ। দে—এই কয় বেটাকেই আগুনে ফেলে দে।

(বেগে কালীর প্রবেশ)

কালী। ক্ষান্তি দাও—রাজা ক্ষান্তি দাও। আমার ছেলে বেঁচে আছে।

উদ। সত্য? সত্য? সত্য?

কালী। সত্য—রাজা সত্য! ছেলে বেঁচেছে। আমি তার বিবাহে তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

বেণু। রাজা! মহারাজ! আমরা যাকে মারব ব'লে আগুন জ্বেলে বসেছিলুম, তাকে মারতে পারি নি। যে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে, এ ব্যক্তিও আমাদের ষড়যন্ত্রের ভিতর লিপ্ত ছিল। কিন্তু ভুলক্রমে আমরা এরই ছেলেকে মেরে ফেলেছি।

কালী। ছেড়ে দাও, নিয়তির হুকুমে ওরা আপনারাই আপনাদের শাস্তি দিয়েছে। রাজা, আমার পুত্রের আশ্রয়দাতা মানুষ নয়—নিয়তি—নিয়তি—নিয়তি।

উদ। যা নরাধম—বেঁচে গেলি!—মা! বারংবার তুমি আমাকে পরাস্ত করলে। আমার সমস্ত দম্ভ চূর্ণ হ'ল। আমার শক্তি-বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে আসছে—মাথা ঘুরছে! দুরাত্মাদের মুক্ত কর। এ পাপাত্মার মূর্চ্ছাভঙ্গ কর। জাগিয়ে দাও—সময়কে ফাঁকি দিতে ও যে মধুর মোহে ডুবে থাকবে, তা হবে না। জাগিয়ে দাও—জাগিয়ে দাও।

চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ।

ভাঁড়ু দত্ত।

ভাঁড়ু। এ কি হ'ল? বেঙ্কট করলে কি? সারারাত্রি জেগে ঘোষকের মৃত্যুসংবাদ প্রতীক্ষা করছি, কিন্তু কই? বেঙ্কট ত এখনও ফিরল না? সে কাজ নিষ্পত্তি করতে পারলে না নাকি? তা হ'লেই ত সর্ব্বনাশ। যে বেটার জন্য স্ত্রী পুত্রহত্যা করলে, আমি স্ত্রীহত্যা করলুম, সে বেটা বেঁচে রইল! না, না—তা হ'তেই পারে না। সে মরেছে—মরেছে—মরেছে।

(ভানুমতীর প্রবেশ)

এই যে—এই যে ভানু—ভানু খবর কি? বেঙ্কট এসেছে?

ভানু। দাদা!

ভাঁড়ু। কি কি—শীগ্‌গির বল্—দাদা ব'লে চুপ করলি কেন? বেঙ্কট এসেছে? আরে ম'ল! মুখ অমন ক'রে রইলি কেন? কাপড় দিচ্ছিস কেন? শীগ্‌গির বল্—বেঙ্কট এসেছে?

ভানু। এসেছে।

ভাঁড়ু। তার পর কি বল্? বল্ শুধু এসেছে—না খবর নিয়ে এসেছে?

ভানু। সে ম'রে এসেছে—খবর আর কি দেবে দাদা!

ভাঁড়ু। তবু খবর দেবে—বল্ শীগগির বল্!

ভানু। দাদা! আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার বাছা নেই। (উপবেশন)

ভাঁড়ু। নেই কি রে? ওঠ—ওঠ—ব্যাপার কি আমাকে বুঝিয়ে বল্? মুচুকুন্দ নেই কি? সে কোথাও চ'লে গেছে?

ভানু। আমাকে জন্মের মতন কাঁদিয়ে চ'লে গেছে!

ভাঁড়ু। মারা গেছে?

ভানু। দাদা! মুচুকুন্দ বিহনে আমি কেমন ক'রে থাকব?

ভাঁড়ু। হু! মারা গেছে। ভাঁড়ুদত্তের পুত্র গেল, স্ত্রী গেল, ভাগনে অবশিষ্ট ছিল,—সেও গেল। কি ক'রে—না থাক—এর পরে জিজ্ঞাসা করব। শোক করবার ঢের সময় আছে ভানু। এর পর ভাইভগিনীতে একত্র ব'সে যাদের যাদের হারিয়েছি, তাদের জন্য শোক করব। আর শোক—তাই বা কেন? কিসের শোক? আমার অগাধ সম্পত্তি ভোগ করতে অবশিষ্ট রইলি একমাত্র তুই। যার টাকা আছে, তার ছেলেপুলে সব আছে। তার আবার শোক কি? যার ভোগ আছে সে থাকবে, যা'র ফুরিয়েছে, সে চলে যাবে। এই যে আমি স্ত্রী-পুত্র'বয়োগে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। শোক আবার কি? মুচুকুন্দ ম'রে গেছে—যাক—টাকা হাতে পড়লে দুনিয়ার হাঘরে মা ব'লে তোর কাছে ছুটে আসবে। একটা ছেলে মরেছে, তার বদলে হাজার ছেলে পাবি। হাজার পুষ্যিপুত্তুর দশহাজার বৎসর দু'হাতে খরচ করলেও তোর টাকা ফুরুতে পারবে না। নে বল্—সে ছোঁড়াটার কি হ'ল, শীগগির বল্?

ভানু। দাদা, তুমি কি নিষ্ঠুর!

ভাড়ু। তুইও নিষ্ঠুর হবি। আমার এক ক্রোর মোহরের সম্পত্তি সোনার পাহাড়, জহরের গাছ, গজমুক্তোর লতা, চুণীর ফুল, হীরের ফল—ভানুমতি! আমার তালা-বন্ধকরা ঘরে চাঁদ-সূর্য্যি গড়াগড়ি খাচ্ছে।

ভানু। তোমার এত ঐশ্বর্য্য?

ভাঁড়ু। হাঁ। ওরে! আমার ঐশ্বর্য্য দেখলে কুবেরের ঈর্ষ্যা জেগে উঠবে। ধনীর আবার পুত্রকন্যা কে রে? তার মায়া-মমতায় লোক নেই—ম'রে গেলে কারও শোক নেই। দুনিয়া ব'সে তার মরণ ডাকছে। মরতে দেরী দেখলে ছেলে-পুলেতেই তাকে মেরে ফেলে। এই ঐশ্বর্য্যের যদি মালিক হ'তে চাস্—

ভানু। আমি এই ঐশ্বর্য্যের মালিক হব?

ভাঁড়ু। তুমি ছাড়া আর আমার কে আছে ভানুমতী?

ভানু। ঘোষক যে রয়েছে দাদা!

ভাঁড়ু। চোপ! সে থাকবে কি?—তার জন্য আমার স্ত্রী গেছে, পুত্র গেছে, ভাগনে গেছে, সে বেঁচে থাক্‌বে? সে মরেছে—মরেছে—মরেছে।

ভানু। দাদা! ঘোষক মরে নি।

ভাঁড়ু। চোপ!

ভানু। না দাদা, সে মরে নি। তাকে মারতে গিয়ে আমার মুচুকুন্দ—

ভাঁড়ু। চোপ্—চোপ্—চোপ্।

ভানু। ওগো কড়ায় পুড়ে মরেছে গো!

ভাঁড়ু। খুন করব—ফের বললে খুন করব।

ভানু। দোহাই দাদা, তুমি গুরুজন—তোমাকে মিথ্যা কথা কইনি।

ভাঁড়ু। (দন্তে দন্তপেষণ ও ভানুমতীকে লগুড় প্রহার) মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা।

ভানু। ওগো কে আছ—রক্ষা কর—রক্ষা কর।

(দাসদাসীগণের প্রবেশ)

সকলে। কি কর প্রভু, কি কর?

ভাঁড়ু। হতভাগী, জুয়াচুরী করবার আর জায়গা পাও নি। বল্ মরেছে।

ভানু। তুমি মর—তুমি মর—তোমার টাকায় আমার শোক যেতো না,—তোমার মারে আমার শোকদুঃখ সব গেল। আমি মরেছি—এইবারে তুমি মর। তোমার সম্পত্তি ঘোষক এসে ভোগ করুক।

ভাঁড়ু। ঘোষক ভোগ করবে—ঘোষক ভোগ করবে?—(পুনঃ প্রহার)

সকলে। কি কর—কি কর প্রভু! ম'রে গেল—মরে গেল।

ভানু। মারো—কত মারতে পারো মারো—ঘোষক ভোগ করবে—করবে কি—করেছে।

(ভাঁড়ুর পুনঃ প্রহারোদ্যোগ, সকলের ধারণ ও বেহুটের প্রবেশ)

বে। কি—কি ব্যাপার কি! ওরে শালা, তুমি স্ত্রীকে মেরেছ, আবার ভগিনীকে মেরে ফেলছ!

ভাঁড়ু। জুয়াচোর! বাটপাড়! ঠকিয়ে নেবার আর জায়গা পাও নি?

বে। ভানুমতি!—ভানুমতি!

ভানু। ওগো, আমাকে ধর। আমাকে মেরে ফেলেছে—মেরে ফেলেছে।

ভাঁড়ু। ফেলবে না—তোর এই চোর স্বামী বেণুসেনকে দেখ' ব'লে, আমার কাছে দশ দশ হাজার মোহর নিয়ে গিয়েছে। বাটপাড়! টাকাগুলি লোপাট ক'রে, ছেলে মরেছে ব'লে দমবাজী দিতে আমার বোনকে পাঠিয়ে দিয়েছ। দে চোর, আমার টাকা ফিরিয়ে দে।

বে। তবে রে শালা খুনে, ডাকাত। তুমি স্ত্রীকে মেরে ফেলেছ, আবার ভগিনীকেও মেরে ফেললে। (ভাঁড়ুর পেটে পদাঘাত—পেটে হস্ত দিয়া, গভীর বেদনাব্যঞ্জক শব্দ করিয়া ভাঁড়ুদত্তের উপবেশন)

সকলে। ওগো কি হ'ল—কি হ'ল। কি করলে পিসে—কি করলে ?

বে। শালা, তোমার বুদ্ধিতে এক নির্দ্দোষ ছেলের অনিষ্ট করতে গিয়ে, নিজের ছেলেকে হারিয়েছি! পুত্রশোকে অধীর হয়ে আমার স্ত্রী তোমার কাছে সান্ত্বনা পেতে এল—তুমি কি না তাকে মেরে ফেললে! পাজী, তোর টাকাতে লাথী মেরে, তোর মুখে লাথী মেরে, এই আমি সম্পর্ক শেষ ক'রে চললুম।

[ভানুমতীকে লইয়া প্রস্থান।

ভাঁড়ু। দেওয়ানকে ডেকে দে—দেওয়ানকে ডেকে দে। উ আঁ—ডেকে দে—সব গেল—ডেকে দে।

(দেওয়ানের প্রবেশ)

দে। কি—ব্যাপার কি ? এ কি প্রভু! আপনি মাটিতে প'ড়ে কেন ? এ রকম করছেন কেন ?

ভাঁড়ু। মরছি—দেওয়ান মরছি—শীগ্‌গির তুমি রাজাকে খবর দাও। যাও—বিলম্ব ক'র না। আমি রাজার সুমুখে বিষয়ের ব্যবস্থা করব।

দে। না—না—ও কথা মুখেও আনবেন না।

ভাঁড়ু। যা বললুম, শীগ্‌গির কর—আমি বেশীক্ষণ বাঁচব না—বিষয়ের—ব্যবস্থা—উঃ—যাও—আঃ—যাও।

[দেওয়ানের প্রস্থান।

—

পঞ্চম দৃশ্য

অট্টালিকার সম্মুখ।

কিরাত ও জনপদ শ্রেষ্ঠী।

শ্রেষ্ঠী। মেয়েকে দেখা, তবে ত দর।

কিরাত। আগে টাকা দিবি, তবে বিটীকে দেখবি।

শ্রেষ্ঠী। তার পর তোর মেয়ে যদি পছন্দ না হয় ?

কিরাত। টাকা রেখে চ'লে যাবি।

শ্রেষ্ঠী। দশ দশ হাজার মোহর অমনি দিয়ে যাব ?

কিরাত। বুঝবি, বুঝে দিবি। না বুঝিস, দিবি কেন ?

শ্রেষ্ঠী। আরে ম'ল! এ ত বিষম বিপদে পড়লুম। বেশ, এক হাজার মোহর অগ্রিম নে। যদি পছন্দ না হয়, ওই এক হাজারই আমার যাবে।

কিরাত। দশ হাজার মোহরের এক পয়সা কম লিবো নি।

(মহীধরের প্রবেশ)

শ্রেষ্ঠী। ও মহীধর! এ যে বিষম বিপদ হে!

মহী। বিপদ্ কি, প্রভু!

শ্রেষ্ঠী। ও বলে, দশ হাজার মোহর আগে রাখ, তার পর মেয়ে দেখ।

মহী। বেশ ত, রেখেই দেখুন না।

শ্রেষ্ঠী। পছন্দ না হ'লে টাকা ফেরত পাব না।

মহী। সে কি! এ রকম কথা ত কখন শুনি নি!

শ্রেষ্ঠী। এক হাজার দিতে চাচ্ছি, বলছি, যদি পছন্দ না হয়, তা হ'লে ওই এক হাজার দিয়ে যাব। তাও অন্যায়, তবু আমি রাজি হচ্ছি। কিন্তু ও ত রাজি হচ্ছে না।

কিরাত। হামি বেশী বাৎ কইতে পারব না। দশ হাজার মোহর রাখবি, তবে বিটীকে দেখবি; না পারিস বল—হামি বিটী লিয়ে চলিয়ে যাই।

মহী। এমন বোকা কে আছে ?

কিরাত। দেখেই লারে—কে আছেক, তা ত বোঝাই যাবেক বটে রে।

শ্রেষ্ঠী। কর্ত্তব্য কি মহীধর ?

মহী। না প্রভু, আমি এমন পণে আপনাকে কন্যা নিতে বলতে পারি না।

শ্রেষ্ঠী। না কিরাত,—আমি এরূপ পণে তোর বেটীকে নিতে পারব না।

কি। ওরে! বেটীকে নিয়ে ঘরকে চল্।

(প্রস্থানোদ্যত)

শ্রেষ্ঠী। তাই ত হে! যদিই মেয়েটা পরমাসুন্দরী হয়, তা হ'লে কি হবে?

মহী। তা বটে! তা হ'লে বড়ই দুঃখের কথা।

শ্রে। অমন সোনার চাঁদ নাতি পেলুম, তাকে একটা মনোমত শুভাকাজ্ঞ দিয়েই যদি মুখ না দেখলুম, তা হ'লে কি হ'ল।

মহী। সেটা আপনি বুঝুন। দেশের মধ্যে রাষ্ট্র যে,—এমন সুন্দরী কন্যা কেউ কখন দেখে নি।

শ্রে। তা বটে! কিন্তু কেউ ত দেখে নি—সকলেই শুনেছে!

মহী। তা ঠিক। তবে কি না, যে কথার প্রচার হয়, তার কতক না কতক সত্যি আছেই। বিশেষতঃ বুনো জাত প্রতারণা জানে না। তবে এ রকম পণ যে কেন করেছে, সেটা বুঝতে পারছি না।

শ্রে। ওরে কিরাত, শোন্।

কি। আবার কি বলছিস রে?

শ্রে। বেশ, এক কাজ কর্। তোর বেটীকে মুড়ি সুড়ি দিয়ে এইখানে নিয়ে আয়। তাতে কি তোর আপত্তি আছে?

কি। আচ্ছা, তুই যখন বলছিস্, তখন আন্‌ছি। ওরে বিটীকে মুড়ি-সুড়ি দিয়ে নিয়ে আয় ত!

(বস্ত্রাবৃতা অনুরাধাকে লইয়া কিরাত-কন্যাগণের প্রবেশ)

(গীত)

কোথা ছিলি—কোথা ছিলি এতকাল ভুলে!
এলে যদি কেন রাণী দেরী ক'রে এলে।
লতা থেকে তোলা ফুল, বন থেকে লতা,
জল থেকে কড়ি তোলা, গাছ থেকে পাতা।
এই ত গহনা আছে, আর কোথা পাব,
তোমার সোনার অঙ্গ কি দিয়ে সাজাব!
তারা তারা জল পোরা আছে নয়নে,
এস রাণী ধুয়ে দিই রাঙা চরণে।

শ্রে। কি বুঝছ?

মহী। গঠন দেখে সুন্দরী ব'লেই ত বোধ হচ্ছে।

শ্রে। আমারও তাই বোধ হচ্ছে। মহীধর, গঠন অপূর্ব্ব। কিন্তু মুখ যদি ভাল না হয়, তা হ'লে গঠনের ত কোন মূল্য নেই।

মহী। সে কথা ঠিক—কিন্তু মুখও বোধ হয় গঠনের অনুরূপ।

কি। দেখলি রে?

শ্রে। হাঁ মা! মুখ না দেখাও, একটা আধটা কথা কইতেও কি দোষ আছে?

অনু। কি বল্‌ছিস্ রে!

মহী। আরে মল! এ বেটী বোবা।

শ্রে। জুয়াচোর বেটা—লোক ঠকাবার জায়গা পাও নি! বেরো বেটা—বেরো।

(বলভদ্রের প্রবেশ)

বল। কই কিরাত, কোথায় তুমি?

কি। কি রে! তুইও কি বেসাইতে এলি নাকি রে?

বল। কি হয়েছে?

কি। হবেক কি? বিটী বেচতে আইছি—বিটীরে দেখিলা বইলে লোভাই দিইছে—দেখের বিটী কি রাজনন্দিনী হয় নাকি রে!

বল। আমি কিনব।

কি। না দেখে কিনবি?

বল। না দেখেই কিনব।

কি। দশ হাজার মোহর দিবি?

বল। দশ হাজারই দেব।

মহী। প্রভু! বুঝতে পারছেন?

শ্রে। তাই ত! তা হ'লে সুন্দরীই বটে। আমরা দর কচ্ছি, মাঝখান থেকে তুমি এসে দর কর—কে তুমি হে?

বল। তুমি কে? হাঁ মা! আমি তোমাকে ক্রয় করলে কোন আপত্তি নেই।

অনু। হাঁমাকে না দেখে যে নিবে, আমি তার ঘরে দাসী হব। নইলে টাকা জলে ঢালবি।

বল। আমি না দেখেই তোমাকে গ্রহণ করব।

শ্রে। আমিও করব। কিরাত! আমি পোনর হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেব।

বল। আমি বিশ হাজার।

শ্রে। আমি পঞ্চাশ। এস কর্ত্তা, ক্ষমতা থাকে ডেকে নাও।

বল। তাই ত! এ যে রকম ভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে পেরে উঠব না দেখছি যে।

শ্রে। কি কর্ত্তা, থামলে কেন? কত পয়সার মালিক তুমি? ভাঁড়ুদত্তের মামার সঙ্গে টক্কর দিতে এসেছ?

বল। পঁচাত্তোর হাজার—

শ্রে। লাখ—

বল। পরাস্ত হলুম শ্রেষ্ঠী! আমার এই পর্য্যন্ত সম্বল—আর নেই। (উপবেশন)

শ্রে। যা কিরাত। এর সঙ্গে যা—টাকা নিয়ে আয়। দশ হাজার দিচ্ছিলুম না, মর্য্যাদা রাখতে তোকে লাখ দিলুম। নে, এইবারে মেয়ের মুখ দেখা।

অনু। হা অদৃষ্ট! সিংহমুখ থেকে বেঁচে আমি বৈশ্যের ক্রীতদাসী হলুম!

(ঘোষকের প্রবেশ)

ঘো। পিতামহ!

শ্রে। এস ভাই, তোমার জন্য এক কথায় আমি লাখ মোহর খরচ ক'রে ফেললুম। এখন অপ্সরাই হোক, কি বাঁদরই হোক—তোমার অদৃষ্ট।

ঘো। আমি ত পিতামহ! কনেকে নিজের চোখে না দেখে বিবাহ করব না।

শ্রে। সে কি! যদি পছন্দ না হয়, তা হ'লে কি আমার টাকা বরবাদ যাবে?

ঘো। তা কি করব? আমার প্রতিজ্ঞা।

শ্রে। ও কর্ত্তা, তা হ'লে তুমিই নাও।

(কালীর প্রবেশ)

কালী। না, না—কর্ত্তা আর নেবে না, তুমিই ও।

(বেগে জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। জনপদ শ্রেষ্ঠী কে?

শ্রে। কেন?

দূত। আপনি?

শ্রে। আমি।—কি দরকার?

দূত। আপনার ভাগিনেয় মৃত্যুমুখে—তিনি আপনাকে এই পত্র দিয়াছেন।

শ্রে। (পত্রপাঠ) তাই ত রে! এ কে রে! এ যে ভাঁড়ু দত্তের কেউ নয়? ও মহীধর! মহীধর!

মহী। কি—কি প্রভু?

শ্রে। কাকে নাতি ব'লে নিয়ে এলি রে।

মহী। নাতি নয় ত কি?

শ্রে। এই পত্র দেখ—কি সর্ব্বনাশ করেছিলুম। দে কিরাত, দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে আমাকে রেহাই দে।

কি। তা দিব নি! তোকে বিটী নিতেই হবে।

অনু। (অগ্রগমন) তা শুনব নি, তুই যখন কিনেছিস, তোকে নিতেই হবে।

সকলে। তোকে নিতেই হবে।

শ্রে। এই—এই—স'রে যা—স'রে যা।

মহী। থামো—থামো—আপনার ভাগিনেয় মৃত্যুকালে পাগল হয়েছে। আমাকে যত্ন ক'রে ছেলেকে দেখিয়েছে—যাতে না ভুলি, তাই যুবকের বাহুমূলের ত্রিশূল চিহ্ন দেখিয়েছে।

বল। ত্রিশূল চিহ্ন! ত্রিশূল চিহ্ন!—কই—কই—কোথায়?

মহী। এই-ই আমার ভাগিনেয়-পুত্র।

বল। না, না—আমার পুত্র!—ঘোষক—ঘোষক—তুমিই আমার হারানিধি!

অনু। আর তুমিই আমার স্বামী। হে দেবতা, একবার দেখে চরণে সর্ব্বস্ব বিকিয়েছি, এ দাসীকে চরণে আশ্রয় দাও।

শ্রে। এ সব ব্যাপার কি? কে তুমি বৃদ্ধ?

বল। চিনবে কি শ্রেষ্ঠী? বাল্যে দু'জনে সখা ছিলুম!

শ্রে। বলভদ্র রাও! এ কি—এ কি!—নে কিরাত, আর এক লক্ষ মুদ্রা উপহার নে। এ তোমারই পুত্র?

ঘো। আমি বুঝতে পারছি না—আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। হাঁ মা! এ সব কি সত্য?

কালী। সমস্ত সত্য। তুমি বৈশ্যপুত্র নও—ক্ষত্রিয়। ইনিই তোমার পিতা। পরে সময়ান্তরে তোমাকে সমস্ত কাহিনী বলব।

বল। আর তুমি যাকে পেলে, আনন্দের সহিত আজ সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করি, ইনি তোমারই মতন আমার স্নেহের পাত্রী, রাজা উদয়নের একমাত্র

ভগিনী অনুরাধা। এখন চল—পিতার অনুগমন কর।

শ্রে। কোথায় যাবে? আমার সম্বন্ধ-বন্ধন আরও দৃঢ় হ'ল। সখার পুত্র! এখন তোমাকে পুত্র ব'লে সম্বোধন করতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার। —আমার সর্ব্বস্ব তোমার।

—

ষষ্ঠ দৃশ্য

কক্ষ

পর্য্যঙ্কোপরি ভাঁড়ুদত্ত।

ভাঁড়ু। (মৃদু আর্ত্তনাদ) ছেলে মরেছে, স্ত্রী মরেছে, ভাগনে মরেছে, ভগিনীও বুঝি এতক্ষণ ম'ল—আমিও মরতে চলেছি! কেউ রইল না। আপনার বলতে কেউ রইল না। কেবল রইল—উঃ। যে আমার কেউ নয়—সে—সে—একমাত্র সে। আমার অগাধ সম্পত্তি নিতে ওই সে হাত বাড়াচ্ছে—ওই নিলে—ওই নিলে—রাখতে পারলুম না। না—না—রাখব, তোকে দেব না—দেব না—সরিয়ে নে, ডাকাত! হাত সরিয়ে নে—আমার ধনে তুই হাত দিতে পাবি নি। কে আছিস্—দুরাত্মার হাত সরিয়ে দে। কেউ নেই? এত ঐশ্বর্য্যের রাজা আমি, মৃত্যুকালে আমার শয্যাপার্শ্বে কেউ নেই? ওই—ওই—আবার হাত বাড়াচ্ছে। —কে আছিস্—হাত সরিয়ে দে—কে আছিস্?

(কালীর প্রবেশ)

কালী। কি বলছ—শেঠজী?

ভাঁড়ু। কে তুই?

কালী। চিনতে পারবে কি শেঠ?

ভাঁড়ু। স্বরে চিনেছি—কিন্তু—দেখে—

কালী। চিনতে পারবে না। দেহ থেকে তোমার দত্ত পাপান্নের রস বেরিয়ে গেছে। এখন আমি দেবতার মা হয়ে পাপমুক্ত হয়েছি। তুমি আর আমায় দেখে চিনতে পারবে না। কি বলতে চাচ্ছিলে?

ভাঁড়ু। কিছু বলতে চাই নি, তুই চ'লে যা!

কালী। কে আছিস ব'লে লোক ডাকছিলে—কেউ তোমার কাছে নেই দেখে এসেছি। হে ধনবান্! এখন দেখছি, তোমার মতন দুঃখী জগতে আর নেই। পথে প'ড়ে যে মরে, তার জন্যও দুঃখ করবার পথিক আছে, কিন্তু তোমার মরণকালে শোক করবার কেউ নেই। সকলেই দূরে দাঁড়িয়ে তোমার মরণ প্রতীক্ষা করছে। আর পয়সা নেবার জন্য হাত বাড়াচ্ছে। অনেক দিন তোমার খেয়েছি, অকৃতজ্ঞ হ'তে পারলুম না ব'লে তোমার সেবা করতে এসেছি। সেবা নেবে কি?

ভাঁড়ু। না—না—তোর সেবা নেবো না। তুই চ'লে যা।

কালী। তা কি হয়? আমার মন বুঝবে কেন? আমি তোমার সেবা করব।

ভাঁড়ু। আমি তোর সেবা চাই না।

কালী। বেশ, তবে তোমার কাছে যা পেয়েছি, তোমাকে তা ফিরিয়ে দিয়ে যাই, তুমি নাও। তোমার সঙ্গে বিশ বৎসরের প্রেম-ব্যবসায়ের উপার্জ্জন—শেঠ আজ তোমাকে সব ফিরিয়ে দেব।

ভাঁড়ু। দেওয়ান আছে—তাকে হিসেব ক'রে দিগে যা।

কালী। ও বাবা! সে বেটা তোমারই দেওয়ান। আমি তাকে বোঝাতে পারব না, বুঝে নাও।

ভাঁড়ু। দোহাই কালী, আমাকে কথা কইয়ে মেরে ফেলিস্ নি।

কালী। সে কি শেঠ—বারাঙ্গনাই হই, আর যাই হই, তোমার আশ্রিতা ত বটে! তুমি আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলছিলে—ছেলেকে কাটতে গিয়েছিলে—

ভাঁড়ু। দোহাই—রক্ষা কর্।

কালী। স্ত্রীর গলা টিপে মেরে ফেলেছ—ভগিনীকে লাথি মেরে মৃত্যু-শয্যায় শুইয়েছ—আর একটু কথার আঘাতও সহ্য করতে পারবে না? এই নাও—যা যা আমাকে দিয়েছিলে—সব নাও।

ভাঁড়ু। ওরে—মেরে ফেললে রে।

কালী। এই নাও, তোমার সাধের পচা হীরের আংটি—তোমারই হাতে আবার পরিয়ে দি।

ভাঁড়ু। দোহাই কালী, দোহাই—

কালী। দোহাই কি—যে পথে চলেছ, সে পথে আত্মীয়-বান্ধব যাবে, আর তোমার এই অগাধ ঐশ্বর্য্য সঙ্গে যাবে না—নিরালম্ব নিরাশ্রয়—এই পথ—

ভাঁড়ু। আমাকে কালী—মেরে ফেলে—

কালী। (স্বগতঃ) আর নয়, এই উপযুক্ত সময় হয়েছে! কথা এড়িয়ে এসেছে—আর নয়। কালী তোমাকে মেরে ফেলে নি—তোমাকে বাঁচালে। অনেক কাল তোমার অন্ন খেয়েছি ব'লে, তোমাকে শেষদিনে রক্ষা করতে এসেছি। নরাধম শেঠ! ঘোষককে বিষয় থেকে বঞ্চিত করবে ব'লে, তুমি রাজাকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনছ। বিষয় দেবে না বলবার জন্ম তুমি মরা দেহে জোর ক'রে প্রাণকে ধ'রে রেখেছ, তাই আমি তোমার অর্দ্ধেক কথা পেট থেকে বার ক'রে দিয়ে চ'লে গেলুম। রাজার কাছে তোমার কথা শেষ হ'তে না হ'তে তোমার শেষ আগে হয়ে যাবে। নরাধম! এখন বুঝতে পারবি নি—দেবতার হাতে তোর মতন পিশাচের সম্পত্তি দিয়ে তোর যে কি মঙ্গলসাধন করলুম, তা এখন বুঝতে পারবি নি—মৃত্যুর পরে বুঝবি—যমদূতে যখন দণ্ড নিয়ে পীড়ন করতে আসবে, যখন সে জগতের কোন স্থানে তুই সাহায্য পাবি নি—তখন বুঝবি—ঘোষকের দয়া, দাক্ষিণ্য, সরলতা, বিশ্বাস—তারা বাহু হয়ে তোকে বেষ্টন ক'রে রেখেছে। যা—আমার বক্তব্য ব'লে চললুম—এইবারে তোর যা কর্ত্তব্য তাই কর।

[প্রস্থান।

ভাড়ু। উঁ—আঁ!—রাজা—রাজা—ওরে কে আছিস্, রাজাকে ডেকে দে—আমি মরি—মরি—বেটী আমায় বকিয়ে বকিয়ে মেরে গেল। মরি—মরি—উঃ—যাই—যাই—

(উদয়ন, দেওয়ান, দাসদাসীগণ ও প্রতিবাসীগণের প্রবেশ)

উদ। রাজশ্রেষ্ঠী! আমি এসেছি।

ভাঁড়ু। (হাত তুলিয়া প্রণামকরণ) আসন—আসন (দেওয়ান কর্তৃক রাজাকে আসন দান)

উদ। আসনের জন্ম ব্যস্ত হ'তে হবে না। হঠাৎ তোমার কি ব্যাধি হ'ল রাজশ্রেষ্ঠী?

ভাঁড়ু। বলছি পরে—পরে। আমি বেশী কথা কইতে পারব না। আপনার সম্মুখে আমি সমস্ত সম্পত্তির ব্যবস্থা করব।

উদ। বেশ, বল—শুধু আমি নই—প্রতিবাসী বিজ্ঞ বান্ধবেরাও এখানে উপস্থিত। ভবিষ্যতে যাতে কোন গোলযোগ না হয়, এই জন্ম আমি এদের সঙ্গে ক'রে এনেছি।

ভাঁড়ু। উঃ—ভালই করেছেন।

উদ। কেবলমাত্র তোমার পুত্র এখানে উপস্থিত নেই।

ভাঁড়ু। রাজা, আমার একমাত্র পুত্র—সে ম'রে গেছে।

উদ। ঘোষক ম'রে গেছে?

ভাড়ু। ঘোষক আমার পুত্র নয়।

উদ। তোমরা সব শুনলে—ঘোষক রাজশ্রেষ্ঠীর পুত্র নয়।

সকলে। শুনলুম মহারাজ।

উদ। তা হ'লে ঘোষক তোমার কে?

ভাঁড়ু। কেউ নয়।

উদ। সত্য বল রাজশ্রেষ্ঠী! তোমার বান্ধবেরা জানে, সে তোমার পুত্র।

সকলে। আমরা ত তাই জানতুম মহারাজ! আমরা এ কথা এখন শুনে বিস্মিত হচ্ছি।

ভাড়ু। আমি তাকে—পথ থেকে—কুড়িয়ে—মানুষ করেছি।

উদ। তা হ'লে সে তোমার পালনপুত্র?

ভাঁড়ু। উঁ—আঁ।

উদ। উঁ—আঁ রাখ, আমার কথার উত্তর দাও।

ভাঁড়ু। পুত্র নয়—

উদ। পালনপুত্র?

ভাঁড়ু। উঁ—আঁ।

উদ। তোমার মৃত্যু সন্নিকট—শীগগির বল। না ব'লে মরলে—আমি ঘোষককে সমস্ত সম্পত্তি দান করব।

ভাঁড়ু। নয়।

উদ। পালনপুত্রও নয়?

ভাঁড়ু। কিছু নয়।

উদ। কিন্তু তুমি আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী সকলের কাছে বলেছ, সে তোমার পুত্র। কেমন, তোমরা কি জানতে?

প্র। আমরা জানতুম পুত্র।

উদ। তোমরা কি জানতে?

দাসদাসীগণ। আমরা জানতুম পুত্র।

উদ। শুনছ রাজশ্রেষ্ঠী?

ভাঁড়ু। উঁ—আঁ! আমি অত কথা কইতে পারব না!

উদ। যদি পুত্র নয়—কিছু নয়, তবে তুমি তাকে ঘরে রেখেছিলে কেন?

ভাঁড়। দয়া—দয়া।

উদ। তুমি কি তার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছ?

ভাঁড়। কেবল—কেবল।

উদ। তোমরা কি বল?

দাসদাসীগণ। এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার কখন দেখি নি।

উদ। শুনছ?

ভাঁড়ু। উঁ—আঁ!—ওরা চোর—চোর।

উদ। তোমার প্রতিবাসীরাও বলছে।

ভাঁড়ু। ডাকাত—ডাকাত।

উদ। কালী বলেছে।

ভাঁড়ু। ডা'ন—ডা'ন।

উদ। আমি বলছি।

ভাঁড়ু। আঁ—ই—উঁ—উঁ!

উদ। শোন শ্রেষ্ঠী, আমি তোমার নিষ্ঠুরাচরণের সাক্ষী। সাধারণ্যে বিচার ক'রে, তোমাকে শূলে দেব মনে করেছিলুম। ঘোষককে নাশ করবার জন্ত তুমি নানা উপায় অবলম্বন করেছ। তাকে মারতে পুত্রকে মেরেছ, তার জন্ত স্ত্রীকে মেরেছ, ভাগিনেয়কে, ভগিনীকে—সমস্তকে মেরেছ—নিজের কুল নির্ম্মূল করেছ। আমার কুলে কলঙ্ক দেবার চেষ্টা করেছ—ঘোষককে আমার অন্তঃপুরের বাগানে প্রবেশ করিয়েছ—তোমারই জন্ত আমি ভগিনীকে নির্ব্বাসিত করেছি—প্রজার বিরাগভাজন হয়েছি। তোমাকে আমি শূলে দিতুম—কিন্তু তোমার সৌভাগ্য, তুমি মৃত্যুমুখে। আমি তোমাকে ক্ষমা করলুম। ঘোষক তোমার পুত্র নয়—যাঁর পুত্র, তিনি তোমার সম্মুখে এই উপস্থিত হয়েছেন। (বলভদ্রের প্রবেশ) ইনি রাণীর মাতুল।

ভাঁড়ু। আঁ—ই—

বল। শ্রেষ্ঠী! বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার পত্নী এক পুত্র প্রসব ক'রেই দেহত্যাগ করেছিলেন। পুত্রও মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, আমি তাকে এক সাধুর আদেশে পথে নিক্ষেপ করেছিলুম। শ্রেষ্ঠী! তুমি তাকে কুড়িয়ে তার জীবন দান করেছ, পুত্রস্নেহে পালন করেছ। তোমারই কৃপায় বিশ বৎসর পরে আমি বংশধর পুনঃ প্রাপ্ত হয়েছি। তুমি আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর!

উদ। আরও শোন। তোমার ইচ্ছা মত দিলুম। জানি—তুমি ঘোষককে বঞ্চিত করবার জন্তই আমাকে আনিয়েছ, তবু তোমাকে সানন্দে অনুমতি দিলুম।

ভাঁড়ু। উঁ—উঁ—দেওয়ান।

উদ। আমি দেখব এবং এই সমস্ত সাধুদের দেখাব, যাকে তুমি একদিনের শিশু থেকে মারবার নানা চেষ্টা ক'রে আজ পর্য্যন্ত মারতে পার নি, অদৃষ্ট তোমার বিষয় নেবার জন্ত, যাকে তোমাকে দিয়েই আনিয়েছে, তাকে তুমি কেমন ক'রে বিষয় থেকে বঞ্চিত কর।

ভাঁড়ু। দেওয়ান! হিসেব—

দেও। তুমি সম্পত্তি আদিতে চল্লিশ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা—নগদ চল্লিশ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা।

সকলে। ওরে বাবা! এ কি লোকে শুনলে বিশ্বাস করবে?

উদ। এখনও করবে। তবে মহারাজ চক্রবর্ত্তী অশোক চ'লে গেছেন—মগধ শ্রীহীন হয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও দিন সংক্ষেপ হয়ে আসছে। আমি ভাগ্যবান্, আমার রাজ্যে এখনও জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠীর বাস। এর পরে এ দেশের লোক এক উপাখ্যান মনে করবে। মস্তের কথা ব'লে হেসে উড়িয়ে দেবে। দাও শ্রেষ্ঠী, এ সম্পত্তির কি ব্যবস্থা করবে বল?

ভাঁড়ু। এ ছাড়া—মণি-রত্ন—আমার গুপ্তঘরে আরও—জল—জল—

উদ। জল দাও—

ভাঁড়ু। আরও বিশ-কোটি।

সকলে। ওরে বাবা! আরও! এ কি প্রলাপ বকছে না কি?

ভাঁড়ু। এই সমস্ত সম্পত্তি—আমি—জল (মুখে জলদান) ঘোষককে—উ—জল (দীর্ঘ আর্ত্তনাদ)—

উদ। ঘোষককে কি বল—

ভাঁড়ু। জল—জল—গলা চেপে ধরেছে—জল—জল—

উদ। বল—বল শীগ্‌গির—

ভাঁড়ু। ঘোষককে—দে—বো—উঁ—ও—

(মৃত্যু)

উদ। তোমরা সকলে কি শুনলে?

সকলে। দেবো পর্য্যন্ত শুনিছি মহারাজ।

উদ। সকলে?

১ম প্র। না দেবার একান্ত ইচ্ছা থাকতেও নিয়তি 'না' বলতে দিলে না।

উদ। এ কথা আমি সাধারণ্যে প্রচার করতে পারি?

সকলে। প্রচার করুন মহারাজ, প্রচার করুন।

(নেপথ্যে বাদ্য)

উদ। তা হ'লে এস—এ মৃত্যুগৃহে আর উৎসব নয়। দ্বার বন্ধ কর (দ্বার বন্ধ করণ)।—ধর্ম্মতঃ কার্য্যতঃ আমি এখন ঘোষকের অভিভাবক। দেওয়ান। রাজশ্রেষ্ঠীর অবস্থানুরূপ অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ব্যবস্থা কর। তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি।

সপ্তম দৃশ্য

সুসজ্জিত উদ্যান।

(অনুরাধাকে লইয়া শ্যামাবতী ও ঘোষককে লইয়া উদয়নের প্রবেশ)

উদ। ভগিনি! বহু অপরাধ করেছি।

অনু। করুণাময় আর্য্য! আপনার কৃপাতেই আমি দেবতার আশ্রয় পেয়েছি।

শ্যামা। আপনি স্নেহবশে কর্ত্তব্যের ত্রুটি করলে, প্রজা আজ এত সুখী হ'ত না। চারিদিকে ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মরাজ ব'লে আপনার যশোগান করছে।

উদ। ঘোষক। তুমি রাজশ্রেষ্ঠীর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী।

শ্যামা। উৎসব—উৎসব—এস সকলে মিলে উৎসব করি।

(পটপরিবর্ত্তন)

উজ্জ্বলদৃশ্য।

বন্দিনীগণ।

গীত।

উৎসব উৎসব, মাতল নাগরী সব,
পথে পথে বাজে বেণু।
উৎসব উৎসব, কুঞ্জে পিকরব,
ফুলে ফুলে ঝরে রেণু॥
উৎসব উৎসব, ঋতুরাজ গৌরব,
পূর্ণশশী নিশি ভালে।
উৎসব উৎসব, দম্পতি বান্ধব,
মাতল মলয় হুমালে॥
তুলে নে তুলে নে, হিয়া হিয়া বাঁধনে,
ফুল্ল কুসুম ফুলহারে।
উৎসব উৎসব, রতিরণে মনোভব,
এখনি চলিবে অভিসারে॥

যবনিকা পতন।

মন্দাকিনী

(নাটক)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

পরশুরাম			
আপব বশিষ্ঠ			
শান্তনু	...	...	হস্তিনার রাজা।
সুনন্দ	...	...	ঐ মন্ত্রী।
হোত্রবাহন	...	...	ঐ বয়স্য।
ধৌম্য	...	...	ঐ পুরোহিত।
কঞ্চুকী			

ভৃত্যগণ, অনুচর, পুরবাসিগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী

দ্যুতি

গঙ্গা

যমুনা

ধৌম্য-পত্নী

সরযূ

কঞ্চুকি-পত্নী

দেববালকগণ, পুরবাসিনীগণ, বিলাসরঙ্গিণীগণ, গঙ্গাসহচরীগণ,
যক্ষপত্নীগণ ইত্যাদি।

মন্দাকিনী

প্রস্তাবনা

(গীত)

শুনে যাও ওগো নবীন পান্থ,
আমরা নহিক বিহান-প্রাণ,
আমরা জানি যে মরম-আলাপ,
আমরা জানি যে গাহিতে গান ॥
তোমারি মতন এ জল-লহরে হৃদয় মোদের আছে।
দেখিতে জান না তাইত অন্ধ, লুকাই তোমার কাছে।
যুগের সঙ্গে লভিয়া জন্ম, চলেছি যুগের সনে,
তখনও তুমি ওঠনিক শিশু বিশ্ব-ধাত্রার মনে।
যুগের কাহিনী বহিয়া চলেছি সারাদিন সারারাতি,
আমরা গড়েছি সোনার দেশ, আমরা রচেছি জাতি।
আমরা দিয়াছি ডিঙ্গার কাহিনী সপ্ত সাগর-পারে,
কত সম্পদ উজান বহিয়া আমরা এনেছি ঘরে ॥
প্রথম যখন বেদের মন্ত্র, উঠিল ঋষির মুখে,
অনন্ত প্রবাহে কত না ছন্দে, আমরা রেখেছি লিখে।
এখনি যখনি জাতির নিদ্রা, হয়েছে গো অবসান,
দেবতা মানব মিলনের অর্ঘ্য আমরা করেছি দান ॥

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(দ্যুতির প্রবেশ)

(গীত)

আমি খুঁজিতে আসি নি তারে।
কেন যে এসেছি ভুলে গেছি,
তাই দাঁড়ায়ে পথের ধারে ॥
এ পথ দিয়ে সে আসিবে না জানি,
কেন তবে সবে কর কানাকানি,
ও কুটিল চোখে কেন যাও দেখে,
ফুলে গাঁথা এই ফুলহারে ॥

এ পথে যদি সে কখন আসে,
চলিতে ক্লান্ত এখানে বসে,
বোলো না বোলো না মাথার দিব্য—
দেখেছিলে তুমি আমারে ॥
আমি রচেছি বাসা যেথা নিরাশা,
চলেছি সিন্ধুপারে—চলেছি সিন্ধুপারে ॥

(আপবের প্রবেশ)

আপব।—কে গো তুমি এখানে দাঁড়িয়ে সমস্ত প্রদেশটাকে আনন্দধারায় প্লাবিত করছ?

দ্যুতি।—কথাগুলো কি তোমার কানে আনন্দের প্রতিরূপ হয়ে প্রবেশ করলে?

আপব।—মিছে বলবার আমার প্রয়োজন? শতবর্ষের উপবাসে আমার বহিরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার নিবৃত্তি হয়ে গেছে। অবশিষ্ট আছে কেবল মর্ম্ম, সংসারের শোক-কোলাহল সেখানে প্রবেশ ক'রে হাসে; এখানকার হাসি সেখানে কাঁদে, দম্ভ অহঙ্কার সেখানে ভয়ে কাঁপিতে থাকে। সংসারের সুখ-দুঃখ যখন প্রত্যেকেই বিপরীত মূর্ত্তি ধ'রে আমার মর্ম্মের কাছে উপস্থিত হয়, তখন তোমার এটাকে আনন্দ না ব'লে, আমি ত অন্য আর কিছু বলতে পারছি না বালা। বহুকাল পরে, আমার মর্ম্মযন্ত্রে শোকের ঝঙ্কার জেগে উঠেছে।

দ্যুতি। তাইতেই বুঝে নিলেন—এ আমার আনন্দ?

আপব। এ তোমার আনন্দ।

দ্যুতি। না ঋষি, না।

আপব। না?

দ্যুতি। গভীর শোকে আমার প্রাণ-মন-বুদ্ধি সমস্ত ডুবে রয়েছে।

আপব। তা হ'লে তোমার বিষাদ আর আমার বিষাদে এক হ'ল?

দ্যুতি। শতবর্ষ আমি শোকের দহনে ছটফট ক'রে বেড়াচ্ছি।

আপব। শতবর্ষ পরে আজ প্রথম আমার মর্ম্মে সমবেদনার ঝঙ্কার। কে তুমি?

দ্যুতি। চিন্‌তে পারলে না ঋষি?

আপব। এর পূর্ব্বে আর কখনও তোমাকে দেখেছি ব'লে ত আমার স্মরণ হয় না।

দ্যুতি। এতই তোমার দুর্দ্দশা! তাই ত ঋষি, তোমাকে দেখে এখন আমার নিজের জন্য যে দুঃখ করবার কিছু রইল না। সুমেরুর সেই আঁধার-ভরা গুহার ভিতরে চোখ বুজে ব'সেও যে তুমি এক দিন তোমার আশ্রমের গোধন-অপহারিণীকে দেখতে পেয়েছিলে, দেখেই চিন্‌তে পেরেছিলে, চিনেই অভিশাপ দিয়েছিলে, সেই তুমি—তোমার এত দূর অধঃপতন হয়েছে যে, শত বৎসর মাত্র না দেখে তুমি তাকে চিনতে পারলে না? এখন দেখছি ঋষি, আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে গিয়ে তুমি নিজের ক্ষতি বেশী করেছ।

আপব। বসুপত্নি! আমার প্রণাম গ্রহণ কর। এখন একবার বল দেখি, আমার আশ্রম-গাভীকে চুরি করতে স্বামীকে উত্তেজিত করেছিলে কেন?

দ্যুতি। দেখলুম ব্রাহ্মণ, বিশ্বের একপ্রান্তে অমৃতের প্রস্রবিণী লুকিয়ে রেখে একা একাই তুমি সম্ভোগ করছ, আর এ দিকে বিশ্বের লোক পিপাসায় ছটফট করছে। যে ভাবে তাবে সঞ্চিত দুধের সামান্যাংশও তুমি খেতে পারছ না, অবশিষ্ট সমস্ত প'চে যাচ্ছে, তবু মানুষের উপকারে আসছে না; তোমার সে স্বার্থ-বুদ্ধিতে ঘা দেবার জন্য আমি সে কাজ করেছিলুম।

আপব। শুধু সেই ছিল তোমার উদ্দেশ্য?

দ্যুতি। না ঋষি, মানবের অজ্ঞানতা দেখে ইচ্ছা করেছিলুম, সেই জ্ঞানামৃত আমার স্বামীর সাহায্যে আচণ্ডালে বিতরণ করব।

আপব। দেবি, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোক।

দ্যুতি। কি ক'রে হবে ঋষি? আমার স্বামী?

আপব। তা'রেই ত জগতে আনবার জন্য আমি শতবর্ষ অন্নজল ত্যাগ ক'রে আবাহন করছি দেবি! বিনা ব্রহ্মচর্য্যে দেহ কখন অমৃতের অধিকারী হয় না। দেখছ না, শতবর্ষের কি ঘনীভূত অন্ধকার, লালসার বিষম তাড়নায় জাতি কি আত্মহারা, ত্যাগের কথা শুনতে তারা ভয় পায়, শুনলে হাস্য করে—তা'রা কি আমার সে নন্দিনীর অমৃতের মর্য্যাদা রাখতে পারবে না। সম্মুখে একটা আদর্শ চাই—শুন দেবী, তোমার স্বামী হবেন এ পৃথিবীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ। কেমন মা; তোমার ইচ্ছা-পূরণের এ ছাড়া আর কোন উপায় আছে?

দ্যুতি। ঋষিরাজ!

আপব। যাও, ব্রাহ্মণকে স্বার্থপর দেখে শাস্তি দিতে গিয়ে, নিজের স্বার্থত্যাগে কাতর হ'ও না—স্বামীর কথা আর জানতে চেও না। শতবর্ষব্যাপী অনশনব্রতের পর আজ আমি পারণ করতে চলেছি। তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে, আগ্নেয় গিরির আগুনের মত শতবর্ষের ক্ষুধা আমার উদর-গহ্বরে দাউ দাউ ক'রে জ'লে উঠেছে। শীঘ্র ব'লে দাও মা, কোথায় গেলে আমার পারণ হবে।

দ্যুতি। সম্মুখে হস্তিনা।

আপব। যাও মা, আবার আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

দ্যুতি। কিন্তু দেখো ক্ষুধার্ত্ত, ক্ষুধার জ্বালায় যেন উদ্দেশ্য ভুলো না।

আপব। কি করব বল।

দ্যুতি। রাজা সস্ত্রীক না হ'লে পারণ ক'র না।

আপব। তথাস্তু। [উভয়ের প্রস্থান।

(পটপরিবর্ত্তন)

(গঙ্গাসহচরীগণের গীত)

সাগর-গামিনী সাগর-গামিনী
কোন্ দেশ হ'তে কেমন করিয়া
আসিলে বল না শুনি।
কোন্ আকাশের কোন্ কোণে বসি
কেবা এ রচিল গান,
কে গো সাধারণে করালে তোমারে
বিশ্বে ক'রে দান,
কোন্ ঋষি তোমা রচিল মন্ত্রে,
কোন্ রবিরশ্মি রচিল যন্ত্রে,
দিবানিশি তুমি চল কল কল
অচল অমল বারি!
মন্দাকিনী মন্দাকিনী
মন্দাকিনী মন্দাকিনী!

(গঙ্গা ও যমুনার প্রবেশ)

গঙ্গা। পশিব কো! সংসার-আঁধারে।
জন্ম হ'তে আলোকধারায়,

ত্রিসংসার করায়েছি স্নান।
প্রতি কল্লোলে কল্লোলে কুতূহলে
গেয়েছি মুক্তির গান;
সেই আমি, আজ আবদ্ধ করিতে মোরে
স্বেচ্ছায় রচিনু এই দেহ-কারাগার।
এই দেখ সখী কাঁপিতেছে প্রাণ;
না জানি এ ঘরে কি দুর্জ্জয় মোহ ঘোরে
কি মমতা বেঁধে দিনু সখী।
ঐ দেখ প্রতি তরু-শিরে,
মোরে দেখি পাখী নৃত্য করে,
মলয় আদরে মধুস্বরে ভৃঙ্গ করে গান,
পুষ্পপুঞ্জ খুলি মন-প্রাণ
বিশ্বে বিশ্বে সৌরভ বিলায়—
কেন সখী!
বন্দিনী হেরিতে এত উল্লাস সবার!

যমুনা। লীলা দেখিবার লোভে রাণি!
তোমা দেখে ব্যাকুলা মেদিনী—
গগন হইতে সুধা ঝরে;
শিখরিণী-কলেবরে
তুষার রোমাঞ্চরূপে ফুটে;
দিনমণি, নিশানাথে দেয় আলিঙ্গন,
উষার কাঞ্চন-রাগ পূর্ব্বরাগে যেন
ভ্রূভঙ্গে মধুর রঙ্গে পূর্ব্বাকাশে খেলে।

গঙ্গা। উল্লাসে গেয়েছি গান গঙ্গাধর-শিরে
উল্লাসে নেচেছি সখী, হিমানী ভূধরে।
উল্লাসে রজতকান্তি এ অঙ্গ আমার
হাররূপে প্রকৃতির শ্যামাঙ্গে জড়াই।
উল্লাসে সাগরে মিশে যাই—
কিন্তু সখী আজ কেন হতেছে এমন?
হের অঙ্গ করে টলমল—
আতঙ্কে বিকল আমি।

যমুনা। ভয় কি—ভয় কি রাণি!
জলময়ী তব তনুখানি—
অপরূপ রূপের লহরে
দিগন্তে নীলিমা আলো করে;
তাই দেখে দুন্দুভি বাজায় দেবগণ;
দেবপুষ্পে মদন রচিছে ফুলধনু,
সম্মুখে নন্দন সম অপূর্ব্ব কানন;
এস রাণী করি বিচরণ।

গঙ্গা। চল্ সখী চল্, হৃদয় চঞ্চল
সুদীর্ঘ অজ্ঞাত পথে
কেমনে চলিব একা নারী
চারিধারে দৃশ্য মধুময়—
আনন্দে সভয়ে—
ঘন ঘন কাঁপিতেছে হিয়া।

যমুনা। চল রাণী, হয়েছি প্রস্তুত;
দেখিতে জেগেছে সাধ—
জাহ্নবী কেমন দোলে আপন তরঙ্গে।
[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কঞ্চুকীর বাটী

সুনন্দ ও কঞ্চুকী।

সুনন্দ। রাজা একবার পায়ের ধুলো দিলেন, আর তোমাদের পাঁজি-পুথি সব উল্টে গেল?

কঞ্চুকী। রাজার যে রকম বনে যাবার ঝোঁক, তাতে বাধা দিলে পাঁজির পাতা সব উল্টে যেত। রাজার যাওয়া কিছুতেই রদ্ হ'ত না; লাভের মধ্যে আমাদের নিষেধ-বাক্যগুলো সব বৃথা হ'ত। এ বরং ভক্তির উপর নির্ভর করে, রাজা মনটাকে একরূপ প্রবোধ দিয়ে মৃগয়া করতে চলেছেন, সেটা ভাল হ'ল না? আমাদেরও নাম রইল, রাজারও মান রইল। ধৌম্য পুরোহিত নির্ব্বাক হয়ে পাঁজি-পুঁথি নিয়ে আবার ঘরে ফিরে গেছে।

সুনন্দ। রাজা এরূপ উন্মনা হয়ে রাজ্য করলে, এ রাজ্য কত দিন চল্‌বে?

কঞ্চুকী। সে রাজা জানে,—আর রাজার রাজ্য জানে। আমি সামান্য কঞ্চুকী, রাজপ্রাসাদের প্রাচীর পর্য্যন্ত আমার বিদ্যার দৌড়। আদার ব্যাপারী, আমার জাহাজের খবরে দরকার কি? রাজার রাজ্য, ফলাফলের কথা আমি কি বলবো?

সুনন্দ। আপনি বলবেন না ত কে বল্‌বে ঠাকুর! আপনি অনন্তকাল ধ'রে এই রাজগৃহে কঞ্চুকীর কাজ করছেন।

কঞ্চুকী। কঞ্চুকী হয়েছি ব'লে চোরদায়ে ধরা পড়েছি না কি? রাজার মঙ্গলের জন্য স্বস্ত্যয়ন করাচ্ছি। রাজা বিবাহ করতে চান, ধৌম্য ঠাকুরকে ডাকিয়ে মন্ত্র আওড়িয়ে দিচ্ছি। সুলক্ষণা সবর্ণা কন্যা, তাও না হয় সংগ্রহ ক'রে আন্‌ছি, তা ব'লে আমি ত আর রাজার হয়ে দণ্ড ধর্‌তে পারব না।

সুনন্দ। রাজার যে রকম রাজকার্য্যে অনিচ্ছা, তাতে আপনাকেই কালে দণ্ড বুঝি ধরতে হয়।

কঞ্চুকী। বাবা, এই দণ্ডই হাতে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে; আবার রাজদণ্ডও যেমন হাতে করব, আর অমনি যমদণ্ডটা উপর থেকে দড়াম ক'রে মাথার উপর নিক্ষিপ্ত হবে। তুমি ত ভারি হিতৈষী মন্ত্রী দেখতে পাচ্ছি।

সুনন্দ। রাগ করবেন না প্রভু, বড়ই মনঃকষ্টে বল্‌ছি।

কঞ্চুকী। আমিও কি মনের স্ফূর্ত্তিতে বল্‌ছি? তুমি ধীমান মন্ত্রী, তোমার উপর রাগ করব কেন? তুমিও যেমন বিপন্নভাবে আমাকে প্রশ্ন করছ, আমিও তেমনি বিপন্নভাবে উত্তর দিচ্ছি।

সুনন্দ। বড়ই বিপদ! রাজ্যময় রাজার দুর্নামের ঢেউ উঠেছে, আর তারা প্রবোধ মানছে না।

কঞ্চুকী। ঢেউ উঠবে, সে ত জানা কথা। এতকাল ওঠে নি, এই আশ্চর্য্য।

সুনন্দ। সকলে একবাক্যে রাজার পুরুষত্বের দোষারোপ করছে, বল্‌ছে, রাজার ক্লীবত্ব প্রাপ্তি হয়েছে।

কঞ্চুকী। কেন বলবে না? এ বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত, সহস্র রাজকুমারী প্রত্যাখ্যাত। লোকের বলাতে অপরাধ কি? রাজা মতিহীনও নয়, উন্মনাও নয়, গৃহীও নয়, সন্ন্যাসীও নয়—অথচ বিবাহযোগ্য বয়স কোন্ দিন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

সুনন্দ। আপনি আর একবার তাঁকে নিবেদন করুন। বলুন, কাল যদি আপনি মৃগয়ার অছিলায় নগর পরিত্যাগ করেন, তা হ'লে প্রজারা বিদ্রোহী হবে। তারা আর প্রতিনিধির শাসন মানতে চায় না।

কঞ্চুকী। বলতে হয়, তুমিই বল, আমার বলা শেষ হয়ে গেছে।

সুনন্দ। বেশ, আমিই বলব।

কঞ্চুকী। তা হ'লে আর বিলম্ব ক'রো না, রাজপুরী থেকে বেরুতে না বেরুতে তাঁকে ধর।

সুনন্দ। বেশ, আপনি পদধূলি দিন, আমি সফলকাম হই।

কঞ্চুকী। না বাবা, ওই দূরে থেকে হাতে কপাল ঠুকে যাও, পায়ের ধুলো একবার রাজাকে দিয়েছি, রাজাও ফল পাবে, তুমিও ফল পাবে। এখন দুই ফলের ঠোকাঠুকিতে কি আমি থেঁতলে যাব? অমনি অমনি যাও।

(নেপথ্যে। পালাও পালাও, খেলে খেলে।)

কঞ্চুকী। ও কি, গোলমাল কিসের?

সুনন্দ। আর কিসের? বুঝতে পারছেন না! প্রজারা রাজার মৃগয়া-যাত্রার কথা জানতে পেরেছে, তাই চারিদিক থেকে অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

কঞ্চুকী। যাও যাও, রাজপুরী পরিত্যাগ করতে না করতে শীঘ্র তাঁকে এ সংবাদ দাও।

[সুনন্দের প্রস্থান।

তাই ত বাস্তবিকই প্রজা বিদ্রোহী হ'ল না কি? আজও পর্য্যন্ত রাজার মনোভাব বুঝতে পারা গেল না, এ ত বড় বিপদের কথা! কেন রাজা বিবাহ করতে চান না, কেন তাঁর রাজকার্য্যে মনোযোগ নাই, রাজাকে জিজ্ঞাসা করলে রাজা উত্তর দেন না। আর কে জানে? কে উত্তর দেবে?

(নেপথ্যে। পালাও পালাও—খেলে খেলে।)

তাই ত, গোলমাল ত উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। সত্যসত্যই প্রজা বিদ্রোহী হ'ল না কি?

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। কঞ্চুকী মশায়, কঞ্চুকী মশায়—

কঞ্চুকী। কি রে—কি রে?

ভৃত্য। বু বু বু বু (কম্পন)

কঞ্চুকী। আরে কি হ'ল—কি হ'ল?

ভৃত্য। আমি নই—আমি নই (কম্পন) আমি গরীব চৌকিদারের মাইনের চাকর, আমাকে ধ'র না—(কম্পন)

কঞ্চুকী। আরে ম'ল, অমন করছিস কেন? আরে ম'ল—হ'ল কি?

ভৃত্য। ঐ এলো—খেলে খেলে! (কঞ্চুকীকে বেষ্টন)

কঞ্চুকী। এই—এই সকালে এড়া কামড়ে—ছাড় বেটা ছাড়, কি হয়েছে—কি হয়েছে খুলে বল! আরে মর—খুলে বল।

ভৃত্য। ঐ ঐ—এল এল। সেই সাপটা, আপনার গাছ-বিছুটিতে—এত দিন বেঁচেছিল, এইবারে গেল!

(আপবের প্রবেশ)

কঞ্চুকী। তাই ত, এ কি, এ কি জীবন্ত দুর্ভিক্ষের মূর্ত্তি! ছাড় ছাড়, হতভাগা ছাড়! কোন বায়ুভুক কঠোর তপস্বীর আগমন। কে আপনি মহাভাগ!

আপব। ক্ষুধা—ক্ষুধা—কে তুমি চোখে দেখতে পাচ্ছি নি; শতবর্ষের ক্ষুধা আর সইতে পাচ্ছি না।

কঞ্চুকী। আসুন—আসুন—চরণাশ্রিত আমি। ওরে আসন আন। আরে হতভাগা, বাড়ীতে ব্রহ্মহত্যা হবে, পা টলছে, ঠাকুর দাঁড়াতে পাচ্ছে না। টলে পড়ল—পড়ল। পড়লেই প্রাণ যাবে—ধর ধর।

ভৃত্য। ওই হাত বার করছে (আপবের বদনব্যাদান ও হস্তপদের বিকৃতি)

কঞ্চুকী। সর্ব্বনাশ, ব্রহ্মহত্যা হ'ল—ব্রহ্মহত্যা হ'ল। (আপবকে ধারণ)

আপব। আঃ, পতন থেকে রক্ষা করলে কে তুমি?

কঞ্চুকী। আপনার দাস।

আপব। কি জাতি?

কঞ্চুকী। ব্রাহ্মণ।

আপব। (নমস্কার) এটা কি তবে রাজবাটী নয়?

কঞ্চুকী। আজ্ঞে, রাজবাটীরই একাংশ। আমি রাজা শান্তনুর গৃহে কঞ্চুকীর কার্য্যে নিযুক্ত আছি।

আপব। তা হ'লে আমাকে রাজবাটীতে নিয়ে চল। ক্ষুধা—ক্ষুধা—কি প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়না।

কঞ্চুকী। আর রাজবাড়ী কেন প্রভু—দাসকে কৃতার্থ করুন। ব্রাহ্মণী! ব্রাহ্মণী! (ভৃত্যের প্রতি) শীগ্‌গির যা; মন্ত্রী মহাশয়কে খবর দে।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

কঞ্চুকী-পত্নী। (নেপথ্যে)—কি? রাজবাড়ী যাচ্ছ যাও, যেতে যেতে ডাক্ পাড়ছ কেন? আজ আর কি কোনা-কোণীর কাছে বসতে দেবে না?

কঞ্চুকী। কোনা রাখ—রেখে এখন হাঁড়ি ধর।

(কঞ্চুকী-পত্নীর প্রবেশ)

ক-প। ভোর-বেলায় হাঁড়ি ধর? জঠরানল এখনি জ্বলে উঠলো না কি?

কঞ্চুকী। আমার না—আমার না—এই দেখ ভাগ্যবতী, দেখ।

ক-প। ওটা কি?

কঞ্চুকী। হাঁ হাঁ, কর কি! ওটা নয়—ভাগ্য ভাগ্য, জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফল।

ক-প। তপস্যার ফল? তামাসা করবার কি তোমার সময় অসময় নেই—একটা চামড়ার ভিস্তি আমার তপস্যার ফল?

আপব। (হস্তপদ সম্প্রসারণ ও মুখব্যাদান) ক্ষুধা ক্ষুধা—

ক-প। ওরে বাবা! বু বু বু বু (কম্পন)

[পলায়ন।

কঞ্চুকী। হাঁ—হাঁ, যেও না,—যেও না! ভাগ্য পেয়ে হারিও না।

আপব। আমাকে রাজবাড়ীতে নিয়ে চল।

কঞ্চুকী। এখানে থাকতে আপত্তি কি প্রভু?

আপব। সঙ্কল্প রাজবাড়ীতে অতিথি, শতবর্ষ অনশন, পুরুরাজ-গৃহে পারণ-সঙ্কল্প।

কঞ্চুকী। তবে আমার সঙ্গে আসুন। হাত ধরুন—হে নারায়ণ, এ কি হাত না কেবল কঙ্কাল! রক্ষা কর নারায়ণ, যেন আমার হাতে ব্রহ্মহত্যা না হয়।

আপব। ক্ষুধা—ক্ষুধা—কি প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়না।

কঞ্চুকী। থাম ঋষি থাম, আর ক্ষুধা ব'লে চেঁচিও না। তোমার বাক্যের তাড়নায়, ক্ষুধা দেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ—বালকগণ

(গীত)

কেবল বলছে ক্ষুধা-ক্ষুধা
মুখে তার আর কোন নেই রা।
ক্ষিদের জ্বালায় হায় গো বুঝি এমন সুখের রাজটা॥
অন্নপানের অপমান একশো বছর ধ'রে,
মনের দুঃখে লক্ষ্মী গেছেন সাতসমুদ্দুর পারে,
ব'সে ব'সে আর কি করে পাঠালে মা বাপের ভরে
(ঐ দেখ, ঐ দেখ গো)
দেশ-জোড়া এই ক্ষুধার ব্যাধি আহাজারা কল্পনা॥

সে যে ধর্ম্ম খেলে কর্ম্ম খেলে পুণ্য খেলে জ্ঞান,
ভূত ভবিষ্যৎ সকল খেলে, খেলে বর্ত্তমান,
তবু ক্ষিদে মিটলো না তার, দুর্ভিক্ষ আর মহামার
মূর্ত্তি ধ'রে ফেলছে গালে পাচ্ছে যেথা যা—
সকল খেলে সকল খেলে আবাল বৃদ্ধ বনিতা॥

চতুর্থ দৃশ্য

রাজবাটী

পরিচারকগণ

১ম পরিচারক। ওরে, মন্ত্রী মহাশয়কে খবর দে।

২য় পরিচারক। খবর দেওয়া কি, তিনি এলেন ব'লে?

১ম পরিচারক। কি সর্ব্বনাশ! এমন ত কখন শুনি নি! শতবর্ষ পেটে অন্ন নেই, তাতেও বেঁচে আছে!

২য় পরিচারক। শুধু বেঁচে আছে, হাড় ক'খানার ভেতর থেকে এমন গম্ভীর আওয়াজ বেরুচ্ছে যে, গাছ-পালা বাড়ীর পাঁচিল পর্য্যন্ত কেঁপে যাচ্ছে।

১ম পরিচারক। আসতে আসতে কোথায় গেল?

২য় পরিচারক। হাঁকড়ে হাঁকড়ে কঞ্চুকী মশায়ের ঘরে ঢুকেছে।

১ম পরিচারক। ওই আসছে—ঐ আসছে—

২য় পরিচারক। কি সর্ব্বনাশ, এইখানে কঞ্চুকী মহাশয়ের বড়ই অন্যায়, ওই জোড়া-তাড়া হাড়ের খাঁচাটাকে এখানে নিয়ে আসছেন। হাত ফসকে যদি একবার প'ড়ে যায়, তা হ'লে খাঁচা একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

১ম পরিচারক। বাড়ীতে ব্রহ্মহত্যা হ'ল—ব্রহ্মহত্যা হ'ল

(কঞ্চুকী ও আপবের প্রবেশ)

কঞ্চুকী। বসুন ঠাকুর, এইখানে বসুন, আর চলবেন না, একবার হোঁচট খাবেন—অমনি পড়বেন আর মরবেন।

১ম পরিচারক। এ কি ঠাকুর, রাজবাড়ীতে কি ব্রহ্মহত্যার যোগাড় করেছ!

আপব। ক্ষুধা ক্ষুধা,—কি প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়না।

কঞ্চুকী। এখনি নিবৃত্ত হবে, বসুন।

২য় পরিচারক। ঐ দেখ, ক'খানা হাড়, কিন্তু তার ভেতর থেকে ট্যাকটেঁকে কথা বেরুচ্ছে দেখ।

(সুনন্দের প্রবেশ)

সুনন্দ। এই—এই সেই উপবাসী দ্বিজ!
যথার্থই চলিষ্ণু কঙ্কালরাশি।
দেখে জ্ঞান হয়, প্রাণ যেন অতি ক্লেশে
আছে ব'সে অস্থি আঁকাড়িয়া, কিন্তু
এ কি হেরি!
কঙ্কালের অভ্যন্তর হ'তে স্ফুরিতেছে
কি অপূর্ব্ব জ্যোতির মাধুরী।
কেবা ইনি ছদ্মবেশী
রবিসম দীপ্ততেজা ঋষি!

কঞ্চুকী। এই নাও মন্ত্রীবর!
রাজগৃহে পূর্ণভাগ্য সচল মূরতি ধরি
অন্নপানে করিতে তর্পণ,
কর আবাহন।

১ম পরিচারক। বসুন ঠাকুর, বসুন।

আপব। আগে আশ্বাস দাও।

২য় পরিচারক। ঐ যিনি আশ্বাস দেবার তিনি এসেছেন।

সুনন্দ। সুখাসীন হ'ন তপোধন!
শ্রীচরণ-রেণু, আজ কৃপা ক'রে পুরীতে পড়িল,
হস্তিনা হইল ভাগ্যবতী।

(আপবের উপবেশন)

কঞ্চুকী। সৌম্য তপোধনে এ শুভ সংবাদ দিতে
চলিলাম আমি। পুরুবংশ-পুরোহিত মুনি
প্রত্যেক মঙ্গলকার্য্যে—
যোগদানে তাঁর অধিকার।

[প্রস্থান।

আপব। ক্ষুধা ক্ষুধা—
প্রচণ্ড ক্ষুধার বহ্নি প্রভাত শিখায়
দগ্ধ করে জঠর আমার,
শতবর্ষ উপবাসী ব্রতধারী প্রায়োপবেশনে।
ব্রতান্তে ক্ষুধার্ত্ত আমি করেছি মনন
পুরুরাজ-গৃহে আজ করিব পারণ।
এস সুমঙ্গল, দাও পাদ্য—দাও অর্ঘ্য
মোরে। নবীন জ্যোতির খনি, কেবা তুমি
নাহি জানি। পুরুস্বামী যদ্যপি ধীমান্—

সুনন্দ। গৃহস্বামী নহে মহামতি।
আপব। নহ গৃহস্বামী ?
সত্বর সংবাদ দাও তারে।
সুনন্দ। গৃহস্থের সর্ব্বভার সঁপিয়া আমারে, নরেশ্বর
এইমাত্র মৃগয়া-বিলাসে ত্যজেছেন
হস্তিনানগরী, অনুমতি কর প্রভু!
এ দাস সেবিবে শ্রীচরণ,
ধন্য হ'ক জনম আমার।
এ কি! আসন ত্যজিছ!
কেন প্রভো!
আপব। ক্ষুধানল হ'ল না নির্ব্বাণ,
বৃথা হেথা আগমন, হ'ল না পারণ!
সুনন্দ। দাসের কি অপরাধ প্রভো!
আপব। অপরাধ! কিছু নাহি মহাভাগ!
আছে মোর ব্রত—
গৃহীশূন্য গৃহমাঝে আতিথ্য না লই।
সুনন্দ। ক্ষুধার্ত্ত অতিথি গৃহে লয়েছে আশ্রয়,
অভুক্ত তাহারে আমি কেমনে ছাড়িব।
আপব। ভাল, গৃহী যদি নাই, আসুন গৃহিণী
তাঁর প্রতিভূ হইয়া, আসিয়া করুন
সতী অতিথি-সৎকার।
সুনন্দ। কি বলিব দেব,
প্রভু মোর এখনও কুমার-ব্রতধারী।
আপব। হায় কি করেছি, কোথায় আতিথ্য লাভ
করেছি মনন! জঠর-অনল মোর
করিতে নির্ব্বাণ, দগ্ধ মরুভূমি-বক্ষে
লইনু আশ্রয়! অনাহারী
ব্রতধারী বসেছিনু সুমেরুর তলে,
ব্রতান্তে এসেছি আমি পৌরবের গৃহে,
আতিথেয় ভক্তিমান ছিল মোর জ্ঞান।
তাই হে ধীমান্! করিতে ক্ষুধার শান্তি
এসেছি হেথায়।
নিষ্ফল আগম মোর,
হ'ল না ক্ষুধার শান্তি। গৃহ-শোভা করি
দেবী যদি রহে গৃহে, তবে শাস্ত্র দেয়
তায় গৃহ অভিধান—নতুবা শ্মশান।
নিষ্ফল আগম, হ'ল না ক্ষুধার শান্তি
রাজগৃহ অশান্তি-নিলয়, রসহীন
অন্ন হেথা। (উঠিয়া) ক্ষুধা ক্ষুধা, প্রচণ্ড পিপাসা,
গেল গেল, জ্বলে গেল উদর আমার,
নিরাশে দ্বিগুণ তৃষ্ণা, বক্ষ গেল জ্বলে।

সুনন্দ। ভৃত্য আমি, গৃহরক্ষী, আমারে করুণা
কর প্রভু। মহারাজ আছেন অদূরে
জাহ্নবীর তীরে! আমি সন্ধানে চলিনু।
আপব। কিবা প্রয়োজন? মৃগয়া-বিলাসী
তামস ব্যসনে রত রাজা। ব্রতচারী
ব্রতধারী নহে ত সে তপস্যায় রত!
সংস্কারবিহীন যুবা শুনিনু যখন,
আর তারে কিবা প্রয়োজন?
সুনন্দ। যাহা কিছু
আছে বলিবার
বিধিজ্ঞ সম্রাট তিনি—
আপনি বিধাতা সমজ্ঞানী—যাহা কিছু আছে
বলিবার, ব'ল দ্বিজ সম্মুখে তাঁহার।
আপব। কিছুমাত্র নাহি বলিবার, দিব্যচক্ষে
করি দরশন—দীনমূর্ত্তি ক্ষীণ দেহ
অগণ্য নৃপতি—পৌরব রাজর্ষিগণ
ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত সবে আমারি মতন,
চেয়ে আছে এ দুর্ব্বৃত্ত বংশধর পানে;
আঁখি-জল দরদর ঝরিছে নয়নে,
পুণ্যময় তনু হতেছে কৃশানু-দগ্ধ,
পিণ্ডলোপ-ভয়ে সবে কাঁপে। মহাপাপে
পবিত্র এ পুরুবংশ গেল বুঝি ডুবে।
যে মহাত্মা জনকের তৃপ্তির কারণ
কঠোর বার্দ্ধক্য তাঁর করিল গ্রহণ,
তাঁর বংশে হেন কুলাঙ্গার, এ ভবনে
সলিল গ্রহণ, শাস্ত্রে করে নিবারণ,
দ্বিজ আমি, শাস্ত্রধন সম্বল আমার,
শাস্ত্রাদেশ লঙ্ঘিবারে নারি।
সুনন্দ। কি করিব, বল
নারায়ণ! দারুণ সমস্যা-ভার শিরে,
গৃহরক্ষী সচিব-প্রধান আমি হেথা
আছি বর্ত্তমান, আমার সম্মুখে দ্বিজ
পৌরবের সম্পূর্ণ। করি আহরণ
ক্ষুধাতুর অবসন্ন দেহে আলিঙ্গতে
প্রত্যক্ষ মরণ, চ'লে যাবে? পুণ্যময়
পুরুবংশ-শিরে ইতিহাস ভারে ভারে
কলঙ্ক ঢালিবে! আমার ক্লীবত্ব তার
সঙ্গে রবে গাঁথা। কি কার্য্য আমার!
এই কার্য্য সার—চরণ বাঁধিব, কোন মতে দ্বিজে
অভুক্ত যাইতে নাহি দিব।
(পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন)

আপব। এ কি কর ?

সুনন্দ। এই যদি শাস্ত্রের বিধান, তবে শুন
মতিমান, গৃহস্থের প্রতিনিধিরূপে
অভয় চরণ দুটি আবদ্ধ করিনু ;
এতে যদি মৃত্যু হয়, আসুক মরণ।
এতে যদি ধর্ম্ম যায়, তবে আজ
তাহা যাক্ রসাতলে।

আপব। বৃথা ভদ্র, বদ্ধ কর মোরে,
হেথা আমি জলবিন্দু না করিব পান।

সুনন্দ। নাহি প্রয়োজন—রাজারে আনিব,
আপনারে তাঁর করে অর্পণ করিব,
বক্তব্য যা আছে তব, ব'ল তাঁর কাছে।
পুরুবংশ-ধ্বংসে প্রভো আমাকে ক'র না
তুমি নিমিত্তের ভাগী।

আপব। অপেক্ষায় রব কতক্ষণ ?

সুনন্দ। কতক্ষণ ?
দিন-শেষ হইছে সময় ;
যতক্ষণ সূর্য্যদেব অস্ত নাহি যায়
ততক্ষণ রহ ঋষি।

আপব। এ গৃহে না রব।

সুনন্দ। আছে ধৌম্য তপোধন, সর্ব্বশাস্ত্রে
বিশারদ মহাঋষি পবিত্র মুরতি ;
এস প্রভু ল'য়ে যাই তাঁর সন্নিধানে।

আপব। হর হর—সাবধানে ল'য়ে চল মোরে।
ক্ষুধা ক্ষুধা, কি প্রচণ্ড ক্ষুধার প্রহার।
ওরে, জঠর জ্বলিল মোর জীবানলে,
সমস্ত কঙ্কাল মোর জ্বলে। কোথা আছ
করুণানিধান! কোথা আছ দয়াময়ি!
অন্নপূর্ণা কর অন্নদান।

—

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দির-প্রাঙ্গণ

(পুরবাসিনীগণের প্রবেশ ও গীত)

মঙ্গল কর মঙ্গলময় বিঘ্ন বিপদ নাশিয়ে।
পড়েছি বিপদে, রাখ হে শ্রীপদে, মঙ্গলময় আসিয়ে।
সকল আঁধার, হউক আলোক,
নিভে যাক্ আজ দ্যুলোক ভূলোক,
তোমার চরণ করিয়া পরশ, উঠুক পুষ্প হাসিয়ে।
সবে স'রে কেন থাক দূরে আর,
এস গো সাকার, এস নিরাকার,
তোমার স্বরূপ মুরতি প্রভু উঠুক নয়নে ভাসিয়ে॥

(ধৌম্যের প্রবেশ)

ধৌম্য। নিশ্চিন্ত হও পুরবাসী, দেবতার যেরূপ ইঙ্গিত অনুভব করলুম, তাতে শীঘ্রই মহারাজকে বিবাহিত হ'তে হবে বুঝতে পারছি।

১ম-স্ত্রী। তাই বলুন ঠাকুর! মহারাজকে উন্মনা দেখে আমরা কেহই তুষ্ট হ'তে পারছি না।

১ম-পু। জ্যেষ্ঠ দেবাপি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, কনিষ্ঠ বাহ্লীক মাতামহ-কুলে পুত্র ব'লে গৃহীত হয়েছেন, অবশিষ্ট উনি! মহারাজ প্রতীপের একমাত্র বংশধর। পৌরব-বংশের ঋণ-শোধ আমাদের মহারাজকে করতেই হবে।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। পুরোহিত আছেন ? পুরোহিত আছেন ?

ধৌম্য। আছি দ্বিজবর! এমন ব্যাকুলভাবে এখানে এলেন কেন ?

কঞ্চুকী। ব্যাকুল করেছে—বড়ই ব্যাকুল করেছে। রাজ্যে হঠাৎ এক বিপদ উপস্থিত।

সকলে। বিপদ।

কঞ্চুকী। বড়ই বিপদ। এক ঋষি আজ রাজগৃহে অতিথি।

ধৌম্য। সে ত সৌভাগ্য—তবে বিপদ বলছেন কেন ?

কঞ্চুকী। এই শুনলেই বুঝতে পারবেন। আপনার শোনা আছে কি, এক ঋষি এক সময় অষ্টবসুকে অভিশাপ দিয়েছিলেন ?

ধৌম্য। শুনেছি, তাঁর নাম আপব বশিষ্ঠ। সুমেরু পর্ব্বতে তাঁর আশ্রম ছিল।

কঞ্চুকী। সেই—সেই ঋষি। তিনি আজ সকালবেলায় রাজ্যের ঘাড়ে চেপেছেন।

১ম-স্ত্রী। তা হ'লে ত রাজ্যের সৌভাগ্য কঞ্চুকী মশায়।

কঞ্চুকী। সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, তোমরা সকলেই বোঝ, শাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঋষিরও তপস্যার হানি হয়। সেই ক্ষতিপূরণের জন্য তিনি শতবৎসর উপবাস-ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।

১ম-স্ত্রী। এ কি বলছেন কঞ্চুকী মশায়, শতবর্ষ উপবাস কি?

১ম-পু। একেবারে। পেটে অন্নজল কিছু ঢোকে নি?

কঞ্চুকী। কিছু না—এই দীর্ঘকাল ঋষি আছেন শুধু বায়ু আহার ক'রে।

১ম-স্ত্রী। শুধু বায়ু আহার ক'রে আছেন?

কঞ্চুকী। তাই ত দেখছি।

ধৌম্য। সাধারণ মানুষের কথা নয়, এ ব্রহ্মর্ষির কথা। ঋষিতে সকলই সম্ভব।

কঞ্চুকী। বেঁচে আছেন, কিন্তু আর বড় বেশীক্ষণ থাকেন না। ব্রত-শেষে তিনি রাজবাড়ীতে পারণ করতে এসেছেন। এসেছে চামড়ার মতন একটা যেন কি ঢাকা ক'খানি জোড়া লাগা হাড়। কিন্তু তা বুঝি আর থাকে না। রাজবাড়ীতেই বুঝি হাড় ক'খানার গ্রন্থি খুলে যায়। মন্ত্রী মশায় ও আমি তাঁকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেছি। রাজা নেই, এখন আপনার উপস্থিতির একান্ত প্রয়োজন হয়েছে।

১ম স্ত্রী। তাই ত ঠাকুর, এ যে বিপদেরই কথা —এখন একশ বছরের অন্ন তাঁর পেটে ঢুকুতে পারলে তবে ত হাড়ে-মাসে জোড়া লাগবে। ও পুরোহিত ঠাকুর, যান্ যান্।

ধৌম্য। আমি গিয়ে কি করব? আমি সকাল বেলায় পূজা-অর্চ্চনা ক'রে ব্রহ্মহত্যা দেখতে যাব?

কঞ্চুকী। রাজা নেই,—আপনি পুরোহিত। আপনি না থাকলে তাঁর পরিচর্য্যা করবে কে?

ধৌম্য। পুরোহিত ব'লে কি চোরদায়ে ধরা পড়েছি? রাজার হয়ে কি আমাকে ঋষি মরার দৃশ্যটা দেখতে হবে?

১ম-স্ত্রী। না—না—অমন কাজ করবেন না।

সকলে। কদাচ করবেন না।

ধৌম্য। না না কঞ্চুকী, আমি যেতে পারব না।

(সুনন্দের প্রবেশ)

কি সংবাদ?

সুনন্দ। সংবাদ কঞ্চুকী মহাশয়ের কাছে বোধ হয় শুনেছেন। না শুনে থাকেন, শুনবেন। আমি এখন রাজার অন্বেষণে যাব। ঋষি রাজা না থাকলে রাজপ্রাসাদে অন্নজল গ্রহণ করবেন না। সুতরাং রাজাকে যেখান থেকে হ'ক্ ধ'রে আনতেই হবে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁকে থাকতে প্রতিশ্রুত করিয়ে চ'লে এসেছি। আপনি শীঘ্র গৃহে যান, তাঁকে আপনার গৃহে রেখে চ'লে এসেছি।

ধৌম্য। সর্ব্বনাশ, এ কি করলে—আমার ঘরে ব্রহ্মবধের ব্যবস্থা!

সুনন্দ। কি করব? তাঁকে রাখবার যোগ্য স্থান পেলুম না।

ধৌম্য। সর্ব্বনাশ করলে—সর্ব্বনাশ করলে—এ তোমার ষড়যন্ত্র!

সুনন্দ। তিরস্কার এর পরে করবেন, এখন গৃহে যান। যতক্ষণ রাজাকে না নিয়ে ফিরি, ততক্ষণ কাছে ব'সে তাঁর পরিচর্য্যা করুন। আমি আর দাঁড়াতে পারলুম না।

[প্রস্থান।

ধৌম্য। শোন মন্ত্রী, শোন। আমাকে বিপদে ফেলে যেও না। ব্রাহ্মণকে আর কোথাও রাখবার ব্যবস্থা কর।

কঞ্চুকী। ব্যবস্থা মন্ত্রী ঠিক করেছেন। আপনি ঘরে যান।

ধৌম্য। তার পর ব্রাহ্মণ যদি ঘরে মরে?

১ম-স্ত্রী। মরে কি? এতক্ষণ গিয়ে দেখুন, সে মরেছে।

ধৌম্য। শত্রুতা—শত্রুতা!

[প্রস্থান।

১ম-স্ত্রী। যাঃ, ঠাকুরের এতকালের ধর্ম্ম কর্ম্ম সব পণ্ড হয়ে এল।

১ম-পু। দুঃখ রাখ ঠাকরুণ! এখন গিয়ে যে যার ঘরের দোর বন্ধ কর! যদি পুরুত ঠাকুর তাঁকে ঘরে ঠাঁই না দেন, তা হ'লে ফুস ক'রে আর কার ঘরে ঢুকে পড়বে।

১ম-স্ত্রী। ঢুকবে—আর মরবে।

সকলে। তা হ'লে চল চল—শীঘ্র চল।

কঞ্চুকী। যা বলেছ, বিপদই বটে, আমিও ত আর তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে সাহস কচ্ছি না। ঘরে অনাহারে ব্রাহ্মণ ম'লে সর্ব্বনাশ।

সকলে। চল চল, যে যার ঘরের দোর বন্ধ কর।

ষষ্ঠ দৃশ্য

প্রান্তর।

পরশুরাম উপবিষ্ট, বিলাস-রঙ্গিণীগণ।

(গীত)

তরুণী-তরুণ-মিলন-রঙ্গ চারিধারে ঘেরা ভয়,
যে যার পরশ পিয়াস-ব্যাকুল চুপি চুপি কথা কয়।
চুপি চুপি আসে মলয় সরস চুপি চুপি নড়ে লতা,
চুপি চুপি সরে কুসুমগন্ধ চুপি চুপি ঝরে পাতা,
পরশ-পরশে সাধে গো, পরশ-পরশে বাঁধে গো,
অবশ আলসে ছুঁই বাহুপাশে সঘন নিশ্বাসে অনল বয়।
দেখিতে এসেছে রজনীনাথ, কুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে,
ঝিঁঝির ঝিঁ ঝিঁ একক মুখর, সঙ্গীতে ছবি আঁকে,
হৃদয় হৃদয়ে যাচে গো, পুলকে পুলকে নাচে গো,
যেও না যেও না ওদিকে চেও না,
হোক না পরশে পরশে লয়,
হোক না ধরণী বিরামকুঞ্জ পরশ বিলাসে মধুময়।

সকলে। ওরে, আগুন—আগুন।

[প্রস্থান।

পরশু। দূর হ—দূর হ। এ কি বীভৎসতা! এ কি দেখলেম মা!

(দ্যুতির প্রবেশ)

দ্যুতি। দেখেছেন ঋষি?

পরশু। দৃষ্টি-যন্ত্রণাদায়ক এমন দৃশ্য আর কখন দেখি নি।

দ্যুতি। যে হেতু এককাল আপনি চোখ বুজে ছিলেন।

পরশু। তা ঠিক, এক যুগ পরে আমি চক্ষু উন্মীলন করেছি। কিন্তু উন্মীলনের পরেই এই বীভৎসতার রঙ্গ দেখে আমার মনে হচ্ছে চোখ চেয়ে ভাল করি নি।

দ্যুতি। অর্থাৎ আমি চোখ বুজে থাকি, আর ওরা দেশের উপর অবাধে রাজত্ব করুক।

পরশু। ওরা কারা?

দ্যুতি। এই ত এক যুগ ধ'রে চক্ষু বুজে ছিলেন। আবার ওদের পরিচয় শুনে আর এক যুগ ধ'রে কি কানে আঙুল দিয়ে থাকবেন?

পরশু। তুমি কি বলতে চাও, এ আমার স্বার্থপরতা?

দ্যুতি। নিশ্চয়, এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন ঋষি, এক যুগ চক্ষু মুদে ছিলে—অবশ্য এ সারা যুগ দৃষ্টি তোমার অলস ছিল না—সে কাউকে না কাউকে খুঁজেছে।

পরশু। আমাকেই খুঁজেছে!

দ্যুতি। তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর না কেন?

পরশু। তাঁকে খুঁজে পাইনি।

দ্যুতি। বলেন কি?

পরশু। খুঁজে না পেয়ে বিরক্ত হয়ে আবার চোখ মেলেছি।

দ্যুতি। শুনে আনন্দ হ'ল ঋষি!

পরশু। আমাকে আত্মহারা দেখে তোর আনন্দ হ'ল!

দ্যুতি। এই ত বলুলুম।

পরশু। তা হ'লে তুইও বুঝি ওদের সঙ্গিনী?

দ্যুতি। এখনও হইনি ঋষি! কিন্তু আর বুঝি সঙ্গিনী না হয়ে থাকতে পারি না। ওরা প্রচণ্ড বলে আমাকে আকর্ষণ করুছে।

পরশু। ওরা কারা?

দ্যুতি। বলে লাভ?

পরশু। অন্ততঃ তোমাকে ওদের কবল থেকে মুক্ত করুতে আমি চোখ মিলে থাকব।

দ্যুতি। ওরা নয়—এক অসাধারণ শক্তির অসংখ্য মূর্তি—তার নাম লালসা। তারই ইঙ্গিতে এখন সারা দেশটা চলছে।

পরশু। এ দেশের নাম কি?

দ্যুতি। আপনি জানেন না?

পরশু। জানলে জিজ্ঞাসা করব কেন মা! এই ত বলুলুম, আমি আত্মহারা।

দ্যুতি। দেশটার নাম বলব?

পরশু। না, সমগ্র দেশের নাম বল।

দ্যুতি কুরুক্ষেত্র।

পরশু। রাজা?

দ্যুতি। আপনি কি তাকে শাসন করবেন?

পরশু। নিশ্চয়। তুমি তার নাম বল।

দ্যুতি। আপনি আত্মহারা, এইবারে বুঝতে পারলুম ঋষি। দেশে রাজা থাকলে কি রাজ্যে এমন ব্যভিচারের স্রোত বইতে পারে!—দেশ এখন অরাজক।

পরশু। রাজা ছিলেন কে?

দ্যুতি। বললে কি করবেন?

পরশু। তাকে ফিরিয়ে আনব।

দ্যুতি। ঠিক?

পরশু। না পারি, এই সব বীভৎসতা দর্শনের সমস্ত জ্বালা আমি নিজের দৃষ্টিতে আবদ্ধ করব।

দ্যুতি। আপনাকে কে ফিরিয়ে আনবে ঋষি? এই ত বল্লেন, আপনার আমিটাকে খুঁজে পাননি।

পরশু। সত্যই ত বালা, কেবা আমি? কোথা আমি? কেন আমি?

দ্যুতি। তবে কে তাকে ফিরিয়ে আনবে ঋষি? দেশের নাম কুরুক্ষেত্র, অধিপতির নাম ধর্ম্ম।

পরশু। হাঁ? তাঁকে রাজ্যচ্যুত করলে কে?

দ্যুতি। বলব ঋষি? সাহস ক'রে শুনতে পারবে?

পরশু। বল—আমি শোনবার জন্য প্রস্তুত হলুম।

দ্যুতি। কখন কি শুনেছ ঋষি, এক ব্রাহ্মণ তাঁর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন?

পরশু। দেবী!

দ্যুতি। এই ধর্ম্মক্ষেত্রের অধিপতিকে সিংহাসনচ্যুত করেছ তুমি।

পরশু। বিরাট অনল-সিন্ধু প্রলয় গর্জ্জনে
ওই তার যুগপিষ্ট পরপার হ'তে
স্মৃতি আনে করিয়া বহন।

দ্যুতি। কেবা তুমি
কোথা তুমি, কেন তুমি ত্রিতাপে জর্জ্জর,
এইবারে বুঝিলে কি ঋষি?

পরশু। ওই তার
পশ্চাতে পশ্চাতে অনন্ত বিস্তার ল'য়ে সাথে
অনন্ত আগ্নেয়শৈল ফুৎকারের মত
ছুটে আসে কি বিরাট হাহাকার!

দ্যুতি। পতিহারা, পুত্রহারা সংসারে সকল-
হারা নারী, সঙ্গোপনে বসিয়া বসিয়া
নীরবে যে করেছে ক্রন্দন, হে ব্রাহ্মণ!
জীব তাহা না শুনিতে পারে, কিন্তু ঋষি,
তা শুনিতে কেহ কি ছিল না ত্রিভুবনে?

পরশু। ছিল, আছে, রবে চিরদিন, ত্রিভুবন
ভিতরে বাহিরে তার স্থান।
ওই সেই হাহাকার!
বক্ষঃস্থলে অনন্ত যাতনা মূলে নিশ্চল আসনে
যতনে রক্ষিত ওই আমিত্ব আমার।
পেয়েছি সন্ধান যুগ-যুগ পরে
তোমার কৃপায় দেবি!

দ্যুতি। ঋষি! আমি মিথ্যা বলেছি?

পরশু। না, তোমার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। বার বার ক্ষত্র-সংহারে অগণ্য ক্ষত্রিয়-রমণীকে অনাথা ক'রে আমিই ধর্ম্মকে সিংহাসনচ্যুত করেছি। অবাধ ব্যভিচারে জাতীয়ত্বের অস্থিমজ্জা পর্য্যন্ত ভক্ষণ করেছে।

দ্যুতি। উপায়?

পরশু। এখনও আছে।

দ্যুতি। কপট ধর্ম্মের আবরণ-মধ্য দিয়ে ব্যভিচারের স্রোত সমস্ত দেশকে গ্রাস করেছে। কোথা উপায় ঋষিরাজ?

পরশু। উপায় আমারই সম্মুখে। বসুপত্নি! তোমার স্বামীকে আমায় ভিক্ষা দাও, আমি পৃথিবীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করি। প্রতিষ্ঠায় কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করি। কারা ও কেঁদে উঠল?

(নেপথ্যে রোদন-সঙ্গীত)

দ্যুতি। বুঝতে পারলেন না ঋষি?

পরশু। যতক্ষণ না তোমাকে দক্ষিণা দিতে পারছি, ততক্ষণ পূর্ণজ্ঞানে আমার অধিকার কই!

দ্যুতি। ওরা ধর্ম্ম-পত্নী কীর্ত্তি, শ্রী, সরস্বতী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা।

পরশু। ওদের আশ্বাস দাও—আমি গঙ্গায় স্নান করতে চললুম—সন্ধ্যায় ফিরে তোমার করে মা, আমি অমর-আশ্বাসের অঞ্জলি দিতে প্রতিশ্রুত হলুম।

[প্রস্থান।

দ্যুতি। আর ক্রন্দন কেন, আশ্বস্ত হও ভগিনীগণ, আবার ঋষিমুখে ভারতে আশ্বাসবাণী ফিরে এসেছে।

(ধর্ম্মপত্নীগণের প্রবেশ)

গীত।

হেথা ঘন বিজনবনে—প্রথম জাগিল রবি,
জাগিয়া উঠিল প্রথম বহ্নি সঙ্গে জাগিল জাহ্নবী।
ওই পারে ছিল বসিয়া তারা, এ পারে নীরব ধরা।
নিশ্চল ছিল নীল চেলাঞ্চল বদ্ধ নয়ন-ধারা,
সহসা প্রণবে পূরে অরণ্য,
চকিতে পূরিল বিশাল শূন্য,
হ'ল রে জগৎ-জীবন ধন্য অনলে ঝরিল হবি—
ভাসে সোমরসে সাম গান প্রকৃতি আঁকিল ছবি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গঙ্গাতীর।

শান্তনু ও হোত্রবাহন।

শান্ত। এ কি হ'ল সখা, আজ আমার সমস্ত শরসন্ধান ব্যর্থ হ'ল কেন?

হোত্র। সমস্ত শর-সন্ধান ব্যর্থ হ'ল!

শান্ত। সমস্ত বনের চারধারে অসংখ্য জন্তু বিচরণ করছে; অথচ একটা ক্ষুদ্র শশকও বাণবিদ্ধ করতে পারলেম না।

হোত্র। তার অর্থ আছে।

শান্ত। কি অর্থ সখা? বাণ নিক্ষেপ, শিক্ষার আরম্ভ থেকে আজও পর্য্যন্ত একটা শরও ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু আজ হ'ল। শুধু হ'ল নয়, একগুলা শর ত্যাগ করলুম, একটা জন্তুর দেহও স্পর্শ করলে না। আমি নিজের কাছেই লজ্জিত হচ্ছি। তুমি ভিন্ন আজ যদি আর কাউকেও সঙ্গে আনতুম, তা হ'লে তার কাছে মুখ তুলতে পারতুম না।

হোত্র। ও—ঠিক হয়েছে।

শান্ত। কি ঠিক হয়েছে ব্রাহ্মণ?

হোত্র। আপনি কোন্ কোন্ জন্তুর প্রতি বাণ-নিক্ষেপ করেছিলেন?

শান্ত। প্রথমে একটা মত্ত মাতঙ্গকে দেখে শরনিক্ষেপ করি।

হোত্র। (হাস্য) ঠিক হয়েছে,—একে মত্ত, তাতে মাতঙ্গ! তার পর?

শান্ত। ঠিক হ'ল কি?

হোত্র। সেই ঠিক—সে নির্ঘাত ঠিক। তার পর কি জন্তুকে বাণ মেরেছিলেন।

শান্ত। তার পর এক সিংহ।

হোত্র। ঠিক মিলে গেছে; (হাস্য)

শান্ত। আরে পাগল;—মিলে গেল কি?

হোত্র। দেখুন মহারাজ, এ রকম ক'রে রাগলে আমাকে চুপ করতে হবে। সুতরাং এর অর্থ আর আপনার জানা হবে না।

শান্ত। বেশ, কি অর্থ বল।

হোত্র। তার পর কি জন্তু শীকার করতে গিয়েছিলেন?

শান্ত। তার পর—তার পর, ওঃ মনে পড়েছে, একটা হরিণ।

হোত্র। একদম ওপরে উঠে গেছে!

শান্ত। কি বিটলে ব্রাহ্মণ, তুমি আমাকে রহস্য করছ?

হোত্র। আবার ক্রোধ—আবার ক্রোধ? তা হ'লে আবার আমি চুপ।

শান্ত। আচ্ছা, আর ক্রোধ করব না!

হোত্র। ও রকম ক'রে ক্রোধ করলে (ওষ্ঠে হস্ত দিয়া নীরব হবার ভয় দেখাইল) তা হ'লে অর্থ আর আপনার জানবার উপায় থাকবে না।

শান্ত। বেশ, অর্থটা কি বল!

হোত্র। আপনি প্রেমে পড়েছেন।

শান্ত। প্রেমে পড়েছি?

হোত্র। প্রচণ্ড প্রেম! সে একেবারে তিন লাফে মগজে উঠেছে। প্রথমে গজ, তার পর সিংহ, তার পর একেবারে হরিণ।

শান্ত। প্রেমটা কি আমার শরের সঙ্গে টক্কর করলে না কি?

হোত্র। চুপ মহারাজ! চুপ, বাজে কথা ক'য়ে আপনার প্রেমটাকে তাড়া দেবেন না। প্রেম দুর্জ্জয়। তবে কিঞ্চিৎ অসময়ে এসেছে। তা আসুক—তবে মাঝখান থেকে গণ্ডার বেটা ফাঁক প'ড়ে গেছে। তা পড়ুক—প্রেমটা আপনার বড়ই দুর্জ্জয়, তবে কি না, কটিদেশ থেকে লাফ মারতে মারতে গিয়ে বেটার ঠ্যাং খোঁড়া হয়ে গেছে।

শান্ত। তা মাঝখান থেকে গণ্ডার বেটা ফাঁক প'ড়ে গেল কেন সখা?

হোত্র। বরাত বরাত! আমরা লোকে বলে, কাব্যসুদ্ধ লোকে অষ্টপহর চেষ্টা দেখছে, কালিদাস, চক্রপাণি প্রভৃতি মহৎ যে সমুদ্রে বিহার আছাড়ে, সেই স্থানে বাস ক'রেও ভোলা থেকে তার ভল্লা গেল। কবি বলেছেন:—

নাভি-বিবর সনে লোম-লতাবলি—
ভুজগী-নিশ্বাস পিয়াসা;
নাসা খগপতি চঞ্চু ভরম ভয়ে
কুচগিরি সাধি নিবাসা।

শান্ত। বুঝতে পেরেছি ব্রাহ্মণ, তোমার কথার অর্থ বুঝেছি। তুমি মনে করেছ, আমি কোন বরবর্ণিনী রমণীতে আসক্ত হয়েছি। তার গজের ন্যায় গতি, কেশরীর ন্যায় ক্ষীণ মধ্য—হরিণের—

তোত্র। বস্,—বস্ মহারাজ, আর হরিণের কাছে যাবেন না, ঠ্যাং খোঁড়া হয়ে যাবে।

শান্ত। তার হরিণের ন্যায় চক্ষু—

তোত্র। প'ড়ে যাবেন—কটীদেশ থেকে একেবারে চক্ষু মধ্যের দেশ সমতল নয়, পড়ে যাবেন। পড়লেই গরুড়ের চঞ্চু—সুন্দরীর নাকরূপে আপনাকে নষ্ট ক'রে ফেলবেন।

শান্ত। তুমি মনে করেছ যে, সেই রমণীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি ব'লে আমি লক্ষ্য স্থির রাখতে পারছি না! তা যে আমার হবার যো নেই সখা। কোন রমণীর মুখ দেখবার আমার অধিকার নেই।

তোত্র। অধিকার নেই মহারাজ!

শান্ত। না সখা, রাজরাজেশ্বর হয়েও আমি নারী-মুখ দর্শনের অধিকার হ'তে বঞ্চিত।

তোত্র। কি অপরাধে মহারাজ?

শান্ত। পিতার আদেশ।

তোত্র। কই, এ কথা ত আমার কাছে এক দিনও প্রকাশ করেন নি।

শান্ত। প্রকাশ ক'রে কোন ফল নেই ব'লে করি নি।

তোত্র। সখা ব'লে যখন সম্বোধন করেন—তখন আমাকে এ কথা বলা উচিত ছিল। জানলে এই গভীর তত্ত্বকথা নিয়ে আপনাকে রহস্য করতুম না।

শান্ত। তাতে কি আমি ক্রোধ করেছি?

তোত্র। আপনি না ক্রোধ করতে পারেন, কিন্তু আমি ক্রোধ করছি। এক অরসিককে রসের কথা শুনিয়ে আমি শাস্ত্রের অবমাননা করলুম। কবি বলেছেন:—

> অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
> শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ মে।

শান্ত। না সখা, ক্রোধ ক'র না।

তোত্র। এমন অরসিক জানলে কি আপনার সঙ্গে বনে আসি? আপনি মৃগমহিষাদির বধ ক'রে স্ফূর্তি করতে পারেন। আমার স্ফূর্তি করবার কিছুই নেই—গাছের গোড়ায় কামড় মেরে কিছু পেটের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। তাই ছটো রসের কথা ক'য়ে মনের জ্বালা নিবারণ করছিলুম, তাতেই বাদ। দূর ছাই, রাজাই যখন রসহীন, তখন গঙ্গায় গা-ঢালান দেওয়াই দেখছি আমার উচিত।

শান্ত। আরে ছি! বামুন হ'লেই কি এত পেটুক হ'তে হয়?

তোত্র। আর রাজা হলেই কি পেটে চড়া পড়তে হয়?

শান্ত। সত্য কথা—এমনটা হ'ল কেন? কখনও আমার সন্ধান ব্যর্থ হয় নি।

তোত্র। প্রেম প্রেম—ও আর কিছু নয়।

শান্ত। প্রেম কি?

তোত্র। প্রেম—প্রেম, আবার কি? আন্তরিক ব্যাধি। কচি খোকার চাঁদ দেখলে প্রেম, আর রাজপুত্রের মৃগয়া করতে এসে, মৃগ দেখলেই প্রেম হয়।

শান্ত। ও প্রেম-টেম আমি বুঝি না।

তোত্র। ও বোঝবার দরকার করে না—ও বুঝলেও প্রেম—না বুঝলেও প্রেম, তবে না বুঝে প্রেমের রসটা কিছু বেশী। আপনার প্রেমটা কি জানেন মহারাজ! যেমন সবিরাম জ্বর। আগে খিদে—দুরন্ত খিদে—মনে হ'ল যেন নাড়ীশুদ্ধ হজম হয়ে গেল। তার পর যেই একপেট খাওয়া, অমনি দুর্জ্জয় কম্প! মহারাজ! প্রেম আপনার আগে হ'য়ে গেল, এখন প্রেয়সীর অন্বেষণ করুন।

শান্ত। দেখ, আকাশে শ্বেতবর্ণ মেঘ যেন পদ্মপুষ্পের আকার ধারণ করেছে।

তোত্র। আর বেশীক্ষণ চাইবেন না, পদ্মফুলের পরিবর্ত্তে এখনি সর্ষে ফুল দেখবেন। এখন দেখছি, প্রেম সকলের ধাতে সয় না!

শান্ত। আরে না পাগল, সে জন্য নয়—কিসের জন্য তা হ'লে তোমাকে বলি। আমার পিতা মহাতপা রাজর্ষি প্রতীপ নশ্বর দেহত্যাগের সময় আমায় বলেছিলেন, "তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত পূর্ব্বকালে এক দিব্য রমণী আমার কাছে এসেছিলেন। সেই নিরুপম রূপবতী যুবতী তোমাকে স্বামীত্বে বরণ করবার জন্য যে কোন এক দিন শুভক্ষণে তোমার নিকটে আসবেন। আমি তাঁকে পুত্রবধূ ব'লে স্বীকার করেছি, যত দিন তিনি না আসেন—তত দিন তুমি অন্য রমণীর মুখাবলোকন ক'র না। তুমি তাঁকে পরিণীতা ভার্য্যা ব'লেই জেনে রাখ এবং ইহাও জেনে রাখ—তিনিই তোমার পাটরাণী।

তোত্র। বটে! এ যে বিষম কথা মহারাজ! শুনেছি, মহারাজ প্রতীপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে বহুকাল গঙ্গাতীরে বাস ক'রে সস্ত্রীক তপস্যা করেছিলেন। সেই তপস্যার ফলে অতিবৃদ্ধ বয়সে তিনি আপনাকে পুত্র স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তাঁর সময়ে যিনি এসেছিলেন

—অবশ্য ভাবে বোঝা যাচ্ছে, তখন তিনি আনন্দিতাঙ্গী, সাতিশয় লোভনীয়া, সুমুখী, বর-বর্ণিনী, গজগামিনী।

শান্তু। কি বলতে চাও, একেবারে বল।

হোত্র। আঃ! এমন নীরস পুরুষকে বরণ করবার জন্য হাজার বৎসর আগে বায়না দিয়ে রাখে—এমন নীরসা, কর্কশা—প্রেয়সী?

শান্তু। তুমি ত বলতে চাচ্ছ—সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যিনি যুবতী সুন্দরী, সহস্র বৎসর পরে তিনি বিগত-যৌবনা বৃদ্ধা শ্রীহীনা—কেমন, এই কথা ত বলবে?

হোত্র। এ কথা শুধু আমি বলব কেন মহারাজ! পৃথিবীর বোকার ডগা থেকে আরম্ভ ক'রে বুদ্ধিমানের ডগা পর্য্যন্ত যাকে জিজ্ঞাসা করবেন, সেই এ কথা বলবে।

শান্তু। শুনলেন তিনি দিব্যাঙ্গনা—ইচ্ছারূপা চির-যৌবনা।

হোত্র। শুনেছি! এ কি মহারাজের কাছে প্রথম শুনলুম? ও আদিরসের আদ্যশ্রাদ্ধ থেকে সপিণ্ডীকরণ কাল পর্য্যন্ত শুনে আসছি। কোন প্রেমিকের প্রেমিকার নীচের গোড়া ঝুলতে পর্য্যন্ত শুনলুম না;—তার পড়ার কথা পরে। তা মহারাজের সঙ্গে সে চির-যৌবনা ঠাকরুণের কতকাল ধ'রে আলাপ পরিচয় হচ্ছে?

শান্তু। এই শুনলে—দেখি নি; আবার আলাপ পরিচয় হবে কি ক'রে।

হোত্র। কি ক'রে হবে, তা মহারাজই বলতে পারেন। গরীব ব্রাহ্মণ আজন্ম ক্ষুধার পীড়নই এড়াতে পারলুম না—কাজেই অঙ্গনার সঙ্গে আলাপ করি কখন?

শান্তু। পরিচয় জানা দূরে থাকুক, যদি কখনও ভাগ্যবশে সে সুন্দরীর সঙ্গে আমার দেখা হয়, আমি তাঁকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারব না। তিনি কে, কাহার কন্যা—এ সব কথা জিজ্ঞাসা করতে পিতা নিষেধ করেছেন। এমন কি, তিনি যে কোন কার্য্য করবেন—তা আমি শুধু নীরবে দেখব। কেন করেছেন, তাও পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে পারব না।

হোত্র। অর্থাৎ তিনি যদি আপনার মুণ্ড ভক্ষণে অভিলাষ করেন, তা হ'লেও আপনি বিনা প্রশ্নে মুণ্ডটা সেই বরাননার ওষ্ঠাধরের অন্তরালে নিক্ষেপ করবেন।

শান্তু। মুণ্ডই যে তিনি খাবেন, তারই বা মানে কি?

হোত্র। খাওয়া-খাওয়ির ব্যাপারে অভিধান খুঁজে আবার মানে বার করে কে? আপনার মত রাজচক্রবর্ত্তীর মুণ্ড, ও ত নিরামিষ পদার্থ—সর্ব্ব-জীবের ভক্ষ্য—যাক্, মহারাজ কি এখনও মৃগয়া করবেন,—না মৃগয়া-ব্যপদেশে না-দেখা প্রণয়িনীর জন্য এখনও ব্যাকুল হয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করবেন?

শান্তু। তোমার যদি বিশ্রামের একান্ত আবশ্যক হয়ে থাকে, তা হ'লে শিবিরে ফিরে যেতে পার, আমি অন্ততঃ শশক-শীকার না ক'রে ফিরছি না।

হোত্র। জয় জয়কার হ'ক মহারাজ! কি জানি! আকাশ হাসছে, মলয় কাশছে—জলদ ভাসছে, তা হ'লে সুতহিবুক যোগটাও আসছে। মহারাজের অদৃষ্ট একটানা, কাজেই নিশ্চয়ই ভেসে আসছে—একটা দিব্যাঙ্গনা—আপনার প্রেমের জ্বালা আর আমার পেটের জ্বালা ও দুটো পাশাপাশি থাকা ভাল নয়।

শান্তু। তা হ'লে আর শিবিরে কেন, নগরে ফিরে যাও; গিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রে বলবে আমি সত্বরই নগরে ফিরে যাচ্ছি।

হোত্র। আর দেশের লোককে নিমন্ত্রণ করতে বলব।

শান্তু। নিমন্ত্রণ করতে বলবে কি!

হোত্র। আর সৌম্য পুরোহিতকে পুঁথি ঠিক রাখতে বলব।

শান্তু। আরে মূর্খ! কি পাগলের মত বকছ—শোন—শোন—সর্ব্বনাশ! নগরে গিয়ে একটা বিপদ বাধিয়ে বসবে? শোন না সখা, আমার একটা কথা শোন। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হিমালয়ের উপত্যকা

জাতি।

(গীত)

এস এস হে ফিরে, থেকো না দূরে,
মরমে উঠে গান মরম-ভাঙা সুরে।
শূন্য হৃদয়ে পথপানে চেয়ে,
আকুল জীবন চলিয়াছি বেয়ে,

দিনে দিনে দিন গেল বয়ে—
এস এস হে ফিরে।
ভাসিতে পারি না আর আঁখিনীরে।

(সুনন্দের প্রবেশ)

সুনন্দ। উঠিল অপূর্ব্ব ধ্বনি কাঁপিল তটিনী।
সঙ্গীত কি নদী-কোলাহল? হস্তিনায়
কুগ্রহ কুদৃষ্টি করে, হস্তিনা নগরে
ধর্ম্মনাশ ভয়ে আজ স্তব্ধ গৃহবাসী।
রাজা আত্মহারা, শুধু মৃগয়া-ব্যসনে
রত, গৃহীর কর্ত্তব্য গেছে ভুলে।
শোভাকরী ধর্ম্মরূপা নারী গৃহকার্য্যে
না ল'য়ে সহায়, পবিত্র গৃহস্থধর্ম্মে
করে অপমান, শাস্তি দিতে ভগবান্
অতিথির রূপে উপস্থিত পুরদ্বারে।
বিমুখ যদ্যপি হয় দ্বিজ, গৃহধর্ম্ম
রাজধর্ম্ম সব যাবে ডুবে, মহাপাপে
মেদিনী মজিবে, আত্মরক্ষা-ভয়ে তাই
কাঁদে কি ধরণী? সে করুণ আর্ত্তনাদে
বহে কি সমীর, ভয়ে দেবতার দেশে?
কোথা প্রভু, যদি এই বনমধ্যে কর
অবস্থান, সত্বর উত্তর দাও মোরে।

(শান্তনুর প্রবেশ)

শান্তনু। এ কি মন্ত্রি! রাজ্যভার তোমারে সঁপিয়া
মৃগয়া কারণে আসিয়াছি বনে, তুমি
রাজ্য ছেড়ে, সহসা এখানে কি কারণ?
সুনন্দ। সহসা এখানে নহি নৃপ—আপনারে
করিতে সন্ধান—দেশে দেশে লোক আমি
করেছি প্রেরণ, তাতেও চিত্তের শান্তি
হ'ল না রাজন্! তাই দাস, রাজ্য ছেড়ে
নিজেই এসেছে অন্বেষণে।
শান্ত। রাজ্য মোর
বিপন্ন কি রিপুর দলনে?
সুন। মহারাজ!
শান্তনুর নাম মাত্র প্রহরী প্রবল
দূর করে দূরে শত্রু-দল, রাজ্য তব
আক্রমিতে সাধ্য আছে কার?
শান্ত। তবে এত
ব্যাকুল হইয়া চারিধারে পাঠাইয়া
চর; অবশেষে নিজে হেথা ব্যস্ত-
ভাবে কেন মন্ত্রীবর? দুর্ব্বহ রাজ্যের
চিন্তা ঢালিতে জাহ্নবী-জলে,—
শান্তি কামনায়, এসেছিনু
মৃগয়া কারণে, ছদ্মবেশে, সঙ্গোপনে এক
মাত্র দ্বিজ সঙ্গী সাথে, নরশূন্য পথে,
গাঙ্গোত্রী গহনে আমি করি বিচরণ
নহে ত অজ্ঞাত কথা, বিপন্ন না হ'লে
এমন ব্যাকুলভাবে, আসিতে না হেথা।
সুন। রিপু আক্রমণ হ'তে রাজ্যরক্ষা তরে
আছে মহারথী সেনাপতি। শান্তিময়
প্রজার ভবনে, যদি পড়ে প্রকৃতির
সরোষ নয়ন, আছে হে রাজন্! ভৃত্যগণ।
চির জাগরিত, নিঃশঙ্ক করিতে প্রজা-
গণ দেবতার রোষে শান্তির অঞ্জলি
দিতে দান আছে সে মহান্, পৌরবের
হিত মূর্ত্তি পুরোহিত ধৌম্য তপোধন।
শান্ত। তবে?
সুন। কিন্তু বংশ যেথা পায় রাজা ভয়,
প্রদীপ্ত পৌরব-গর্ব্ব ক্ষুণ্ণ যেথা হয়,
সেখানে আপনি ভিন্ন, দানিতে অভয়
অন্তে কেবা আছে মতিমান্?
শান্ত। বংশ পায় ভয়! কি বল সচিব!
প্রহেলিকা
মত বাজিল আমার কানে। কার
অত্যাচারে বংশ বিপন্ন আমার? কেবা
সেই শক্তিমান্, কোথায় তাহার স্থান?
সুন। বলিতে শঙ্কিত প্রভু! আপনা হইতে
পুরুবংশ বিপন্ন দারুণ!
শান্ত। আমা হ'তে!
জ্ঞানে আমি হেন পাপ করি নাই যার
পবিত্র পৌরব-বংশ যাহে পায় ভীতি।
সুন। এসেছেন রাজগৃহে তেজঃপুঞ্জ ঋষি,
আপব তাঁহার নাম। শুভ্র জটাভার
জ্যোতির্ময় আদিত্য-আকার, বিচ্ছুরিত
জ্যোতিকণা, প্রতি রোম-শিরে।
সূর্য্যোদয়-
মুখে প্রবেশিয়া পুরীমাঝে, ঋষি আজ
অতিথি আপন গৃহে। পাদ্য অর্ঘ্য দানে
যথাসাধ্য তুষিতে ব্রাহ্মণে, গলবস্ত্রে
দাঁড়াইনু সম্মুখে তাঁহার। আমি ভৃত্য

তব, পরিচয়ে জানিলেন তপোধন।
জিজ্ঞাসিলা "কোথা প্রভু তব ?" বলিলাম
তাঁরে, রাজ্যভার সঁপিয়া আমারে প্রভু
মোর মৃগয়া কারণে, একমাত্র সঙ্গী
সনে পশেছেন বনমাঝে। শুনি ঋষি,
বলিলা আমারে, "আছে মোর ব্রত গৃহী-
শূন্য গৃহমাঝে আতিথ্য না লই।" শুনি
বলিলাম তাঁরে, অতিথি দুয়ারে আসি
যদ্যপি বিমুখ হয়, বিনা উপচারে
যদ্যপি অন্যত্র তিনি করেন গমন,
তা হ'তে দুর্ভাগ্য আর অন্য কিবা আছে
ধরণীতে। শুনি ঋষি করিলা উত্তর—
"ভাল নরবর, গৃহী যদি নাহি থাকে,
আসুন গৃহিণী তাঁর। পবিত্র হইয়া
তিনি আসি অতিথির করুন সৎকার।

শান্ত। তার পর ?

সুন। তার পর আর কি বলিব মহারাজ !
ঋষিবাক্য করিয়া শ্রবণ, ক্ষুণ্ণ মনে
বলিলাম শুন তপোধন, প্রভু মোর
এখনও রয়েছেন ব্রহ্মচারী। এই কথা
করিয়া শ্রবণ, চমকি উঠিল ঋষি।
কহিলা বিষাদে "শতবর্ষ অনাহারী
ব্রহ্মচারী রয়েছিনু সুমেরুর অঙ্কে।
ব্রতান্তে ক্ষুধার্ত্ত আমি, তাই হে ধীমান্,
এসেছিনু আতিথ্যের পৌরবের গৃহে।
শাস্ত্রে কহে, গৃহিণী যদ্যপি রহে গৃহে,
সার্থক সে গৃহ নাম, নতুবা শ্মশান,
রসশূন্য পাদপশূন্য মরুভূমি।
হ'ল না ক্ষুধার শান্তি, বিফল আগম,
রাজগৃহ অলক্ষ্মী-নিলয়, রসহীন
অন্ন হেথা।" এই বলি উঠিলা ব্রাহ্মণ।

শান্ত। তুমি তারে ছেড়ে দিলে ?

সুন। মহামতি !
তপস্বী ক্ষুধার্ত্ত দ্বিজ দ্বারে,
সহজে ছাড়িব আমি তাঁরে !

শান্ত। ভাল হ'ল সুনন্দ তোমার।
যথার্থ বলেছে ঋষি,
চরিত্র দেবীর মূর্ত্তি নাহি যে গৃহে,
গৃহ নাম বিড়ম্বনা তার।
এখনও আছেন মুনি ভবনে আমার ?
বল মন্ত্রী, ত্বরা বল মোরে
এখনও কি অক্ষুণ্ণ আছেন
ধর্ম্ম পৌরবের গৃহে ?

সুন। এখনও আছেন মহারাজ !
অঙ্গীকারে ঋষিরে বাঁধিয়া
ধৌম্য পুরোহিতে তাঁর রক্ষাভার দিয়া
আপনার অন্বেষণে ত্যজেছি নগরী।
সায়াহ্ন পর্য্যন্ত ঋষি রহিবেন তব
অপেক্ষায়। যাহা আছে বক্তব্য তাঁহার,
গৃহস্বামী আপনারে ক'রে নিবেদন
রাজ্যত্যাগ করিবেন তিনি।

শান্ত। শীঘ্র যাও—
আমারও কর্ত্তব্য আছে ঋষির সমীপে,
ঋষিরে সংবাদ দাও—আসিছে নৃপতি।

[সুনন্দের প্রস্থান।

গুপ্তকথা—সমীরণ করেনি শ্রবণ।
নিজকর্ণে অদ্যাপিও উঠে নি সে ধ্বনি।
অতিথির অধিকারে প্রথম শুনিবে ঋষি,
সঙ্গে সঙ্গে শুনিবে ধরণীবাসী।
নাহি জানি কিবা আছে বিধাতার মনে,
শুভ কি অশুভ কালে, ক্ষুধার্ত্ত অতিথি
প্রবেশিল রাজগৃহে, বুঝিতে না পারি।
করুণানিধান ! অন্তরে নিভৃত স্থানে
লুকান যে কথা, একমাত্র জান তুমি।
সেই তুমি অতিথির রূপে উপস্থিত
মম গৃহে, দয়াময় তুমি জান প্রভু !

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কানন।—পাহাড়ের একাংশ।

(দেববালাগণের গীত)

মধুময় কানন, মধুময় উপবন, মধুময় আশে জাগে আশা।
মধুময় অনিল, মধুময় ফুল, মধুময়ী শুধু ভালবাসা॥
মধুময় আছে, মধুময় নাচে, মধুময় হৃদয়-ভবন—
মধুফুল দলে মধুকর দোলে, মধুকরে মধুতে রমণ,
মধুময় আকাশে, মধুভরা বিলাসে,
করে শুধু মধুময়ী আশা॥

চতুর্থ দৃশ্য

পর্ব্বত।

(শান্তনুর প্রবেশ)

শান্তনু। কি কুক্ষণে গৃহ হ'তে হয়েছি বাহির,
সর্ব্বকার্য্য নিষ্ফল আমার! মৃগগণ
ভীতিশূন্য মুগ্ধনেত্রে চাহে মোর পানে।
সার দিয়ে ব'সে পাখী পাদপ-তোরণে
মুক্ত কণ্ঠে গাহিতেছে গান। যেন রণে
পরাস্ত হেরিয়ে মোরে সমবেত স্বরে
সকলে রহস্যে রত। গর্ব্ব খর্ব্ব মোর!
হীন গর্ব্বে নগরে ফিরিতে—আগে হ'তে
কাঁপিছে হৃদয়। পথপানে চেয়ে আছে
ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ! দ্বিজবরে ঘেরি, পথ
পানে চেয়ে আছে বিষণ্ণ নগরী। যদি
ইচ্ছা করি—সহস্র সুন্দরী এই দণ্ডে
সাগ্রহে ছুটিয়া আসে বরিতে আমায়।
যদি ইচ্ছা করি—ভারতে যেখানে থাক্
বীর্য্যশুল্কা নারী—সবলে হরিয়া তারে
আনিতে সক্ষম আমি হস্তিনা নগরে—
অবহেলে—রবি নাহি যেতে অস্তাচলে।
কিন্তু হায়! ইচ্ছাশক্তি আবদ্ধ আমার,
পিতার যে অন্তিম আদেশ-বাণী বর্ণে বর্ণে
কর্ণে মোর তুলে প্রতিধ্বনি। আমি
সে আদেশ অলঙ্ঘ্য ল'ভিতে। সত্যময়
হে শঙ্কর—জান আমি সত্য চিরকামী—
সত্যাশ্রয়ী জগতে মহান্—বেদে সত্য
সনাতন গান—জ্যোতির্ম্ময় প্রভাকর
শুভ্রদেহে সাক্ষ্য দেয় সত্যের মহিমা।
সেই সত্য করিয়া আশ্রয়—
নাশ ভয়ে ভীত আমি!
সায়াহ্ন পর্য্যন্ত আমি রব অপেক্ষায়।
যদি ধর্ম্ম যায়, যাক তাহা সন্ধ্যামুখে।
কোথা আছ হে অজ্ঞাত প্রেয়সী আমার—
ধরণীর কোন্ কুঞ্জে—
লুকাইয়া সৌন্দর্য্যের রাশি—কোন্ লীলা
ছলে, দেখিতেছ স্বামীর যন্ত্রণা! এস—
এস কুরু কুললক্ষ্মী, এস সোহাগিনি!
বর্ষ উপবাস ক্ষয়—তোমারে গৌরব
দিতে, ভিক্ষাপাত্র হাতে সতৃষ্ণ নয়নে
চেয়ে আছে পুরদ্বারে। অপ্সরা-রূপিণী—
এস ভাগ্যবতী রাণী, পতিরে অভয়
কর দান। এ কি! এ কি!
শ্যাম শোভাময়ী নগ্ন প্রকৃতির বুকে,
শ্যামাঙ্গী সঙ্গিনী-কর ধ'রে,
কে বিচরে মুক্তকেশী বামা!
সুনির্ম্মল গঙ্গাজল, হিল্লোল ধরিয়া,
গাঁথিয়া জীবনময়ী কুসুমের হার,
কোন্ চিত্রকরে তোমা রচিল সুন্দরী?
দাঁড়াও—দাঁড়াও—যেও না—
যেও না—বালা!
ভিক্ষা দাও সুলোচনে—ব্যাকুল পিপাসী
আমি—করুণার বিন্দু লোভী—দাও—
ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও ক্ষণেক দর্শন।
[বেগে প্রস্থান।

(দ্যুতির প্রবেশ)

(গীত)

সঙ্গে তোরা কে যাবি গো আয়,
এবার আমি ভর দিয়েছি মলয়ায়।
অশ্রু গেছে উষার দেশে খুঁজিতে আমারে,
হাসি আমার কাঁদে বসি নয়ন-দুয়ারে,
চোখের তারা পলকহারা শূন্যপানে চায়।
আকাশ থেকে মেঘের ঝরা কয় কানে কানে,
লুকিয়ে আছ কার গো তুমি করুণ গানে,
আয় গো তোরা আয় আমার বল্‌তে হাসি পায়—
অনুরাগে উদয় অরুণ চাঁদের আলোয় মিশে যায়।

(হোত্রের ও অনুচরের প্রবেশ)

অনু। ঠাকুর, সর্ব্বনাশ হয়েছে!

হোত্র। মিথ্যা কথা, বেটা লোক চেন না, তামাসা করতে এসেছ?

অনু। দোহাই ঠাকুর—তামাসা নয়, সত্যি বলছি—সর্ব্বনাশ হয়েছে।

হোত্র। আবার বেটা মিথ্যা কথা বলে! সর্ব্বনাশ হ'ল বলে কে?

অনু। আমি বলছি।

হোত্র। তবে আর সর্ব্বনাশ হ'ল কই? তুই ত এখনও বেঁচে আছিস্, তোর নাশ ত হয় নি।

অনু। কেন, আমি কি অপরাধ করেছি যে, আমার নাশ হবে?

রাম রাম মধুময় ধ্বনি। ভাগ্যবতী
তুমি রাণী রামলীলা—পরশে পরশে
তোমার পরশে তার ক্রোধ যাবে ভেসে।

সরযূ। তপঃক্লিষ্ট ঋষিরে ঘেরিয়া, ফল কিবা
বুঝিতে না পারি।

যমুনা। আছে ফল, নহে কেন
ব্রাহ্মণে বাঁধিতে মোর এত আকিঞ্চন।

সরযূ। আগে বল, তবে দিতে করিব বন্ধন।

যমুনা। নামে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে ধরণীর গায়,
আহ্নিক-সময় ব'য়ে যায় তাই ঋষি
ছুটিয়াছে জাহ্নবী উদ্দেশে। কিন্তু সখী
প্রেমের পরশে উত্তপ্ত সলিল তার।
যেমন করিবে স্নান, নিশ্চিন্ত ব্রাহ্মণ
স্রোত-অঙ্গে অঙ্গ দিবে ঢালি, দগ্ধ দেহ
হইবে তাঁহার। অমনি জাগিবে ক্রোধ,
মধুময় প্রেমের সঙ্গীতে, ঝঙ্কারিবে
মনোতন্ত্রে বিষাদের ধ্বনি। প্রেমময়ী
মন্দাকিনী, ঋষি-শাপে মুহূর্ত্তে হইবে
শুষ্ক কলেবর।

সরযূ। বুঝিয়াছি সই, এখনি শৃঙ্খলরূপে
ঋষির পবিত্র পদ করিব বন্ধন।

[যমুনার প্রস্থান।

বেঁধে ফেল্ বেঁধে ফেল্ ঘেরে ফেল্ তাকে
আসিতেছে মত্ত হ'য়ে জামদগ্ন্য রাম,
ওঠ্ নদী কূলে কূলে, ভর্ নদী কূলে কূলে,
আয় সব সরল-পথে বাঁধ হয়ে দাঁড়া লো সকলে।

(নদীগণের প্রবেশ)

(গীত)

বেঁধে ফেল বেঁধে ফেল মায়ার ডোরে,
এসেছে সুন্দরবর তোমারি তরে॥
বেঁধে নে বেঁধে নে অলসাসনে,
বেঁধে নে বেঁধে নে সম্মোহনে,
কুন্তলে বেঁধে নে রাতুল চরণে,
বেঁধে নে জীবনে বেঁধে নে মরণে,
ধুয়ে নে পদযুগ আঁখি-লোরে।

[নদীগণের জলমধ্যে অন্তর্দ্ধান।

(বেগে পরশুরামের প্রবেশ)

রাম। গেল গেল, সব গেল দূরে!
কোথা আমি? কেন আমি ত্রিতাপে জর্জ্জর,
কোথা মোর ঘর?
কেন আমি গৃহশূন্য গভীর অরণ্যমাঝে?

(হোত্রবাহনের প্রবেশ)

কে তুমি ব্রাহ্মণ? কূলে কূলে
প্রগল্ভ তরঙ্গ তুলে,
কোথা হ'তে ভীম বন্যা ঘেরেছে আমারে।
কি করিব, কোথা যাব? কেমনে হইব পার?
নির্গমন পথ পার কি দেখাতে মোরে?

হোত্র। কোথা যাবে প্রভো?

রাম। জাহ্নবীর তীরে।
সন্ধ্যাকার্য্য সমাপির সেথা।
দেখি সন্ধ্যা ব'য়ে যায়,
তাই ব্যাকুল হিয়ায়, চলেছি গঙ্গার অন্বেষণে।
এমন সময়ে দেখি, বিনা বরিষণে
নিবিড় গহনে এলো বান,
সে বিপুল জলরাশি
দুর্নিবার বেগে ধা'য়ে, পথরোধ করিল আমার।
শুন হে ব্রাহ্মণ! বড়ই বিপন্ন আমি,
দুস্তার জলের পাথার—
ক্লান্ত আমি শক্তিহীন,
উত্তরিতে সাধ্য নাই মোর।

হোত্র। পথ আছে। সেই পথে আমি এই
আলোক-বিহীন অরণ্য হয়েছি পার
এ প্রচণ্ড বন্যা প্রভু,
পরশিতে পারে নাই মোরে।

রাম। দয়া ক'রে আমারে দেখাও।
সন্ধ্যা ব'য়ে যায়—
ক্রিয়া-নাশে হবে নাশ মোর।

হোত্র। গুরু মোর পথ, গুরু নাম তরী,
গুরুবাক্য কর্ণধার স্থির।

রাম। কোথা বল সে গুরু মহান্,
কোথা তাঁর অবস্থান,
দয়া ক'রে দেখাও আমারে।

হোত্র। সম্মুখে আমার তিনি
আত্মহারা প্রভু ভগবান্,
নাম, বিশ্বজয়ী জামদগ্ন্য রাম।

রাম। কে তুমি—কে তুমি যুবা?

হোত্র। আমিও পড়িয়াছিনু স্রোতস্বিনী জলে।
দেখি চারিধার হ'তে মত্ত জল স্রোতে
আমারে করিতে গ্রাস ছুটেছে তটিনী।

ব্রাহ্মণে হারালে—শুনিলাম বাণী। কেবা
এই সর্বনাশী! আমার সামান্য জ্ঞানে
যা বুঝেছি আমি, তাহে বুঝেছি এ বালায়
বুঝা বড় দায়। যথার্থ ই কুলটা এ নারী,
আবেগে ধরণীমাঝে ছুটে, নিত্য স্বামী—
নিত্য ভাঙ্গে কূল, তথাপি কুমারী নারী,
পুরাতনী তথাপি নবীনা!

শান্তনু। কহিলাম
পথ দেবী, তব কার্য্যে বাধা নাহি দিব।

গঙ্গা। প্রণমি তোমারে স্বামি!

হোত্র। ধীরে—ব্যাকুল হয়ো না রাজা!
তারল্যরূপিণী রাণী শুষ্ক ধরা-বুকে
প্রথম দিতেছে পদ। তাই হে রাজন্!
ত্বরাকুলা মন্থরগামিনী বালা। সিন্ধু
লবণ খু নহে গন্তব্য তাহার—এ যে
সিন্ধু অকূল পাথার। প্রতি তরঙ্গের
শিরে শিরে, সহস্র তরঙ্গ হ'য়ে নাচে
মানকতা—ধীরে ধীরে সন্তর্পণে ধর
কর রাজা!

[প্রস্থান।

শান্তনু। আর কেন, মুখ খোল প্রিয়ে!

গঙ্গা। বিপন্ন পৌরববংশ, আকুল নয়নে
রয়েছেন তব মুখ চেয়ে। বিপ্রবর
অনাহারে রবে, অতৃপ্ত বাসনা রাজা
দাও বিসর্জ্জন—অগ্রে আতিথ্য কর
পূজা। সঙ্গে সঙ্গে রব, বদ্ধ করে করে
যুগল অঞ্জলি ধরে অতিথি বরিব।
নরেশ্বর, বাধা দিওনাক' আকিঞ্চনে।

শান্তনু। বিচিত্র রমণী তুমি, ধার ধর অগ্রে
আমি, তুমি তো পশ্চাতে; তবু মনে হয়
চলি আমি মন্ত্রমুগ্ধ আদেশে তোমার।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজবাটীর একাংশ।

ধৌম্য। কি করব—কি করব, আমি পৌরববংশের পুরোহিত, আমি বর্ত্তমানে যদি রাজ্যে অমঙ্গল হয়, তা হ'লে আমার কলঙ্ক রাখবার স্থান থাকবে না। ব্রাহ্মণ অভুক্ত, সমস্ত পুরবাসী কেউ জলগ্রহণ করতে পারছে না—শিশু বালক সব মৃতপ্রায় হ'ল। সন্ধ্যাকাল রাত্রি পিছনে ক'রে এগিয়ে আসছে। গেল! গেল! নগর ধ্বংস হ'ল! লোকসকল প্রতীকারের জন্য আমার বাড়ীর দিকে আসছে। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণের বিষম অভিমান নিয়ে ব'সে আছি। আমি যে কি বিপন্ন, তারা ত বুঝতে পারছে না।

(ধৌম্য-পত্নীর প্রবেশ)

ধৌম্য-পত্নী। কি গো! লোক সকল দলে দলে তোমার ঘরের দিকে ছুটে আসছে। নারায়ণ রক্ষা করুন, নারায়ণ রক্ষা করুন, ব'লে চীৎকার করছে। আর তুমি শুনে এখানে মাথা গোঁজ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

ধৌম্য। আমি কি করব?

ধৌম্য-পত্নী। কি করবে! তুমি রাজ্যের পুরোহিত! রাজ্যে হঠাৎ এমন একটা বিপদ উপস্থিত, রাজা নেই, তুমি আছ, তুমি প্রতীকার করবে না?

ধৌম্য। আমি কি প্রতীকার করব, আমি কি ব্রাহ্মণের হ'য়ে খাব?

ধৌম্য-পত্নী। তুমি ব্রাহ্মণকে অনুরোধ কর।

ধৌম্য। জানছি অনুরোধ রাখবে না, তবে কেমন ক'রে অনুরোধ করব। অন্নের অভাবে ব্রাহ্মণ উপবাসী নয়; আপব বশিষ্ঠ—সুমেরু দেশে তার আশ্রম, সুরভিনন্দিনী গাভী তার সম্পত্তি, সে ইচ্ছা করলে পৃথিবীর লোককে অন্নদানে পরিতৃপ্ত করতে পারে, সেই আজ রাজার ঘরে অতিথি। বুঝতে পেরেছ ব্যাপারখানা কি?

ধৌম্য-পত্নী। আঁা, এত বড় ঋষি! তা হ'লে কেন এসেছে গা ঠাকুর?

ধৌম্য। অষ্ট বসুর এক বসু ঋষির গাভী অপহরণ করেছিল, একের পাপে আটজনকে অভিশাপ দিয়েছিলেন; সেই দারুণ অবস্থের ক্ষয়ের জন্য তিনি অনশন-ব্রত ধারণ করেছিলেন। সেই ব্রতের পারণ করতে তিনি রাজগৃহে সঙ্কল্প নিয়ে অতিথি হয়েছেন। শাস্ত্র-ব্যবসায়ী হ'য়ে আমি কেমন ক'রে তাঁকে সঙ্কল্প ভঙ্গ করতে অনুরোধ করব?

ধৌম্য-পত্নী। এ কি করলে মা জগদীশ্বরি!

ধৌম্য। তুমি এক কাজ কর, শীঘ্র আমার জপের মালাটা নিয়ে এস। রাজা অতি অশুভক্ষণে আজ গৃহ থেকে যাত্রা করেছেন।

ধৌম্য-পত্নী। অ-দিনে রাজাকে ঘর ছাড়তে দিলে কেন? তুমি নিষেধ করলে রাজা কি গৃহ ত্যাগ করতে পারত?

ধৌম্য। রাজাকে আমি বলেছিলুম, কিন্তু রাজা আমার কথা মোটেই শুনলে না। আপনার গোঁ নিয়েই মৃগয়া করতে চ'লে গেল।

ধৌম্য-পত্নী। তাই ত ভগবান্! রাজার এমন কুমতি হ'ল কেন?

ধৌম্য। আগে রাজা এমন ছিল না। যে দিন থেকে ঐ বামুনের ছেলেটি তার সঙ্গী হয়েছে, সেই দিন থেকেই রাজার মতিভ্রম হয়েছে।

ধৌম্য-পত্নী। কোথা থেকে এমন হতচ্ছাড়া সঙ্গী জুটল গা?

ধৌম্য। তা কেমন ক'রে জানব। জুটে অবধি যেন রাজাকে গিলে বসেছে। আমি ত পাঁজি-পুথি নিয়ে রাজাকে এক রকম বুঝিয়ে দিলুম। সেই ছোঁড়া তাকে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি কি বললে, আর রাজা অমনি আমার নিষেধবাক্য অমান্য ক'রে চ'লে গেল।

(হোত্রবাহনের প্রবেশ)

হোত্র। অমনি অমনি চ'লে গেল!

ধৌম্য। কে ও, কে ও, ভায়া! ভায়া! কখন এলে, কখন এলে?

ধৌম্য-পত্নী। সর্বনাশ, আমাদের কথা শুনতে পেলে না কি!

হোত্র। বলছি বলছি—অগ্রে এই চারিটি চরণে প্রণাম।

ধৌম্য। হাঃ হাঃ, হোত্রবাহনের কেবল রহস্য। আমাদের পত্নী ব'লে একটু রহস্য করলে—কেমন হে?

হোত্র। আজ্ঞে এ কি কথা! আপনারা পুরোহিত-দম্পতি। দু'জনেই আমার সম্মুখে,—দু'জনেরই প্রণাম গ্রহণে সমান অধিকার। কোন চরণে আগে প্রণাম করব বুঝতে না পেরে—চার চরণেই প্রণাম করলুম।

ধৌম্য। বেশ করেছ। কখন এলে?

হোত্র। আজ্ঞে যে সময় আপনারা আমার সুখ্যাতি করছিলেন।

ধৌম্য-পত্নী। ঠিক সে সময়?

হোত্র। হাঁ ঠাকরুণ, ঠিক সেই সময়। শুনে বুক আমার আহ্লাদে ফুলে ফুলে উঠছিল। ভাবছিলুম, এ অধমের প্রতি আপনাদের এত ভালবাসা! আমার অসাক্ষাতেও আপনারা আমাকে স্মরণ করেন।

ধৌম্য। হাঃ হাঃ, ও একটা মনের আবেগ। ও তুমি কিছু মনে ক'র না। তার পর—রাজা? তুমি এলে রাজা কোথায়? তোমাদের অনুপস্থিতিতে রাজ্যে এক বিপদ উপস্থিত। তাই মনের আবেগে তোমাকে দুটো কথা ব'লে ফেলেছি।

হোত্র। উঃ! এ পাষণ্ডের প্রতি কৃপা দেখিয়ে এত কম কথা ক'য়ে ফেলেছেন—দুয়ে দুটো! দুশো বলুন; দু' হাজার বলুন।

ধৌম্য। আর বলতে হবে না, এখন রাজা কোথায় শীঘ্র বল।

হোত্র। (চক্ষে হস্ত দিয়া ক্রন্দনের অভিনয়)।

ধৌম্য-পত্নী। ও কি! রাজার নাম শুনে চোখে হাত দিয়ে কাঁদতে লাগলে কেন?

হোত্র। রাজা—রাজা—কি বলব?

ধৌম্য। কি—সত্বর বল।

হোত্র। রাজা—গঙ্গায়—

ধৌম্য-পত্নী। ডুবে মরেছে?

ধৌম্য। আরে পাগলের মত কি বল? চুপ কর। রাজা ডুবে মরবে কি?

হোত্র। ঠাকরুণ—ঠাকরুণ, তাই—

ধৌম্য। হেঁয়ালির কথা রাখ।

ধৌম্য-পত্নী। স্পষ্ট ক'রে বল। গলা আটকে যাচ্ছে—কথা স্পষ্ট বেরুচ্ছে না।

ধৌম্য। আরে মূর্খ, কি হয়েছে বল্।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। পুরোহিত—পুরোহিত!

ধৌম্য। কি সংবাদ?

কঞ্চুকী। সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ-পুত্রটা এখানে এসেছে?

হোত্র। এসেছে।

কঞ্চুকী। পাষণ্ড ব্রাহ্মণ? কি করলি?

ধৌম্য। কি করেছে—কি করেছে?

কঞ্চুকী। পুরুবংশ লোপ করলি?

ধৌম্য। লোপ! আবার কি? রাজা নেই—এই ব্যক্তি তাঁকে গঙ্গায় ডুবিয়ে চ'লে এসেছে।

ধৌম্য-পত্নী। সাধে কি আমাদের মুখ থেকে গাল বেরুচ্ছিল।

হোত্র। অমনি অমনি কি সে কথাগুলো আমারও কানে মিষ্টি লাগছিল!

কঞ্চুকী। বল্ হতভাগা, কি ক'রে রাজাকে মারলি বল্। আমরা ব্রাহ্মণ ব'লে মানব না। রাজ-হত্যার জন্য তোকে আমরা শূলে দেব—

ধৌম্য। হোত্রবাহন্!

হোত্র। আজ্ঞে প্রভু!

ধৌম্য-পত্নী। আর মিষ্টি কথায় আলাপ করতে হবে না। পাঁজি-পুথির পাতা উল্‌টে শূলের ব্যবস্থা বার কর। এক দিনে ও রাজাকে মারলে, রাজ্যশুদ্ধ লোককেও মারলে।

ধৌম্য। ব্যাকুল হয়ো না ব্রাহ্মণী, আমাকে বুঝতে দাও। হোত্রবাহন্ রহস্য দেখে কি হ'য়েছে ঠিক ক'রে বল, আমাদের আর সংশয় দোলায় দুলিয়ো না।

(সুনন্দের প্রবেশ)

সুনন্দ। আপনারা শীঘ্র আসুন, রাজা আসছেন।

কঞ্চুকী। রাজা আসছেন?

সুনন্দ। একা নয়—সস্ত্রীক আসছেন, তিনি অগ্রচর-মুখে সংবাদ পাঠিয়েছেন, আপনারা আর বিলম্ব করবেন না। দিনান্তের আর বিলম্ব নেই। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঋষি পারণ না করতে পারলে, আর করবেন না।

ধৌম্য। জয় শিব-শঙ্কর—চ'লে এস কঞ্চুকী—চ'লে এস। ব্রাহ্মণী শঙ্খ আন—

হোত্র। না না, শূল আন—শূল আন।

সুনন্দ। এস ব্রাহ্মণকুমার! তোমার শূল হস্তিনা-বাসী সইতে পারবে না; তুমি আজ রাজাকে গৃহবাসী করেছ, হস্তিনাবাসীর প্রাণ রেখেছ, ঋষিকে আমি আমন্ত্রণ করতে চললুম, আপনারা বিলম্ব করবেন না। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

আপব।

আপব। দুঃখে সমস্ত নগরবাসী হাহাকার করছে। কিন্তু এরা ত জানে না, কি উদ্দেশ্যে এই বিষম অনশন-ব্রত গ্রহণ করেছি। অষ্টবসুকে অভিশাপ দিয়েছি। তারা মানবরূপে ভূমিতে অবতীর্ণ হবে। কিন্তু এক মন্দাকিনী ভিন্ন এমন শক্তিময়ী কে আছেন যে, অষ্ট দেব-প্রধানকে গর্ভে ধারণ করতে সমর্থ। শুধু তাই নয়। সেই অষ্ট সন্তানের মধ্যে সাত জনের জন্ম মাত্রেই মুক্তি। মা মন্দাকিনী ভিন্ন কে এমন তেজস্বিনী জননী আছেন যে, প্রচণ্ড মমতাকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে সদ্যোজাত দেবশিশুর প্রাণকে দেহ থেকে বিচ্যুত করতে পারেন? গুরুকুলে সেই দেবীর আবাহন করতে আমি অপেক্ষায় অপেক্ষায় শত বৎসর উপবাসে ব'সে আছি। কিন্তু সূর্য্য যে অস্ত গেল। পারণ-দিনের যে অন্ত হ'ল। তবে কি মা এলেন না?

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। ওঠ ঠাকুর, ওঠ। তোমার পারণের জন্য অন্ন-মেরুর ব্যবস্থা হয়েছে। আর যেন ছেলে-পুলেগুলোর মাঝখানে বাজখাঁই সুরে ক্ষুধা ক্ষুধা ক'রে চেঁচিও না। যা খেতে চাবে—তাই খেতে পাবে। হাত ধ'রে ওঠ।

আপব। সহসা অবস্থার এমনই কি পরিবর্ত্তন হয়ে গেল যে, উঠতে হবে?

কঞ্চুকী। (স্বগত:) পরিবর্ত্তন না হ'লে কি সাধুতে তোমার কা'ছে ফিরে এসেছি? তবে আগে আর সে কথা তোমাকে বলছি না। (প্রকাশ্যে) উঠবে না ত কি এতগুলো নরনারী না খেয়ে মরবে?

আপব। তাদের খেতে নিষেধ করেছে কে?

কঞ্চুকী। তুমি কত কালের বুড়ো ঋষি—রাজার বাড়ী অতিথি হ'তে এসে,—না খেয়ে নগরের বুকের উপর ব'সে রইলে, এতে পুরবাসী কি মুখে জল দিতে পারে?

আপব। তবে মরাই তাদের অভিরুচি!

কঞ্চুকী। নানা প্রকার ভোজ্য আপনার ক্ষুধা-তৃপ্তির জন্য প্রস্তুত।

আপব। কিন্তু এক অন্নপূর্ণার অভাবে তার একটা কণাও আমি মুখে তুলতে পারলুম না।

(সুনন্দের প্রবেশ)

সুনন্দ। সেই অন্নপূর্ণা যদি এসে থাকেন, ঋষিরাজ?

আপব। কই দেখাও—দেখাও—শীঘ্র দেখাও মহাভাগ! কত দূরে আমার মা—কত দূরে আমার মা! সুনন্দ?

(শান্তনুর প্রবেশ)

শান্তনু। আর দূর নয় প্রভু, এই আমি এসেছি।

কঞ্চুকী। এস রাজা, এস। ধর্ম্ম-রক্ষা কর। নগরবাসীকে নিশ্চিন্ত কর। সঙ্গে ও কি, মা! এস পৌরব-রাজলক্ষ্মি! সন্তানমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করছ—পতিকুলের ধর্ম্ম রক্ষা করতে এসেছ—তবে মুখ ঢেকে কেন মা!

(অন্নপাত্র হস্তে অবগুণ্ঠনবতী গঙ্গার প্রবেশ)

সুনন্দ। ঋষি! এইবার পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

আপব। (স্বগতঃ) ঠিক এসেছ—ঠিক এসেছ। অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকলে কি হবে মা! শ্রীচরণপদ্মের প্রতি অঙ্গুলি কি লয়ে আরক্ত করুণা-প্রবাহ কল্লোল তুলছে। আমার ব্রত সার্থক হ'ল—চরণ-দর্শনেই সমস্ত তৃষ্ণার অবসান হ'ল।

কঞ্চুকী। চুপ ক'রে রইলে কেন ঠাকুর, পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ কর।

(সৌম্যের প্রবেশ)

সৌম্য। কি ঋষিরাজ! আর কি আপনার অন্ন-গ্রহণে আপত্তি আছে!

আপব। আপনাদের আপত্তি না থাকলেই হ'ল, রাজা যদি ওঁকে ধর্ম্মপত্নী ব'লে গ্রহণ ক'রে থাকেন, তা হ'লে রাজ্ঞীর দত্ত অন্নগ্রহণে আমার কোন আপত্তি নেই।

সৌম্য। রাজা যদি যাকে ধর্ম্মপত্নী ব'লে গ্রহণ ক'রে থাকেন, তা হ'লে আমাদের আপত্তি থাকবে কেন?

শান্তনু। আমি অগ্রেই এঁকে ধর্ম্মপত্নী ব'লে গ্রহণ করেছি;—আর এই আপনাদের সকলের সম্মুখে আবার বলছি, ইনিই আমার ধর্ম্মপত্নী।

সৌম্য। তবে আর কেন ঋষি, পারণ কর।

(ক্ষোত্রবাহনের প্রবেশ)

ক্ষোত্র। হঁ হঁ হঁ—অপেক্ষা—অপেক্ষা—ঋষি অপেক্ষা। আপনি এ কন্যার মুখ দেখেছেন?

আপব। না।

ক্ষোত্র। রাজা আপনি দেখেছেন?

শান্তনু। না।

ক্ষোত্র। কি জাতি জেনেছেন?

শান্তনু। না।

ক্ষোত্র। তবু আপনি এ কন্যাকে ধর্ম্মপত্নী ব'লে গ্রহণ করেছেন?

শান্তনু। করেছি।

ক্ষোত্র। যদি পিতার কোন ঠিক না থাকে?

শান্তনু। তবু ইনি আমার ধর্ম্ম-পত্নী।

ক্ষোত্র। যদি স্বৈরিণী হয়?

শান্তনু। তবু ইনি আমার ধর্ম্ম-পত্নী।

আপব। হস্তে এইবার জল দাও পুরোহিত, আমি আচমন করি, অন্নদেক আনাও ব্রাহ্মণ, আমি ভোজন করি।

সৌম্য। এ কাকে নিয়ে এলেন মহারাজ!

কঞ্চুকী। পবিত্র পৌরববংশে এ কার কন্যাকে প্রবেশ করালে মহারাজ?

আপব। আর বিলম্ব সয় না। এস অন্নদে! ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দাও।

সৌম্য। হাঁ, ঠাকুর, হাঁ। পুরুরাজ কখন অসবর্ণ কন্যা বিবাহ করেন নি। এ কারে রাণী করলেন মহারাজ!

ক্ষোত্র। স্বৈরিণী—কুলটা, দূর ক'রে দাও।

শান্তনু। এখনও মুখ আবৃত রেখেছ কেন রাণি! এইবারে মুখ খোল, তোমার প্রজাবর্গকে পরিচয় দাও।

গঙ্গা। যে জন্য আপনি আমাকে না দেখে, আমার কোনও পরিচয় না জেনে, ধর্ম্মপত্নী ব'লে আমাকে গ্রহণ করেছেন, সে কথা নিষ্পন্ন না হ'লে লোকের কাছে এ মুখ দেখাব কেমন ক'রে মহারাজ! আগে ঋষি অন্ন গ্রহণ করুন।

(রত্নভাণ্ডার হইতে সুবর্ণপাত্রস্থ অই সুবর্ণ ফল আপব-সম্মুখে রক্ষা)

অহর্নিশবাসী অই দেবতা অর্চিত,
কত দুঃখ হ'তে সঞ্চিত যে কর্মফল
নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল
তোমার আশ্রম-দ্বারে,
বিধাতা ইচ্ছায়, তাহা
সুফল হয়েছে এত দিনে
মধুরতা তার একমাত্র আস্বাদ্য তোমার।

পৌরবের গৃহে
পুরুরাজ-কুলবধূরূপে—
আজ আমি তোমারে করিনু দান,
কর ঋষি সানন্দে ভক্ষণ।

আপব। পুরুকুল-রাজলক্ষ্মী! তুমি এই ফল একটি একটি ক'রে হাতে তুলে দাও। শত বৎসরের অনশনেও যে দুঃস্থ স্মৃতিকে আমি দগ্ধ করতে পারি নি, করুণাময়ি! তব দত্ত এই অষ্টফল ভক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপের স্মৃতি আমার চিত্রপট থেকে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হ'ক!

(গঙ্গা কর্ত্তৃক ফলদানের উদ্যোগ)

হোত্র। অপেক্ষা কর রাণী, মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা কর। কি ঋষি, আত্মক্ষোভে অন্ধ এত আত্মহারা যে, নিজের প্রতিজ্ঞা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়েছ!

আপব। কি রকম?

হোত্র। সূর্য্যাস্তের পর কিছু খাবে না বলেছিলে না?

আপব। সূর্য্যাস্ত হয়েছে?

হোত্র। হয়েছে কি না হয়েছে, নিজেই তা দর্শন কর।

পটপরিবর্ত্তন

কি ঋষি, পশ্চিম দিকটা দেখছ?

আপব। তাই ত মা, পারণ যে হ'ল না।

সৌমা। এ সব কি কথা মহারাজ?

শান্তনু। আপনি বুঝবেন না। আর আমিও বোঝাতে পারবো না। রাণীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার আমার অধিকার নাই। তোমরাও কেউ জিজ্ঞাসা ক'র না।

হোত্র। (স্বগতঃ) কেমন জব্দ বেটী? এইবারে খাও, খাও কত কর্ম্মফল খেতে পার, খাও খাও।

সুনন্দ। ব্রাহ্মণ ক্ষমা কর।

কঞ্চুকী। দেবব্রাহ্মণ রক্ষা কর।

সৌমা। আর বিলম্ব ডেকে এনো না হোত্র-বাহন। আমরা এ অদ্ভুত রহস্য-ব্যাপার কেউ কিছু বুঝতে পারছি না।

শান্তনু। ব্রাহ্মণ! আমার পত্নীদত্ত ফল— পুরবাসী আপনার পারণ দেখবার জন্য বড় ব্যাকুল হ'য়ে আপনার পানে চেয়ে আছে।

হোত্র। সূর্য্য চ'লে গেছে। রক্তিমাভ পশ্চিমাকাশ ঐ দেখ ধূসর বর্ণ ধারণ করলে।

শান্তনু। সখা সখা, পুরবাসীদের হত্যা ক'র না।

হোত্র। পৌরব-বংশ পুণ্য সকাশে যে প্রতারণা করবে, এ আমি জীবন থাকতে দেখতে পারব না। সন্ধ্যা! সন্ধ্যা! ঋষি—পারণ ক'র না।

আপব। না রাজা, পারণ করতে পারলুম না।

শান্তনু। পারবেন না?

আপব। সূর্য্য কই রাজা! সূর্য্য কই?

শান্তনু। এ কি হ'ল!

সুনন্দ। ও মা রাজেশ্বরী মুখ খোল। এ ক্ষিপ্ত ব্রাহ্মণকে অনুরোধ কর।

গঙ্গা। (মুখ খুলিল)

সকলে। এ কি রূপ! এ কি রূপ!

শান্তনু। শ্বেতাম্বরে, গলদেশে গজমতি হারে
কুন্দেন্দু তুষার-নীল-কমল-আননা,
শত সূর্য্য দীপ্তি ল'য়ে
হের ঋষি ফুটিল ভুবনে।
সঙ্গে সঙ্গে শুন তপোধন—
অকস্মাৎ মুখরিত নিস্তব্ধ কানন।
দিবা অবসানে কুলায়েতে আত্ম-সঙ্গোপনে
অবসন্ন ছিল যেই পাখী,
অকস্মাৎ দিবার উদয় দেখি
আকুল আনন্দে সবে
সুমধুর কলরবে জাগিল আবার।
চারিদিকে জাগরণ সমাচার,
দেবী-দত্ত ল'য়ে উপচার
অবিলম্বে কর হে পারণ মহাভাগ।

হোত্র। সূর্য্য অস্ত গেল! সূর্য্যকে না দেখে পারণ ক'র না, ঋষি পারণ ক'র না।

গঙ্গা। তবু যে দাঁড়িয়ে রইলেন! সূর্য্য না দেখলে কি অন্নগ্রহণ করবেন না ঋষি?

হোত্র। কেন করবে?

আপব। কেন করব মা? পৌরব-গৃহে তোমার অধিষ্ঠান দেখতে দেবতারা সব ছুটে এসেছে। আর এমন সময়ে সূর্য্য অস্তাচলে চ'লে গেল!

(পরশুরামের প্রবেশ)

পরশু। কেন যাবে? ঐ সূর্য্য দেখ ঋষিরাজ!

আপব। ধন্য আমি, কৃতকৃতার্থ আমি!
সর্ব্বসাধ্য সর্ব্বসিদ্ধি আজি হে আমার!

পরশু। দাঁড়াও ক্ষণেক সন্ধ্যা অস্তাচল-শিরে—
ধূসর বসনে অঙ্গ আচ্ছাদনে,

হে রূপসী মুক্তকেশী,
সীমন্তে সিন্দুর-বিন্দু করহ ধারণ!
করিতে বরণ, করি আবাহন,
এ অপূর্ব্ব দম্পতির হৃদয়-বন্ধনে
এ অপূর্ব্ব কাঞ্চন-সূত্র দাও জড়াইয়া।
এস মহীপাল। কর এই শ্রীকর গ্রহণ।
অগোত্রা অজ্ঞাত-কুলশীলা!
এ কন্যার বিবাহ-বাসরে
ল'য়ে তার পিতৃত্বের ভার,
অদৃষ্ট-প্রেরিত
অজ্ঞাত অপরিচিত পুরোহিত আমি।

শান্তনু। কে আপনি মহাভাগ?
বহ্নিদীপ্ত শৈলসম চারু কলেবর,
বিস্ময় অজ্ঞাত অনন্ত শক্তিধর
—বাক্যবলে বাঁধিলে প্রকৃতি।
দেখিছে মানবসংঘ বিস্মিত নয়নে—
ধীরে ধীরে ফিরিতেছে আদিত্যের গতি।
দৃঢ় মোরা হরিত স্তম্ভিত!
শুধাইতে জড়িত রসনা,
তথাপি বাসনা মোর জানিতে স্বরূপ।
বল হে মহান্—কার পদার্পণে
ধন্য আজ হস্তিনা নগরী?

পরশু। পরিচয়? কার পরিচয়? ভয় হয়
দিতে মহাত্মন্!—প্রকৃতির রন্ধ্র হ'তে
আবার অজ্ঞান পাছে
পুণ্যভূমি করে আক্রমণ!
উঠ ঋষি, করহ পারণ।
শতবর্ষ অনাহারে প্রাণ ধরেছিলে
যুগ-যুগান্ত—আমি প্রাণ পথে ফেলে
জড় দেহে ঘুরেছি সংসার!
স্বস্থ দেহ হউক তোমার!
আমার অজ্ঞাত নাম্নী কন্যার কল্যাণে
এতদিনে প্রাণ ফিরে আসিল সবার!
বিদায়—বিদায়—হে পৌরব!
এ কন্যায় পত্নীরূপে করিয়া গ্রহণ
জগতে সবার শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান্ তুমি।

হোত্র। সংসার—সংসার আজ আনন্দ-আগার,
অগ্নি তুমি সিন্ধুগর্ভে করহ প্রবেশ।
পৃথ্বি! তুমি শীতলতা কর আবাহন।
[অন্তর্ধান।

শান্তনু। এইবারে পারণ কর ঋষি।

আপব। আর তোমাদের অপেক্ষা রাখি নি মহারাজ! লোকচক্ষে প্রহেলিকার মত সূর্য্য একবার ফিরেছে। যে ফিরিয়েছে, ঐ দেখ, সে তোমাদের চক্ষের পলক পড়তে না পড়তে আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে। সুতরাং আর সূর্য্য ফিরবে না জেনে আমি আগে থাকতেই মায়ের দত্ত ফলের সুব্যবস্থা করেছি। মা পতিতোদ্ধারিণী এক দুই তিন ক'রে এই সপ্তম ফল পর্য্যন্ত শেষ করলুম! ঐ দেখ মা, একে একে তোমার সপ্তফল নদীগর্ভে নিমজ্জিত হ'ল! এই অষ্টম। গ্রহণমুখে—ঐ ঐ সূর্য্য আবার অস্তগামী হ'ল! সুতরাং আর একে মুখে তুলতে পারলুম না। দেখ দেখ, তোমার অপূর্ব্ব বিবাহে আমার ভোজন-বঞ্চিত অষ্টম ফল ঐ ভেসে উঠল। তুলে লও মা, তুলে লও। যৌতুক স্বরূপ গ্রহণ কর! ঐ দেবতা-বাঞ্ছিত অষ্টম ফল জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি-মূর্ত্তি ধ'রে তোমার অঙ্কে ফিরে আসুক।

গঙ্গা। এই যে প্রভু! এই আমি অঞ্জলি পেতেছি।

আপব। ধন্য আমি! আমার ব্রতের উদ্‌যাপন হ'ল। ধন্য পুরুবংশ! তা হ'তে আজ আমার ক্ষুধার —সঙ্গে সঙ্গে ধরণীর ক্ষুধার নিবারণ হ'ল! রাজা! পুরবাসি! আবালবৃদ্ধবনিতা! এইবারে তোমরা মুক্ত।

(পুরনারীগণের গীত)

কোথা ছিলে কোথা ছিলে কেমন ছিলে,
এত দিনে এলে কি গো পথ ভুলে।
খুঁজেছিনু আঁখি মুদে হৃদি-ভবনে,
এত দিনে কি গো পড়িল মনে,
বাহিরিলে হৃদয়-দুয়ার খুলে।
(যদি) এসেছ, এসেছ, এসেছ,
যদি ভাল বেসেছ, অভিমানে আর যেও না চ'লে।

যবনিকা-পতন

পতিতার সিদ্ধি

(উপন্যাস)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

পতিতার সিদ্ধি

১

চোরবাগানের কোনও ধনীর বাড়ী শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণ-বিদায় আনিতে গিয়া, দরোয়ানের গলাধাক্কা খাইয়া যখন রাখু ঘরে ফিরিতেছিল, তখন শুধু যে সন্ধ্যা হইয়াছিল, এমন নয়,—আকাশটাও হঠাৎ নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন হইতেছিল। গলদেশটা দরোয়ানের কঠোর পীড়ন হইতে কোনও রকমে অভঙ্গ অবস্থায় ফিরিয়াছে। এখন আবার রাখুর মাথাটা বাঁচাইবার প্রয়োজন হইল। যেহেতু তাহার ছাতি ছিল না! জ্যৈষ্ঠ মাসের মেঘ—কিঞ্চিৎ ঝড়ের সঙ্গে গোটাকতক করকা আর খানিকটা মুষলধারের বৃষ্টিপাতের বিশেষ সম্ভাবনা। রাখু আর গলার চিন্তা করিবার অবসর না লইয়া, ব্রাহ্মণ-বিদায় নামের নীচ ভিক্ষা জন্মের মত ত্যাগ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেছিল এবং যথাসম্ভব সত্বর তাহার কুমারটুলির বাসায় ফিরিতেছিল। সোজা পথ ধরিয়া আসিতেও পথের এমন স্থানে ঝড়ের সূচনা হইল, যে স্থানটা পার হইতে পারিলে রাখু যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইত। কিন্তু বিশেষ চেষ্টাতেও সে তাহা করিতে পারিল না। অগত্যা তাহাকে পথের ধারের একটা ছোট বারান্দায় আশ্রয় লইতে হইল।

সে স্থানটা সহরের যত পতিতার আশ্রয়। রাখু যে বারান্দায় দাঁড়াইল, তাহার পার্শ্বেই গৃহ-প্রবেশের দ্বার। আসিতে আসিতে সে অনেক বাড়ীর দরজায় বেশ ভূষা করিয়া অনেক হতভাগিনীকে যেমন দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল, এ বাড়ীটা সেরূপ নয়। সেখানে তখন একটীও প্রাণী ছিল না, বাড়ীর দ্বারটাও রুদ্ধ ছিল। তথাপি সঙ্কোচের সহিত রাখু সেখানে দাঁড়াইল। সে বাড়ীর সম্মুখের একটি বাড়ীর দোতালায় তখন গান-বাজনা চলিতেছিল। নিরুপায়ে দাঁড়াইয়া রাখু গান শুনিতে লাগিল।

রাখুর একটু তালবোধ—একটু সুরবোধও ছিল। বিষ্ণুপুরের নিকটে একটি গ্রামে তাহার জন্ম। বিষ্ণুপুরকে গান-বাজনার একরূপ জন্মস্থান বলিলে বেশী বলা হয় না। সাধারণ লোকেরও সেখানে সুরতালে অল্পবিস্তর দখল আছে। রাখুরও সেইরূপ ছিল। সে বিষ্ণুপুরে দুই চারি জন ভালো কালোয়াতের গান ও বাজনা—শুনিয়াছে। নিজেও গানের—বিশেষতঃ বাজনার একটু আধটু চেষ্টা করিয়াছে। রাখু নিজেকে না বলুক, সেখানকার অনেকেই তাহাকে একজন ভাল "বাজিয়ে" বলিত। বাজাইতে বাজাইতে অনেক মুগ্ধ শ্রোতার মুখ হইতে সে অনেক প্রকারের প্রশংসা ধ্বনি শুনিয়াছে।

নিরুপায়ে অর্থাৎ চলিয়া যাইবার উপায় ছিল না বলিয়া, রাখু গান শুনিতেছিল। কেন না গায়িকার না ছিল সুর-বোধ,—বাদকের না ছিল তাল-বোধ। মাঝ হইতে কতকগুলা অপ্রকৃতিস্থের অনর্থক উচ্চ বাহবা শব্দ 'সঙ্গত' টাকে আরও যেন বিকৃত করিয়া তুলিয়াছিল।

দাঁড়াইয়া ক্রমে সে বিরক্ত হইতে লাগিল, কিন্তু ছাতির অভাবে তাহার স্থানত্যাগ ঘটিতেছিল না। রাখু মনে করিল—একবার ঝড়ের নিবৃত্তি হইলেই এ কুৎসিত স্থানটা ছাড়িয়া যাই।

ঝড় তো কমিল না বরং খানিকটা বৃষ্টি মাথায় করিয়া সে একটু গর্জ্জনের সঙ্গেই ছুটিয়া আসিল। রাখুর যাওয়াটা কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত হইল বটে, কিন্তু ঝড়বৃষ্টির শব্দের ভিতরে গান-বাজনা যে ডুবিয়া গেল, তাহাতে সে আপনাকে অনেকটা সুখী বোধ করিল। তাহার গলা-ধাক্কার অপমানের চেয়ে সুর-লয়ের অপমানটা বেশী যন্ত্রণাদায়ক বোধ হইতেছিল।

সহসা সেই শব্দরাশি ভেদ করিয়া একটি সূক্ষ্ম সুর তাহার কাণে আসিয়া লাগিল। শুনিবা মাত্র সে যেন চমকিয়া উঠিল। তাই ত! বিষ্ণুপুরের বড় বড় মজলিসে বড় গায়কের কণ্ঠ হইতেও ত এত মিষ্ট সুর বাহির হইতে সে কখন শুনে নাই। সত্য সত্যই আসল সুরটা কি এত মিষ্ট, না ঝড়-জলের শব্দ নিজের ভিতরে গানটাকে মিশাইয়া

সুরটীকে এত মিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে? রাখু উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল।

যে বাড়ীর বারান্দায় সে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারই উপরের একটি ঘর হইতে সুর উঠিয়াছিল। উঠিয়া কিন্তু তাহা অধিক্ষণ রহিল না। কি একটা গানের একটা কলিমাত্র গাহিয়া গায়িকা চুপ করিল। গান শুনিবামাত্র সে যে নারী-কণ্ঠ হইতে বাহির হইতেছে, এটা রাখুর বুঝিতে বাকী ছিল না। গানের সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি তালে তালে সঞ্চালিত পরস্পরে আহত তার অঙ্গুলি দু'টি গায়িকাকে দেখিবার জন্ত যেন প্ররোচিত করিতেছিল। শুধু সরম আর অবস্থার বিপর্য্যয় তাহাকে সেইখানেই দাঁড় করাইয়া রাখিল। কিছুক্ষণ একভাবে দাঁড়াইয়া রাখু গানটার পুনরাবৃত্তির প্রত্যাশা করিল। সেই একটা কলি গান শুনিয়াই সে বুঝিয়াছিল—গায়িকার কণ্ঠস্বর শুধু মধুর নয়, তাহার তাল-বোধও যথেষ্ট আছে। হায়, এ গানটা যদি এ কুৎসিত স্থানে না হইয়া বিষ্ণুপুরের কোন আসরে হইত, আর স্ত্রীলোকের না হইয়া কোন পুরুষের কণ্ঠ হইতে বাহির হইত, রাখু তাহা হইলে মনের সাধে সঙ্গত করিয়া তাহার বাজনার শক্তিটা সার্থক করিয়া লইত।

গান রাখু আর শুনিতে পাইল না, তার পরিবর্ত্তে কথা শুনিল—"ঝি, দরজাটা বন্ধ করে আয়।"

একটা কর্কশ কণ্ঠে উত্তর উঠিল, "কেন, বাবু যদি এসে পড়েন?"

"তোর যেমন বুদ্ধি! এ দুর্য্যোগে শিয়াল কুকুর ঘর থেকে বেরুতে পারে না—"

"কিন্তু দিদিমণি, বাবু বেরুতে পারে।"

"আরে মর, কথা কাটাস কেন, দরজা দে। এসে পড়ে, দরজায় সে ধাক্কা দেবে এখন।"

ঝি নীচে ছিল, আর তার কর্ত্রী ছিল উপরে। কথাগুলো উচ্চ রবে হইল বলিয়া রাখু তাহা শুনিতে পাইল। গায়িকার কথাও কি মিষ্ট! শুনিতে শুনিতে রাখুর কাণে কাণে যেন পূর্ব্ব যুগের এক শোনা কথা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার নাসিকা হইতে সশব্দে একটা শ্বাস বাহির হইয়া সেই ঝঙ্কারের সহিত মিশিতে গিয়া নিষ্ফল প্রয়াসে তার বুকের ভিতর ফিরিয়া লুকাইল।

২

দরজা বন্ধ করিতে আসিয়া ঝি অন্ধকারেই মুখটা একবার দোরের বাহির করিয়া এদিক ওদিক দেখিল। দেখিবার উদ্দেশ্য কি আমরা ত জানিই না, ঝি নিজেই জানিত কি না সন্দেহ। পতিতার ঘরের প্রহরিণী—হয়ত স্বভাব বশেই সে ঐরূপ করিল। ঐরূপ করিতে গিয়া সে রাখুকে দেখিতে পাইল। বিস্মিত হইবার তার কোনও কারণ ছিল না। একে রাত্রি অধিক নয়, তাহার উপর সদর পথ, সম্মুখে আলো। সবার উপর ওরূপ স্থানে অনেকেরই রাখুর মত সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া থাকা দেখা তার অভ্যাস আছে। সে পা টিপি টিপি ভিতরে ঢুকিল—দরজা বন্ধ করিল না।

উপরে গিয়াই দিদিমণিকে দেখা দিয়াই ঝি খলখল হাসিল। হাসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিল—"বাবু।"

"কই?"

"দেখবে এস;—চোরটির মত পথের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।"

ইতিমধ্যে বারান্দার সম্মুখে গ্যাসের আলোটা একটা বাতাসের ধাক্কায় নিবিয়া গিয়াছে। দূরের আলো মলিন রশ্মির সম্পাতে স্থানটাকে যেন বেশী অন্ধকারে ঢাকিয়া দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সমস্ত গলিটায় হাঁটু প্রমাণ জল। রাখু দেখিল—তাহার দেশের একটা যেন মুখর "দাঁড়া" অকস্মাৎ তাহার সম্মুখে একটা বিশাল 'ডাঙ্গা'র জল আনিয়া তাহার চলিবার পথ রোধ করিয়াছে।

তাহার শীঘ্র শীঘ্র বাসায় ফিরিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। পরের আশ্রয়ে থাকা—ফিরিতে রাত্রি হইলে সারারাত্রির মত তাহার উপবাসের সম্ভাবনা। উপবাসের কথা মনে উঠিতেই সঙ্গে সঙ্গে দরোয়ানের ধাক্কার কথাটা তাহার মনে পুনরুদিত হইল। আজ কি কুক্ষণে ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল।

তখন হইতেই তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হইতেছিল। বৃষ্টি থামিবার অপেক্ষা আর তাহার চলিল না। দুই দিন পূর্ব্বে তাহার সর্দ্দিজ্বর হইয়াছিল। বৃষ্টিতে ভিজিলে অসুখ ফিরিয়া আসিতে পারে, আসুক, এ বৃষ্টি যে রাত্রির মধ্যে থামিবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? বৃষ্টি একটু থামিবার মত হইয়াছিল, আবার বাড়িল। মেঘ নীরব হইবার মুখে আবার

দ্বিগুণ গর্জ্জনে ছুটিয়া আসিল। আসুক, যেমন করিয়া হোক, যত শীঘ্র পারে,—তাহাকে বাসায় ফিরিতেই হইবে। ব্যাকুলতায় বারান্দা ছাড়িয়া রাস্তায় যেমন সে পা দিবার উপক্রম করিয়াছে, অমনি তাহার পশ্চাতে জানুদেশে কোন একখানি সুকোমল চরণের স্পর্শানুভূতি হইল। একটু সভয় চমকে মুখ ফিরাইতে না ফিরাইতে তাহার দক্ষিণ কর্ণ ছুটি করাঙ্গুলিতে সংলগ্ন হইল। চরণ বেশী কোমল, কি কর বেশী কোমল—এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই রাখু বুঝিল—উপরের ঘরের যে কথার মিষ্টতায় সে ক্ষণপূর্ব্বে মুগ্ধ হইয়াছিল, সেই স্বর মৃদু হাসিতে মিশ্রিত হইয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণরন্ধ্রে খাম্বাজের মধুরতার তরঙ্গ ঢালিতেছে।

"মতলবটা কি ?"

"বাছা তুমি লোক ভুল করেছ।"

রমণী রাখুর কাণ হইতে হাত ছাড়িয়া দিল। তাহার ভুল করাটা নিতান্তই অন্যায় হইয়াছে। ওরূপ জল-ঝড়ে তাহার ঘরে আসিবার জন্য যে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার মাথায় ছাতি না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার পোষাকটা কোন মতে রাখুর মত হওয়া উচিত ছিল না। রাখুর পরিধানে একখানি অপরিসর অর্দ্ধমলিন বস্ত্র, গায়ে একখানি অর্দ্ধমলিন চাদর, তাহাতে দুর্গন্ধ না থাকুক, কিন্তু যে গন্ধ অমন ঝড় বৃষ্টিতেও আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিত না,—তাহার কণামাত্রও সে চাদরের কোন অংশে কোন কালে ভুলেও সংসগ্র হয় নাই।

একটী তীব্র বাক্যে রমণীর এই অন্যায় ভুলের প্রতিবাদ করা রাখুর সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ছিল। কেননা রমণী হাত ছাড়িবামাত্র সে একটা তীব্র মধুর গন্ধ অনুভব করিল। কর্ণ হইতে রমণীর হাত সরিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাখু কাণটায় একবার হাত দিল। হাতটা অন্যমনস্কে নাকের কাছ দিয়া যাইবার সময় সে বুঝিল—তাহার অঙ্গুলিতেই সেই মধুর গন্ধ লাগিয়া গিয়াছে।

অন্ধকারটা সে জায়গায় প্রগাঢ়। এখনও পর্য্যন্ত কেহ কারও মুখ দেখিতে পায় নাই—যে যার কথামাত্র শুনিতেছে।

"তাইত মশাই, বড়ই অন্যায় করলুম—আমি আপনাকে আমার একজন বন্ধু মনে করেছিলুম।"

"তাতে কি হয়েছে, তুমি তো আর জেনে করনি, বাছা।"

"আপনি কি ?"

"ব্রাহ্মণ।"

ঠিক এমনি সময় একখানা মেঘ আর একখানা মেঘের উপর পড়িয়া দুইখানা প্রকাণ্ড জাহাজের সংঘর্ষণের মত মুহূর্ত্তের জন্য বিরাট অগ্নিশিখা ও প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে অন্ধকার-সাগরে ডুবিয়া গেল। বিদ্যুতে রাখুর চক্ষু যদি ঝলসিয়া না যাইত, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত যে, সেই মুহূর্ত্তের আলোকে তাহার মুখ দেখিয়া বজ্রাহতার মত মেয়েটা পিছাইয়া দেয়ালের গায়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

রাখু তাহার মুখটা দেখিতে দেখিতে যেন দেখিতে পাইল না। তাহার কপোল ও গণ্ডে কেয়ারী করা চুলের এমন একটা ঘন-বিন্যস্ত আবরণ! সে শুধু দেখিল—ছবিতে আঁকার মত ছোট একখানি মুখ! তথাপি দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকেও লুকাইয়া একটা বদ্ধ শ্বাস ঝড়ের বাতাসের সঙ্গে শব্দ মিলাইয়া দ্রুতবেগে রাখুর নাসিকা-রন্ধ্র-পথ দিয়া চলিয়া গেল।

এ ভাবটা রাখুর কিন্তু বেশীক্ষণ রহিল না। বাসায় ফিরিবার জন্য তাহার ব্যাকুলতা বিশেষ ভাবেই ফিরিয়া আসিল। মেয়েটাও কিছুক্ষণের জন্য নির্ব্বাক। সে চলিয়া গিয়াছে মনে করিয়া রাখু আবার কাতরনেত্রে আকাশের পানে চাহিয়া দাঁড়াইল। নিষ্ঠুর আকাশ আজ রাখুকে বাসায় কিছুতেই যাইতে দিবে না বলিয়াই যেন আপনার শূন্য উদর সাগর-প্রমাণ জলে পূর্ণ করিয়া ধারায় উদ্গার তুলিতে লাগিল। আর একবার চলিবার উদ্যোগ করিতে গিয়া প্রাণের আবেগে সে আপনাকে শুনাইতে বলিয়া উঠিল—

"আরে ম'ল—বৃষ্টি যে বেড়ে গেল! নাঃ! দেবতা আজ আমাকে যেতে দিলে না দেখছি।"

স্ত্রীলোকটার এইবারে নির্ব্বাকত্ব ঘুচিল। কিসের জন্য যেন রাখুর সঙ্গে আলাপ করিতে সাহসী হইল। জিজ্ঞাসা করিল—"এই দুর্য্যোগে আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন ?"

"তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ ?"

এর উত্তরের পরিবর্ত্তে রাখু তাহার নগ্ন পদ-তলে করস্পর্শ অনুভব করিল। অনুভূতি কি মধুর!

রাখু বলিল—"বাছা, তুমি নিশ্চিন্ত হও; আমি কিছু মনে করি নি।"

"কোথায় যাচ্ছিলেন?"

"যাচ্ছিলুম না—এক জায়গায় গিয়েছিলুম। সেখান থেকে বাসায় ফিরছিলুম। যখন বেরিয়েছিলুম তখন ঝড় ছিল না। পথে ঝড়ে পড়েছি—এখানে একটু আশ্রয় পেয়ে দাঁড়িয়েছি।"

"এখন কোথায় যাচ্ছিলেন?"

"বৃষ্টি থামবার লক্ষণ দেখছি না, সেই জন্য বাসায় যাচ্ছি।"

"ভিজতে ভিজতে?"

"কি করব, ছাতি নেই।"

"কোথায় বাসা?"

"কুমোরটুলী।"

"ওমা, সে যে অনেক দূর!"

এই সময় বাতাসটা ঘুরিয়া খানিকটা জলের ছিটা লইয়া যে স্থানে উভয়ে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিল, সেস্থান আক্রমণ করিল। মেয়েটি বলিল—"দোরের ভিতর আসুন, নইলে এখুনি আপনার সর্ব্বাঙ্গ ভিজে যাবে।"

"নাইতে চলেছি—ভেজার ভয় করলে চলবে কেন?"

"তা কি হয়?"

এই বলিয়াই রমণী ডাকিল—"বিশু।"

হিন্দুস্থানী ভৃত্য বিশু বাহিরে আসিয়াই বলিল—"কি মা?"

"একখানা গাড়ী নিয়ে আয়, কুমোরটুলী যাবে।"

রাখু বলিল—"কি, আমার জন্য?"

"ভাড়া আমি দেব।"

"তা বুঝেছি, কিন্তু দিয়ে লাভ নেই। আমাকে ভিজতেই হবে। যেখানে আমার বাসা, সেখানে গাড়ী যায় না।"

চাকর জিজ্ঞাসা করিল—"কি করব, মা?"

"গাড়ী আনবি।"

"যে বৃষ্টি পড়ছে, বহুত ভাড়া হাঁকবে।"

"যা চায়, তাইতেই আনবি।"

ভৃত্য একটা ছাতি আনিতে আবার বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। আবার এক ঝাপ্‌টা। রমণী রাখুকে আবার ভিতরে আসিতে অনুরোধ করিল।

"বাড়ীর ভেতরে যাবার জন্য জেদ করছি না। এই দোরের পাশেই বসবার স্থান আছে। আপনাকে যাতে ভিজতে না হয়, তারও ব্যবস্থা করব—ছাতি দেব। আসুন।"

বলিয়াই আবার বাড়ীর দিকে সে মুখ করিয়া ডাকিল—"ঝি!"

চাকর দোরের ভিতর দিক হইতে ডাকিল—"ঝি, মা ডাকছে।"

বলিয়াই সে বাহিরে আসিয়া ছাতা খুলিয়া পথের জলস্রোতে যেন ঝাঁপাইয়া পড়িল।

রমণী দেখিল, রাখুও দেখিল—তাহার জানু পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়াছে। দূরের সেই ক্ষীণ আলোকে রাস্তার জলটা একরূপ দেখা যাইতেছিল। এখন আবার আর একটা ঝটকা বাতাসে সেটাও নিবিয়া গেল।

৩

এখন আবার এ উহাকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল, ভাল করিয়া দেখা কাহারও ভাগ্যে ঘটিতেছিল না। রাখু শুধু বিদ্যুৎ-ঝলকে স্ত্রীলোকটার নাকে বোধ হয় যেন তড়িৎ-বিন্দুর মত একটা কি জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়াছিল। আর হাতনাড়ার সময় একটা মধুর শব্দও তাহার কানে বাজিয়াছিল। রমণী রাখুর পোষাক-পরিচ্ছদটা বিদ্যুতের ক্ষুদ্র চমকে কতকটা দেখিয়া লইয়াছে। কিন্তু যেটা না দেখিবার জন্য সে এমন একটা বিষম অপরাধ করিল এবং তড়িতের সাহায্যে একবার মাত্র দেখিয়াই দেয়ালে টলিয়া পড়িল, রাখুর সেই মুখ, বিদ্যুৎ অসংখ্য চিকমিকিতেও আর তাহাকে দেখিতে দিল না। এখন আবার দুজনেই ঘনান্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে।

কেহ কাহাকে আর দেখিবার চেষ্টা না করিয়াই এইবার তাহারা কথা কহিতেছে। বুঝি পরস্পরের কথার আকর্ষণে যে যার স্থানে নিবদ্ধবৎ দাঁড়াইয়া আছে।

"তাই ত ঠাকুর! এ দুর্য্যোগে আপনি কেমন করে' যাবেন?"

"দুর্য্যোগ তো খুবই দেখছি; তবু আমাকে যেতে হবে।"

"যেতেই হবে?"

"যেতেই হবে।—নইলে সারা রাত উপবাসী থাকতে হবে।"

"উপবাসী থাকতে হবে কেন?"

"আমাকে নিজ হাতে পাক করতে হয়।"

"রেঁধে দেবার লোক নেই?"

"এখানে নেই, দেশে আছে।"

"স্ত্রী?"

"না।"

"আপনি কি বিবাহ করেন নাই?"

রাখু চুপ করিয়া রহিল। মেয়েটা তাহার আবছায়ার পার্শ্বে আসিয়া বলিল—

"বুঝেছি,—আপনার স্ত্রী মারা গেছে।"

রাখু এ কথারও কোনও উত্তর দিল না।

"জিজ্ঞাসা ক'রে, আপনার মনে দেখছি বড় কষ্ট দিলুম।"

এ কথাতেও রাখু হাঁ কি না কোন কথা কহিল না।

ঠিক এমনি সময়ে একদিক থেকে একটা বড় রকমের ঝাপটা আসিল—অপর দিক থেকে আসিল ঝি। ঝিও অন্ধকারে অন্ধকারে আসিয়াছিল। আসিতে বোধ হয় দেহের কোন স্থানে সামান্য কিছু আঘাত পাইয়াছিল, সেইটাকে একটু বড় করিয়া সে গোটা দুই আর্ত্ত কথার সঙ্গে "পোড়া" দেবতাকেও গোটা দুই মিষ্ট কথা শুনাইয়া দিল।

তাহাকে আর কোন কথা কহিতে না দিয়া মেয়েটা কহিল—

'শীগ্‌গির ভেলভেটের আসনখানা নিয়ে আয়। উপরে অরগ্যানের উপরে বোধ হয় আছে। না থাকে, খুঁজে আন।"

ঝি একবার মুখ বাহির করিয়া উভয়কে দেখিল অথবা দেখিবার চেষ্টা করিল। কিছু দেখিতে পাক আর নাই পাক, এটা সে নিশ্চয় বুঝিল—তাহার দিদিমণি যাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, সে বাবু নয়। একটু চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল,—"আলো আনব না?"

"দরকার নেই, তুই আসন আন।"

"পোড়া দেবতার উৎপাতে আলো আনবার কি ছাই যো আছে?" বলিয়াই ঝি চলিয়া গেল।

রাখু বলিল—"আসন কেন?"

"আপনার জন্য।"

"কিছু প্রয়োজন ছিল না। আমি এখানে বেশ আছি।"

"আপনি থাকতে পারেন, আমি ত নই। আমার সমস্ত কাপড় জলের ছাটে ভিজে গেল।"

"কেন বাছা তুমি দাঁড়িয়ে কষ্ট পাচ্ছ, ঘরে যাও না কেন।"

"যেতে পারছি কই?"

"আমার জন্য তোমার চিন্তা করতে হবে না বাছা। তুমি যাও। এ রকম ভেজা আমার অভ্যাস আছে।"

"আপনি ছেলে মানুষ, বুড়োর মতন আমাকে অমন বাছা বাছা করছেন কেন?"

রাখু এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। আর একটা প্রবল ঝট্‌কা একটু বেশী রকমের জলের উচ্ছ্বাস লইয়া স্থানটাকে আক্রমণ করিল। জলে ভিজা অভ্যাসের গর্ব্ব করিয়াও রাখুকে একটু পিছাইতে হইল। পিছাইতে গিয়া রমণীর গায়ে তাহার গা ঠেকিল। সঙ্কোচের সহিত সরিতে গিয়া রাখু দেখিল,—রমণীর হাতে তাহার হাতটা বাঁধিয়া গিয়াছে। আলোক থাকিলে রাখু দেখিতে পাইত—সে হাতখানা এমন জোরে কাঁপিতেছে যে, তাহার হাতও সে কম্পনের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া, তাহার হৃদয়ে শিহরণ আনিবার চেষ্টা করিতেছে।

"আসুন।—"

বলিয়াই মেয়েটা রাখুকে একটু আকর্ষণ করিল। রাখু দেখিল, মেয়েটা ক্রমে ঘনিষ্ঠতার বৃদ্ধি করিতেছে। কিন্তু বলপ্রয়োগে তাহার হাত হইতে হাতটা টানিয়া লইতে তাহার সাহস হইল না। পাছে স্ত্রীলোকটা দুঃখিত হয়।

রাখু বলিল—"বেশ, চল। একটু না বসলে তুমি যখন তুষ্ট হবে না, তখন একটু বসি।"

রাখুর সম্মতিতে যেন কত আশ্বস্ত হইয়া করের বাঁধনটা একটু দৃঢ় করিয়া সে বলিল—"চল। আ আমার মরণ, কি বল্লুম—চলুন। আপনি যেন কিছু মনে করবেন না। ওটা অভ্যাস দোষে বলেছি।"

"বলেছ, তাতে আর কি হয়েছে? চল।"

৪

যে জ্যৈষ্ঠ মাসের যে দিনের ঝড়ে সাত শত পুরীযাত্রীকে লইয়া 'সেণ্ট লরেন্স' জাহাজ সাগর-গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল, এ সেই ১২৯৪ সালের জ্যৈষ্ঠ

মাসের সেই দিন—১২ই জ্যৈষ্ঠ। সমস্ত দিনটা আকাশ মেঘলা করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ আশ্বিনের ঝড়ের মত একটা ঝড় যে আসিতেছে, ইহা সহরের কেহই বুঝিতে পারে নাই। জাহাজের অভিজ্ঞ কাপ্তেনও বুঝিতে পারে নাই। সুতরাং পাড়াগাঁয়ের মূর্খ রাখুর না বুঝায় কাহারও বিস্মিত হইবার কিছুই ছিল না। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঝড়ের ভাব কেহই বুঝিতে পারে নাই। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস বাড়িতেছিল। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই কালবৈশাখীর মত দেখিতে দেখিতে বায়ুর বেগ প্রবল হইয়া উঠিল। যে সময় মেয়েটা রাখুর হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল, তখন ঝড় মূর্ত্তি ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াই রমণী ঝিকে ডাকিল; উত্তর পাইল না। যথাসম্ভব উচ্চ কণ্ঠে আর একবার ডাকিল; উত্তর পাইল না। তখন চলিবার পথের পার্শ্বে সিমেণ্ট করা উঁচু ধাপের উপর নিজের অঞ্চলটা পাতিয়া বলিল—"আপাততঃ এইটার উপরে ব'স।"

অন্ধকারে মেঝের উপর হাত দিয়া রাখু দেখিল একখানা কাপড়। জিজ্ঞাসা করিল—"এটা কি?"

"ব'স, তার পর বলছি।"

অন্ধকারেই মেয়েটা বুঝিতে পারিল, রাখু বসিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। সে শপথ করিয়া রাখুকে অভয় দিল। "তুমি" বলা ছাড়িয়া আবার "আপনি" বলিতে আরম্ভ করিল।

বসিবার সঙ্গে সঙ্গেই রাখু বুঝিল, তাহার দুই হাত একেবারে গন্ধে ভরিয়া গিয়াছে।

"একি, তুমি আঁচল পেতে দিয়েছ।"

মেয়েটা কোন উত্তর দিল না। এই সময় ঝি নীচে আসিয়া বলিল—"দিদিমণি, আসন তো পেলুম না।"

"থাক্, দরকার নেই। তুই মাসীর ঘরে গিয়ে একবার দেখে আয় জানলাগুলো ঠিক বন্ধ আছে কি না।"—আর রাখুর উদ্দেশ্যে সে বলিল—"আপনার কি তামাক খাওয়া হয়?"

তামাক খাই না, একথা রাখু বলিতে পারিল না। বাল্যকাল হইতেই তামাক খাওয়ায় সে বিশেষ ভাবেই অভ্যস্ত ছিল। বহুক্ষণ ধূমপান করিতে না পাইয়া তাহার পেট ফুলিতেছিল। কিন্তু হুঁকা সম্বন্ধে তাহার দেশের যে বিষম আচার-নিষ্ঠা সে কলিকাতায় সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, আজও পর্য্যন্ত তাহার তাহা পরিত্যাগের প্রয়োজন হয় নাই। বাসায় তাহার নিজের একটী খেলো হুকা ছিল, সে সেইটিতে তামাক খাইত। সেটি কাহাকেও সে দিত না, অথবা কাহারও হুকাতে সে তামাক খাইত না। অল্পদিন মাত্র সে কলিকাতায় আসিয়াছে, আর আসিয়াছে সে ঠাকুর পূজার কাজ করিতে। ব্যবসায়ের খাতিরেও তাহার আচার রক্ষার প্রয়োজন হইয়াছিল। পতিতার গৃহে তামাক খাইতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না। সে বলিল—"থাক্, আর কাজ নেই।"

"নূতন হুঁকো আছে, আজও পর্য্যন্ত কেউ তা'তে মুখ দেয় নি। যা ঝি, সোফার পাশের বৈঠকে যে গড়গড়াটা আছে, গঙ্গাজলে ফিরিয়ে বিষ্ণুপুরে তামাক সেজে নিয়ে আয়।"

আসল কথা—ঝিকে স্থানান্তরিত করাই তাহার উদ্দেশ্য, পাছে অন্ধকারের আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহাদের নির্জ্জনালাপ সে শুনিতে পায়।

ঝি গেল না। সত্য সত্যই সে একটু আড়ালে দাঁড়াইল। ব্যাপারটা তাহার কাছে কিছু নূতন মত ঠেকিতেছে। রাখু বলিল—"কেন ওকে মিছামিছি কষ্ট দেবে, তামাক আমি খাব না।"

"আমার কথা আপনি কি মিছে মনে করলেন? বললে হয়ত আপনার বিশ্বাস না হ'তে পারে, সবে মাত্র আজ আমি এ বাড়ীতে বাস করতে এসেছি। আমার ঘরটি ছাড়া আর সব ঘর এখনও খালি পড়ে আছে।"

"অবিশ্বাস করিনি,—এখনি আমাকে উঠতে হবে।"

অন্তরাল হইতে ঝি বলিয়া উঠিল—"কেন বাবু, দিদিমণি যখন থাকতে বলছে, তখন থাক না। আমাদের 'বাবু' বোধ হয় আজ আর আসতে পারবেন না।"

"আ মর্, এখনও তুই দাঁড়িয়ে আছিস্?"

বলিয়াই মেয়েটা ঝিকে আরও দুটা রাগের কথা শুনাইয়া তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগের আদেশ করিল।

ঝি বলিল—"হাত ধ'রে বাবুকে ঘরেই নিয়ে এস না দিদিমণি, ভূত-পেত্নীর মত অন্ধকারে ব'সে ফিসফিস করছ কেন? বাবু আজ আর আসবে না। এলে তিনি এতক্ষণ আসতেন।"

"তুই কি আমার কথা শুনবিনি?"

"আর যদিই আসেন, তোমার মাসীর ঘরে তো কেউ নেই, আমি ওকে সেই ঘরে লুকিয়ে রাখবো এখন।"

"আ ম'ল, তুই ত অতি নচ্ছার।"

"নচ্ছার ত বটি, নইলে তোমার ঘরে চাকরী করতে আসব কেন?"

রাগের ভরে এইবারে ঝি সত্য সত্যই চলিয়া গেল।

"বাবু" কথা শুনিবামাত্র রাখু বিশেষ ভীত হইয়া পড়িল। সে আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"আর না, আমি চললুম।"

তাহার ওঠা বুঝিতে পারিয়া মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইল এবং রাখু দ্বারের দিকে দুই পা যাইতে না যাইতে তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল।

"ব্যস্ত হচ্চেন কেন, থাকতে না চান, দুর্য্যোগটা একটু কমলে যাবেন।"

"এ দুর্য্যোগ আর ছাড়বে না।"

"বেশ, গাড়ী আসবার অপেক্ষা করুন।"

"গাড়ী যদি না পাওয়া যায়?"

রাখুর কথা শেষ হইতে না হইতে বিশু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সে গাড়ী পায় নাই। গাড়ীর আড্ডায় একখানিও গাড়ী ছিল না—আস্তাবল হইতেও কেহ গাড়ী লইয়া আসিতে চাহিল না। সে এমন একটা ভয়ঙ্কর ঝড়ের সংবাদ দিল, যেটা তাহারা দুইজনে ভিতর হইতে বুঝিতে পারে নাই। এর উপর আবার বিশুর কথায় বুঝা গেল, গাড়ী পাইলেও, সে গলির ভিতর গাড়ী আসিবার উপায় নাই। রাস্তায় স্থানে স্থানে এক কোমর জল হইয়াছে, পথের সমস্ত আলোই প্রায় নিবিয়া গিয়াছে। এমন অন্ধকার যে, বিশুরই সে বাড়ীতে ফিরিতে তিনবার আছাড় খাইতে হইয়াছে ও বাড়ীর দরজা ঠিক করিতে দু'তিন বাড়ীর দরজায় ঘা দিতে হইয়াছে।

"আর কেন, হাত ছাড়।"

মেয়েটা হাত ছাড়িল না, কোন উত্তর দিল না। রাখু আবার হাত ছাড়িবার অনুরোধ করিল। অনুরোধের ফলে রাখু দেখিল—দুই হাতে তাহার মণিবন্ধ বাঁধা পড়িয়াছে। রাখু এবারে নিজের হাত মৃদু আকর্ষণ করিল।

"হাত টানছ কেন? আমি তোমাকে ছাড়তে পারি না। এরূপ দুর্দ্দিনে কেউ শত্রুকেও ঘর থেকে যেতে দেয় না। কুকুর বেড়ালকেও বাড়ীর বার করে না।

"দোহাই, আমি গরীব ব্রাহ্মণ।"

"সে তোমাকে বলতে হবে কেন—আমি দেখামাত্র বুঝেছি।"

"আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি?"

"কিছু না, অপরাধ করেছি আমি।"

আরও কি সে বলিতে যাইতেছিল, পারিল না। বলিতে বলিতে কথা জড়াইয়া মধ্যপথে রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন সে রাখুর হাত ছাড়িয়া দুই হাতে তাহার পা ধরিল। রাখু এবারে আপনাকে যথার্থই বিপন্ন বোধ করিল। ঘটনাটা যেন তাহার বোধের অতীত হইয়া যাইতেছে। তবে চরণ আকর্ষণ করিয়াই সে বলিল—"বেশ, আসনখানা নিয়ে এস, আমি এইখানেই বসি।"

"আমি যাই আসন আনতে, আর আপনি যান পালিয়ে।"

যথার্থই রাখুর মনে পলাইবার ইচ্ছাটা জাগিয়াছিল। মনটা যেন এই নারীর অন্ধকার-ভেদী দৃষ্টির কাছে ধরা পড়িয়াছে। তাহার কথায় উত্তর না দিতে পারিয়া রাখু তাহাকে পা ছাড়িয়া উঠিতে অনুরোধ করিল।

"বলুন—'থাকবো'।"

"পা ছেড়ে দাও।"

"বলুন—'থাকবো'।"

"না বললে ছাড়বে না?"

"না।"

"এই এমনি ভাবে বসে থাকবে?"

"কাজেই। আপনাকে যা' বলবার তাতো আগেই বলেছি। আপনি একবার বলুন—'থাকবো', তাহ'লে এ হাত দিয়ে আপনার পবিত্র দেহ আর স্পর্শ করব না।"

পবিত্রতার অভিমান লইয়াই রাখু এতক্ষণ প্রলোভনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিল। পতিতার মুখ হইতে সে কথা শুনিয়াই রাখুর মন আর্দ্র হইল। দুর্ব্বলতা কখন কোন্ রন্ধ্র দিয়া মানুষের চিত্তে প্রবেশ করে, তাহা মানুষ কদাচ বুঝিতে সমর্থ। বুঝিতে পারিলে মানুষকে দেবতা হইবার জন্য বেশী পরিশ্রম করিতে হইত না। কত সময় কত মানুষ আপনাকে দেবতা নিশ্চয় করিয়া কার্য্যতঃ দানবতার সহিত সখ্য করিয়াছে।

রাখুর কথার সুর নরম হইল, কিন্তু ভয়টা ত তাহার এখনও দূর হয় নাই; যদি রাত্রে-মেয়েটার 'বাবু' আসিয়া পড়ে! কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই সে তাহার পায়ের উপর উষ্ণ অশ্রুর স্পর্শানুভব করিল। মেয়েটার হাতখানা নিজ হাতে ধরিয়া সে তাহাকে উঠাইতে উঠাইতে বলিল—"উঠ, অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে। ঝড় বৃষ্টি না থামলে আমি যাব না। কিন্তু—।"

"কিন্তু কি বল?"

"যদি তোমার বাবু আসেন, তিনি এখানে আমাকে দেখে যদি কিছু মনে করেন?"

"আজ এখানে আর কেউ আসবে না, তা আপনি থাকুন আর নাই থাকুন।"

"তুমি কেমন করে' জানলে?"

"আমি আসতে দেব না।"

বলিয়াই মেয়েটা বিশুকে দরজা বন্ধ করতে আদেশ দিল। আর বলিল—"যদি ইনি যেতে চান ত দরজা খুলে দিবি, নইলে বাহিরে থেকে যে কেউ আসুক—খবরদার কাউকেও দরজা খুলে দিবিনি।"

এমনি সময়ে পথের অপর পার্শ্বের একখানি বাড়ীর বারান্দা হইতে কে একটা স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল—"ও ফুল, ফুল! ও চারুবিবি!"

ঝড়ের শব্দকেও ভেদ করিয়া সে শব্দ তাহাদের কাণে বাজিল। চাকরটা বলিয়া উঠিল—"মা, তোমাকে ডাকছে।"

"শুন্‌তে পেয়েছি। তুই দরজা বন্ধ করে দে। সাড়া দেবার দরকার নেই।"

ভৃত্য দ্বার রুদ্ধ করিল। রাখু জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নাম—চারু?"

"না।"

"বিশু তা হ'লে ওকথা বললে কেন?"

"বিশু বুঝতে পারেনি।"

"না, তোমারই নাম—চারু।"

"তবে—চারু।"

৫

এখন তাহাকে চারুই বলিব। তা সে 'বালা'ই হোক, কি 'শীলা'ই হোক, কি 'লতা'ই হোক। অন্ধকারে অন্ধকারেই চারু রাখুকে লইয়া চলিল, অন্ধকারে অন্ধকারেই তাহাকে উপরে তুলিল;—সে যেন আজি আলোক দেখিতে ভয় পাইতেছে, অথবা অন্ধকারে আলোক দেখিতেছে। রাখু কিন্তু আর অন্ধকার পছন্দ করিতেছে না। বহুক্ষণ কোন কিছু দেখিতে না পাইয়া সে যেন দৃষ্টিহীন হইবার মত হইয়াছে। সে মনে করিতেছিল—তামাক আনিতে না বলিয়া ঝিটাকে এখন একটা আলো আনিতে বলা চারুর উচিত ছিল।

হাত তার স্কন্ধের নির্ম্মম কোমলতায়—যাক্, অন্ধকার আজ রাখুকে সমস্ত লজ্জা হইতে রক্ষা করিতেছে। যাই হোক, প্রথমে চারুর হাত, পরে চারুর কাঁধ ধরিয়া সে উপরে উঠিল।

বারান্দায় পা দিতেই সে দেখিতে পাইল, একটা ঘরের ভিতরের দীপ্ত আলোকে বাড়ীর উপরের অনেকটা স্থান যথেষ্ট আলোকিত হইয়াছে। দেখিয়া তাহার বোধ হইল, বাড়ীখানি ছোট হইলেও দেখিতে ঠিক নূতনের মত। আর একটু দেখিতেই সে বুঝিল, বাড়ী শুধু নূতন নয়, সুন্দরও বটে। বাঁকুড়ার পল্লীবাসী,—শুধু ঐটুকু অনুভূতিই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

এইবার সে পূর্ব্বোক্ত ঘরেই স্থান পাইবে মনে করিল। সেইটে মনে করাই তখন তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। যেহেতু একমাত্র সেই ঘরটাতেই আলো ছিল। ঘরটা ছিল তাহার উঠিবার পথের ডান দিকে। চারু কিন্তু তাহাকে সেদিকে লইয়া গেল না। বাম দিকের বারান্দায় চলিতে অনুরোধ করিল। ইচ্ছাটা সেরূপ না থাকিলেও রাখু তাহার অনুসরণ করিল। একটা অন্ধকারময় ঘরের দ্বারের কাছে তাহাকে লইয়া চারু বলিল—"এইখানে একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।"

বলিয়াই দু' একপদ চলিতেই সে একেবারে অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। অন্ধকারকে অগ্রাহ্য করিয়া রাখুর চক্ষু তাহার অনুসরণ করিল। একটু পরেই সে দেখিল, সম্মুখের সেই আলোকিত ঘরের দ্বার-মুখে কালো জল ভেদ করা পদ্মের মত কেবলমাত্র মুহূর্ত্তের জন্য চারুর মুখখানি ভাসিয়া উঠিয়াছে। সে মুখের শুধু সে একপ্রান্ত মাত্র দেখিতে পাইল। একখানি ছোট মুখের যেন পল্লবে ঢাকা একাংশ—তথাপি রাখুর হঠাৎ চিত্তটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কি একটা ভয়,—রাখু মনে মনে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিল। তাহার মনে হইল, একটু

সাহসের সহিত বাহিরের ঝড়ে ঝাঁপ দেওয়াই তাহার উচিত ছিল। তাহা হইলে এতক্ষণ সে বাসায় পৌছিতে পারিত।

কিন্তু এখন আর ফিরিবার উপায় নাই। সে থাকিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে, ঝড়ও উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। রাখুর বস্ত্র অনেকটা সিক্ত হইয়াছিল, তাহার গাও শীত শীত করিতেছিল, তথাপি চারুর ফিরিবার অপেক্ষায় সে দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েটা তাহার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।

অতি শীঘ্র চারুর ফিরিবারই সে প্রত্যাশা করিতেছিল, কিন্তু মেয়েটা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া আর যে বাহির হইতে চাহে না। রাখু তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেবল বৃষ্টির উচ্ছ্বাস খাইতেছিল। তাহার কাপড় চাদর এবারে ভালরূপই ভিজিল, বস্ত্রপ্রান্ত হইতে জল পড়িতে লাগিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে স্থির ছিল, এইবারে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শীতে কাঁপিয়া উঠিল। অগত্যা তাহাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে হইল।

সেখানে তাহার দেহের কম্পনটা নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু চিত্তটা তাহার সহসা বিষম আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। আবার সে নারায়ণ স্মরণ করিতে গিয়া বুঝিল, সে সায়ংসন্ধ্যা করিতে ভুলিয়াছে। কিন্তু যেরূপ স্থানে অদৃষ্ট দোষে আজ সে পড়িয়াছে, সেখানে আহ্নিকের সরঞ্জাম—মনে করাও বে-আদবী। আঙুলে পৈতা জড়াইয়া সে গায়ত্রী জপিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা অনামিকার গোটা দুই পর্ব্ব অতিক্রম করিল মাত্র। সেইখানে সে তাহাকে লুকাইয়া নিশ্চিন্তের মত বসিয়া রহিল। ইতিমধ্যে তাহার মন চারুর সেই এখনো না দেখা ঘরখানি হইতে আরম্ভ করিয়া নানাদেশে পর্য্যটন করিতে চলিয়া গিয়াছে।

বাঁকুড়ার একটি ক্ষুদ্র পল্লীর একখানি ছোট 'মেটে' বাড়ীর সম্মুখে দাঁড় করাইয়া যখন তাহার মন তাহার চোখের কোণে এক বিন্দু অশ্রুর প্রতিষ্ঠা করিতেছিল, তখন ঘরের বাহির হইতে ঝিয়ের কথা এক অনুপলে চারুর বাড়ীর সেই আঁধার-ভরা ঘরে আবার তাহাকে ফিরাইয়া আনিল।

"কই গো ঠাকুর মশাই, কোথায় আপনি?"

"এই যে, ঘরের মধ্যে আছি।"

বলিয়াই রাখু আবার জপ কার্য্য আরম্ভ করিল। এক হাতে একটা পিলসুজ অন্য হাতে একটা ধুচুনীর ভিতরে দীপ লইয়া ঝি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং আর কোন কথা না বলিয়া একটা কোণে, বাতাসে না নিভিয়া যায়, পিলসুজটি বসাইয়া তাহার উপরে প্রদীপটা বসাইল। সেটা মিটি মিটি জ্বলিতেছিল, তথাপি তাহারই আলোকে রাখু দেখিল—ঘরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বটে, কিন্তু তাহাতে আসবাবপত্র কিছুই নাই; এমন কি, বসিতে হইলে মেঝে ভিন্ন সেখানে একখানা ক্ষুদ্র আসন পর্য্যন্ত ছিল না। ঘরের সেরূপ অবস্থা দেখিয়া রাখু একটু বিরক্তি বোধ করিল। সেই বিকাল হইতে দাঁড়াইয়া সে এতই ক্লান্ত হইয়াছিল যে, আর তাহার না বসিলে চলে না। ঈষৎ বিরক্তির সহিতই সে বলিল—"মেঝেতেই বসব না কি?"

ঝি বলিয়া উঠিল—"না না, তা কি হয়? দিদিমণি আপনার বিশ্রামের সব আয়োজন করে আনছেন।"

তাহার কথা শেষ না হইতেই চারু একটা গালিচা লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং ঝিকে বলিল—"ঘরটায় ঝাঁটা দিয়েছিস্ কি?"

"দেবো কখন, এইতো সবে ঘরে ঢুকলুম।"

বলিয়াই ঝি ঝাঁটা আনিতে বাহিরে চলিল। কিন্তু বারবার যাতায়াত এখন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। জলের ছাটে বারান্দা সব ভাসিয়া যাইতেছিল। দ্বার হইতে বাহির হইয়াই দেবতাকে আর এক প্রস্ত গালি দিয়া ঝি আবার ভিতরে আসিল। অগত্যা চারু হাত দিয়া কতকটা স্থান যথাসম্ভব পরিষ্কার করিল এবং গালিচা পাতিয়া রাখুকে একখানা গরদের কাপড় দেখাইয়া বলিল—"এইখানা প'রে ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেল। এ কাপড়ের আজও কোন ব্যবহার হয়নি।"

ঝি বলিল—"একটা বালিশ আনলে না?"

"কোথায় বালিশ? থাকলে আর আনতুম না?"

"কোথায় বালিশ কি গো!"

তাহার কথায় কোনও উত্তর না দিয়া চারু রাখুকে বস্ত্র পরিবর্ত্তনে আবার অনুরোধ করিল। তথাপি তাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে বলিল—"আমি মিছে বলি নাই। কাপড় আমি আমার মাসীর জন্য আনিয়েছিলুম।"

"তবে আমাকে দিচ্ছ কেন?"

"তাহার ভাগ্যে থাকে—আবার আনিয়ে দেব।"

আসল কথা—ঘৃণার জন্য রাখু কাপড় লইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল না। চারুকে দেখিয়া বিস্ময়-

মগ্নতাই তাহার দাঁড়াইয়া থাকার কারণ। আলোটা ভাল জ্বলিতেছিল না, তাহার উপর পোড়া ঝি মাঝে পড়িয়া আলোর পথটা একেবারেই রোধ করিয়াছে। তথাপি সে দেখিল, মেয়েটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যেন আর এক মূর্ত্তি ধরিয়া বাহির হইয়াছে। কেমন করিয়া তাহার মূর্ত্তির এ পরিবর্ত্তন হইল, প্রদীপের সেই ক্ষীণ আলোকে সে বুঝিতে পারিতেছিল না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রাখু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া সেইটা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিল। দ্বিতীয়বারের অনুরোধে চমক ভাঙ্গিতেই সে অর্দ্ধ শায়িত ভাবে গালিচার উপর বসিয়া পড়িল।

"আঃ! বাঁচলুম। তিন ঘণ্টার ভিতরে একটী বারের জন্যও বসতে পাই নি। চারু, তোমার কল্যাণ হোক।"

"কল্যাণ হবে?"

এত ভক্তি যার, ভগবান নিশ্চয়ই তার কল্যাণ করেন—এইটুকু মাত্র বুঝিয়াই রাখু আশীর্ব্বাদের কথাটা বলিতে সাহসী হইয়াছিল। চারুর প্রশ্নে কিন্তু সে কেমন থতমত খাইয়া গেল। প্রশ্নের যে কি উত্তর দিবে, সেটা সে স্থির করিতে পারিল না। তাহার এমন বাড়ীতে বাস, এমন পোষাক পরিচ্ছদ, এমন নরম গালিচা—যাহা সে এর পূর্ব্বে কখনও চোখে দেখে নাই—তাহার পরিধানের জন্য যে এমন একখানা ভাল গরদের ধুতী একদণ্ডে বাহির করিয়া আনিল! উপরে ঝি, নীচে চাকর, ঐ তো নাকে একটা অতি আশ্চর্য্য কি, সূর্য্যালোকে ভগ্ন কচুপাতের মাথার জলবিন্দুটার মত জ্বল জ্বল করিতেছে—এ সমস্তের মালিক যে, তার আবার নূতন কল্যাণ কি হইবে? সত্য সত্যই রাখু উত্তর দিতে নিজেকে অশক্ত বোধ করিল। সে ক্লান্তিবশে আকাশ-বালিশে যেন ঠেস দিয়া হেলিয়া পড়িল।

চারু আর তাহাকে উত্তরের জন্য পীড়াপীড়ি না করিয়া বলিল—"ব্যবহারের বালিশ আনতে ভরসা করছি না।"

"তোমার ব্যবহার?"

চারুর কথার অর্থ না বুঝিয়া বোকা বামুন তাহাকে এমন একটা প্রশ্ন করিল যে, তৎক্ষণাৎ একটা জবাব দেওয়া তাহার পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে যেন কথাটা শুনিতে পাইল না। বারবিলাসিনীর ঘরের উপাধান, নিশ্চিত সে কেমন করিয়া বলিবে যে, একমাত্র সেই তাহা ব্যবহার করিয়াছে। অন্য একটা কাজের অছিলায় সে দোরের কাছে গেল। দেখিল—ঝি চৌকাটে দাঁড়াইয়া হাতটা বারান্দায় বাহির করিয়া ঝাপ্টার তীব্রতার পরীক্ষা করিতেছে। দেখিয়া চারু তাহাকে বলিল—"মরবার তোর যদি এতই ভয়, তা হ'লে তুই যা, ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক্। ওঁর সেবা আমিই করব এখন।"

ঝি বাস্তবিক ঝড়ের ভয়ে দাঁড়াইয়া ছিল না। সে পূর্ব্বে দিদিমণির অনেক লীলা দেখিয়াছে। আর, সে জানে—এইরূপ দিদিমণি-জাতীয়া নারীর লোকভেদে লীলাভেদ। ইহারা বাবুর সম্মুখে বাবুয়ানী দেখায়, পণ্ডিত প্রভুর কাছে পণ্ডিতার পরিচয় দেয়, এদিকে আবার বৈষ্ণব প্রভু পাইলে নাকে তিলক ও হাতে মালা দিয়া বৈষ্ণবী হয়,—মদ মাংসের নামেই তখন তাহাদের বমনেচ্ছা আসে। সুতরাং দিদিমণির এও একটা লীলা বুঝিয়া সে কৌতূহলী হইয়া দেখিতেছিল। দেখিতেছিল কিন্তু বুঝিতে পারিতেছিল না। একটা ভিখারীর মত বামুনকে সে এমন যত্ন দেখাইতেছে কেন? সে অনুমান করিতেছিল—এই ছোট ময়লা কাপড়পরা ভিখারীবেশী ব্রাহ্মণ নিশ্চয় অনেক টাকার মালিক, নইলে দিদিমণির তাহার সেবায় এত আগ্রহ কেন? এটাও সে জানে—কলিকাতায় ঐ বামুনের মত বেশ এমন অনেক মহাজন আছে, যাহারা দিদিমণির পোষাক-পরা গাড়ী-চড়া বাবুর মত দশ বিশ জনকে বাজারে কিনিতে বেচিতে পারে। ঝি বুঝিল, এ বামুনটাও সেইরূপ এক আধটা মহাজনের মত ধনী হইবে। তবে ব্রাহ্মণ বোধ হয় এই প্রথম বারাঙ্গনার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে, এখনও নিষ্ঠা ছাড়িতে পারে নাই, দিদিমণিও নিষ্ঠা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বালিশ না থাকার রহস্যটাও সে বুঝিয়া লইল। পাঁচ জনের ব্যবহারের বালিশ দিদিমণি ব্রাহ্মণকে ব্যবহার করিতে দিবে না। একটা বালিশের সন্ধান তাহার জানা ছিল। সেটা চারু একদিন মাত্র ব্যবহার করিয়া তাহাকে দিয়াছিল। সে কিন্তু সেটাকে আজও পর্য্যন্ত ব্যবহার করে নাই। সুতরাং চারুর কথায় কোন উত্তর না দিয়া চৌকাটে সে পা দিতেই ঝি তাহাকে চুপি চুপি বালিশের কথাটা শুনাইয়া দিল। চারু বলিল—"সেটা নিয়ে আয় দিকি?"

উভয়েই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৬

একটু পরেই চারু ফিরিল। এক হাতে তার একটা পিতলের 'মেছ্‌লী', অন্য হাতে ঘটি। সে দুটা আনিবার উদ্দেশ্য বুঝিয়া রাখু উঠিয়া বসিল এবং বলিল—"ঘট তুমি আমার হাতে দাও, আমি বারান্দা থেকে পা ধুয়ে আসি।"

"বাইরে যাবার উপায় নেই" বলিয়া চারু তাহার পা দুটো মেছ্‌লীর উপর তুলিয়া অতি সন্তর্পণে ধুইতে বসিয়া গেল।

চারুর মুখে কথা নাই। রাখুরও মুখে কথা নাই। একজন মাথা হেঁট করিয়া, আর একজন তাহার মুখখানা দেখিবার জন্য তীব্র অভিলাষে মাথা তুলিয়া। প্রদীপটা যেন ঝড়ের ভয়ে ঘরের কোণে মুখ লুকাইয়া সন্তর্পণে অন্ধকারের পানে চাহিয়া আছে। সে আলো-আঁধারে রাখুর দৃষ্টির কোনও মূল্য রহিল না। সে বুঝিতে পারে নাই—চতুরা বারাঙ্গনা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে মুখ দেখিতে দিতেছে না। প্রদীপটাকে পিছন করিয়া এমন ভাবে সে বসিয়াছে যে, তাহার মুখ স্পষ্ট দেখা আপাততঃ রাখুর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অগত্যা মুখ দেখার চেষ্টা ছাড়িয়া সে আপনার পায়ের দিকেই চাহিল। দেখিল—চারু এইবার একটি ধপধপে কাপড়ের মত কি দিয়া তাহার পা মুছাইতেছে। বস্তুটা তোয়ালে। রাখু ইহার পূর্ব্বে আর কখনও তোয়ালে দেখে নাই। সে এতক্ষণ কথা কহিবার সুযোগ পাইতেছিল না। তোয়ালেটাকে উপলক্ষ্য করিয়া কথা আরম্ভ করিতে গিয়া সে দেখিল—চারুর হাতে কোন অলঙ্কার নাই। তৎপরিবর্ত্তে দুই হাতে দুটি গোল শাঁখা। আর বাম হস্তে শাঁখার পার্শ্বে স্ত্রীলোকের আয়তি-চিহ্ন 'নোয়া'।

দেখিয়া রাখু বিস্মিত হইল। কথা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সে একবার চারুর সীমন্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ক্ষীণ দীপশিখা তাহার দৃষ্টি হইতে সিন্দুর বিন্দু লুকাইতে পারিল না। দৃষ্টিটাকে নামাইয়া আবার তাহার হাতের উপর আনিতে রাখু দেখিল, চারু একখানি ডলডলে কস্তাপেড়ে শাড়ী পরিয়াছে।

"চারু।"

মুখ না তুলিয়াই চারু উত্তর দিল—"উঁ।"

"তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?"

"বল।"

"তোমাতে সধবার চিহ্ন দেখছি,—তোমার কি স্বামী আছে?"

"এসে বলছি।"

বলিয়া ঘটি, মেছ্‌লী, তোয়ালে তুলিয়া চারু যেন সর্ব্ব দেহটা এক পাকে ঘুরাইয়া উঠিয়া গেল। দীপটা কি-জানি কেন এই সময় হঠাৎ সমুজ্জল হইয়া উঠিল। রাখু দেখিল—পিঠের স্থানভ্রষ্ট কাপড়ের পার্শ্ব দিয়া একরাশ মুক্ত কেশ শ্রাবণ-ঘন মেঘের মত যেন তড়িদ্দণ্ডে বাঁধিয়া উড়িতেছে। চারু চলিয়া গেল, দীপটা নিবিয়া গেল!

অন্ধকারে পা গুটাইয়া হাতের পাতায় ভর দিয়া গালিচার উপর হেলান দিতে রাখু বলিয়া উঠিল—"দুমুঠো আতপ চাল আর কাঁঠালী কলা মাত্র যার দিনের উপার্জ্জন, হা ভগবান, তাকে তুমি লাখ টাকার স্বপ্ন দেখালে কেন?"

এইবারে অন্ধকারটা রাখুর ভাল লাগিল। সে মনে মনে বলিল—"থাক্ প্রদীপ তুই নিভে। তোর জ্বলবার প্রয়োজন চলে গেছে। আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। স্বপ্ন ঘুমের জিনিস, তাকে খোলা চোখে দেখে পাগল হ'তে যাই কেন?"

কেশের আবরণের ফাঁকে ফাঁকে রাখু সত্য সত্যই চারুর পৃষ্ঠদেশটা কতকগুলো বিদ্যুৎ-রেখার মত দেখিয়াছিল। বাস্তবিক চারুর যদি ঐরূপই বর্ণ হয়, আর সেই বর্ণের যোগ্যতার ছাঁচে তাহার মুখখানি গড়া হয়, তাহা হইলে চারুর মত সুন্দরীর ঘরে সেই দুর্দ্দান্ত ঝড়ে আশ্রয় লইয়া সে নিশ্চয় আজ আত্মহত্যা করিতে আসিয়াছে।

রাখু চক্ষু মুদিল, কিন্তু তারা দু'টা তার চক্ষু-পলককে ভিতর হইতে বিঁধিতে লাগিল। তাহারা অন্ধকারের উপর অন্ধকারের চাপে পড়িয়া শুষ্ক হইতে চাহিল না। বিপন্নের মত আবার সে চোখ মেলিল। চাহিতেই দেখিল—সম্মুখের ঘর হইতে একটা আলোর ছায়া-মাখানো রশ্মি তাহার কাপড়-চাদরের উপর পড়িয়া যেন কাঁদিতেছে। সেটা দেখা তাহার সহ্য হইল না। সে তাড়াতাড়ি সে দুটাকে তুলিয়া বাড়ীর বারান্দায় নিক্ষেপ করিতে গেল। সেই দুটার অপরাধেই তো রাখু আজ চারুর অমন আলোকিত ঘরে স্থান পাইল না! তাহার ঘরে যদিও একটা প্রদীপ আসিল, তা

সেটাও তাহাকে দরিদ্র বুঝিয়া পলকের জন্য একটা রহস্যের হাসি ছড়াইয়া নিভিয়া গিয়াছে।

দুর্দ্দশার অভিমান অন্ধকারকে তাহার আত্মীয় করিয়া তুলিয়াছে। নিজের দেহটাকেই যখন সে দেখিতে পাইতেছে না, মনটা পর্য্যন্ত যখন অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে, জাতটা পর্য্যন্ত ডুবিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, তখন তার দারিদ্র্যের প্রবল সাক্ষী কাপড় চাদর দু'টাই কেবল তাহার মুখের পানে চাহিয়া কপট-কান্নার রহস্য করিবে কেন?

ফেলিবার পূর্ব্বে কাপড়খানা নাকের কাছে আনিতে সে দেখিল চারুর পাতা-আঁচলে বসিবার ফলে তাহার বস্ত্র গন্ধমাখা হইয়া গিয়াছে। বাসার সমস্ত লোকের টিট্‌কারী খাইবার জন্য এ কাপড় পরিয়া সে কিরূপে বাসায় ফিরিবে? আসুক অন্ধকার—ঘনতম অন্ধকার। সে তাহার পল্লীজীবন হইতে চারুর দ্বারস্থ হইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত একবার নিমেষের চিন্তায় ভ্রমণ করিয়া আসিল। দেখিল—কতকাল হইতে অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, আজ যেন হঠাৎ সে ঝুপ করিয়া সাত হাত অন্ধকারের নীচে পড়িয়া গিয়াছে।

তাহার চোখে এইবার জল আসিল। দোর হইতে মুখ বাড়াইয়া কাপড় চাদর বারান্দার এক ধারে যেমন সে রক্ষা করিতে গেল, অমনি প্রবল বাতাসে গোটাকয়েক তীক্ষ্ণ জলবিন্দু তাহার ভিজা চোখের উপর আঘাত করিল। অন্ধের মতন তখন সে সে-দুটাকে যে কোন এক দিকে নিক্ষেপ করিয়া গালিচার উপরে যেন নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। দেহ তাহার আগেই অবসন্ন হইয়াছিল, এখন তাহার চিন্তাগুলা অবসাদগ্রস্ত হইল। জানালার কাঁচের ভিতর দিয়া তালে-তালে আগত ঝড়ের ঘুম-পাড়ানো গান অবিলম্বেই তাহার বহিঃসংজ্ঞা বিলুপ্ত করিল।

৭

পায়ের উপর এক সুকোমল স্পর্শ কতকগুলা জ্বালা-ভরা অনুভূতির ভিতর দিয়া রাখুকে আবার জাগ্রতের দেশে টানিয়া আনিল। সে চোখ মেলিয়া দেখিল, ঘরে বেশ আলো জ্বলিতেছে। কিন্তু প্রদীপকে আড়াল করিয়া পায়ের কাছে কে বসিয়া?

"কে, চারু?"

"বড় ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়েছ ব'লে' ঘুম ভাঙাতে সাহস করিনি।"

জাগিবার সঙ্গে সে বুঝিতে পারিল, তাহার গালিচার উপরে রাখা মাথা ঘুমের ঘোরে কেমন করিয়া একটি ছোট বালিশের উপর উঠিয়াছে। চারু তাহ'লে তো দুটি হাত দিয়া তাহার মাথা বালিশের উপর তুলিয়া দিয়াছে! তার পর তাহার সেই ঘুমকে আশ্রয় করিয়াই আবার চুরি করিয়া তাহার পদসেবা করিয়াছে! করিয়াছে নিশ্চয়, নইলে ঘরের ভিতর এত স্থান থাকিতে চারু তাহার পা দুটির পার্শ্বেই বসিয়া থাকিবে কেন?

ঘুমটার উপর বিরক্ত হইয়াই যেন রাখু উঠিয়া বসিল। চারুও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। উঠিতেই রাখু এই সর্ব্বপ্রথম তাহার মুখখানা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝিল—এ মুখ দেখার আগ্রহ তাহার না রাখাই ভাল ছিল। কেন না, দেখা মাত্র বাহিরের সেই প্রচণ্ড ঝড় কতকগুলা রন্ধ্রের আর্ত্তনাদ তাহার চক্ষের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিল।

চারুর মুখশ্রী তাহার সৌন্দর্য্যের গান কোন্ সুরে গাহিয়াছিল, জানি না, রাখুর দৃষ্টি কিন্তু তাহা দেখা মাত্র তাল মান হারাইয়া গেল।

চারু সেটা বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া, প্রথমটা যেন একটু শঙ্কিত হইল। কিন্তু বারবিলাসিনীর অভ্যাস-সিদ্ধ দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় যখন সে বুঝিল, রাখুর সে মুগ্ধের চাহনিতে কোন ভয় নাই, তখন সে নিজের চিরাভ্যস্ত মদালস চাহনির ভারে রাখুর দৃষ্টিকে মেঝের দিকে নামাইয়া অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত হইল। এইবার সে কোণ হইতে প্রদীপের আধারটাকে গালিচার কাছে লইয়া আসিল। তারপর আর একবার মেছলী ও জলপূর্ণ ঘটিটা রাখুর নিকটে আনিয়া বলিল—"নাও, এইবার হাত মুখ ধু'য়ে ফেল।"

নীরবে হেঁট মাথায় রাখু তাহার আদেশ পালন করিল। তাহার দেওয়া আর একটা নূতন তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিল।

চারু সেগুলা খানিকটা দূরে রাখিয়া একটা গড়গড়া লইয়া আবার রাখুর কাছে আসিল।

"তামাক সাজা আছে, টিকে ধরিয়ে দিই?"

রাখু গড়গড়াটার দিকে একবার সন্দেহের দৃষ্টিতে চাহিল মাত্র। চারু তাহার কথার আর অপেক্ষা

না করিয়া দীপটাকে বিশেষরূপে প্রজ্বলিত করিল এবং টিকে ধরাইতে ধরাইতে বলিল—"গড়গড়া নুতন, নল কল্কে নুতন, গঙ্গাজলে গড়গড়া ভরে' এখনো পর্য্যন্ত কারো ব্যবহার না-করা তামাক সেজে এনেছি। এতেও কি তোমার আপত্তি আছে?"

"কোন আপত্তি নেই, চারু!"

"কেবল বালিশটে একদিন মাত্র ব্যবহার করেছি। মনে করেছিলুম, তাও দোব না, কিন্তু তোমার শোবার কষ্ট দেখতে পারলুম না।"

"তুমি ভালই করেছ। আমি কিন্তু এমনি অগাধে ঘুমিয়েছি, কখন যে তুমি বালিশ এনে আমার মাথায় দিয়েছ—বুঝতে পারি নি।"

"দেখি তোমার মাথাটা গালচের উপর গড়াগড়ি খাচ্চে। হাত দিয়ে তাই বালিশের উপর তুলে দিয়েছি।"

বলিয়াই চারু কলিকাটাকে গড়গড়ার উপরে বসাইয়া নলটা রাখুর হাতের কাছে রাখিল।

রাখু নলটা হাতে করিতে একবার গড়গার পানে চাহিল। তারপর গালিচা, বালিশ, পরিধেয় গরদ, সমস্তগুলা এক নিমেষে দেখিয়া লইল। সর্ব্বশেষে বালিশটায় হেলান দিয়া নলটা মুখে দিবার পূর্ব্বে সে একবার চারুর মুখের পানে চাহিল। চারু অমনি হাসিয়া বলিয়া উঠিল—"তারপর?"

কতকাল যেন সে তামাক খায় নাই, এমনি আগ্রহে সে গড়গড়া টানিতে বসিয়া গেল। চারুর প্রশ্নে প্রথমে সে কোনই উত্তর দিল না। তাহার মুখের পানে চাহিয়াই তামাক টানিতে লাগিল। চারু আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার কথা শুনতে পেলে কি?"

"পেয়েছি, কি বলতে চাও, বুঝেছি।"

"কি করব?"

"কি বলব?"

"আমি তো সাহস করে' এখানে আপনার খাবার কথা মুখে আনতে পারি না।"

'তুমি' ছাড়িয়া আবার চারু 'আপনি' ধরিল। বার কয়েক অন্যমনস্কের মত টান দিয়া রাখু সেটাকে গালিচার উপরে রাখিল। চারু দেখিয়াই বলিল—"তামাক খান। ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। আমি আপনাকে পীড়াপীড়ি করব না।"

চারু তাহাকে পীড়াপীড়ি না করুক, ঘুম হইতে উঠিবা মাত্র ভীষণ প্রজ্বলিত ক্ষুধা রাখুকে পীড়াপীড়ি করিতেছিল। চারুর কথা তাহাকে দ্বিগুণ বেগে জ্বালাইয়া তুলিল। তাহার আবাল্যের সংস্কার কিছুতেই চারুর আতিথ্য গ্রহণে সম্মতি দিতেছিল না। আপদ্ধর্ম্মের অনুগত হইয়া পতিতার ঘরে সে যে আশ্রয় লইতে সাহস করিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। সে কথাও সে কাহার কাছে কস্মিন্ কালেও প্রকাশ করিতে পারিবে না। তাহার যে ব্যবসা, কলিকাতার কতকগুলি সম্ভ্রান্তের বাড়ীতে ঠাকুর পূজা, লোকে ঘুণাক্ষরে চারুর ঘরে তাহার রাত্রিবাস জানিতে পারিলে, আর কেহ তাহাকে করিতে দিবে না। সেই সকল পরিবারের মেয়েরা নিঃশঙ্কচিত্তে তাহার সঙ্গে আলাপাদি করে, এমন কি, একমাত্র তাহার সঙ্গে ঠাকুর ঘরে কত সময় একা একা কাটাইয়া দেয়। তাহার এ দুর্দ্দশার কথা শুনিলে, কোন বাড়ীর গৃহিণী তো আর কন্যা-পুত্রবধূদের তাহার নিকটে রাখিতে সাহসী হইবে না।

এতক্ষণ রাখু মুগ্ধ ভাবেই তাহার ঘরে অবস্থান করিতেছিল। এই খাবার কথাটা তুলিতেই তাহার যেন চৈতন্য ফিরিল। এইবারে সর্ব্বপ্রথম তাহার বোধ হইল, ঝড়বৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া বাসায় চলিয়া যাওয়াই তাহার কর্ত্তব্য ছিল। তাহা না করিয়া চারুর মোহাকর্ষণে তাহার ঘরে আশ্রয় লইয়া সে বড় দুঃসাহসিকের কাজ করিয়াছে।

তথাপি সে চারুর কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল। সে ভাবিয়াছিল, চারু তাহাকে কিছু খাইবার জন্য অনুরোধ করিবে। এখন বুঝিল—এ পতিতা তাহাকে নিষ্ঠাবান বুঝিয়া, সামান্য দু'একটা অনাচমনীয় মিষ্টান্নও দিতে সাহসী হইতেছে না।

রাখু এক একবার নলটা মুখে দিয়া টানে, আবার গালিচার উপরে রাখে। আবার টানে—আবার রাখে। কি যে সে উত্তর দিবে, বুঝিতে পারিতেছে না। চারু নীরবে মাথাটা নীচু করিয়া তাহার সুমুখে বসিয়া। এবারে রাখু সে অবনত মুখের পানেও চাহিতে সাহসী হইতেছে না। এইভাবে অনেকটা সময় কাটিয়া গেল। রাখু তামাকের শেষ ধুমটি পর্য্যন্ত টানিয়া নিশ্চিন্ত হইল। আর তাহার কথা না কহিলে চলে না। সে এইবারে প্রসঙ্গের ছলে জিজ্ঞাসা করিল—"রাত কত?"

"দশটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে।"

"ঝড় কি থামবে না?"

"এখনও তো থামেনি, বরং বেড়েছে।"

ঘরের চারিদিক বন্ধ বলিয়া রাখু ঝড়ের প্রকোপটা এখন ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। তবে মাঝে মাঝে জানালার ফাঁক দিয়া যে শব্দ আসিতেছিল, তাহাতেই সে বুঝিয়াছে—ঝড় নিতান্ত সামান্য নয়। সে শুধু কথায় চারুকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার ঘরে কে আছে?"

"ঝি।"

"বাবু আসতে পারেন নি?"

"আসতে পারবে না, চাকর দিয়ে বলে পাঠিয়েছে। তার হঠাৎ জ্বর হয়েছে।"

"কখন সে এসেছিল?"

"আপনি তখন ঘুমুচ্ছিলেন।"

"আমাকে কি সে দেখে গেছে?"

"আমি তাকে ডেকে দেখিয়েছি। আমি একা আছি মনে করে' বাবু আমাকে আগলাবার জন্য তাকে পাঠিয়েছিল।"

একটু শঙ্কিতভাবে রাখু বলিল—"সে তো তাহ'লে বাবুকে গিয়ে বলবে।"

"তা' বলবে বৈ কি। তাকে তো ফিরে যাবার একটা কৈফিয়ৎ দিতে হবে?"

"তা হ'লে?"

"তা হ'লে কি বলুন?"

"এখন কি যাওয়া যায় না?"

"ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতে চান না কি?"

রাখু চুপ করিয়া রহিল। সত্য সত্যই তাহার ভয় হইল। তাহার থাকার কথা শুনিয়া যদি চারুর বাবু সেখানে আসিয়া তাহার অপমান করে, কিম্বা তাহাকে বাড়ী হইতে সে দুর্য্যোগে বাহির করিয়া দেয়, তাহা হইলে তো সেই ঝড়-জলেই তাহাকে নিজের পথ দেখিতে হইবে। কিন্তু পুরুষ মানুষ হইয়া একটা স্ত্রীলোকের কাছে সে ভয় পাইবার কথা কেমন করিয়া বলিবে? খানিকটা চুপ রহিয়া সে বলিল—

"না, ভয় পাব কেন?"

"তাই বলুন, আপনি আছেন, এই সাহসে তাকে চলে' যেতে বলেছি। নইলে একমাত্র ঝিকে আশ্রয় করে' এই দুর্য্যোগের রাতে এত বড় বাড়ীতে থাকতে পারব কেন?"

"কেন, তোমার মাসী?"

"সে আমার ওপর রাগ করে' শ্রীক্ষেত্রে গেছে।"

বলিয়াই পাছে রাখু তাহার মাসীর সম্বন্ধে আরও দু' পাঁচটা প্রশ্ন করে, সে কথা ফিরাইয়া বলিল—"তা' যা হোক আপনাকে ঘরে ধ'রে এনে দেখছি—আমি বড়ই গর্হিত কাজ করেছি।"

"আমার যাবার কথা শুনে তুমি কি আক্ষেপ করছ?"

"আক্ষেপ করবার আমার কিছু নেই। আপনার যদি যাবার কোন উপায় থাকতো, তা হ'লে আমি সুখী হতুম।"

কথাটা রাখুর মনে আঘাত করিল। বুঝিল, সে যে তাহার ঘরে জলগ্রহণ করিতে এত সঙ্কোচ দেখাইবে, এটা সে পতিতা বুঝিতে পারে নাই। বুঝিতে পারিলে বোধ হয়, এত আগ্রহ করিয়া তাহাকে সে ঘরে আনিত না। বামুনের ছেলে এবার বিষম সমস্যায় পড়িল। তাহার সেবা রাখুকে মুগ্ধ করিয়াছে। সে বেশ করিয়া দেখিল—এ বয়স পর্য্যন্ত এক মা ছাড়া আর কারো কাছে সে এ রকম যত্ন পায় নাই। যত্ন?—তাহার মায়ের মৃত্যুর পর একমাত্র অনাদরই তার নিত্য প্রাপ্য বস্তু ছিল। সংসারের কত দিক হইতে কত ভাবে যে সে লাঞ্ছিত হইয়াছে, তাহার হিসাব করিয়া সে যদি সেগুলাকে এক পার্শ্বে রাখে, আর এই হঠাৎ-চোখেপড়া হীন বেশ্যার দু'দণ্ডের স্নেহ ও যত্ন অপর পার্শ্বে রাখিয়া দুইটা ব্যবহারের তুলনা করে, তাহা হইলে তাহার প্রসাদ মুখে দিলেও বুঝি রাখুর ব্রাহ্মণত্ব তাহার গলার ত্রিদণ্ড সূতার বাঁধন ছিঁড়িয়া তাহাকে 'পতিত' করিয়া পলাইতে পারে না। তাহার উপর ব্রাহ্মণের যে একায়ত্ত উপজীবিকা যাজন-কার্য্য আগে হিন্দু সমাজে এক অতি সম্মানের বস্তু ছিল, কলিকাতায় আসিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই সে বুঝিয়াছে, এখানে সে কাজের সামান্য মাত্রও সম্মান নাই। বড় লোকের ঘরের একটা খানসামার মর্য্যাদাতেও তার অধিকার নাই। আর ব্রাহ্মণত্বের সম্মান? আজই তো বড় লোকের বাড়ীর দ্বারদেশ হইতে সে তাহা ঘাড়ের বোঝাস্বরূপ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। সামান্য একটু জল মুখে দিয়া চারুর ক্ষোভ দূর করিলে কি এমন মূল্যবান সম্পত্তি চির-জীবনের মত তাহার হাত ছাড়া হইয়া যাইবে, রাখু সেটা বুঝিতে পারিল না। কিছু মিষ্টান্ন মুখে দিয়া একটু জল খাইবে,—রাখু মনে মনে স্থির করিল। কিন্তু—তথাপি সঙ্কোচ—খাবার কথা

বলিতে রাখুর মুখ কে যেন চাপিয়া ধরিল। এক বলিতে সে আর বলিল।

"যদি সত্য বলতে হয়, তা হ'লে বলি, তোমার এখানে পরম সুখে আছি। তবে কি না, এখনও পর্য্যন্ত আমার সন্ধ্যাহ্নিক কিছুই করা হয় নাই। সেই জন্যই যাবার ইচ্ছা করছিলুম।"

'আমি তা' জানি! সেই জন্য আমি আহ্নিকের আয়োজন করে রেখেছি। ঐ দেখ।"

বাস্তবিকই রাখু দেখিল—ঘরের এক পার্শ্বে পাতা একখানা আসন, আর তাহার সম্মুখে একটা কোশা! পতিতার বুদ্ধি-বিবেচনা দেখিয়া সে অবাক্ হইল। সে আবার চারুর মুখের পানে না চাহিয়া থাকিতে পারিল না।

চারু কিন্তু অন্য রকম বুঝিল। সে মনে করিল—বুঝি তাহার উপর ঘৃণায় রাখু তাহার আনীত পূজা-পাত্র ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। তাহার মনে এবার ক্রোধের উদয় হইল। তখন পতিতার অভ্যাস-সিদ্ধ বক্রোক্তিতে কথায় বেশ একটু ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—"কি হে অধ্যাপক ঠাকুর, আমার ছোঁয়া গঙ্গাজলও ছুঁলে জাত যায় না কি? অত নিষ্ঠে যখন তোমার, তখন বেশ্যার দোরে এসে ধরণা দিয়েছিলে কেন?"

তাহার ক্রোধ হইয়াছে বুঝিয়া রাখু বড়ই দুঃখিত হইল। সত্যই তো, পতিতা তাহাকে গৃহে আশ্রয় দিয়া কোনও অপরাধ করে নাই। অপরাধ যদি হইয়া থাকে তো সে রাখুর নিজের। সে তাহার ঘরে না আসিলেই তো পারিত। দীনভাবে তখন সে বলিল—"না চারু, আমি সেজন্য তোমার মুখের পানে চাইনি। তোমার বুদ্ধি-বিবেচনা দেখে অবাক্ হ'য়ে তোমার পানে চেয়েছিলুম।"

"আহ্নিক করুন।"

রাখু পূজার আসনে বসিল। মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া সে চক্ষু মুদিয়া বহু চেষ্টায় বার দশেক গায়ত্রী জপিয়া লইল। আসল কথা, চারুর মুখের তীব্র কথা শুনিবার পর হইতেই তাহার প্রাণটা কেমন হু হু করিয়া উঠিয়াছে। জপ করিতে বসিয়া সে চারুকে দেখিতে দু' একবার মুখ ফিরাইবার ইচ্ছা করিল। সাহস হইল না। তাহার বাড়ীর দ্বারের প্রথম দর্শন হইতে ক্ষণেক পূর্ব্বের তাহার ভ্রূকুটি-রঞ্জিত মুখ দেখা পর্য্যন্ত রাখু তিনবার চারুকে তিন রকম দেখিয়াছে। এবার দেখিলে আবার যদি সে মুখ আর এক রকম নূতন হইয়া যায়? আর সে মধুর মায়াবিনীর নূতন রূপ দেখিতে রাখুর সাহস হইল না। সে গায়ত্রী-জপের পর গঙ্গাজলে হাত দিয়া চক্ষু মুদিয়া চারুর রাগ-রাঙ্গা মুখখানি ধ্যান করিতে লাগিল। ধ্যান শেষে সে দেখিল, তাহার সম্মুখের কোশার গঙ্গাজল হাত বাহিয়া তাহার চোখে উঠিয়া আঁখি-প্রান্ত দিয়া অশ্রু-মূর্ত্তিতে ঝরিতেছে।

পাছে চারু দেখিতে পায়, শশব্যস্তে রাখু দুই হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। ফিরিয়া দেখে—চারু নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সে দেখিল—গালিচার অপর প্রান্তে আর একটি সুন্দর চিত্রিত আসন। তাহার সম্মুখে নানা জাতীয়—সে জীবনে কখনও দেখে নাই—ফলমূল মিষ্টান্ন ভরা অতি সুন্দর শ্বেতপাথরের থালা; আসন-পার্শ্বে সেইরূপ শ্বেত-বরণের ঢাকনি দেওয়া শ্বেতবরণের গেলাস, আর গেলাসের পার্শ্বে একটি রূপার ডিবে।

দেখিবামাত্র রাখু সমস্তই বুঝিল। এইবারে বর্ষার উচ্ছ্বাসে তাহার চোখে জল আসিল, হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। আজীবন অবজ্ঞাত ব্রাহ্মণ যুবক আজ সর্ব্বপ্রথম মমতার দৃষ্টিতলে আশ্রয় পাইয়াছে। চিরদরিদ্র রাখুর বোধ হইল—চারুর ক্রোধ-সংক্ষুব্ধ বাণীর মধুরতা উপভোগের জন্য দেবতারা তার মুখের কাছে সে সময় অঞ্জলি পাতিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চারুর অতিথি হইবার জন্য রাখু তড়িৎ-প্রেরিতের মত আসন ছাড়িয়া উঠিল। এই বেশ্যারূপিণী দেবকন্যার দয়ায় মাখাইয়া তাহার ব্রাহ্মণত্ব উজ্জ্বলতর করিবার সে সংকল্প করিল। রাখু আপনাকে আরও দৃঢ়সংকল্প করিবার জন্য নিজেকেই শুনাইতে বলিয়া উঠিল—"আজ আমার নিরর্থক দম্ভভরা বামনাইকে এই নারীর করুণাঞ্চলে মুছিয়া বিলুপ্ত করিয়া দিব।"

কিন্তু হায়, তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় বিধান করিয়া চারু বুঝি দারুণ অভিমানে উঠিয়া গিয়াছে।

৮

অনেকক্ষণ চারুর প্রত্যাশায় বসিয়াও যখন রাখু দেখিল, সে ফিরিল না, তখন সে গালিচা হইতে উঠিল। দোরের কাছে আসিয়া দেখিল, চারু সন্তর্পণে কবাট বন্ধ করিয়া গিয়াছে। খুলিয়া বাহিরে আসিতেই ঝড়ের ভাব সে অনেকটা বুঝিতে পারিল। বাহিরে বিষম অন্ধকার। চারুর

ঘর হইতে যে আলোটা তাহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, রাখু সেটাকে আর দেখিতে পাইতেছে না। তবে কি সে তাহার ব্যবহারে সংক্ষুব্ধ হইয়া ঘরে গিয়া আলো নিবাইয়া শুইয়াছে? কি কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া সে সেই নিবিড় অন্ধকারের পানে চাহিয়া বাতাসের গর্জ্জন আর বৃষ্টির পতন-শব্দ শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া বুঝিল, তাহাকে যাইতে না দিয়া চারু তাহার প্রতি পরম হিতৈষিণীর ব্যবহার দেখাইয়াছে। বাতাস যেন তাহার অকৃতজ্ঞতার উপর কুপিত হইয়া তাহার শীত-কম্পিত দেহে চারুর দয়ার আবরণস্বরূপ সেই সুন্দর গরদ খানা বার দুই তিন কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। রাখু এতক্ষণ পরে বুঝিল, এ জাতিহারা কুলহারা দেহ-ব্যবসায়িনী নারী অন্তত: তাহার পক্ষে আজ জাতির অতীতা, কুলদায়িনী, আকাশ-কুসুমে-রচা দেবী।

রাখু মনে মনে স্থির করিল, আহার ত সে করিবেই,—তাহার অন্তরালে করিবে না। চারু পাত্র-পার্শ্বে বসিয়া থাকিবে, আর সে তাহার নির্দ্দেশ মত দ্রব্য মুখে তুলিয়া তাহার তৃপ্তিসাধন করিবে। প্রথমে সেই দুয়ারে দাঁড়াইয়াই বার তিন চার সে চারুর নাম ধরিয়া ডাকিল—উত্তর পাইল না। এক উগ্রপ্রকৃতির উৎপাত-করা-অস্তিত্ব ছাড়া সে বাড়ীর কোনও স্থানে সে অন্য জীবনের অস্তিত্ব অনুভব করিল না। চারু যদি একটু আগে তাহাকে দেখা না দিয়া চলিয়া যাইত, তাহা হইলে তাহার ঠিক মনে হইত—এক প্রাণশূন্য বাড়ীর ভিতর, এক বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টির সম্মুখে সে একাকী অবস্থান করিতেছে।

যথাসম্ভব উচ্চ চীৎকারে রাখু আর একবার চারুকে ডাকিল। ক্রুদ্ধ ঝঞ্ঝা হুঙ্কারে তাহার কথা ডুবাইয়া দিল! সে এবারে স্থির করিল, চারুর ঘরে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিবে। কিন্তু সে অপরিচিত বাড়ীর অপরিচিত অন্ধকার তাহাকে ত পথ বলিয়া দিবে না। তথাপি সাহসে ভর করিয়া সে যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, দে'য়াল ধরিয়া ধরিয়া সেই পথের কিছুদূর অগ্রসর হইল।—বুঝিল, আর একটু অগ্রসর হইলেই সে সিঁড়ির মুখে উপস্থিত হইবে। কিন্তু সেখানে তাহার পদস্খলনের বিশেষ সম্ভাবনা। সে দেখিয়াছিল, সিঁড়ির মাথা সরু বারান্দাটকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। আলোকের একটু সামান্যমাত্র আভাষ না পাইলে এবারে তাহার অগ্রসর হওয়া একেবারেই অসম্ভব। সেইখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সে আকাশের কাছ হইতে একটু বিদ্যুৎ-রেখা ভিক্ষা করিল। আকাশ সদয় হইল না, কিন্তু বাতাস কি-জানি কেন করুণার্দ্র হইয়া চারুর ঘরের একটী বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দিল। সে আলোকে বেশী কিছু বুঝিবার না থাকিলেও, সে এইটি মাত্র বুঝিল যে, চারুর ঘরে এখনও আলো জ্বলিতেছে। হয় সে এখনও জাগিয়া আছে, নয় জানালা বায়ুবশে মুক্ত হওয়ায় সে এখনি জাগিয়া উঠিবে।

সেইখানে সে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে কিছুক্ষণ জানালার দিকে চাহিয়া রহিল। যদি চারু না ঘুমাইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে মুক্ত জানালা বন্ধ করিতে উঠিবে। জানালার কাছে আসিলেই সে তাহাকে ডাকিবে। এর অতিরিক্ত সাহস তাহার হইল না। তবে তাহার অনুমানটা ঠিক হইল। সত্য সত্যই রাখু সেই জানালার ফাঁকের ভিতর দিয়া একখানি হাতের যেন ছায়া দেখিল। সে আর কাল-বিলম্ব না করিয়া ডাকিল—"চারু!"

উত্তর আসিল না, কিন্তু জানালাটা ধীরে ধীরে একটু বেশী করিয়া খুলিয়া গেল। রাখু দেখিল, হাতখানা পার্শ্বের দিক হইতে জানালাটাকে খুলিয়া আবার অন্তর্হিত হইল। সে আর একবার একটু জোর গলায় ডাকিল—"চারু!"

তথাপি চারুর কোনও উত্তর আসিল না। তবে সেই খোলা জানালার মধ্য দিয়া এমন একটু আলোকের আভাষ আসিল, যাহাতে সে দেখিল—সিঁড়ির মাথা দিয়া সম্মুখের বারান্দায় যাইতে একজনের যাইবার যোগ্য একটি পথ রহিয়াছে। সেটা ধরিয়া চলিলে তাহার পতনের সম্ভাবনা থাকিবে না বুঝিয়া, রাখু চারুর ঘর দেখিতে অগ্রসর হইল।

৯

সমস্ত বাড়ীটার ভিতরে একমাত্র রাখুই যেন জাগিয়া আছে। জাগিয়া আছে চোরের মত গৃহস্থের ঘর হইতে, পারে যদি, যেন তাহার সর্ব্বস্ব লুঠিবার জন্য। কিছুদূর যাইতেই রাখুর মনে ওই ভাবটা জাগিয়া উঠিল। রাখু মনে মনে বলিল,

তাই ত আমি এ কি করিতেছি? চারু জানে না, বাড়ীর আর কেহ কিছু জানে না। যদি কেহ হঠাৎ জাগিয়া তাহার এই চোরের গতি লক্ষ্য করে? তাহার চলিবার উদ্দেশ্য না বুঝিয়া, তাহার দুরভিসন্ধিটাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া এই অন্ধকারে কোন লুকিয়ে থাকা প্রহরী হঠাৎ একটা হাঙ্গামা বাধাইয়া বসে? তখন রাখুর কৈফিয়ৎ দিবার উপায় থাকিবে না। দিলেই বা কে সে কথা বিশ্বাস করিবে? সে তাহার পরিচর্য্যার যে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে, তাহার উপরে রাখুর এমন কিছু প্রাপ্তব্য নাই, যে জন্য তাহাকে একটা ঘুমন্ত স্ত্রীলোকের দরজায় ঘা দিতে হয়।

কথাটা মনে হইতেই রাখু আর বেশী যাওয়া যুক্তি-সঙ্গত বোধ করিল না। কিন্তু ফিরিবার সঙ্কল্পেই, তাহার প্রাণের হঠাৎ কি এক রকম ব্যাকুলতায়, সে-রাত্রির ঝড়ের আর্ত্তনাদ তাহার ফিরিবার গতিকে যেন জড়াইয়া ধরিল। সেইখানেই দাঁড়াইয়া সে তখন তীব্রদৃষ্টিতে সেই মুক্ত জানালার দিকে চাহিল। চাহিতেই দেখিল, চারু যেন জানলার পার্শ্বে মুখটি আনিয়া, কার যেন সন্ধানে, দৃষ্টি দিয়া অন্ধকার ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

আর একবার তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে না ডাকিতে চারু ধীরে জানালার একটা কপাট বন্ধ করিল। রাখু আর স্থির থাকিতে পারিল না—দ্বিতীয় জানালা বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই, সে অন্ধকারের সমস্ত বাধা তুচ্ছ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

কিন্তু যাইয়া, কই সে চারুকে ত দেখিতে পাইল না! তৎপরিবর্ত্তে সে দেখিল, বাতাসের ভরেই জানালাটা খুলিতেছে, আবার বন্ধ হইতেছে।

প্রথমে সে জানালার ভিতর দিয়া ঘরটার যতটুকু অংশ পাইল, দেখিয়া লইল। এমন সুসজ্জিত সুন্দর ঘর সে জীবনে আর কখনও দেখে নাই। দেব-পূজার কাজ করিতে সে দুই একজন বড় মানুষের ঘরে যাতায়াত করে, কিন্তু ঠাকুর-ঘরটি ছাড়া তাহাদের আর কোন ঘর দেখা আজও তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

সে ঘরের ভিতরে অর্‌গ্যান দেখিল, সোফা দেখিল, সর্ব্ব-শেষে ঘরের এক প্রান্তে সিঁড়ি-দিয়া-ওঠা একটি সুন্দর পালঙ্ক দেখিল। পূর্ব্বের দু'টা সে কখনও দেখে নাই, সুতরাং তাহাদের প্রয়োজনীয়তাও সে ভাল রকম বুঝিতে পারিল না। পালঙ্ক সে পূর্ব্বে দেখিয়াছে। তবে এমন সুন্দর পালঙ্ক সে কোনও কালে দেখে নাই; সিঁড়ি দিয়া যে তাহার উপর উঠিতে হয়, কোন কালে স্বপ্নেও সে ধারণা করিতে পারে নাই।

দেখিয়া রাখু কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। এত ঐশ্বর্য্য তার! আর এই ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়াও তার কিনা এত বিনয়! দাসীর মত সে কিনা হীন পূজারী রাখুর সেবা করিতেছে! আপনাকে ব্রাহ্মণ জ্ঞানে রাখু এ সেবার অধিকার দাবী করিতে পারিল না। কলিকাতায় আসিয়া দুই চারি দিনের মধ্যে সে রাঁধুনী, পূজারী বামুনগুলার গৃহস্থের মেয়েছেলেদের কাছে আদর-সম্মান দেখিয়াছে। হ'ক পতিতা, সভ্য গৃহস্থের কাছে পাওয়া সম্মানের সঙ্গে এই পতিতা নারীর নিকট প্রাপ্ত সম্মানের তুলনা করিয়া, রাখু তাহার কাছে বামনাই দেখানো অতি মূর্খের কার্য্য মনে করিল। সে স্থির করিল, আর একবার দেখা হইলে এই পতিতাকে সম্মুখে বসাইয়া, তাহার নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতে করিতে, জীবনের সমস্ত দুঃখ-কাহিনী তাহাকে শুনাইয়া দিবে। রাখুর যেন মনে হইল, এতদিন পরে তাহার অন্তরের কথা জানিবার লোক মিলিয়াছে।

কিন্তু কোথায় সে? অমন সুন্দর পালঙ্কের উপর একমাত্র সেই সুন্দর দেহখানিই আশ্রয় লইবার অধিকারী, এইটিই রাখুর মনে লইয়াছিল; কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বহুক্ষণের চেষ্টাতেও তথায় তাহাকে সে দেখিতে পাইল না। তখন সেখান হইতে ঘরের যেখানটার যতদূর দেখা যায়, ক্ষুধিত তারা দু'টা দিয়া সে চারুকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিতে পাইল না। তৎপরিবর্ত্তে সে দেখিল, ঘরের অন্যপ্রান্তে বহু স্থান ব্যাপিয়া এক সুন্দর সতরঞ্চ বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহার উপরে এক শুভ্র চাদর। তাহার উভয় পার্শ্বে সারি দেওয়া তাকিয়া। মধ্যের একস্থানে একটি হারমোনিয়ম, বাঁয়া ও তব্‌লা। হারমোনিয়মের অন্তরালে—জানালার কবাট যতটা মুক্ত করিবার করিয়া, চক্ষু দু'টাকে গরাদের ফাঁকে যতটা পূরিবার পূরিয়া—রাখু দেখিল, চারু যেন—'যেন' কেন, তাহার নিশ্চিত বোধ হইল—চারুই মাটীর দিকে মুখ করিয়া মুক্তকেশগুচ্ছে পিঠটা ঢাকিয়া শুইয়া আছে। ক্রমে নিশ্চয়তাটা তার অধিক দূর চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সে বেশ বুঝিল, চারু ফরাসের উপরে

নাই,—মেঝের উপরই মুখ রাখিয়া পড়িয়া আছে।

তাহার আচরণে মর্ম্মাহত হইয়া তবে কি চারু কাঁদিতেছে? মনে হইতেই তাহার প্রাণের ভিতর দিয়া এক সঙ্গে কতকগুলা ভাব কিছু এলোমেলো রকমে ঝড়ের প্রবাহে ছুটিয়া গেল। আর কোনও ভাব সেখানে নিজের প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলেও, একটা বিষাদ-মাখা স্মৃতি অতিদূর দেশ কাল অতিক্রম করিয়া, তাহার হৃদয়ের খানিকটা স্থান এরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে দখল করিয়া বসিল যে, রাখু তাহাকে মন হইতে মুছিতে গিয়া, না পারিয়া, কাঁদিয়া ফেলিল। বহুদিন পূর্ব্বে নিজের পর্ণকুটীরের একটা কোণে মাটীর মেঝের উপর সে একবার এইরূপ ছবি দেখিয়াছিল। ছবিখানা আজিকার মত এক নির্দ্দয় ঝঞ্ঝায় এক যুগ পূর্ব্বে কলিকাতায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তার কোন্ ভাগ্যবশে করুণায় ভরা যুগের বাহুতে ভর দিয়া আজই যেন সে ঝড়ের বুক ভাঙ্গিয়া এই কোঠাবাড়ীর দোতালায় উঠিয়াছে। ছবি দুইটার তুলনা করিতে তাহার সম্পূর্ণ সাহস হইল না। না হইলেও তাহার চক্ষু সাহস করিয়া দু' ফোঁটা জলে এই উভয় চিত্রের সামঞ্জস্যকে অভিবাদন করিল।

কতকটা কারণ বুঝিবার ইচ্ছায়, কতকটা যেন নব-সঞ্জাত মমতায়, চারুকে সে তুলিবার মন করিল। কিন্তু এখন আর চারুর নাম ধরিতে তাহার সাহস হইতেছে না। উভয়ের অবস্থার যে অনেক প্রভেদ! কিন্তু তাহাকে 'বাছা' বলাও আর সে যুক্তিসঙ্গত বোধ করিতেছে না। বলিলে চারু যদি রাগ করিয়া উত্তর না দেয়? সে ডাকিল—"ওগো!"

প্রথমে ঈষদুচ্চস্বরে। চারু নড়িল না। ঝড়ে শব্দ আবদ্ধ হইল মনে করিয়া বেশ একটু চীৎকারের মত করিয়া আবার ডাকিল—"ওগো, ওগো—শুনছ?"

বারান্দার ঝিলিমিলির মধ্য দিয়া ঝঞ্ঝার টিট্‌কারী ছাড়া আর কিছু সে শুনিতে পাইল না। এবারে আর নাম না ধরিয়া সে পারিল না—"ওগো চারু—চারু!"

জাগরণের চিহ্নস্বরূপ চারুর দেহ একটু নড়িল মাত্র, কিন্তু উত্তর সে দিল না। কেবল মুখটি রাখুর দিকে ফিরাইয়াই আবার সে নিশ্চল হইল। রাখুর বুকটা কিন্তু এই ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তনেই বিপুল আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার সে ডাকিল;—কম্পনে স্বরের ভগ্ন-জড়তায় নামটা তার ফুটিতে ফুটিতে ফুটিল না। কিন্তু তাহাতেই সে দেখিল, পলায়নোন্মুখ ঘুমটাকে ধরিয়া রাখিবার জন্যই যেন মুক্ত কেশরাশি দিয়া চারু তার চোখ মুখ ঢাকিয়া দিতেছে।

রূপজ মোহ রাখুকে এক মুহূর্ত্তে সাহসী করিয়া তুলিল। হৃদয়ের প্রতি স্পন্দন তাহাকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিল। সে বুঝিল, চারু জাগিয়া আছে. তাহার কথা শুনিতেছে, শুধু অভিমানভরে উত্তর দিতেছে না।

দেয়াল ধরিয়া রাখু অগ্রসর হইল। একটু যাইতেই তাহার হাত দোরের কবাটে ঠেকিল। বন্ধ আছে কি না, পরীক্ষা করিতে যেমন সে কবাটে হাতের একটু চাপ দিয়াছে, অমনি প্রবল বাত্যা তাহার করাঙ্গুলীর প্রান্ত বাহিয়া দোরের উপর যেন ঝাঁপ দিয়া পড়িল। কবাট দু'টা একেবারে পূর্ণ উন্মুক্ত। একটা যেন পরীর বাসা অন্ধকারের পেটিকার মধ্যে লুকাইয়াছিল। আশ্রয়-লুব্ধ বাতাস রাখুর করাঙ্গুলিতে আবেগ জড়াইয়া তাহার ডালা খুলিয়া দিয়াছে। ঘরখানা এখন নবোঢ়া বধূর মত লজ্জাভরা উজ্জ্বল দৃষ্টি একবার মাত্র মুক্ত করিয়া ঘন নীলাবগুণ্ঠনে মুহূর্ত্তের ভিতরে আবার তাহা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। আসল কথা—সন্ধ্যা হইতে বিতাড়িত অন্ধকার ঝড়ের ফুৎকার অবলম্বনে ঘরের ভিতরের আলোটাকে গ্রাস করিল। সঙ্গে সঙ্গে সভয় চমকের একটা আকস্মিক 'মোচড়ে' রাখুর চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। যেমন তাহার মনে হইল, আত্মহারা হইয়া এ আমি কি করিতেছিলাম, অমনি তাহার বুকের স্পন্দন সর্ব্বদেহে প্রসৃত হইয়া তাহাকে কাঁপাইয়া দিল। তাহার দাঁড়াইয়া থাকাও যেন অসম্ভব হইয়া পড়িল। এই সময় সে যদি সিঁড়ির দিকে নরদেহধারী একটা চলিষ্ণু অন্ধকারকে না দেখিতে পাইত, তাহা হইলে বোধ হয় সেই দোরের কাছেই বসিয়া পড়িত। তাহার বোধ হইল, কে যেন সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। আর সে দাঁড়াইল না। বারান্দার রেলিং ধরিয়া যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল।

১০

ঘুম রাখুর চোখ হইতে পলাইয়া গিয়াছে। এখন সে তাহাকে আবাহন করিতেও সাহস করিতেছে

না। সে যেন বাত্যা-শব্দের ফাঁকে ফাঁকে কাহার কথা শুনিতেছে। কে যেন মঞ্জীর-চরণা ঝড়ের পৃষ্ঠে অধীর মুখর পরশ চাপাইয়া তাহার প্রাণের ভিতর প্রবেশ করাইতে শয্যার পার্শ্বে আসিতেছে। তাহার চক্ষু-পলকের কপটতা পরীক্ষা করিবার জন্য হাতে যেন তার একটা আলো। বাতাস সেটাকে নিবাইবার জন্য যত তরঙ্গের আঘাত করিতেছে, সেটা যেন আপনার স্নেহ আঁকাড়িয়া ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

চোখ মুদিয়াই রাখু গরদ কাপড়ের খুঁটটা ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিতে ইচ্ছা করিল। পাছে ভুলে সে চোখ মেলিয়া ফেলে। কিন্তু ঢাকিতে গিয়া সে বুঝিল, সে কাপড়খানাও তার দুর্জ্জয় অন্যমনস্কতার জন্য কোন এক সময়ে ভিজিয়া গিয়াছে। তখন সে পাশ ফিরিয়া দুই বাহুর ভিতরে মুখ লুকাইয়া কুকুরকুণ্ডলীর মত পড়িয়া রহিল।

সহসা একটা চমক—জাগরণের সঙ্গে তন্দ্রার মিলন-মুখে বিরাট করুণ উপাখ্যানের শেষ নিঃশ্বাসের মত এক অব্যক্ত আক্ষেপ। সহসা একটা আলোক —স্তিমিত লোচনের আচ্ছাদন ভেদ করিয়া তারার সঙ্গে আলাপ-প্রয়াসী যেন এক অতি কোমল অপাঙ্গ-লেখা। সহসা একটি স্পর্শ—সমীর-বিক্ষিপ্ত পুষ্প-রাগের মত চারিদিক হইতে ঘিরিয়া-ধরা এক ব্যাকুল বেদনা ভরা স্নেহ। রাখু চোখ মেলিল—"একি চারু?"

"ছি ছি, এমন কাজও করে! কাপড়খানা জলে যেন ভাসছে। আর একবার ওঠো, কাপড় ছেড়ে ফেল।"

"দেখ—।"

রাখু কাপড় ভিজার কৈফিয়ৎ দিতে যাইতে-ছিল। চারু বাধা দিয়া বলিল—"দেখবো এর পরে —আগে ওঠো দেখি।"

অগত্যা রাখু উঠিয়া বসিল। উঠিতে গিয়া সে দেখিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ আগে হইতেই একখানি সুন্দর শাল দিয়া আচ্ছাদিত হইয়াছে। বিস্ময়-মুগ্ধ, অবাক—সে চারুর মুখের পানে চাহিল। দেখিল, চারু হাস্যময়ী—চেলীর মত রং করা, নানারকমের ফুল-কাটা পাড়ের আর একখানা কাপড়-হাতে দাঁড়াইয়া আছে।

এবারে আর সেখানে ক্ষুদ্র পিলসুজের উপর আগেকার সেই কৃপণ দীপ নাই। তাহার পরিবর্ত্তে উচ্ছ্বাসের রাশি লইয়া একটি অপূর্ব্ব-সুন্দর আলোক-পুষ্প শতদীপের বদান্যতায় ঘরটাকে ভরাইয়া দিয়াছে।

হাসিতে হাসিতে চারু আবার বলিল—"আর ভেবে কি করবে? ও কাপড়ে তোমাকে আমি থাকতে দেব না। তাতে তোমার জাত থাক আর যাক। কি করব, তোমার বরাত। এই আমার কাপড় প'রেই তোমাকে রাত্রিবাস করতে হবে।"

কোনও কথা না বলিয়া, গাত্র-বস্ত্রটা বেশ করিয়া গায়ে জড়াইয়া রাখু দাঁড়াইল। চারুও কোন কথা না বলিয়া কাপড়খানা তাহার হাতে দিল এবং রাখু যখন দৃষ্টি দিয়া কাপড়ের সৌন্দর্য্য আর দেহ দিয়া তাহার কোমলতা উপভোগ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল তখন হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল—

"দেখো, যেন এ কাপড়খানাও ভিজিয়ো না। এবারে ভিজলে তোমাকে পাছাপেড়ে শাড়ী পরতে হবে।"

"আর ভিজবে না। আমি তোমার ঘরের দোরে গিয়েছিলুম কেন, জান?"

"আমাকে কৃতার্থ করতে।"

বলিয়াই চারু হাসিয়া উঠিল। হাসিটা রহস্যের এত ঘন স্পন্দনে মাখানো যে, তাহার প্রশ্নের অর্থ একটু গোলমেলে ভাবে চারু গ্রহণ করিয়াছে মনে করিয়া, রাখু একটু অপ্রতিভ হইল। একেবারেই তখন সে বলিয়া উঠিল—"না চারু!"

তার পর কাপড় পরিয়া ও শালখানা গায়ে আবার বেশ করিয়া জড়াইয়া গালিচায় পুনরুপবিষ্ট হইল।

চারুও ভিজা গরদখানা ঘরের একপাশে রাখিয়া গালিচার পার্শ্বে মেঝেতে বসিতে বসিতে বলিল— "বেশ, তবে নয়।"

"তোমার দেওয়া খাবার খাব—তোমাকে বলতে গিয়েছিলুম।"

চারু আর উত্তর দিল না। শুধু দিল না নয়, রাখুর চোখের উপর শুধু মুখ-সৌন্দর্য্যটি ধরিয়া উর্দ্ধ-সন্নিবিষ্ট স্থির-দৃষ্টিতে যেন পাষাণের মত বসিয়া রহিল। তাহার সে ভাব দেখিয়া রাখুও কিছুক্ষণ কোনও কথা কহিতে পারিল না। যখন একটা অতি সূক্ষ্ম বেদনার সুর-ভরা দীর্ঘশ্বাসে সে তাহাকে জীবন-রাজ্যে পুনরাগত মনে করিল, তখন বলিল— "চারু আমায় কিছু খেতে দাও।"

চারু কেবল তারা দু'টা পলকে ঢাকিয়া বসিয়া রহিল।

কেন যে সে ওরূপভাবে বসিয়াছে, সেটা রাখুর বুঝিতে বাকী রহিল না। খাবার কথা সে নারী যে মুখ হইতে বাহির করিতে পারিতেছে না, এটা তাহার মনে হইল না। তাহার পূর্ব্বাচরণে নারী-হৃদয়সুলভ যে অভিমান জাগিয়াছিল, চারু মিষ্ট ব্যবহারের আবরণে এতক্ষণ তাহা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল মাত্র। অভিমান তার এখনও যায় নাই। আর সেই দুরন্ত অভিমানটাই জোর করিয়া তাহার ঠোঁটদুটি চাপিয়া আছে, চোখ দু'টিকে পাতা দিয়া ঢাকিয়াছে।

আর কোনও কথা না কহিয়া অতি সন্তর্পণে রাখু গালিচা ছাড়িয়া উঠিল, এবং সেইরূপ সন্তর্পণেই জল-যোগের জন্য আসনে উপবিষ্ট হইল। খাদ্য-পাত্র সেইরূপই রক্ষিত ছিল। তাহার চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকার সময় চারু একটি জিনিষও স্থানান্তরিত করে নাই।

আসনে বসিয়াই হাত ধুইয়া গণ্ডুষ করিবার পূর্ব্বে সে একবার চারুর পানে ফিরিল। চারু সেইভাবেই বসিয়া আছে, অধিকন্তু তাহার চোখের প্রান্ত দিয়া গণ্ড বাহিয়া জল ঝরিতেছে। এ ত শুধু অভিমান নয়! রাখু সেই অশ্রুগুলার সঙ্গে জড়ানো চারুর হৃদয়-থেকে ফুটিয়া-ওঠা একরাশ বেদনা দেখিতে পাইল। সে বেদনা লঘু নয়, তার এতক্ষণের নিশ্চলতায় এটা সে বুঝিল, তার বেদনা মর্ম্মান্তিক।

চারুকে না ডাকিয়া আগে সে পাত্র হইতে গোটা দুই আখের টিকলী উঠাইয়া মুখে দিল। নিঃশব্দে সেগুলাকে চর্ব্বণ করিয়া ছিব্ড়া দু'টা মেঝেয় রাখিল। চারু যখন দেখিবে, সে দু'টা তাহার আতিথ্যগ্রহণের সাক্ষ্য হইবে।

চিত্তের অসম্ভব চঞ্চলতায় রাখুর ক্ষুধা দূর হইয়া গিয়াছিল। আবাল্য ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারও তাহাকে পতিতার ঘরে খাদ্য গ্রহণে নিষেধ করিতেছিল। আসনে বসিয়াও গণ্ডুষ করিতে তাহার সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। চারুর অভিমান দেখিবা মাত্র আবার তাহার বামনাই ও মনুষ্যত্বে দ্বন্দ্ব বাধিল। সে দ্বন্দ্বে কোন্‌টা যে জিতিত, আসনে বসিয়াও রাখু তাহা বুঝিতে পারে নাই। এইবারে সেই নারীর, মনের কিম্বা মর্ম্মের, কি প্রকারে উৎপন্ন অজানা বেদনাটার সাহায্য পাইয়া রাখুর মনুষ্যত্ব তাহার বামনাইকে হারাইয়া দিল।

একটা মিষ্টান্ন মুখে ভরিয়া অর্দ্ধরুদ্ধস্বরে রাখু ডাকিল—"চারু।"

চমক ভাঙ্গার মত চারু চোখ মেলিল, মুখ ফিরাইল, রাখুর কার্য্য দেখিল। দেখিয়াই তাহার মুখ প্রফুল্ল হইল বটে, কিন্তু অশ্রু তাহার যেন উর্দ্ধমুখী হইয়া চোখের কোণ হইতে বাহিরে ছুটিল।

পরক্ষণেই তাহার অশ্রু-সিক্ত মুখের পানে নিবদ্ধ-দৃষ্টি রাখুকে দেখিয়া সে বুঝিল, তাহার এতটা আত্মহারা হওয়া ভাল হয় নাই। সে অমনি যথাসম্ভব সত্বর রাখুর অলক্ষ্যে চোখ মুছিয়া দাঁড়াইল।

"আমার সুমুখে এসে ব'স।"

চারু নড়িল না, তার কথায় একটা কথাও কহিল না।

"আমার কথা কি শুনতে পেলে না?"

"পেয়েছি।"

"তবে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

"বসে' কি করবো?"

"আমার খাওয়া দেখবে।"

তবু চারু দাঁড়াইয়া রহিল। রাখু বুঝিল, আবার সে চিন্তা-সাগরে ডুবিতেছে। সে আবার ডাকিল—"চারু!"

"চারু চারু করছ কেন? আমার নাম চারু—তোমাকে কে বললে?

"তবে তোমার কি নাম, আমাকে বল। সেই নামে তোমাকে ডাকি।"

বিস্মিত নেত্রে চারুর মুখের পানে চাহিয়া রাখু বলিল—"তুমি জেগে ছিলে?"

"ছিলুম বৈ কি।"

"তবে উত্তর দিলে না কেন?"

"দিলুম না।"

আরও কিছু যেন সে বলিতে যাইতেছিল, রাখু বাধা দিয়া বলিল—"এমন সোনার পালঙ্ক ছেড়ে মেঝের উপর মুখ রেখে শুয়েছিলে কেন?"

"ওই রকম শোবার সখ্ হ'য়েছিল।"

"না—"

বলিয়াই রাখু 'চারু' বলিতে যাইতেছিল। বলিতে না পরায় তাহার কথা জড়াইয়া গেল।

"বেশ ত, চারুই বল।"

"নামটা বলবে না?"

"তোমার কি 'ওগো' বলতে বাধা ঠেকছে? আমি যদি তোমার বউ হতুম ঠাকুর, তাহ'লে কি বলে' ডাকতে?"

রাখু উত্তর দিতে পারিল না, মাথা নামাইয়া আর একটা মিষ্টান্ন সে হাতে তুলিল। চারু দেখিল—ব্রাহ্মণ যে খাদ্যটা আগে খাইবার সেটা না লইয়া অন্য একটায় হাত দিয়াছে। সেটা খাইতে নিষেধ করিবার জন্য সে বলিল—"ওটা পরে খেয়ো।"

"কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে খেতে হয় আমি কি জানি? খাওয়া পরের কথা, আমি এর পূর্ব্বে এ সকল জিনিষ চোখেও দেখিনি। তুমি কাছে বসে, আমাকে দেখিয়ে দাও।"

"আমার কি কাছে বসা উচিত?"

"উচিত অনুচিত আমি বুঝতে পারছি না; তুমি বস'।"

অগত্যা চারুকে রাখুর সম্মুখে বসিতে হইল।

১১

চারুর নির্দ্দেশ মত দ্রব্য মুখে তুলিতে তুলিতে হঠাৎ একবার চোখ উঠাইয়া রাখু দেখিল, চারু অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছে।

"হ্যাগা, আবার তুমি কাঁদছ?"

উত্তর দিতে গিয়া নিরুদ্ধ ক্রন্দনের উৎপীড়নে চারু এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে, রাখু আত্মহারা হইবার মত কি করিবে—না বুঝিয়া বাঁ হাতে তার ডান হাতখানা ধরিয়া ফেলিল।

"করলে কি, আমাকে ছুঁয়ে ফেললে!"

"তাতে কি, তুমি এবারে কোন্ মিষ্টিটা খেতে হবে বল, আবার খাচ্ছি।"

"আমি তোমাকে আর খেতে দেবো কেন?"

বলিয়াই সরাইবার জন্য চারু অন্য হাতে থালা ধরিল।

"নাও, হাত ছেড়ে উঠে পড়।"

"তুমি কাঁদছ কেন আগে বল।"

"দেখ দেখি, এই সামান্য জিনিষ, তাও আবার রাখতে হ'ল।"

তাহার হাত ছাড়িয়া রাখু বলিল—"তা যদি বল, তাহলে বলি, আমার খিদের লেশমাত্র ছিল না। চারু, পাছে মনে কষ্ট পাও, তাই আমি এই খাবার মুখে তুলেছি।"

"উঠে পড়। এতটা যে দয়া করলে, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

"দয়া আমার না তোমার চারু?"

বলিতে বলিতে রাখু দাঁড়াইল। চারু এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া, তাহার হাত মুখ ধুইবার ব্যবস্থা করিতে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইল।

রাখু কিন্তু তাহার চক্ষু-জলের কারণ নির্ণয় না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিল না। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কেন কাঁদছিলে, বললে না?"

"আর বলে' কি হবে? হাত-মুখ ধুয়ে, ডিপেয় পান আছে খেয়ে, কল্‌কেয় তামাক সেজে রেখেছি—ধরিয়ে দিই, টেনে শু'য়ে পড়। রাত দুপুর হ'য়েছে। একে ত অনেকবার ধরে' ভিজেছ, তার উপর রাত জেগে অসুখ করে' হিতে বিপরীত করে' বসবে। বাসায় কে আছে?"

"দেশের দু'চার জন লোক আছে।"

"আপনার জন?"

"কেউ নেই।"

"তবে অসুখ হ'লে সেবা করবে কে?"

"তা' যদি বললে তবে বলি। সেবা করবার লোক এখানেও নেই, দেশেও নেই।"

"আপনি কি বিবাহ করেন নি?"

"করেছিলুম।"

"স্ত্রী কি জীবিত নেই?"

রাখু চারুর মুখের দিকে ভিখারীর দৃষ্টিতে চাহিল। চারু ক্ষণেকের জন্য মাথাটা হেঁট করিয়া দাঁড়াইল। তারপর মেঝে হইতে জলপূর্ণ ঘটি তুলিতে তুলিতে বলিল—"বুঝেছি, ঠাকুরণ তোমাকে ফেলে পালিয়েছে।"

"না চারু, সে মারা গেছে।"

"নাও, হাত ধোবে এস।"

"পাঁচ বছর বয়সে মা হারিয়েছি, সাত বৎসর বয়সে মরেছে বাপ।"

"বিছানায় বসে' তামাক খেতে খেতে বললে চলবে না?"

অগত্যা রাখু চুপ করিল ও চারুর ইচ্ছানুযায়ী মুখ-প্রক্ষালনাদি কার্য্য শেষ করিয়া গালিচায় বসিল।

চারুও হাত ধুইয়া যথাসম্ভব সত্বর, তাহার আগে হইতে সাজিয়া-রাখা, একটা কলিকায় আগুন

ধরাইয়া গড়গড়ার উপর বসাইয়া, বিছানার পার্শ্বে আসিয়া নিশ্চেষ্টের মত বসিল।

ক্ষণেক নীরব রহিয়া রাখু তামাক টানিতে লাগিল। চারু বলিল—"তবে তুমি তামাক খাও, —আমি আসি।"

"আমার মনে হচ্ছে, এখনও পর্য্যন্ত তুমি কিছু খাওনি।"

"আমার মনে হচ্ছে আজ আমি এত খেয়েছি যে, কিছুকাল আমাকে আর খেতে হবে না।"

বলিয়াই এমন মধুর হাসিতে চারু ঘরটা ভরাইয়া দিল যে, রাখুকে সে মধুরতায় ডুবিয়া ক্ষণেকের জন্য নল ছাড়িয়া চক্ষু মুদিয়া বসিতে হইল। বসিল বটে, কিন্তু চারুর কথার অর্থ প্রণিধান করিতে তাহার একান্ত স্থূল বুদ্ধি তাহাকে কিছুমাত্র সাহায্য করিল না।

অথচ এ কথার একটা জবাব না দিলে চারুর কাছে তাহাকে মূর্খ সাজিতে হয়। মনে মনে উত্তর ঠিক করিয়া যখন সে চোখ মেলিয়া বলিল—"তা হ'লে পাকা হরিতকী খেয়েছ বল।" তখন চারু খাবার স্থানটা পরিষ্কার করিতে উঠিয়া গিয়াছে।

"এইবারে যাচ্ছ নাকি?"

"খিদের কথা তুলে' তুমি যে হরিতকীকে কাঁচিয়ে দিলে। ভাগ্যে জগবন্ধুর মহাপ্রসাদ জুটে গেল— গ্রহণ করতে কি নিষেধ কর?"

এই সব জটিল কথার উত্তর দেওয়া সুবিধা হবে না বুঝিয়া রাখু বলিল—"আমার অবস্থার কথা তোমাকে বলতুম, তবে কি না—"

"নাই বা কইলে।"

"তবে একটা কথা তোমাকে বলতে আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে।"

চারু থালায় হাত রাখিয়া রাখুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। রাখু ঈষৎ হাসিয়া বলিল— "বলবো?"

"আপনার ইচ্ছা।"

"বললে পাছে তুমি কিছু মনে কর, এইজন্য সঙ্কোচ হচ্ছে।"

"তাহ'লে যে সময়ে সঙ্কোচ হবে না, সেই সময়ে বলবেন।"

"এর পরে কি আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে, তা বলবো?"

চারু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যেন নিশ্চিন্ত হইল। রাখু বলিতে লাগিল—"সত্য কথা যদি বলতে হয়, যে স্নেহ আদর তুমি আজ আমাকে দেখালে, আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আজও পর্য্যন্ত কারও কাছে তা' পাই নি।"

"এই কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল?"

"না, সে আলাদা কথা।"

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন—বুঝেছি।"

"কি বল দেখি?"

"স্নেহের প্রতিদান দিতে আমাকে পায়ে রাখতে আপনার ইচ্ছা হয়েছে।"

রাখু জিভ কাটিয়া বলিল—"না—না—না। চারু, আমি দীন বটি, হীন নই। তা যদি তুমি মনে কর, তাহ'লে বল, এখনি আমি—"

"নাগো ঠাকুর, তোমায় উঠতে হবে না। হীন ত তুমি নওই, তুমি দীনও নও। একটু তামাসা করবার ইচ্ছা হ'ল, তাই করলুম। ঝড়ের রাতটা কি একেবারে নিঝুমেই কেটে যাবে গা!"

"আজকের এ আশ্রয়ের কথা—একি জীবনে ভুলতে পারব?"

"তামাকটা যে অমনি অমনি পুড়ে' গেল।"

রাখু নলটা দু'টান টানিয়াই বলিল—"আগেই গেছে।"

চারু এইবারে রাখুর ভুক্তাবশেষ গেলাস বাটি প্রভৃতি থালার উপর সাজাইয়া, হাত ধুইয়া আবার তামাক সাজিতে আসিল।

"মাঝখান থেকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে নিই—আপনাদের দেশ কোথা?"

"বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের নাম শুনেছ?"

"শুনেছি—আর শুনেছি, সেখানে গান বাজনার খুব চর্চ্চা।"

"আগে ছিল। রাজাও ছিল, সঙ্গীতেরও আদর ছিল। এখন রাজার সঙ্গে সঙ্গে সবই এক রকম যেতে বসেছে। এখনও তবু যা আছে, দু পাঁচ বছর পরে তারও কিছু থাকবে না।"

চারু মুখের হাসি অতি কষ্টে কলকের আগুনের আলোকে ঢাকিয়া রাখুর কথা শুনিতে লাগিল। সঙ্গীতের কথায় আত্মহারা রাখু বলিবার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। তার হাসি আসিবার কারণ— রাখুর কথার গতি ফিরানোই তার উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য তার সিদ্ধ হইয়াছে। সে এইবার

কলকেটা দিতে গিয়া বলিল—"তাহ'লে ঠ'কুরের কিছু গান বাজনার সখ আছে?"

রাখু স্মিতবিকশিত মুখে চারুর মুখের পানে চাহিল।

"বেশ, আমাকে তোমার একটু গান শুনিয়ে দাও।"

"গাইতে ভাল জানি না।"

"বাজনাটা ভাল শিখেছ?"

"ভাল শিখেছি বললে অহঙ্কার হয়, তবে ভাল ওস্তাদের কাছে শিখেছি।"

"বেশ, তাই আমাকে শোনাবে?"

"কবে?"

"আজ বল আজ, কাল বল কাল, অথবা যেদিন তোমার ইচ্ছা।"

রাখু কোনও উত্তর দিল না।

"কি গো' চুপ করে' রইলে কেন?"

"তাইত চারু, কাল, আমি কেমন করে' থাকবো?"

"থাকতে পারবে না?"

"এই যে বললুম। আমি কতকগুলি যজমানের বাড়ীতে ঠাকুর-পূজো করি। আমাকে যেমন করেই হোক, ভোরে বাসায় পৌছিতেই হবে।"

"বেশ, খেয়ে দেয়ে বৈকালে?"

রাখু উত্তর দিতে পারিল না।

"বৈকালেও আসতে পারবেন না—আর আসতে পারবেন না?"

এরূপ কথায় রাখুর উত্তর দেওয়া সর্ব্বতোভাবেই উচিত ছিল, কিন্তু তাহার মুখ হইতে উত্তরের একটি অক্ষরও বাহির হইল না।

"বেশ, শু'য়ে পড়ুন। তবে—যাবার সময় একবার দেখা করে' যেতেও কি আপত্তি আছে?"

তবু যুবক উত্তর দিতে পারিল না। তবে এবারে সে মুখ তুলিল। চারুর ক্ষুব্ধ চক্ষু এইবারে বুঝিতে পারিল, উত্তর না দিতে পারায় রাখুর কোনও অপরাধ নাই। তাহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রুর ধারা ছুটিতেছে। দেখিয়া চারু যেন কতকটা আশ্বস্ত বোধ করিল। তাহার মুখটাও প্রফুল্ল হইল। হাসিতে হাসিতেই সে বলিয়া উঠিল—"মাথা খাও, যাবার সময় আমার সঙ্গে যেন দেখা না করে' যেয়ো না।"

বলিয়া রাখুকে কোনও কথার অবকাশ না দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

১২

রাখু এইবারে বুঝিল, রাত্রির মত আর চারুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে না। বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্ত তার বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার আলাপ কুশলতার অভাবে তাহার কথায় চারু বিশেষরূপেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। নহিলে বোধ হয় অত শীঘ্র সে ওরূপভাবে চলিয়া যাইত না। বোধ হয়, আরও কিছুক্ষণ সেখানে তাহার সঙ্গে চারুর গল্প করিবার ইচ্ছা ছিল। তাহারও তো চারুকে শুনাইবার অনেক কথা বাকি রহিয়া গেল! অন্ততঃ যে একটা কথা না বলিতে পারিলে, শুধু সে রাত্রি কেন, ইহার পরেও কত রাত্রি তার অনিদ্রায় কাটিয়া যাইবে, সে কথা ত চারুকে শুনাইবার উপায় রহিল না। বলিবার অনেক সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি রাখু তাহা বলিতে পারে নাই। বলিতে পারে নাই—চারুকে দেখিলেই তার স্ত্রী রাখীর মুখ তার মনে পড়ে। মনে পড়ে কেন, দুই মুখের এমন আশ্চর্য্য সাদৃশ্য যে, এক একবার চারুকে দেখিলে তাকে রাখী বলিয়াই ভ্রম হয়। অবশ্য চারু রাখী নয়। চারুর ভাষায় যে লালিত্য, তাহা রাখীর ভাষায় ছিল না। চারুর বর্ণটাও বুঝি রাখীর বর্ণ হইতে অনেক উজ্জ্বল। তার হাসির ঝঙ্কারের মিষ্টত্ব—রাখীর বাপের সমস্ত ক্ষেতের আখ নিংড়াইলেও বুঝি পাওয়া যাইবে না! আর সম্পদ? ক্ষুদ্র ভূস্বামীর কন্যা হইলেও রাখু তার যে অহঙ্কার দেখিয়াছে, চারুর সম্পদের অধিকারী হইলে রাখীর কি আর মাটিতে পা পড়িত? না রাখুই তার দশ হাত দূরেও দাঁড়াইতে পারিত? বিনয়ের মূর্ত্তিস্বরূপ এই চারুর সঙ্গে সেই রূঢ়ভাষিণী পল্লীবাসিনীর কত প্রভেদ!

তথাপি—তথাপি চারুকে দেখিয়াই রাখুর মনে হইয়াছিল, যেন বহু বৎসর না-দেখা এক কমল-কোরক হঠাৎ তার চোখের উপর শত-দল-সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

চারু চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্য সত্যই তাহাকে আবার দেখার সাধ অতি তীব্রভাবে যুবকের মনে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু আর ত সে তাকে ডাকিতে পারে না! চারু আঁধারে ডুবিল, তার সঙ্গে রাখুর পুনঃ সাক্ষাতের আশাও বুঝি চিরদিনের জন্য ডুবিয়া গেল!

ঘরের ভিতরে এক একবার ঝটিকা-তরঙ্গ প্রবেশ করিতেছিল। ঘরের একটি কোণে থাকিয়াও আলোটা মাঝে মাঝে মৃত্যু-শিহরণে রাখুকে দ্বার বন্ধ করিতে মিনতি করিতেছিল। তথাপি সে বাতাসে বুক দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; গৃহ প্রবেশের সময় অন্ততঃ সে একবার চারুকে দেখিবে। দেখিবে, ঘরে ঢুকিবার মুখে সে একবার তাহার পানে চাহে কি না। ফিরিয়া চাওয়ার কোন মূল্য আছে কি না, সেটা সে একবার ভাবিয়া দেখিল না। তাহার দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার মর্য্যাদা যে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এটাও সে ভাবিবার অবসর লইল না।

অন্ধকারে অন্ধকারে চলিয়া চারু তার ঘরের দ্বার উন্মুক্ত করিল। এতক্ষণ রাখু তাহাকে দেখিতে পায় পাই—এইবারে দেখিল। দেখিল, সে মুখ না ফিরাইয়াই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণের অপেক্ষায় যখন রাখু দেখিল, চারু দোরটা বন্ধ করিতেও আসিল না এবং ঘরের নৃত্যশীল আলোক একটি বারের জন্যও তার ছায়ার একটু প্রান্ত পর্য্যন্তও নাচাইল না, তখন সে ফিরিয়া গালিচার উপরে বসিয়া আবার তামাক সেবনে নিযুক্ত হইল।

তামাক পুড়িয়া, আগুন নিবিয়া, যখন নলটা গড়গড়ার ভিতর হইতে কেবল মাত্র জলের বাষ্প বহিয়া তার কণ্ঠ শীতল করিতে আসিল, তখন আলোটা নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল, সে কবাট বন্ধ করিতে ভুলিয়াছে।

অগত্যা তাহাকে উঠিতে হইল, কিন্তু কবাট বন্ধ করিতে যেমন সে আবার দোরটির কাছে আসিয়াছে, অমনি সে শুনিতে পাইল—সেই সন্ধ্যাকালের মত অদ্ভুত অপ্সরার গান ঝড়ের পৃষ্ঠে তালে তালে নৃত্য করিতেছে।

আর রাখুর কবাট বন্ধ করা হইল না। শুনিবার অত্যন্ত আগ্রহে চারুর ঘরের পানে চাহিয়া সেই অপূর্ব্ব সুরের রূপটাই যেন সে পান করিতে লাগিল। ঝড় সুরটাকে ভাঙ্গিয়া মোচড়াইয়া স্তবকে স্তবকে তাহার কানে উপহার দিতেছিল। অবকাশে অবকাশে সেই ভাঙ্গা সঙ্গীতের পুঞ্জীকৃত উচ্ছ্বাসে তাহার শ্রবণ-লালসা তৃপ্ত না হইয়া এমন উছলিত হইল যে, রাখুর সেখানে স্থির থাকা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িল। কিন্তু মর্য্যাদাবোধের সামান্য-মাত্রও অভিমান যদি তার থাকে, তাহা হইলে, চারু বিদায় গ্রহণকালে যেরূপ সংযত ব্যবহার তাহার প্রতি দেখাইয়াছে, তাহা দেখিবার পর এরূপ গভীর রাত্রিতে তার ঘরে প্রবেশ রাখুর কোনও মতে কর্ত্তব্য হয় না।

সে তখন মুগ্ধ-চিত্তের প্রেরণায় দুই চারিবার ঘরের ভিতরেই চলাফেরা করিল। দুই একবার বসিল, আবার উঠিল, কিন্তু একটিবারও চৌকাঠের বাহিরে পা দিতে ভরসা করিল না।

অবশেষে গানটা যখন, তার নির্ম্মম মুখরতা একটা বিচিত্র গিটকিরী ভরা 'কবুতরে' মিশাইয়া, ঘুমাইয়া পড়িল, রাখুও অমনি বদ্ধ নিশ্বাস মুক্ত করিয়া অবশাঙ্গের মত গালিচার উপরে শুইয়া নিশ্চিন্ত হইল।

১৩

আসল কথা—চারুর ঘরে আজ তার স্বামী অতিথি হইয়াছে। বারো বৎসর সে তাহাকে দেখে নাই। দেখিবার প্রত্যাশা ত করেই নাই—রাখেও নাই। পথহারা দেবতার মত ঝড়ের পৃষ্ঠে চাপিয়া সে যে আজ তার অপবিত্র বিলাস-মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, স্বপ্নের সাহায্যেও এ নারী যদি সে কথা ভাবিতে যায়, তাহা হইলে তাহার স্বপ্নটাও বুঝি পাগল হইয়া উঠে! অথচ জ্বলন্ত সত্যের আবির্ভাবের মত সেই ঘটনাই আজ ঘটিয়াছে।

নূতন বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সত্য সত্যই সে তার তখনকার বাবুর আসার প্রতীক্ষা করিতেছিল কোনও কারণে গৃহ-প্রবেশের উৎসব সেদিনকার মত স্থগিত থাকিলেও, রাত্রিকালে তাহার বাবুর সঙ্গে তার দু'একজন বন্ধুর আগমনও সে যে প্রত্যাশা না করিয়াছিল, এমন নয়। সে জন্য সে তাহাদের জলযোগের ব্যবস্থা ও সঙ্গীতাদির আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল। সন্ধ্যা হইতেই সে দেখিল, হঠাৎ ঝড়টা প্রবল হইয়া তার আয়োজন পণ্ড করিবার উপক্রম করিয়াছে। তথাপি তার বিশ্বাস ছিল আর কেহ না আসুক, সমস্ত বাধা উপেক্ষা করিয়া অন্ততঃ বাবু আসিবে। যেহেতু তার জানা ছিল সে দিন সে বাড়ীতে এমন একটি ভাড়াটীয়া স্ত্রীলোকও ছিল না, যে সেই দুর্য্যোগের রাত্রিতে চারুর সঙ্গী হইতে পারে।

ঝির মুখে তার বাবুর অবস্থানের কথা শুনিয়া, লীলাবিলাসের এ একটা নূতন ভাব বুঝিয়া, চারু তাহাকে ধরিতে আসিল। আসিয়া দেখিল, ঝি অন্ধকারে লোক ভুল করিয়াছে। অন্ধকারে যে দাঁড়াইয়া আছে, সে বাবু নয়—বাবুর একজন ইয়ার। বাবু আসে নাই জানিয়া, পথের পানে চাহিয়া সে তার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে। রসিকতার অঙ্গস্বরূপ 'বাবুদিগের' বিলাস-গৃহের সহচরেরা কখন কখন তাহাদের প্রণয়িনীর পদপ্রহারে চরিতার্থ হইয়া থাকে। চারুও সেইভাবে তাহাকে কৃতার্থ করিতে গিয়াছিল। তাহার পায়ে সুকোমল মখমলের জুতা ছিল। সে 'ইয়ার'কে প্রহার করিবার ছলে মখমল দিয়া রাখুর জানুর পিছনে ধীরে আঘাত করিল। করিয়াই বুঝিল, সেও ঝিয়ের মতই ভুল করিয়াছে। ভুলের পরিমাণটা বুঝিতে গিয়া সে বিস্ময়-বিমোহে চাহিয়া দেখিল, তাহার জীবন-সৌধের সমস্ত প্রাচীর কোন এক ঐন্দ্রজালিকের দণ্ডস্পর্শে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে! মাথা স্থির রাখা তখন তার অসম্ভব হইয়া পড়িল, সে দেয়ালের সাহায্যে ভগ্নস্তূপের ভিতর হইতে আপনাকে বাহির করিবার চেষ্টা করিল। এখন তার প্রাণটা অস্তিত্বের লোভে ঝড়ের বাতাসকে পর্য্যন্ত আঁকড়িয়া ধরিয়াছে।

বারো বৎসর পূর্ব্বে সে কুলত্যাগ করিয়াছিল। সে ত্যাগের ইতিহাস আমাদের এ আখ্যায়িকার পক্ষে একান্ত অবান্তর না হইলেও, সে কথার উল্লেখ করিতে আমরা নিরস্ত হইব। তবে এ কথা আমরা বলিতে পারি, চারুর গৃহত্যাগে তাহার আত্মীয়-বন্ধুগণের দোষ থাকিলেও, রাখু সে সম্বন্ধে একেবারেই নিরপরাধ ছিল।

চারুর পিত্রালয় ছিল বর্দ্ধমান জেলায় দামোদরের তীরস্থ একটি গ্রামে, রাখুদের বাড়ী হইতে প্রায় বিশ ক্রোশ দূরে।

যখন তাহাদের বিবাহ হয়, তখন রাখুর বয়স ছিল এগারো, চারুর দশ। রাখু কুলীন, এইজন্য চারুর বাপ এই অল্প বয়স্ক বালককে, একরূপ কিনিয়া আনিয়া, কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিল।

তাহার পূর্ব্ব নাম ছিল রাখহরি। মায়ের তিন চারিটি সন্তান নষ্ট হইবার পরে সে জন্মিয়াছিল বলিয়া, ঐ নাম সে মায়ের কাছে পাইয়াছিল। মা-বাপের মৃত্যুর পর যখন সে তার মামার অভিভাবকত্বের আশ্রয় পাইল, তখন তার বয়স সাত। মামা অভিভাবক হইলেও, নির্ম্মম মামীর কাছে পড়িয়া এই হতভাগ্য বালক অতি অনাদরেই প্রতিপালিত হইতে লাগিল। তার প্রতি তার মামীর ব্যবহার প্রতিবেশীদের পক্ষে সময়ে সময়ে এমনি কঠোর বোধ হইত যে, অনেকেরই মনে হইয়াছিল, সেই অল্প বয়সে রাখু শ্বশুরের আশ্রয় না পাইলে তাহাকে সত্বর কোনও নিরুদ্দেশের পথে পলায়ন করিতে হইত।

শ্বশুরের ঘরে আসিয়া রাখু দিন কয়েক বেশ সুখেই অতিবাহিত করিয়াছিল; কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য যে, বছর দুই শ্বশুরের গৃহে বাস করিতেই তার শ্বশুর মরিল এবং সেও বিষম ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইল। রোগ রহিল তিন বৎসর। এই তিন বৎসর ক্রমাগত জ্বরের উপর জ্বর রাখুর শরীর একেবারে জীর্ণ করিয়া ফেলিল।

এই কয় বৎসরের ভিতর কিন্তু বালিকার দেহ যৌবনের সমস্ত সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, আর বালক রাখু প্লীহা ও যকৃতের আত্যন্তিক বৃদ্ধিতে রক্তশূন্য দেহে হ্রস্ব হইতে হ্রস্বতর হইয়া ক্রমে একটি পুঁটুলির আকার ধারণ করিয়াছে।

চারুর পূর্ব্ব নাম ছিল রাখী, তাহার স্বামীর নামেরই অনুরূপ। নামটা বোধ হয় রাখমণি কিম্বা ঐরূপ কোন একটা নামের অপভ্রংশ। সেও বোধ হয়, তার মায়ের অনেকগুলা মরা সন্তানের পর জন্মিয়াছিল। তার একমাত্র ভাই, তা হইতে বয়সে অনেক বড় ছিল। সেইজন্য বাপ-মা তাহাকে শিশুকাল হইতে এতই আদরিণী করিয়া তুলিয়াছিল যে, বাল্যকাল হইতেই, তার ব্যবহারের অসংযম দেখিলেও, কেহ তাহাকে শাসন করিতে মনোযোগী হয় নাই। এই অন্যায় রকমের প্রশ্রয় পাওয়াই শেষে মেয়েটার সর্ব্বনাশের কারণ হইল।

যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন এই হতভাগ্য বালক শ্বশুর-বাড়ীর সকলেরই একরূপ বিরক্তিভাজন হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ হইল রাখীর—যৌবনের নবোল্লাসে অদম্য লালসার প্রেরণায় স্বামী-নামের অযোগ্য এই বালকটাকে আর সে দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না।

যখন ডাক্তার কবিরাজের মতে রাখুর বাঁচিবার আর কোনও সম্ভাবনা রহিল না, তখন তার ভাই বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শে তাহাকে তার মামার গৃহে রাখিয়া আসাই স্থির করিল।

শ্বশুরের দেশে আসিবার পর রাখু দুইবার মাত্র নিজের বাড়ীতে ফিরিয়াছিল। তাহার মধ্যে একবার মামার গৃহে একটা কার্য্যোপলক্ষে সে রাখীকেও সঙ্গে আনিয়াছিল। আসিয়া কিন্তু একমাসের মধ্যে মামীশাশুড়ীর আচরণ বালিকার এমনই তীব্র বোধ হইয়াছিল যে, সে এক মাসের অধিক শ্বশুর-গৃহে তিষ্ঠিতে পারে নাই। রাখুর সঙ্গে কন্যাকে পাঠানো সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হইলেও, কন্যার প্রতি একান্ত মমতায় তার মা সে অভিভাবকহীনের সংসারে তাহাকে আর পাঠাইতে সাহসী হইল না।

এক মাস, দুই মাস, তিন মাস—রাখু এখন মরে, তখন মরে করিয়াও মরিল না। মরিল—রাখুর মা ও বাপ।

ইহারই কিছুকাল পরে রাখুর মাতুলের কাছে সংবাদ আসিল, রাখুর কল্যাণের জন্য কালীঘাটে 'মানত' করিতে গিয়া তাহার পত্নী আদিগঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে।

তাহাকে কলিকাতায় আনিয়াছিল তাহার এক দূর-সম্পর্কীয়া মাসী। মাসী কলিকাতায় কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারে রাঁধুনী-বৃত্তি করিত। তাহার চরিত্র ভাল ছিল না। সংসারে নানাবিধ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া অসংযত চিত্তের প্রেরণায় যখন বালিকা বাপের বাড়ীতে অবস্থানে জ্বালা বোধ করিতেছিল, সেই সময় মাসী তাহাকে প্ররোচনায় ও প্রলোভনে কুলের বাহির করিল। কলিকাতায় মাসীর আয়ত্তে আসিয়া অভাগিনী এই আত্মনাশের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল। চরিত্রের সঙ্গে সে পূর্ব্ব নাম বিসর্জ্জন দিল।

এখন সে সহরে গায়িকার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গানের ব্যবসায়ে তার যথেষ্ট অর্থাগম। বিলাসী সম্প্রদায়ে তার এমন প্রতিষ্ঠা যে, বহু ধনী যুবক তার কৃপা লাভ করিতে পারিলে আপনাদের কৃতকৃতার্থ মনে করে। দু'চার জনের সর্ব্বস্ব ইতিমধ্যে তার পাদমূলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কলিকাতায় দু' চারখানা ভাল ভাল বাড়ীর সে 'বাড়ীওয়ালী'। এ বাড়ীখানি সে নিজের ব্যবহারের জন্য করিয়াছে। আজ গৃহ-প্রবেশের দিনে এ বাড়ীতে খুবই ধুমধাম হইত। কেবল মাসী নাই বলিয়া সে শুধু নামমাত্র পূজা সারিয়া গৃহ-প্রবেশ করিয়াছে। মাসীর ইচ্ছা, বাড়ীখানি চারু তাহার নামে করিয়া দেয়। চারু সেটি করে নাই বলিয়া রাগ করিয়া সে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের রথ দেখিতে গিয়াছে। চারুকে এই হীন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করিয়া মাসীর কম লাভ হয় নাই। আর তাহাকে রাঁধুনীর কাজ করিতে হয় না। চারু যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহার অনেকাংশই সে আত্মসাৎ করিত। তথাপি তার আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই। কেন মিটিবে? তা হ'তেই তো চারুর এমনভাবে অদৃষ্ট ফিরিয়াছে। রাখুর কাছে থাকিলে তার এতদিনে দু'বেলা দু'মুঠা অন্ন জোটাই ভার হইত। একমাত্র সেই ত চারুকে এই দুর্দ্দশা হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই সমস্ত কথা কহিয়া যখন তখন সে চারুর নিকট টাকাকড়ির দাবী করিত। মাসীর ভাইপোও মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়া চারুর নিকট হইতে টাকাকড়ি জিনিষপত্র লইয়া যাইত।

অল্পদিন হইল চারুর ভাইপোও আবার গোপনে গোপনে তাহার নিকট যাতায়াত করিতেছে। এই গোপন যাতায়াতের ফলে তাহার দশ পোনেরো বিঘা নূতন নূতন জমি হইয়াছে; স্ত্রীর গায়ে এমন ভাল ভাল দু'চারখানা অলঙ্কার হইয়াছে যে, সে-দেশের লোক সেরূপ অলঙ্কার দেখা দূরে থাক, সেগুলার নাম পর্য্যন্ত কাণে শুনে নাই! এই সবে সেদিন চারু তাহার পুত্রের উপনয়নের প্রায় সমস্ত খরচাই দিয়াছে। এ সবগুলা দেখা এখন আর মাসীর একেবারেই সহ্য হইতেছিল না। তাহার উপর চারুর পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতির পর বাড়ীখানা তার নামে না করা তার ভাইপোয়েরই পরামর্শে হইয়াছে বুঝিয়া, রাগ করিয়া গৃহ-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই তীর্থ-দর্শনের ছলে সে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে।

কিন্তু এই দীর্ঘকালের ভিতরে একদিনের জন্যও চারু কাহারও কাছে তাহার পরিত্যক্ত স্বামীর সংবাদ পায় নাই। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, সে তাহার পাপব্যবসায়ের ফললোভী আত্মীয়গুলিকে তাহার কথা দুই একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—কেহই কিছু বলিতে পারে নাই, অথবা জানিয়াও তাহাকে বলে নাই। তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে চারুর কোনও সংশয় ছিল না। বিশেষতঃ তাহার মাতুল-পত্নীর কৃপায় জীবনের দিন ক'টা আরও যে সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এটাও তার বুঝিতে বাকী ছিল না। তথাপি তার অন্তর হইতে একটা সংক্ষুব্ধ সংশয় মাঝে মাঝে সে যুগের সেই রোগ-জীর্ণ বালকটার কথা জানিবার জন্য তাহাকে উত্তেজিত করিত।

এত ঐশ্বর্য্য-বিলাসের মাঝেও এক একবার তার রাখুর কথা মনে পড়িত। এক একদিন এমন পড়িত যে, সে মরিয়াছে স্থির বুঝিয়াও সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। প্রণয়প্রার্থী যুবকগুলার দারিদ্র্য-পূর্ণ মুখ-চোখের পার্শ্ব দিয়া এক একদিন তার ছায়া-মূর্ত্তি উঁকি দিয়া চলিয়া যাইত। মনের খেয়াল জানিয়াও সে শরীর-শিহরণ রোধ করিতে পারিত না। বড় বড় মজলিসে তার গানে আবদ্ধ শ্রোতৃবর্গের অজস্র উচ্চ প্রশংসাধ্বনি ভেদ করিয়া রাখুর ব্যাধি-নিপীড়িত কণ্ঠের ক্ষীণ-ধ্বনি কতবার তার কর্ণে আঘাত করিয়াছে!

তবু সে স্থির বুঝিত, সে মরিয়াছে। অথবা যদিও অসম্ভব হয়, যদি রাখু কোনও দৈব ঘটনায় মরিতে মরিতে বাঁচিয়া যায়, তাহা হইলে এতদিনে সে আর একটা বিবাহ করিয়া তাহার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। যদিও সে না ভুলে—তাহার তখন অপ্রীতিকর হইলেও তৎপ্রতি সেই রুগ্ন বালকের একটা ব্যাকুল-মমতা স্মরণে সে বুঝিয়াছিল, বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে মন থেকে একেবারে মুছিয়া ফেলা রাখুর পক্ষে অসম্ভব—সত্যই যদি সে তাহাকে ভুলিতে না পারে, তাহা হইলেও এ জীবনে চারুর সঙ্গে তার পুনঃ সাক্ষাতের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।

সেই স্বামী সত্য সত্যই বাঁচিয়া গৃহ-প্রতিষ্ঠার দিনেই তার ঘরে অতিথি হইয়াছে। আর আতিথ্যের দক্ষিণাস্বরূপ আগেই তাহাকে চরণ-প্রহার দিয়া তার সেবাব্রত সম্পূর্ণ করিয়াছে।

১৪

রাখুকে বিশ্রাম লইতে অনুরোধ করিয়া খাবার-পাত্র হাতে ধরিয়া চারু তাহার ঘরে প্রবেশ করিল। প্রথম বার মনের যে ভাব লইয়া সে ঘরে ঢুকিয়াছিল, এখন আর তার সে ভাব নাই।

প্রথমে বিস্ময়ে, লজ্জায়, সহসা প্রজ্বলিত অনুতাপে আপনাকে সে স্থির রাখিতে পারে নাই। স্বামীর সৌম্য শান্ত মুর্ত্তি তাহার দৃষ্টিকে এমনই উগ্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিল যে, তার জন্য সে যেন সারা পৃথিবীর কোনও স্থানে একটু সুস্থিরভাবে দাঁড়াইবার স্থান দেখিতে পাইতেছিল না। সর্ব্ব-দেহের রক্তবিন্দুগুলাও যেন সেই আক্রমণে ভীত হইয়া রুদ্ধ ধমনী-পথে পলাইবার স্থান না পাইয়া, এক একবার সমবেত প্রবাহে তার বুকের দিকে ছুটিতেছিল।

স্বামীকে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে যাদুকরের দণ্ড-স্পর্শে যেন এক পলকে তার ঘৃণিত আচরণগুলা অগণ্য তিরস্কারকারী কথা লইয়া সহস্র পাপচিত্রের যবনিকা তার চোখের উপর মুক্ত করিয়াছে। সে যাতনা চারু সহিতে না পারিয়া ঘরে আসিয়া মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কাঁদিবার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছিল। অশ্রুবিন্দুগুলা চোখের কোণে সঞ্চিত হইবার পূর্ব্বেই এক একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত নিরবয়ব হইয়া অগ্নি-ভরা ঘরের বায়ুতে মিশিয়া যাইতেছিল!

তার পূর্ব্বাবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থা মিলাইয়া সে এমন স্থানে আপনাকে বসাইতে পারিতেছে না, যেখান হইতে সে কারুণ্যপূর্ণ দৃষ্টি নামাইয়া তার স্বামীর দিকে নিরীক্ষণ করে। সে দেখিল স্বামীর ঐশ্বর্য্যময় দারিদ্র্য তার দরিদ্র ঐশ্বর্য্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে। ধর্ম্মপথে যার সঙ্গিনী হইবার একমাত্র তারই অধিকার ছিল, আজ সে কিনা তার দত্ত গঙ্গাজল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে সত্য সত্যই তখন চারু আপনাকে প্রবোধ দিবার একটাও কথা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। স্বামীর রূপটাকে উপলক্ষ করিয়াও যে আপনাকে সে একটা সান্ত্বনা দিবে, হা ভগবান, তারও ত উপায় তুমি কিছুই রাখ নাই। চারু দেখিল, তার কৃপা-ভিক্ষার্থী, চোখে কাতরতা মাখানো, কথায় নারীর ভাষা জড়ানো, পুরুষনামধারী মেয়েগুলার মাঝখানে যদি একবার তার স্বামীকে বসাইতে পারিত, তাহা হইলে রাখুর সে পুরুষোচিত মুর্ত্তি শৈবালাচ্ছন্ন জলাশয়ে একমাত্র প্রস্ফুটিত পদ্মের শ্রীতে দীপ্যমান হইত। আপনাকে হারাইয়া তাই চারু মেঝেয় মুখ ঢাকিয়া অন্ধকারের ভিতর হইতে নিজেকে খুজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

এবারে কিন্তু ভাব তার অন্যরূপ। স্বামীর সঙ্গে কথা কহিয়া এবারে সে উল্লাস-বিষাদে, আশা-নিরাশায় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। উল্লাস—স্বামী তার স্নেহের উপহার অতি আদরে গ্রহণ করিয়াছে। বিষাদ—হতভাগী রাখীর এ সৌভাগ্য একদিনের জন্যও ঘটে নাই। আশা—স্বামীর সহিত আলাপে তার মন বলিতেছে, সে তাহাকে আয়ত্ত করিতে

পারিবে। নিরাশা—যদিই সে আয়ত্ত করিতে পারে, তাহা হইলেও সমাজের মধ্যে স্বামীর পাশে বসিয়া পরিণীতা ভার্য্যার পবিত্র অধিকার এ জন্মে আর সে লাভ করিতে পারিবে না। রক্ষিতা বারাঙ্গনারই মত, শুধু তার ভোগের সামগ্রী হইয়া থাকিবে মাত্র। এই আশা-নিরাশার মধ্যে পড়িয়াও রাখুকে সে ধরিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই চারু সঙ্কল্প করিল, বুদ্ধির দোষে হারাইয়াও শুধু দেবতার আশীর্ব্বাদে অভাবনীয় রূপে যাহাকে ফিরিয়া পাইয়াছি, তাহাকে যে কোন উপায়ে আপনার করিয়া লইব। ঘরে আসিয়াই প্রথমে সে স্বামি-প্রাপ্তির কামনা করিয়া ভক্তিভরে তার প্রসাদ গ্রহণ করিল। তার-পর স্বামীকে ধরিবার উপায় স্থির করিতে বসিয়া গেল।

সে একবার আপনার বিভবের দিকে চাহিল। ঘর বাড়ী, টাকা কড়ি, এই সমস্ত দিয়াই সে রাখুকে প্রলুব্ধ করিবার কামনা করিল। কিন্তু চারু দেখিতে পাইল, তার সমস্ত সম্পদ তার স্বামীর পায়ে অঞ্জলি হইবার জন্য যেন ব্যাকুলভাবে কাঁদিতেছে, আর স্বামী—মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

যদি এই ব্রাহ্মণ দরিদ্র হইয়াও তার পাপ উপার্জ্জন লইতে সম্মত না হয়? দুই একবার ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য স্বামীকে তাহার ঘরে আনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু আনিবার কল্পনাতেই এই ঐশ্বর্য্যলাভের উপায়গুলা এমন মলিন মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার চোখের উপর নৃত্য করিতে লাগিল যে, কল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরঙ্গ জ্বালায় অস্থির হইয়া তাহাকেই চক্ষু মুদ্রিত করিতে হইল।

তবে—চারুর মন এবারে তাহাকে বেশ আশ্বাস দিতেছে—স্বামী ধরিবার নাগপাশ তাহার কণ্ঠদেশে বিধাতা জড়াইয়া রাখিয়াছে। রাখুর কথায় চারু বেশ বুঝিয়াছে, সে গান বাজনায় বিলক্ষণ পটু। তবে গানের চেয়ে বাজনাতেই তার দক্ষতা অধিক। সে যতই বিনয় দেখাইয়া বলুক না কেন, বুঝি তার মত 'বাজিয়ে' এই কলিকাতা সহরেই অতি অল্প আছে।

চারু উপায়টার পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিল। খাবার পাত্রগুলা প্রথমে সে বারান্দায় রাখিতে গেল। গিয়া দেখিল, স্বামী এখনও দোর খুলিয়া রাখিয়াছে। উঁকি দিয়া দেখিল, সে গালিচায় হেঁট মাথায় এখনও তামাক টানিতেছে।

সে ফিরিল, পাছে ঝড়ের বাধায় তার কার্য্য সিদ্ধি না হয়, দোরটা খুলিয়া রাখিল। এইবারে বিনা সুর যোগে দোরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াই সে একটা গান ধরিল। দেখিল—স্বামী গালিচা ছাড়িয়া দোরের কাছে দাঁড়াইয়াছে।

দেখামাত্র তার বুক কাঁপিয়া উঠিল। বারাঙ্গনা কত যে হতভাগ্যের বক্ষ সামান্য অপাঙ্গভঙ্গে ভাঙ্গিবার মত করিয়াছে, তার সংখ্যা নাই। কিন্তু নিজে এই এতকালের মধ্যে কাহাকেও দেখিয়া এরূপভাবে বক্ষের স্পন্দন অনুভব করে নাই। সে তাহাদের লইয়া, যাদুকরীর ইঙ্গিত-সাহায্যে, খেলা করিত মাত্র। আজ নিজে সে খেলার পুতলী হইয়াছে। এ স্পন্দন সে সহ্য করিতে অসমর্থ হইল —তাহার দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। গান সুর-লয়-হারা হইবার উপক্রম করিল। কোনও প্রকারে বুকটা চাপিয়া গানটাকে কোনও রকমে সে শেষ করিল। শেষ করিতেই সে দেখিল, রাখু দোর ছাড়িয়া আবার গালিচায় শয়ন করিয়াছে।

এবারে সে ঘরের অপর পার্শ্বে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইল। আয়নাটি যেমন বড়, তেমনি উজ্জ্বল; তাহাতে সমস্ত দেহটা সমান দৈর্ঘ্যে পরিস্ফুটরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠে। সেইখানে দাঁড়াইয়া আপনাকে সে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। এতক্ষণ আপনার নূতন বেশে নূতন মূর্ত্তি দেখিবার অবসর পায় নাই। বেশের পরিবর্ত্তনে তার শ্রীর কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিয়া সে হাসি রাখিতে পারিল না। সে তখন প্রতিবিম্বটাকে তিরস্কার ছলে বলিতে লাগিল—"বা! বেশ তো কুলের বউটি সেজেছিস পোড়ামুখী! কিন্তু সেজেই বা তুই করলি কি! সে তো কই তোকে চিনতে পারলে না! সে পুরুষ মানুষ—এই বারো বৎসরে তার শ্রী বদলে সে যেন এক নতুন মানুষ গড়ে' উঠেছে, তবু তুই তাকে দেখামাত্র চিন্‌লি, কিন্তু সেত তোকে চিন্‌তে পারলে না!"

হৃদয়ের যে বিশেষত্বটুকু লইয়া নারীর নারীত্ব, শত অকার্য্যের প্রলেপেও সেটিকে সে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। স্বামীর উপর অসংখ্য অত্যাচারে তার মনে যে তীব্র অনুশোচনা জাগিয়াছে, তাহার ভিতরেও, স্বামী যে তাহাকে চিনিতে পারে নাই,

সে জন্য চারুর মনে তীব্রতর অভিমান জ্বলিয়া উঠিল। যদিও সে বুঝিয়াছে, রাখুর তাহাকে না চেনা ভালই হইয়াছে, তথাপি সে অভিমান ত্যাগ করিতে পারিল না। সে স্বামীকে চিনিল, স্বামী তাহাকে চিনিল না কেন? ভালবাসার চক্ষে সে যদি রাখীকে একদিনের তরে দেখিত, তাহা হইলে কখনই সে এমন ভুল করিতে পারিত না! প্রতিবিম্ব-মূর্ত্তি রাখীকে চারু গোটাকতক টিট্‌কারী দিল। তথাপি তাহাকে বাঁধিতে হইবে। এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও এই বিষম ঝড়ে সে আপনাকে সর্ব্বপ্রথম নিরাশ্রয় মনে করিল। যার আশ্রয়ে আজকাল সে ছিল, সে কাপুরুষ ঝড়ের ভয়ে জ্বরের অছিলা করিয়া তার কাছে আসিতে পারিল না। লোকের ঘরে ঢুকিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে চোরগুলার পক্ষে আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভদিন। তারা যদি আজ তার ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া যাইত? অভাগিনীদের চোরের হাতে এরূপ মৃত্যুর কথা সে যে না জানিত, এমন নহে। সে দেখিল, শাস্ত্রের আদেশে ধর্ম্মতঃ যে তাকে রক্ষা করিবার অধিকারী, তাকে নিরাশ্রয় জানিয়া এই দুর্য্যোগের রাত্রিতে দেবতার নির্দ্দেশে সে যেন তাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছে। আর চারু কোনও মতে তাহাকে ছাড়িতে পারে না। যদি ধরিতে না পারে, এই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তাকে বসাইয়া সে গঙ্গায় ডুব দিয়া মরিবে।

রাখুকে বাঁধিতে চারু কোমর বাঁধিল। প্রতিবিম্বকে সম্বোধন করিয়া সে বলিয়া উঠিল—"রাখী, ও রকম হাতছাড়া স্বামীকে বশে আনা, তোর মত লজ্জাশীলা কুলবধূর কর্ম্ম নয়। যদি পারে, ত সে এই লোক-মজানো চারী।" সে তখন যথা-সম্ভব সত্বর সেই অবস্থাতেই একরূপ বেশ-বিন্যাস করিয়া লইল। মাথার চুলগুলা এলোমেলো করিয়াছিল, সেগুলাকে সে বুকে পিঠে ফেলিয়া এক রকম মনোহর করিয়া তুলিল। ইঙ্গিত, কটাক্ষ, মুখের হাসি কার্য্যোপযোগী করিয়া,—যে সমস্ত হাবভাবে সে লোক ভুলায়,—তার একটা অবলম্বনে অরগ্যানের সুর সংযোগে এবারে সে গাহিতে চলিল।

অরগ্যানের পার্শ্বেই সেই দাঁড়া-আয়না। গাহিবার সময়ে হাবভাবগুলা ঠিক রাখিবার জন্য সেটাকে সে ইচ্ছাপূর্ব্বকই সেইখানে রাখিয়াছিল। চারু গাহিতেছে, এক একবার আয়নার দিকে মুখ ফিরাইতেছে, এক একবার যেন অন্যমনস্কের মত দোরের দিকে চাহিতেছে। দু'চার বার দেখিয়া যখন বুঝিল, রাখু সেখানে আসে নাই, তখন গানটা কোনও রকমে শেষ করিয়া যখন আর একবার সে আয়নার পানে চাহিল, তখন দেখিল—রাখুর প্রতিমূর্ত্তি তাহার মূর্ত্তির বহু পশ্চাতে নিশ্চল প্রস্তর-খোদিত মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়াই বুঝিল, রাখু দোরের পার্শ্ব হইতে অন্ধকারের সাহায্য লইয়া লুকাইয়া তাহার গান শুনিতেছে। সে এইবারে জয়ের সন্নিকটে আসিয়াছে বুঝিয়া, সেই প্রতিবিম্বের চোখে একটা মিষ্ট তীব্র কটাক্ষ হানিয়া, মাথাটা ঈষৎ ঘুরাইয়া চুলগুলা তার একরূপ নূতনভাবে পিঠে মুখে সাজাইয়া লইল। কিন্তু সে রাখুকে দেখিতে মুখ ফিরাইল না।—যেন সেখানে আর কেহ নাই, এরূপভাবে প্রতিবিম্বকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল—"দূর ছাই, ঘুম তো হবেই না, তখন এস নাগো, দু'জনে মুখোমুখী বসে গান গেয়ে রাতটা কাটিয়ে দিই।"

সত্য সত্যই রাখু চারুর ঘরের বারান্দায় আসিয়া সসঙ্কোচে লুকাইয়া তাহার গান শুনিতেছিল। প্রথম গানের সময় সে কোনও ক্রমে জোর করিয়া আপনাকে ঘরের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছিল। দ্বিতীয় বারে যখন চারু সুরের সঙ্গে গান ধরিয়াছে, তখন আর সেই আকর্ষণে তার বসিয়া থাকিবার ক্ষমতা রহিল না।

এবারে সে গায়িকার সুর-লয়-জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইল। সঙ্গতের সঙ্গে হইলে এ গান আরও না জানি কত মধুর হইতে পারে। সঙ্গৎ-হীন গান—সে তো রাগ-রাগিণীর অঙ্গচ্ছেদ। চারু গাহিতেছে শুধু তাহাকে শুনাইবার জন্য। কিন্তু এরূপ কার্য্য করিতে এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতজ্ঞা নারী মর্ম্মে কতই না বেদনা অনুভব করিতেছে! তাহার এমন গানে বাজাইবার লোক নাই! অথচ একটু আগে সে চারুর কাছে বাজনা জানার পরিচয় দিয়াছে। এই সমস্ত মনে মনে চিন্তা করিয়া সে স্থির করিল, এবারে চারু গান ধরিলে সে বিনা সঙ্গতে তাকে আর গাহিতে দিবে না। বিশেষতঃ প্রথমবার যে বস্তুটাকে দেখিয়া সে একটা বড় রকমের বিচিত্র সিন্দুক মনে করিয়াছিল, তাহার ভিতর হইতে অপূর্ব্ব তেজে সুর বাহির হইতে দেখিয়া সে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছে যে, সেইটার সঙ্গে নিজের গলাটা মিলাইবার

লোভও সে যেন কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। যা থাকে ভাগ্যে, চারুর অনুমতি লইয়া সে তার ঘরে প্রবেশ করিবে।

সে কথা কহিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় চারুর প্রতিবিম্ব অপাঙ্গ-ভঙ্গীতে তাহার চোখ দুটাকে যেন গ্রাস করিতে আসিল। লজ্জায় সে দৃষ্টি তার চোখের উপর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। মুখ ফিরাইতে গিয়াই সে চারুর আবাহন কথা শুনিতে পাইল। চারু যথাসম্ভব উচ্চ কণ্ঠেই কথাগুলা বলিয়াছিল, তথাপি বাতাসের শব্দ তার অর্দ্ধেকটা গ্রাস করিয়া ফেলিল। শেষাংশটুকু শুনিবামাত্র এমন সে শিহরিয়া উঠিল যে, কিছুক্ষণের জন্য তাহাকে দোর ধরিয়া দাঁড়াইতে হইল। কিন্তু সেই সঙ্গেই সে বুঝিতে পারিল, চারুকে সে দেখে নাই, তার প্রতিবিম্ব দেখিয়াছে মাত্র। দোর ধরিতে গিয়া আয়নার ভিতরে চারুর প্রতিমূর্ত্তি হইতে দূরে অবস্থিত নিজের প্রতিবিম্বটাকেও সে দেখিতে পাইল।

এইবারে লজ্জা—বিষম লজ্জা। লুকাইয়া চারুর গান শুনিতে আসিয়া সে তো তবে তাহার কাছে ধরা পড়িয়াছে। 'এসো না গো' বলিতে সে সাহস করিয়াছে। প্রীতিময়ীর এই বড় আদরের আহ্বান শুনিয়াও সে যদি পলাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে নিশ্চয় চারুর কাছে চোর হইতে হইবে। দূর ছাই, আমারও যখন ঘুম হইবে না, তখন চারুর কাছে বসিয়াই রাতটা কোনও রকমে কাটাইয়া দিই।

সেই অপূর্ব্বসুন্দরীর পরমাত্মীয়তার আকর্ষণের কাছে ব্রাহ্মণ-যুবকের নৈষ্ঠিকতা পরাভূত হইল।

১৫

ঘরে প্রবেশ করিতেই রাখু দেখিল, চারু শ্রান্তি দূর করিতে তাকিয়ায় বাহুমূল রাখিয়া, করপত্রে মাথা দিয়া, মদালস-দৃষ্টি উপরে তুলিয়া, ঈষদুন্মুক্ত ঊর্দ্ধদেহে, অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় যেন পটে আঁকা একখানি ছবির মত পড়িয়া রহিয়াছে।

শশব্যস্ততার ভাণ দেখাইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক মুহূর্ত্তের জন্য নগ্নতাকে অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া অঞ্চলে দেহ আচ্ছাদিত করিতে করিতে চারু উঠিয়া বসিল।

রাখু চক্ষু মুদিল। দোরের দিক হইতে ঝড়ের একটা রহস্য হুহু করিয়া তার বুকের ভিতর ঢুকিয়া চোখ কাণ দিয়া অগ্নিরূপে বাহির হইতে হইতে বলিয়া উঠিল—"রাখু, তুই মরিতে আসিয়াছিস।" রাখু অন্তর হইতে উত্তর দিল—"নারায়ণ, নারায়ণ।"

চোখ মেলিয়া রাখু দেখিল, চোখ দুটাকে আরও যেন বিলোল করিয়া সেই ঘরের কোথায় যেন লুকানো কাহাকে দেখিতে নিশ্চল প্রতিমা বসিয়া আছে। সুতরাং রাখুকেই আগে কথা কহিতে হইল—"ওগো, তোমার গান শুনতে এসেছি।"

"আসুন, আসুন—আমার কি এমন ভাগ্য হবে।"—বলিয়াই চারু রাখুকে আবাহন করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"ও ঘরে দাঁড়িয়ে তোমার গান শুনবার চেষ্টা করেছিলুম। শুনতে পেলুম না ব'লে তোমার দোরে এসেছিলুম, কিন্তু আসতে আসতেই গান শেষ হ'য়ে গেল। শুনে সাধ মিট্‌লো না, তাই ঘরে এসেছি।"

"বেশ করেছেন।"

বলিয়াই সে অরগ্যানের অন্তরাল হইতে একখানা আসন ক্ষিপ্রতার সহিত লইয়া আসিল এবং সেখানাকে সোফার উপর পাতিয়া রাখুকে বসিতে অনুরোধ করিল। রাখু না বসিয়া বলিল—"এসে কি অন্যায় করলুম চারু?"

"না না, এ ত আপনারই ঘর।"

"তোমার গানে আমার একটু সঙ্গত করতে ইচ্ছা হ'য়েছে।"

"বল কি গো, তা হ'লে যে আমি স্বর্গ হাত বাড়িয়ে পাই।"

"তবু তোমার কাছে আসতে আমার ভয় হচ্ছিল—চারু, আমি বড় গরীব।"

"আমি তোমার চেয়েও গরীব।"

বলিয়া, অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া রাখুকে হাত ধরিয়া আসনের উপর বসাইল।

এইবারে চারু যেন নিশ্চিন্ত হইয়া আলুগা চুলগুলাকে একটা কুণ্ডলিত ফণীর আকারের থুপি করিল এবং মুকুটের ভাবে সেটাকে মাথার উপর বসাইল। সম্মুখে অবস্থিত রাখুর দিকে এখন তার দৃষ্টি নাই, রাখুর পশ্চাতে আয়নার দিকে চাহিয়া সে কেশের এক অভিনব বিন্যাসে আপনাকে একটু উগ্র সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিতে লাগিল। সাজিতে সাজিতে সে দেখিল, রাখুর প্রতিবিম্ব এক একবার মাথা তুলিতেছে, আবার নামাইতেছে। ছায়ার পশ্চাৎ দিকটা মাত্র তাহার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, কিন্তু তাহাতেই স্বামীর দৃষ্টিকে সে যে তার মুখ-

সৌন্দর্য্যের আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হইয়াছে, এটা সে বিলাসিনীর বুঝিতে বাকি রহিল না।

এইবারে সে দোরের কাছে গিয়া, মুখ বাহির করিয়া সন্তর্পণে কত কি যেন দেখিয়া লইল। তারপর —অন্ধকারের ঈর্ষা-কৃশা অপ্সরাগুলা এই বিলাস-গৃহে দৃষ্টি দিয়া, পাছে রাখুর সহিত তাহার চির-অপরিচিত পল্লীর এই অপূর্ব্ব বাসরসজ্জা উত্তপ্ত করিয়া দেয়, তাই যেন সে নিঃশব্দে কবাট বন্ধ করিয়া, নিঃশব্দে তাহাতে খিল দিল।

রাখুর বক্ষে এক একটা মধুর আন্দোলন ক্রীড়া করিতেছিল, মস্তিষ্কটাও অবসন্নের মত হইতেছিল। চারুর মুগ্ধ লাস্য তার চক্ষুকে দৃষ্টিহারা করিবার উপক্রম করিয়াছে। তথাপি সে যথাসাধ্য চেষ্টায় তাহার গতিবিধি দেখিতেছিল। এইবারে একটু গোল বাধিল। চারু এমন সন্তর্পণে যেন কাহাকে লুকাইয়া দোর কেন বন্ধ করিতেছে, সে বুঝি বুঝি করিয়াও যেন বুঝিতে পারিল না। সলজ্জ ওষ্ঠাধরে বিলীনবৎ কথা বিপুল প্রয়াসে বাহির করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"দোর দিলে কেন চারু?"

"কেন বল দেখি?"

"আমি কেমন ক'রে বলব?"

"আমিই বা কেমন ক'রে বলব?"

বলিয়াই চারু হাসিয়া উঠিল। রাখু কোনও উত্তর দিল না দেখিয়া সে আবার বলিল—"তোমার কি ভয় হচ্ছে?"

"ভয় হবে কেন চারু, আমার মনে হচ্ছে, আমি নিজের ঘরেই এসেছি।"

"আমার মন-ভুলান কথা বলছ, না সত্যি বলছ?"

বলিয়াই, উত্তরটা দূর হইতে শোনা তৃপ্তিকর হইবে না বুঝিয়া, সে সোফার নিচে রাখুর পাদমূলে আসিয়া বসিল।

রাখু কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। বাস্তবিক কথাটার ওজন না করিয়াই সে চারুর পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিল। দিয়াছিল তাহাকে একটু আত্মীয়তা দেখাইবার জন্য। চারু নিজেই যে একটু পূর্ব্বে সে ঘরটা তার বলিয়া তাহাকে আত্মীয়তা দেখাইয়াছে। তখন ব্রাহ্মণ কথাটার অর্থ তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করে নাই। একটি নব-পরিচিতা নারী, তাহাকে দেখিবামাত্র এমন আশ্চর্য্য-করা আত্মীয়তায়, গল্পে-গড়া প্রণয়-কথার মত তাহাকে এমন মুগ্ধ করিয়াছে যে, তার প্রভাবে সে আপনার অবস্থার কথা পর্য্যন্ত ক্ষণ-কালের জন্য বিস্মৃত হইয়াছে।

চারুর দ্বিতীয় প্রশ্নে তার চমক ভাঙ্গিল। অতি সন্তর্পণে কপাট বন্ধ করার পর তার প্রশ্নটার সরল অর্থ রাখু গ্রহণ করিতে পারিল না। কোনও উত্তর দিতে না পারিয়া সে কেবল চারুর মুখের পানে চাহিল।

যুবতী ঊর্দ্ধমুখী—উত্তরের ব্যাকুল প্রতীক্ষায় নয়ন ভরিয়া তাহাকে দেখিতেছে। মাথার কেশ-শীর্ষ রাখুর উদাস দৃষ্টির তলে মন্ত্রমুগ্ধ ফণীর মত যেন ফণা তুলিয়াই নিশ্চল হইয়াছে।

দেখিবামাত্র রাখুর মন আবার দেশ-দেশান্তরে ছুটিতে চলিল। কিছুদূর গিয়া, এ সৌন্দর্য্যের উপমা খুঁজিতে অতীতের মাধুর্য্যমণ্ডিত বিস্মৃতির কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। দৃষ্টি তার মাতালের মত বোধশক্তি হারাইয়া চারুর মুখখানির উপর যেন অবশভাবে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

দেখিয়াই চারু শিহরিল। রাখুর এরূপ অর্থ-শূন্য দৃষ্টির কারণ বুঝিতে তার বাকী রহিল না। ধীরে চরণ-স্পর্শে তাহার চক্ষুকে প্রকৃতিস্থ করিয়া সে বলিল—"বাঁয়া তবলা আনি?"

রাখু বলিল—"আন।"

বাঁয়া-তবলা ও একটা হাতুড়ী সোফার উপর রাখিয়া একটা ছোট হারমোনিয়ম লইয়া যখন চারু আবার রাখুর পাদমূলে বসিল, তখন ঘড়ীতে দুইটা বাজিল। শুনিয়াই রাখু বিস্মিতের মত বলিয়া উঠিল—"তাই ত চারু, রাত যে শেষ হতে চললো!"

"রাতটাকে থাকতে বলব নাকি?"

বলিয়াই এবার সে গিট্‌কিরি দেওয়া হাসিতে ঘরটাকে এমন পূর্ণ করিয়া দিল যে, কিছুক্ষণ ধরিয়া চারুর হারমোনিয়মে সুর দিবার পরও হাসির ঝঙ্কার রাখুর কান হইতে অপসৃত হইল না। তবলাটা যে বাঁধিতে হইবে, সেটা সে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। আবাঁধা তবলায় বার দুই চাঁটি দিতেই চারু বলিয়া উঠিল—"ও কি করছ! বাজাবার ইচ্ছা থাকে ত বাজাও, নইলে আমি শুয়ে পড়ি। মিছে বসে' রাত কাটাই কেন?"

রাখু নিজের ভুল বুঝিয়া তাহা ঢাকিতে বলিয়া উঠিল—"বাজাতেই ত এসেছি, কিন্তু তুমি বাজাতে বলছ, না তামাসা করছ?"

"কি রকম ?"

"বাজিয়ে রইল স্বর্গে আর গাইয়ে রইল পাতালে ; এতে কি বাজনায় হাত আসে ?"

"তা'হলে তোমাকেই পাতালে আসতে হয়।"

"তা কেন, তুমিই স্বর্গে ওঠ। এখানে তো যথেষ্ট স্থান আছে।"

"ওখানে কি আমার স্থান আছে ?"

"আমার যদি থাকে, তাহ'লে তোমারও আছে।"

রহস্য করিতে গিয়া মূর্খ ব্রাহ্মণ চারুকে কাঁদাইয়া দিল। বুঝিল, সে নিজের হীন ব্যবসায়কে স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাকে তুষ্ট করিতে হাত ধরিয়া চারুকে সে সোফার অপর প্রান্তে বসিতে অনুরোধ করিল। চারু বাধা দিল না—হারমোনিয়মটা লইয়া সোফার উপর উঠিয়া সে স্বামীর দিকে মুখ করিয়া বসিল।

চারু গান ধরিল—"ভাল আমি বাসিতে না জানি, তুমি ত ভাল তা জান হে।"

গাহিয়া কলির পুনরাবৃত্তি করিতেই রাখু তবলায় অঙ্গুলি-প্রহারে গানের অভিবাদন করিল।

১৬

গীত।

ভাল আমি বাসিতে না জানি,
তুমি ত ভাল তা জান হে।
আমি যদি ভুলে ভুলেছি তোমারে,
তুমি ভুলে রবে কেন হে।
বাসনাবরণে নয়ন অন্ধ, দিবস করেছি রাতি,
তুমি কেন নাথ, ধ'রে এই হাত,
ফিরালে না মোর গতি ?
আজি এ মর্ম্মব্যথার কথা শুনেও যদি না শুন হে!
এ ঘন নিশীথে কেন দেখা দিলে বঁধু হে,
সখা হে, প্রাণ হে।

গান শেষ হইতে আধঘন্টারও অধিক সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। চারু তাহার সঙ্গীতে অভিজ্ঞতার, যত রকম কসরৎতে পারিল, পরিচয় দিল। রাখুও বাজনায় এমন হাত দেখাইল যে, চারু গাহিতে গাহিতে ইঙ্গিত আভাষে তার মুগ্ধতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিল না। গীত শেষে চারুই প্রথমে কথা কহিল—"আমার গান শেখা আজ সার্থক হ'ল।"

"না চারু, ও কথা বল' না, অনেক ভাল ওস্তাদ তোমার গানে সঙ্গত করেছে, আমারই বাজনা শেখা সার্থক। আমি যে এ রকম গানের সঙ্গে বাজাবো, এ কখন স্বপ্নেও ভাবিনি।"

"কিন্তু আমি যদি বলি, এ রকম মিষ্টি ওস্তাদী হাত আমি আর কখন শুনিনি ?"

রাখু উত্তর দিল না।

"আমার কথা অবিশ্বাস করলে ?"

রাখুর চোখে জল দেখা দিল। তাহার মুখে প্রশংসা-বাক্য শুনিয়া চারু সন্তুষ্ট হয় নাই। এ পর্য্যন্ত শ্রোতাদের মুখে এত সে প্রশংসা-বাক্য শুনিয়াছে যে, ইদানীং সে কথাগুলাতে আর তৃপ্ত হইবার কিছু ত ছিলই না, বরং সময়ে সময়ে সেগুলা তার বিরক্তির কারণ হইত। গাহিবার সময়ে তাহাকে এক একবার অতি কষ্টে চোখের জল রোধ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সে প্রত্যাশা করিয়াছিল—স্বামীর চোখে অশ্রুবিন্দু দেখিতে। নীরস স্বামী একটি বারের জন্যও তা' দেখায় নাই, অথবা মূর্খ বামুন তার গানের মর্ম্ম বুঝে নাই ; শুধু সুর শুনিয়াই মুগ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এইবারে তার চোখে জল দেখিয়া কারণটা স্থির করিতে না পারিলেও সে প্রফুল্ল হইল এবং হাসিতে হাসিতে বলিল—"লোকে কথা হেসেই উড়িয়ে দেয়, তুমি যে কেঁদে উড়িয়ে দিলে গো।"

"না চারু, তোমার কথায় আমার ওস্তাদকে মনে পড়লো। তুমি যা বললে, আমার বাজনা শুনে তিনিও একদিন খুসী হ'য়ে ঐ কথা বলেছিলেন।"

"তিনি বেঁচে আছেন ?"

"বেঁচে থাকলে কাঁদবো কেন ? অল্প দিন হ'ল তিনি দেহ রেখেছেন।"

চারু বুঝিল তার এতটা পরিশ্রম পণ্ড হইয়াছে। মূর্খ ব্রাহ্মণ শুধু সুর শুনিয়াছে, গানের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে নাই। রাখুর অশ্রুরেখা অবলম্বনে সে যে আজ তার হৃদয় অধিকার করিবার সংকল্প করিয়াছে, পরিশ্রম ব্যর্থ হইলেও তাহার ত পথ হইতে ফিরিয়া আসিবার উপায় নাই!

নিজের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াই যেন আবার সে হারমোনিয়মে সুর দিল। সুর কীর্ত্তনের—রাখু শুনিবামাত্র বলিল—"এ যে কীর্ত্তন আরম্ভ করলে গো!"

"কীর্ত্তনের সঙ্গত জান না ?"

"মদনমোহনের দেশে বাস, কীর্ত্তনে সঙ্গত করতে জানি না, এ কথা কেমন করে' বলব? তবে এ বাঁয়া তবলায় ত কীর্ত্তনের অপমান করব না।"

ঘরের এক কোণে খোল ছিল, চারু মৃদু হাসিয়া ইঙ্গিতে সেইটা রাখুকে দেখাইয়া গান ধরিল—রাখুর খোল আনিবার অপেক্ষা রাখিল না।

চণ্ডীদাসের সেই চিরবিশ্রুতপদ—"কি মোহিনী জান বঁধু, কি মোহিনী জান।" প্রথম প্রথম চারু সুরটাই আবৃত্তি করিতে লাগিল,—রাখুর খোল আনিবার অপেক্ষায় একবার, দুইবার, তিনবার—রাখু উঠিল না।

"খোল এনে দি?"

"থাক্, তুমি গাও, আমি বসে' বসে' শুনি।"

চারু বুঝিল, পতিতার মুখ-নিসৃত মহাজন পদে সে সঙ্গত করিবে না। তখন চক্ষু মুদিয়া সে গাহিতে লাগিল—

কি মোহিনী জান, বঁধু, কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।

চক্ষু মুদিয়াই সে আঁখর দিল—মুদ্রিত পলকের ভিতরেই বুঝি সে সমস্ত সঙ্গত বন্দী করিয়াছে—

(কি মোহিনী জান, ওহে মদনমোহন)
(তুমি পলকে মজালে মোরে
মোহনিয়া কি মোহিনী জান)
(পলক আমার ঘুমিয়ে গেল,
প্রাণসখা কি মোহিনী জান)

রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি,
বুঝিতে নারিনু বঁধু, তোমার পিরীতি।
(বোঝা গেল না, সে কি চায়, চায় কি না চায়,
পিরীতির রীতি বোঝা গেল না)

চারুর কাণে সহসা মৃদুমধুর খোলের শব্দ প্রবেশ করিল। অভিমানিনী তাহা সহ্য করিতে পারিল না —চোখ মেলিয়াই সে বামহস্তে রাখুর দক্ষিণ হস্ত আবদ্ধ করিয়া আবার আঁখর দিল—

(কার চোখে সে চোখ রেখেছে
চোখ মেলে তা বোঝা গেল না)

রাখু এবার দু'টি কর-পত্র পরস্পরে বাঁধিয়া কোলের উপরে জানু স্থাপিত করিয়া অপ্রতিভের মত বসিয়াছে।

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।
(আমার সব বিপরীত)
(ঘরের বাইরে এসেও ঘর পেতেছি
এ যে আমার সব বিপরীত)
(এখন তুমিই আছ, আমার সব গিয়েছে,)
(এখন শুধু তুমিই আছ, আমার সব গিয়েছে
এখন শুধু তুমি আছ)
(আমার যেথায় যা ছিল পর করেছি
পরাৎপর তুমি আছ)
বঁধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও,
(যেন নিদয় হ'য়ো না)
(ওহে প্রাণবল্লভ, নিদয় হ'য়ো না)
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।
(যদি নিদয় হও)
(কি জানি যদি নিদয় হও)
(পদে অপরাধ বহু করেছি নাথ,
তাই যদি নিদয় হও)
(তবে দাঁড়াও হে, একবার দাঁড়াও হে,
(আমি তোমারই প্রাণ তোমারে দিই,
একবার বঁধু দাঁড়াও হে)

মন্ত্রাদিষ্টের মত সত্য সত্যই রাখু দাঁড়াইয়াছে, তার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ছুটিতেছে।

চোখ মুছিতে মুছিতে সত্যই সে অনুভব করিল, চারুর মাথা তার পায়ে লুণ্ঠিত হইতেছে।

"চারু!"

চারু মাথা তুলিল—উত্তর দিল না।

"তোমার ঘরে এসে আমি আজ ধন্য হ'য়েছি।"

হাঁটুতে ভর দিয়া যুক্তকরে সে স্বামীর মুখের পানে চাহিল মাত্র! বুঝি কথা কহিতে সে সামর্থ্য হারাইয়াছিল।

"আমার কথায় বিশ্বাস কর্‌লে না?"

"না।"

"এমন সৌভাগ্য আমার জীবনে কখন হয় নি।"

"বেশ ত মন-ভোলানো কথা কইতে জান? তা হ'লে তুমি মোহনিয়াই বটে।"

"সে তুমি যা বল, কিন্তু চারু, আমি মিছে কই নি।"

"যাও ঠাকুর, আর চারু চারু ক'র না।"

বলিয়াই সে দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়াই আবার বলিল—"তুমি হেরে গেলে, বলতে পারলে না—এটা তোমার ঘর।"

রাখু উত্তর করিবার চেষ্টা করিয়াও পারিল না! সে শূন্য দৃষ্টিতে মাথা ঘুরাইয়া ঘরের চারিদিকে

চাহিল মাত্র। বুঝি দৃষ্টি দিয়া সে চারুর ঐশ্বর্য্য মাপিবার চেষ্টা করিল। ব্যর্থ চেষ্টায় আবার সে চারুর মুখে তাহা ফিরাইয়া আনিল। চারু বলিল —"বস,' তামাক আনি।"

রাখু একটু ব্যস্ততার ভাবেই বলিল—"না না— প্রয়োজন নেই।"

"আমি দেখছি আছে।"

বলিয়াই সে দোরের দিকে অগ্রসর হইল। রাখু প্রথমে সাগ্রহ কথায় তাকে নিষেধ করিল, যখন সে শুনিল না, তখন পিছন হইতে বাহুমূল ধরিয়া নিরস্ত করিতে গেল।

"ছিঃ! কর কি,—ছেড়ে দাও।"

"তা তুমি যত পার, তিরস্কার কর—আমি তোমাকে আর ভিজতে দেবো না।"

"তাতে কি হবে—আমি কি মরে যাব?"

"আমার জন্য ঠাণ্ডা লেগে যদি এ গলার সামান্যমাত্রও ক্ষতি হয়, তাহ'লে আমার মহা অপরাধ হবে।"

"আর আমি কি গাইব মনে করেছ?"

"আর গাইবে না?"

"মুখ্যু বামুন, বুঝতে পারলে না?—আমি যে গানের ব্রত উদ্‌যাপন করলুম।"

"আমি যদি শুনতে চাই?"

"সে তোমার গান তুমি শুনবে।"

"তামাক আনো।"

চারু ধীরে কবাটে হাত দিল, আরও ধীরে খিল খুলিল। দোর খুলিতে যাইতেছে, এমন সময় রাখু আবার বলিল—"তুমি কি—"

রাখু বলিতে পারিল না।

"আমি 'কি' কি?"

জিজ্ঞাসা করিয়াই চারু মুখ ফিরাইল। গান গাহিবার পর হইতেই তার চিত্তবৃত্তি এরূপ শান্ত হইয়াছিল, তার মনে এমন একটু সাহস আশ্রয় করিয়াছিল যে, স্বামীকে পরিচয় জানাইতে আর তার শঙ্কা নাই। স্বামী সাহস করিয়া তাহাকে চিনে চিনুক, সে আর তাহার কাছে পরিচয় গোপন করিবে না। কেবল পারিবে না সে, উপযাচিকা হইয়া পরিচয় দিতে। বক্ষের স্বাগত স্পন্দনকে উপেক্ষা করিয়াও, তাই রাখুর প্রশ্নকে পূর্ণ দেখিতে দুইবার সে প্রতিপ্রশ্ন করিল, মুখ ফিরাইল—তবু তাহাকে নীরব দেখিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"পুরুষ মানুষ, বলতে ভয় করছ কেন? আমি তোমাকে ভালবেসেছি কি না জিজ্ঞাসা করতে চাও?"

"না চারু।"

"বিশ্বাস করেছ?"

"করেছি।"

"মাথা ঠিক রেখে বলছ তো?"

রাখু মাথায় হাত দিল।

"দেখো, মাথা নেড়ে চেড়ে বেশ করে' দেখো— মাথা ঠিক আছে কি না। আমার এইরকম তিনখানা বাড়ী, প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার সম্পত্তি; অলঙ্কার, আসবাব, নগদে আরও ত্রিশ হাজার—"

"তোমার এত ঐশ্বর্য্য।"

"এ কি তুচ্ছ ঐশ্বর্য্য, আর এক ঐশ্বর্য্যের কথা শুনলে তুমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে।"

"সেটা কি চারু?"

"মাণিক দেখেছ?"

"গল্পে শুনেছি।"

"সেই মাণিক, সাত রাজার ধন—বুঝেছ? বুদ্ধির দোষে হারিয়েছিলুম, বহুকাল আগে;—আজ যেমন তোমার এ বাড়ীতে পায়ের ধুলো পড়েছে, অমনি অন্ধকারে সেটী আমার পায়ে ঠেকে গেছে। এই সম্পত্তি তোমাকে কি অমনি অমনি দিতে যাচ্ছি গা, সেই মাণিকটি ফিরে পেয়েছি বলে দিতে যাচ্ছি।"

রাখু অবাক্ হইয়া চারুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, চারুও কিছুক্ষণ নিস্পন্দভাবে তার মুখ হইতে আর একটা কথা শুনিবার জন্য দাঁড়াইল। পরিচিত হইবার জন্য আর তার এক মুহূর্ত্তের বিলম্বও সহ্য হইতেছে না। কিন্তু এ মূর্খ ব্রাহ্মণ কথার ঘরে সে একেবারে কুলুপ দিয়া দাঁড়াইল! এখনও কি সে তাহাকে চিনিতে পারিল না?

এমনি সময়ে ঘড়ীতে আধ ঘণ্টা বাজিল।

"ওমা! সাড়ে তিনটে বাজলো! তা হলে ত রাত আর নেই বললেই হয়। তুমি বস', আমি তামাক পাঠিয়ে দিই।"

"পাঠিয়ে দিই মানে কি! তুমি কি আসবে না!"

"না এসে কোন্ চুলোয় যাব? তবে বোধ হয়, তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। তুমি ত একটু পরেই চলে যাবে?"

"যতক্ষণ না যাই, ততক্ষণ থাকতে পারবে না?"

"যতক্ষণ না আসি, ততক্ষণ থাকতে পারবে না?"

"তোমার ফিরতে কত দেরী হবে, না জানলে কেমন করে বলব?"

"কখন ফিরতে পারবো না জানলে আমিই বা কেমন করে বলব?"

"এক ঘণ্টা?"

"ঘণ্টা হ'তে পারে, দিনও হতে পারে, মাসও হ'তে পারে—বছরও হ'তে পারে।"

"আর একটা জন্মও হতে পারে।"

"তা হ'তেই বা আশ্চর্য্য কি?"

"তুমি ফিরে এস।"

"তুমি থাকবে?"

"তোমাকে যে অনেক কথা বলব মনে করেছিলুম, তার ত কিছুই বলা হ'ল না।"

"আর বলে দরকার কি? বলবার সময় ত উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল।"

এই সময় প্রবল বাতাসে দ্বারটা সহসা পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া গেল।

"ও রাখু, এখনও যে বিষম ঝড়।"

"কি বললে?"

দমকা বাতাসে মনটাও যে তার উড়িয়া গিয়াছে, এটা রাখু বুঝিতে পারে নাই। অন্যমনে মুখ হইতে পত্নীর নাম বাহির হইতেই সে এমন অপ্রতিভের মত হইয়া গেল যে, ক্ষণেকের জন্য তার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না।

"রাখু কে গো?

"তাই ত চারু, আজ যে ঝড়ের রাত, সেটা যে তুমি একেবারেই ভুলিয়ে দিয়েছিলে।"

চারু কবাট বন্ধ করিতে করিতে বলিল—"সে ত আমিও ভুলেছিলুম গো, এখন যে বাইরের ঝড় ঘরে ঢুকলো,—রাখু কে?"

"তুমি ফিরে এস, এসে শুনো।"

"আমার কাছে মিথ্যে কইলে! তবে নাকি তোমার স্ত্রী নেই?"

"ভ্যালা বিপদ, তুমি আগে ফিরেই এস না গো।"

"সে আমার সতীন নাকি?"

"না চারু ও কথা বলতে নেই। তোমাতে চিহ্ন দেখছি।"

চারু বামহস্তের আয়তি চিহ্ন চুম্বন করিতে করিতে বলিল—"ওমা এটার কথা যে মনেই ছিল না। তা আমি এটার সম্পর্ক কি রেখেছি?"

"তুমি না রেখেছ বললেও ত সম্পর্ক যাবে না, ওটা বিধাতার দেওয়া।"

অতি উল্লাসে চারু বলিয়া উঠিল—"সত্যি বলছ?"

"কেন চারু, একথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছ? হিঁদুর মেয়ে—হাতে যখন চিহ্ন রেখেছ, তখন এটা কি জান না?"

"আমি যদি এখন সোয়ামীর কাছে যেতে চাই—"

"স্বামী নেবে কি না, বলতে চাচ্ছ?"

"নেবে না?"

"তা আমি কেমন করে' বলব?"

"আমি যদি তোমার স্ত্রী হতুম?"

রাখু পাগলের দৃষ্টিতে চারুর পানে চাহিয়াই চক্ষু নামাইল।

"ভয় কি ঠাকুর, বল না।"

রাখু ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

চারু স্থিরনেত্রে অবনত-মুখ স্বামীর পানে তাকাইয়া, তার সারা দেহটা যেন অন্তরিন্দ্রিয়ের নীরবতায় যোগ দিতে নিথর হইয়া গিয়াছে। একটু পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া হাত দিয়া চোখ মুখ মুছিয়া আবার যেই রাখু মুখ তুলিল, অমনি চারু বলিল—"তামাক পাঠিয়ে দিই।"

বলিয়াই এমন ক্ষিপ্রতার সহিত সে গৃহত্যাগ করিল যে, রাখু তাহাকে ফিরাইয়া, যে কথা বলিবার জন্য বুক বাঁধিতেছিল, সে কথা ঠোঁটের কাছে আনিতেও সে সময় পাইল না।

১৭

সেই তুমুল ঝড়ের ভিতরেও সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বে প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া, বৃদ্ধ গঙ্গারাম গোস্বামী তানপুরাটি বাঁধিয়া বৈঠকখানাতে বসিয়া সবেমাত্র ভোরাই সুরের আলাপটি ধরিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার বাড়ীর বহির্দ্বারের কবাটে ঘা পড়িল। আঘাতটা এত জোরে যে, ঝড়ের শব্দকেও অতিক্রম করিয়া, তাহার আলাপকেও চাপিয়া, শব্দ বৃদ্ধের কর্ণে প্রবেশ করিল। তানপুরা রাখিয়া বৃদ্ধ কাণ পাতিয়া বসিলেন।

আঘাত-শব্দের শেষে ডাক উঠিল—যথাসম্ভব উচ্চ নারীকণ্ঠ। শব্দ করুণতায় তাঁর ভোরের রাগিণীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিল। কোনও স্ত্রীলোককে ঝড়ে বিপন্ন অনুমান করিয়া, বৃদ্ধ আসন হইতে উঠিয়া দ্বারের কবাট খুলিতে চলিলেন। দ্বারে হাত না দিতেই বাহির হইতে আবার ডাক উঠিল—"দাদা-মশাই! দাদামশাই!"

বৃদ্ধের বিস্ময়ের একেবারে অবধি রহিল না।

"কে রে চারু?"

"দয়া করে' একবার দোরটা খুলুন।"

বৃদ্ধ দ্বার খুলিতেই, চারু ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়াই তাঁর পদতলে লুণ্ঠিতবৎ পতিত হইল—একটিও কথা কহিল না।

"সত্যিই তুই! এই অসময়ে দুর্য্যোগে!—ব্যাপার কিরে চারু?"

চারু সেইরূপই মূর্চ্ছিতবৎ পড়িয়া।

"কি হয়েছে বল্। আরে গেল, অমন ক'রে প'ড়ে রইলি কেন? চারু, চারু!"

বারবার ডাকিয়াও যখন বৃদ্ধ চারুর মুখ হইতে কথা বাহির করিতে পারিলেন না, তখন নিজে উপবিষ্ট হইয়া হাত ধরিয়া তাকে বসাইলেন। দেখিলেন, সর্ব্বাঙ্গে তার বৃষ্টির জল এখনও ঢেউ খেলিতেছে।

আর কোনও কথা না কহিয়া, তিনি তাহাকে উঠাইয়া সর্ব্বাগ্রে ঘরের মধ্যে আসিতে আদেশ করিলেন।

"আগে আমাকে রক্ষা করবেন বলুন।"

"এখানে আমি কোনও কথা বলব না। আগে ঘরে আয়।"

বলিয়াই তিনি চারুকে কবাট বন্ধ করিতে বলিলেন। সে নড়িল না দেখিয়া, নিজেই তিনি দুয়ার বন্ধ করিয়া তার হাত ধরিয়া ঘরে আনিলেন এবং যে আসনে বসিয়া তিনি তানপুরায় সুর দিতেছিলেন, তাহার পার্শ্বে চারুকে দাঁড় করাইয়া, নিকটের একটা আলনা হইতে নিজের একখানা শাদা পাড় ধুতি আনিয়া বলিলেন—"আগে ভিজে কাপড়খানা ছেড়ে ফেল্ দেখি।"

"কাপড়ের দরকার নেই দাদামশাই, আমি গঙ্গাস্নান করতে চলেছি।"

"এই দুর্য্যোগে, এত ভোরে! তুই কি রোজই এমনি সময়ে গঙ্গাস্নান ক'রে থাকিস্ নাকি?"

"না দাদা।"

"তবে?"

"কদাচ গঙ্গাস্নান করি। এর আগে কবে করেছি, মনে নেই।"

"তবে হঠাৎ আজ এ খেয়ালটা হ'ল কেন? আজ তো বিশেষ কোন যোগেরও দিন নয়।"

হতভাগী চারু এই কথাতেই তার স্বভাবে ফিরিল, তাহার গভীর দুঃখ গোঁসাইজীকে জানাইবার কি ছিল, ভুলিয়া গেল। হাসিয়া বলিয়া উঠিল—

"আপনার ও পুরোণো পাঁজিতে নেই, আমার এই নূতন পাঁজিতে যোগ লিখেছে। দাদামশাই! এখন পাঁজির পাতাটা যাতে ছিঁড়ে না যায়, সেইটি আপনাকে করতে হবে, করতেই হবে।"

বলিতে বলিতে হাস্যময়ী আবার ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বৃদ্ধ আবার তার মাথায় হাত দিলেন।

চারু বলিতে লাগিল—অশ্রুপূরিত কণ্ঠে—

"নইলে, এই যে গঙ্গায় চলেছি, আর ফিরবো না।"

তখনও ঘরে যথেষ্ট অন্ধকার,—বৃদ্ধ চারুর মুখ দেখিতে পাইতেছিলেন না। কিন্তু বুঝিতেছিলেন, মেয়েটা কোনও একটা বিপদে পড়িয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। সে অভাগী যে কি, তার ব্যবসায়ে কত যে উৎপাতের অস্তিত্ব সম্ভাবনা, গোস্বামী মহাশয়ের জানা থাকিলেও, এই দুর্দ্দিনে এরূপ অসময়ে কোনও একটা প্রতিকারের প্রত্যাশায় তাঁহার গৃহে এমন ব্যাকুলভাবে চারুর আশ্রয় লইতে আসাটা অতি বিস্ময়ের বস্তু বলিয়া তাঁর বোধ হইল। কারণটা একান্ত দুর্ব্বোধ্য হইলেও চারুর ব্যাকুলতা বৃদ্ধকেও ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তিনি একটু উচ্ছ্বাসের সহিতই বলিয়া উঠিলেন, "আরে গেল, অমন ব্যাকুল হ'লে কি হবে, কি হয়েছে আমাকে বল্।"

"আমাকে রক্ষা করুন।"

"কি হ'য়েছে না বুঝলে কি রক্ষা করবো?"

"আমাকে আশ্রয় দিতে হবে।"

"পথে কেউ কি তোর উপর অত্যাচার করতে এসেছে?"

"সারাপথের ভিতর একটা শিয়াল কুকুর পর্য্যন্ত দেখতে পাইনি।"

"তাতো না পাবারই কথা। এ দুর্য্যোগে কি কোন প্রাণী বেরুতে পারে? তবে ঘরে কেউ কি তোর উপর অত্যাচার করেছে?"

কি বলিতে গিয়া বলিতে অশক্ত চারু উত্তর করিল—"হুঁ।"

এই উত্তরেই যাহা বুঝিবার বুঝিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, একটু বিরক্তরই মত—"তা আমি কি করে' রক্ষা করবো? তোর যা হীন ব্যবসা, তাতে কত বেটা পাষণ্ড তোর ঘরে ঢুকে অত্যাচার করবে, আমি কি তাদের সঙ্গে লড়াই করতে যাব? তোকে ভালবাসি বলে' কি তোর ঐ নরকের ব্যবসাকেও ভালবাসি? যা বেটি, চলে যা। ধ্যানটি সবে মাত্র জমে আসছে, এমন সময় এসে বাধা দিলি। দিনটেই আমার আজ দেখছি মাটী হ'য়ে গেল।"

বলিয়া বৃদ্ধ চারুর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া কাপড়খানা আবার আলনায় তুলিতে চলিলেন।

এই স্নিগ্ধ উদার তিরস্কারে চারুর মনকে যে প্রফুল্ল করিয়াছেন, তাহা গোস্বামী মহাশয়, বুঝিতে পারেন নাই। তিরস্কার করিয়াই কিন্তু তাঁহার মন কেমন একটা মূঢ় বিষণ্ণতায় নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া আপনাকেই আপনি তিরস্কার করিয়া উঠিল। কি জানি কোন্ শুভক্ষণে এক ধনীর গৃহে গীত উপলক্ষে এই অভাগিনী পতিতা এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে পিতৃস্নেহ লাভ করিয়াছিল। সে ভালবাসা কেমন, কত, কি জন্য, উভয়ের মধ্যে কেহই বিচারে জানিতে সাহস না করিলেও, মাঝে মাঝে এ উহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না। বহুদিন চারু না আসিলে ব্রাহ্মণ লোক দিয়া তাহাকে বাড়ীতে লইয়া আসিতেন। এইরূপ মাঝে মাঝে আসিবার ফলে অতি অল্পদিনের ভিতরেই চারু সহরের মধ্যে বিশিষ্টা গায়িকা বলিয়া পরিচিতা হইয়াছে।

সেই স্নেহের তিরস্কার চারুকে প্রফুল্ল ক'রিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের হৃদয়কে পীড়িত করিতে তাঁর মনের তিরস্কারে যোগ দিল। কাপড় আলনায় রাখিতে তাঁর হাত অবাধ্যতা দেখাইতে লাগিল। ভিজা কাপড় পরিয়া থাকিলে চারুর যদি অসুখ করে? যদি ঠাণ্ডা লাগিয়া তার গাহিবার শক্তির হানি হয়? অভাগিনীর লোক মুগ্ধ করিবার একমাত্র উপায় —তাঁর কাছে আশ্রয় লইতে আসিয়া সে সম্বলহারা হইবে? তখন হাত, মন—ক্রমে চোখ সকলে এক সঙ্গে তাঁকে বুঝাইয়া দিল—"মেয়েটাকে হঠাৎ এতটা তিরস্কার করা তোমার ভাল হয় নাই। মিষ্ট বাক্যে তাকে বলিলেই ত হইত, আমি বৃদ্ধ মানুষ, ও সব ঝঞ্ঝাটের ভিতর আমার থাকা উচিত নয়।"

কি জন্য চারু আশ্রয় মাগিতেছে, তাও ত ব্রাহ্মণের জানা হয় নাই। বুঝিলেন—মনগড়া একটা কারণ নির্ণয় করিয়া চারুকে তিরস্কার করাটা তাঁহারই অন্যায় হইয়াছে।

কাপড়টা কাঁধে রাখিয়া গোস্বামী মহাশয় মুখ ফিরাইলেন।

বাহিরের ঝড় এখানেও তার বিপুল উল্লাস লইয়া খেলা করিতেছিল। সুতরাং মুখ ফিরাইয়া যখন তিনি চারুকে দেখিতে পাইলেন না, তখন সে চলিয়া গিয়াছে মনে করিয়া বেশ একটু ব্যাকুল-ভাবেই ডাকিয়া উঠিলেন—"চারু।"

দুষ্ট চারু উত্তর দিল না, কিন্তু তাহার সিক্ত বস্ত্রের সঞ্চালন-শব্দ শুনিয়া ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন, সে এখনও দাঁড়াইয়া আছে। বুঝিয়াও, মমতার লীলাপ্রিয়তায়, শুনিয়াও যেন শুনিতে পান নাই,—একটু আদরের সহিত তিনি বলিলেন,—

"কি ভাই, রাগ করে' চলে' গেলি?"

"না দাদা, দাঁড়িয়ে আছি!"

গোঁসাইজী আর কোনও কথা না কহিয়া প্রথমে আলো জ্বালিলেন। জ্বালিতেই দেখিলেন, এক পা হাঁটুর উপর ধরিয়া অন্যহাতে দেওয়ালের কোণ আশ্রয় করিয়া মেঝের দিকে মুখ,—দোরটির পার্শ্বে চারু এক অপূর্ব্ব অবস্থানে দাঁড়াইয়া আছে। সে নীরব, কিন্তু তার ছোট চরণতল যেন তাঁর কাছে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে কত কি আবেদন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে।

এরূপভাবে আলোক-সেবিত একটা সুন্দর মেয়ের দাঁড়ানো দেখা বৃদ্ধের এ বয়স পর্য্যন্ত ঘটে নাই। দেখিবামাত্র গোঁসাইজী কেমন একপ্রকার ভাববিহ্বল হইয়া প'ড়িলেন।

"হাঁ ভাই, তোর পায়ে কি আঘাত লেগেছে?"

"বড্‌ডো লেগেছে, বৃষ্টিতে রাস্তা ধুয়ে গেছে, পাথরগুলো সব খোঁচার মত হয়েছে, পায়ের তলা একেবারে ক্ষতবিক্ষত।—তাই দাঁড়িয়ে ভাবছি, এ পা নিয়ে মা গঙ্গার কাছে কেমন করে' যাই। গেলেই নিস্তার পাই, তাও বুঝি আমার ঘটে উঠলো না।"

"তুই কি আমার কথায় রাগ করলি?"

"করলুম বই কি! তবে আমারও বলবার একটা ভুলে তোমার এই কথাগুলো শুনতে হ'ল। আশ্রয় চাওয়ার কথা বলাটা আমার কোনও মতে ভাল হয় নি। আশ্রয় আমি ত পেয়েছি! সে কি আজ? তবে নতুন করে' তোমার কাছে তা চাইতে গেলুম কেন?"

"কাপড়খানা পর্।"

"তবে ও রকম করে' তুমি আমাকে তিরস্কার করলে কেন? তুমি নিজের দয়ায় উপযাচক হ'য়ে এ অভাগিনীকে আশ্রয় দিয়েছ, আমি কি, আমার ব্যবসা কি, জেনেও দিয়েছ।"

"আগে কাপড় ছাড়্, তার পর আমাকে তিরস্কার কর্।"

"নইলে আমার মত হীন বেশ্যা তোমার চরণ-ধূলোর ওপর মাথা রাখতে ভরসা করে?"

"আরে মর্' কাপড় ছাড়্, নইলে তোর সঙ্গে আর আমি কথা কইব না।"

বলিয়াই চারুর সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া বৃদ্ধ তার গায়ের আঁচল উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

"এইখানা পরে' যা বলবার বল, আমি বসে' বসে' শুনি। এই ঠাণ্ডায় গলায় যদি একবার সর্দ্দি জমে' যায়, তাহ'লে ও বীণার সুর আর কোনও কালে তোর গলা থেকে বেরুবে না।"

কিছুমাত্রেও সঙ্কুচিত না হইয়া মুক্তাবগুণ্ঠিতা ভূপতিতাঞ্চলা এই যুবতী দাদার হাত হইতে বস্ত্র গ্রহণ করিয়া যখন তাঁহারই সম্মুখে পরিবার উদ্যোগ করিল, তখন তাহার পাড় নেই দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—"ও দাদা, এ কি কাপড়! এ আমি কেমন করে' পরবো?"

"আ মর, তোর আবার সধবা বিধবা কি?"

চারু উত্তর না করিয়া বাম হস্তটা দাদার চোখের কাছে তুলিয়া ধরিল।

বামহস্তের আয়তি চিহ্ন দেখিয়া যেমন ব্রাহ্মণ তার মুখের পানে চাহিলেন, অমনি গল্ গল্ করিয়া চারুর চোখ হইতে জল ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। কিছু বুঝিতে না পারিলেও, বৃদ্ধও কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কাঁদিতে কাঁদিতেই চারু বলিতে লাগিল—"বাবা, পাষণ্ডদের অত্যাচার হ'লে রক্ষা কর বলে' তোমার কাছে আসব কেন? তার অষুধ তোমার নাত্‌নীর কাছেই আছে। যে বশীকরণ মন্ত্র তুমি আমাকে শিখিয়েছ, তাতে সাপের মত খলও যে, সেও মাথা হেঁট করে' আমার পায়ের কাছে বসে' আপনাকে ধন্য মনে করে। আমি পাষণ্ডের ভয়ে এই দুর্য্যোগে জ্বালাতন করতে আসিনি—দেবতার উৎপাতে এসেছি। দাদা, সে যে মন্ত্রে বশ মানলে না। আজ বারো বৎসর পরে"—বলিতে বলিতে আবার চারুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

ব্রাহ্মণ চারুকে হাত ধরিয়া বসাইলেন, আপনিও তার পার্শ্বে বসিলেন। চারুর এই রহিয়া রহিয়া ব্যাকুলতা বৃদ্ধের পক্ষে কেমন একটা যেন নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুধু চাহিয়া থাকার বিষয় হইয়া পড়িল।

হৃদয়ের আবেগ কথঞ্চিৎ রোধ করিয়া চারু আবার বলিতে লাগিল—"দাদা, এক যুগ পরে—আমি জানতুম মরে গেছে সে—আজ ঝড়ে আমার ঘরে উড়ে পড়েছে।"

ব্রাহ্মণের আর বুঝিতে বাকী রহিল না, কাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া চারু কথা বলিতেছে; কিন্তু ব্যাপারটা এতই অসম্ভব যে, বুঝিয়াও তিনি তাহা বুঝিতে সাহস করিলেন না। তিনি নিমিষের মধ্যে একবার চারুর মাথাটা দেখিয়া লইলেন। দেখিবামাত্র তার সংশয় অনেকটা যেন দূর হইল। তিনি পূর্ব্বে চারুর মাথায় আর কখনও তো সিঁদুর দেখেন নাই!

"তোর মাথায় কি আগে সিঁদুর ছিল?"

চারু মুখ-টেপা হাসির সঙ্গে মাথা নাড়িল।

"তোর হাতখানা আর একবার দেখা দিকি?"

দুইটা হাত পরস্পরে বাঁধিয়া, কোলের উপর রাখিয়া চারু দাদা মশা'ইর দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিল। কোন্ হাত তিনি দেখিতে চাহিতেছেন জিজ্ঞাসা না করিলেও, সে বাঁ হাতটা আবার তুলিয়া দেখাইল।

"এটাও তবে আজই পরেছিস্ বল্?"

চারুর মুখে হাসির রেখা বেশ একটু উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিল—"ভাগ্যিস্ দাদামশাই, ঘর প্রতিষ্ঠার জন্য একটা সিঁদুর চুবড়ি আনিয়ে ছিলুম।"

ব্রাহ্মণ চারুর কাপড়খানা এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নাই, এইবারে দেখিলেন।

"তাই ত রে, দিব্যি কুলবধূটি সেজেছিস যে—আমারই মাথাটা যে ঘুরিয়ে দিলি!"

"তবু এখনও ঘোমটা দিই নি দাদা।"

"একখানা সরু লালপাড় কাপড় আছে, এনে দিই?"

ব্রাহ্মণের বারবারের অনুরোধ আর চারু উপেক্ষ করিতে সাহস করিল না। অদূরে শুষ্ক বস্ত্র পরিয়া আসন-প্রান্তে উপবিষ্ট হইল।

এইবারে গোঁসাইজী চারুর কাছে সে রাত্রির ইতিহাস শুনিতে চাহিলেন।

১৮

সন্ধ্যায় বাড়ীর বারান্দায় স্বামীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হইতে তাহার ঘরে স্বামীকে রাখিয়া আসা পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার সঙ্গে যে সব কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, গানে ও সঙ্গতে উভয়ের ভিতর যেরূপ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক তাহার দাদাকে শুনাইয়া চারু কথা শেষ করিল।

শুনিয়া ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণের জন্য কথা কহিতে পারিলেন না। এমন আশ্চর্য্য মিলন-কাহিনী আখ্যায়িকারূপে পুরাণের অন্তর্গত হইলেই বুঝি তাঁর মনঃপূত হইত। স্তম্ভিতের মত বসিয়া একবার কেবল তিনি সম্মুখস্থ তানপুরার তারে অঙ্গুলির আঘাত করিতে লাগিলেন। ঘটনাটা তাঁর কাছে এতই বিচিত্র বোধ হইতেছে যে, একটা যে কোনও করুণ সুরে কাহিনীটাকে বাঁধিতে পারিলেই যেন এই গায়ক-চূড়ামণির কাছে তার যোগ্য সম্মান প্রাপ্তি হয়।

ঘটনাটা বলিয়া চারুও কিছুক্ষণের জন্য নীরব হইয়াছে। সে রাত্রির ব্যাপারটা বলিবার সময়ে আরও কত যে তার পূর্ব্বজীবনের তীব্রকাহিনী তার কথার ভিতর দিয়া গোপনে তার মর্ম্মে আঘাত করিয়া গিয়াছে, কথা বলিবার সময়ে সে তাহা বুঝিতে পারে নাই। এখন কথাশেষে, সেগুলো ফিরিয়া অতি তীব্র জ্বালায় তার মর্ম্ম আচ্ছাদিত করিতে লাগিল। সে বৃদ্ধের মুখের দিক হইতে চোখ নামাইয়া নীরবে সেই জ্বালা ভোগ করিতেছিল।

অনেকক্ষণ নীরব রহিয়া অবশেষে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন কি করতে চাও?"

"চাই ত অনেক রকম করতে, কিন্তু দাদা, আমার কি কিছু করবার আর অধিকার আছে?"

"তোর স্বামী—তুই ঠিক বুঝেছিস?"

"আমার নেশা-মাখা চোখ মনে করে' কি সন্দেহ করছেন?"

"সে তোকে চিনতে পারলে না?"

"চিনবো চিনবো করছে, কিন্তু চিনতে সাহস করছে না।"

"আর তারে ধরবার দরকার কি চারু?"

"ধরবো না?"

"আমার তো মনে হয়, ধরা উচিত নয়।"

"উচিত নয়?"

"তার সমাজ আছে।"

"সে ভয় আমি বড় করি না, দাদা। তার সমাজ আছে, আমার টাকা আছে। সমাজের কথা ছেড়ে আর কিছু বলবার থাকে ত বল।"

"সে হয় ত আর একটি বিবাহ করেছে।"

"না।"

"জেনেছিস্?"

"সে আমায় বলে নি, আমি বুঝেছি। শুধু তাই বুঝেছি নয়, এটাও বুঝেছি—সে আপনারই মত একটি সাধু।"

"তা কি করে' বুঝলি?"

"তুমি ত আর আমার মত বেশ্যা হ'তে পার নি দাদামশাই, তুমি কেমন করে' বুঝবে? লোকের চোখ দেখে দেখে এ চোখ এত সায়েস্তা হ'য়ে গেছে যে, কারও মুখ-চোখের পানে চাইলেই তার ভিতরের খবরটা বলতে পারি। যাকে দেখলে বেশ্যার বুক কেঁপে ওঠে, সে সাধু না হয়ে যায় না।"

"তবে ত আরও গোলের কথা কইলি।"

"এই ত সবই আপনাকে বললুম। এখন কি করবো বলুন।"

"গঙ্গায় ডুবে মরবি, আর কি করবি।"

"তাতো করবো মনে করেছিলুম, কিন্তু তাকে ঘরে রেখে চলে এসেছি। আমি ম'লে পাছে খুনের দায়ে তার হাতে হাতকড়ি পড়ে, সেইজন্য মরতে সাহস হ'ল না।"

ব্রাহ্মণ এমন বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন যে, চারুকে বলিবার কথা আর যেন তিনি খুঁজিয়া পাইতেছেন না। চারু কিন্তু তাঁর মুখ হইতে যা-হোক একটা কিছু শুনিবার জন্য জেদ ধরিল—"সকাল হ'য়ে এল দাদা,—সত্যি করে' বল, এখন আমার কি করা উচিত।"

"আমি যে কিছু বলতে পারছি না চারু।"

"তবে আপনার আশ্রয় চাওয়াটা আমার মিছে হ'ল?"

"এতকাল নরকের ব্যবসা করে' পাকা হ'য়ে গেছিস্, আমি কোন্ ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে তোকে দিয়ে তার জাতটা নষ্ট করতে বল্‌বো? পাপ তোর এতই অভ্যাস হ'য়ে গেছে যে, দু'দিন পরেই আবার তুই যে বেশ্যা, সেই বেশ্যাই হবি। ঠিক থাকতে পারবি না।"

"পারবো না?"

"তুইই বল্ না—পারবি কি না।"

"পারবো দাদা।"

এক মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা না করিয়া, তাঁর কথার এইরূপ উত্তরে চারুর উপর গোস্বামী মহাশয়ের ক্রোধ হইল। উষ্মা-কর্কশ কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ও ঝোঁকের মুখের কথা। তুই বললেই আমি বিশ্বাস করবো?"

বলিয়াই তীব্র ভাষায় চারুকে তিনি এমন গোটা কতক গালি দিলেন যে, সেরূপ বাক্য চারু তাঁহার মুখ হইতে আর কখন শুনে নাই।

কথাটা শুনিয়া চারু ক্রোধ অথবা দুঃখের বিন্দুমাত্রও লক্ষণ ত দেখালই না, বরং গালি শুনিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

তিরস্কার করিয়াই ব্রাহ্মণের চিত্ত কিন্তু বিষণ্ণ হইয়া গেল, বিশেষতঃ তিরস্কারের উত্তরে চারুর হাসি শুনিয়া তিনি অপ্রতিভ হইলেন। যে হাসি স্ত্রীজাতির সাধারণ ভাবের স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত আনন্দের প্রকাশ-চিহ্ন, এ তা নয়। এটা একটা অভাগিনীর অনন্ত বিষাদ-পিষ্ট মাদকতা মাখানো রচা হাসি।

"তা হ'লে গঙ্গায় ডুবে মরাই আমার কর্ত্তব্য?"

গোঁসাইজী এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া অতি ধীরভাবে চারুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি?"

"'কি' কি? আমাদের জাতের কথা জিজ্ঞাসা করছেন? আমার স্বামী ব্রাহ্মণ। শুধু ব্রাহ্মণ কেন, আমাদের দেশের ভাল কুলীন—তাঁর উপাধি চাটুজ্জে।"

"তা হ'লে ভাই, তোমাকে গাল দিয়ে আমি অতি গর্হিত কাজ করেছি।"

"আমাকে গাল দিয়ে?"

আবার চারু হাসিয়া উঠিল।

"কেন? আমি ত হীন চণ্ডালিনী,—তাই বা বলতে আমার সাহস কই? চণ্ডালের ত তবু একটা জাতের বাঁধন আছে, আমার তাও নেই।"

"জাতের ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে বেশ ত আছিস্ চারু! কেন আর সে বামুনের ছেলেটাকে নরকে ডোবাবি?"

"সে ইচ্ছা থাকলে, আজই তাকে ডুবিয়ে দিতে পারতুম। না দাদা, আমি নিজেই নরক থেকে উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হ'য়েছিলুম, আর সেই জন্যই আপনার শরণাগত হ'তে এসেছিলুম।"

আর কোনও কিছু না বলিয়া চারু ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

"চল্লছিস্ নাকি?"

"কি করবো? আত্মীয় বলতে, আশ্রয় বলতে, এ অভাগীর এ পৃথিবীতে ছিলেন ত একমাত্র আপনি—।"

কথা শেষ করিতে না দিয়া বৃদ্ধ চারুকে বলিলেন—"তাতো বুঝেছি, কিন্তু এখনও তো বুঝতে পারছি না চারু, আমাকে কি করতে হবে। তোকে ঘরে নিতে কি তোর স্বামীকে অনুরোধ করবো?"

"আর কিছু করতে হবে না, আপনি আবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে' আপনার সরস্বতীর সঙ্গে আলাপ করুন। আমি আসি।"

"বাড়ী যাবি নাকি?"

"সেখানে এখন আর কেমন করে' যাব? রেতের অন্ধকারে কোনও এক রকম করে' এ পোড়ামুখ তাঁকে দেখিয়েছি। দিনে দেখাতে আর সাহস হচ্ছে কই?"

বলিয়াই চারু চলিল।

"তবে কি গঙ্গায় ডুবতে চল্‌লি নাকি?"

দোরের কাছে চারু উপস্থিত হইয়াছিল, 'দাদা'র কথা শুনিয়া সে মুখ ফিরাইয়াই বলিল—"আর কেন পিছে ডাকেন দাদা? আপনাকে আমি কোনও দিন মানুষ দেখি নি। চিরদিন যা দেখেছি, আজও আমি দেখছি তাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য দাদামশাই, যখন নরকে পড়ে' হাবুডুবু খাচ্ছিলুম, তখন নারায়ণ আমাকে ভালবাসতো, আর যখন সেই নরক থেকে ওঠবার জন্য কাতর হ'য়ে আমি হাত তুললুম, তখন নারায়ণ আমার উপর বিরূপ হ'ল।"

"আরে মর্, যাচ্ছিস্ কোথা?"

চারু উত্তর ত দিলই না, মুখও ফিরাইল না।

"তোর স্বামীর যে বিপদ হবে।"

একটু বিরক্তির ভাবে মুখ ফিরাইয়া চারু বলিয়া উঠিল—"হবে কি না হবে, এর পরে কে জানতে আসছে। হয় ত কি করবো, সহরে এত স্থান

থাকতে বেশ্যার দোরে সে আশ্রয় নিতে দাঁড়িয়েছিস কেন?"

চারু ঘর ছাড়িয়া ঝড়ের মধ্যে আবার প্রবেশ করিতে চলিল। বৃদ্ধ মনে করিয়াছিলেন, চলিতে চলিতে চারু অন্ততঃ আর এক বার মুখ ফিরাইবে। অনুমানটা মিথ্যা হইল দেখিয়া, তানপুরা ছাড়িয়া তিনিও উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

১৯

ঘরের বাহিরে আসিয়া বৃদ্ধ দেখিলেন, চারু বহির্দ্বারের কবাট খুলিয়া পথে নামিতেছে। সত্য সত্যই কি তবে সে মরিবার সঙ্কল্পে চলিয়াছে, না চরিত্রহীনার স্বভাবগত ছলনায় সে তাঁহাকে মরিবার ভয় দেখাইতেছে?

শেষটা তাঁর মনে লাগিলেও, যখন চারু পথে পড়িয়া অদৃশ্য হইল, তখন ব্রাহ্মণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বাহিরের দরজায় আসিয়া মুখ বাড়াইলেন। অনেকটা প্রকোপের হ্রাস হইলেও, তখনও বেশ প্রবলভাবেরই ঝড়। বাহিরে উষার আলোর অনেকটা বিকাশ হইলেও, তখনও সেই সরু গলি-পথজোড়া অন্ধকার। দুই একটা গ্যাসের আলো—যারা এখনও পর্য্যন্ত প্রাণপণে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিল—অন্ধকারটাকে এক একবার হাসাইতেছিল মাত্র। সেই হাসির বিকাশ-মুখে একবার মাত্র তিনি দেখিতে পাইলেন, চারু গলির প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে।

গোঁসাইজীও পথে নামিলেন। দ্বিতীয় বারের আলোক-স্ফুরণে যখন চারুকে আর তিনি দেখিতে পাইলেন না, তখন বিশেষ ব্যাকুলভাবেই তার অনুসরণ করিলেন;—বার্দ্ধক্যের সহায় একগাছা লাঠি লইবারও তাঁর অবসর রহিল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁর কাপড় জলে যেন ডুবিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, হতভাগা মেয়েটাও তাঁর মতন স্নান করিতেছে।

গলির মুখে আসিয়া ব্রাহ্মণ দেখিলেন, সত্য সত্যই চারু গঙ্গার পথে চলিয়াছে। এতক্ষণ পরে তিনি বুঝিলেন, চারু তার দাদাকে আশ্রয়ের কথা লইয়া তামাসা করিতে আসে নাই, সত্যই আশ্রয়লাভের জন্য সে ব্যাকুল হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল। সে আশ্রয় কিরূপ, আর চাহিলেও এ সমাজ-বহিষ্কৃতাকে কিরূপভাবে তিনি তা দিতে সমর্থ, সেটা না বুঝিতে পারিলেও তিনি অভাগিনীর মানসিক অবস্থা অনুমান করিয়া বিষম চিন্তিত হইলেন। তিনি বেশ বুঝিলেন, বহুকাল পরে নিজের পাপ-লীলার কেন্দ্রে স্বামীর অভাবনীয় আবির্ভাব এ পতি-ত্যাগিনীর এতকালের ব্যর্থ জীবনটাকে এমন একটা তীব্র রহস্যের ইঙ্গিত করিয়াছে যে, সে আর তাহা কোন মতেই সহ্য করিতে পারিতেছে না। স্বামীর পাদস্পর্শে অভাগিনীর সমস্ত পাপের উপার্জ্জন দাবানলের মত উত্তপ্ত হইয়াছে। সে উত্তাপে তার বিলাসের যত্নে সেবিত অতি আদরের দেহ প্রতি পরমাণুতে দগ্ধ হইতেছে। গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া ভিন্ন বুঝি অন্য কোনও উপায়ে তার সে জ্বালা জুড়াইবার উপায় নাই।

চারুকে ফিরাইতে তাঁর ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, আশ্রয় দেওয়া সম্বন্ধে যাহা ভাবিবার, তাহা পরে ভাবা হইবে, আপাততঃ মেয়েটাকে আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করি।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কৌতুহলও উদ্দীপ্ত হইল। সত্য সত্যই কি চারু আত্মহত্যা করিতে সাহস করিবে? ব্রাহ্মণ বিশ্বাস করিতে গিয়াও যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। চারুর কার্য্য এখনও যেন অভিনয় বলিতে তাঁর ইচ্ছা হইতেছে। আপনার অস্তিত্বের কোনও আভাষ না দিয়া তিনি তার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

আহিরীটোলায় গোঁসাইজীর বাসা, গঙ্গাতীর হইতে অধিক দুর ছিল না। সুতরাং গঙ্গাতীরে পৌঁছিতে চারুর বড় বিলম্ব হইল না। দুইটি বৃদ্ধা বিধবা স্ত্রীলোক মাত্র পথের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিতেছিল। এক চারুর 'দাদামশাই' ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ সে দুর্য্যোগে তখনও ঘর হইতে বাহির হয় নাই। বৃদ্ধারা পুরীযাত্রীদের প্রসঙ্গ লইয়া পথ চলিতেছিল। বোধ হয়, তাহাদের পরিচিত অথবা আত্মীয় কেহ জাহাজে চড়িয়া তীর্থে গিয়াছে। সেই জাহাজ হয়ত সাগরের মাঝে ঝড়ে পড়িয়াছে। পড়িলে কি যে সর্ব্বনাশ হইতে পারে, সেই কথাবার্ত্তায় তাহারা তন্ময় হইয়া পথ চলিতেছিল। সে জন্য সে পথে চারুর নীরব অনুসরণে গোঁসাইজীর কোন বাধা হইল না। তিনি সে পল্লীতে স্ত্রীপুরুষ সকলেরই এক রকম পরিচিত।

গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া চারু একবার নদীর পানে চাহিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধাদের কথা শুনিয়া একবার সে মুখ ফিরাইল। আর একটু বেশী ফিরিলেই সে গোস্বামী মহাশয়কে দেখিতে পাইত। দেখিতে পাইত—বৃদ্ধ যষ্টিতে ভর না দিয়াও যুবকের উদ্যমে পথ চলিতেছেন। দেখিলে বোধ হয়, আর সে অগ্রসর হইত না। তা হইলে তার কার্য্যকলাপও বুঝি বৃদ্ধের চক্ষে চিরদিনের জন্য অভিনয়-রূপেই প্রস্ফুটিত হইয়া থাকিত। কোন শুভগ্রহের কৃপায় সেটা হইল না।

চারু দাঁড়াইতে বৃদ্ধও দাঁড়াইলেন। দূর হইতেই দেখিলেন, বৃদ্ধারা চারুর সঙ্গে কি যেন কথা কহিতেছে। দেখিলেন, তারা কথা কহিয়া ঘাটে নামিয়া গেল, চারু দাঁড়াইয়া রহিল। এইবারে বুঝিলেন, অভিনয় নয়, সত্যই চারু আত্মহত্যার সঙ্কল্প করিয়াছে, সঙ্কল্পে বাধা পাইয়া সে দাঁড়াইয়াছে। হয় সে বৃদ্ধাদের উঠিয়া আসার অপেক্ষা করিবে, নয় সে অন্য ঘাটে যাইবে। বৃদ্ধের শেষ অনুমানটাই ঠিক হইল, চারু সে ঘাট ছাড়িয়া অন্য ঘাটে চলিল।

আবার যেমন সে চোখের অন্তরাল হইল, অমনি যৌবনাবশিষ্ট সমস্ত শক্তি দেহে আরোপ করিয়া ভগবৎ স্মরণে গোস্বামী মহাশয় চারুকে রক্ষার সঙ্কল্পে ছুটিয়া চলিলেন।

বাঁধা ঘাট হইতে অনেক দূরে, আঘাটায়, যেখানে কতকগুলা বড় বড় কাছিতে বাঁধা নৌকা তুফানের তোলাফেলায় থাকিয়া থাকিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল, চারু সেইখানে আসিয়া সর্ব্বনিম্ন তীরভূমিতে দাঁড়াইল। দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বড় তুফান তার বিপুল উল্লাসের শেষ উচ্ছ্বাস পুষ্পাঞ্জলির সৌরভের মত এই স্বাগতা গায়িকার দু'টি পায়ে মৃদু পরশে যেন মাখাইয়া দিল। অমনি সে শুনিতে পাইল, কে যেন বলিতেছে—"ফিরে এস।"

মরিবার জন্য ত প্রথমে সে ঘর হইতে বাহির হয় নাই। তা হইলে গোঁসাইজীর কাছে না যাইয়া প্রথমেই একেবারে গঙ্গাতীরে আসিতে পারিত। পরিচয় দিবার জন্য উতলা হইলেও, যখন সুযোগ উপস্থিত হইল, তখন নিরপরাধ স্বামীকে পরিত্যাগের পর তার দীর্ঘ পাপজীবনের কার্য্যগুলা এক সঙ্গে বিদ্রোহী হইয়া এমন ভীষণভাবে তার বুকটাকে আক্রমণ করিল যে, অভাগিনী ঘরের বাহিরে আসিয়া আর সেখানে ঢুকিতে সাহস করিল না। বিশেষতঃ পুনঃ সাক্ষাতে স্বামীর মুখ হইতে কি কথা যে বাহির হইবে, তাহার ব্যবহারে সেটা সে একেবারেই বুঝিতে পারিল না। পারিল না কেন, তাহার মন এমন একটা নিরাশার কথা তাহাকে শুনাইতে লাগিল যে, বুঝিতে গিয়া স্বামীর সৌম্য দৃষ্টি তাহার কাছে এক বিভীষিকার বস্তু হইয়া পড়িল।

অথচ তার পুরুষোচিত রূপ, তার কথা, গুণ, সর্ব্বোপরি তার আত্মরক্ষার পবিত্র চেষ্টা চারুকে এতই মুগ্ধ করিয়াছে যে, যদি সে স্বামীর মুখ হইতে চিরপরিত্যাগের কথা শুনিতে পায়, তাহা হইলে এই গঙ্গার গর্ভে আশ্রয়-গ্রহণ ভিন্ন এ পৃথিবীর আর কোনও স্থানে দাঁড়াইয়া সে শান্তি পাইবে না। তাই স্বামীকে প্রতীক্ষায় বসাইয়া সে গোঁসাইজীর কাছে পতির পুনঃপ্রাপ্তির উপায় জানিতে আসিয়াছিল। শুধু উপায় জানা কেন, আসিয়াছিল তাহাকে ধরিয়া দিবার সাহায্য ভিক্ষা করিতে।

কিন্তু গোঁসাইজীর কথায় এবারে তার মনে যথার্থই নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে।

তার ভবিষ্যৎ চরিত্র-বলের উপর একান্ত অবিশ্বাসে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহাকে যে কঠোর তিরস্কার শুনাইয়াছে, এক মৃত্যুর চিরনীরবতা ভিন্ন সে কথার দ্বিতীয় উত্তর নাই।

মরিতে কৃতসঙ্কল্প, এতক্ষণ বুঝি তার দেহাত্মজ্ঞান সুপ্ত ছিল;—সঙ্কল্পের প্রেরণায় সে যে কলের পুতুলের মত চলিয়া আসিয়াছে! পদতলে পথের পাথরের তীব্র বেধ, মাথার উপরে বৃষ্টিধারা, সর্ব্বদেহে প্রবল শীতল বায়ুর আক্রমণ—এতক্ষণ কিছুই সে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু গঙ্গাজল-তরঙ্গ তার চরণ স্পর্শ করিবামাত্র যেমনি তার চৈতন্য ফিরিল, অমনি সে যেন শুনিতে পাইল—"ফিরে এস।"

"ফিরে এস।"—কে যেন পরপার হইতে বলিতেছে। বিষম বিস্ময়ে সে সম্মুখের নদীপরিসরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। বৃষ্টিধারা ভেদ করিয়া তার সিক্ত চক্ষু কেবল একটা অসীমতার আকার দেখিল মাত্র!

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থানে সে দাঁড়াইয়াছে। জীবন তার পিছনে, মৃত্যু সম্মুখে। তাকে আলিঙ্গন করিতে তার ভয় নাই। তবে মৃত্যুর পিছন হইতে, ফিরিয়া আসিতে কে তাহাকে অনুরোধ করিল?

"ফিরে এস।" কথার শেষে আর একটা আগ্রহসূচক আবেদন তার অন্তরাকাশে ভাসিয়া উঠিল—"আমি তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছি এক যুগ ধরিয়া;—তুমি ফিরে এস।"

"ফিরে এস।" তাই ত তার স্বামী যে তাহাকে ফিরিতে অনুরোধ করিয়াছিল। "ঘণ্টা হ'ক, দিন হ'ক, মাস হ'ক, বছর হ'ক—একটা জন্মই হ'ক, তুমি ফিরে এস। অনেক কথা তোমাকে যে বলিবার রহিল।" সে না ফিরিলে যে তার বলা হইবে না! তাই কি তার আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ-বাক্য ঝড়ে চড়িয়া চারুর আগে আসিয়া নদীপারে তাহার অপেক্ষা করিতেছে?

ফিরে এস, ফিরে এস! তবে সত্য সত্যই যদি তাকে ফিরিতে হয়, সে কোথায় ফিরিবে—তার অসংখ্য ভুলের কাহিনীভরা বাসাঘরে, না অনন্ত বিস্মৃতির নিদ্রাপোর পরপারে?

এবারে তার মনে হইল, সত্যই যেন পরপারে এক শান্তিপূর্ণ গৃহে তার বাস ছিল, কেমন একটা ভুল করিয়া কিছুদিনের জন্য এপারে সে আসিয়া পড়িয়াছিল। এ পারের যাতনা-ভরা সুখের তাড়নায় অস্থির হইয়া যেমন সে তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, অমনি সেই ঘরখানির শান্তি-শীতল প্রাণ পুনর্মিলন-ব্যাকুলতায় তাহাকে ফিরিবার জন্য যেন অনুরোধ করিতেছে—"ফিরে এস। হ'ক না ফিরিতে একটা দীর্ঘ জন্ম, আমি তোমার অপেক্ষায় বসিয়া, ওগো, তুমি ফিরে এস।"

আত্মহত্যা করিবার পূর্ব্বে ক্ষণেকের জন্য আত্মঘাতীর একটা মত্ততা আসে, তাই বুঝি চারুর আসিয়াছিল, নহিলে সে অন্ততঃ একবার পিছনের দিকে চাহিত। তখন "ফিরে এস" কে বলিল অনুমান করিতে শুধু সম্মুখে চাহিয়া তাহাকে এমন একটা আকাশভেদী কল্পনার সাহায্য লইতে হইত না। তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত, তাহাকে আত্মঘাত হইতে রক্ষা করিতে দাদামশাই সেই গড়ানো পিছল পথে তাহাকে ধরিবার জন্য তাঁর জরাক্লিষ্ট শরীরকে উত্যক্ত করিতেছেন।

কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া একরূপ বাহ্য-জ্ঞানশূন্য অভাগিনী যখন গঙ্গার কোলের দিকেই অগ্রসর হওয়া স্থির করিল এবং অনন্ত দীর্ঘ পথের শেষে, ঘর খানিতে ফিরিবার অপেক্ষায় বসা, তার চিরপরিত্যক্ত প্রিয়ের সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইবার সাহসটাকে অঞ্চলরূপে কোমরে বাঁধিতে লাগিল, অমনি সে শুনিতে পাইল—"চারু, বড় পড়ে' গেছি রে!"

বিপুল চমকে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া চারু মুখ ফিরাইল। গভীর নিদ্রার সহসা অবসানের মত শূন্য দৃষ্টিতে বৃদ্ধের পানে চাহিয়া রহিল।

"আমায় তোল্ ভাই, কোমরে লেগেছে—আমি উঠ্‌তে পারছি না।"

মৃত্যুর সঙ্কল্প চারু ভুলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে তদবস্থ দেখিয়া সে ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল।

"কি দাদা, আমি মরতে পারি কি না, দেখতে এসেছ?"

চারুর সাহায্যে দাঁড়াইয়াই গোঁসাইজী বলিয়া উঠিলেন—"না রে, তুই বেঁচে থাকতে পারবি কি না, তাই বুঝতে এসেছি। আমাকে ঘরে নিয়ে চল্।"

"এমন লেগেছে, নিজে ঘরে ফিরতে পারবেন না?"

"এ গঙ্গাতীরে সে কথা কেমন করে' বলবো? তবে তোর কাঁধে ভর দিয়ে যেতে আমার ইচ্ছা হয়েছে।"

"কোথায়?"

"আপাততঃ ঐ জলে, তারপর ঘরে।"

"গেলে কি আর ফিরতে পারবো?"

"আর ফিরতে দেব কেন?"

"কোথায় থাকবো?"

"আমার ঘরে।"

"কতক্ষণের জন্য?"

"ক্ষণ কেন ভাই, তুই যদি চিরদিনের জন্য আমার কাছে থাকতে চাস—।"

"দাদামশাই, এ গঙ্গাতীর—ঝোঁকের মুখে আমার কথা মনে করে' একটু আগে আমাকে তিরস্কার করেছ—বুঝে' বল।"

"সত্তরের ওপর বয়স, আমি ঝোঁকে বলিনি চারু।"

"তুমি যে বলেছ, আমি খাঁটি থাকতে পারবো না।"

"এখন বলছি—পারবি।"

"দাদা, কোমরে কি তোমার বড় লেগেছে?"

"এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছিস্?"

"তুমি যদি আমার হাতটা ধরতে, আমি একটা ডুব দিয়ে নিতুম। বড় তুফান, ভয় হচ্ছে—পাছে ভেসে যাই।"

"চল্।"

চারুকে স্নানের সাহায্য করিতে গোঁসাইজী প্রথমে তাহার সাহায্যে নিজেই স্নান সারিয়া লইলেন। চারু বলিল—

"দাদা, এইবারে আমার হাতটা ধরুন।"

আকাশ পূর্ব্ব হইতেই একটু একটু পরিষ্কার হইতে সুরু করিতেছে। মাঝে মাঝে অরুণ দেখা দিবার মত হইতেছে।

"আ-মর্, ব্যস্ত হ'স কেন, দাঁড়া—আগে হাত বার করি।"

বলিয়াই পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া সূর্য্যের উদ্দেশে করজোড়ে প্রণাম করিয়া মধুর গম্ভীরধ্বনিতে এই গায়ক-শ্রেষ্ঠ যেন গাহিয়া উঠিলেন—

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

দ্বিতীয় প্রণামান্তে গঙ্গা হইতে এক অঞ্জলি জল লইয়া চারুর মাথায় প্রক্ষেপ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যবতী অভাগীর সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিথর হইয়া গেল। সে কাঠের পুতুলের মত নিদ্রিতদৃষ্টি গুরুর চরণপ্রান্তের উপর নিক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইহার পর যে সব কথা, তাহা আধুনিক বস্তু-তান্ত্রিকের শ্রুতিসুখকর হইবে না বুঝিয়া, বলিতে আমরা নিরস্ত হইলাম। আসল কথা—ব্রাহ্মণ চারুকে স্নান করাইয়া সেই গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তাহাকে দীক্ষিতা করিলেন।

গুরুর মুখনিঃসৃত অভয়বাণী বালিকাকে যখন বুঝাইয়া দিল, তাহার পূর্ব্ব-জীবনের জ্ঞাতাজ্ঞাত সমস্ত অপরাধ আজ গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া গিয়াছে, তখন তার দেহের প্রতি ধমনীতে রক্তবিন্দুগুলা যেন পাগলের মত নাচিয়া উঠিল। পুলকাশ্রু নিক্ষেপ করিতে করিতে আবেগভরাকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—"দাদা, আমার সব পাপ ধুয়ে গেল?"

"যদি সনাতন ধর্ম্ম সত্য হয়, আর তোর সঙ্কল্প সত্য হয়।"

"গঙ্গা, গঙ্গা, গঙ্গা—আমার সঙ্কল্প সত্য।"

"তবে চল্ মা সরস্বতী, পুত্রকন্যাহীনের ঘরের নিষ্ঠুর শূন্যটাকে মমতার কোলাহলে ডুবিয়ে দে।"

বলিয়া ব্রাহ্মণ, গৃহে ফিরিতে, অবশিষ্ট জীবনের যষ্টিস্বরূপ করিবার জন্যই যেন চারুর স্কন্ধে ভর দিলেন।

তীরভূমি হইতে উপরে উঠিতে উঠিতে চারু একবার গোঁসাইজীকে জিজ্ঞাসা করিল—"এবার থেকে আপনাকে কি ব'লে ডাকবো?"

"তোমার সঙ্কল্প যখন সত্য, তখন এই গঙ্গাজলে নারায়ণ তোমাতে আমাতে যে সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করে দিলেন, তাও সত্য। তোমাকে তামাসা করবার সম্পর্ক আজ থেকে শেষ হয়ে গেল মা সরস্বতি!"

চারু বুঝিল, রাখী নরকে ডুবিয়া চারু হইয়াছিল, আজ আবার পতিতপাবনী গঙ্গায় ডুবিয়া সে স্বর্গে উঠিয়া সরস্বতী হইল। সে বলিল—"বাবা, আজ থেকে আমাকে তোমার ঘরে দাসী করে রাখ।"

"সে যা করবার, ঘরে গিয়ে ঠিক করা যাবে।"

উপরে উঠিতেই চারু দেখিল, এইবারে দুই একটি করিয়া লোক পথে চলাচল করিতেছে। দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে বহুকাল পরে সে আবার দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করিল।

২০

চারুর এত ঐশ্বর্য্যের সম্মুখে রাখুর দারিদ্র্য তাহাকে এমন জড়বৎ করিয়া তুলিয়াছিল যে, চারুর সঙ্গে অতগুলা কথাবার্ত্তার পরেও তাহাকে রাখী অনুমান করিতে তাহার সাহস হইল না। চারু ফিরিয়া আসিলে, দেখিতে সে অবিকল রাখীর মত, কেবল এই কথা বলিবার জন্য আপনাকে রাখু সাহসী করিতে লাগিল।

কিন্তু সত্য সত্যই চারু যদি রাখী হয়? এক রাত্রির দেখা-শুনায় একটা স্ত্রীলোকের এতই কি সে আপনার হইয়া গেল যে, তার সমস্ত ঐশ্বর্য্যের উপায়ন এত আগ্রহের সহিত তার সম্মুখে উপস্থিত করিতে সে ছুটিয়া আসিল? একবার সে মনে করিয়া দেখিল, সত্য সত্যই এই ঐশ্বর্য্যময়ী যদি তার স্ত্রী রাখীই হয়?

সেই যুগ পূর্ব্বের বাল-দম্পতির ভিতরে যৌনসম্বন্ধ না থাকিলেও, সুতরাং সম্বন্ধের অপব্যবহারে পত্নীর উপর ঈর্ষার কোনও কারণ না থাকিলেও, চারুকে

রাখী মনে করিতে কেমন তার একটা কষ্টবোধ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তার দারিদ্র্য চারুর নিবেদিত সমস্ত ঐশ্বর্য্য হইতে অধিক প্রীতিকর বোধ হইল।

যাহা বিশ্বাস করিবার নয়, তাহা বিশ্বাস করিয়া আত্মপ্রসাদ ক্ষুণ্ণ করিতে যাওয়া নিতান্ত মূর্খতা। রাখু আবার সোফায় হেলান দিয়া মুদ্রিত চক্ষে তার চিরনির্ম্মম দুরবস্থা নিঙাড়িয়া যেটুকু মধু সংগ্রহ করিতে পারিল, তাহাতেই এমন তার তৃপ্তি আসিল যে, চারুর ঘরের সৌন্দর্য্য আর তার দৃষ্টিকে মধুরতায় আকৃষ্ট করিতে পারিল না। তৃপ্তির গাঢ়তায় সে ঘুমাইয়া পড়িল।

"ওরে বিশে, আ মর্, এখনও পড়ে' পড়ে' ঘুমুচ্ছিস? সকাল হয়েছে, উঠে পড়্।"

রাখু এমন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল যে, ঝির কথা তার কাণে না গেলে আরও কতক্ষণ পরে যে তার নিদ্রাভঙ্গ হইত, তার কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। ঘুম ভাঙ্গিতেই সে ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া বসিল। উঠিবামাত্র সে বুঝিতে পারিল—রাত্রি শেষ হইয়াছে।

তখন ঘরের দোর খুলিয়া বাহির না হইয়াই সে ডাকিল—"চারু!"

চারুকে ডাকিতে ঝি আসিল। সে উপস্থিত হইয়াই বলিল—"হাত-মুখ ধুয়ে ফেলুন। আমি গড়গড়ায় জল ফিরিয়ে তামাক ঠিক ক'রে রেখেছি।"

"চারু?"

"গঙ্গাস্নানে গিয়েছে।"

"কতক্ষণ?"

"অনেকক্ষণ—তখন বেশ ঘোর ছিল।"

বলিয়া সে গাড়ু হাতে লইয়া তার মুখ প্রক্ষালনের সাহায্য করিতে আসিল।

করুণ গীতে রাত্রির স্বপ্নবৎ জাগরণটাকে ঘুমন্ত করিবার জন্য প্রভাতী আলো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে এক একবার রাখুকে দেখা দিয়া চলিয়া গেল।

"আমাকে তুলে' দিলে না কেন?"

"দিদিমণি ঘুম ভাঙ্গাতে নিষেধ করে গেছে।"

আলোকের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে রাখুর মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। ঘুমিয়ে পড়াটা তার বড়ই অন্যায় হইয়া গিয়াছে। অন্য অন্য দিন অতি প্রত্যুষেই সে শয্যাত্যাগ করে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সে গঙ্গাস্নান করিতে যায়। স্নানান্তে কাপড় ছাড়িয়া একখানি নামাবলী গায়ে গঙ্গাজলেই সে তার নিত্যকর্ম্ম পূজাহ্নিক সারিয়া লয়, তারপর বাসায় আসিয়া সিক্ত বস্ত্র রক্ষা করিয়া যজমানদের বাড়ীতে পূজায় বাহির হয়। অত প্রাতঃকালে বাহির হইয়াও পূজা সারিয়া তার বাসায় ফিরিতে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যায়।

পূর্ব্বদিনে পূজার জন্য একজন প্রতিনিধি রাখিয়া রাখু শ্রাদ্ধবাড়ীতে গিয়াছিল। আজ ত আর সে ব্যক্তি তাহার অবর্ত্তমানে কাজ করিবে না। রাখু এইবারে আপনাকে বিপন্ন বোধ করিল।

"ঝি, তামাক খাবার দেরী সইবে না, ঐ দোরের কাছে আমি কাল কাপড় চাদর রেখেছি, এনে দাও, এখনি আমাকে যেতে হবে।"

"সে কি! দিদিমণির ফেরবার অপেক্ষা করবেন না?"

"অপেক্ষা করবার আমার সময় নেই।"

"তা কি হয়?"

"আমার বিশেষ কাজ আছে।"

"কি এমন কাজ? সে আপনাকে অপেক্ষা করতে বলে গেছে।"

"না ঝি, আমি এখনি যাব। তোমার দিদিমণি এলে বলো, পারি ত আমি আর একদিন এসে তার সঙ্গে দেখা করবো। তুমি কাপড়খানা এনে দাও।"

"তাইত, আমাকে যে তার কাছে মুখনাড়া খেতে হবে ঠাকুরমশাই।"

"থাকতে পারলে আমি থাকতুম ঝি, আমাকে পাঁচ যজমানের বাড়ী পূজো করতে হয়।"

ঝি মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মিতনেত্রে রাখুর পানে চাহিল। এ ত ট্যানাপরা লক্ষপতি নয়—সত্য সত্যই গরীব ব্রাহ্মণ! সে ভূমিষ্ঠ হইয়া রাখুকে প্রণাম করিল—বুঝিল, সত্য সত্যই ঝড়ে বিপন্ন হইয়া নারায়ণ গতরাত্রে বেশ্যার বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিল। উঠিয়া সে আর কোন কথা না কহিয়া রাখুর কাপড় আনিতে গেল।

"কই বাবাঠাকুর, কাপড় যে দেখতে পাচ্ছি না!"

তার কথায় প্রত্যয় না করিয়া রাখু নিজে বারান্দায় গিয়া দেখিল, কাপড় নাই। খুঁজিতে সে পূর্ব্বোক্ত ঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সেখানে তার পরিধেয় ত দেখিলই না, যে গরদখানা সে ছাড়িয়াছিল, সেখানাও সে দেখিতে পাইল না।

"তাইত ঝি, আমি যে বিষম বিপদে পড়লুম।"

ঝি বলিল—"আপনি ততক্ষণ তামাক খান, আমি কাপড় খুঁজে দেখি।"

"তুমি গড়গড়া এই ঘরে এনে দাও।"

"কেন, ঐ ঘরে সোফার উপরে বসুন।"

তখন পর্য্যন্ত পাতা সেই গালিচার উপরে বসিয়া রাখু বলিল—"না।"

ঝি তামাক দিয়া কাপড় খুঁজিতে গেল। চারিদিক খুঁজিয়া যখন উপর নীচে কোথাও সে দেখিতে পাইল না, তখন কলতলায় শেষ অনুসন্ধানে সে দেখিতে পাইল, ব্রহ্মণের সেই মলিন বস্ত্র কর্দ্দমাক্ত হইয়া সেখানে পড়িয়া আছে। তুলিয়া পরীক্ষা করিতে সে দেখিল—দিদিমণির অলক্তক-রঞ্জিত পদচিহ্ন তাহাতে পূর্ণভাবেই অঙ্কিত হইয়াছে। সে-কাপড় সে ব্রাহ্মণের কাছে আনিতে সাহস করিল না। রাখুর কাছে ফিরিয়া ঝি মিথ্যা বলিল—"কাপড় পেলুম না। দিদিমণি অন্ধকারে মাড়িয়েছিল বলে' গঙ্গায় বোধ হয় কাচতে নিয়ে গেছে।"

রাখু প্রমাদ গণিল। একবার পরিধেয় বস্ত্রের দিকে চাহিল। দেখিবামাত্রই বুঝিল, রাত্রিকালের দীপালোকে অন্যমনস্কের চোখে কাপড়ের সৌন্দর্য্য সে সম্যক্ বুঝিতে পারে নাই। এ কাপড় পরিয়া কেমন করিয়া সে পথে বাহির হইবে? শুধু-পায়ে পথ চলা বামুনের এই কি-জানি কত-টাকা মূল্যের বিচিত্র পরিধেয় দেখিয়া যদি পথের মাঝে কেহ তাহাকে কাপড়ের কথা জিজ্ঞাসা করে! যদি এ চিরদরিদ্র ব্রাহ্মণ কোন পরিচিত লোকের সুমুখে পড়ে?

এতক্ষণ পর্য্যন্ত বাসার কথা তার মনে উঠে নাই। মনে মনে সারা পথ চলিয়া শেষে বাসার কাছে যেমন সে উপস্থিত হইল, অমনি সে যেন দেখিতে পাইল, প্রতিবেশী হইতে আরম্ভ করিয়া বাসার সঙ্গীসকল, এমন কি গৃহস্বামী পর্য্যন্ত, তাহার চলিবার পথের দুইপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তার এই বিচিত্র পাড়ওয়ালা কাপড়ের প্রতি চাহিয়া আছে। বাড়ীর গিন্নী বাহিরে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর বৌগুলা কপাটের ফাঁক দিয়া উ কি দিতেছে।

সে সকল চাহনির ভিতরে কত প্রশ্ন, প্রতি প্রশ্নের ভিতরে কত রহস্য, প্রতি রহস্যের মাথায় চড়িয়া কত বিদ্রূপের হাসি! সেগুলা স্থানটাকে যেন এক বিষাক্ত কোলাহলে পূর্ণ করিয়া তাহার সমস্ত যজমানদের শুনাইবার জন্য আকাশ-মার্গে উড়িতেছে।

চিন্তার প্রহারেই রাখু ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল।

"ঝি, আমাকে যে একখানা কাপড় দিতে হবে।"

"কি রকম কাপড়?"

"থান হ'লেই ভাল হয়।"

"মাসী থাকলে থান কাপড় মিল্‌তে পারতো। তা পোড়া মাসী যে গুরুকেও বিশ্বাস করে না। সে সমস্ত কাপড় সিন্দুকে পূরে চলে গেছে।"

"তোমার কাছেও কি আমার পরবার মত একখানা কাপড় নেই?"

"আমার ব্যবহার কর কাপড় তোমাকে কেমন করে' দেবো ঠাকুর-মশাই?"

রাখু সেই পট্টবস্ত্র পরিয়াই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সিঁড়ির দিকে দুইপদ যাইতেই ঝি বলিল—"একান্তই যদি তোমার না গেলে চলবে না, তবে একটু দাঁড়াও। আমি আর একবার খুঁজে দেখি। কলতলায় কাদামাখা একখানি কাপড় দেখেছি।"

বলিয়া সে আবার নীচে চলিয়া গেল এবং রাখুর কাপড় চাদর যথাসম্ভব জল-কাচা করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিল।

"তুমি আমাকে বাঁচালে ঝি।"

বলিয়া ঝিকে কাপড় দিবার অবসর না দিয়া নিজেই তাহার হাত হইতে বস্ত্র যেন কাড়িয়া লইল।

"তুমি ত বাঁচলে ঠাকুর, আমাকে যেন গাল খাইয়ে মেরে ফেলোনা। কখন আবার আসবে বল।"

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আবার যেমনি রাখু ভিখারী-বেশী হইল, তখন সে মৃদু হাসিয়া উত্তর দিতে ঝিকে বলিল:—"এখানে আর কি আমার আসা উচিত গা?"

ঝি দেখিল, দিদিমণির দেওয়া সেই দামী বেনারসী, ব্রাহ্মণের গায়ে জড়ান ময়লা কাপড় চাদরের পায়ে পড়িয়া যেন অতি দীনভাবে তাদের কাছে পবিত্রতা ভিক্ষা করিতেছে—সে বলিল—"যদি ধর্ম্ম বজায় রাখতে চাও বাবা, তা' হলে তোমায় আর আসতে বলতে পারি না।"

"ঠিক বলেছ মা, এদিকে ত আসবই না—শুধু তাই নয়, এ কলকাতাতেও আর থাকবো না।"

"আবাগী পুর্ব্ব জন্মে কি পুণ্যি করেছিল।"

বলিয়া ঝি রাখুর চরণে আবার প্রণত হইল।

স্বপ্নাবৃত ঐশ্বর্য্যের বোঝা মন হইতে ফেলিয়া আবার রাখু পথে তার চির-সুহৃৎ দারিদ্র্যের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে বাসায় ফিরিয়া চলিল।

২১

সারা পথের ভিতর চারু ও গোঁসাইজী কেহ কারুর সঙ্গে কথা কহিল না। অবগুণ্ঠনবতী চারু অগ্রে, আর পূর্ব্বমত তাহারই স্কন্ধে হাত রাখিয়া তার গুরু পশ্চাতে।

তাঁর গৃহ-প্রবেশের সাহায্য করিতে চারু যখন অবগুণ্ঠন ঈষন্মুক্ত করিয়া দাঁড়াইল, তখন গোঁসাইজী বলিলেন—"তোমাকে একটা কথা এই সময় বলা কর্ত্তব্য ব'লে বলে রাখি।"

"বলুন।"

"শুনে বুঝে তার উত্তর দাও।"

গোঁসাইজীর কথার গুরুগাম্ভীর্য্যে চারু কোন কথা কহিতে পারিল না।

"চুপ্ করে রইলে কেন সরস্বতী?"

"বলুন।"

"সেই বেশ্যাটা গঙ্গায় ডুবে মরেছে, মনে কর।—মনে করেছ?"

"করেছি।"

"তা হ'লে তার স্বামীর কি হবে না হবে, সে আবাগী আর জান্‌তে আসছে না, কি বল? চুপ করলে চলবে না, শীঘ্র বল, গলি দিয়ে লোকজন চল্‌তে আরম্ভ হয়েছে, এর পর কথা কবার আর সুবিধা হবে না।"

"বাড়ীর ভিতর গিয়ে বল্‌লে চল্‌বে না?"

"না, বললে তোমাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাব।"

গোঁসাইজীর কথা কোথায় গিয়া কি ভাবে দাঁড়াইবে, বুঝিতে না পারিয়া যা'হোক একটা উত্তর দেওয়ার মত করিয়া চারু বলিল—"যখন মরে গেছে, তখন সে আবাগী আর কেমন করে জানতে আসবে!"

"তা'হলে সেই নিরীহ পাড়াগেঁয়ে বামুন যদি সেই বেশ্যাটার খুনের দায়ে বাঁধা পড়ে, তাকে কে রক্ষা করবে সরস্বতী?"

"ভগবান।"

"বুঝেছ?"

"বুঝেছি।"

"সত্যি সত্যি, কোমরটায় মন্দ লাগেনি'রে!"

চারু প্রথমে বৃদ্ধকে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশের সাহায্য করিল। পরে নিজে প্রবেশ করিল। বুঝিল, বুঝি জগতের নিকট হইতে চিরদিনের জন্য লুকাইতে সে গুরুগৃহে প্রবেশ করিতেছে। মনে করিতেই তাহার মাথাটা কেমন আপনা আপনি ঘুরিয়া গেল। সে দোরের উপর উঠিয়াই গুরুর দেহের উপরেই ঢলিয়া পড়িল।

ব্রাহ্মণ বুঝিয়াও যেন বুঝিলেন না, এক হস্তে চারুকে ধরিয়া অন্য হস্তে বহির্দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তারপর চারু তাঁহাকে আবার ঘরে লইয়া যাইতে যেমন তাঁহার হাত নিজ স্কন্ধের উপর স্থাপিত করিল, অমনি সে গুরুর মুখ হইতে শুনিল, কি করুণামাখা কোমল স্বর!—"হাঁ মা, এ বুড়ো ছেলের ভার নেওয়াটা কি তোর ভাল লাগছে না?"

"ওকথা আর বলবেন না বাবা, আমি মরে যাব।"

"তাই বল, আমার শেষ বয়সের যষ্টি, তোর কথা শুনে আশ্বাস পাই।" বলিয়াই গুরুগম্ভীর স্বরে তিনি ভৃত্যকে ডাকিলেন "দামোদর! আরে মর্—এখনও ঘুমুচ্ছিস্ নাকি—দামু!"

ভৃত্যের পরিবর্ত্তে তাঁহার গলার আওয়াজ শুনিবামাত্র বাড়ীর ভিতর হইতে গোঁসাই-গৃহিণী ছুটিয়া আসিলেন।

"কোথায় গিয়েছিলে?"

আরও অনেক কথা ব্রাহ্মণী বলিতে যাইতে-ছিলেন, স্বামীর সঙ্গে একটী স্ত্রীলোককে দেখিয়া তাঁর আর বলা হইল না।

"সঙ্গে মেয়েটি কে?"

"কাছে এসে দেখো।"

"কে গো, চারু? তুই এমন সময় কোথা থেকে উপস্থিত হলি?"

গোঁসাইজীকে ছাড়িয়া চারু গুরুপত্নীর পদতলে প্রণত হইল। গোঁসাইগিন্নী চারুকে সে সময়ে দেখিয়াই যে বিস্মিত হইলেন, এমন নহে। তাহার নীরবতা, তাহার মুখ চোখের ভাব, বিশেষতঃ পশ্চাতে অবনত মস্তকে চারুর পানে চোখ রাখিয়া ঈষৎ বক্রভাবে দণ্ডায়মান স্বামীর কেমন এক রকম

নূতনতর মধুর গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া, এমন একটা গভীর বিস্ময় তাঁহাকে মুহূর্ত্তে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল যে, যদ্যপি গোঁসাইজী ভৃত্য দামুকে আবার ডাকিয়া স্থানের নীরবতা না ভঙ্গ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় অনেকক্ষণ তাঁহার মুখ হইতে কথা বাহির হইত না।

"দামোদর কি বাড়ীতে নেই গিন্নি?"

"থাকলে কি সে উত্তর দিত না। তিনটে দোর হাট করা খোলা, অথচ তুমি নেই, সে ব্যাকুল হয়ে তোমাকে খুঁজতে গেছে। আমিও এতক্ষণ পথের পানে চেয়ে দোরে দাঁড়িয়ে ছিলুম।"

"ভালই হয়েছে, এখন তুমি আমি ছাড়া আর এখানে কারো থাকবার প্রয়োজন নেই। মেয়েটাকে চিনতে পারছ ব্রাহ্মণী?"

"আমার চোখে ছানি পড়েছে না ভীমরতি হয়েছে—আজ এমন দুর্য্যোগে, এমন অসময়ে ওঁর কাছে কি জন্য এসেছিলি ভাই চারু?"

"ভুল করে ফেল্লে ব্রাহ্মণী, ও চারু নয়।"

চারু এখন দাঁড়াইয়াছে। ব্রাহ্মণকন্যা, স্বামীর এ কথার পর থতমত খাওয়ার মত, চারুর মুখের দিকে চাহিলেন।

ব্রাহ্মণ এবারে চারুকে বলিলেন—"কি গো মা, তুই কি চারু?"

চারু গোঁসাই-গৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, গোঁসাইজীর কথার উত্তর দিতে পারিল না।

ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন—"সেই পাপিষ্ঠা বেশ্যা আজ গঙ্গায় ডুবে মরেছে। আমি তাকে তুলতে গিয়ে গঙ্গাগর্ভ থেকে এই কন্যারত্নটী কুড়িয়ে পেয়েছি। কাঠামো দেখে ভয় পেয়ো না। আচার্য্য গোস্বামীর কুলবধূ! তোমার পূর্ব্বপুরুষ শ্রীনিবাস আচার্য্যকে স্মরণ কর। তিনি কাঠামো দেখে ভয় পান নি, জাতির নীচতা দেখে ভীত হন নি, সমাজের যে স্তরেই হোক না কেন, যে লক্ষণযুক্ত রত্ন দেখেছিলেন, সেখান থেকেই তাকে তুলে এনে নিজের পরিবারভুক্ত করেছিলেন। চারু নয়, গঙ্গার ভিতর থেকে সেই মরা অভাগীর মূর্ত্তি ধরে, মা-সরস্বতী কূলে উঠেছে কন্যা হ'তে,—তোমাকে আমাকে কৃতার্থ কর্‌তে।"

বলিয়া ব্রাহ্মণ চারুর চিবুক ধরিয়া পত্নীর দিকে তার মুখ তুলিয়া বলিলেন—"নাও, চুমো খেয়ে মাকে আমার ঘরে নিয়ে যাও।"

ব্রাহ্মণ-কন্যা স্বামীর কথার, এই অদৃষ্টপূর্ব্ব আচরণের অর্থ বুঝিতে ত পারিলেনই না, চারুকে লইয়া কি যে করিবেন, তাহাও বুঝিতে না পারিয়া তিনি কেবল তাকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিয়া গোঁসাইজী বলিলেন—"নিতে সঙ্কোচ হচ্চে ব্রাহ্মণী?"

"না না, সত্যই কি চারু—"

"চারু নয় গো, সরস্বতী।"

"সত্যই কি মা সরস্বতী, তুই বুড়ো-বুড়ীর ঘর আলো করে' থাকতে এসেছিস্?"

"আমাকে থাকতে দেবে মা?"

চারুর চিবুক করস্পর্শে চুম্বিত করিয়া দুটী হাতে তাহাকে বেড়িয়া গঙ্গানারায়ণ-পত্নী তাহাকে ঘরে লইয়া গেলেন।

ঘরে লইয়া যখন ব্রাহ্মণ-কন্যা চারুর মুখ হইতে সমস্ত ইতিহাস শুনিলেন, তখন তাহার গলা দুই হাতে জড়াইয়া মুখচুম্বন করিতে করিতে তিনি বলিয়া উঠিলেন—"এস মা, তোমার ঘরে যেখানে যা আছে, সব বুঝে পড়ে নেবে এসো। বুড়ো তোমাকে সরস্বতী বল্‌লে কেন, আমি বলবো গঙ্গা। আমাকে মা বলে' ডাকতে উথলে আমার কোলে এসেছো।"

এক মুহূর্ত্তে একটা বার বছর ধরে' ভুল করা মেয়ে এক সাধুদম্পতীর কৃপায় তাঁহাদের পরিবার-ভুক্ত হইয়া গেল।

দ্বিতীয় খণ্ড

নির্ম্মলা

১

স্ত্রীর দৃঢ়তার কাছে হার মানিয়া চারুর 'বাবু' ব্রজেন্দ্রনাথ যে সময়ে অবসাদে শয্যায় শুইয়া পড়িল, তখন রাত্রি এগারোটা। সেই দুর্য্যোগের রাত্রিতে সেই নূতন-প্রবিষ্ট চারুর বাড়ীতে তাহাকে একা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত মনুষ্যত্বহীনতার কার্য্য হয় মনে করিয়া, সন্ধ্যার পর হইতেই ব্রজেন্দ্র সেখানে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, কিন্তু স্ত্রী নির্ম্মলা কিছুতেই তাহাকে আজ বাড়ীর বাহির হইতে দেয় নাই। সে জন্য নির্ম্মলাকে আজ একটু বিশেষ উগ্র মূর্ত্তিই ধরিতে হইয়াছিল। নয় বছরের বালক নান্নু, যদিও ক্রুদ্ধা মায়ের মূর্ত্তির সম্মুখে বিপন্ন পিতাকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল কিন্তু পাঁচ বৎসরের পুঁটি চীৎকার না করিয়া থাকিতে পারে নাই।

ব্রজেন্দ্র যাইবার জন্য মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়াছিল, বলিয়াছিল, না গেলে চারু একা থাকিবে, খুব সম্ভব বিপদে পড়িবে।

নির্ম্মলা বলিয়াছিল, সেটা স্বামীর গাড়োলত্ব। সে বেশ্যাকে একা থাকিতে হইবে না। গাড়োলের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া যাহারা খায়, তাদের মধ্যে একজন সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে সারারাত্রি আগুলিয়া থাকিবে।

রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় চাকর হেমার হাতে একখানা চিঠি দিয়া এবং তাহাকে সারারাত্রি সেখানে থাকিবার আদেশ দিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বাস্তবিক অবসন্নেরই মত শয়ন করিল।

ঝোঁকের সময়টা উত্তীর্ণ হইতেই সে বুঝিয়াছিল, নির্ম্মলা তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির হইতে না দিয়া যথার্থ স্ত্রীর যোগ্যই কাজ করিয়াছে। সে বিষম ঝড়ে অন্ধকারে বাহির হইলে বিপদের যথেষ্টই সম্ভাবনা ছিল।

নির্ম্মলা সবই ভাল করিয়াছে, কেবল একটি কথা কহিয়া সে চারুর প্রতি বিশেষ নিষ্ঠুরের ভাবই প্রকাশ করিয়াছে। সে বলিয়াছে, চারু ব্রজেন্দ্রের বিরহে সারারাত্রি তার বিছানায় পড়িয়া কণ্ঠায় কণ্ঠায় ঝড় খাইয়া ছটফট করিবে না, আর একটি খেঁকশিয়ালী-জাতীয় ধূর্ত্ত এই ঝড়ের সুযোগে গাড়োল ব্রজেন্দ্রের স্থান অধিকার করিবে। বরং আফিস হইতে ঘরে না আসিয়া, ঝড়ের পূর্ব্বে যদি সে চারুর কাছে যাইত, তাহা হইলে যতক্ষণ নির্ম্মলা স্বামীর সংবাদ না পাইত, ততক্ষণ সে উঠিয়া, বসিয়া, চলিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি পাইত না।

শয্যায় পড়িয়া যে সময় ব্রজেন্দ্র নির্ম্মলার কঠোর বাক্যের প্রতিবাদ স্বরূপ চারুর নিশ্চলত্ব-ধ্যানে একটু তন্ময় হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে নির্ম্মলা ঘরে ঢুকিয়া বুঝি তাহাকে একবার ডাকিয়াছিল। ব্রজেন্দ্র সেটা শুনিতে পায় নাই।

স্বামী ঘুমাইয়াছে মনে করিয়া সে একবার শয্যার পার্শ্বে আসিল। কাছে গিয়াই তার বুঝি একটু জোরের নিশ্বাস সে শুনিতে পাইল। শুনিয়াই বলিল—"দীর্ঘ নিঃশ্বাস—কেন গো? এখনও ত যাবার সময় উত্তীর্ণ হয় নি।"

"না নির্ম্মলা, আমি তোমার কথাই ভাবছিলুম। এখন বুঝেছি, তুমি আমাকে ধরে' রেখে ভালই করেছো। তবে তাকে এতটা হীন মনে করা তোমার অন্যায় হয়েছে।"

"বেশ ত গো, মহৎ সে। তার মাহাত্ম্য না জেনে একটা কথা কয়েছি, তাতে অতবড় দীর্ঘশ্বাস কেন? হেমাকে ত আগলাবার ভার দিয়েছ—"

"তাতে বেশী অন্যায় হয়ে গেছে নির্ম্মলা। বরঞ্চ তাকে না পাঠানোই ছিল ভাল। আমি যে যেতে পারলুম না, তাতে তত দোষ হয় নি। সে

নিশ্চয়ই বুঝতো আমি চেষ্টা করেও বাড়ী থেকে বেরুতে পারি নি; কিন্তু হেমাকে পাঠাতে সে মনে করতে পারে যে, আমি তাকে বিশ্বাস করি না।"

"তবে তাকে পাঠালে কেন? হেমাকে পাঠাতে আমি ত বলিনি।"

এ কথায় ব্রজেন্দ্রের উত্তর দিবার কিছুই ছিল না। নির্ম্মলা ত তাহাকে যাইতে বলে নাই। শুধু তাই কেন, তার চিঠিখানা ত সে নির্ম্মলাকে একেবারেই গোপন করিয়া পাঠাইয়াছে। তবু সে বলিল—"তুমি যে রকম করতে লাগলে।"

"আমি কি করলুম? ও বুঝেছি—তা আমার কথা শুনেই সে সতীরাণীর মহত্ত্বে তোমার সন্দেহ হয়ে গেল?"

"সন্দেহ হবে কেন!"

"দেখ, লেখাপড়া শিখেও যে, মানুষের এত অধঃপতন হ'তে পারে, তা জানতুম না। আমার মনে যা এলো, মুখেও তাই বলেছি, কিন্তু তুমি এমনি পুরুষ, মনের কথা মুখে আনতে ত সাহস করলে না, কাজে দেখালে। আবার এখন তার জন্য আমাকে দোষী করছ। আমার কথায় হেমাকে পাঠাওনি ঠাকুর, সতীরাণীকে এতটুকু বিশ্বাস কর না বলেই পাঠিয়েছ।"

"আমাকে বিশ্রাম করতে দাও।"

"বেশ, আমার কথাতেই যদি হেমাকে পাঠিয়ে থাক, তা হ'লে বল, আমি একখানা ক্ষমাপত্র লিখে সে মাগীর কাছে পাঠিয়ে দিই।"

"কি আপদ, তুমি যে বাহিরের ঝড় ঘরে ঢোকালে দেখছি।"

"তবে আর কি, দুর্গা বলে বাইরের ঝড়ে ঝাঁপ খেয়ে পড়।" বলিয়া নির্ম্মলা চারুকে উপলক্ষ করিয়া আরও গোটাকতক তীব্র রহস্য স্বামীকে শুনাইয়া দিল। সেই সঙ্গে সে, চারু ব্রজেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে অনাথিনী থাকিবে না, একথা দ্বিতীয়বার শুনাইতে কুণ্ঠিত হইল না।

কলহশেষে তার কথার সভ্যতার নির্দ্ধারণে হেমার ফিরিবার প্রতীক্ষায় যখন নির্ম্মলা তার রোরুদ্যমানা কন্যাকে শান্ত করিতে নিজের শয্যায় চলিয়া গেল, তখন ব্রজেন্দ্র কতকগুলা ভাবনার আক্রমণের দিঙ্‌নির্ণয় করিতে একান্ত অশক্ত হইয়া, নিরুপায়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

২

স্বামীর প্রতি কঠোর বাক্য আজ যেমন সে প্রয়োগ করিয়াছে, এরূপটি নির্ম্মলা এর পূর্ব্বে আর কখনও করে নাই। স্বামীর প্রতি কঠোর হইবার জন্য দুচার জন সমবেদনাময়ী মহিলা—এমন কি তার সৎশাশুড়ী—কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াও, সে বরাবর মিষ্ট ব্যবহারেই স্বামীর কার্য্য উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে। স্বামীর এই বেশ্যাসক্তির জন্য অন্তর তার সর্ব্বদা অসুখী থাকিত বলিয়া, মুখে যে, সে স্বামীর কাছে ভিখারিণীর মত করুণার আবেদন শুনাইবে, সে মেয়ে নির্ম্মলা আপনাকে কোনও কালে মনে করিতে পারে নাই।

তাহার উপর স্বামীর এই বিষম দোষেও সে তাহাকে শ্রদ্ধা করিত, দোষটা যেন তার দেখিয়াও দেখিত না।

এরূপ করিবার তার একটা বিশেষ কারণ ছিল। তাহার স্বামী এমন একটা বড় রকমের কুলীন যে, তার একটিমাত্র বিবাহ তখনকার অনেকটা পরিবর্ত্তিত যুগেও তাহার সমাজে অত্যাচার বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কেন না, ব্রজেন্দ্র অন্য দার-পরিগ্রহ করিতে নিরস্ত হওয়ায় তাহার পাল্‌টি ঘরের মধ্যে দুই চারিটি কন্যার আজীবন কুমারী থাকিবার অবস্থা হইয়াছিল।

তাহাদের পূর্ব্বনিবাস ছিল বিক্রমপুর। ব্রজেন্দ্রের পিতা নরেশচন্দ্র গাঙ্গুলি বিবাহসূত্রে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। শ্বশুর কর্তৃক প্রতিপালিত, শিক্ষিত, শেষে তাঁর সাহায্যে হাকিম হইয়াও তাঁহাকে বাধ্য হইয়া একাধিক বিবাহ করিতে হইয়াছিল। তাঁর শ্বশুর এরূপ কার্য্যে তাহাকে নিষেধ করিতে সাহস করেন নাই।

কিন্তু ব্রজেন্দ্র আর বিবাহ করে নাই। নির্ম্মলার একাধিকার সুখ ভাঙ্গিয়া দিতে মাঝে মাঝে তাহার উপর সমাজের দিক হইতে এক একটা বেশ প্রবল রকমের আক্রমণ আসিত। তাহার শ্বশুর পর্য্যন্ত দুই একটা আক্রমণে এমন নির্দ্দয়ভাবে যোগ দিয়াছিলেন যে, স্বামীর একমাত্র দৃঢ়তা ভিন্ন কিছুতেই সে সপত্নী-দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা পাইত না।

সুতরাং আগেকার নির্ম্মল-চরিত্র কিন্তু তাহার ভাগ্যদোষে পদস্খলিত স্বামীর এ দোষটাকে নির্ম্মলা ততটা দোষের মধ্যে গণ্য করিত না। তার

স্বামীও কৃতবিদ্য; শুধু তাই নয়, হাইকোর্টের এটর্ণিগিরি করিয়া এত সে অর্থ উপার্জ্জন করে যে, তাহা হইতে বহু অর্থ অপব্যয় করিয়াও যে টাকা সে নির্ম্মলার হাতে আনিয়া দেয়, তাই যদি সে রাখিতে পারে, তাহা হইলে পুত্র নালুবাবু মুর্খ হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিলেও, পায়ের উপর পা দিয়া আজীবন বসিয়া খাইতে পারিবে। স্বামী যদি আর দুই একটা বিবাহ করিত এবং তাহাদের প্রত্যেকের পেটে দুই একটি করিয়া ছেলে মেয়ে হইত, তা হইলে নালুবাবুর যা ক্ষতি হইত, নির্ম্মলা বেশ বুঝিয়াছে, স্বামী চারুর মত দু-চারিটা রক্ষিতা রাখিলে তার এক আনাও ক্ষতি হইবে না।

স্বামীকে তীব্র তিরস্কার করিয়া নির্ম্মলার চিত্তটা বড়ই বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। তবে তার দুঃখের মধ্যেও একটা বিষয় আবিষ্কার করিয়া সে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছে। তার উপেক্ষার নীরবতা স্বামীকে অনুতপ্ত করিতে এতটা যে শাসন করিয়াছে, তাহা সে আগে বুঝিতে পারে নাই। আজ আত্মহারা ব্রজেন্দ্রকে ঝড়ে ঘর হইতে কিছুতেই বাহির হইতে দিবে না বলিয়া কোমর বাঁধিতে সেটা সে বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল, স্বামী তার চরিত্রহীনতার জন্য অনুতপ্ত। তার আর চারুর গৃহে যাইবার ইচ্ছা নাই।

তবে বিনাপরাধে কেমন করিয়া স্বামী চারুকে পরিত্যাগ করিবে? চারুর রূপ-গুণে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজেন্দ্র নিজেই ত উপযাচক হইয়া তাহাকে ধরা দিয়াছে। তাহাকে আয়ত্ত করিতে চারুর কত অবজ্ঞাত প্রেমিকের হা-হুতাশ ও অভিশাপের কণ্টকময় বেড়া যে ব্রজেন্দ্রকে ভেদ করিতে হইয়াছে! সে কথা মনে করিলে, চারুর কাছে নির্ম্মলাকেও মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইতে হয়, তাহাকে ত্যাগ করিতে স্বামীকে অনুরোধ করা ত পরের কথা। বিনাপরাধে এখন চারুকে পরিত্যাগ করিলেই বা তাহার স্বামীর মনুষ্যত্ব থাকে কই? স্বামীর সহিত কলহ করিতে গিয়া নির্ম্মলা বুঝিল, সে চারুকে পরিত্যাগ করিতে এখন কেবল তার বিশ্বাসঘাতকতার অপেক্ষা করিতেছে। হেমাকে পাঠাইয়াছে ব্রজেন্দ্র চারুকে আগলাইবার জন্য নহে, আর কেহ লুকাইয়া তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করে কি না, সেটাও জানিবার জন্য।

স্বামী ঘুমাইয়াছে, কিন্তু নির্মলার ঘুম হইতেছে না। শয্যায় পড়িয়া হেমার মুখ হইতে একটা সুসংবাদের প্রত্যাশায় সে কেবল দেবতাকে মানত করিতেছে। হেমা ফিরিয়া যেই স্বামীকে বলিবে যে, চারুর ঘরে মানুষ প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে, অমনি সে হেমাকে ভাল রকম বকশিস ত দিবেই, দেবতার জন্যও ষোড়শোপচারের পূজার খরচ তখনি মাথায় ঠেকাইয়া সে বাহিরের ঝড়ের অবসানে ভিতরকার চিরাবরুদ্ধ ঝড়টাকেও গঙ্গাজলে ডুবাইয়া দেবতার চোখেরও অন্তরাল করিবে।

৬

দুপুর বাজিবার পর সে শুইয়াছে। একটা, দুইটা—ঘড়ী তাহার ঘণ্টা দিয়া নির্ম্মলার অনিদ্রার সঙ্গে পরিচয় করিয়া গেল। দুইটা হইতে তিনটার মধ্যে এক সময় জাগিয়া থাকিবার বিশেষ চেষ্টাতেও সে একটু ঘুমাইয়া পড়িল। ঘড়ীতে তিনটা বাজিতে তার শেষ শব্দটা পুর্ব্বের শব্দ দুটার মত যেমনি নির্ম্মলার কাণের পাশ দিয়া নিঃশব্দে পলাইবার চেষ্টা করিল, অমনি সে এক চমকেই বিছানার ওপর বসিয়া দেখিল, ঘরের আলোটা নিবিয়া গিয়াছে।

তার চারিদিকে দৃঢ় আবদ্ধ ঘরের জানালা-সার্শির ফাঁক দিয়া ঢুকিয়া বাহিরের ক্ষীণ আর্ত্তনাদকারী ঝঞ্ঝাতরঙ্গ সেফ্‌টিল্যাম্পের আলোকশিখাটাকে যে খাইয়া ফেলিতে পারে, এটা নির্ম্মলার মনে হইল না। সে বিছানা হইতে উঠিল, সংশয়ত্রস্তপদে স্বামীর পালঙ্কের কাছে উপস্থিত হইল, প্রথমে পাশে দাঁড়াইয়া নিদ্রিতের স্বভাবগভীর শ্বাসশব্দ শুনিতে একটুক্ষণ কাণ পাতিয়া রহিল। কোনও শব্দ শুনিতে না পাওয়া ঝড়ের দুষ্টামির জন্যও হইতে পারে মনে করিয়া, হাত দিয়া বিছানাটা পরীক্ষা করিতে বুঝিল, সেখানে স্বামী নাই।

তখন দুই হাত দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া দোরের কাছে উপস্থিত হইতেই সে জানিতে পারিল, বাহির হইতে দ্বারবন্ধ করিয়া স্বামী চলিয়া গিয়াছে। তা[illegible] যাওয়াটা বেশীক্ষণ না হইলেও, নির্ম্মলা এটা বে[illegible] বুঝিল, চারুর বাড়ীতে যাইবার সমস্ত বিঘ্ন সে যে[illegible] সিন্দুকে পুরিয়া তালা বন্ধ করিয়াছে। ঘরের দু[illegible] দিকেই দোর, দুই দিকেই প্রশস্ত বারান্দা ছিল[illegible] নির্ম্মলা স্বামীর নির্ম্মমতার সুনিশ্চিত একটা পরিমা[illegible] না করিয়া নিরস্ত হইতে পারিল না। এইবা[illegible] আবার নিজের শয্যার কাছে আসিল। বিছানা[illegible] তলা হইতে দেশলাইটা বাহির করিয়া জ্বালি

দেখিল, কই স্বামী ত লণ্ঠনটা লইয়া যায় নাই! তখন সেটা জ্বালিয়া সে অন্য দোর খুলিল। খুলিতেই, ঝড়ের তখনও পর্য্যন্ত প্রবল অনুভূতির সঙ্গে স্বামীর মোহভঙ্গ-বিচেষ্টা কল্পনার সমস্ত তীব্রতা দিয়া সত্যের মতন করিয়া সে গাঁথিয়া ফেলিল। বুঝিল, তাহাকে তুষ্ট করিবার জন্য স্বামী তাকে শেষকালে কেবল কতকগুলা স্তোকবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছে।

এখন সে কি করিবে? অবজ্ঞাতার নৈরাশ্যের ভিতর নিশ্চিহ্ন-নিমজ্জিত, পূর্ব্ব হইতেই তার অবসন্ন চিত্ত লইয়া কি-ই বা এখন সে করিতে পারে? স্বামী অনেকক্ষণ ঘর ত্যাগ না করিলেও, বাড়ী ছাড়িয়া পথে পড়িবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট। আলোটা নিবিয়া যাইবার কারণও সে কল্পনার সাহায্যে নির্ণয় করিল। আলো থাকিলে পাছে তার চম্‌কা ঘুমটা ভাঙ্গিয়া, দ্বার খুলিয়া স্বামীর যাইবার মুখে আবার সে তাকে ধরিয়া বসে, তাই তার তন্দ্রার উপরে ঘুমের প্রগাঢ়তা ঢালিবার জন্য, অথবা ঘুম ভাঙ্গিলেও তাহার অনুসরণ পথটা দীর্ঘ করিবার জন্য স্বামী আলো নিবাইয়া চলিয়া গিয়াছে।

সে আবার দোর আঁটিয়া শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু শয়ন করিতে গিয়া আবার উঠিয়া বসিল। অভিমান-ঈর্ষ্যার মধ্য দিয়া পত্নীর যে পতি-অনুরক্তি অতি গোপনে মনকে লুকাইয়া হৃদয়-পথ দিয়া চলাচল করে, তার একটা অঙ্গুলি-পীড়ন নির্ম্মলার শয়ন-চেষ্টাকে কাতর করিয়া দিল।

"বৌদি!"

তার সৎশাশুড়ীর ঘর দিয়া স্বামীর তত্ত্ব লইবার সঙ্কল্পে যেমন সে আবার দোর খুলিবার জন্য খিলটিতে হাত দিয়াছে, অমনি নির্ম্মলা বাহির হইতে দোরের আঘাতের সঙ্গে শুভার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। শুভা তার সৎশাশুড়ীর একমাত্র কন্যা।

নির্ম্মলা দোর খুলিল।

"তুমি কি দোর ধরে' দাঁড়িয়ে ছিলে বৌদি?"

"ডাকছিস্ কেন?"

"শীগগির এসো।"

"কোথায়?"

"দাদাকে ধরতে।"

যেটা সে আপনি আপনি করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, অন্যের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া সে কাজে নির্ম্মলার প্রবৃত্তি আবার আপনি দমিত হইয়া গেল।

"কেন?"

"কেন, পরে বলব বৌদি, আগে তুমি তাঁকে ফিরিয়ে আনো।"

"দরকার কি? আর তোর এ কি রকম আক্কেল শুভা, আইবুড়ো মেয়ে ভাইকে আগলাতে এতরাত্রি পর্য্যন্ত জেগে রয়েছিস্!"

"তোমার জন্য বৌদি।"

"আমার জন্য তোর অত মমতার বাড়াবাড়ি করতে হবে না। তোর দাদা কোথায়?"

"এখনও বাড়ী আছেন—কোচোয়ানকে গাড়ী জুত্‌তে বলেছেন।"

"তুই কি সদর দোর পর্য্যন্ত সঙ্গে গিয়েছিলি নাকি?" শুভার উত্তর পাওয়ার মুহূর্ত্তের বিলম্বও অসহনীয় বোধে নির্ম্মলা আবার বলিল, "ছি শুভা, কেউ যদি বাইরের লোক কোথা থেকে অন্ধকারে তোকে একা ঘুরতে দেখতো—"

"মা আমার সঙ্গে আছে।"

"বৌমা!" বলিয়াই শুভার মা নির্ম্মলার কাছে আসিয়া, শুভারই মত, তার স্বামীকে ধরিয়া আনিতে অনুরোধ করিল।

"ধরে' লাভ কি মা?"

"লাভালাভ বোঝাবার সময় নেই বৌমা, ব্রজেন্দ্র রিভ বার নিয়ে যাচ্ছে।" এই এক কথাতেই সমস্ত বুঝিয়া নির্ম্মলা আর কাল বিলম্ব না করিয়া স্বামীকে নিরস্ত করিতে ছুটিয়া গেল।

শুভাও সঙ্গে সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল, মায়ের নিষেধে যাইতে পারিল না। এই সময় পুঁটিটা কাঁদিয়া উঠিতে, তাহার যাইবারও উপায় রহিল না।

৪

চাকর বিশু, জাতিতে কাহার, বহুদিন হইতে চাকুর গৃহে চাকরী করিতেছে। তাহাতে মাহিনা ছাড়া আরও পাঁচরকম উপরি রোজগারে কয়েক বৎসর হইতে এমন সে লুব্ধ হইয়াছে যে, এখন যদি কেহ জুতা মারিয়াও তাহাকে চাকুর ঘর হইতে বাহির করিতে যায়, তাহা হইলেও সে তার মনিব-নীর চৌকাট ধরিয়া উপুড় হইয়া সেগুলা নিঃশব্দে পৃষ্ঠস্থ করিবে, তবু চৌকাট হইতে হাত ছাড়িবে না। সে চাকুর বাবুকে কেবল চাকুর জন্যই বুঝে, সুতরাং এই নিমকভোজী-আথ্যাধারী নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধির

চাকর যখন তার মনিব্‌নীর কাছে শুনিল যে, বাবু আসিলেও তাহাকে না জানাইয়া যেন সে দোর খুলিয়া না দেয়, তখন বাবুর চাকর হেমা যে আসিবামাত্রই বিশুর কাছে দরজা খোলা পাইবে, এটা আমাদের বুঝিতে যাওয়া মস্ত ভুল।

হেমা যখন ঝড়ের উৎপাতে অস্থির হইয়া বারংবার দোরে ঘা দিয়া শীঘ্র তাহা খুলিয়া দিতে বিশুকে হুকুমের উপর হুকুম করিল, বিশু তখন তাহাকে বাহিরেই অপেক্ষা করিতে বলিয়া তার 'মায়ী'কে খবর দিতে উপরে চলিয়া গেল। সুতরাং বাহিরে দাঁড়াইয়া হেমা যে শুধু 'বিশে'র উপর মর্ম্মান্তিক চটিল এমন নয়, বাবুর বিবির ঘরে যে দো'লরা মানুষ প্রবেশ করিয়াছে, এ বিষয়েও তার আর কিছুমাত্র সন্দেহ না থাকায়, তাহারও উপরে সে মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইল। সে দাঁড়াইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিতে লাগিল, সারারাত জলে ভিজিয়া, শীতে জমিয়া, যদি সেইখানে আজ তাহাকে মরিতে হয়, তবু সেই উপ-চোরটাকে না ধরিয়া কিছুতেই সে দোর ছাড়িয়া যাইবে না। ঝড় যেমন তাকে মাঝে মাঝে এক একটা সরস রহস্যের ধাক্কা দিতে লাগিল, তার সঙ্কল্পটাও সেই অনুপাতে দমে ভারী হইতে লাগিল।

কিন্তু বাড়ীর ভিতরে প্রবেশের অধিকার পাইয়া, চারুকে মনিবের পত্র দেখাইতে, যখন সে তৎকর্তৃক নীত হইয়া সে রাত্রির সেই নবাগত রক্ষকটিকে দেখিল, তখন সে একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। এযে তার মনিবেরই বাড়ীতে পূজারির কার্য্য করে! ঈর্ষ্যায়, ক্রোধে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালিয়া উঠিল। কিন্তু চারু সুষুপ্ত রাখুকে এত সন্তর্পণে একটিবারের মত দেখাইয়া, আবার তাহাকে এমন যত্নে অন্ধকারে ঢাকিয়া হেমার চোখের অন্তরাল করিয়া দিল যে, একান্ত নীরব হওয়া ভিন্ন একটা দীর্ঘশ্বাসেও তখন তার ক্রোধ প্রকাশের উপায় রহিল না।

দেখাইয়া, চারু সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করিয়া হেমাকে নিজের ঘরে লইয়া গেল। সেখানে তার দত্ত চিঠিখানা পড়িয়া প্রত্যুত্তরে একখানা চিঠি লিখিয়া, হাতে দিয়া বাবুকে দিবার জন্য তাহাকে বাড়ী ফিরিতে আদেশ করিল। হেমা সেখানে রাত্রিকালে থাকিবার কথায় বাবুর আদেশ জানাইলে বলিল, থাকিবার তার কোনও প্রয়োজন নাই, যে হেতু তাকে রক্ষা করিতে ভগবান রক্ষক পাঠাইয়াছেন।

রাখুর সেখানে উপস্থিতির কৈফিয়ৎ চারু পরিষ্কাররূপে দিলেও, চাকরটা তাকে বিশ্বাস করিতে পারিত না, সুতরাং তাহার এ অর্থশূন্য ভগবানের দয়ার কথা সে একেবারেই বিশ্বাস করিল না। এটাতে, বিশেষতঃ চারুর মমতাশূন্য ব্যবহারে, তার দুরভিসন্ধিটাই সে নিশ্চিত ধারণা করিয়া লইল।

রাখুর নিদ্রাও কপট বলিয়া তার বোধ হইল। সেই দুর্য্যোগে বাড়ীতে ফিরা নিতান্ত সহজ না হইলেও, সে মনিবকে এই নিমকহারামীর কথা শুনাইবার জন্য এতই ব্যাকুল হইয়াছে যে, আকাশ তাহার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেও সেই মুহূর্ত্তেই চারুর ঘর তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। বিশেষতঃ সেই ট্যানাপরা ঠাকুর-পূজা-করা ভিৎভিতে বামুনটার অদ্ভুত সাহস তার ভিতরে ঈর্ষ্যার আগুনটা এমন জাগাইয়া তুলিল যে, বায়ুর সজল ফুৎকারও তাহা নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া, কেবল তার হাত পা মুখ চোখ—এমন কি সকল অঙ্গে কতকগুলা ক্রোধের সঞ্চালন যোগ করিল মাত্র।

তবে নীচে আসিয়া, সে দেখিল বিশেটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে এ সুযোগটা ছাড়া কোনও ক্রমে যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। বিশের ঘুমটার সঙ্গে তার দুই একবার পরিচয় হইয়াছিল। বিশু নিজে নিমকহারাম না হইলেও, তার ঘুমটা মাঝে মাঝে নিমকহারামী করিত। যে রাত্রিতে তার কিছু উপরি পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকিত, সে দিন ঘুমটা তার বহিঃসংজ্ঞাকে এত জোরে চাপিয়া ধরিত যে, ঢাকের বাদ্য তার কাণের কাছে তাণ্ডবনৃত্য করিলেও, সে বিশুর কাণকে তার অস্তিত্ব জানিতে দিত না।

হেমচন্দ্র এ সুযোগটা ছাড়িতে পারিল না। সে মনে করিল, মনিবকে যদি এই নিমকহারামীর কথা শুনাইতেই হয়, তবে এ সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হইয়াই তাহাকে শুনাইয়া দিইনা কেন! সে তখন সদরে যাইবার পথের পার্শ্বে, যেখানে পূর্ব্বে চারু রাখুকে বসাইয়াছিল, সেই শানের উপর অন্ধকারে গা ঢাকিয়া বসিয়া রহিল।

রাখু সিঁড়ির মাথায় চলিষ্ণু অন্ধকাররূপে এই হেমাকেই দেখিতে পাইয়াছিল। হেমচন্দ্র লুকাইয়া লুকাইয়া চারু ও রাখুর সমস্ত গতিবিধি লক্ষ্য

করিয়াছে। দেখিয়া উত্তরোত্তর বুকের ভিতর এত ঈর্ষ্যার উত্তাপ সে সঞ্চয় করিয়াছে যে, যখন রাখুকে ঘরের মধ্যে পুরিয়া চারু সন্তর্পণে কপাট বন্ধ করিল, তখন সে দৃশ্য একান্ত অসহ্য জ্বালায় উন্মত্তের মত করিয়া, চারুর বাড়ী হইতে সেই বিষম দুর্য্যোগের ঘনতমসাচ্ছন্ন রাজপথে, তাহাকে গলা টিপিয়া যেন বাহির করিয়া দিল।

যাহা দেখিয়াছে, তাহার সঙ্গে যাহা না দেখিয়াছে কল্পনায় যোগ দিয়া, হেমা তাহার মনিবকে চারু ও রাখুর রাত্রিবিলাসকাহিনী এমন করিয়া শুনাইল যে, ব্রজেন্দ্রের শিক্ষা-সংযতচিত্তও প্রতিহিংসার উত্তেজনায় উত্যক্ত হইয়া উঠিল। চারু রাখু উভয়কেই একসঙ্গে হত্যা করিবার জন্য ঈর্ষ্যা-মত্ত ব্রজেন্দ্র যখন নিজের পরিণাম ভাবিবার শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়া রিভলবার খুঁজিয়া দিতে হেমাকে জেদের উপর জেদ, শেষে তীব্র ভাষায় গালি দিতেছিল, আর চতুর হেমা সেটাকে আগেই লুকাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার অছিলায় বৈঠকখানা-ঘরের সব আসবাব-পত্র ওলটপালট করিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই শুভা, দাদার অনুসরণে সেখানে উপস্থিত হইয়া অন্তরাল হইতে সমস্ত কথাগুলা শুনিতে পাইল। শুনিয়াই ভীতি-বিহ্বলা সে মাকে গিয়া সে কথা শুনাইয়া দিল।

৫

অন্ধকারে রিভলবারের নিষ্ফল অনুসন্ধানে ব্রজেন্দ্রের সাময়িক উত্তেজনা চলিয়া গেল। আবার যখন কোচোয়ান আসিয়া জানাইল, আস্তাবলের সুমুখের রাস্তা জলস্রোতে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, গাড়ী লইয়া আসা অসম্ভব, তখন তাহার উত্তেজনার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও আর রহিল না।

উত্তেজনান্তে অবসাদে একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া কিছুক্ষণের চিন্তায় যখন ব্রজেন্দ্র আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইল, তখন ঘড়ীতে চারটে বাজিয়াছে।

"রিভলবার লুকিয়ে রেখে তুই বন্ধুরই কাজ করেছিস হেমা।"

"সে কি বাবু, একটা ছুটীকে মেরে আপনাকে খুনের দায়ে পড়তে দেব?"

"না যাওয়াটাই ভাল হয়েছে। চোখের উপর দু'টোকে দেখলে হয়ত রাগ সামলাতে না পেরে কিছু একটা ক'রে বসতুম।"

"গেলে বাবু, ঠিক দেখতে পেতেন।"

"হেঁটেই একবার যাব নাকি?"

"এখন গেলে আর কি দেখা পাবেন বাবু! সে ধূর্ত্ত বামুন এতক্ষণে ঠিক স'রে পড়েছে।"

"আলোটা জ্বালাবার ব্যবস্থা কর দেখি, চিঠিখানাতে কি লিখেছে দেখি!"

"চিঠিখানা ঘরে নিয়ে এস গো, সেইখানেই দেখবে।"

হেমা এই কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই চোরের মত প্রভুর পশ্চাতে ইজিচেয়ারের অন্তরালে মাথা ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল, আর ব্রজেন্দ্র দোরের ফাঁকের ভিতর দিয়া বিরাট শূন্যের সঙ্গে দেখা করিতে চোখ দু'টাকে কপালের দিকে উঠাইয়া দিল। নির্ম্মলা ত তা হ'লে দোরের আড়াল হইতে তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছে!

ঘরের বিপুল নিস্তব্ধতায় নির্ম্মলাও বুঝিল, তাহার অতর্কিত আগমনে, স্বামী ও হেমা দুইজনেরই বাকরোধ হইয়া গিয়াছে।

"উঠে এস।"

বাক্-নিষ্পত্তি না করিয়া ব্রজেন্দ্র বাহিরে আসিল। হেমাও তার পিছনে বাহিরে আসিল এবং পুরস্কারের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া, তার প্রভু-পত্নীকে শুনাইয়া বলিল—"কিন্তু বাবু, সে বামুন বেটাকে আপনাকে কিছু শিখিয়ে দিতেই হইবে।"

"সে কি আর এ বাড়ীতে আসবে?"

"ঠিক আসবে—আমাকে সে দেখতে পায়নি বাবু।"

"ছুঁচো মেরে আর হাতে গন্ধ ক'রে কি হবে হেমা।"

"কে বামুন?"

নির্ম্মলার এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ব্রজেন্দ্র হেমাকেই বলিতে লাগিল—"তবে তাকে আর ঠাকুর ছুঁতে দেবো না।"

নির্ম্মলা কে বামুন বুঝিতে পারিয়া বলিল—"ঠিক হয়েছে—বাবুর যেমন নারায়ণে ভক্তি, তার পূজারিও ত সেই রকম হওয়া চাই। বামুনের দোষ কি, সে ঠিক কাজই করেছে।"

ব্রজেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু হেমা বলিতে নিরস্ত হইল না। উল্লাসে প্রভুপত্নীকে শুনাইবার ইচ্ছাতেই বলিল—"সে যা বল, আমি শুনবো না মা। সে বাড়ীতে এলে আমি ত কান ধরে' তাকে দুচারপাক ঘুরুবোই, তাতে যা থাকে অদৃষ্টে। বাবু! আপনি ত দেখেন নি—বেটা বামুন একবার দেখিনা একখানা গরদ প'রে,—আবার খানিক পরে দেখি, কি বলব মা, বাবু সেই বেটিকে সে দিন যে সেই দেড়শোটাকা খরচ ক'রে চেলি কিনে দিয়েছিলেন—সেইখানা প'রে বরটির মতন না সেজে—উঃ! এখনও পর্য্যন্ত রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে—"

নির্ম্মলা তার কথায় বাধা দিয়া বলিল—"তা বলে' বামুনকে মারতে হবে?"

"যে মুটির বাড়ীতে ফলার মারে, সে আবার বামুন কি?"

"তা হ'লে তোর বাবু কি?"

আরও কিছু এই বেশ্যাগৃহে আহারের ব্যাপার লইয়া স্বামীর সম্বন্ধে নির্ম্মলা বলিতে যাইতেছিল, কথা সংযত করিয়া সে কেবল রাখুর উপর কোনও অসদ্ব্যবহার করিতে হেমাকেই নিষেধ করিল।

"খবরদার, ব্রাহ্মণ বাড়ীতে এলে যেন তাকে একটিও অকথা শুনিয়ো না, একটি তামাসার কথা পর্য্যন্ত কয়ো না—যা কিছু তাকে বলবার আমি বলব!"

বলিয়া, ক্ষুব্ধ নির্ব্বাক স্বামীকে, হাত ধরিয়া, সে ভিতরে লইয়া গেল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল শুভা ঘুমাইয়াছে। তাহাকে তুলিয়া তার মায়ের ঘরে পাঠাইবার আর প্রয়োজন হইল না দেখিয়া, সে মেঝের এক ধারে সতরঞ্চ পতিতে পাতিতে স্বামীকে বলিল—"শুভাই আজ আমাকে রক্ষা করেছে। আমি সেই জন্য ওকে আশীর্ব্বাদ করেছি—তোর সোয়ামী যেন মুখ্‌খু হয়। মুখ্‌খু সোয়ামী যদি তোমার মত ব্যবহার করে, তা হ'লে মুখ্‌খু ব'লে তার আচরণ হেসে উড়িয়ে দেবার উপায় আছে। তোমাদের বেলায় যে মনকে প্রবোধ দেবার কিছু নেই। নাও, তোমার প্রাণপ্রিয়া চিঠিতে কি লিখেছে পড়, আমি ব'সে ব'সে শুনি।"

"ও কি লিখেছে না প'ড়েই আমি জেনেছি। প'ড়তে হয় তুমিই পড়। আমি শুয়ে পড়ি।"

বলিয়াই চিঠিখানি নির্ম্মলার একরূপ গায়ের উপরেই ফেলিয়া ব্রজেন্দ্র বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

নির্ম্মলা চিঠি পড়িল। একবার—পড়িতে পড়িতে শিহরিল। দুইবার—পড়িতে পড়িতে ধ্যানস্থার মত মাঝে মাঝে তাহার চক্ষু মুদিত হইল। তিনবার—পড়িবার উদ্যমে বার বার চোখে জল সঞ্চিত হইয়া তাহাকে পড়া শেষ করিতে দিল না।

"ঘুমুলে নাকি গো?"

"না।"

"কি ভাবছ?"

"ভাবছি, রাত থাকতে থাকতে যে কোনও রকমে সেখানে একবার যাওয়াটা আমার উচিত ছিল। হাতে নাতে হারামজাদীকে ধরতে পারলেই সুবিধে হ'ত। এর পরে সে কতরকমের ভান করবে, কত দিব্যি গালবে—"

"হাতে নাতে কেমন ক'রে ধরতে?"

"সে বামুনকে ঘরে ঢুকিয়েছে।"

"হেমা দেখেছে?"

"দেখেইত সে পাগলের মত ছুটে এসে আমাকে খবর দিয়েছে।"

"হেমাকে দেখিয়ে বামুনকে সে ঘরে ঢুকিয়েছে নাকি?"

"রাম রাম! তার বাবারও কি সে সাহস হয়! সে ওই চিঠি লিখে হেমার হাতদে আমাকে পাঠিয়েছিল।"

"বুদ্ধিমান হেমা চলে না এসে, আড়ি পেতে পেতে দেখেছে—কেমন?"

প্রশ্নটার অর্থ না বুঝিয়া ব্রজেন্দ্র উত্তর দিল না।

"তুমি মনে করেছ, চিঠি পেয়েই হেমা চলে এসেছে সে বিশ্বাস করেছ?"

"কি রকম? চিঠিতে সে-রকম কিছু সে লিখেছে নাকি?

"তুমি ত না প'ড়েই চিঠির ভিতর কি লেখা আছে বুঝে নিয়েছ!"

ব্রজেন্দ্র শয্যাত্যাগ করিয়া নির্ম্মলার কাছে আসিল, না বসিয়াই বলিল, "কই চিঠিখানা দেখি।"

নির্ম্মলা চিঠিখানা মুঠার ভিতর পুরিয়া বলিল—"আগে বিদ্যের পরীক্ষা দাও।" ব্রজেন্দ্র তাহা হাত হইতে সেটা লইবার চেষ্টা করিতে সে আরো জোরে চিঠি চাপিয়া বলিল—"উঁহু, আগে বল—

টেনোনা, ছিঁড়ে যাবে—তোমার বোন জেগে উঠবে—মা জানবে—সকাল হয়ে এলো—কর কি—ছি!—”

“বেশ, ভিক্ষে দাও।”

“যা পার, আগে একটু বল—নইলে দেবো না।”

“তুমি কি মনে করছ, চিঠি প’ড়েই আমি তাকে খুন করতে ছুটবো?”

“আমি কি মনে করছি তোমাকে বলব কেন? তুমি না প’ড়ে কেমন পণ্ডিত হয়েছ, আমি কেবল সেইটি জানতে চাই।”

কাজেই ব্রজেন্দ্রকে পত্নীর কাছে তার অনুমানের পরীক্ষা দিতে হইল।

“কি আর ছাই লিখবে! তোমার জন্য আশাপথ চেয়েছিলুম, দেরি দেখে ঘর বা’র করছিলুম, হেমার কাছে হঠাৎ তোমার জ্বরের কথা শুনে একেবারে যেন আকাশ থেকে প’ড়ে গেছি। আমার প্রাণের ভিতরে কিযে যাতনা হচ্ছে, তা আর লিখে তোমাকে কি জানাবো—তোমার বিরহে সারা রাত আমি ছটফট করতে রইলুম। সকাল বেলা হেমাকে দিয়ে কেমন থাক যদি লিখে না পাঠাও, তা হ’লে কিছুতেই আমার শান্তি হবে না জেনে রেখো—ইত্যাদি।”

“জ্বর হয়েছে লিখে পাঠিয়েছিলে বুঝি?”

“কি করি, অবস্থা বুঝে এক আধটা ওই রকম করতে হয়—ওকে আইনে মিথ্যা বলে না। সামান্য একটু উত্তেজনাতে শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশী হয়, ডাক্তারী আইনে তাকেও জ্বর বলে।”

“তা হ’লে শুভার মুখখু স্বামী হ’ক এ আশীর্ব্বাদ করে আমি অন্যায় করিনি? তা যা হো’ক, ও সব ত ফাঁকা কথা কইলে, বামুন সম্বন্ধে সে কি লিখেছে অনুমান কর দেখি।”

“পথে আসতে আসতে ঝড়ে প’ড়ে বামুন আশ্রয় চেয়েছে। কি করি—একে ঝড়, তাতে বামুন—থাকতে না দিলে পাপ হয়—”

নির্ম্মলা হাসিতে হাসিতে যোগ দিল—

“তবে কিনা সে যে সেটা—তুমিত বুঝতেই পারছ—অন্ধকারে চিৎপুর রোড মনে করে’—বোকা বামুন সেটা যে তোমার চারুমতির ঘর, তা বুঝতে পারেনি—”

“এইবারে চিঠিখানা দাও।”

নির্ম্মলা হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্কের মত হইয়া গেল। ব্রজেন্দ্র সেটা বুঝিতে পারিল। সে দেখিল, নির্ম্মলার চোখ দু’টা তার চোখের উপর পড়িতে আসিয়া হঠাৎ যেন পথ হারাইয়া কোন্ শূন্যদেশের প্রান্তে অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে আপনার দিক দিয়া স্ত্রীর এই আকস্মিক শূন্য দৃষ্টির হিসাব করিতে গিয়া বলিল—“তোমার কি আমার কথায় বিশ্বাস হল না নির্ম্মলা?”

বলিয়া এখন শুধু তার মুক্ত করপত্রের উপর অযত্নে পতিতভবৎ পত্রখানাকে তুলিয়া লইল।

“ভয় নেই, আমাকে বিশ্বাস কর।”

“তোমাকে বিশ্বাস না করতে পারলেও, ভয় আমার ঘুচে গেছে।”

“শুধু তোমার জন্য নয় নির্ম্মলা, তোমার সে অসম্ভব রাগ দেখে পুঁটি কেঁদে উঠলো; কিন্তু না চুপ ক’রে কাতরনেত্রে যখন আমার মুখের পানে চাইলে, লজ্জায় ম’রে যাওয়া ব’লে সত্য সত্য য’দ একটা ব্যাপার থাকে, সেই সময় ঠিক যে আমার তাই হয়েছিল। ছেলে বড় হয়ে উঠলে বিশ্বাস কর, আর আমার এ রকম লজ্জার ব্যবহার চলবে না। যখন বেরুতে সুবিধা পেয়েছি, তখ তার ফাঁদে আর পা দিচ্ছিনি।”

“তা হ’লে আর ওচিঠি প’ড়ে কাজ নেই” বলিয়া নির্ম্মলা চিঠিখানা আবার ধরিল।

“একবার চোখ বুলিয়ে যাব মাত্র।”

বলিয়া চিঠিখানা খুলিয়া ব্রজেন্দ্র যেমন আলোর কাছে ধরিয়াছে, অমনি নির্ম্মলা তাহার হাত ধরিয়া পড়িতে আবার নিষেধ করিল।

“এত ভয় পাচ্ছ কেন?”

“এখন থাক্, ছেলে মেয়ে ওঠবার সময় হ’ল।”

“বেশ, তুমি উঠে যাও না।”

“চিঠি তোমার নয়।”

“তবে কার?” বলিয়া চিঠি উল্‌টাইতেই ব্রজে দেখিতে পাইল, শিরোনামায় লেখা শ্রীমতী নির্ম্ম দেবী, সাবিত্রীচরিতাসু।

এমন চমকিত বুঝি ব্রজেন্দ্র জীবনে হয় নাই পত্র হাতে ধরিয়া সে বিস্ময়বিস্ফারিতচক্ষে নির্ম্মল মুখের পানে চাহিল।

“হেমা কি এই চিঠি হাতে ক’রে এনেছে?”

“তা আমি কি ক’রে জানবো? সে তুমি জান

“তবে পড়বো না নাকি?”

"সত্যি সত্যিই মেয়েটা উসখুস করছে—পড়তে চাও, হাত মুখ ধুয়ে এর পর বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে প'ড়। চিঠি তোমারই—শিরোনামাটা কেবল আমার।" পুঁটি বার দুই পাশমোড়া দিয়া ক্রন্দনের সুর ধরিবার উদ্যোগ করিল।

"আর ব'সে রইলে কেন—উঠে যাও না গো।"

ইহারই মধ্যে চিঠির উপর একবার মাত্র চোখ ফেলিয়াই ব্রজেন্দ্র দুই তিন ছত্র পড়িয়া লইয়াছে।

"আমার নমস্কার জানিবে। পত্র তোমার স্বামীকে লিখিতে গিয়া তোমায় লিখিলাম, অন্ধের চোখের উপর আলো ধরিয়া ফল কি?"

"অন্ধকে তবে আলো দেখাচ্ছ কেন নির্ম্মলা?"

"পড়েছ, তবে পড়—মাগী যেন নভেল লিখেছে।"

পত্র হাতে করিয়া ব্রজেন্দ্র বাহিরে চলিয়া গেল।

৭

পত্র হাতে বাহিরে আসিয়া ব্রজেন্দ্র হেমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এ-পত্র সে কাকে দিতে বলেছে রে?"

"আপনার হাতে দিতে বলেছে।"

"তোর মাকে দিতে বলেনি?"

"মার কথা সে তোলেইনি। কেন, যেটি মার সম্বন্ধে কিছু চিঠিতে লিখেছে নাকি।"

"না—আপাতত: তোর কাজকর্ম্ম যা করবার আছে সেরে নে। হয় ত সেখানে তোকে আর একবার পাঠাবার দরকার হবে।"

মনিবকে তামাক দেওয়া যে প্রথম ও প্রধান কাজ, তারই ব্যবস্থা করিতে হেমা চলিয়া যাইতেই, ব্রজেন্দ্র ইজি চেয়ারে শুইয়া চিঠি পড়িতে আরম্ভ করিল।

"তোমার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ দেখা নাই, তবু তোমাকেই লিখছি। শুনেছিলুম আমাকে দেখতে তোমার ইচ্ছা হ'য়েছিল। তোমার স্বামীর মুখে তোমার গুণের কথা শুনে আমারও তোমাকে দেখতে ইচ্ছা হয়েছিল।

"বিধাতার ইচ্ছায় সেটা ঘ'টে ওঠেনি। আর এ চিঠিখানা প'ড়ে বুঝবে, সত্য সত্যই বিধাতার ইচ্ছা ছিল না তোমাতে আমাতে দেখা শুনা হয়। আমি বড় তাড়াতাড়ি যা মনে আসছে লিখছি, কিছু মনে ক'রনা ভাই—কেন তা এখনি বুঝতে পারবে। মনের যে অবস্থায় লিখছি, কেমন করে' কলম ধরেছি, এটা ভাবলেও তুমি আশ্চর্য্য না হয়ে থাকতে পারবে না।

"বললে তুমি রাগ করনা, তুমি সাধ্বী, তোমার স্বামীর মুখে শুনেই তোমাকে বলছি, আর তোমার মত সাধ্বীকে ত্যাগ করে' যে পর-দারাসক্ত হতে পারে, আমি নিজে হীন হলেও, তাকে বলবার আমার অধিকার আছে ব'লে বলছি। তোমার সেই ঝুটা মাণিকটির জন্য আজ সন্ধ্যেবেলা থেকে আমি এক রকম ঘর বার করছিলুম, এমন সময় ঝি এসে খবর দিলে চোরটির মত সে সদর দরজার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। তখন ঝড় আর অন্ধকার। পা টিপেটিপে তাকে ধরতে গিয়ে—এত বড় আশ্চর্য্য কথা তুমি বোধ হয় আর কখনও শোননি, শুনেও হয়ত তুমি প্রত্যয় যাবেনা, তোমার সেই ঝুটা মাণিকটির বদলে দেখি আসল মাণিক আমার পায়ে ঠেকেছে। একথা বেশী বলছি না ভাই, পায়েই ঠেকেছে। বারো বৎসর পরে তার অপমানের যে টুকু বাকি ছিল, সেটুকু কড়ায় গণ্ডায় তাকে চুকিয়ে দিয়েছি। হায়! সে যদি আমাকে চিনতে পেরে তার লাথীতে আমার দাঁত কটা ভেঙে আমার লাথীর জবাব দিয়ে চলে যেতো! কিন্তু সে যায়নি। আমি যেতে দিইনি, তার পায়ে ধ'রে অনেক করে' ঘরে এনেছি।

"পূর্ব্বের বালক যুবা হয়েছে;—কি পরিবর্ত্তন! তবু আমি তাকে দেখামাত্র চিনলুম। কিন্তু সে চিনতে পারলে না। এখনও পারে নি, বুঝি পারবে না। আজ আমার গৃহ-প্রবেশের দিন—সে আজ আমার ঘরে কোন্ বিধাতার কি লিখনে বামুন হতে এসেছে—তার সুমুখে, সাধ্বী, এক ঘটি জল পর্য্যন্ত ধরতে আমার সাহস হচ্চে না—বুঝি তাও সে খাবে না।

"তোমার স্বামী আসতে পারেন নি, সে একরকম ভালই হয়েছে। হেমাকে ভিতরে আসতে দিয়েছি, তাঁকে দিতুম না। এসে সারারাত তাঁকে আমার সদর দোর আগলে থাকতে হ'ত। এ প্রচণ্ড ঝড় নিজে ওকালতী করলেও আমার ঘরে তাঁর স্থান হ'ত না।

"হেমা তাঁর চিঠি এনে আমাকে দেখিয়েছে। তিনি যা লিখেছেন, তার একটিও আমি বিশ্বাস করিনি। হয় তিনি ঝড়ে আসতে সাহস করেন নি, নয় তুমি তাঁকে কোনও মতে আসতে দাও নি। না দিয়ে ভালই করেছ! কিছু মনে ক'রনা ভাই, আলাপ পরিচয় যা কিছু করবার তা এই চিঠি দিয়েই করা গেল। কোথায় বুঝি সে পয়সার জন্মে গিয়েছিল, ঘুরে বুঝি ক্লান্ত হয়েছিল, একটু খানি বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। হেমাকে দেখিয়েছি!

"সাধ্বী, তোমার শোনা উচিত নয় ব'লে, এ পাপিষ্ঠা কুলত্যাগিনীর কাহিনী তোমাকে শোনালুম না। তবে, যখন ছিল তখন আমার কুল তোমাদেরই মত উজ্জ্বল ছিল। আমার স্বামী তোমাদেরই পাল্‌টি ঘর। তবে সে বড় গরীব। কিন্তু আমি? কালই যে সুদ আন্‌তে তোমার স্বামীর হাতে পনর হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়েছি। আর তার গায়ে যখন পা ঠেকিয়েছি, তখন আমার গায়ে অন্ততঃ দুহাজার টাকার অলঙ্কার।

"ইচ্ছা নয়, এ চিঠি তিনি দেখেন; কেননা কাল তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার আমার দরকার—বিশেষ দরকার। তবে যদিই তুমি তাঁকে দেখাও, আর এ চিঠি দেখে যদি এখানে আসতে তাঁর সাহস না হয়, তা হ'লেও আমার মাথার দিব্যি দিয়ে শেষবারের মত, আমার সঙ্গে এক বার দেখা ক'রতে ব'ল। তাতেও যদি তিনি আসতে না চান্, তা হ'লে ওই কাগজ কখানা আমাকে ফিরিয়ে দিবার তাঁর আর প্রয়োজন নেই। ওই সমস্ত টাকা, ভাই, আমি নালু বাবুকে দান করলুম। ইতি

শ্রীমতী——

হায়, স্বামীর নামেই অভাগিনীর নাম ছিল।

"পুঃ—যদি কাউকে এ কথা জানাও, একমাত্র তোমার স্বামীকে জানাইতে পার। মাথা খাও, যেন তৃতীয় ব্যক্তি এ কথা জানিতে না পারে। আমি নির্লজ্জ, সুতরাং এ কথা জানিলে আমার আর কি ক্ষতি হবে—শুধু সেই গরীব ব্রাহ্মণটির জন্যই বলছি।"

চিঠিপড়া শেষ করিয়াই ব্রজেন্দ্র চোখ বুজিল, মুক্তদৃষ্টিতে পাছে নিজের মসীরেখাঙ্কিত মুখখানা দৈবযোগে দেখিতে পাইয়া সে রিয়া উঠে। হেমা গড়গড়া লইয়া প্রভুর পার্শ্বে আসিয়া তাহাকে তদবস্থ দেখিল। মনে করিল, বাবু ঘুমাইয়াছে। সে ডাকিল—"বাবু!"

চোখ বুজিয়াই ব্রজেন্দ্র বলিলেন—"গড়গড়া রেখে দোয়াত কলম কাগজ নিয়ে আয়।"

ঠিক এমনি সময়ে ঝি সরি সেখানে আসিয়া ব্রজেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু! মা জানতে পাঠিয়ে দিলে, ভটচাজ্জি মশাই আজও যদি না আসেন, তা হলে নারায়ণ পুজোর কি হ'বে?"

"আমাকেই করতে হবে।"

হেমা আবার বলিল—"সত্যি সত্যি, তাকে আর ঠাকুর ছুঁতে দেবেন না বাবু!"

"ব্রজেন্দ্র উত্তর না দিয়া চিঠি লিখিতে লাগিল।"

"চোখের উপর যা দেখেছি, সব কথা কি আপনাকে বলতে পারি!"

এবারেও মনিবের মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না দেখিয়া, কথার উপর একটু অভিনয়ের সুর দিয়া যেমন সে বলিল—"সেই সোফার উপর দুজনে—কি আপনাকে বলব বাবু—"

"থাম্‌না হারামজাদা, চিঠি লিখতে দে!"

সরি ছুটিয়া পলাইল, হেমাও এবার বুঝিল, বাবুর প্রাণে বড়ই দাগা লাগিয়াছে। সুতরাং আর সে কোনও কথা কওয়া ভাল বোধ করিল না, কেননা বলিলেই বাবুর মেজাজ এইরূপ দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে।

ব্রজেন্দ্র লিখিল—"নির্ম্মলা তোমার পত্র আমাকে দেখাইয়াছে। বুঝিলাম, যে কথাগুলা আমার সম্বন্ধে তুমি পত্রে লিখিয়াছ, সেগুলা আমাকে বরাবর বলিতে তোমার সঙ্কোচ হওয়ায় তুমি পত্রখানা আমার স্ত্রীর নামে পাঠাইয়াছ। পত্রে আমাকে বেশী কিছু বল নাই, বরং আরও একটু জোর করিয়া আমাকে শঠ প্রবঞ্চক প্রভৃতি দুচারিটি খাঁটি কথা বলিতে পারিলেই ঠিক বলা হইত! পত্র পড়িয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। শুধু তাই নয়, নিজেকে এমনি হীন বোধ হইতেছে যে, তোমার সুমুখে উপস্থিত হওয়া পরের কথা, চিঠি লিখিতেও লজ্জা বোধ করিতেছি। তবু তুমি যখন যাইতে লিখিয়াছ, তখন একবার যাইব। যদি আমার দ্বারা তোমার কোনও কিছু সাহায্য হইবার প্রত্যাশা কর, আমি প্রাণপণে তাহা করিব। আদালতে আজ আমার বিশেষ কাজ আছে। যেরূপ দুর্য্যোগ এখনও রহিয়াছে, তাহাতে সকাল

সকাল আফিসে যাওয়া বোধ হয় ঘটিয়া উঠিবে না। আফিস হইতে ফিরিবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা করিব।

"পনেরো হাজার টাকা নালুবাবুকে দিবার প্রয়োজন নাই। বরং তাহা তোমার স্বামীকে দিলে আমি বেশী সুখী হইব।

"আগে তোমার কি নাম ছিল, পত্র পড়িয়াও ঠিক জানিতে পারিলাম না বলিয়া শিরোনামা দিলাম না। তোমার স্বামীর নাম ত রাখহরি? তার কি আর কোন নাম আছে?

অনুতপ্ত ব্রজেন্দ্র।"

চিঠি খামে মুড়িয়া হেমার হাতে দিতে গিয়া ব্রজেন্দ্র বলিল—"যদি বামুনকে সেখানে দেখতে পাস, কোনও কথা তাকে বলিসনি।"

"আমার বলবার দরকার কি বাবু!"

"দরকার থাক আর—না থাক্, শোন্, আমি যা বলছি।"

"আমি তার দিকে চেয়েও দেখবো না।"

"চেয়ে দেখবিনি কেন?"

"কি জানি, দেখলে বাবু, কোন্ দিক থেকে কার আবার রাগ হবে।"

দুষ্ট ভৃত্যটার কথার ভাবে সত্য সত্যই ব্রজেন্দ্রের ক্রোধ হইল, তথাপি সে আপনাকে যথেষ্ট সংযত করিয়া, চিঠির খামখানা পরীক্ষার ছলে মুখ নামাইয়াই বলিল—"আর কারও হোক না হোক, আমার হবে! এমন কি, পথে যদি দেখা হয়—"

"মুখ ফিরিয়ে চলে যাব।"

"কথা শেষ করতে যদি না দিস্, জুতো মেরে তোর মুখ ভেঙ্গে দেবো।"

ঠিক এমনি সময়ে নির্ম্মলা গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল—"কেন, গরীব কি অপরাধ করলে যে, জুতো মেরে তার মুখ ভেঙ্গে দেবে?"

হেমা বাবুর বাক্যের জুতা ইতিপূর্ব্বে বহুবার খাইয়াছে, সুতরাং সে ইহাতে দুঃখ ক্রোধের কিছুমাত্র নিদর্শন না দেখাইয়া চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্রজেন্দ্র নির্ম্মলার কথার কোনও উত্তর না দিয়া হেমার হাতে চিঠি দিয়া বলিল—"যা, এই চিঠিখানা দিয়ে আয়। দিয়েই চলে আসবি, দেরি করবিনি।"

নির্ম্মলা বলিল—"কাকে?"

হেমা বাবুর মুখের পানে চাহিল। ব্রজেন্দ্রও কিছু অপ্রতিভের মত হইল। সত্যই ত চিঠি যে কাকে দিতে হইবে, সে ত এ পর্য্যন্ত হেমাকে বলে নাই।

নির্ম্মলা হেমার হাত হইতে চিঠি লইয়া দেখিল, তাতে শিরোনাম নাই। যদিও চিঠি কার এটা নির্ম্মলা কিংবা হেমা কারও বুঝিতে বাকি ছিল না, তবু নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল—"এ চিঠি কাকে দিতে যাচ্ছিস্‌রে হেমা?"

হেমা বলিল—বাবু জানে!

"তোকে এখন চিঠি দিতে হবে না। হালদার বাড়ী গিয়ে ঠাকুর পূজোর একজন বামুন ডেকে আন্, যদি ভট্‌চাজ্জিমশাই না আসে, তাহ'লে পুজো হবে না।"

"কেন, সরি তোমাকে গিয়ে কিছু বলেনি?"

"সরি ত বলেছে। তুমি তোমার মত বলেছ, আমাকে ত আমার মতন করতে হবে। যা হেমা, দেরি করিস্‌নি, চিঠি এসে দিলেও চল্‌বে, কিন্তু বামুন না এলে একেবারেই চলবে না, মা ও আমি মুখে জল দিতে পারবো না, বুঝেছিস?"

হেমা চলিয়া গেল।

ব্রজেন্দ্র বলিল—"কেন, আমার পূজো কি তোমাদের পছন্দ হবে না?"

"তুমি পণ্ডিত মানুষ, মন্ত্র তন্ত্র সব জানতে পার, কিন্তু বামুনকে যদি ঠাকুর ছুঁতে দিতে তোমার আপত্তি, তুমি নিজে কোন্ সাহসে ছুঁতে যাও? ঠাকুর কি তোমার বাড়ীর খানসামা না কি? না, পাঁচটা পাশ করে টোব্‌নি হয়েছ ব'লে তোমার কোন কাজ আটকায় না?"

বলিয়াই নির্ম্মলা খাম ছিঁড়িয়া চিঠি পড়িতে লাগিল। ব্রজেন্দ্রের কোনও কথার অপেক্ষা করিল না।

"দেখো যেন চিঠিখানা শুদ্ধ ছিঁড়ে ফেলো না।"

নির্ম্মলা চিঠি পড়া শেষ করিয়া বলিল—"তোমার উপর রাগ আর করবো না মনে করেছিলুম, কিন্তু চিঠি প'ড়ে সত্য সত্যই তোমার উপর আবার রাগ হ'ল। তুমি শঠ প্রবঞ্চক হ'লে কিসে? আর সে মাগী তোমাকে ঝুটো বলেছে বলেই তুমি ঝুটো হ'য়ে গেলে? তাই এ চিঠি সেই বেশ্যা বেটীকে লিখে পাঠাচ্ছ! তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি যাই।"

সে চিঠিখানাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

"তা হ'লে চিঠি তাকে দেবো না?"

"চিঠিও দেবেই না, যাবেও না। হ্যাঁ, তবে একখানা চিঠি তাকে লিখতে পার, আর যাব না বলে'। আস্পর্দ্ধার কথা দেখ একবার! ময়লার হাঁড়ী, বেটী কিনা বলে তোমায় ঝুটো মাণিক। তোমাকে সে লিখতো, আমি না জানতুম, সে হ'ত এক আলাদা কথা। একটু ধুলো কাদা লেগে উজ্জ্বল রত্ন কিছু মলিন হয়েছো,—উজ্জ্বল হ'তে কতক্ষণ! তবে টাকা ক'টার কথা যা লিখেছ, তা ঠিক লিখেছ—রাম রাম! তার দান আমার নালু কেন নিতে যাবে?"

"সেই ভাল, যাবনা ব'লেই একখানা চিঠি লিখে দেবো। এরকম খবর পেয়ে আর সেখানে যাওয়া আমার উচিত হয় না।"

ব্রজেন্দ্র চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল।

নির্ম্মলা বলিল—"তবে যদি সে নিজে সাহায্য চাইতে তোমার বাড়ীতে আসে, তা হ'লে স্বতন্ত্র কথা!"

"তা কি সে পারবে নির্ম্মলা?"

"দেখাই যাক্ না। তুমি স্থির থাকতে পারলেই হ'ল।"

"আমি স্থির থাকব, স্থির জেনে রাখ।"

"তবে সকাল সকাল স্নান সেরে ফেল। রাত্রে ঘুমুতে পারনি, না নাইলে অসুখ করবে।"

অন্যদিন হইলে নির্ম্মলার ছেলে মেয়ে ঘুম হইতে উঠিয়া এতক্ষণ বাড়ীতে কোলাহল তুলিয়া বসিত, আজ এখনও তাহারা উঠে নাই। কিন্তু আর তাদের উঠিতেও বড় বিলম্ব নাই। নির্ম্মলা বাহির বাটীতে আর বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয় জানিয়া, ব্রজেন্দ্রকে উঠিতে বলিয়া, চিঠির ছিন্নাংশগুলা কুড়াইয়া নীরবে ছেঁড়া-কাগজের চুবড়ীর ভিতর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। একবার কেবল ব্রজেন্দ্রের গৃহত্যাগের সময় বলিল, "তবে চারু তাহার স্বামি-সম্বন্ধে যে কথা গোপন রাখিতে বলিয়াছে, তাহা উভয়কেই পালন করিতে হইবে।"

ঘর হইতে বাহির হইয়া নীচে যাইবার জন্য ব্রজেন্দ্র সবেমাত্র সিঁড়ির মাথার কাছে উপস্থিত হইয়াছে, এমন সময় হেমা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল, পুরুতঠাকুর আসিতেছে। একরূপ মনিব হইয়াও নিতান্ত অপরাধীর মত ব্রজেন্দ্র তাহার বেতনভোগী দরিদ্র রাখুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহসী হইল না। আবার একবার তামাক খাইবার অছিলা করিয়া ত্রস্তপদে সে ঘরে ফিরিয়া আসিল। নির্ম্মলা ঘরটা যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া বাহিরে আসিতেছিল। স্বামীকে ফিরিতে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"ফিরলে যে?"

ব্রজেন্দ্রকে আর উত্তর দিতে হইল না, বাহিরে আসিবার জন্য চৌকাটে পা দিতেই নির্ম্মলা দেখিতে পাইল—রাখু সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছে।

১১

চারুর বাড়ী হইতে একেবারে বাসায় না ফিরিয়া রাখু প্রথমে গঙ্গাস্নান সারিয়া লইল। পথের মাঝে মাঝে যেরূপ জল জমিয়াছিল, আর সেজন্য পথ চলায় এমনি অসুবিধা সে বোধ করিতেছিল যে, বরাবর বাসায় যাইলে তাহার সেদিন স্নান করিতে আসার সময় থাকিত না। গঙ্গাতীর হইতেও সে একেবারে বাসায় ফিরিল না। নিকটেই ব্রজেন্দ্র বাবুর বাড়ী, সে মনে করিল, যাইবার পথে তাঁহাদের খবরটা দিয়া যাই, যথাসময়ে পূজার জন্য সেখানে উপস্থিত হইতে না পারিলে পাছে তাঁহারা আজও আসিবার বিষয়ে সন্দেহ করেন।

তখন বেলা প্রায় সাড়ে ছয়টা। বৃষ্টি মাঝে মাঝে পড়িতেছে, মাঝে মাঝে আকাশও পরিষ্কার হইবার ভাব দেখাইতেছে, কিন্তু বাতাস তখনও বেশ প্রবল। সে বাবুর বাড়ীর দোর বন্ধই দেখবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু সদর দরজার কাছে উপস্থিত হইতেই দেখিল, ভৃত্য হেম একটা ছাতা মাথায় দিয়া বাড়ীর বাহির হইতেছে।

বাহির হইতেই তাহার কথা বলিবার সুবিধা হইল বুঝিয়া যেমন রাখু হেমকে সম্বোধন করিবার উদ্যোগ করিল, অমনি সে দেখিল, তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র, হেম ছাতা মুড়িয়া চোখের নিমেষে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। যখন রাখু দরজার মুখে উপস্থিত হইল, তখন হেমের অস্তিত্ব-চিহ্ন পর্য্যন্ত কোথায় দেখিতে পাইল না।

ওরূপ লুকোচুরিভাবে চাকরটার চলিয়া যাইবার কারণ বুঝিতে না পারিলেও, রাখুর কেমন একটা খট্‌কা লাগিল। কিন্তু চারুর বাড়ীতে রাত্রিবাস সম্বন্ধে হেমের যে উক্তরূপ ব্যবহারের কোন সম্বন্ধ আছে, এটা একেবারেই রাখুর মনে আসিল না।

সেতো জানিত না যে, হেমই তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছে। সে মনে করিল হয়তো বাড়ীর মেয়েদের কেহ বাহির বাটীতে আসিয়াছে, সেইজন্য হেম তাহাকে সতর্ক করিতে ছুটিয়া গেল। এর পূর্ব্বে এত প্রাতঃকালে সে ব্রজেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে কখনও পূজা করিতে আসে নাই। অন্য দুই তিন বাড়ীর পূজা সারিয়া সেখানে আটটার পূর্ব্বে কোনদিন সে আসিতে পারে নাই।

অন্য অন্য দিন রাখু বরাবর ভিতর-বাড়ীতেই চলিয়া যাইত। আজ আর সে তাহা করিল না, কি জানি কাপড়-কাচা গা-ধোয়া প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া মেয়েরা যদি অসাবধানে থাকে। ভিতর দিয়া যাইতে হইলে কলতলার পাশ দিয়া তাহাকে উপরে উঠিতে হয়। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বহির্বাটীর কোনও স্থানে সে হেমকে দেখিল না।

সে বাহিরের সিঁড়ি দিয়াই উপরে চলিল। কেমন একটা চিন্তা তাহার মনকে ঘেরিয়াছে। সে মাথা হেঁট করিয়া সিঁড়িতে উঠিতেছিল। শেষ সিঁড়িতে পা দিয়া প্রথমে মাথা তুলিতেই দেখিল, বাড়ীর গিন্নি সিঁড়ির পাশেই বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

গাঙ্গুলি-বাড়ীর মেয়েদের আবরু তখনকার কলিকাতার সাধারণ হিন্দু গৃহস্থদের অপেক্ষাও কিছু বেশী ছিল। বাড়ীর পুরুষদিগেরও, দিবাভাগে গৃহে প্রবেশ করিতে হইলে গলায় সাড়া না দিয়া প্রবেশাধিকার থাকিত না। মেয়েরা কদাচ, বাড়ীতে একেবারে পুরুষ না থাকিলে, বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরে আসিত। অধিক কি শুভা, বিবাহযোগ্য বয়স হইবার পর হইতে, আর বাহির বাড়ীতে আসিতে পাইত না।

রাখু সেটা জানিত। সে প্রায় তিনমাস ইহাদের ঘরে ঠাকুর পূজার কাজ করিতেছে। এই তিন মাসে সে দেখিয়া শুনিয়া ইহাদের আবরুর ব্যবহার বুঝিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে যিনি এখানে পূজার কাজ করিতেন, তিনি বৃদ্ধ, রাখুরই দেশস্থ। শারীরিক পীড়া ও অন্যান্য কারণে তাঁর দেশে যাইবার একান্ত প্রয়োজন হওয়ায়, চরিত্রবান ও নিষ্ঠাবান জানিয়া তিনি রাখুকে এখানে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া গিয়াছেন। নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে, মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি অনেক উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, কেন না, আবরু একটু—বেশী রকম হইলেও, মেয়েরা পুরোহিত অথবা পূজকের সঙ্গে আলাপ-ব্যবহারে বিশেষ সঙ্কোচ প্রকাশ করিত না।

রাখু বৃদ্ধের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া, এই গৃহে কয়মাস পূজারীর কাজ করিতেছে। সে অতি সঙ্কোচের সহিত বাড়ীতে প্রবেশ করে, আবার সেইরূপ সঙ্কোচেই পূজা সারিয়া চলিয়া যায়। চক্ষু তাহার মেয়েদের মুখের সঙ্গে কচিৎ পরিচিত হইয়াছে। বৃদ্ধের উপদেশ মত সে ব্রজেন্দ্রের বিমাতাকে মা বলে, নির্ম্মলাকে বউমা বলে, শুভাকে কেবল দিদি বলিয়া ডাকিতে পায়।

সুতরাং উপরে উঠিয়াই নির্ম্মলাকে বারান্দা ধরিয়া অসঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া রাখু কিছু অপ্রতিভের মত হইল। তাঁহার মুখের দিকে সহসা দৃষ্টি পড়িতেই বলিবার কথা ঠিক করিতে না পারিয়া, মাথা নামাইয়া আবার সিঁড়ির দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—"আপনি এখানে আছেন, তা জানতুম্ না।"

নির্ম্মলা অতি শান্তভাবে উত্তর করিল—"আপনাকে এদিকে আস্তে দেখেই আমি দাঁড়িয়েছি। আপনি কি এখনই পূজা কর্‌বেন?"

"পূজার কি আয়োজন হয়েছে?"

"হয়নি, একটু অপেক্ষা করলেই করে দি'।"

"তা হ'লে আমি আসি।"

"কখন আসবেন?"

"আসতে একটু বেলা হবে, এই কথাই আমি বল্‌তে এসেছিলুম।"

"তবে একটু অপেক্ষা করুন না।"

"আমি এখনও বাসায় যাইনি। দৈবদুর্ব্বিপাকে কাল আমাকে এক জায়গায় আটকে পড়তে হয়েছিল।"

এ কথাটা যে নির্ম্মলা রাখুর মুখ হইতে এত শীঘ্র শুনিবে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। শুনিবামাত্র তাহার মুখে হাসি আসিল। কোন ক্রমে হাসি সংযত করিয়া সে বলিল—"আমি মনে করেছিলুম, ঝড়ের জন্য কাল আপনি ঠাকুরের শীতল দিতে আস্‌তে পারেন নি।"

"বাসায় থাকলে নিশ্চয় আসতুম।"

সমস্ত জানিয়াও নির্ম্মলা রহস্য করিবার একটু সুবিধা পাইয়া সেটা ছাড়িতে পারিল না। সে ঈষৎ সমবেদনার ভাব দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তবেত কাল রাত্রিতে আপনার বড় কষ্ট গেছে?"

"না বউমা, বরং অন্যান্য দিনের চেয়ে কাল অনেক বেশী সুখে ছিলাম।"

"তা হ'লে নারায়ণ বিপদে আপনাকে ভাল আশ্রয়ই দিয়েছিলেন বলুন?"

রাখু উত্তর করিল না।

"তারা কি ব্রাহ্মণ?"

"না।"

"কায়স্থ?"

"না।"

আর এগিয়ে যাওয়া নিতান্ত অন্যায় হয় বুঝিয়া নির্ম্মলা প্রশ্ন করিল—"আপনার তাহ'লে তো কাল আহার হয়নি?"

"অন্ন হয়নি, তবে ফল মূল মিষ্টান্ন খেয়েছি।"

ঠিক এমনি সময়ে হেমাকে ঘর হইতে মুখ বাড়াইতে দেখিয়া ঈষৎ ত্রস্তভাবে রাখু নির্ম্মলাকে বলিল—"বেলা হয়ে যাচ্ছে বউমা, আমি এখন আসি।"

"আসুন।"

কিন্তু রাখু দুই তিনটা সিঁড়ি নামিতেই নির্ম্মলা বলিল—"একটু দাঁড়ান।" ঠিক এমনি সময়ে বৃষ্টি আবার বেশ জোরে চাপিয়া আসিল। নির্ম্মলা আবার বলিল—"আমি শীঘ্র বাড়ীর ভিতর থেকে ফিরে আস্‌ছি। আমার না আসা পর্য্যন্ত যাবেন না।"

নির্ম্মলা দ্রুত বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

এইরূপ হঠাৎ দাঁড়াইতে বলিবার কারণটা না বুঝিতে পারিলেও, কতকটা বৃষ্টির জন্য, কতকটা তাঁর মান রাখিবার জন্য, রাখু উপরে উঠিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নির্ম্মলা ফিরিল, তার একহাতে একখানা গরদের ধুতি ও একখানা গরদের চাদর, অন্যহাতে একটা ছাতি। নিকটে আসিয়াই সে রাখুকে কাপড়খানা পরিতে বলিল। বলিল— "ভিজে কাপড় চাদর ছেড়ে, ছাতিটা নিয়ে চলে যান।"

রাখু বলিল—"না বউমা, প্রয়োজন নেই।"

"আপনার নেই, আমার আছে; কাপড়খানায় আলতার রং লেগে আছে। কি জানি, কেউ দেখে কি মনে কর্‌বে!"

চাকর ঘর হইতে চলিয়া আসিবার ব্যগ্রতায় মুর্খ ব্রাহ্মণ কাপড়খানার অবস্থা পর্য্যন্ত দেখিবার অবকাশ পায় নাই। নির্ম্মলার কথায় এখন কাপড়ের দিকে চাহিয়া সে একরূপ আড়ষ্টের মতই হইয়া গেল। নির্ম্মলা কিন্তু তাঁহাকে সেরূপ অবস্থায় এক মুহূর্ত্তও থাকিতে দিল না। সে বলিল—"আপনি ঠাকুর, এ যুগের লোক নন, সুতরাং কলিকাতার লোকের স্বভাব আপনি কিছুই জানেন না। আপনার যে ব্যবসা, কাজ কি, লোককে সন্দেহ কর্‌তে দেবারই বা দরকার কি? ঐখানে ছেড়ে রেখে যান, আমি কাচিয়ে ঠিক করে রেখে দেবো।"

বলিয়া, নির্ম্মলা রেলিং এর উপর কাপড়, চাদর ও ছাতি রাখিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

রাখু এই সময়ের মধ্যে আর একবার পরিধেয় বস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই বলিল,—"আমি কি আবার আসবো?"

"সে কি, এ আপনার ঘর, আপনি আসবেন না কেন? শুধু আসা কি, বল্‌তে ভুলে গিছলুম—আজ এই বাদলে হাত পুড়িয়ে আপনি রেঁধে খাবেন না। ঠাকুরের ভোগ দিয়ে আপনি এই খানেই প্রসাদ পাবেন। আমার নিমন্ত্রণ করা রইল।"

নির্ম্মলা চলিয়া গেল। এক দয়ার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে না করিতে আর এক দয়ার আয়ত্তে পড়িয়া রাখু গোটা কতক চক্ষুজলে গরদের কাপড়খানা সিঞ্চিত করিয়া লইল। তারপর বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া এবং ভিজা কাপড় চাদর নির্ম্মলার কথামত সেইখানেই রাখিয়া সেই বৃষ্টিতেই ছাতি খুলিয়া নামিয়া গেল।

এতক্ষণ ব্রজেন্দ্র ঘরের ভিতরে ইজিচেয়ারে ঠেশ দিয়া চোরটির মত চক্ষু মুদিয়া বসিয়া ছিল। আর হেমা এক একবার ঘর হইতে উঁকি দিয়া রাখুর চলিয়া যাইবার প্রতীক্ষা করিতেছিল। এইবার উভয়েই ঘর হইতে বাহির হইল।

হেমা দূর হইতে এক একবার মাত্র ক্ষণেকের জন্য দৃষ্টি দিয়া কর্ত্তৃ-ঠাকুরাণীর ক্রিয়া-কলাপ বুঝিতে পারিতেছিল না। এইবারে সে সিঁড়ির কাছে আসিয়া রাখুর পরিত্যক্ত অলক্তক-রঞ্জিত বস্ত্র দেখিল। বামুনের রাত্রিবাসের সেই অপূর্ব্ব নিদর্শন অতি উল্লাসে সে প্রভুকে দেখাইল। ফলে আবার সে ধমক খাইল। নূতন পূজারী আনিবার কথা প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু তাকে বলিল, গিন্নীকে না জিজ্ঞাসা করিয়া সে যেন আর কোন কিছু না করে। সকল কাজে বাধা পাইয়া হেমা যেন মনমরা হইয়া

গেল। রাত্রের ব্যাপার লইয়া প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য সে যে এতটা চেষ্টা করিতে গেল, বোকা প্রভুর জন্য সেটা তার সফল হইল না।

ইহার উপর তার প্রভুপত্নী যখন তাকে শুধু নূতন বামুন আনিতে নিষেধ করিয়া ক্ষান্ত হইল না, রাখুকে বলিতে, এমন কি, আর কাহারও কাছে পূর্ব্বরাত্রির একটিও কথা কহিতে নিষেধ করিল, তখন তার সমস্ত বুদ্ধি জমাট বাঁধিয়া তাহাকে একেবারে নীরব করিয়া দিল।

ইহার একটু পরেই বিশু আসিয়া ব্রজেন্দ্রকে শুনাইল, তাহার 'মা' ভোরবেলায় সেই যে গঙ্গাস্নানের নাম করিয়া বাহির হইয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত বাড়ীতে ফিরে নাই। সে এবং ঝি দুজনেই গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত তাহার অনুসন্ধান করিয়া আসিয়াছে, কোনও খোঁজ পায় নাই। এ কথা নির্ম্মলার শুনিতে বিলম্ব হইল না, ব্রজেন্দ্রই কালবিলম্ব না করিয়া কথাটা তাহাকে শুনাইয়া দিল। শুনিয়া যদিও নির্ম্মলা চারুর না আসায়, নষ্টামির একটা প্রণালী ছাড়া তার বিপদ সম্বন্ধে চিন্তিত হইবার কিছু দেখিল না, তথাপি সে স্বামীকে বলিল—"এরূপ অবস্থায় সেখানে তোমার একবার যাওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

বিশুকে আগে পাঠাইয়া, প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া ব্রজেন্দ্র চারুর বাড়ী চলিয়া গেল।

১২

দশটা বাজিয়া গেল, তবু ব্রজেন্দ্র ফিরিল না। পূজারী ঠাকুর অন্যান্য দিন ইহার পূর্ব্বে ঠাকুরের পূজা সারিয়া চলিয়া যায়, সেও ত আসল না। স্বামীর খবর লইতে নির্ম্মলা হেমাকে চারুর বাড়ী পাঠাইয়াছিল, এক ঘণ্টার উপর হইল, সেওত এখনও ফিরিয়া আসিল না।

নির্ম্মলা এইবারে বিশেষরূপ চিন্তিত হইল। সত্য সত্যই তবে কি সর্ব্বনাশী অনুতাপের জ্বালা সহিতে পারিল না, গঙ্গাজলে প্রাণটা বিসর্জ্জন দিল!

পূর্ব্বে যথার্থই নির্ম্মলার মনে চারুর মৃত্যুর আশঙ্কা উপস্থিত হয় নাই। সে ভাবিয়াছিল, মনের আবেগে হয়ত মেয়েটা কিছুক্ষণের জন্য কোথাও গিয়া থাকিবে। আবেগটা শান্ত হইলেই আবার সে ফিরিয়া আসিবে। এখন যেন তার মন বলিতেছে, সে আসিবে না।

কিন্তু ভট্‌চাজ্জি মশাই এখনও আসিল না কেন? তাহার না আসিবার একমাত্র কারণ হইতে পারে, পূর্ণপ্রকোপ না থাকিলেও, অবসানমুখে ঝড়ের এলোমেলো ভাব ও মাঝে মাঝে বৃষ্টি। কিন্তু এ কারণে নির্ম্মলা সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। স্বামী ফিরিয়া আসিবার অথবা হেমা সেখান হইতে কোনও সংবাদ আনিবার পূর্ব্বে যদি রাখু ঠাকুরের পূজা ও ভোগ সারিয়া যাইত, তা হ'লে সে যেন নিশ্চিন্ত হইতে পারিত। ইহার পর পূজার সময়ে যদি তাহার স্বামী অথবা হেমা হঠাৎ সে মেয়েটার মরার খবর লইয়া আসে? মেয়েটা নষ্ট হইলে কি হইবে—সে ভট্‌চাজ্জি মহাশয়ের স্ত্রী ত বটে! সে মরিলে তাঁর ত অশৌচ হইবে! সেরূপ অবস্থায় সে রাখুকে কেমন করিয়া ঠাকুর ছুঁইতে দিবে?

এগারটা বাজিতেও যখন কেহ কোনও দিক হইতে আসিল না, তখন পূজার জন্য রাখুর অপেক্ষা করা নির্ম্মলার অসম্ভব হইয়া উঠিল।

তেতলায় ছিল ঠাকুর-ঘর, সেইখানে বসিয়া নির্ম্মলা রাখুর অপেক্ষা করিতেছিল। সে ছাদে আসিয়া আলিসা হইতে মুখ বাহির করিয়া ডাকিল—"সরি।"

"তাকে আমি বাজারে পাঠিয়েছি বৌমা।"

নির্ম্মলা শুধু মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। তাহার শাশুড়ী বলিতে লাগিল,—"হেমা বাড়ীতে নাই, হিন্দুস্থানী চাকরটাও আসেনি—তুমি পূজারী ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ ক'রেছ মনে নেই?"

"যথার্থই সে কথা আমার মনে ছিল না ত মা! পাঠিয়ে ভালই করেছ।"

"কিন্তু পূজা ত এখনও ঠাকুরের হল না!"

"সেই জন্যই ত সরিকে ডাকছিলুম। ভট্‌চাজ্জি মশায় কন আসছেন না, জানতে তাকে পাঠাব।

"ব্রজেন্দ্র কি তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে?"

চমকিতার মত নির্ম্মলা প্রতি-প্রশ্ন করিল—"এ কথা তোমাকে কে বল্‌লে মা?"

"সরি বল্‌ছিল।"

"আমি যা শুন্‌লুম না, তা সরি কেমন ক'রে শুন্‌লে? সে কি বল্‌ছিল?"

"বলছিল, বাবু আর ও বামুনকে ঠাকুর ছুঁতে দেবেন না। তার স্বভাব নাকি ভাল নয়।"

"কই মা, আমি ত এ কথা তোমার ছেলের মুখে শুনিনি।"

"স্বভাব যদি ভাল না হয়, তাহ'লে তাকে পুজো করতে দেওয়া ত উচিত নয়।"

"নিশ্চয়। তোমার ছেলে এলে এ কথা তাকে জিজ্ঞাসা করব।"

"ব্রজেন্দ্রই বা আজ এমন দিনে কোথায় বেরুলো বউমা?"

"একটা বিশেষ জরুরি কাজের জন্য আমিই তাঁকে এক জায়গায় পাঠিয়েছি।"

"পাঠাবার কি আর দিন পেলেনা মা?"

"তাঁর ফিরতে যে এতটা দেরি হবে, সেটা তখন বুঝতে পারিনি। তাঁকে ডেকে আনতে হেমা হতভাগাটাকে পাঠালুম, সেও এখনও ফিরছেনা কেন বলতে পারি না।"

"বামুন যদি না আসে, তাহ'লে পুজোর কি হবে?"

"বামুনের আসা না আসার কথা তোমার ছেলেই যদি জানে, সেই এসে পুজো করবে।"

শাশুড়ী বুঝিল, বউএর একটু রাগ হইয়াছে। সে বলিল—"ছেলের উপর রাগ করবার কথা কিছুইত নেই মা।"

নির্ম্মলা উত্তর করিল না।

শাশুড়ী তখন কথাগুলা যতটা পারিবার, মিষ্ট করিয়া বলিল—

"রাগ ক'রনা বউমা, ছেলে আমার মূর্খ নয়। তোমার ননদের পানে আর চাওয়া যায় না—বুঝেছ?"

"শুধু ননদ কেন মা, স্বভাব খারাপ হ'লে, আমরাই বা কেমন ক'রে তার সুমুখে দাঁড়িয়ে কথা কব!"

"কলতলায় একখানা কাপড় দেখলুম, সেখানা কার? সরি বললে, ভট্‌চাজ্জি মশা'র।"

"সরি ঠিক বলেছে, সেখানা তাঁরই কাপড়।"

"সেখানায় কি রঙ লেগে রয়েছে দেখলুম।"

"বোধ হচ্ছে আলতা।"

"তুমি দেখেছ?"

"দেখেই ত তাঁকে সে কাপড় ছাড়িয়ে দিয়েছি।"

"তাতে একখানি আস্ত পায়ের দাগ।"

এ কথায় নির্ম্মলা হাসিয়া ফেলিল।

"মিছে কথা কইনি বউ মা—বিশ্বাস না হয়, তুমি দেখে এসো।"

"মিছে কথা কেন হবে মা—আমিও তা দেখেছি।"

"তবে?"

ঠিক এই সময়ে শুভা উপরে আসিয়া বলিল—"সব রঙ উঠিয়ে দিয়েছি বৌদি।"

বলিয়াই সে নির্ম্মলাকে ঠাকুর কাপড় দেখাইল।

"তাইত রে, ধোপানীকে হারিয়ে দিয়েছিস্ যে। যা ভাই, বারান্দার ভিতরে কাপড়খানা শুকুতে দে। ভটচাজ্জি মশাইয়ের যাবার আগে যেন শুকিয়ে যায়।"

শুভা চলিয়া গেল। যতক্ষণ সে ছিল, তার মা শুধু অবাক হইয়া চাহিয়া ছিল। চাহিতে চাহিতে তার মুখখানা রাগে রাঙা হইয়া উঠিল। নির্ম্মলা তার মুখখানা দেখিল, তাহাকে লুকাইয়া একটু হাসিল।

কন্যা চলিয়া গেলে, যখন তার মা নির্ম্মলার দিকে ফিরিল, তখনও তার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না।

"কি মা, তোমার মেয়েকে দিয়ে ওই কাপড় কাচিয়েছি ব'লে কি তোমার রাগ হ'ল?"

"আমার রাগে কার কি এসে যায় মা! আমি তোমাদের আশ্রয়ে আছি।"

"এইটেই যে রাগের কথা হল মা—আমি জানতুম, আমরা, তোমার ছেলে, মেয়ে, নাতী, নাতনী—সব তোমারই আশ্রয়ে আছি।"

এমন মনুষ্যত্ব-হীনতা শুভার মায়ের ছিল না যে, এরূপ কথাতেও তার মুখ প্রফুল্ল না হয়। শুধু তার মুখ প্রফুল্ল হইল না, তার চোখের কোণে জল আসিল। বলিল—"আমিও মা ব্রজেন্দ্রকে যে পেটে ধরিনি, এ একদিনের জন্যও মনে করতে পারিনি, মিছে কইব কেন, রাগ আমার হয়েছিল। বোকা মেয়ে, আইবুড়ো ননদকে দিয়ে—"

"আমি নিজেই কাচছিলুম মা, আবাগী পায়ে এমন রং লাগিয়েছে, কোনও মতে তুলতে পারছিলুম না দেখে, তোমার মেয়ে উপরপড়া হয়ে কেড়ে নিলে।"

"আবাগী কে?"

"গরীব ব্রাহ্মণের উপর তার অত্যাচারের যেটুকু বাকী ছিল, আবাগী তার কাপড়ের উপর দেখিয়েছে।

"আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না বউমা, আবাগী কে?"

আবাগীর পরিচয় দিবার একটা সুবিধা নির্ম্মলার ঘটিয়াছিল, কিন্তু বলিবার মুখে তার এমন একটা সঙ্কোচ আসিল যে, কিছুতেই কথা তার মুখ হইতে বাহির হইল না। এদিকে তার শাশুড়ী সাগ্রহ দৃষ্টিতে উত্তরের প্রতীক্ষায় তার মুখের পানে চাহিয়া। কি করে, নির্ম্মলাকে বলিতে হইল, সে চরণচিহ্নটির অধিকারিণীর কথা—"মা! সেটি তোমার ছেলের সো-রাণীর।"

অতি বিস্ময়ে নির্ম্মলার চোখের উপর বিস্ফারিত দৃষ্টি রাখিয়া 'মা' বলিয়া উঠিল—"বলিস্ কি গো! ব্রজেন্দ্র কি তবে বামুনকেই খুন করতে বন্দুক নিয়ে যাচ্ছিল?"

এ কথার উত্তর নির্ম্মলা দিতে না দিতে নীচে হইতে এক কণ্ঠস্বরে উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

"ঠাকুর মা কোথায় গো!"

কথা শুনিয়াই নির্ম্মলা বুঝিল, স্বামী নিরীহ ব্রাহ্মণের উপর ঈর্ষায় একটা অকার্য্য করিয়া বসিয়াছে। তার মুখ দেখিতে দেখিতে মলিন হইয়া গেল। শুভার মা বুঝিল, সে চরিত্রহীন বামুনটাকে সত্য সত্যই ব্রজেন্দ্র আর ঠাকুর ছুঁইতে দিবে না।

কুতুহলীর মুখ লইয়া সে সম্বোধনকারীর উপরে আসার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

উভয়েই বুঝিল, কে আজ পূজা করিতে আসিতেছে।

তাহার নাম মধুসূদন। যজমানেরা বলিত 'মধুঠাকুর'। রাখুর পূর্ব্বে ব্রজেন্দ্রের বাড়ীতে সে পূজারীর কার্য্য করিত। পূজার পদ্ধতি ভাল জানিত না, আর মন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারিত না বলিয়া, ব্রজেন্দ্র রাখুকে তাহার স্থানে ঠাকুর পূজার কাজে নিযুক্ত করিয়াছিল। উভয়েই বুঝিল, সেই মধুই পূজারির কাজে পুনর্নিযুক্ত হইয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিবার পর মধুর সিঁড়িতে উঠার শব্দ যেই নির্ম্মলার কাণে গেল, অমনি সে আপনাকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিয়া শাশুড়ীকে বলিল—"মা! আর বিলম্ব না ক'রে তুমি ঠাকুরের ভোগ নিয়ে এসো।"

প্রকৃতিস্থ বলিলাম কেন, এই ক্ষণমাত্র সময়ের মধ্যে এতগুলা চিন্তা একসঙ্গে তার মনকে আক্রমণ করিয়াছিল যে, সেই ক্ষুদ্র পল টুকুর মধ্যে সে আপনাকে এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিল।

"যাও মা, আর দাঁড়িয়ো না।"

"তাইত, ব্যাপারটা কি বউ মা?"

"আর ব্যাপার বোঝবার সময় নেই মা, বুঝতে পারছি, ঠাকুরের অদৃষ্টে আজ উপবাস আছে, তবু তাঁর সুমুখে অন্নপাত্র ত একবার ধরতে হবে।"

বলিয়া নির্ম্মলা ঠাকুর-ঘরে চলিল।

১৩

তে-তালায় আসিবার দ্বারে পৌছিয়াই, শুভার মাকে দূর হইতে যেমন দেখা, মধু বলিয়া উঠিল—"কি গো ঠাকুর-মা, কেমন আছেন?"

হারানো চাকরির পুনঃ প্রাপ্তির উল্লাস—ঠাকুরমার কাছে আসিয়া কথা কহিতে মধুর দেরি সহিল না। তার উল্লাসের উচ্চারিত কথা নির্ম্মলা অতি দূর হইতেও শুনিতে পাইল। শুনিয়া একবার সে মুখ ফিরাইল মাত্র, নিজে আর ফিরিল না।

শুভার মা সেটা দেখিল। তার কৌতুহল-রঞ্জিত দৃষ্টি সেই সঙ্গে সপত্নীপুত্রবধূর মুখে এমন একটা বিবর্ণতা দেখিতে পাইল যে, নির্ম্মলার অদৃশ্য হইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত শুভার মা চোখকে আর মধুর দিকে ফিরাইতে পারিল না।

"কি ঠাকুর মা, কথা শুনতে পেলেন না?"

"কেও, মধু!"

"সেই মুখ্‌খু মধু। কেমন আছেন?"

শুভার মা উত্তর দিল না। সে মধুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"দেখে আশ্চর্য্য হবারই কথা ঠাকুর মা!"

"তুমি যে আজ পুজো করতে এলে?"

"আবার আসতে হ'ল। নারায়ণ ত আর মন্তর খান না, বুজরুকিও খান না—খান শুধু ভক্তি। তাই আবার মুখ্‌খু মধুকে টান দিলেন।"

"ও ঠাকুর কি আর আসবে না?"

"আবার! কর্ত্তা মশাই তাকে গলায় হাত দিয়ে বাসা থেকে বার ক'রে দিয়েছেন!"

তাহারা অনেক পূজারি এক বড় পূজারির আশ্রয়ে কার্য্য করিত। ব্রজেন্দ্র প্রভৃতি বহু গৃহস্থ তাহারই যজমান। একা বহুলোকের গৃহে পূজা করা অসম্ভব বলিয়া চারি পাঁচজন ব্রাহ্মণ যুবককে

সে পূজার জন্ত নিযুক্ত রাখিত। রাখু তাহাদেরই মধ্যে একজন। বৃদ্ধকে তাহারা 'কর্ত্তামশাই' বলিত। তাহারা কর্ত্তামশায়েরই সঙ্গে এক বাড়ীতেই থাকিত। যে যেখানে পূজার সামগ্রী চাল, কলা, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন পাইত, সমস্তই কর্ত্তার সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইত। সেই সব আতপ তণ্ডুল হইতেই তাহাদের মধ্যাহ্নের আহার চলিত।

'কর্ত্তামশায়' কে শুভার মা'র বুঝিতে বাকি ছিল না। এটাও বুঝিতে তার বাকি রহিল না, ব্রজেন্দ্রের রক্ষিতার ঘরে ওই মুখচোরা ভিজে বিড়ালের মত বামুনটা কল্যের সমস্ত রাতটা যাপন করিয়াছে।

তথাপি, যেন কিছুই জানে না, এমনিভাবে বিস্ময়ের মত শুভার মা প্রশ্ন করিল—"কেন মধু ?"

"আপনার আর সে কথা শুনে কাজ নেই ঠাকুর মা! সে অতি কুৎসিৎ কথা।" তারপর বলিবে না করিয়া, শুভার মার শুনিবার আগ্রহে রাখুর চরিত্রগত এক কুৎসা মধুঠাকুর তাহাকে শুনাইয়া দিল যে, শুভার মা'র পিসশ্বশুর কর্ত্তও রাখুর তকটি নিন্দা শুনিবার জন্ম প্রস্তুত ছিল না। "রাখু চিরটা কাল যাত্রার দলে ঢোল পিটিয়া দেশ বিদেশে ঘুরিয়াছে। তার স্ত্রী স্বামীর চরিত্র-দোষের জন্ম জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। কুলীন হইলেও এই চালচুলা না থাকায় চরিত্রহীনটিকে আর কেহ কন্যাদানে সাহসী হয় নাই। স্বভাবের দোষের জন্ম, যে মামার বাড়ীতে সে আজন্ম মানুষ হইয়াছে, সেখানেও আর তার স্থান নাই। তার মামী—রাখুর মামার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—হতভাগাটাকে বাড়ীতে রাখিতে সাহস করে নাই। সেইটে আবার কলিকাতায় আসিয়া ভাল মানুষটি সাজিয়া বোকা কর্ত্তামশায়ের চোখে সে ধুলা দিয়াছিল। 'বাবু' নিতান্ত সরল, মা, ঠাকুর মা—ইহারা ত মাটির মানুষ—ইহাদের যে সে ধূর্ত্ত সহজে ভুলাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি! কিন্তু সাধু সাজিলে কি হইবে, স্বভাব ত আর পরিচ্ছদে ঢাকা পড়ে না! দুধ দিয়ে জল খাওয়া'ত চিরদিন চলে না, বামুনের পুরুতগিরিতে একটা 'নটীর' ঘরে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছেন।"—সমস্ত কথা বিনাইয়া বিনাইয়া মধু শুভার মাকে শুনাইল।

তবে কে যে সে কথা প্রকাশ করিল, একথা মধুসূদন হিসাব করিয়া বলিতে পারিল না। কিন্তু ধরা পড়াটা যে ঠিক, একথা সে শালগ্রাম ছুঁইয়া হলফ্ করিয়া বলিতে প্রস্তুত ছিল।

সে রকম অসৎ স্বভাবের লোক দিয়া ত আর ব্রজেন্দ্র বাবুর মত মহৎ লোকের বাড়ীতে পূজার কাজ চলিতে পারে না, তাই 'ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা' বিপত্তির মধুসূদনকে আবার সেখানে আসিতে হইয়াছে।

আরও কতক্ষণ তাহারা কথা কহিত ঠিক ছিল না, কেননা উভয়েই যে যার কর্ত্তব্য ভুলিয়াছিল যদি না নির্ম্মলা মধুর ঠাকুরঘরে প্রবেশের অযথা বিলম্ব দেখিয়া সেখানে উপস্থিত হইত।

তাহাদের উভয়কেই দু'একটা মিষ্ট তিরস্কার করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও নির্ম্মলা তাহাদিগকে কিছু বলিল না। কিন্তু তাহার না বলা, কিছু না বলার অপেক্ষা অধিক তিরস্কারের কাজ করিল। দুইজনেই অপরাধীর মত অনেকক্ষণ নিস্পন্দের মত দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু শুভার মা যখন দেখিল, কোনও কথা না কহিয়া, তাহার সম্মুখ-পুত্রবধূ চলিয়া যায়, তখন তাহাকে শুনাইয়া মধুকে বলিল—"যা'ও মধু, বউমা পুজোর আয়োজন ক'রে এসেছে; বাবু তোমাকে যখন আসতে বলেছেন, তখন তোমার অপরাধ কি।"

"বাবু আসতে না ব'লে পাঠালে আসব কেন ঠাকুর মা!"

উভয়ে উভয়দিকে চলিয়া গেল।

ঠাকুরের অন্নভোগ শুভার মা রাঁধিত এবং ভোগের পর প্রসাদ গ্রহণ করিত। ব্রাহ্মণ-পুত্রের বিধবা সে, অন্যের সে অন্ন স্পর্শের অধিকার ছিল না। থাকিলে, নির্ম্মলা নিজেই তাহা ঠাকুর ঘরে বহন করিয়া লইয়া যাইত। ওই বিশ্বাসঘাতী বামুনটার মুখ হইতে রাখুঠাকুরের নিন্দা শুনিতে শাশুড়ীর অমন আগ্রহ দেখিয়া তাহারও উপরে তার একটা রাগ হইয়াছিল। মধু কি বলিয়াছে যদিও সে শোনে নাই, কিন্তু রাখুর চরিত্র সম্বন্ধে সে যে অনেক কথা বলিয়াছে, ইহাতে নির্ম্মলার সন্দেহ মাত্র ছিল না। সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল, রাখু পূজা করিতে আসুক আর নাই আসুক, ও বামুনকে ত সে কখনই পূজারি নিযুক্ত হইতে দিবে না।

আজ-কখন খুকিকে সে কোলে করিতে পারে নাই, আর এক ঝিয়ের কোলে দিয়া তাহাকে বাহিরে পাঠাইয়াছে। কন্যাকে দেখিবার ব্যাকুলতায় নির্ম্মলা

সর্ব্বনিম্নতলে সদরে বাহির হইবার দোরে উপস্থিত হইয়াই যেমন ডাকিল 'ঝি', অমনি পিছন দিক হইতে শুভা তাহাকে ডাকিয়া উঠিল—"বৌদি!"

নির্ম্মলা পিছনে চাহিয়াই দেখিল—শুভা।

"কি র‍্যা?"

"পুরুত মশাই চ'লে যাচ্ছেন কেন?"

কে পুরুত নির্ম্মলার বুঝিতে বাকি রহিল না। নির্ম্মলা দেখিল, শুভার একহাতে ছাতি, অন্য হাতে গরদের কাপড়।

"চ'লে গেলেন!"

"বোধ হয় গেছেন। আমার হাতে এই দু'টো দিয়ে বললেন, 'তোমার বউদি'কে দিও। আর ব'ল আমার এখানে খেতে আসা হবে না, আজই আমি দেশে যাব।"

"তিনি চ'লে গেলেন কি না, একবার দেখে আসবি শুভা?"

"বাইরে যাব?"

"তুই যা, কেউ কিছু বলে, জবাবদিহি আমার।"

শুভা চলিল, একটু দ্রুতই চলিল। নির্ম্মলা আবার তাকে বলিল—"দেখতে পাস্ ডেকে আনবি, আমার নাম ক'রে।"

১৪

মধু যতটা বলিল, ততটা না হইলেও, রাধুর ভাগ্যে কর্ত্তামশায়ের তিরস্কারটা বড় কম হয় নাই।

নির্ম্মলার নিকট হইতে কাপড় ও ছাতি লইয়া প্রথমে সে অপরাপর যজমানদের বাড়ী পূজা সারিতে চলিয়া গেল। নির্ম্মলাদেবীর নিমন্ত্রণে যখন সে না বলিতে পারিল না, তখন সে স্থির করিল, সব কাজ শেষ করিয়া ব্রজেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে যাইবে এবং পূজাশেষে ঠাকুরের ভোগ দিয়া নিমন্ত্রণ সারিয়া বাসায় ফিরিবে। সেখানে কর্ত্তামশাইকে ঠাকুরপূজার জন্য অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়া সে কলিকাতা, বোধ হয় চিরদিনের জন্যই, ত্যাগ করিবে। সম্পূর্ণ বুঝিতে না[illegible]রিলেও, রাধু-চারু চারু-রাধু এই ভাবটা এমন একটা উন্মত্ত-করা ছায়াভাবে তাহাকে অভিভূত করিয়াছে যে, দেশে ফিরিয়া কিছুকাল নির্জ্জনে চক্ষুজল না ফেলিতে পারিলে, সে যেন পূর্ব্বরাত্রির সেই স্বপ্নকথা স্মৃতি হইতে মুছিতে পারিবে না। কলিকাতায় থাকিলে, তাহার পা দু'টা হয়ত কোনদিন তাহার অন্যমনস্কতায়, তাহাকে চারুর বাড়ীতে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু আবার যাইলে আর কি সে পূর্ব্বরাত্রির সে-জীবনের সেই অভিনব-আস্বাদিত আনন্দ উপভোগ করিতে পাইবে? চারুর সে সজল বিলোল দৃষ্টির ভিতর দিয়া তার সেই কিন্নরকণ্ঠের অশ্রুত মধু-গীতি, আবেদন—আনন্দের পূর্ণভারে আর কি তার সমস্ত হৃদয়টাকে একটা অপূর্ব্ব উল্লাসকর পীড়নে চাপিয়া ধরিবে! তার প্রাণটা কেবল বলিতেছে চারু রাধু হো'ক। কিন্তু তা হওয়ার সম্ভাবনা সে যে কল্পনার কোনও দিক দিয়া অনুমান করিতে পারিতেছে না! রাধু চারু হো'ক একথা কিন্তু মনের একটা কোণ হইতেও সে উচ্চারিত করিতে পারিল না। গৃহস্থ-কন্যা, বিশেষতঃ বঙ্গ পল্লীর দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুলবধূ এমন হীনব্যবসায় অবলম্বন করিতে কেমন করিয়া এই এতবড় জনাকীর্ণ সহরের ভিতর আসিবে? যদিই বা এ অসম্ভব সম্ভব হয়, তা সেটা তার স্বামীর কি অপরাধে হইবে? রাধু চারু একথা মনে মনে উচ্চারণ করিতে গিয়াও মৃত্যু নিজে আসিয়া যেন তার গলাটা চাপিয়া ধরিবার উপক্রম করিল।

সে স্থির করিল, পূজাকার্য্যে ইস্তফা দিয়া শুধু সে দেশে ফিরিবে না, ফিরিয়া বিবাহ করিবে। সে দরিদ্র হইলেও বড় কুলীন। তাহাকে ঘর-জামাই করিবার জন্য ইহার পূর্ব্বে অনেক স্থান হইতে অনেক চেষ্টা হইয়াছিল—সে রাজী হয় নাই। সে পল্লী গ্রামে বসিয়া বসিয়া অনেক ঘর-জামা'য়ের দুর্দ্দশা দেখিয়াছিল। শুধু তাই নয় ঘর-জামা'য়ের পুত্র হওয়ার যে কি লাঞ্ছনা, মামীর নিকট হইতে ব্যবহার পাইয়া সে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিল। সেই জন্য এতকাল সে বিবাহ করে নাই, গান বাজনার চর্চ্চায় এতকাল মনটাকে সংসার হইতে সে উদাস করিয়া রাখিয়াছিল।

এতদিন পরে আবার তাহার বিবাহে ইচ্ছা হইল। বিবাহের ফল যাই হ'ক, না করিলে চারুর স্মৃতিযন্ত্রণার দায় হইতে কিছুতেই সে নিষ্কৃতি পাইবে না।

সে মধ্যবৃত্তি অগ্রাহ্য করিয়া, এখানে সেখানে পা ফেলিয়া কোনও রকমে যজমানদের বাড়ীর পূজা সারিতে ব্রজেন্দ্রের বাড়ী হইতে বাহির হইল।

এক ব্রজেন্দ্র বাবু ছাড়া অপর সকল যজমানদের পূজা করিয়া সে একবার বাসায় ফিরিতেছিল। তখনও মাঝে মাঝে বৃষ্টি। ছাতি লইয়াও সে পরিধেয় বস্ত্রকে ভিজা হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। সুতরাং সে-কাপড় পরিবর্ত্তনেরও তার প্রয়োজন হইয়াছিল।

বাসাবাড়ীর দ্বারমুখে যেই সে প্রবেশ করিবে, অমনি সে দেখিতে পাইল, হেমা বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইতেছে। তাহাকে দেখিয়াই হেমা কতকটা সঙ্কুচিতের ভাব দেখাইল। রাখু সেটা লক্ষ্য করিল। ব্রজেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময়েও সে আর একবার হেমার এইরূপ ভাবের মত একটা ভাব দেখিয়াছিল। কিন্তু সঙ্কোচের কোনও কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"পূজার তাগিদ করতে এসেছ নাকি হেমচন্দ্র?"

হেমচন্দ্র অর্দ্ধোচ্চারিতস্বরে উত্তর করিল,—"হুঁ।"

"বাড়ীতে গিয়া তোমার মাকে বল, আমি যত শীঘ্র পারি যাচ্ছি।"

হেম এ কথার কোনও উত্তর দিতে না দিতে, পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিল—"আর তোমাকে সেখানে যেতে হবে না।"

হেমার পশ্চাতে কিছু দূরে রাখু প্রশ্ন-কর্ত্তাকে দেখিতে পাইল। সে কর্ত্তামশায়ের ঝি। নামে ঝি হইলেও কার্য্যে সে এক রকম বাসার কর্ত্রীই ছিল। যে সকল ব্রাহ্মণসন্তান সেখানে থাকিয়া পূজারির কাজ করিত, তাহাদের অধিকাংশই তাহাকে মাসী বলিয়া ডাকিত। অবশিষ্ট অল্প-সংখ্যকদের মধ্যে যাহারা এই নারীর সহিত কোনও সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করে নাই, রাখু তাহাদের মধ্যে একজন। কিন্তু সে তাহাকে যে নামে সম্বোধন করিত, স্বয়ং কর্ত্তামশাইও একদিনের জন্য তাহাকে সে কথা বলিতে সাহসী হয় নাই। রাখু তাহাকে বলিত ঝি, কর্ত্তামশাই দিবসের অধিকাংশ সময় বলিত 'ওগো'। নিতান্ত দূরে থাকিলে কিম্বা চোখের অন্তরাল হইলে কখন কখন নাম ধরিয়া তাহাকে যেন আপ্যায়িত করিত। অবশ্য অনেকেই এই সম্বোধন বাক্যের ভিতর দিয়া কর্ত্তা-মশায়ের সঙ্গে এই পরিচারিকার একটা সম্বন্ধের আভাষ দেখিতে পাইত। দেখিলেও সে কথা কেহ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিত না।

তার কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রাখু ভিতরে আর হেমা বাহিরে চলিয়া আসিল।

রাখু ঝিকে বলিল—"একেবারে, না আজ?"

ঝি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল—"বোধ হয়।"

"কি বোধ হয় ঝি,—আর কি আমাকে কোনও দিন ব্রজেন্দ্রবাবুর বাড়ী যেতে হবে না?"

"বোধ হয়।"

শুনিয়া রাখুর মুখখানা সহসা মলিন হইয়া গেল, অথচ নিজে সে ঝিয়ের উত্তরের কোনও অর্থ বুঝিতে পারিল না।

ঝি তার মুখ দেখিয়া হাসিল। বলিল—"কেন যেতে হবে না বুঝতে পেরেছ ঠাকুর?"

"বুঝতে পারিনি ঝি!"

"খুব ন্যাকামি জান ত দেখছি। কাল কোথায় রাত কাটিয়েছ মনে নেই?"

রাখুর মুখ দেখিতে দেখিতে আরক্তিম হইল।

"মনে পড়েছে?"

ঝি হাসির তরঙ্গ রোধ করিতে পারিল না। এইরূপ বিদ্রূপ-হাসি রাখুকে যেন আরও অপ্রতিভ করিয়া দিল।

ঝি বলিতে লাগিল—"ভিজে বিড়ালটির মত থাক, ওমা, তোমার ভেতরে এত ছিল!"

রাখু এখনও কোন উত্তর দিতে পারিল না, কোনও কথা সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। একবার অন্যমনস্কের মত পিছনে চাহিলেই দেখিল, হেমা আড়ি পাতিয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছে।

রাখুর সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই হেমা সন্ত্রস্তের মত সরিয়া গেল।

তাহার মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছে না দেখিয়া, কথায় এইবারে অনেকটা করুণার সুর বাঁধিয়া ঝি বলিল—"গরীবের ছেলে, দু'পয়সা রোজকার করতে কলকেতায় এসেছ, এমন বোকামিও করে। কলকেতা সহর—আমোদ করবার কি আর জায়গা ছিল না, তাই বেছে বেছে বাবুর মেয়েমানুষটির ঘরেই ঢুকেছ?"

রাখু এইবারে বুঝিল—পূর্ব্বরাত্রির কথা তার মনে পড়িল—সে তবে ব্রজেন্দ্র বাবুরই রক্ষিতার গৃহে আশ্রয় পাইয়া সারারাত পরম আনন্দে অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছে।

"তুমি কি মনে করেছ ঝি?"

সে বয়সে, হাসিকে যতটা কোমল, মধুর করিবার করিয়া ঝি উত্তর করিল— আমি ত যা মনে করবার করেইছি, আর পাঁচজনে আরও কত রকম মনে করেছে, যারা তোমার কীর্ত্তিকলাপ দেখেছে।"

রাখুর মাথাটা অবনত হইল। সেই ঝঞ্ঝা-গর্ভ ঘনতমসার রাত্রি চারুর সঙ্গে তার মধুর মিলনের এত সাক্ষী উপস্থিত করিয়াছিল।

ঝি তার অবস্থা দেখিয়া কতকটা ক্ষুণ্ণ হইল। রাখুকে আশ্বস্ত করিতে সে বলিল—"যা হ'য়ে গেছে, তার জন্য ভেবে ত কোনও ফল নেই। কর্ত্তামশায়ের সঙ্গে দেখা কর। বুড়ো যা বলবে, সব কথা কাণে তুলো না। আমি এখুনি ফিরে আসছি। এসে যা বলতে কইতে হয়, আমিই বলব, তুমি কোনও উত্তর ক'র না।"

বলিয়াই ঝি চলিল। চলিতে চলিতে একবার মুখ ফিরাইয়া যখন সে দেখিল, রাখু পাথরের মূর্ত্তির মত ভূমির উপরে নিরর্থক দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া এখনও সেইভাবেই দাঁড়াইয়া আছে, তখন নারীসুলভ স্নেহোচ্ছল কথায় তাহাকে বলিয়া উঠিল—"পুরুষ-মানুষ, কিসের লজ্জা এত তোমার? যাও, বুড়োর সঙ্গে দেখা কর। আর না পার, আমার ফিরে আসার অপেক্ষা কর। ব্রজেন্দ্রবাবুর বাড়ী আর যেতে না চাও, কলকেতায় কি আর পুজো করবার বাড়ী নেই? তবে বাবুর সঙ্গে তোমার দেখা করবার প্রয়োজন নেই। বাঁরা তবলা বিছানায় গড়াগড়ি দেখে রাগে সে একেবারে আগুন হ'য়ে গেছে। তুমি গরীবের ছেলে, সে বড়লোক। টাটকা রাগ, হঠাৎ একটা অপমান ক'রে বসতে পারে।"

আরও দুই চারিটা আশ্বাসের কথা তাহাকে শুনাইয়া ঝি চলিয়া গেল।

মাথা হেঁট করিয়া রাখু ব্রজেন্দ্র সম্বন্ধেই চিন্তা করিতেছিল। ঝির মুখে ব্রজেন্দ্রের নাম সেটা আরও প্রখর করিয়া তুলিল। সে মনে করিতেছিল, ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে একবার দেখা করিবে, তাহাকে সমস্ত ঘটনার কথা সরলভাবে বলিবে। কলিকাতা ত্যাগ ত সে করিবেই—চোরের মত ত্যাগ করিবে কেন? ঝির কথায় বুঝিল, বাবুর সঙ্গে দেখা করায় অপমান ভিন্ন তার অন্য লাভ ঘটিবে না। চরিত্রগত দুর্ব্বলতায় বাবু ত সরল চোখে তার নিষ্কলঙ্ক মুখের পানে চাহিতে পারিবে না। লালসা-কোলাহলে বধির কর্ণ মুখের সত্য কথাগুলা ত ব্রজেন্দ্রের হৃদয়ের কাছে উপস্থিত করিবে না; চলফ করিয়াও যদি সে বাবুকে রাতে যা যা ঘটিয়াছে, শুনাইয়া দেয়, এ মর্ম্মাহত শক্তিমান ধনী ত তার একটা কথাও বিশ্বাস করিবে না।

ব্রজেন্দ্রের ক্রোধের মাত্রাটা অনুমান করিতে গিয়া রাখু শিহরিয়া উঠিল। তার বেশ বোধ হইল, এখন অদৃষ্টে যাই থাকুক, চারুর ঘরে এই বাবুর চোখে না ফেলিয়া ভগবান তাহাকে বেশ্যা-গৃহে অপঘাত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনার ভ্রমটাও সে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিল, কি একটা অশুভক্ষণে স্মৃতির মোহে চারুকে রাধীর মত দেখিয়া আত্মহারা সে এমন একটা কাজ করিয়াছে যে, এতদিনের দুঃখ-দারিদ্র্যের ভিতরেও যে মূল্যবান বস্তুটি কাল পর্য্যন্ত কেহ তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতে পারে নাই, আজ তাহা, সেই তার চির-নির্ম্মল চরিত্র-খ্যাতি সহসা কর্দ্দমসিক্ত হইয়া কলিকাতার পথে যে-সে লোকের পদদলনে মথিত হইয়া চলিয়াছে। তার নিষ্কলঙ্কতা বুঝাই-বার কোনও উপায় না দেখিতে পাইয়া সে চক্ষু বুজিল।

বুজিবার সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখের ভিতরে ফুটিয়া উঠিল,—দীপালোকের শত সূক্ষ্ম রশ্মির তারে-গাঁথা সেই অপূর্ব্ব গানের আধারে চারুর হাস-অশ্রুর প্রয়াগ-সঙ্গম মুখশ্রী। একটি পলক-ব্যাপী রূপের ইঙ্গিতে যেন আকাশ হইতে মর্ম্মবেদনা মাখিয়া সে তাহাকে শুনাইতে বলিয়া উঠিল—"ওগো, আমাকে ছেড়ে দিয়ো না।"

সে স্থির করিল, ভাগ্যে যাহাই থাকুক, কলিকাতা ত্যাগের পূর্ব্বে ব্রজেন্দ্র বাবুর সঙ্গে একবার সে দেখা করিবে।

কর্ত্তামহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইতেই, রাখুর যথেষ্টই তিরস্কার ভাগ্যে ঘটিল। ঘটিল তার অনেক সম-কক্ষীর সম্মুখে। তাহারাও বৃদ্ধের তিরস্কারের সঙ্গে দুই একটা টিট্‌কারীর কথা যোগ না করিয়া নিরস্ত হইতে পারিল না। যে ভয়ে রাখু চারুর দত্ত পট্টবস্ত্র পরিয়া তাহার বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারে নাই, তাহাও সে এড়াইতে পারিল না—বাড়ী-ওয়ালার ঘরের মেয়েরা, গৃহিণী হইতে ছোট ছোট মেয়ে, বউ পর্য্যন্ত রাখুর রাত্রি-বিলাস কথা শুনিতে অন্দরের দুয়ারে আসিয়া কবাটের ফাঁকে ফাঁকে চোখ দিয়া দাঁড়াইল।

সে সমস্ত উপেক্ষা করিয়া রাখু আপনার যা কিছু সব লইয়া ক্রুদ্ধ কর্ত্তার নির্দ্দেশ মত বাসা পরিত্যাগ করিল।

১৫

ব্রজেন্দ্রের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া রাখু যখন বাহিরে কাহাকেও দেখিতে পাইল না, তখন যেদিক দিয়া প্রতিদিন ঠাকুর পূজা করিতে যাইত, সেই পথ ধরিয়া সে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। সেখানে মেয়েদের মধ্যে কাহাকেও সে দেখিতে পাইল না। বাধ্য হইয়া তাহাকে উপরে উঠিতে হইল।

যে সময় নির্ম্মলা ও শুভার মা'র মধ্যে তার সম্বন্ধেই কথা বার্ত্তা হইতেছিল, তখন ত্রিতলে উঠিতে রাখুর মাত্র পাঁচ ছয়টা সিঁড়ি বাকি। দৈব-নির্ব্বন্ধে সে সেই কথাগুলা শুনিতে পাইল। শুনিবামাত্রে তার মনে হঠাৎ যেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তার সংকল্পিত পদদ্বয় আর তাকে উপরে উঠিবার সাহায্য করিল না। ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের সাহসও সে হারাইল।

অতি সন্তর্পণে নামিয়া আসিতে যেমন সে সর্ব্ব-নিম্ন সোপানে পা দিয়াছে, অমনি সে দেখিতে পাইল, আবরণমুক্ত বক্ষ দুই হাতে ঢাকিয়া শুভা তাহাকে দেখিয়া পলাইতেছে। শুভা কলতলা হইতে স্নান সারিয়া উপরে উঠিতেছিল। রাখু বুঝিল, চোরের মত চলিয়া আসা কাজটা তার বড়ই অন্যায় হইয়াছে। নহিলে তার পদশব্দে বালিকা নিজেকে সাবধান করিতে পারিত।

এখন আর সে ভুল সংশোধনের উপায় নাই বুঝিয়া পলায়নপর বালিকাকে সে সম্বোধন করিয়া বলিল—"দিদি। তোমার বৌদি' এই কাপড় চাদর আমাকে আজ ব্যবহার করিতে দিয়েছিলেন, এইখানে রেখে যাচ্ছি, তুমি তাঁকে দিও।"

ইহার মধ্যে শুভা কাপড় ঠিক করিয়া লইয়াছে। সে মুখ ফিরাইয়া বলিল—"আপনি আজ পুজো করবেন না?"

"না।"

"কেন?"

"সেটা তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা ক'র।"

"বৌদি যে আপনাকে আজ নিমন্ত্রণ ক'রেছেন।"

"আমি থাকতে পারব না। আজই আমাকে দেশে ফিরতে হবে। খেতে গেলে গাড়ী পাব না। তোমার বৌদি'কে ব'ল।"

উত্তরের আর অপেক্ষা না করিয়া রাখু একেবারে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া আসিল।

যদি সেই সময় হঠাৎ বৃষ্টির একটা বড় রকমের ঝোঁক না আসিত, আর বুঝি নির্ম্মলার সঙ্গে তার দেখা হইত না। বাহির দরজায় দাঁড়াইয়া সে ক্ষণেকের জন্য বৃষ্টির বেগ হ্রাসের অপেক্ষা করিল। তাহার নিজের একটা ছাতি ছিল, কিন্তু তাহা এমন জীর্ণ ও এত স্থানে ছিন্ন যে, সেই ধারাবর্ষণে সেটা তাহার বিশেষ কিছু উপকারে আসিত না। যদিও ব্রজেন্দ্রের বাড়ীতে আর মুহূর্ত্তও থাকিতে তার ইচ্ছা ছিল না, মানুষের মজ্জাগত আত্মরক্ষার অভিলাষ আরও কিছুক্ষণের জন্য তাহাকে সদর দরজায় ধরিয়া রাখিল।

যতই রাখু ধীর হউক, শুভার মা'র মুখের কথা শুনিয়া, এক মুহূর্ত্তেই সে বাড়ীর সকলের উপরেই তাহার কেমন একটা বিদ্বেষ জন্মিয়া গেল। সে সেই দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিল, যদি ইহার পর কখনও কোনও কালে ইহারা তার নির্দ্দোষিতা বুঝিয়া অনুতপ্ত হয়, তথাপি আর সে এ বাড়ীতে পূজারির কাজ করিবে না। ইহাদের শত অনুরোধে জল গ্রহণ পর্য্যন্ত করিবে না।

ভাবিতে ভাবিতে রাখুর কেমন একটা তন্দ্রা আসিল। তাহার সমুদায় আজীবনের দারিদ্র্য কষ্টগুলা অভিমান সেই তন্দ্রাযোগে প্রবিষ্ট করাইয়া তার দেহটাকে পর্য্যন্ত সঙ্কুচিত করিয়া দিল। সহসা তার দৃষ্টিবদ্ধ চক্ষু একদিকে বিক্ষিপ্ত হইল। অমনি পশ্চাতে এক মৃদু আর্ত্তনাদ। তার কনুই এক অতি কোমল দেহে আঘাত করিয়াছে।

অতি বিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া যাহা সে দেখিল, তাহাতে তার দেহের সমস্ত রক্ত যেন জল হইয়া গেল। শুভা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দাঁড়াইতে অশক্ত, একবারে বসিয়া পড়িয়াছে। রাখু দেখিল, তার অঙ্গুলি ভেদিয়া রক্ত ঝরিতেছে।

"আমি একি সর্ব্বনাশ করলুম!"

"কিছুই করেন নি।" বলিয়া নির্ম্মলা অন্তরাল হইতে ছুটিয়া আসিল এবং সত্বর শুভাকে উঠাইয়া তাহাকে বুকের কাছে তুলিয়া ধরিল।

রাখু প্রাণহীনের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

নির্মলা বসনাঞ্চলে শুভার মুখ মুছাইতে মুছাইতে বাথুর চোখে সমবেদনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই বলিল—"আপনি কিছু মনে করবেন না। যা কিছু ঘটেছে সব আমার দোষে। আমি অভাগী যদি আপনাকে দূর হইতে ডাকিতাম। আপনি আজ যেতে পাবেন না। আমি কোনও মতে আপনাকে যেতে দেব না।"

ঠিক এমনি সময়ে, কি ঘটিয়াছে বুঝিতে না পারিয়া বারান্দার দিক হইতে নালু বাবু ছুটিয়া আসিল। সে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে নির্মলা তাহাকে বলিল—"ভট্টাচার্জ্জি মশাইকে তোর পড়বার ঘরে নিয়ে যা। খবরদার ওকে যেন চ'লে যেতে দিস্‌নি।"

বলিয়াই নির্মলা শুভাকে লইয়া চলিয়া গেল।

অন্দরের দোর দিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে সে একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিল, নালু বাবু এক হাতে বুচকি, অন্য হাতে বাথুর হাত ধরিয়া তাহাকে বারান্দায় তুলিতেছে।

১৬

চারুর চিঠিখানা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যসত্যই ব্রজেন্দ্রের সদ্‌বুদ্ধি জাগিয়াছিল, কিন্তু গঙ্গাস্নানের নামে ঘর হইতে বাহির হইয়া তখনও পর্য্যন্ত তার ফিরে না আসার সংবাদ তাহাকে হতবুদ্ধি করিয়া দিল। বিশুর মুখে সমস্ত কথা শুনিয়াও, চারুর গঙ্গাস্নানে যাওয়ার কথাটাই ধারণা করিতে তার মনের ভিতরে কতকগুলি পরস্পর-বিরোধী সংশয় সহসা প্রবিষ্ট হইয়া, তার বুদ্ধিকে এমন জটিল করিয়া তুলিল যে, প্রথমে সে সংবাদটাকে কোনও মতে সত্যের পার্শ্বে বসাইতে পারিল না। অথচ মিথ্যা নির্দ্দেশের ইঙ্গিত করিল না।

দুই একটা বড় পার্ব্বণ ছাড়া, যতদিন চারু তাহার কাছে ছিল, একদিনের জন্যও তাহাকে সে গঙ্গাস্নানে যাইতে দেখে নাই। যে দুই একদিন সে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল, ব্রজেন্দ্রের অনুমতি লইয়াই গিয়াছিল। এবং গিয়াছিল ব্রজেন্দ্রেরই গাড়ী করিয়া। দূরস্থ নদীতীরে কোনও দিন তার জানতঃ চারু পদব্রজে যায় নাই। গঙ্গাস্নানে যাইতে কখনো যে চারুর আগ্রহ ছিল, তাহাও ত একদিনের জন্য ব্রজেন্দ্র বুঝিতে পারে নাই। চারুর স্নানে বিলাস ছিল, খরচ ছিল।

সুতরাং বাছিয়া বাছিয়া ঠিক ঐরকম দিনে তার গঙ্গায় যাওয়া এবং ফিরে না আসা—এই দুইটি অদ্ভুত ব্যাপার রহস্যের আকারে তার বুদ্ধিটাকে যে সংশয়-কলুষিত করিবে, ইহাতে বিচিত্রতা কিছু ছিল না। তথাপি সদ্‌বুদ্ধি তখনও পর্য্যন্ত তার হৃদয়ের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া শত সংশয়ের আক্রমণ হইতে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছিল।

মনে মনে এটা ত সে স্থির করিয়াই ছিল, চারুর চিঠি, বামুনের সঙ্গে রাত্রিবাস, হেমার মুখ হইতে শুনা সমস্ত ঘটনা, চারুর স্নানে যাওয়া ও ফিরে না আসা—এ সকলের সঙ্গে যত কিছু রহস্যই জড়িত থাকুক না কেন, এখন হইতে চরিত্রে আর কখন সে অসংযত হইবে না। আর যদি সত্যসত্যই চারু গঙ্গায় ডুবিয়া থাকে এবং সে নিশ্চিত বুঝিতে পারে, ওই পূজারি বামুন তার হতভাগ্য স্বামী, তাহা হইলে চারুর সম্পত্তিতে তাহাকে অধিকারী করিতে তার সমস্ত এটর্ণী-বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগে সে কুণ্ঠিত হইবে না। অন্ততঃ যতটা পারে ব্রাহ্মণকে পাওয়াইয়া চিরদিনের জন্য মনকে সে অনুশোচনা হইতে নিষ্কৃতি দিবে।

চারুর চিন্তায় ব্যাকুল হইতে গিয়া ব্রজেন্দ্র শেষে তার বিষয় অধিকারের চিন্তাকেই একটু গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া বসিল। প্রথমতঃ সে স্থির করিল, চারুর অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ বাহির হইতে না হইতেই যখন তার সম্পত্তি লইয়া একটা গণ্ডগোল বাধিবেই, কোম্পানীর কাগজ কয়খানা সে আর হাতছাড়া করিবে না। দ্বিতীয়তঃ, নূতন বাড়ীখানার দলিল এখনও পর্য্যন্ত যখন তাহার আফিস হইতে আনা হয় নাই, তখন সেটাকে সম্পূর্ণভাবেই আয়ত্ত করিতে হইবে। তারপর অবশিষ্ট সম্পত্তি। তখনকার মত বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিবার যতপ্রকার উপায় হইতে পারে স্থির করিয়া, ব্রজেন্দ্র চারুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

কিন্তু চারুর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই যেমন সে চারু ও বাথুর পূর্ব্বরাত্রির মিলন-নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিল, অমনি তার ঈর্ষাকুণ্ঠিত দৃষ্টি তার মনে একটা বিষম ক্রোধের ভাব প্রবেশ করাইয়া, তার সমস্ত সদ্‌বুদ্ধিকে কুক্ষিগত করিবার জন্য অগণ্য বাহু দিয়া

যেন আঁকড়িয়া ধরিল। যদি একটু শিক্ষার কোমলতা এবং মর্য্যাদার অভিমান সান্ত্বনার আভাসে তার ক্ষুব্ধচিত্তকে অনেকটা শান্ত না করিত, তাহা হইলে নিশাশেষে হেমার মুখ হইতে ঘটনা শুনিয়া বিহ্বলতার লইয়া সে যে অভিনয় করিতে বসিয়াছিল, রাধুকে নিকটে পাইলে অথবা চারুকে উপস্থিত দেখিলে, সেই প্রকারের একটা অভিনয় না দেখাইয়া সে ক্ষান্ত হইতে পারিত না।

দেখামাত্র সে প্রথমটা প্রকৃতি-হারার মত হইল। সোফার উপর সাজানো বাঁয়া, তবলা, হারমোনিয়ম উভয়ে উভয়ের সম্মুখে রাখিয়া রাধু ও চারু যেরূপ মুখামুখী বসিয়াছিল, সেইরূপ ভাবেই পড়িয়াছিল। সোফার নীচে খোল, খাড়া-আরসীর তলায় অযত্ন-রক্ষিত বুরুশ চিরুণী, ঘরের প্রায় একরূপ মধ্যেই রাধুর ভুক্তাবশেষ বুকে লইয়া শ্বেতপাথরের থালা-বাটি। এই সকল দেখিয়া এবং তাহাদের সাহায্যে চারুর ও রাধুর অবস্থান কল্পনা করিতে গিয়া, সে পূর্ব্বরাত্রির সমস্ত ঘটনা যেন প্রত্যক্ষের মত দেখিয়া ফেলিল।

সে যেন দেখিল, গায়িকা চারুর বিলোল দৃষ্টি এই নবাগত বাদকের চতুর কটাক্ষের সঙ্গে গাঁথিয়া গিয়াছে। তার বাজনার বোলের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে চারুর সেই অপার্থিব সুরতরঙ্গ অবলম্বন করিয়া, লহরের পর লহরী তার মুখে, চোখে, অধরে, নিশ্বাসে, পাগলের মত ছড়াইয়া ঘরের বাতাসকে এমন কি সমস্ত বস্তুগুলাকে পর্য্যন্ত পাগল করিয়াছে। সকলেই যখন পাগল হইয়াছিল, তখন ওই ভিখারী বাদক—ওই টাকাহাতে-করা বাদক—ওই কি একাই কেবল স্থির ছিল?

প্রশ্নটা মনে উঠিতেই ব্রজেন্দ্র নিজেই তার যথাযোগ্য উত্তর আপনাকে শুনাইয়া বাস্তবিকই কিছুক্ষণের জন্য ক্রোধে প্রকৃতি-হারার মত হইয়া উঠিল। পূর্ণ তিন বৎসর ধরিয়া সে যে চারুর একরূপ পূজা করিয়াছে। অর্থের পর অর্থ তার পায়ে ঢালিয়া, অলঙ্কারের পর অলঙ্কারে তার অঙ্গ সাজাইয়া, তাহার সাধ্বী সুশীলা স্ত্রী আজিও পর্য্যন্ত যে আদর তার কাছে পায় নাই, তার লক্ষগুণ আদর আপ্যায়ন, ইষ্টদেবতার পায়ে পুষ্পাঞ্জলির মত, চারুর শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে সে যে উপঢৌকন দিয়াছে। এতদিনেও সে সর্ব্বনাশী বিশ্বাসঘাতকতা করিতে ইতস্ততঃ করিল না।

সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা মনে করিতে সাহস না হইলেও, চারুর চিঠির অনেক কথাতেই ব্রজেন্দ্রের বিষম সন্দেহ হইল। তার গলায় ডুবিয়া মরাটা সে কিছুতেই মনে আনিতে পারিল না। রাত্রির ক্রিয়া কলাপ সমস্তই বিদিত হইয়াছে জানিয়া, বিশ্বাসঘাতিনী বাড়ীর আশে পাশে কোনও স্থানে গা ঢাকা দিয়া আছে। কোথায় আছে, ঝি চাকর দুজনেই, অন্ততঃ ঝি নিশ্চয়ই জানে।

তথ্য বাহির করিবার নানারূপ চেষ্টা যখন ব্রজেন্দ্রের ব্যর্থ হইল, তখন সে উভয়কে যত পারিল তিরস্কার করিল এবং যখন তাহাদের নির্দ্দোষিতার হাজার রকমের কৈফিয়তে তার কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল, তখন সে মনে মনে স্থির করিল, চারুকে যে-কোনও উপায়ে জব্দ করিতে হইবে। নহিলে কি হঠাৎ একটা দৃষ্টির নেশায় পড়িয়া পাপিষ্ঠা ব্রজেন্দ্র-দত্ত সুতরাং আগে হইতেই মোহগ্রস্ত প্রভুকে কথায় উত্তেজিত করিতে তার বিলম্ব হইল না। সেই উত্তেজনার মুখে ব্রজেন্দ্র তাহাকে বলিয়া দিল, বামুন যাহাতে তার বাড়ীর ঠাকুর আর স্পর্শ না করে তার ব্যবস্থা করিতে।

চারু মরিয়াছে এবং বাঁচিয়াছে এই দুইটা অনুমানের ভিতরে ব্রজেন্দ্র যত পারিল চিন্তার একটা অশুভ স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিল। যখন তার মনে হইল চারু বাঁচিয়া আছে, তখন সে ঘরের ফরাসের উপর চিন্তাচঞ্চল মস্তক লইয়া বহুবার পায়চারি করিল। যখন সে বুঝিল মরিয়াছে, তখন তার চিন্তাক্লান্ত মাথা চারুর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিগুলা অতি সহজে যাহাতে হস্তান্তরিত করিতে পারা যায়, তাহারই উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইল।

চারু মরিয়াছে ইহা নিশ্চিত না বুঝিয়াও যথা-কর্ত্তব্য নিষ্পন্ন করিয়া যখন ব্রজেন্দ্র বাড়ীতে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হয় হয় হইয়াছে।

১৭

সুতার রক্তাক্ত মুখখানা লইয়া যদি নির্ম্মলা তাহাকে তার মায়ের সম্মুখে উপস্থিত করিত, তা হইলে, বোধ হয় সুতার মা চীৎকার না করিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু বুদ্ধিমতী নির্ম্মলা তাহা না করিয়া প্রথমেই তাহাকে কলতলায় লইয়া গেল। সেখানে সযত্নে তার নাক, মুখ, এমন কি সর্ব্বাঙ্গ

ধুইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া দিল। তার শাশুড়ী তখন মধুঠাকুরের সাহায্য করিতে ঠাকুরঘরে ছিল। অবকাশ পাইয়া নির্ম্মলা শুভাকে তার মায়ের ঘরে লইয়া শয্যায় শয়ন করাইল। বলিয়া দিল, তার ফিরে না আসা পর্য্যন্ত কিছুতেই যেন সে শয্যাত্যাগ না করে। তারপর নাদুকে ডাক্তার আনিতে উপদেশ দিয়া ঠাকুরঘরে শাশুড়ীর সহিত দেখা করিতে চলিয়া গেল। নাক মুখ ধোয়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই রক্তপড়া একরূপ বন্ধ হইয়াছিল। তবু ডাক্তারকে শুভার নাকের অবস্থা না দেখাইয়া নির্ম্মলা নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। নিজের বুদ্ধির দোষে শাশুড়ী কিম্বা স্বামীর কাছে তিরস্কৃত হইতে নির্ম্মলার আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাহার বড়ই ভয় হইয়াছে, তার অপরাধে ইহারা নিরপরাধ ব্রাহ্মণের উপর পাছে কটূক্তি প্রয়োগ করে।

নাদুকে ডাক্তার আনিতে পাঠাইয়া নির্ম্মলা মা'য়ের সঙ্গে দেখা করিতে গেল। শুভার মা ঠাকুরসেবাকার্য্যে মধুর সাহায্য করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল না, সে কৌতূহলী হইয়া তাহার মুখ হইতে রাখুর রাত্রিবাস-কাহিনী শুনিতেছিল।

নির্ম্মলা যখন সে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনও মধুসূদনের কাহিনী বলা শেষ হয় নাই। অন্যসময় হইলে মধুকে সে তিরস্কার করিত, কেন না, ওই প্রগল্‌ভতা দোষের জন্যই নির্ম্মলা তাহাকে ছাড়াইয়া দিয়াছিল।

এই তিরস্কারের ভিতর দিয়া নির্ম্মলা তাহার বুদ্ধিহীনা শাশুড়ীকেও দুইকথা শুনাইতে ছাড়িত না। শুভার মা তাহার প্রায় সমবয়সী। ঠাকুরঘরে বসিয়া বামুনের সঙ্গে এতক্ষণ ধরিয়া তার গল্পকথা নির্ম্মলার বড়ই অপ্রীতিকর বোধ হইল। তথাপি সে কোনও কিছু না বলিয়া কেবল ডাকিল —"মা।"

ঘরের ভিতর পুঁটি ছিল, মায়ের কণ্ঠস্বর শুনিতেই সে বাহিরে ছুটিয়া আসিল। শুভার মা শশব্যস্তার মত দাঁড়াইল, আর মধুঠাকুর বড় বড় করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি করিতে লাগিল।

পুঁটিকে কোলে তুলিয়া নির্ম্মলা আবার ডাকিল —"মা।"

শুভার মা একান্তই অপ্রতিভের মত বাহিরে আসিয়াই বলিয়া উঠিল—"রজেন্দ্র ও-বামুনকে ছাড়িয়ে দিয়েছে শুনে প্রথমটা আমার মনে সত্যি-সত্যিই কষ্ট হয়েছিল বৌমা, কিন্তু মধুর মুখে শুনে বুঝলুম, ছেলে আমার ভালই করেছে। ওর অশেষ গুণ, মদ পর্য্যন্ত খাওয়া আছে। বাসায় যখন আসে, তখনও পর্য্যন্ত তার মুখ থেকে ভুরভুর করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছিল। ও-রকম লোককে গেরস্ত-বাড়ীর চৌকাটে মাথা পর্য্যন্ত গলাতে দেওয়া উচিত নয়।"

এসব কথার কোনও উত্তর না দিয়া নির্ম্মলা বলিল—"পূজোর সাজ গোছ সব হয়ে গেছে?"

শুভার মা বলিল—"শুধু নৈবিদ্যিটে সাজিয়ে দিলেই হয়।"

"সে ওই বামুনকেই ক'রে নিতে বল। ব'লে আমার সঙ্গে এস।"

"কোথায়?"

"তোমার ঘরে।"

নির্ম্মলার কথার ভাবটা ভাল রকম বুঝিতে না পারিয়া শুভার মা একটু যেন ভীতার মত বলিয়া উঠিল—"কেন বল দেখি।"

"তোমার মেয়ে আজ মরতে মরতে বেঁচে গেছে।"

"বলকি!"

"দেখবে এস।"

ব্যাকুলার মত শুভার মা নির্ম্মলার অনুসরণ করিল। চলিতে চলিতে একবার জিজ্ঞাসা করিল —"কি হয়েছে বুঝতে পারছি না যে বৌমা।"

"সেই মাতাল বামুন ঘুসী মেরে তার নাক ভেঙে দিয়েছে।"

কাঁদিয়া শুভার মা বলিয়া উঠিল—"তামাসা।"

'না মা, তামাসা নয়। তবে মনে হচ্ছে, বিশেষ অনিষ্ট হয়নি। বোধ হয়, এখনো আমাদের পুণ্য আছে।"

"সত্যি ঘুসী মেরেছে?"

"সত্যিই মেরেছে মা! তবে মারবো ব'লে মারে নি। মাতাল মানুষ—নেশায় হাত ছুঁড়েছে। তোমার মেয়ের নাক তার কাছে ছিল—লেগে গেছে।"

আর কোনও কথা না বলিয়া শুভার মা মেয়েকে দেখিতে নির্ম্মলার সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিল। সত্য সত্যই সে দেখিল, কন্যা আহত হইয়াছে, তাহার নাক ফুলিয়াছে। তখন সে শয্যাশায়িনী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল—"এ রকমটা কি ক'রে হল শুভা?"

শুভা উত্তর করিল না। তৎপরিবর্ত্তে নির্ম্মলা বলিল—"এই ত তোমাকে বললুম মা, রাখু ঠাকুর ঘুসী মেরেছে। আমার কথায় তোমায় বিশ্বাস হ'ল না?"

"আমাকে মারেনি ত বউ দি'।"

"মারে নি?"

শুভা চোখ বুজিয়া উত্তর করিল—"না।"

শুভার মা বলিল—"তবে কি ক'রে নাকের মাথা খেয়ে এলে?"

শুভা পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। নির্ম্মলা সমস্ত ইতিহাস বলিবার জন্য হাসিমুখে শাশুড়ীকে বাহিরে চলিতে ইঙ্গিত করিল।

সমস্ত ইতিহাস শুনাইয়া যখন নির্ম্মলা চাক্রর পত্রখানি শাশুড়ীর সম্মুখে পাঠ করিল, তখন শুভার মার চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে।

চিঠিপড়া শেষ করিয়া নির্ম্মলা শাশুড়ীর করুণা-সিক্ত মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"মা! প্রায়শ্চিত্তের কি আমাদের উপায় আছে!"

"তোমার কথা বুঝতে পেরেছি।"

"গরীব বামুন কি সাধ ক'রে মাতাল হয়েছে মা?"

"কি করতে চাও, বল।"

"আমার পুঁটি যদি আর বছর চারেকেরও বড় হ'ত, তা হ'লে ওই সাধুকে আমি দান করতুম। দিলে বুঝতুম, কন্যাকে আমার কখন গোঁসাইর ব্যবহারে চোখের জল ফেলতে হবে না।"

"এ কথা তোমার বলতে অধিকার আছে বৌমা!"

"মা! তোমার মেয়েকে একবার আশীর্ব্বাদ করেছিলুম, তার গোঁসাই যেন মুখ্যু হয়। মূর্খ স্বামীর অপমান ফুঃ ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায়। পণ্ডিত চণ্ডাল হ'লে প্রবোধ দেবার যে কিছু থাকে না মা!"

"একটি কথাও মিথ্যা বলনি মা।"

বলিয়া শুভার মা কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিল। তারপর বলিল—"তবে মেয়ে দিতে আমার কোনও আপত্তি থাকত না, যদি জানতে পারতুম ঠাকুর আমাদের ঘর। কিন্তু ওর যে কিছুই নেই মা। অবশ্য ছেলে আমার বেঁচে থাক। সে বেঁচে থাকলে, মেয়ের আমার কষ্ট দেখতে পারবে না।"

"সে ভাবনা কাউকে ভাবতে হবে না মা—বিধাতা আগে থেকেই তা ভেবে ঠিক ক'রে রেখেছেন। আগে হ'তেই তোমার মেয়ের জন্য আমার হাতে পোনেরো হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

অতি বিস্ময়ে শুভার মা জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিয়া নির্ম্মলা বলিল—"আর বিধাতা যদি পূর্ণ কৃপা করেন, তা হ'লে বোধ হয় আরও এক লাখ্। অবশ্য বাড়ী ঘর, গহনা, আসবাব্ নিয়ে। তা হ'লেও কি তোমার মেয়েকে ভাতের ভাবনা ভাবতে হবে মা?"

মুখ অল্প অবনত করিয়া শুভার মা বলিল—"বুঝতে পারছি, আবার নাও পারছি।"

"সে কালামুখী আত্মহত্যা করেছে।"

"না?"

"তোমার ছেলে ফিরে এলেই সব ঠিক জানতে পারব।"

ঠিক এই সময়ে মাধু আসিয়া ডাক্তার আসার খবর দিল।

ডাক্তার যখন শুভার নাসিকা পরীক্ষা করিয়া আঘাত সম্বন্ধে সকলকে নিশ্চিন্ত হইতে বলিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেল, তখন নির্ম্মলা শাশুড়ীকে বলিল—"মা! ব্রাহ্মণকে খেতে দিইনি। তুমি ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা ক'রেই ফিরে এস। তোমার ছেলে কখন আসবে তার ঠিক নেই। ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা আমাদেরই করতে হবে।"

১৮

সারাদিনের মধ্যে রাখুর আর প্রেতেশের বাড়ী হইতে বাহির হইবার উপায় রহিল না। সাধকটা সে বুদ্ধিহারার মত, নানুবাবুর হাতে যেন চালিত হইয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। সে কাহাকে কি বলিবে, কি করিবে, কিছুই যেন স্থির করিতে না পারিয়া, চলিতে হয় তাই চলিল, বসিতে হয় তাই বসিল। যে ঘরে মাধু তাহাকে বসাইল, সেটা বাহিরের দরজা বন্ধ করিলে অন্দর হয়, ভিতরের দরজা বন্ধ করিলে হয় সদরের একাংশ।

সেখানে বসিয়া শুভার মায়ের মুখ হইতে সহসা ফুটিয়া ওঠা একটা কৃতজ্ঞতা শুনিবার প্রতীক্ষায় সে কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিল। কোনও ত শুনিলই না, সে-ঘরে বসিয়া ভিতর-বাড়ী হইতে

মেয়েদের দুই একটা কথাবার্ত্তা শুনিবারও যে সম্ভাবনা ছিল, তাহাও সে শুনিতে পাইল না। বৃষ্টির শব্দ ও মধ্যে মধ্যে বায়ুর হুঙ্কার—এ দু'টা না থাকিলে সে বেশ বলিতে পারিত, এ বাড়ীতে লোক নাই।

নানু তাহাকে বসাইয়াই বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং থাকিবার মধ্যে এখন সেখানে আছে কেবল সে। কিন্তু কোথায় আছে, এ কথা কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে বোধ হয় উত্তর দিতে পারিত না।

বাড়ীর নিস্তব্ধতা তাহার সমস্ত অন্তর-বাহিরের কথাগুলাকে বুঝি চিরকালেরই মত নিস্তব্ধ করিয়া দিত, যদি না একটা স্বপ্নেরও অপ্রত্যাশিত-মধুর কথা তার নতচক্ষুকে এক শান্ত-সুন্দর মুখের দিকে তুলিয়া ধরিত।

"তামাক খান।"

রাখু দেখিল, নির্ম্মলা একটা হুঁকা হাতে কলিকার আগুনে ফুঁ দিতে দিতে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে।

"এ কি—আপনি।"

"নানুকে একটা কাজে বাইরে যেতে হয়েছে। সরি বাজার গেছে, ঝি চাকর আসে নি—"

নির্ম্মলাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই রাখু ঈষৎ চঞ্চলভাবেই তার হাত হইতে হুঁকা লইল। লইয়া পার্শ্বস্থ দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিল,—মুখের কাছে লইতে তাহার হাত আসিল না।

"কোন সঙ্কোচ করবেন না—খান্।"

রাখুর মস্তক আবার নত হইল।

ইহাতে নির্ম্মলা যাই বুঝুক, সে বলিল—"আপনি কি কারও হুঁকোয় তামাক খান না?"

"আপনার সুমুখে—"

"দোষ কি?"

তবু রাখু হুঁকা মুখের কাছে লইতে পারিল না। লইতে গিয়া কলিকায় ফুঁ দেওয়া চারুর মূর্ত্তি-স্মৃতি প্রবল উজ্জ্বলতায় তাহার মনের উপর ভাসিয়া উঠিল।

অমনি হুঁকা মুখের কাছে আসিতে আসিতে মধ্যপথে দাঁড়াইয়া গেল।

"তবে আপনি বসুন, আমি ফিরে আসছি। দেখবেন, অসাক্ষাতে যেন চ'লে যাবেন না। আপনার এখানে আহারের কথা সকালে যে বলেছিলুম, সেটা কি আপনার মনে ছিল না?"

"ছিল।"

"তবে? কাউকে কিছু না বলে চলে যাচ্ছিলেন কেন?"

রাখু উত্তর দিল না।

"আমি মনে করলুম, মধুঠাকুরকে ঠাকুর-পূজা করতে দেখে আপনি রাগ ক'রে চলে যাচ্ছেন। বাড়ীতে এমন কাউকেও দেখতে পেলুম না, যাকে দিয়ে আপনাকে ডাকতে পাঠাই। কাজেই গুভাকে দিয়েই আপনাকে ধ'রে আনতে পাঠিয়েছিলুম।"

"রাগ কি জন্য হবে বৌমা?"

"আপনি কি আর ফিরে আসতেন?"

রাখু উত্তর দিল না।

"ভাবে বোধ হচ্ছে, আপনি আসতেন না।"

দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে রাখু উত্তর করিল—"না।"

"তাই বুঝতে পেরেই আপনাকে ধরতে পাঠিয়েছিলুম। এখন বোধ হয় বুঝতে পারছেন, আপনি রাগ ক'রে চলে যাচ্ছেন, এটা মনে করতে আমার অপরাধ নেই।"

"আমি দেশে যাচ্ছিলুম।"

"কোথায় কিছু নেই, হঠাৎ দেশে যাবার জন্য আপনি ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন? শুনেছি, অনেক কাল থেকে ত আপনার সংসার নেই।"

রাখু আবার নিরুত্তর।

এই সময়ে নির্ম্মলা অনেকগুলা প্রশ্ন পরপর করিয়া লইল। রাখু কেমন করিয়া যাইত, হাঁটা পথে, না রেলে? যদি হাঁটাপথেই তার যাবার ইচ্ছা থাকিত, তা হলেই বা সেখানে দু'টি আহার করিয়া যাইতে তার দোষ কি ছিল? রেলপথ হইলেও নির্ম্মলা জানিল, রাত্রি দশটার পূর্ব্বে হাওড়া হইতে তার গন্তব্য ষ্টেশনে যাইবার গাড়ী নাই।

দুই চারিটা প্রশ্নের পর একটি রহস্য করিবার অবকাশ পাইয়া নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল—"কাল রাত্রের আহারটা কি বড়ই গুরুতর রকমের হইয়াছিল?"

"ওর জন্যই চ'লে যাচ্ছিলুম বৌমা।"

"পেট ভ'রে খাবার জন্যে?"

বলিয়া নির্ম্মলা অতি মৃদুহাসির ইঙ্গিতে রাখুকে যেন বিশেষ রকমে অপ্রতিভ করিয়া দিল।

"আপনি তামাক খান্। তার কাছে যা খেয়েছেন, তাতে যদি আপনার সপ্তাহ কিনে না

থাকে, তবু আপনাকে না খাইয়ে আমি ছেড়ে দিচ্ছি না।"

এই সময়ে ঠাকুরঘরে ভোগনিবেদনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। শুনিয়া রাখু বলিল—"তা হ'লে যত শীঘ্র পারেন, ঠাকুরের প্রসাদ আমাকে আনাইয়া দিন।"

"ঠাকুরের অদৃষ্টে ত আজ কেবল ভাতেভাত।"

"আমার তাই যথেষ্ট হবে।"

"আপনাকে কি আজ যেতেই হবে? এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগের দিনে?

"যেতে হবে বৌমা!"

"কিন্তু আমি যে মনে করছি, আপনাকে আজ কিছুতেই যেতে দেব না।"

"আমি যে বাসা ছেড়ে চ'লে এসেছি!"

"এইখানে থাকবেন।"

ঠিক এমনি সময়ে নাদু ভিতর হইতে ডাকিল—"মা!"

"তামাক খান" বলিয়া নির্ম্মলা ভিতর দিকে চলিয়া গেল। রাখুর আর শুভার সংবাদ জানিবার সময় হইল না।

নির্ম্মলা চলিয়া যাইবার সঙ্গেই রাখু বার দুই হুঁকায় টান দিয়া দেয়ালে ঠেসিয়া বসিল। তার পর দুই হাতে হাঁটু বাঁধিয়া অনর্থক পুঞ্জে পুঞ্জে আগত অশ্রুগুলাকে অঙ্গুলি দিয়া অপসারিত করিতে লাগিল। পূর্ব্বরাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া এই একটু পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত কতকগুলা স্নেহের কোমল স্পর্শ তার চির দুঃখ-নিপীড়িত অসাড় হৃদয়ে কতকগুলা মধুর স্পন্দন ঢালিয়া দিয়াছে। সে গুলা গলিয়া গলিয়া তার সমস্ত চিত্ত-বৃত্তিকে স্নিগ্ধ করিয়াছে বটে, কিন্তু চক্ষু দু'টাকে লোকের কাছে অপদস্থ করিবার জন্য বড় অন্যায় রকমেরই তাহা উৎপীড়ন করিতেছিল। শুভার নাসিকা মধ্যপথে পড়িয়া যদি না এই মধুর স্পন্দনের মধ্যাকেশটা ভাঙ্গিয়া দিত, তা হইলে বোধ হয় তার রোদনের নিবৃত্তি হইত না।

রাখু চোখ বুজিয়াই ভগবানের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করিল—হে ঠাকুর, শুভাকে নিরাপদ করিয়া আমার এই সুখ-স্বপ্নের ধারা প্রবাহকে আবার তোমার করুণার হাত দিয়া জুড়িয়া দাও।

আবেদনের সঙ্গে সঙ্গেই রাখুর স্নেহ-বিজড়িত মন তার সারা-অতীতের ইতিহাস-কথা ব্যাকুলভাবে ধরিতে গেলে একটাকেও সুবিধামত ধরিতে না পারিয়া, তাহার চক্ষুপলককে নিস্পন্দ করিয়া, মাথাটা তার হাঁটুর উপর টানিয়া ঘন ঘুমে আপনাকে লুকাইয়া ফেলিল।

প্রায় এক ঘণ্টা সে ঘুমাইয়াছে, এমন সময়ে সে কার যেন কণ্ঠস্বরে জাগিয়া উঠিল।

চোখ মেলিতেই রাখু দেখিল, জলখাবার মেজেতে সাজাইয়া আসন পাতিয়া শুভা তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। সে শশব্যস্তের মত উঠিয়া বসিল। দেখিল তার নাকে একটা পটি।

"তাই ত শুভাদিদি, কেমন ক'রে আমি তোমার নাকে আঘাত করলুম?"

শুভা কোনও উত্তর করিতে পারিল না।

ভিতর হইতে আবার কথা আসিল—"মুখ চোখ ধুয়ে ও'কে জল খেতে বল্।"

রাখু বুঝিতে পারিল, ভিতর হইতে কে কথা কহিতেছে। সে বলিল—"জলখাবার কেন মা, একবারে ভাত দিলেই ত হ'ত।"

শুভার মা এইবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—"ভাত হ'তে কিছু বিলম্ব হ'বে বাবা। বাজার বসে নি, সরি বাজারে গিয়ে কিছু পায় নি। যদি কিছু মাছ পাওয়া যায়, তাই অন্য বাজারে লোক পাঠিয়েছি।"

"ঠাকুরের প্রসাদ—তাতে ভাত দিলেই হ'ত।"

"কোনও কিছু না পেলে, কাজেই আপনাকে তাই খেতে হবে। আজ আপনাকে নিমন্ত্রণ ক'রে বৌমা বড়ই অপ্রস্তুত হয়েছে।"

"অপ্রস্তুত হবার ত কিছুই দেখছি না! এই যা সাজিয়ে দিয়েছেন, এই সমস্ত খেলে আজ ত আর খাবার প্রয়োজনই হবে না।"

শুভা এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। তারপর পটি দেওয়া নাক লইয়া প্রথমে সে রাখুর কাছে আসিতেই চাহে নাই। শুধু বউদিদির তাড়নায় আসিয়াছে। তবু একা আসিতে পারে নাই, মাকে সঙ্গে আনিতে হইয়াছে। এইবারে সে নাকের কথা ভুলিয়া গেল। ভুলিয়া বলিয়া উঠিল—"তা হ'লে আপনি কিছু রাখতে পারবেন না, বউদিদি ব'লে দিয়েছে আপনাকে সব খেতে হবে।"

তাহার কথাগুলা যে কিঞ্চিৎ আনুনাসিক হইয়াছিল, সেটাও সে ভুলিয়া গিয়াছিল। কথা কহিতেই তার মা বলিয়া উঠিল—"আর সেজ দীদ

মত কথা কইতে হবে না, ঘর থেকে পান নিয়ে আয়। আর সরিকে বল্, সে এক ছিলিম তামাক সেজে দিক্।"

শুভা পলাইল।

তাহাদের যেন সব গড়াপেটা ছিল। মুখ চোখ ধুইয়া যেই রাখু জলযোগ করিতে আসনে বসিল, অমনি সরি ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—"ঠাকুর মা, আমি এখানে থাকছি, আপনি একবার ভেতরে যান—মা কিজন্য ডাকছেন।" তার এক হাতে পানের ডিবা, অন্য হাতে কলিকা।

"তবে তুই কাছে থাক"—বলিয়া শুভার মা চলিয়া গেল।

এখন সে ঘরে রহিল কেবল রাখু ও সরি। রাখু জলযোগে প্রবৃত্ত হইল, আর সরি পানের ডিবা আসনের কাছে রাখিয়া কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে লাগিল। গোটা দুইচার মিষ্টান্ন রাখু মুখে তুলিতেই সে বলিয়া উঠিল—"ঠাকুরমার বড়ই ভাবনা হয়েছে, পাছে মেয়েটির নাক থাঁদা হয়ে যায়।"

খাওয়া বন্ধ করিয়া রাখু মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সেরূপ কোন সম্ভাবনা হয়েছে নাকি?

"ডাক্তার ত ব'লে গেছে, নাকের একটা কচি হাড় ভেঙে গেছে। যদি জোড়া না লাগে, তা হ'লে অমন বাঁশীর মত সরল নাকটি আর থাকবে না।"

রাখু খাওয়া বন্ধ করিয়া শুধু পাত্রে হাত রাখিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিল।

তার সে অবস্থা দেখিয়া সরি হাসি টিপিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইল। তার পর আবার বলিতে লাগিল—"একে ত মেয়ের ওই রূপ—"

"কেন সরো, আমি ত শুভাদিদিকে খুব সুন্দর দেখি।"

"আপনি দেখলে কি হবে, যারা বিয়ে করতে চায়, তারা ত দেখে না। বাবু ওর পাত্তর খুঁজতে খুঁজতে হায়রাণ হয়ে গেলেন। অমনি অমনিই পাত্তর মিলছে না, দেখবার মত ঐ নাকটি মাত্র ছিল, তাও গেলে কি আর মিলবে!"

রাখু আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

"ওকি করলেন ঠাকুর মশাই!"

এ কথার কোন উত্তর না দিয়া রাখু হাত মুখ ধুইয়া পূর্ব্বে যেখানে বসিয়াছিল, সেইখানে বসিল।

বলিল—"তাইত সরো, এদের ত' তাহ'লে বড়ই বিপদে ফেলে দিলুম।"

"আপনি খাওয়া ছেড়ে উঠবেন জানলে একথা ত বলতুম না ঠাকুর মশাই।"

"ব'লে তুমি ভাল করেছ কি, এরা যে কত মহৎ, তুমি একথা না বললে আমি বুঝতে পারতুম না। তুমি যদি বৌমাকে একবার ডেকে দাও, তাহ'লে বড় ভাল হয়।"

"তাই ত মা'র কাছে কি করে মুখ দেখাব ঠাকুর?"

"কেন, তোমার ত কোনও অপরাধ নেই কি! একথা না বললে বরং তুমি অন্যায় করতে। বৌমাকে একবার ডেকে দাও। তাঁর সঙ্গে কথা ক'বার আমার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে।"

অগত্যা রাখুকে তামাক দিয়া সরি সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

১৯

চারুর চিঠি পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই নির্ম্মলা মনে মনে একটি সঙ্কল্প বাঁধিয়াছিল। সে স্থির করিয়াছিল, যে কোনও উপায়েই হউক, রাখু ঠাকুরের হাতে শুভাকে সমর্পণ করাইবে। যদি ব্রাহ্মণ তার পত্নীর সঙ্গে তার স্বামীর এই অপবিত্র সম্বন্ধের কথা কোনও প্রকারে জানিতে পারে,—পারে কেন, তার এমন বিশ্বাস হয়, সে পারিয়াছে, নয় তার পারিতে বিলম্ব নাই—তখন তার ছিন্ন ভিন্ন মর্ম্ম হইতে যে অনলশ্বাস বাহিরে ছুটিবে, তাহা তার স্বামীর দেহ মন অদগ্ধ রাখিয়া শীতল হইবে না। সে মর্ম্মকে পুনঃ সংযত করিবার একমাত্র উপায় তার সম্মুখে উপস্থিত করা শুভার মত পুষ্পগুচ্ছের উপহার।

কিন্তু সে সঙ্কল্প এমন গোপনের বিষয় ছিল যে, নির্ম্মলা নিজের মনকেও দ্বিতীয়বার সে প্রশ্ন করিতে সাহসী হয় নাই। সে স্বামীর পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তার বিশ্বাস ছিল—স্বামীকে সে নিজের মতানুবর্ত্তী করিতে পারিবে, কিন্তু তার সংশাশুড়ী যে এত সহজে এরূপ কার্য্যে মত দিবে, এটা সে কখনই মনে বুঝিতে পারে নাই। যদি সে মত দেয়, সেটা তার একান্ত অধীনতার জন্য।

তার মনের অনিচ্ছা কথায় সম্মতির সঙ্গে চক্ষুজল রূপে বাহির না হইয়া থাকিতে পারিত না।

সুতরাং রাধুকে কন্যা দিতে শাশুড়ীর অনিচ্ছা নাই জানিয়া নির্ম্মলার আনন্দের সীমা রহিল না। শুভার ধনী বর, পাশকরা বর জুটিতে পারে। পূর্ব্বে শুধু তার শাশুড়ীর নয়, তারও একান্ত ইচ্ছা ছিল, শুভার যেন ওইরূপ একটি বর হয়। তার স্বামীও ওইরূপ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া নিজের কুলানুযায়ী ওইরূপ একটি পাত্রের সন্ধান করিতেছিল। কিন্তু এখন নির্ম্মলা বেশ বুঝিয়াছে, পাশ করা না হইলেও নিতান্ত দরিদ্র হইলেও কুলে, শীলে, রূপে এ যুগে রাধুর মত সুপাত্র পাওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। কোনরূপে তার দারিদ্র্যের মীমাংসা করিয়া নিতে পারিলে, শুভাকে কখন বুঝি অসুখী হইতে হইবে না।

এটি সে কি বুঝিয়া যে মনে করিয়াছে, সেই জানে। মানবজীবনের কোন্ দিকটা ধরিয়া যে, সে রাধুর পাত্রত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা আমরা অনুমান সাহায্যে কতকটা বুঝিলেও এবং আমাদের অন্তরাত্মা সে কথা বলিবার জন্য মাঝে মাঝে ব্যাকুল হইলেও, বর্ত্তমান বস্তুতান্ত্রিকতার যুগে হিন্দুর সে চিরন্তন সাধন-তান্ত্রিকতার কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে কে সাহসী হইবে? আর বলিলেই বা তাহার কথা কে শুনিবে?

সরির মুখে রাধুর কথা শুনিয়া নির্ম্মলা দুঃখিত না হইয়া আপনাকে আশ্বস্তই বোধ করিল। অবশ্য, শুভার বাপের সম্বন্ধে রাধুকে শুনাইবার জন্য সে সরিকে কোনও কথা শিখাইয়া দেয় নাই। সরি আপনা হ'তেই বলিয়াছে। কিন্তু বলাটা ভাগ্যক্রমে তার পক্ষে একরূপ ওকালতীর মতই হইয়াছে—রাধুর কাছে বিবাহ-প্রস্তাব তুলিবার তার সুযোগ ঘটিয়া গেল। সরি যখন তাকে রাধুর আসন ছাড়িয়া উঠার কথা শুনাইল, তখন সে রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। কথা শুনিয়াই সে মাকে ডাকিয়া তাহাকে কিছুক্ষণের জন্য হেঁসেল-ঘরে থাকিতে অনুরোধ করিয়া রাধুকে আটক করিতে চলিল।

চিন্তানত চোখে নিজের গতিশীল চরণ দুটির উপরেই যেন লক্ষ্য রাখিয়া, মুখে প্রফুল্লতা রাখিবার দৃঢ় চেষ্টার মাঝে মাঝে আক্রমণকারী সংশয়ের ছায়াগুলাকে মন হইতে সরাইতে সরাইতে, আপনার সঙ্গে একরূপ কথা কহিতে কহিতেই, নির্ম্মলা চলিতেছিল।

বারান্দায় পা দিয়া, যে ঘরে রাধু আছে সে ঘরে সে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, এমন সময় সে শুনিতে পাইল—

"মা!"

নির্ম্মলা মাথা তুলিয়া দেখিল, মধু।

"এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ঠাকুরের ভোগ দেওয়া ত তোমার অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।"

"আপনাকে একটা কথা বলব ব'লে যেতে যেতে ফিরে এলুম।"

নির্ম্মলা বুঝিল, মধু মিথ্যা কহিতেছে, কেন না তাহাকে কিছু বলিবার জন্য সেখানে দাঁড়াইবার তার প্রয়োজন ছিল না।

বাস্তবিক মধু মিথ্যা কহিয়াছে। ভোগ সারিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইতে গিয়া সে রাধুকে কেমন করিয়া দেখিতে পাইয়াছিল। দেখিয়াই বিস্মিত হইয়াছিল। সে স্থির জানিত, রাধু আর সে বাড়ীতে আসিবে না, সুতরাং তাহাকে দেখিয়া মধুর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে রাধুকে দেখিয়াছে, কিন্তু রাধু তাহাকে দেখে নাই। রাধুর অলক্ষ্যে তাহার ক্রিয়াকলাপ দেখিবার সুবিধা হইবে বুঝিয়া, সে ভিতরের বারান্দায় আসিয়াছিল এবং নির্ম্মলার সঙ্গে কথা কহিবার জন্য যখন রাধু ঘরের একপ্রান্তে চঞ্চলভাবে বিচরণ করিতেছিল, সেই সময় সে ব্যাপারটা যথাসম্ভব জানিবার জন্য পরদার ফাঁকে মুখ দিয়াছিল। ঘরের ভিতরে আসন ও তাহার সম্মুখে রক্ষিত মিষ্টান্নের থালাটি মাত্র দেখিয়া কারণের জন্য যেমন সে ফিরিল, অমনি দেখিল গৃহকর্ত্রীর কাছে তার চুরি করিয়া দেখা ধরা পড়িয়াছে। মনের ব্যাকুলতায় সে বলিয়া উঠিল—"মা"। তখন তার বুঝিবার পর্য্যন্ত আর সময় রহিল না, রাধু ঠাকুরও তাহার কথা শুনিতে পাইবে।

নির্ম্মলা বলিল—"কি বলতে চাও, বল।"

"সন্ধ্যা বেলায় কি আমি ঠাকুরের আরতি করতে আসব?"

"কে তোমাকে আসতে নিষেধ ক'রেছে?"

"কেউ করে নি, আমি নিজেই জিজ্ঞাসা করছি। বাবুজি বলেছেন কি না?"

"তাতে তোমার আসবার বাধা কি?

"তাই বলছি। যদি বাবুজি আরতি করে, তা হ'লে আর আসি না।"

"বাবু ত তোমাকে আবার নিযুক্ত করেছেন?"

"কর্ত্তা মশাই ত ওই কথা ব'লেই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, রাখহরিকে আর ওবাটীতে পূজো করতে যেতে দেওয়া হবে না।"

"তবে? জেনে শুনে ন্যাকার মত জিজ্ঞেস্ করছ কেন?"

"তা হ'লে আসব আমি মা।"

"বাবুর যখন অমত, তখন তাঁকে আমরা ঠাকুর ঘরে ঢুকতে দিতে পারি?"

"জিজ্ঞাসা ক'রে অন্যায় করেছি মা।"

মধুসূদন চলিয়া গেল। নির্ম্মলাও ঘরে প্রবেশ করিতে চলিল। কিন্তু প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সে একবার পরদার বাহির হইতেই দেখিবার চেষ্টা করিল, রাখু ভিতরে কি করিতেছে। কেন না, মধুর সঙ্গে সে যে সকল কথা কহিল, কহিল ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে, রাখুকে শুনাইবার জন্য। তার ভবিষ্যৎ নন্দাই এর সঙ্গে আগে হইতেই তার রহস্য করিবার একটু ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু রাখুকে সে দেখিতে পাইল না, সে ঘরে সে আছে কিনা, তাও সে বুঝিতে পারিল না।

প্রবেশ করিয়া দেখিল, সত্যই ব্রাহ্মণ ঘরে নাই।

"তাইত, কি করিতে কি করিলাম!"

ব্যাকুলার মত নির্ম্মলা বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেল।

তবে বেশীদূর তাহাকে যাইতে হইল না, সদর বাড়ীতে বাহির হইতে না হইতেই দেখিল, নালুবাবু রাখুর পথরোধ করিয়া তাহাকে মনস্তাপ হইতে রক্ষা করিয়াছে।

"পথ ছাড় নালুবাবু।"

"পা দু'টো জড়িয়ে ধরব নাকি।"

"বাবুর কাছে আমার অপমান দেখবার জন্য কেন আমাকে ধ'রে রাখছ মা?"

"কার সাধ্য আপনার অপমান করে? যদি করে, তাহ'লে জানবেন—এ বাড়ী প্রাণিশূন্য হয়ে গেছে।"

কথাটায় রাখু শিহরিয়া উঠিল। সহসা তার চোখ হইতে জলস্রোত ছুটিল। "না না, আমি যাচ্ছি মা।"

"আসুন; আপনাকে আজকে ছেড়ে দেবো না বলেছিলুম, এখন মনে করছি, একেবারেই ছেড়ে দেবো না।"

নালুবাবু আবার তাকে ঘরে ধরিয়া আনিল।

"বাবা কেন পুরুত মহাশয়ের অপমান করবেন মা?"

"পুরুত মশাই তাঁর কাঠের হাঁড়ী ভেঙ্গে দিয়েছেন।"

বলিয়াই নির্ম্মলা চলিয়া যাইতে পুত্রকে ইঙ্গিত করিল। শান্ত বালক আর উত্তরের অর্থ বুঝিবার অবসর লইল না।

নালুবাবু প্রস্থান করিতেই নির্ম্মলা রাখুকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বলবেন ব'লে সরিকে দিয়ে আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন?"

"বলব ত মনে করেছিলুম—"

"ঘর থেকে আমার কথা শুনতে পেয়েছেন বুঝি?"

রাখু হেঁট মাথায় দাঁড়াইয়া রহিল।

"আপনি বসুন।"

"কি খেতে দেবে দাও মা, আমি খেয়ে চ'লে যাই।"

নির্ম্মলা জল-খাবারের পাত্র দেখাইয়া বলিল—"সেই রকম ত খাবেন, দুটো অন্ন মুখে দিতে না দিতে উঠে পড়বেন?"

"কিছু খেতে আমার ইচ্ছা নেই।"

"ইচ্ছা নেই, না প্রবৃত্তি নেই?"

"তোমার মত গুণের মেয়ে আমি আর কখন দেখিনি মা।"

"তাই বুঝি তিন-পহর-বেলায় মুখে কিছু না দিয়ে পালিয়ে যা'চ্ছিলেন?"

রাখু লজ্জায় মাথা হেঁট করিতেছে দেখিয়া, নির্ম্মলা বলিল—"ব্যাপারটা কাল কি ঘটেছিল, আমাকে বলতে আপনার আপত্তি আছে কি?"

"কাল একটা বড়ই গর্হিত কাজ করে ফেলেছি।"

"গর্হিত কি অগর্হিত পরে বলব। যদি আপত্তি না থাকে, আমাকে বলুন। বলুন আপনার ছোট বোনটি মনে ক'রে।"

অবাক্ হইয়া রাখু নির্ম্মলার মুখের পানে চাহিল।

সেটা যেন লক্ষ্য না করিয়াই নির্ম্মলা বলিতে লাগিল—"এই সর্ব্বপ্রথম আজ আমাকে আপনার মা বলা শুনছি। আমাকে আপনার ছোট বোনটি মনে করতে হবে। বলুন—নাম ধ'রে ডাকতে চান নাম ধ'রে ডাকুন।—আমার নাম জানেন ত?"

"কিন্তু আমি যে বড় গরীব।"

রাখুর চোখের সঞ্চিত জলবিন্দুগুলা একযোগে যেন উথলিয়া উঠিল।

নির্মলা এইবার হাসিয়া বলিল—"তা কেন, আমার বাবা আমার বিয়েতে এদের মনের মত দিতে পারেন নি ব'লে আমার ঠিক মর্য্যাদা আমি স্বামীর কাছে পাইনি। আপনার কাছে যে অমূল্য সম্পত্তি আছে, দয়া ক'রে আপনি যদি তার একটু অংশও আমার স্বামীকে ভিক্ষা দেন, তাহ'লে বোধ হয় আর কখনও তিনি আপনার বোনটির ওপর অত্যাচার করতে পারবেন না।"

"তাই ত দিদি!"

"কাপড়খানা বড় ময়লা—সেই গরদখানা এনেছি দাদা!"

"একবার দেশে যা'ব মনে করেছি।"

সরি এই সময়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া জলখাবারের পাত্র তুলিয়া স্থানটা পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত হইল।

নির্মলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"রান্না সব হয়ে গেছে?"

"ঠাকুর মা তাই বল্‌লেন।"

"মাকেই তা'হলে সব নিয়ে আসতে বল্। আর তুই চট্ ক'রেই সেই গরদখানা নিয়ে আয়—আমার ঘরের আল্‌নায় দেখতে পাবি।"

রাখু দেশে যাবার কথাটা আবার বলিল।

"হঠাৎ দেশে যাবার জন্য ব্যাকুল হ'লেন কেন দাদা? ঘরে ত শুনেছি এক রাক্ষসী মামী ছাড়া আপনার কেউ নেই। মামীর গাল খেতে আবার লোভ হয়ে গেল নাকি?"

"আপনি যখন আমার বোনই হলেন—"

"ছোট বোন কি 'আপনি' হয়? আমি দেখছি আমাকে মায়ের পেটের বোনটি ভাবতে এখনও আপনার সঙ্কোচ হচ্ছে।"

"এই মমতা যদি মা'র পেটের বোনের হয়, তা হ'লে দিদি, তুমিও আজ থেকে আমার তাই—আমার ভগিনী—"

রুদ্ধ উচ্ছ্বাসে রাখু আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

"এই বারে কি বল্‌ছিলেন বলুন।"

পুলকিত সত্তে পাইল, নিমেষে দুই ফোঁটা অশ্রুর পুলক—নির্মলাও দূর নিষ্ঠুর জগতের ভিতর হইতে একটি মমতার-ডালি-ভরা ভালবাসা সহোদরকে ফিরাইয়া আনিল।

"বলনা গো দাদা, আমার যে এখনও অনেক কাজ বাকি।"

"একবার শ্বশুরের দেশে যাব।"

"কত কাল পরে?"

"প্রায় বারো বৎসর।"

"বউ নেই, সেখানে যাবার দরকার কি? তারা ত কখনো সুপুরি পাঠিয়ে আপনার খোঁজ করেনি।"

"যাবার একটা বিশেষ প্রয়োজন পড়েছে।"

সরি গরদ আনিল, আর সঙ্গে করিয়া আনিল সে পুঁটিকে। নির্মলার যেটুকু রাখুর মুখ হইতে শুনিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, শুনিল। সে সম্বন্ধে কথা কওয়ার আর এখন তার প্রয়োজন নাই। সে পুঁটিকে কোলে লইয়া কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিল—"আর তামাক খাবেন কি?" কোনও উত্তর না পাইয়া সরিকে তামাক সাজিতে বলিয়া নির্মলা চলিয়া গেল।

শ্বশুর-বাড়ীর কথা তুলিতে গিয়া রাখুর মাথার ভিতরে আবার প্রবেশ করিয়াছিল, তার সকল-চিন্তা-চূর্ণকরা চাক। নির্মলার প্রশ্ন এইজন্য সে উত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু গরদ পরিবার অনুরোধে যখন তার মাথাটা স্বস্থানে আবার ফিরিয়া আসিল, তখন সে যেন দেখিতে পাইল, তার দুই পার্শ্বে দুইটা মমতার ছবি তাহাকে নিজ নিজ আয়ত্তে আনিবার জন্য পরস্পরে কলহ করিতেছে।

"উঠছেন যে?"

আহারান্তে বিশ্রাম না লইয়াই রাখু চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। একবার মাত্র নির্মলার কাছে বিদায় লইবার অপেক্ষা।

নির্মলা সেটা পূর্ব্ব হইতে অনুমান করিয়াছিল। এই জন্য আহারে বসিতে স্বামীর অনুরোধ সত্ত্বেও সে রাখুর অন্তঃপুরে আহার একরূপ পাকা পাকিই করিয়াছে। মাতৃসুলভ কৌতূহলের বশে পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনার কথা রাখুর মুখ হইতে শুনিতে তাহার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল রাখু যখন আহারে বসিবে, তখন এক একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবে। সেই জন্য বাড়ীর ভিতরে যেখানে রমেশ নিত্য আহার করিতে বসে, সেইখানে তাহার আসন নির্দেশ করিয়াছিল। যদি কোনও কথা হয়, তার শাশুড়ী শুনিতে অবসর হইতে পারিবে। কিন্তু তার সম্মুখে সে কার্য্য করিতে তাকে নিষেধ করিয়াছিল। পরে সে বুঝিয়াছিল, সেরূপ বিষয়

লইয়া একজন পুরুষের সঙ্গে কথা কওয়া গৃহস্থ-কন্যার মর্য্যাদার অনুরূপ হইত না।

কিন্তু এখন কার্য্যতঃ নির্ম্মলার চারু সম্বন্ধে প্রসঙ্গ তুলিবার অবস্থা ঘটিয়া গেল। রাখু যে শ্বশুরের দেশে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইবে, এটা নির্ম্মলা তার কথা হইতেই বুঝিয়াছিল। চারুকে দেখিয়া তাহার মনে যে প্রচণ্ড সন্দেহ জাগিয়াছে, একবার শ্বশুর-বাড়ী যাইয়া সংশয়ের মীমাংসা করিতে না পারিলে কিছুতেই সে শান্তি পাইবে না।

নির্ম্মলা মনে করিল, তবে তার সংশয়টা এখান হইতে মিটাইয়া দিলে ক্ষতি কি? সে শাশুড়ীকে আহারে বসিতে অনুরোধ করিয়া একাকী রাখুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল। আসিয়াই দেখিল রাখুর তামাকু পর্য্যন্ত সেবনের বিলম্ব সয় নাই, সে ভল্লী হাতে লইয়া উঠিতেছে।

"উঠছেন যে?"

"তোমাকে ত আগেই বলেছি।"

"মরা স্ত্রীর বাপের দেশে যাবার আপনার এত কি প্রয়োজন যে, তামাক পর্য্যন্ত খেতে আপনার দেরী সইছে না? সেখানে গিয়ে আর একটা বিয়ে করবেন নাকি?"

লজ্জিত রাখু ভল্লী রাখিয়া বসিল।

কিঞ্চিৎ আদরের ভাবে নির্ম্মলা বলিল—"একান্তই যদি না গেলে না চলে, একটু বিশ্রাম নিয়ে গেলে কি শ্বশুরের দেশ আর দেখতে পাবেন না?"

"বিশ্রাম নিতে গেলে আর উঠতে পারব না—সন্ধ্যের সময় গাড়ী।"

"কাল সারারাত আপনাকে ঘুমুতে দেয়নি বুঝি?"

রাখু বুঝিল, তার বোনটিও রাত্রির খবর জানিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও সে অপ্রতিভ হইল না। আজ যে নির্ম্মলা তাকে পূর্ণস্নেহের ডালি দিয়াছে, বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না দেখাইয়া সে উত্তর করিল—"না দিদি, বড় বেশী খাওয়া হয়েছে।"

নির্ম্মলা একটু হাসিয়া বলিল—"তা আমি ভাবিনি, আমি মনে করছিলুম হতভাগী বুঝি সাধুব্রাহ্মণকে অতিথি পেয়ে খুব সেবা যত্ন করেছে।"

রাখু মাথা হেঁট করিয়া বসিল, উত্তর দিল না। বলিলে তার বোনটীও বুঝি তার নিষ্কলঙ্কতায় বিশ্বাস করিবে না।

নির্ম্মলা বলিতে লাগিল—"তার বুঝি তখন' কিছু পুণ্য বাকি ছিল, পাপের ভরা বুঝি তখন' তার পূর্ণ হয় নি, তাই সে তোমাকে আবার লাভ করেছে।"

'আবার' কথাটায় বেশ একটু জোর দিয়া নির্ম্মলা বলিল। বলিয়াই সে রাখুর পানে চাহিয়া নীরব রহিল। রাখু সেইরূপ নীরবে হেঁট মাথাতেই বসিয়া। নির্ম্মলা তার একটা শ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইল না, বুঝিল বোকানাদা কথার অর্থ-গ্রহণ করিতে পারিল না।

কিন্তু যে উদ্দেশ্যে সে কথা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাত আর সে ছাড়িতে পারে না। তাই নির্ম্মলা আবার বলিল—"খুব ভক্তি দেখিয়ে বুঝি সে তোমার মন টেনেছিল দাদা?"

রাখু এইবার মাথা তুলিল। দেখিল, নির্ম্মলা হাসিমাখা মুখে দাঁড়াইয়া তার উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছে। দেখিয়াই তার হৃদয়ে আবার উচ্ছ্বাস আসিল, একটু আত্মবিস্মৃতির মতই সে বলিয়া উঠিল—"কি ক'রে তুই জানলিরে?"

তাহাদের দেশে অতি আদরের সম্বোধন তারা এইরূপই করিয়া থাকে। কিন্তু বলিয়াই তার সঙ্কোচ আসিল। এযে কলিকাতা, আর নির্ম্মলা এখনও যে বসু ব্রজেন্দ্রের স্ত্রী। তাহাদের এ পাতানো সম্বন্ধ তাহারা দুইজন ছাড়া ত সে বাড়ীর আর কেহ এখনও পর্য্যন্ত জানে না। জানিলেও কি তাহারা এ সম্বন্ধ স্বীকার করিবে? সে-বাড়ী একবার ত্যাগ করিলে, নির্মলাকে ভগিনী সম্বোধনে অসঙ্কোচে পুনঃ প্রবেশ করিবার আর কি সে অধিকার পাইবে? এ সম্বন্ধ শুধু যে এই মহীয়সী দয়াময়ীর অহেতুক দান। তাহাকে আশ্বস্ত করিতেই বুঝি নির্মলা এই দুর্লভ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কথা সংযত করিয়া সে আবার বলিল—"কি করে জেনেছ জানি না, তবে তুমি জেনেছ।"

সেই অতি-আদরের সম্বোধনে নির্ম্মলা কিন্তু অতি প্রফুল্ল হইল। এখন সে বাপের একমাত্র কন্যা, কিন্তু তার এক বড় ভাই ছিল। অনেককাল পূর্ব্বে সে মরিয়াছে। রাখুর কথার ভিতর দিয়া অনেক পরে সে যেন ভাইয়ের আদরের কথা শুনিতে পাইল। সেও এক উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলিয়া উঠিল—"তুমি বলনা।"

"মিথ্যা বলব কেন, তোমার কাছে আজ যে আদর যে স্নেহ পেয়েছি, যদি না পেতুম, তা'হলে বলতুম—সেরূপ যত্ন সেবা আমি জীবনে কখন পাইনি।"

"তার যত্ন সেবার মুখে আগুন।"

কি উদ্দেশে এ কথা সে বলিল, বুঝিতে না পারিয়া, রাখু বলিল—"তাকে গাল দিয়োনা দিদি।"

নির্ম্মলা হাসিয়া বলিল—"দেবোনা ?"

"এখানে সে শুনতে আসছে না, শুধু তুমি বলেই বলছি, তা'র ব্যবহারে আমি এক বিন্দুও দোষ দেখতে পাইনি। যদি কিছু দোষ হয়ে থাকে, তা তোমার ভাইয়ের।"

সে নির্ম্মলাকে যথাসম্ভব সংক্ষেপে রাত্রির ইতিহাস বলিল। সে যে তাহাকে যত্নপূর্ব্বক অন্ত গৃহে স্থান দিয়াছে, রাত্রির মত বিশ্রাম লইতে অনুরোধ করিয়া, বিদায় লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গিয়াছে, অবশেষে তার সঙ্গলোভে উপযাচক হইয়া সে নিজেই চারুর গৃহে প্রবেশ করিয়াছে—এ সমস্তই সে নির্ম্মলাকে শুনাইয়া দিল। চারুর দৃঢ়তাতেই যে তার চরম অনিষ্ট হয় নাই, এ কথাও সে নির্ম্মলাকে বলিতে কুণ্ঠিত হইল না।

শুনিয়া নির্ম্মলা দুঢ় গাম্ভীর্য্যে নিজেকে শুনাইতেই যেন বলিয়া উঠিল—"যাই হ'ক, তার ভাগ্য ভাল। এখন তার মরণ হ'লেও কোন হানি নাই। একদিনের শুক্ত-সেবাতেই সে পরকালের কাজ করে নিয়েছে।"

নির্ম্মলা রাখুর কাছে রহস্য প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল; তাহাকে বলা ভাল কিংবা মন্দ এটা বুঝিতে না পারিলেও, চারুর সঙ্গে রাখুর সম্বন্ধ প্রকাশের প্রলোভন হইতে সে আপনাকে নিরস্ত রাখিতে পারিতেছিল না। তবে আপনার কৌতূহলমাত্র তৃপ্ত করিয়া সে যে কেবল রাখুর মনঃক্ষোভ উৎপাদন করিবে, এটা তার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। সে বেশ বুঝিয়াছে, আত্মহত্যাই করুক, কি নিরুদ্দিষ্ট হইয়াই মরুক, সে অভাগিনী মরিয়াছে। তবে সে যাই হউক না কেন, অগাধ ধন সে উপার্জ্জন করিয়াছে। আর এই দরিদ্র পূজারি তার স্বামী ত বটে, তাহার উপর তাহার অত্যাচার করিলেও সে পাপিষ্ঠা ত বিধি-নির্দ্দিষ্ট সংসার সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারে নাই। তা হইলে, আর অত বড় সম্পত্তিটা রাখু না পাইয়া পাঁচভূতে লুটিয়া খাইবে কেন? টাকা এমনি জিনিষ, সে তার স্বামীকেও যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। অবশ্য স্বামীর মনোভাবটা ঠিক বুঝিবার এখনও সে অবকাশ পায় নাই। তবু তার আগে রাখুকে তার অবস্থার কথা শুনাইয়া রাখিতে দোষ কি?

কিন্তু কথাটা কি করিয়া যে সে রাখুর কাছে পাড়িবে, তাহা নির্ম্মলা তখনও পর্য্যন্ত ঠিক করিতে পারিতেছিল না। আর শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের অবস্থাটাও যে কি হইবে, এটাও সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

তথাপি তাহাকে শুনাইতে হইবে। শুধু শুনাইলেও হইবে না, পতিতা স্ত্রীর সম্পত্তি পাওয়াইতে হইলে তাহাকে কলিকাতায়ও রাখিতে হইবে। তার শাশুড়ী এক কথায় যে তার কন্যাটি রাখুকে দিতে সম্মত হইয়াছে, সেটি যে নিঃস্ব রাখুর কুলশীল দেখিয়া, এটা তার মনে হয় নাই, সম্মত হইয়াছে নির্ম্মলার মুখে রাখুর ওই সম্পত্তিটা পাইবার কথা শুনিয়া।

চারুর ভাগ্য ও পরকালের শুভনির্দ্দেশ করিয়াই সে বলিল—"তা হ'ক, আপনি যেন সেখানে আর যাবেন না।"

"আবার! আর যেতে না হয় বলতেই ত দেশে যাচ্ছি।"

"দেশেও আপনার এখন যাওয়া হবে না।"

"যাব না?"

"না। শ্বশুরের দেশে ত কোনও কালেই নয়। আপনাকে বিবাহ করতে হবে।"

রাখু কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে না পারিয়া, মনের ভিতর হইতে উত্তর বাহির করিতে চক্ষু মুদিল।

নির্ম্মলা বলিতে লাগিল—"শ্বশুর-বাড়ী যেতে কি জন্য ব্যাকুল হয়েছেন আমি বুঝেছি।"

মাথা তুলিয়াই রাখু বলিল—"না।"

"যদি বলি বুঝেছি?"

বিস্মিত নেত্রে রাখু নির্ম্মলার মুখের পানে চাহিল।

"যদি বলি বুঝেছি?"

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া রাখু মাথা নাড়িল।

"রূপ দেখিয়ে সে আবাগী আপনাকে আকর্ষণ করেনি।"

"না দিদি।"

"তাকে দেখে আপনার স্ত্রী বলে ভ্রম হয়েছে।"

"তুমি কেমন করে বুঝলে?"

"আগে বলুন, আমি যা মনে করেছি তা ঠিক কিনা?"

"তুমি যে আমাকে আশ্চর্য্য করে দিলে!"

"আগে বলুন।"

"এমন সাদৃশ্য আমি কখন দেখিনি।"

"আপনি তাকে কি মনে করেছেন?"

রাখু উত্তর দিতে পারিল না।

নির্ম্মলা এবার জিজ্ঞাসা করিল—"শ্বশুর-বাড়ী কি জন্য যাচ্ছিলেন? জানেন যখন আপনার স্ত্রী বহুকাল মারা গেছে, যাওয়াটা কি আপনার বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছিল?"

"আর যাব না?" রাখুর একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

"তাইত দাদা, আজও পর্য্যন্ত তাকে আপনি ভুলতে পারেন নি!"

"তাকে অনেক কাল ভুলে গিয়েছিলুম।"

"তবে এতকাল বিয়ে করেন নি কেন?"

"স্থান নেই, পয়সা নেই, বিয়ে করে কি করব।"

"আপনার কুলশীলই যথেষ্ট।"

"ঘর জামাই হতে আমার ইচ্ছা ছিল না।"

"হতভাগা বউ বুঝি বড় যন্ত্রণা দিত?"

রাখু উত্তর দিল না।

"তা হ'লে এ নিশ্বাসটা ওই আবাগীর জন্যই পড়ল নাকি দাদা?"

"তা হ'লে দেখেই যাই।"

"কলকেতায় থাকলে কি সেখানে আবার না গিয়ে থাকতে পারবে না?"

নির্ম্মলা দেখিল, রাখু সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার ছাতি পুঁটুলি একবার তুলিল, আবার রাখিল, আবার তুলিল, আবার রাখিল। নির্ম্মলার যেন মনে হইল, সে তার কথা শুনিতেই পাইল না।

"আপনি বিশ্রাম করুন।"

"না, আমি এখন উঠব।"

"বাবু ফিরে আসার অপেক্ষা করতে পারবেন না?"

"বাবু কখন আসবেন তার ঠিক কি?"

"দেশে যদি যেতেই হয়, একদিন অপেক্ষা করতেই বা আপনার দোষ কি?"

একথারও উত্তর না দিয়া রাখু বলিয়া উঠিল—ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে—"হাঁ দিদি, দয়া ক'রে তুমি তাই বলেছ—"

"এমন করে তুমি কথা বলছ কেন দাদা!"

"আমি বুঝতে পেরেছি, কি করে জেনেছি জানি না। সেকি আমার স্ত্রী?"

"সে কথা জানবারই বা তোমার দরকার কি?"

"বলতেই বা দোষ কি?"

"যদিই সে আপনার স্ত্রী হয়, আপনি কি তাকে নিয়ে আবার ঘর করতে পারবেন?"

নির্ম্মলার এই এক কথাতেই রাখুর মানসিক উত্তেজনার নিবৃত্তি হইয়া গেল। সত্যই ত, যদিই চারু রাখী হয়, তা হইলেই বা তার হৃদয়কে আশ্বস্ত করিবার কি আছে? তার ত মাথায় তখন আসে নাই, চারুকে লইয়া আর ত ঘর করিবার উপায় নাই! সমাজ ধনী, পাণ্ডিত্যাভিমানী শত ব্রজেন্দ্রকে মাথায় তুলিয়া রাখিবে, কিন্তু হয় ত একদিনের এক সামান্য ভ্রমে পদস্খলিতা পথে নিক্ষিপ্তা একটি চারুকেও ধরিয়া তুলিতে চাহিবে না! সে ত বুঝিতে পারে নাই, ঘরে ফিরিবার জন্য যদি এখন চারু হিন্দুর সমস্ত দেবতারও কাছে আবেদন করে, দেবতারা তাহাকে মুক্তি দিতে চাহিবে, সমাজে স্থান দিতে সাহস করিবে না। একটা হুঙ্কারে সমস্ত মানসিক বেদনা আকাশে নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"তুমি আমার মায়ের পেটের বোনই বটে! কিন্তু দিদি, তাকে যেন ঘৃণা ক'র না!"

এই কথাতেই নির্ম্মলা বুঝিল, একরাত্রি সেবার ছলে সর্ব্বনাশী তার একযুগ পূর্ব্বের পায়ে-ঠেলা স্বামীর সমস্ত হৃদয়টা চুরি করিয়া লইয়াছে। সে হাসিয়া বলিল—"কাকে? চারুকে না তোমার নামে নাম সর্ব্বনাশী, লঙ্কাপুড়ী হতচ্ছাড়া সেই তাকে?"

বলিয়াই বাহিরে ছুটিয়া আসা একটা তপ্ত-শ্বাসকে বুকের মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া সে আবার বলিল—"ঘৃণা? তাকে দেখতে পেলে পায়ে পুষ্প দিয়ে আমি প্রণাম করতুম। এত ভাগ্যবতী সে—সোয়ামীর ভালবাসা এমন শক্ত পেটরায় পুরে রেখেছিল যে, এত অত্যাচার সহ্য ক'রেও স্বামী তার দেহের পুঁটলিটিকে পেটরা ভেঙ্গে বার ক'রে নিতে পারলে না।"

নির্ম্মলার চোখ হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া গেল। রাখু বুঝিল স্বামীর চরিত্রে লজ্জা

করিয়াই সে এই কথাগুলা বলিতেছে। তাহাকে সান্ত্বনা দিতে সে বলিল—"তার চিন্তা ছেড়ে দিলুম দিদি।"

"কতক্ষণের জন্য?"

"দেশে যাব, আবার বিবাহ করব।"

"তার জন্য দেশে যেতে হবে কেন।"

"এখানে কে আমাকে মেয়ে দেবে?"

"দেবার লোক ঢের আছে দাদা।"

শুভার কথাটা নির্মলা এই সময় পাড়িতে যাইতেছিল, বলিতে বলিতে নিবৃত্ত হইল। ভবিষ্যতের কথা, তাহার অতি আগ্রহেও যদি এ বিবাহ না হয়।

ক্ষণেকের জন্য নীরব থাকিয়া রাখু বলিল—"কলকেতায় আমি থাকতে পারব না।"

"যদি সে মরে যায়?"

রাখু হাসিয়া নির্মলার প্রশ্নের উত্তর দিল—"তাকে মেরে ফেলবে নাকি দিদি?"

"দেখতে পেলে কি করতুম কেমন ক'রে বলব।"

"আমার চেয়ে যে তোমার রাগ গো।"

"তোমার আবার রাগ কোথায়! এখনও সে পাপিষ্ঠার জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল।"

করতল দিয়া রাখু কেবল চোখ মুখ মুছিতে লাগিল।

"যাও দাদা, একটু ঘুমোও।"

এর অধিক আপাততঃ নির্মলা বলিতে পারিল না। সে চলিয়া গেল।

অনন্ত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বসিয়া স্বপ্নেও চারু দরিদ্র শান্তিহীন তাহার আগে কেমন করিয়া মরিতে পারে, ভাবিতে ভাবিতে যেমন একবার তাকিয়া মাথায় দিয়া শুইল, অমনি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

১০

রাখুর প্রতি সমবেদনায় অতি আগ্রহে নির্মলা কতকগুলা ভুল করিয়াছে। বুদ্ধিমতী হইয়াও বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়াছে।

প্রথম ভুল রাখুকে ধরিয়া আনিতে শুভাকে বলিকাটীতে পাঠানো। পূর্বেই বলিয়াছি, রমেশের বাটিতে আব্রুর অভিমানটা বড় বেশী ছিল। সে সময়ের বিবাহযোগ্য বয়স উত্তীর্ণ হইবার পর হইতেই শুভার বাহিরে আসা বন্ধ হইয়াছিল, যদিও ঝড়ের জন্য তখন বাহিরে কোনও লোক ছিল না, তথাপি শুভার মাকে তুষ্ট করিতে নির্ম্মলাকে অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে। রাখুর চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ, যেটা সে কাহারও কাছে বলিবে না স্থির করিয়াছিল, আদ্যোপান্ত শুভার মাকে শুনাইতে হইয়াছে।

সে শুনানোটা হইল তার দ্বিতীয় ভুল। শুভার মা সে কথা গোপন রাখিতে পারে নাই। আপাততঃ সে কথা যখন সরি শুনিয়াছে, তখন আর পাড়ার লোকের সে কথা শুনিতে বড় বিলম্ব হইবে না।

চারুর মৃত্যুতে রাখুর অগাধ সম্পত্তি প্রাপ্তির কথা তুলিয়া শুভার মাকে প্রলুব্ধ করাও তার মস্ত ভুল। সে যে মরিয়াছে, এ বিষয় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা তার উচিত ছিল না। আর মরিলেও রাখুই যে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক মাত্র অধিকারী হইবে, এটাও মনে করা তার নির্বুদ্ধিতার কার্য্য হইয়াছিল।

আর একটা বড় ভুল হইয়াছে, শাশুড়ীর কাছে শুভার সঙ্গে এই দরিদ্র পুরোহিতের বিবাহের কথা উত্থাপন করা। সেটা করিবার আগে স্বামীর মতামত জানা নির্মলার সর্বতোভাবে কর্তব্য ছিল। তার বুঝা উচিত ছিল, রাখাল যদি এ বিবাহে অমত করে, তা হলে তার কিম্বা তার শাশুড়ীর সম্পূর্ণ মতেও এ বিবাহ হইবে না। তবে একটুকু মন্দের ভাল, রাখুর কাছে সে প্রস্তাব তুলিতে তুলিতে তার তোলা হয় নাই।

কিন্তু সবার চেয়ে বেশী ভুল করিয়াছে সে সকলের অজ্ঞাতসারে রাখুর সঙ্গে দাদার সম্বন্ধ পাতাইয়া। সেই জন্য বহুবার সে তাহার কাছে যাতায়াত করিয়াছে, বহুবার নির্জনে আলাপ করিয়াছে। অথচ এ সম্বন্ধের কথা সাহস করিয়া, কাহারও কাছে সে প্রকাশ করে নাই। শাশুড়ী কিম্বা ঝিকে তারই মত সরল মনে করা তার বুদ্ধির কার্য্য হয় নাই। এই আলাপের জন্য সে নিজের পুত্র কন্যার যত্ন লইতে ভুলিয়াছে। শুভার আশাতেও তার যতটুকু দেখা শুনা উচিত ছিল, তার কিছুই এক রকম সে করিতে পারে নাই।

এই ভুল গুলা নির্মলার অগোচরে অনেক গোলমালের সৃষ্টি করিয়া বসিল।

বেলা প্রায় পাঁচটা। পূর্ব রাত্রির অনিদ্রা, আহারান্তে নির্মলা কন্যাকে লইয়া একটু বিশ্রাম

লইতে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত তার ঘুম ভাঙে নাই। রাখুও ঘুমাইতেছিল।

সরি ইহার মধ্যে একবার পাড়ায় ঘুরিয়া আসিল। তখনও কলিকাতায় দুই দশ ঘর বহুকালের প্রতিবেশী লইয়া এক একটি পল্লী ছিল। এখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে। পরস্পরে একরূপ সংলগ্ন দুইখানি বাড়ীর লোক এখন অনেক সময়েই কেহ কাহাকেও চিনে না।

বেড়াইতে গিয়া সরি দুই একটি প্রতিবেশিনীর কাছে কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। কিন্তু প্রত্যেকেই অপরের কাছে একথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিল। ঘরে ফিরিয়া দেখিল, ঠাকুর মা উপরের বারান্দায় এক পার্শ্বে বিমর্ষভাবে বসিয়া আছে। সে একটু আগে শুভার নাক পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিয়াছে তার জ্বর হইয়াছে, নাকও একটু ফুলিয়াছে।

তার বিমর্ষতা দেখিয়াও না দেখিয়া সরি বলিল—"তাগা না নিয়ে, ঠাকুর মা ছাড়বো না কিন্তু।"

"নে বাপু আর জ্বালাস নি।"

"সে কিগো! ঠাকুর মশাইকে জামাই করা কি তোমার ইচ্ছা নয়?"

"আমার ইচ্ছে অনিচ্ছায় আসে যায় কি সরি!"

"তা বলে তোমার অমতে কি এরা বিয়ে দিতে পারে?

"দিলে আমি কি করতে পারি!"

সরি ক্ষণেক নীরব রহিল। বুঝিল তার অনুপস্থিতি সময়ের মধ্যে কিছু না কিছু একটা গোল বাধিয়াছে।

শুভার মাও ক্ষণেক নীরব থাকিয়া একটা দীর্ঘ শ্বাসের সঙ্গে বলিল—"মেয়ের কপালে পোড়া বিধাতা যে কি লিখেছে তা বুঝতে পারছি না।"

এই কথাতেই একটু আশ্বাস পাইয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া সরি বলিল—"তা যদি বললে ঠাকুর মা, তা হ'লে বলি, যদি অনেক বিষয় সম্পত্তি পাবার সম্ভাবনা না থাকতো—"

"তুই যেমন ক্ষেপি, বিষয় কি পাব বললেই পাওয়া হ'ল! এখন আমার মেয়ে বাঁচলে বাঁচি। হতভাগা বামুন কি ক'রে যে মেয়েটার নাকে মারলে।"

তার কথায় সরি একটু সাহস পাইয়া বলিল—"তা হ'লে বলি ঠাকুর মা, ও বাড়ীর শ্যামবাবুর মা একথা শুনে বললে, তার চেয়ে তোদের বাবু মেয়েটার গলায় একটা কলসী বেঁধে গঙ্গায় ফেলে দিক না কেন!"

"তাকে এখন একথা বলতে গেলি কেন?"

"তোমাদের মেয়ে দেওয়া ঠিক হয়ে গেল, বলতেই আমার যত দোষ!"

"ঠিক হয়েছে তোকে বললে কে?"

"এই ত দেখছি ঠাকুর মা!"

পুঁটি কোলে এই সময় নির্ম্মলাকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া উভয়েই চুপ করিল। শুভার মা কেবল একবার অনুচ্চকণ্ঠে বলিয়া লইল—"ব্রজেন্দ্র আসুক, এখন কোথায় কি?"

সরি তার ঠাকুরমা'র মত মধু ঠাকুরের পক্ষপাতী ছিল। মধুসূদনের একটু মেয়েলি স্বভাব। মেয়েদের মাঝখানে একবার বসিতে পারিলে গল্প গুজব হাস্য-পরিহাসে এমন সে মগ্ন হইত যে, সেজন্য অনেক সময় সব কর্ত্তব্যই সে ভুলিয়া যাইত। নির্ম্মলার মত মেয়ের কাছে সেটা ভাল বোধ না হইলেও, সরি কিম্বা শুভার মা তাহাতে কোনও দোষ দেখিত না।

রাখুর স্বভাব তার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। গম্ভীর না হইলেও নিতান্ত অল্পভাষী—সে শুধু আপনার কর্ত্তব্য করিয়া চলিয়া যাইত। রাখুর বিরুদ্ধে কাহারও কোন কথা কহিবার না থাকিলেও, প্রগল্ভতা দোষের জন্য মধুকে ছাড়াইয়া দেওয়ায় সরি ও শুভার মা উভয়েই নির্ম্মলার উপর মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল।

তবে যে শুভার মা রাখুকে কন্যা দিতে অমত করে নাই, সেটা কতক সহসা-আগত অর্থের প্রলোভনেও বটে, কতকটা নির্ম্মলার কথার প্রতিবাদে সাহসের অভাবেও বটে। সে ছিল বাল-বিধবা, এদিকে সে নির্ম্মলার একরূপ সমবয়সী, বড় জোর তিন চারি বৎসরের বড়—সর্ব্বপ্রকারেই ইহাদের উপর তার নির্ভর। অল্প বয়সের বিধবা বলিয়া নির্ম্মলা সর্ব্বদাই তাহাকে চোখে চোখে রাখিত। ব্রজেন্দ্রের কাছে মায়ের সমস্ত মর্য্যাদা লাভ করিলেও, নির্ম্মলাও তাহাকে শাশুড়ীর যোগ্য ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখাইলেও, নিজের বয়স ও অবস্থায় সর্ব্বদাই সে অনেকটা সঙ্কুচিত থাকিত। বিশেষতঃ তার বৃদ্ধস্বামী মৃত্যুকালে তাহাকে এমন কিছু অর্থ অথবা সম্পত্তির অধিকারী করিয়া যায় নাই, যাহাতে সে ব্রজেন্দ্র কিম্বা নির্ম্মলার সঙ্গে আপনাকে সমান

অবস্থাপন্ন মনে করিতে পারে। স্বামী তাহাকে ব্রজেন্দ্রের মহত্ত্বের উপর নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

নির্ম্মলাকে তাহাদের দিকে আসিতে দেখিয়া শুভার মা বলিয়া উঠিল—"যা সরি, এরা যদি অমনেই মেয়েটাকে ফেলে দেয়, আমি কি করতে পারি?"

"সরি!"

নির্ম্মলা দূর হইতেই ডাকিল।

"ঠাকুর মশাই উঠেছেন কি না একবার দেখে আয়।"

"দেখে এসেছি, ওঠেননি।"

শুভার মা বলিল—"কাল রাত্রে ঠাকুর বোধ হয় চোখের পাতা ফেলবার অবকাশ পায় নি।"

সরি একটু হাসিয়া বলিল—"এইমাত্র নাকডাকা শুনে আসছি মা।"

"হাত-মুখ-ধোওয়ার জল, গামছা—সব ঠিক ক'রে রাখ্।"

সরি চলিয়া গেল।

এইবারে শাশুড়ীর কাছে আসিয়া নির্ম্মলা বলিল—"নাদু কোথায় গেল মা?"

মনে মনে শুভার মা'র রাগ হইল। বউ বাবুদের খবর লইল, ছেলের খবর লইল, কিন্তু শুভার খবর লইল না। অথচ নিজেই সে মেয়েটার দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছে। সে বলিল—"কোথায় সে আমি জানি না। আমিও তাকে খুঁজছি।"

"কেন মা?"

"তাকে ডাক্তার ডাকতে পাঠাচ্ছি। শুভার নাক ফুলেছে, একটু জ্বরও হয়েছে।"

কোন উত্তর না দিয়া নির্ম্মলা শুভাকে দেখিতে গেল। তাহার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে বুঝিয়া সে মনে মনে একটু লজ্জিত হইল।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই নির্ম্মলা দেখিল, শুভা বিছানার উপর বসিয়া আছে। মুখ তার ছিল উপর দিকে।

"অভাগা মেয়ে তোমাকে উঠতে বললে কে? ডাক্তার না তোকে শুতে হুকুম দিয়ে গেছে?"

পুঁটিকে শয্যায় রাখিয়া নির্ম্মলা শুভার গায়ে হাত দিয়া দেখিল। বুঝিল গা তার সামান্য গরম হইয়াছে বটে। নাকও অল্প ফুলিয়াছে। কিন্তু মন তার সে জন্য কিছুমাত্র ভীত হইল না। আঘাত মন বলিল, হাতই লাগুক কিম্বা কনুইই লাগুক, অন্যমনস্ক ব্রাহ্মণের আঘাত কখনই এমন গুরু হইতে পারে না, যে জন্য শুভার সত্য সত্যই বাঁশির মত নাকটি জন্মের মত বিকৃত হইয়া যাইবে। তথাপি সে, দিদির সন্দর্শনে উৎসুক তাহার কন্যাকে আবার কোলে উঠাইয়া বলিল—"ডাক্তার বাবু হয়ত এখনি আবার আসবে। তাঁর না আসা পর্য্যন্ত যেন উঠিস্‌নি।"

শুভা উত্তর না করিয়া শয়ন করিল। কিন্তু শুইয়াও সে একটু অস্থিরতার ভাব দেখাইল।

"তোর কি যন্ত্রণা হচ্ছে শুভা?"

মুখ না ফিরাইয়াই শুভা উত্তর করিল—"না।"

"তবে ছট্‌ফট্‌ করছিস্ কেন?"

পুঁটি এই সময় বলিয়া উঠিল—"আমি দিদির কাছে শোব।"

"না, তোর দিদির অসুখ করেছে—তবে ছট্‌ফট্‌ করছিস্ কেন শুভা?"

মুখ ফিরাইয়া শুভা বলিল—"ওকে আমার কাছে দাও বৌদি!"

"আগে বল্, নইলে দেবো না।"

শুভা কিছু বলিল না, বালিশে মুখ ঢাকিয়া চোখ বুজিল। পরক্ষণেই আবার চোখ মেলিয়া মুখটি তুলিয়া বৌদির পানে চাহিল।

"তোর কি গরম বোধ হচ্ছে—বাতাস করব?"

"না।"

"তবে কি হচ্ছে খুলে বল্।"

"বৌদি, দাদা আমাকে বকবেন।"

"বাইরে গিছলি বলে? ভয় নেই, তোকে বকতে দেব কেন—বকতে হয় আমাকে বকবে।"

নির্ম্মলা শুভার মুখের দিকে আর না চাহিয়া একখানা পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। দুপুরের পর হইতেই ঝড়ের পূর্ব্ব নিস্তব্ধ হইয়াছে। আকাশের দিক্‌চক্রবালে সঙ্গে সঙ্গেই মেঘটা আবার তাহার প্রভাব বিস্তারের সূচনা করিয়াছে।

অনেক চুপ থাকিয়া শুভা নির্ম্মলাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে গেল—"ও বৌদি?"—

"কি?—বৌদি ব'লেই চুপ করলি কেন? কি বলতে যাচ্ছিলি? বেশ, চুপ করেই থাক্, ডাক্তার আজ তোকে কথা কইতে নিষেধ ক'রে গেছে।"

"দাদা কি ঠাকুর মশাইকে—"

শুভা আবার চুপ করিল।

"বলতে ইচ্ছা হয়েছে, একেবারে বলে শেষ করে নে।"

তবুও শুভাকে নীরব দেখিয়া নির্ম্মলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"মন খুলে বল্। আমাকে বলতে তোর লজ্জা কি? তুই যে আমার ননদ রে।"

"দাদা কি পুরুত মশাইকে আর পূজো করতে দেবেন না?"

"এই কথা বলতে সাতটা ঢোক গিললি! আমি মনে করেছিলুম না জানি কি সুভদ্রা হরণেরই পালা বলবি।"

এ কথার গভীর অর্থ শুভা বুঝিতে পারিল না। বুঝিতে পারিবে না তা, নির্ম্মলাও জানিত। তবে শুভা ননদ হইলেও সে ত তাকে কন্যা পুঁটুরাণীরই মতন দেখিয়া থাকে। একটু চুপ করিয়া সে শুভাকে জিজ্ঞাসা করিল—"একথা তোকে বললে কে?"

"মধু ঠাকুর যে পূজো করে গেল বৌদি!"

"সেই ত আগে পূজো করত। পুরুত মশাই দু'দিন এসেছেন বইত নয়।"

"দাদা যে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন।"

"দাদা ছাড়ালে কি হবে, বামুনঠাকুরের পূজো তোর মা'র পছন্দ হয় না। মধুঠাকুর বিড় বিড় ক'রে যা তা মন্তর ব'লে ঠাকুরের মাথায় ফুল চাপায়, তাই তার ভাল লাগে।"

"মায়ের বুদ্ধি নেই বৌদি।"

"পুরুত মশাই কি তোকে কিছু বলেছে?—বল্।"

"বলছিলেন।"

"এর মধ্যে কখন তোকে বললেন!"

"সরিকে ডাকছিলেন। সরি ছিল না, মা ছিল না, তুমি ঘুমুচ্ছিলে। তাঁর পিপাসা পেয়েছিল।"

"কি বললেন?"

"বললেন, কলকেতা ছেড়ে চললুম শুভা দিদি! আর বোধ হয় এ দেশে আসব না। আমি বললুম—কেন যাবেন? বললেন, কাজ কর্ম্ম কিছু রইল না, এখানে থেকে খাব কি?"

"তুই তাকে কি উত্তর দিলি?"

"আমি বললুম, বৌদি'কে আমি বলব।"

"যাতে তাঁকে আর কলকেতা ছেড়ে না যেতে হয়, তার ব্যবস্থা করতে?"

শুভা হাসিল।

"আমি আর কিছু বলিনি বৌদি।"

"না বলেছিস্, ভালই করেছিস্। কিন্তু ঠাকুর দেশে গিয়েই বা খাবে কি?"

"কেন বৌদি? দেশে কি পুরুত মশাইয়ের খাবার নেই?"

"থাকলে কলকেতায় চাকরি করতে আসবে কেন? দেশে এক মামী আছে, সে ঠাকুরকে খেতে দেয় না।"

"আর কেউ নেই বৌদি?"

এ 'আর কেউ' এর অর্থ নির্ম্মলার বুঝিতে বাকি রহিল না। সে হাসিয়া বলিল—"পুরুত ঠাকুরের বউ আছে কি না জিজ্ঞাসা করছিস্?"

শুভা চুপ করিয়া রহিল।

ক্ষণেক উত্তরের অপেক্ষা করিয়া নির্ম্মলা বলিল, "না শুভা, পৃথিবীতে তার আপনার জন কেউ নেই।"

"দাদা তাঁকে কি জন্য ছাড়িয়ে দিলেন বৌদি?"

"এ বলা বড় শক্ত কথা শুভা, তোর দাদাকে জিজ্ঞাসা করিস্।"

রাধু ঠাকুরের উপর শুভার অহেতুক মমতা দেখিয়া নির্ম্মলা মনে মনে বড় সন্তুষ্ট হইল। তবে সে বালিকা, আর নির্ম্মলা তার এই ছোট ননদিনীটিকে চিরকাল কন্যারই মত দেখিয়া আসিতেছে, আজিও পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে রহস্যের কথা কয় নাই। আর অধিক বলা উচিত নয় বুঝিয়া নির্ম্মলা বলিল—"নে ঘুমো, এর পর আর কারও সঙ্গে কথা কস্নি। দেখি তোর পুরুত মশায়ের কলকেতায় থাকবার কোনও উপায় করতে পারা যায় কি না।"

"আমার গরম করছে না বৌদি!"

"তাহলে আমি যাব?"

"পুঁটিকে আমার কাছে রেখে যাও, আমি একলা থাকতে পারি না।"

"আবার উঠবি না ত?"

"না।"

পুঁটিকে বিছানায় রাখিয়া, পাখাখানা শুভার হাতে দিতে দিতে ঈষৎ হাসিয়া একটু রহস্যের ছলে নির্ম্মলা বলিল—"শুয়ে শুয়ে পুরুত মশায়ের ভাবনায় ছট্‌ফট্ করিস্ নাত?"

"যাও" বলিয়া শুভা পুঁটিকে কোলে জড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িল।

২১

বারান্দায় যে স্থানটিতে সে শাশুড়ীকে বাহিরে দেখিয়াছিল, বাহিরে আসিয়া নির্ম্মলা দেখিল সেখানে কেহ নাই। তাহার আর অনুসন্ধান না করিয়া সে কাপড় কাচিতে চলিল।

কলতলার নিকটে উপস্থিত হইতেই সে শুনিতে পাইল, "দিদি কে লো?" একটু চিন্তান্বিতার মত বাড়ীর কোনও স্থানে কিছু লক্ষ্য না করিয়াই সে চলিয়াছিল। কথাটা শুনিতেই সে তন্দ্রা-ভাঙ্গার মত চমকিয়া উঠিল। সে কথা কাহাকে উপলক্ষ করিয়া কে বলিতেছে, তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে সেই সকাল হইতে এই অন্তঃপুর পর্য্যন্ত বাবুর প্রতি তাহার ব্যবহার সমস্ত স্মরণ করিয়া সে বুঝিল, কাজটা তার অনেকটা বোকার মত হইয়াছে।

পাছে শাশুড়ী কিম্বা সখি তাহাকে দেখিতে পায়, তাহাদের অলক্ষ্যে সে অনেকদূর সরিয়া আসিল। প্রথমে তার শাশুড়ীর উপর রাগ হইল। এতক্ষণ তার সকল কথাতেই সায় দিয়া হঠাৎ শাশুড়ী তাহাকে প্রতারণা করিয়াছে! কিন্তু ক্ষণেক দাঁড়াইয়া যখন সে মনে মনে নিজের কাজগুলার সমালোচনা করিল, তখন নিজেকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও সে দোষী করিতে পারিল না। তাহার উপর মাত্রা মায়ের অপেক্ষা বেশী দেখিয়া তার শাশুড়ী যদি তার কাজগুলা অন্যভাবে দেখিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে দোষী দেখিতে নির্ম্মলার অধিকার কি?

মনে মনে নির্ম্মলা বলিল—"আমি বাড়ীর বউ বই ত নয়, সংসারের ভাল-মন্দটা দেখিতে আমার এত ব্যাকুল হওয়া, কাজটা একেবারেই অন্যায় হইয়াছে। তার মা আছে, ভাই আছে। উপর-পড়া হইয়া তার কল্যাণ আমাকেই বা দেখিতে হইবে কেন? দেখিলে কল্যাণই যে হইবে, একথাই বা জোর করিয়া কে বলিতে পারে? যদি ফল বিপরীত হয়?"

এক মুহূর্ত্তেই নির্ম্মলার মনের গতির পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। আর কোনও অপ্রীতিকর কথা পাছে শুনিতে পায়, তাই সন্তর্পণে দূরে সরিয়া গেল। আসিয়া দাঁড়াইল সেখানে, যেখানে উদ্গ্রীব দেখিলেও তার শাশুড়ী কিম্বা সখির মনে কোনও সন্দেহ জাগিবে না।

সেখান হইতে যে ঘরে বাবু আছে, সেটা অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। তথাপি নির্ম্মলা কিঞ্চিৎ অন্যমনস্কের মত সেদিকে চাহিল। চাহিতেই দেখিল, কারা যেন সেই ঘরের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। দাঁড়াইয়া কি যেন লুকাইয়া দেখিতেছে।

তাহাদের কার্য্যটি দূর হইতে নির্ম্মলা ভালরূপ বুঝিতে পারিল না। বুঝিবার জন্য আর একটু চলিতেই সে বুঝিতে পারিল, পাড়া সম্পর্কে খুড়ী, ভায়েদের মা ও দুইজন প্রতিবেশিনী বাহির হইতে উঁকি দিয়া বাবু ঠাকুরকেই দেখিতেছে।

নির্ম্মলার ইচ্ছাকৃত কাশির শব্দেই তাহারা তার অস্তিত্ব বুঝিল এবং একটু অপ্রতিভের মত নিকটে আসিল।

"কি দেখছিলে খুড়ী মা?"

প্রশ্ন অনুচ্চস্বরে, উত্তরও হইল সেইরূপ অনুচ্চস্বরে—"তুমার কেমন বর হবে এসে দেখছিনু!"

দ্বিতীয়া বলিল—"দেখতে ত দিব্যটি!"

তৃতীয়া বলিল—"বয়স বেশী নয়।"

তাহাদের কথাতেই নির্ম্মলা বুঝিল, সখির দোষেই হ'ক, কি শাশুড়ীরই দোষে হ'ক, বাবু সংক্রান্ত কথা ইহারা জানিতে পারিয়াছে, শুধু এই বিবাহের কথা নয়, হয় ত আরও অনেক।

মনের গতির সঙ্গে নির্ম্মলার কথার গতি, কার্য্যের গতি, সব ফিরিয়া গেল। সে হাসিতে হাসিতে বলিল—"বয়সও বেশী নয়, দেখতেও দিব্য, সচ্চরিত্র সকলি ব'লে দেখছি, ভাল ব'লেই বোধ হচ্ছে—ছেলেটি আমাদের ঘরও বটে, কিন্তু হ'লে হবে কি খুড়ীমা, কিছু নেই। সামান্য মুহুরীগিরি চাকরী, লেখাপড়াও বিশেষ কিছু জানে না—অমন লোককে ভগ্নী দিতে কি বাবুর সাহস হবে?"

শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয়া সকলের পানে চাহিয়া নির্ম্মলাকে বলিল—"আমিও তাই ভাবছিলাম মা, শুধু দেখতে সুন্দর হলে কি হবে, ঘর নেই, দোর নেই, কোনখানে বাড়ী তার ঠিক নেই, এমন লোককে তোমাদের বাবু কি করে ভগ্নী দেবেন?"

নির্ম্মলা এবারে একটু গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল—"তার উপর মায়ের যে একটিমাত্র মেয়ে, আর বাবুর সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধ ত বুঝ জান খুড়ীমা, ভালই হ'ক, মন্দই হ'ক, আমার পুঁটিকে দিলে তত দোষের হ'ত না।"

এরূপ উত্তরের প্রত্যাশা করিয়া খুড়ীমা আসে নাই। সে একটু অপ্রতিভের মত বলিল—"তবে যে শুনলুম ঠাকুরের অনেক টাকা হচ্ছে।"

আরও কিছু তাহার মুখ হইতে শুনিবার জন্য নির্ম্মলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত কথাগুলি শুনিয়া গুছাইয়া সে-গুলার সে উত্তর দিবে।

শ্যামের মা বলিতে লাগিল—"বাড়ী, ঘর, গহনা গাঁটি নগদে শুনলুম প্রায় লাখোটাকার সম্পত্তি।"

নির্ম্মলার উত্তর শুনিবার জন্য শ্যামের মা'র দুজন সঙ্গিনীও নেত্র বিস্ফারিত করিয়া দাঁড়াইল।

নির্ম্মলা আবার হাসিতে হাসিতে বলিল—"তুমি যখন জেনেছ খুড়ীমা, তখন তোমাকে গোপন করব কেন, আমিও তাই প্রথমে মনে করেছিলুম। মনে ক'রে ঠাকুরকে আটকে রেখেছিলুম। ভাবলুম কুলীনের ছেলেত বটে, টাকার মালিক হ'লে তাকে মেয়ে দিতে আপত্তি কি।"

"তার পর?"

"কোথায় কি।"

"সব ভুয়ো?"

"সব না হ'ক, প্রায় বটে।"

"সে মেয়েটা—"

"মরেছে তুমি বিশ্বাস কর?"

তৃতীয়া একটু ব্যঙ্গভাবে প্রথমাকে শুনাইয়া বলিল—"এই শুনলে মেজো গিন্নী?"

নির্ম্মলা বলিল—"আর সে আবাগী ম'লেই বা ঠাকুরের কি?"

শ্যামের মা একটু হতাশের ভাবে বলিল—"শুনলুম—"

"তোমাকে শুনতে হবে কেন খুড়ীমা, আমি বলছি। তুমি যা শুনেছ, আমিও তাই শুনেছিলুম। নষ্ট দুষ্ট মেয়েদের কথা—তুমি নিতান্ত ভাল মানুষ—তোমাকে কি বলব? আর বললেই কি তুমি বুঝবে?"

"সে মাগি তা'লে—"

"ও ঠাকুরের কেউ নয়, কি কেউ, এ ত হঠাৎ জানবার উপায় নেই।"

দ্বিতীয়া এইবারে মুখ খুলিল—"হ'লত শ্যামের মা, এইবারে চল।" বলিয়া সে নিজেই প্রস্থানোদ্যত হইল।

"তোমার নির্ব্বোধ ভাসুরপোকে ঠকাবার এও হয়ত একটা কৌশল।"

তৃতীয়া দ্বিতীয়ার অনুসরণ করিল।

"আমিও ত তাই ভাবলুম, বৌমাকি আমার এতই নির্ব্বোধ হবে!"

তখন শ্যামের মা'র সঙ্গিনীদ্বয় অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। নির্ম্মলা এইবারে অমুচ্চকণ্ঠে তাহাকে শুনাইয়া বলিল—"এইবারে তোমাকে বলি। এখনও ঠিক কিছু বুঝতে পারিনি খুড়ীমা! সত্যি যে না হ'তে পারে, এমন কথা বলতে পারি না। খুব সম্ভব—সম্পর্ক মিছে, মরা মিছে—সমস্তই নষ্ট মেয়ের ছলনা। তবু যদিই সত্য হয়, আর ঠাকুরের বরাতে ধন পাওনা থাকে, তখন ঠাকুরের সঙ্গে গুতার বিয়ে দিলে কি দোষের হবে?"

"কিছু না বৌমা, কিছুনা।"

মুহূর্ত্তের জন্য আর শ্যামের মা দাঁড়াইল না।

নির্ম্মলাও তার চলিয়া যাওয়ার অপেক্ষা না করিয়া, ঈষৎ দ্রুত পদে বরাবর উপরে একবারে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। ঘর প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিলাতি ধরণে সজ্জিত হইলেও, তার এক প্রান্তে একটি গঙ্গা-জলের কলসী ছিল। তাহা হইতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া মাথায় দিয়াই দেরাজ খুলিল। বাহির করিল তার ভিতর হইতে দুই তাড়া নোট ও এক মুঠো টাকা।

টাকা অঞ্চলে লইয়া দেরাজ বন্ধ করিয়া, কোনও দিকে দৃষ্টি না দিয়া বরাবর সে রাখুর ঘরে চলিয়া গেল।

রাখু তখন কল্কিটি মেজেয় রাখিয়া হুঁকাটিকে দেয়ালে ঠেসিয়া রাখিতেছিল।

পিছন হইতে নির্ম্মলা বলিল—"আপনার ঘুম হয়েছিল দাদা?"

"একটু বেশী ঘুমিয়ে পড়েছি।"

নির্ম্মলা এইবারে কি ভাবে কথাটা পাড়িবে ভাবিতে গেল। রাখুকে বিদায় দিবার কথা মুখ হইতে বাহির হইল না। সে জিজ্ঞাসা করিল—"নাদু কি আপনার কাছে ছিল না?"

"ঘুম থেকে উঠে তাকে দেখিনি।"

"ছেলেটা কোথায় গেল। তাকে একটা কাজে পাঠাবার বিশেষ দরকার পড়েছে।"

'বিশেষ' কথাটায় একটু জোর দেওয়ায় রাখু একটু চিন্তিতের মত বলিল—"তাকে খুঁজে আনবো কি?"

"সে কোথায় গেছে, আপনি তাকে কেমন ক'রে খুঁজে পাবেন?"

"ওস্তাদির কি—"

"না, না দাদা, সে দিক দিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।"

"বাবু এসেছেন কি?"

"না, তিনি এখনও কইত এলেন না। কোনও খবর পর্য্যন্ত তাঁর পেলুম না। আজ আসবেন কিনা তাও বুঝতে পারছি না।"

নির্ম্মলা এইবারে কথা পাড়িবার অবকাশ পাইল। রাখু ঠাকুর তার কথায় যখন কোনও কথা কহিল না, তখন আবার সে বলিল—"আপনার কথা ভয়ে ভয়ে একটু ভাবলাম দাদা—"

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে রাখু নির্ম্মলার মুখের পানে চাহিল। নির্ম্মলা বলিতে লাগিল—"ভাবলুম। আপনার মনটা যখন বড়ই চঞ্চল হয়েছে—"

"বড় চঞ্চল দিদি।"

"তা আমি বুঝেছি।"

"তুমি এই স্নেহ-বন্ধনে না বাঁধলে এতক্ষণ উধাও হয়ে চলে যেতুম। এ রকম বন্ধনের ভিতর থাকা কোনও কালে আমার অভ্যাস নেই।"

"না, আপনাকে আটকে রাখা আমার এখন অন্যায় মনে হচ্ছে।"

"কলকেতার বাতাস আমার একেবারেই সহ্য হচ্ছে না। তোমাকে গোপন করব কেন দিদি, এই তিন মাসেই এখানে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।"

"দেশ থেকে একবার ঘুরেই আসুন।"

রাখু আর উত্তর না দিয়া ছাতি হাতে করিল।

"কথা শেষ করতে না করতেই বুচ্‌কি হাতে করলেন যে!"

"বেলাবেলি হাওড়ায় যাই।"

"দেশে গিয়ে কি করবেন?"

"এখন দু'চার দিন মায়ীর গান গাব। তার পর যাত্রার দলে একটা চাকরি নেব। একটা পেট যেমন ক'রে হ'ক চলে যাবে দিদি।"

"যাত্রার দলে কি করবেন?"

"আমি একটু বাজাতে জানি।"

"ছি ছি, যাত্রার দলে আপনি ঢুকবেন কেন?"

"হীন কাজ ব'লে এতদিন ঢুকিনি, দু'তিন জন যাত্রাদলের অধিকারী আমাকে সেধেছিল।"

"না না, তা করবেন না।"

"তবে কি করব—বিদ্যেও নেই, পয়সাও নেই। অকর্ম্মণ্য পরপ্রত্যাশী হওয়ার চেয়ে সে কাজ কি ভাল নয়?"

"পয়সা কিছু হাতে হ'লে ব্যবসা করতে পারেন?"

রাখু আবার বিস্মিত নেত্রে নির্ম্মলার মুখের পানে চাহিল।

নির্ম্মলা নোট ও টাকাগুলি রাখুর পায়ের কাছে ধরিয়া বলিল—"এই নিন্।"

"না না।"

"এদের টাকা নয় দাদা, তোমার ভগিনীর—মৃত্যুকালে আমার বাবা আমাকে দিয়ে গেছেন।"

তথাপি রাখু হাত নামাইয়া টাকা তুলিতে পারিল না।

"যদি না নাও—"

"নেবো দিদি—মাথাটা ঠিক রাখতে পারছি না।"

তার চক্ষু হতে অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

"নিয়ে যে ব্যবসা ভাল বুঝবেন করবেন।"

তথাপি রাখু দাঁড়াইয়া রহিল। আবেগ ঈষৎ দমিত করিয়া বলিল—"টাকা তুলে নাও। যতদিন আমি বাঁচব, আমার ভগিনীপতির দোরে মাথা দিয়ে পড়ে থাকব দিদি।"

"মাথা দিলে ত আর ছোটলোকের কল্যাণ হবে না। যখন ইচ্ছা, এর পর এ বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিতে আসবেন, আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করবেন। টাকা তুলে নিন্। নান্টুকে দিয়ে একজোড়া কাপড় আনাব মনে করেছিলুম। ওই টাকা দিয়ে কিনে দেবেন।"

নির্ম্মলা ভূমিষ্ঠ হইয়া রাখুকে প্রণাম করিল। তারপর দাঁড়াইয়া বলিল—"এবারে দেশেই যাবেন?"

"আর কোথাও যাব না দিদি, দেশেই যাব।"

"দুটি বুঝি কাঁদছে।"

"তুমি এসো" বলিয়া রাখু টাকা তুলিয়া লইল।

২২

ভুতোর মা যখন কলতলায় কাপড় কাচিতেছিল, নবি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাখুর পরিচর্য্যা করিয়া সে সেখানে আসিয়াছে। আসিয়াছে, ঠাকুর মা সেখানে আছে জানিয়া, তার মায়ের অন্বেষণ করিতে। ঠাকুরমা'কে সে রাখুর সঙ্গে

মা'য়ের অভিনব সম্বন্ধের কথা শুনাইবে। উভয়েই তাহারা মধু ঠাকুরের পক্ষপাতী ছিল। তার ছিল একটু মেয়েলি স্বভাব। মেয়েদের মাঝখানে একবার বসিতে পাইলে, গল্পগুজবে এমন মগ্ন হইত যে, কর্ত্তব্যের কথা একরূপ তার মনেই থাকিত না। সরির, শুভার মার সে সব গল্প বড় ভাল লাগিত। এমন কি সময়ে সময়ে উভয়েই তার মিথ্যা গল্প-স্রোতে ভাসিয়া যাইত। তাঁহারাও আপন আপন কর্ত্তব্য ভুলিত। এই দোষের জন্য নির্ম্মলা ব্রজেন্দ্রকে বলিয়া মধুঠাকুরকে ছাড়াইয়া দিয়াছিল।

মুখচোরা রাখু নিজের কর্ত্তব্যটি করিয়া যাইত। কেহ কোনও প্রশ্ন করিলে, তাহার মুখ হইতে দুই একটা হুঁ হাঁ ছাড়া অনেক সময়েই বেশী কোনও উত্তর পাইত না।

আজ তাহারা উভয়েই রাখুকে নির্ম্মলার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া আলাপ করিতে দেখিয়াছে। রাখুর বিরুদ্ধে পূর্ব্বে তাহাদের বলিবার কিছু না থাকিলেও, চিত্তের দুর্ব্বলতায় মধু ঠাকুরের কর্ম্ম-চ্যুতিতে নির্ম্মলার উপর তাহারা সন্তুষ্ট ছিল না। উভয়েই, বিশেষতঃ সরি, রাখুর একটু আধটু দোষ দেখিতে পাইলেই যেন গোটা দুই নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিত।

আজ যেন সে দোষ দেখিতে পাইবার মত হইয়াছে। তবে, নির্ম্মলার নির্জ্জনালাপ শুভার ভবিতব্যের সঙ্গে জড়িত বুঝিয়া, শুভার মা ও সরি অনেকক্ষণ যে যার কাছে মন খুলিয়া কথা বলিবার সুবিধা পায় নাই।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এক কথাতেই সরি শুভার মার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল, বুঝিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়াছিল। সঙ্কীর্ণ মন, রাখুর সঙ্গে নির্ম্মলার এই 'বাড়াবাড়ি রকমের' আত্মীয়তা প্রদর্শন শুধু যে শুভারই কল্যাণের জন্য, এটা তাহাদের বুঝিতে দিল না।

ইহার পূর্ব্বে সরি দুই একবার ঠারে ঠোরে শুভার মাকে দুই এক কথা শুনাইয়াছে। এখন বলিবার মত কথা পাইয়া বলিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে।

শুভার মা নির্ম্মলার কার্য্যগুলা প্রথমে কুভাবে গ্রহণ করে নাই। পরে কুভাবে গ্রহণ করিতে সাহস করে নাই। কিন্তু অল্পবুদ্ধি—শুভার মাকের চিন্তায় মস্তিষ্ক-চাঞ্চল্য সরির কথার কৌশলে অল্পে অল্পে সন্দেহগ্রস্ত হইয়া পড়িল।

কলতলায় প্রবেশ করিয়াই সরি চলিয়া যাইবার ভান দেখাইল।

"কিরে সরি ?"

"এমন কিছু নয় ঠাকুর মা !"

"তবে হম্‌কো হম্‌কো হয়ে এলিই বা কেন, আবার ব্যস্ত হয়ে চললিই বা কেন ?"

"আমি জানতুম, এতক্ষণ তুমি কাপড় কাচা সেরে ঘরে চলে গেছ।"

"কাকে খুঁজছিস ?"

"পুরুত ঠাকুরের দিদিকে।" বলিয়াই সরি মুচকিয়া হাসিল।

"দিদি কে লো ?"

শুভার মাও হাসিল।

এই কথাটা শুনিয়াই নির্ম্মলা চলিয়া গিয়াছে। পাছে কোন অপ্রীতিকর কথা শুনিতে হয়।

সরি বলিল—"কেন, মা।"

"তোর মা আবার ও বামুনের দিদি হ'ল কবে ?"

"তা কেমন করে বলব ঠাকুর-মা ! তামাক জল দিতে গিয়েছিলুম।" ঠাকুর বললে, সরো, একবার দিদিকে ডেকে দাও। শুভাদিদি মনে করে বললুম, তার অসুখ ! শুনে ঠাকুর বললে, সে নয়, গিন্নী।"

শুভার মা মুখে অস্বাভাবিক গম্ভীরতা মাখিয়া সরির মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"ব্যাপার কি ঠাকুর-মা !"

এই ব্যাপার লইয়া উভয়ের মধ্যে যে সকল কথাবার্ত্তা হইল, সে সব প্রকাশের প্রয়োজন নাই। এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, সে কথা স্বকর্ণে শুনিলে নির্ম্মলা মর্ম্মাহত না হইয়া থাকিতে পারিত না। তাহাতে তাহার চরিত্রের উপর কটাক্ষ ছিল। আর শুভার সঙ্গে রাখুর বিবাহের কথাটা একেবারেই যে শুভার কল্যাণের জন্য নয়, এটা, কিছুক্ষণের কথাবার্ত্তার পরেই শুভার মা, সরি, উভয়েই সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল।

রাখুকে বিদায় দিয়াও যখন নির্ম্মলা দেখিল, ইহাদের গোপন কথোপকথনের নিবৃত্তি হয় নাই, তখন তাহাদের চমক ভাঙ্গাইতে নীচের বারান্দা হইতে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"নাদু।"

ইহাদের চমক ভাঙিল। দুইজনকে একত্র দেখিতে পাইবার ভয়ে সরি বাহিরের দিকে চলিয়া

গেল। শুভার মা চলিল,—যেখান হইতে নির্ম্মলা রাখুকে ডাকিয়াছে।

নিকটে আসিতেই নির্ম্মলা শাশুড়ীর মুখের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিল—"নালু কি এখনও বাড়ী আসে নি মা?"

"এসেছিল, আমি তাকে ডাক্তার আনতে পাঠিয়েছি।"

"বেশ করেছ মা, শুভার একটু জ্বর হয়েছে, নাকও একটু ফুলেছে। তবে আমার মনে কোনও ভয় হচ্ছে না! সাধু ব্রাহ্মণ, মনটা অসম্ভব চঞ্চল হয়ে পড়েছে, অন্যমনস্কের আঘাত, শুভার অকল্যাণ হ'তেই পারে না।"

"তাই বল মা, আইবড় মেয়ে, আমি ভয়েই মরছি।"

"কতক্ষণ নালু গেছে?"

"অনেকক্ষণ ত পাঠিয়েছি। এতক্ষণ আসা উচিত ছিল।"

"বোধ হয় ডাক্তারবাবুকে দেখতে পায়নি।"

ঠিক এমনি সময়ে নালু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল—"কইরে নালু, ডাক্তারবাবু?"

নালু দূর হইতে শুধু মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে ডাক্তারের না আসা বুঝাইতে চেষ্টা করিল। পূর্ব্বে তার মা তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল, ডাক্তার আনার কথা পুরুত মশাই কিছুতেই যেন জানিতে না পারে। সে জানে পুরুত মশাই তার পড়িবার ঘরে তখনও অবস্থিতি করিতেছে।

নির্ম্মলা সেটা বুঝিয়া হাসিয়া বলিল—"অমন ভূতের মত ঘাড় নাড়তে হবে না, কি হয়েছে চেঁচিয়ে বল।"

"ডাক্তার বাবু বল্লেন, আজ আর আসবার দরকার নেই, কাল যাব।"

শুভার মা জিজ্ঞাসা করিল—"জ্বরের কথা বলেছিলি তাই?"

"বলেছিলুম।"

নির্ম্মলা বলিল—"নাক ফোলার কথা?"

"সব বলেছি। তিনি বল্লেন, আমি ভাল ক'রে এক্জামিন ক'রে দেখেছি, কোনও ভয় নেই। ওই ওষুধ আর বার পাঁচ সাত লাগিয়ে দাও, জ্বরও যাবে, ফোলাও থাকবে না। যদি কাল সকালে পর্য্যন্ত জ্বর থাকে, আমাকে খবর দিয়ো?"

"ওপরে খাবার রেখেছি, খেয়ে পড়তে বস' নালুবাবু! সারাদিন পড়া শুনা হয়নি, বাবু এসে যদি শুনেন, রাগ করবেন।"

পড়িবার ব্যস্ততায় না হউক, ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থায় নালুবাবু উপরে চলিয়া গেল।

নির্ম্মলা এই বার শাশুড়ীকে বলিল—"তুমি মা শুভার কাছে খানিকক্ষণ থাক, পুঁটিকে তার কাছে রেখে এসেছি, কিছুতেই এলো না সে, তাকে জ্বালাতন না করে।"

এমনি সময়ে সবি সেখানে উপস্থিত হইল। দূর হইতে দেখিল দুইজনে কথা কহিতেছে। তখন, কাজে যেন কতই ব্যস্ত, নিকটে আসিয়া উভয়কেই যেন লক্ষ্য করিয়া বলিল—"আজ রাত্রে কি আমাদের আর কারও খাওয়া দাওয়া নেই গা।"

"তাই ত বৌমা, হতভাগা মেয়েটার ভাবনায় ভুলে গিয়েছিলুম, পুরুত মশাই রয়েছেন, রাঁধুনিও আজ আর এলো না, রাত্রে তাঁর খাবার ব্যবস্থা কি করব?"

"তিনি ত চলে গেছেন।"

"চলে গেছেন!"

বিস্মিতা সবি বলিয়া উঠিল—"এই ত একটু আগে তোমাকে তিনি ডেকে দিতে বল্লেন। দেখা ক'রেই চলে গেছেন।"

শুভার মা জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় গেলেন?"

"মেসে।"

"রইলেন না?"

"কই রইলেন—রাখবার চেষ্টা করেছিলুম। তোমরা জান না, শুভার সম্বন্ধ উপলক্ষ ক'রে, তাঁকে মায়ের পেটের ভাই পর্য্যন্ত ব'লে সম্বন্ধ পাতিয়েছিলুম—কিছুতেই রাখতে পারলুম না।"

পুঁটি উপরে কাঁদিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে শুভার আর্ত্তকণ্ঠ সকলের কাণে গেল—"বৌদি, পুঁটি থাকছে না।"

"তুমি উপরে যাওনা মা" বলিয়া নির্ম্মলা কাপড় কাচিতে চলিয়া গেল।

শুভার মা ও সবি যে যার মুখের পানে কিছুক্ষণ প্রাণহীনের মত চাহিয়া রহিল।

১৩

ইহার মধ্যে হেমচন্দ্র বাড়ীতে আসিয়া কখন যে রাখুকে ঘরের মধ্যে দেখিয়া গিয়াছে, তাহা বাড়ীর

ভিতরের একটি প্রাণীও জানিতে পারে নাই। হেমা শুধু বাবুকে দেখিল না, দেখিল সে সেই সঙ্গে তার প্রভুপত্নীকে। দু'জনে নির্জ্জনে, সকলকেই লুকাইয়া কি যেন রহস্যালাপ করিতেছে। তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। অসদ্বুদ্ধি চাকর উভয়ের এ নির্জ্জন মিলনের সদুদ্দেশ্য গ্রহণ করিতে পারিল না। পূর্ব্ব হইতে বাপুর উপর এ হতভাগ্যের কেমন করিয়া একটা বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। এই বিদ্বেষবশেই উভয়কে এক ঘরে দেখিবামাত্র, সে যেন তাহাদের নির্জ্জনালাপের কথাগুলা শুনিতে পাইল। তাহাদের হাসিও তাহাদের কাণ দুটাকে ফাঁকি দিয়া ঘরের বাতাসে মিলাইতে পারিল না।

সে আসিয়াছিল, প্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, প্রভুপত্নীকে দুই এক কথা বলিতে। বলিতে, চাকর তখনো পর্য্যন্ত ঘরে না ফিরিয়া আসার কথা। সুতরাং বাবুর যদি আসিতে বিলম্ব হয় অথবা রাত্রে না আসা হয়, নির্ম্মলা যেন তার জন্য চিন্তা অথবা আহারাদির অপেক্ষা না করে।

হেমার আর নির্ম্মলার সঙ্গে সাক্ষাতের ধৈর্য্য রহিল না। পা টিপিয়া টিপিয়া এমন সন্তর্পণে বাহির হইয়া গেল যে, কাক পক্ষীটি পর্য্যন্ত তার আসার কথা জানিতে পারিল না।

বাড়ীর বাহিরে আসিয়া সদর রাস্তায় পা দিয়াই সে একরূপ ছুটিল। চাকর বাড়ীর দোরের কাছে যখন সে উপস্থিত হইল, তখন ব্রজেন্দ্র, চারু আর ফিরিবে না বুঝিয়া, তাহার সম্পত্তি সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যাহা করিতে হয় করিয়া ভবিষ্যতে যাহা কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে করিতে দরজার বাহিরে সবেমাত্র দাঁড়াইয়াছে। সম্মুখে গাড়ী, উঠিবে, এমন সময় সে হেমাকে দেখিতে পাইল।

হেমার মুখের ভাব ও ব্যস্ততা এবং শীঘ্র তার ফিরিয়া আসা—দেখার সঙ্গে ব্রজেন্দ্রের মনটা সহসা সন্দেহাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু বুদ্ধিমান সে—পাছে হেমা পথের মাঝে সকলের সম্মুখে এমন কোনও কথা বলিয়া ফেলে, যাহা সে ছাড়া অন্য কাহারও কর্ণগোচর হওয়া উচিত নয়, তাই একটা জিনিস ভুলিয়া আসার অছিলা করিয়া সে বাড়ীর মধ্যে আবার প্রবেশ করিল।

ব্রজেন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, বাড়ী হইতে তাহার ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত বাহিরের কেহ চাকর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে না পারে। জানিতে পারিলে সেই অভাগিনীর পল্লীতে হঠাৎ এমন একটা গোলযোগ উপস্থিত হইবে, যে জন্য তাহার বিব্রত হইবার অনেকটা সম্ভাবনা।

উপরে ঝি, নীচে বিশু—ব্রজেন্দ্র সিঁড়ির মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তার মনে হইল, আর কিছু নয়, হেমা যা করিয়াই হউক চাকর কোনও খবর পাইয়াছে।

সে সর্ব্বনিম্ন সোপানে যেমন পা দিয়াছে, অমনি ব্রজেন্দ্র ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিল—খবর কি?

হেমাও প্রভুর উপযুক্ত ভৃত্য, ইঙ্গিতে উত্তর দিল, উপরে ঘরে চলুন।

চাকর অদর্শনে ঝি সারাদিনটা ছটফট করিয়া কাটাইয়াছে। বেলা শেষে তার প্রত্যাগমনে হতাশ হইয়া মাসীর ঘরের দরজার সম্মুখে গালে হাত দিয়া বসিয়া ছিল। বাবু তাহাকে বাড়ীর বাহির হইয়া কাহাকেও কোন কথা বলিতে একবারে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, বলিলে তাহাকে ও বিশুকে খুনের দায়ে পড়িতে হইবে।

সে দেখিল বাবু হেমাকে সঙ্গে লইয়া আবার চাকর ঘরে প্রবেশ করিতেছে। এ পুনঃপ্রবেশের কারণ বুঝিতে না পারিয়া অর্দ্ধনিরুদ্ধ-কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—"বাবু!"

তাহার দিকে দৃষ্টি পর্য্যন্ত নিক্ষেপ না করিয়া, শুধু বামহস্ত প্রসারণে ব্রজেন্দ্র তাহাকে কোনও প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিল।

সুতরাং ঝি আর কোন কথা বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল না। কিন্তু তার কৌতূহল তাহাকে সেই ঘরের দোর জুড়িয়া বসিয়া থাকিতে দিল না।

সে উঠিল এবং বাবু ও হেমা দেখিতে না পায়, এমন স্থানে দাঁড়াইয়া আড়ি পাতিয়া তাহাদের কথোপকথন শুনিবার চেষ্টা করিল। কথা সে শুনিতে পাইল না, তবে জানালার ফাঁকে চোখ দিয়া দেখিতে পাইল, হাত, পা, মুখ নাড়িয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া হেমা বাবুকে কি বলিতেছে, আর বাবুর মুখটা দফে দফে রাঙা হয়ে উঠিতেছে। একবার দেখিল বাবু মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ফরাসের উপর আঘাত করিল। যেমনি দুজনে বাহিরে আসিবার লক্ষণ দেখাইল, অমনি ঝি পলাইবার অন্য কোনও পথ না পাইয়া সিঁড়ির নীচে নামিয়া গেল।

ব্রজেন্দ্র তাহাকে ডাকিল। প্রথম ডাকে সে উত্তর দিল না। সে আর একটা সম্বোধনের

অপেক্ষা করিল এবং বাবুর সন্দেহের যতটা বাড়িয়ে পারিল আপনাকে লইয়া গেল—লইয়া কান পাতিয়া দাঁড়াইল।

যা প্রত্যাশা করিতেছিল, আবার সে উপর হইতে বাবুর আহ্বান শুনিতে পাইল।

"ওরে বিশে, বাবু আমাকে ডাকে কেন শুনে আয় না।"

বিশুও নিতান্ত বুদ্ধিহীনের মত তার দোরটিতে হুঁকা হাতে বসিয়াছিল। সে সেই প্রাতঃকাল হইতে, যেখানে যেখানে চাকর সন্ধান পাইবার কথা, খুঁজিয়া হতাশায় নিরস্ত হইয়াছে। বাবুর আসার পর হইতে সেও আর বাড়ীর বাহির হইতে পায় নাই। বাবু ভয় দেখাইয়াছে, সেই ভোর হইতে চাকর নিরুদ্দেশের কথা যদি প্রতিবেশিনীগুলো শুনিতে পায়, তাহা হইলে ঝির ও তার বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা। ঝি ইহার মধ্যে তার সঙ্গে অনেকবার গোপনে পরামর্শ করিয়াছে। তার চেয়ে ঝিয়ের বুদ্ধি অনেক বেশী, চাকর না ফিরিলে তাহারা উভয়ে যে একটা বিপদে পড়িতে পারে, একথাও সে বিশুকে শুনাইতে ভুলে নাই।

বাবুর ক্রোধরক্তিম মুখ হইতে কি কথা বাহির হইবে, শুনিতে সাহস না করিয়া, সে বিশুকেই ব্রজেন্দ্রের কাছে পাঠাইল এবং অন্যান্যদের একটা অছিলা করিয়া, যেখান হইতে তার কথা শুনিতে না পাওয়া সম্ভব, সেইখানে চলিয়া গেল।

যখন সে অতি ধীরে সিঁড়ি উপরে উঠিল, তখন ঝিও আবার নীচে চলিয়া গিয়াছে।

"আমাকে কিছু বলছেন বাবু?"

"ডাকছিলুম—বলছি, সন্ধ্যার পর তোর দিদি-মণি যদি না ফেরে, আমাকে পুলিসকে খবর দিতে হবে।"

বিশু শুধু মুখে ভীতির চিহ্ন দেখাইল, উত্তর দিল না। ব্রজেন্দ্র তাহার ভীতি লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিল—"আমার মর্য্যাদা রাখতে হ'লে আর খবর না দিয়ে পারব না। পুলিস এসে পুরের ভিতর তোরাও আছিস্ ব'লে তোদের সন্দেহ করতে পারে। বুঝেছিস্?"

বিশের মুখ শুষ্ক হইল।

"বাবু! আমরা কি অপরাধ করেছি?"

"অপরাধ খুবই করেছিস্, যখনি সে বদমাইস বামুন এখানে ঢুকেছিল, আমাকে খবর দেওয়া তোদের উচিত ছিল। যাক, যা ক'রেছিস, করেছিস্। এখন যদি বাঁচতে চাস, পুলিসকে যা বলতে হবে, আমি বাড়ী থেকে ফিরে এসে শিখিয়ে দেব।"

"আমাদের বাঁচাও বাবু।"

"বাঁচাতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তবে একেবারে গোল ক'রে তোমরা যদি নিজের গলায় ফাঁসি দাও, আমাকে দোষী করতে পারবে না। ঝিকে আমি বলেছি, সে বলবে—তুমিও বলবার জন্য প্রস্তুত থাক।"

ব্রজেন্দ্র নামিতে গেল। এক সিঁড়ি নামিয়াই, তখনও পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বিশুকে একটু সতর্কতার কথায় শুনাইল বলিল—"যদি ধর্ম্ম দেখাতে যাও, মরবে।"

"বাবু কি ঠাকুর মশায়ের সন্ধান পেয়েছেন?"

ব্রজেন্দ্র একথা শুনিয়াও শুনিল না, মুখে বিরক্তির ভাব রাখিয়া দ্রুত পদে নামিয়া গেল।

ঝি বিশুর সঙ্গে আগেই উপর হইতে চলিয়া গিয়াছে। প্রথমটা ভয়, তারপর 'চিন্তা', তারপর আশঙ্কা। কি মুস্কিল, ধর্ম্ম দেখাইতে গেলে সত্যই উভয়ে বিপদে পড়িবে, পুলিস তাহাদের টানাটানি না করিয়া ছাড়িবে না। কিন্তু যদি ধর্ম্ম না রাখে, তা হইলে? প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণের সঙ্গে দুই একটা কথাতেই সে তার প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়াছে। সে বেশ্যার আবর্জ্জনার স্তূপে একটা সুগন্ধ কুসুম দেখিতে পাইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে সেরূপ মূর্ত্তি দেখে নাই। যদি ধর্ম্ম দেখাইতে যাই, আমি মরিব। ধর্ম্মের মাথা ত অনেক কালই খাইয়াছি, একটু মায়ামাত্র মাথার যা অবশেষ আছে, সেইটুকু পেটে পুরিলে আমি বাঁচিয়া যাইব, কিন্তু ফাঁসি কাঠে ঝুলবে—

মনেও ঝি ব্রাহ্মণকে নির্দ্দোষ করিতে পারিল না। সে শিহরিয়া উঠিল।

"বিশে!"

বাবুর আগমনের সঙ্গেই দরজা বন্ধ করিয়া বিশু উপরেই আসিয়াছিল।

"বাবু কি তোকে কিছু বলে গেল?"

বিশু বলিল—"হাঁ।"

ঝির প্রশ্নে বাবু কি বলিয়াছে বিশু সমস্তই ঝিকে শুনাইয়া দিল।—মাতাল চাকরে সঙ্গে লইয়া

এক বামুন রাত্রির সেই ঘন দুর্যোগে বাড়ীর বাহির হইয়া গিয়াছে। আরও দু'চারদিন এ বাড়ীতে সে তাহাকে আসিতে দেখিয়াছে।

"এই তাহা মিথ্যেটা তুই বল্‌বি ?"

"কি কোরবো, আমাকে ত বাঁচতে হবে।"

ঝি বুঝিল, বাঁচিতে হইলে তাহাকেও ওইরূপ একটা মিথ্যা কথা কহিতে হইবে।

হঠাৎ একটা জ্বালা তার সর্ব্বশরীরকে আক্রমণ করিয়া বসিল।

"বিশু! দোর বন্ধ ক'রে কিছুক্ষণ একলা বসে থাকতে পারবি ?"

"তুমি কোথা যাবে ?"

"আমি আর একবার খুঁজে আসি। পেটের দায়ে আমাদের চাকরি করতে আসা।"

"তাতো ঠিক কথা।"

"তোর 'মা' যদি না ফেরে, আমাদের এখানকার চাকরি হয়ে গেল।"

বিশু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

"আর যদি ফেরে, ফিরে শোনে যে, বামুনকে ফাঁসাতে বাবুর কথায় পুলিসের কাছে আমরা মিথ্যা বলেছি, তাহলে শুধু এখানকার চাকরি যাবেনা, এরকম বাড়ীতে আমাদের আর কেউ ঠাঁই দেবে না।"

এই কথাতেই বিশু বুঝি ভবিষ্যতের চাকরির অবস্থা একবারে বুঝিয়া ফেলিল। এরূপ উপরি রোজকারের চাকরি আর সে কোথায় পাইবে? সে বলিল—"যা ঝিমা, খুঁজে আয়।"

কোথায় যাইবে, কেন যাইবে, তার মস্তিষ্ক যাতনার উষ্ণতায় ক্ষণমাত্রের জন্যও তাহাকে ভাবিতে অবসর দিল না। ঝি বাহিরে চলিয়া গেল; বিশু দ্বার বন্ধ করিল কিনা, সে ফিরিয়াও দেখিল না।

২৪

যখন ব্রজেন্দ্র বাড়ীতে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাড়ীতে ঢুকিয়াই সে দেখিল নালুর পড়িবার ঘরে আলো জ্বলিতেছে। সে-ঘরে কেহ যে আছে, দূর হইতে সে বুঝিতে পারিল না। তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল, রাখুকে দেখিলেই এমন দুই চারিটি তীব্র ভাষায় আপ্যায়িত করিবে যে, তাহার অসভ্য জন্মুলে দেশেও রাখু জীবনে কখন সেরূপ ভাষায় আপ্যায়ন লাভ করে নাই।

কিন্তু যেই দেখা করিবার সময় আসিল, অমনি তার সমস্ত সাহস সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের কল্পনা-রচিত মূর্ত্তির সম্মুখ হইতেও যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল। হেমা সঙ্গে ছিল। সেও তীব্রদৃষ্টিতে ঘরের পানে চাহিল। বুঝিতে পারিল না ঘরে কে আছে, তবে দেখিতে পাইল—ঘরের দেওয়ালে একটা ছায়া যেন চলা ফেরা করিতেছে।

"বামুন ঘরে পায়চারি করছে বাবু।"

"দেখে আয়। সাবধান, সন্দেহ জাগে, এমন কোনও কথা যেন তাকে ক'স্‌নি সন্দেহ করলেই পালাবে।"

হেমা ঘরের দ্বারের কাছে যাইয়াই ফিরিল।

"আছে সে হেমা ?"

"দেখতে ত পেলুম না বাবু, শুধু নালু বাবু রয়েছেন।"

সেদিক দিয়া যাইতে ব্রজেন্দ্রের আর কোনও এখন আপত্তি রহিল না। হেমাকে সঙ্গের জিনিষ-পত্রগুলা উপরে লইতে আদেশ করিয়া সে নালুর ঘরের মধ্য দিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতে চলিল।

সত্যই নালু বাবু তখন একখানা বই হাতে ঘরের মধ্যে বেড়াইতেছিল। ব্রজেন্দ্র যখন ঘরে প্রবেশ করিল, তখন তার মুখ ছিল অন্যদিকে।

"ওখানে হুঁকো কেন নালু বাবু ?"

পিতার আহ্বানে চমকিতের মত বালক মুখ ফিরাইল। একবার সে হুঁকার পানে চাহিল মাত্র—উত্তর দিতে পারিল না।

"মাষ্টার কি তামাক খায় ?"

"না।"

"ও হুঁকো তবে কার ?—আরে গেল, চুপ ক'রে রইলি কেন ?"

"মাষ্টার মশাই আসেন নি।"

"তা হলে কে এ ঘরে ছিল ?"

"পুজুরি ঠাকুর।"

"কে এ ঘরে তাকে ঢুকতে দিলে ?"

নালু উত্তর দিতে পারিল না। বাপের সঙ্গে ব্রজেন্দ্র প্রশ্নের পুনরুক্তি করিল। নালু উত্তর দিল না।

"কখন সে এসেছিল ?"

"সকালে।"

"সমস্ত দিন ছিল?"

"মা তাঁকে খাবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন।"

"তোমার তা হলে আজ পড়াশুনা হয় নি?"

"উপরে বসে পড়েছি।"

"বামুন গেল কোথা?"

নান্নু বলিতে পারিল না।

"আবার আসবে সে?"

নান্নু বলিতে পারিল না।

অনেক কষ্টে পুঁটিকে ঘুম পাড়াইয়া নির্ম্মলা সবে মাত্র রান্নাঘরের চৌকাটে পা দিয়াছে। দিনমানে স্বামীর আহারের সে যে সকল উদ্যোগ করিয়াছিল, যদি স্বামী রাত্রিতে বাড়ী আসে, সে সকল সামগ্রী আর তার মুখের কাছে ধরা চলে না। রাঁধুনি আসে নাই, তাই শাশুড়ীকে শুভার সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া নিজেই সে রাঁধিতে আসিয়াছে।

দোরে পা দিতেই সে শুনিতে পাইল স্বামীর কথা। একবার সে কাণ পাতিয়া দাঁড়াইল। শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই রাঁধু-ঠাকুর সম্বন্ধে স্বামীর চিত্তের অবস্থা সে বুঝিয়া লইল। পাছে ব্রজেন্দ্র দেখিতে পায়, তাই আর কোনও কথা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া সে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

ব্রজেন্দ্র কিন্তু শঙ্কিত নিরীহ পুত্রকে আর প্রশ্নের উপর প্রশ্নে বিপদগ্রস্ত করা যুক্তি-সঙ্গত মনে করিল না।

"বুঝতে পারছি, সারাদিন তুমি পড়ার নাম পর্য্যন্ত করতে পারনি নান্নুবাবু। সাবধান, এরকম পড়ায় অবহেলা আর কখন না শুনতে হয়। মনোযোগ দিয়ে পড়, এক মাষ্টার ছাড়া অন্য যে কেউ এ ঘরে ঢুকতে আসবে, নিষেধ করবে।"

ব্রজেন্দ্র আবার বাহিরের সিঁড়ির পথ ধরিয়াই উপরে চলিয়া গেল।

"পুঁটি!"

ঠাকুর-ঘরে শুভার মা, শুভার পরে সরি— উভয়েই বুঝলেন, ব্রজেন্দ্র আসিয়াছে। আসিয়াই কন্যার নামের সাহায্যে গৃহিণীকে আহ্বান করিতেছে।

তখন মধুর সুরের আসিবার সময় হইয়াছিল। সেইজন্য সে আবার সরিকে শুভার কাছে রাখিয়া আরতির আয়োজন করিতে ঠাকুর-ঘরে চলিয়া আসিয়াছে। তাহার আদেশমাত্র অঙ্গনায় শুভার মা বসিয়া রহিল। চাক সম্বন্ধে ব্যাপার জানিতে যদিও তাহার বিশেষ কৌতূহল হইয়াছিল, তবুও সপত্নী-পুত্রবধূর কাছে কেমন যেন একটা অপরাধ করিয়াছে বুঝিয়া, হঠাৎ উঠিয়া আসিতে সে সাহস করিল না।

সরিও আসিতে আসিতে কেমন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। শুভার তন্দ্রা আসিয়াছিল। পুটির নামে তার চটকা ভাঙিল, তীরবৎ শয্যায় বসিতে গিয়া সে সরিকে দেখিল।

"দাদা কথা কইলেন না কি?"

"শুভা!"—শুভার প্রশ্নে সরির আর উত্তর দিবার প্রয়োজন হইল না।

"বৌদি কি ঘরে নেই?"

"থাকলে কি তোমার দাদা অত পুঁটি, পুঁটি করে!"

"তবে তুই দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন, যা।"

"ডাকছে তোমাকে, আমি গিয়ে কি করব!"

"মা!—আরে গেল, এরা বাড়ীতে কেউ নাই নাকি!"

শুনিয়া শুভা মুখ ঢাকিতে ঢাকিতে শুইয়া পড়িল।

"সরি!"

অগত্যা সরিকে যাইতে হইল।

নির্ম্মলাও রান্নাঘর হইতে ব্রজেন্দ্রের কথা শুনিয়াছিল। বুঝিয়াছিল, পুঁটি, শুভার নাম লইয়া স্বামী কাহাকে ডাকিতেছে।

কিন্তু সে উপরে গেল না। স্বামী এখন আর নীচে আসিতেছে না বুঝিয়া, সে একবার নান্নুর কাছে গেল।

মাকে দেখিয়াই নান্নু বলিল—"মা! বাবা এসেছেন।"

"আমি জেনেছি। তিনি তোমাকে বকছিলেন কেন নান্নু? ঠাকুরঝি সারাদিন এ ঘরে ছিলেন বলে? তা বোকা ছেলে, চুপ ক'রে বকুনি খেলে, আমার নাম করলে না কেন? ছি নান্নুবাবু, লেখাপড়া শিখে শিখেছ, সত্য কইতে তোমার এত ভয়!"

"বাবা বড় রেগে কথা কইছিলেন মা!"

"সত্যিই তোমার আজ পড়া হয়নি। বসে মন দিয়ে পড় নান্নুবাবু!"

১৫

সকলের জন্য খাবার প্রস্তুত করা নির্ম্মলার শেষ হয় হয় হইয়াছে। শুভা, পুঁটি, মা—নির্ম্মলার

উদ্দেশে সকল প্রকারের সম্বোধন করিয়া ব্রজেন্দ্রও ডাকা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে। সমস্ত বাড়ীটা এখন একরূপ নিস্তব্ধ, কেবল মাঝে মাঝে নানুবাবুর পড়ার গুণ্‌ গুণ্‌ শব্দ নির্ম্মলার কানে পশিতেছিল। নির্ম্মলা রাঁধিতেছিল আর ভাবিতেছিল, কি মূর্ত্তি লইয়া সে আজ স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইবে। সাধ্বীর মর্য্যাদায় আজ আঘাত লাগিয়াছে। সে সব সহ্য করিতে পারে, শ্বশুরগৃহে শত প্রকারের লাঞ্ছনা—কিন্তু ঐ আঘাতের এতটুকুও তার অসহ্য। মনের মলিনতা লক্ষ্য করিয়া এক মুহূর্ত্তেই সৎশাশুড়ীর উপর তার অশ্রদ্ধা হইয়াছে এখন আবার স্বামী। তাহাকে নির্ম্মলা কি পতিত বলিবে? সে যে তার ছেলের কাছেই তাকে অপদস্থ করিল। ক্ষুদ্র বালক কি বুঝিয়াছে না বুঝিলেও, স্বামীর উপরে নির্ম্মলার অপার অশ্রদ্ধা হইল। বুঝিল, চরিত্রের কলুষতা যদি একবার কাহারও হৃদয়ের কোন অংশ অন্ধকারে ঢাকিয়া দেয়, শিক্ষার দীপ্তালোক সে স্থানটাকে আর দ্রষ্টব্য করিতে পারে না।

কিন্তু কি মূর্ত্তি লইয়া নির্ম্মলা স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইবে? অভিমান-রঞ্জিত মুখ লইয়া? কোথায় পাইবে সে অভিমান? প্রাণের যে অংশ লইয়া সে অভিমান দেখাইবে, নিরুদ্ধ নিশ্বাসের চাপে সে অংশ বিলীনপ্রায় হইয়াছে। চিরশান্ত, সদানন্দময়ী—উগ্রমূর্ত্তিও ত কখন সে দেখাইতে পারে নাই। নির্ম্মলা রাঁধিতেছিল, আর ভাবিতেছিল। যে মূর্ত্তিতে সে শাশুড়ী ও সরির সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই জানিয়াও কিছু-না-জানা ভাবময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মলা কি ধরিতে ভুলিয়া গিয়াছে? সে মূর্ত্তি একবার দেখিয়া, যে যার নিজের কাছে অপরাধী শাশুড়ী কিম্বা সরি, কেহই যে আর তাহার কাছে উপস্থিত হইতে পারিতেছে না।

রন্ধনকার্য্য তার শেষ হয় হয় হইয়াছে, নানু দ্বারদেশে আসিয়া নিম্নস্বরে ডাকিল—"মা"।

নির্ম্মলা মুখ ফিরাইতেই সে বলিয়া উঠিল—

"একটি স্ত্রীলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে।"

"কোথা থেকে এসেছে সে জিজ্ঞাসা ক'রে এস।"

"জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বলে গিন্নি মা'র কাছে বলব।"

"আসতে বল।"

নানুকে আর বলিতে হইল না। মুখ ফিরাইতেই সে দেখিল—সেই স্ত্রীলোক একেবারে রন্ধনশালার দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছে।

মায়ের আদেশে নানু আবার পাঠের ঘরে চলিয়া গেল।

"তুমিই কি মা গিন্নী?"

"কোথা থেকে আসছ তুমি?"

ঝি বলিতে লাগিল। দু'টা কথা বলিতে না বলিতে নির্ম্মলা তার কথায় বাধা দিয়া বলিল—"আমি বুঝেছি। তা আমার কাছে কেন এসেছ?"

ঝি রাত্রির ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিল। নির্ম্মলা আবার বাধা দিয়া বলিল—"আমি জানি। কি বলতে এসেছ শীগ্‌গির বল—আমার অপেক্ষা করবার সময় নাই।"

পুলিশ আসিলে বিশু ও তাহাকে রাখু সম্বন্ধে যে কথা বলিতে ব্রজেন্দ্র আদেশ করিয়াছিল, সেই কথা বলিয়া ঝি বাবুর মতি ফিরাইতে নির্ম্মলাকে অনুরোধ করিল।

"সে মরে গেছে বুঝলে কি ক'রে?"

"তা না ব'লে কি বলব মা? সেই ভোরে বেরিয়ে গেছে, এখনও ফিরলো না, ঘরের জিনিষ-পত্র চারিদিকে ছড়ানো, গহনা পর্য্যন্ত সাবধান ক'রে যায় নি।"

"তা আমি কেমন ক'রে বাবুর মতি ফেরাব?"

"সে ঠাকুরের যে কোনও অপরাধ নেই মা!"

"সে তোরা বল্‌ছিস্‌, লোকে বিশ্বাস করবে কেন?"

নির্ম্মলার কথার ভাব বুঝিতে অক্ষম হইয়া ঝি নীরবে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্ত সময় ওই ভাবে থাকিয়া সে বলিল—"তাইত মা, ব্রহ্মহত্যা হবে, একটা বেউশ্যের খুনের দায়ে?"

"তোরা যা জানিস্‌ ঠিক বললে ব্রহ্মহত্যা হবে কেন।"

"আপনি ওই যে কি বললে মা। আমাদের কথায় লোকে বিশ্বাস করবে কেন?"

"করে না করে, বামুনের অদৃষ্ট, যে যা কর্ম্ম করেছে, তার ফল পাবে। আমার কাছে কেন এলে বাছা। ওসব নোংরা কথা শুনতে আমার ভাল লাগছে না।"

ঝি হেঁটমাথা বার দুই নাড়িয়া আপনার মনে কি বলিল। তারপর নির্ম্মলাকে একটা ভুমিষ্ঠ

প্রণাম করিয়া চলিল। কিছু দূর চলিয়াই মুখ ফিরাইয়া বলিল—"তবে আমার আসার কথা—"

কথা তার শেষ না হইতেই শুভার মা পিছন হইতে ডাকিল—"বৌমা।"

ঝির আর কথা শেষ করা হইল না। দ্রুত পদে সে স্থান ত্যাগ করিল।

"ও কে এসেছিল বৌমা?"

"এই ত শুনলে মা, সে ও কাউকে বলতে নিষেধ করছিল। তোমাকে দেখেই পালিয়ে গেল।"

"আমাকে বলতে দোষ আছে?"

নির্ম্মলা উত্তর দিল না।

"তুমি না বল্‌লেও আমি বুঝতে পেরেছি।"

তবু নির্ম্মলা উত্তর দিল না।

"আমাকেও তুমি যেন কেমন সন্দেহ কর্‌ছ।"

"বললে ওর মনে হয়েছে ক্ষতি হবে। তবে শোনবারই এখন প্রয়োজন কি মা।"

"কেন গো, আমি কি পেটের কথা রাখতে পারব না? পাড়ায় পাড়ায় বলতে যাব নাকি?"

"রাখতে কি পেরেছ মা?"

বিস্মিতনেত্রে নির্ম্মলার মুখের পানে চাহিয়া শুভার মা বলিয়া উঠিল—

"কই মা, কবে, কার কাছে তোমার কি গোপন কথা বলেছি?"

নির্ম্মলা হাসিয়া বলিল—"ভেবে দেখ মা।"

"তুমিই বল না।"

"শুভার সঙ্গে ওই ঠাকুরের বিয়ের কথা কয়েছি, ও বাড়ীর গিন্নী জানলে কি ক'রে?"

একটু লজ্জিতার ভাবে শুভার মা উত্তর করিল—"তা হ'লে আবাগী সরি বলেছে।"

"সরিকে বললে কে? আমি ত তাকে বলিনি মা!"

মুখের ভাবে নিজের অপরাধটা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া শুভার মা বলিল—"তুমিই কি তবে তাকে বিদেয় ক'রে দিয়েছ?"

"বিদেয় আমি করি নি। তবে তাঁর চলে যাবার একান্ত জেদ দেখে নিষেধ করিনি। রয়ে থাকলে কি সর্ব্বনাশই না হ'ত মা!"

"সর্ব্বনাশ কি বৌমা?"

"আমাকে ব্রহ্মহত্যার উপলক্ষ হ'তে হ'ত।"

"কি বলছ গো?"

"ও কে তুমি বুঝেছ বলেছিলে, কি বুঝেছ বল দেখি?"

"বুঝেছি বলে অপরাধ করেছি মা।"

"অপরাধ কিসের মা? নিশ্চয় কিছু মনে করেছিলে। বল্‌তে তোমার সঙ্কোচ হচ্ছে।"

"আমি মনে করেছিলুম—"

বাস্তবিকই অতি সঙ্কোচে শুভার মা আর বলিতে পারিল না।

"তুমি মনে করেছিলে, ভট্টাচার্য্যি ম'শায় ওকে গোপনে আমার কাছে পাঠিয়েছেন।"

"ওকি বলছ মা, এ রকম আমি মনে করতে যাব কেন!"

শুভার মা বলিল বটে, কিন্তু তার বাধা কথাগুলায় সায় দিতে অপারগ হইয়া আপনা আপনি নত হইয়া গেল। আর দু' একটা সত্য কথা, সে কি বুঝিয়াছিল, বলিবার বৃথা চেষ্টায় নির্ম্মলা বাধা দিয়া বলিল—"ও সেই বাগীর বাড়ীর ঝি। বলতে এসেছিল, তোমার ছেলে ওই গরীব ব্রাহ্মণকে খুনের আসামী ক'রে পুলিসে ধরিয়ে দেবার মতলব করেছে।"

"তা হ'লে ত ছেলের বড় অন্যায়!"

"পুলিসের কাছে ওদের কি বলতে হবে শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছে। তাই ও বেটী কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে ছুটে এসেছিল, যাতে আমি তোমার ছেলেকে সে কাজ করতে নিষেধ করি।"

"সত্যি হ'লে তার এ রকম দুর্ব্বুদ্ধি! তুমি তা হ'লে এখনি গিয়ে নিষেধ ক'রে এস মা! ছি ছি, ব্রজেন্দ্রের এ ত বাড়াবাড়ি! নাও এস—তোমাকে সে কি বলবে বলে ব্যস্ত হয়েছে।"

"তোমার কি মত? আমার কি এসব কথায় থাকা উচিত?"

"মতামত নেই বৌমা, ব্রজেন্দ্রকে এ মহাপাপের কাজ থেকে যে কোনও উপায়ে ফিরিয়ে আন। ও মা একি কথা! ছেলেপুলে নিয়ে ঘর—"

উপর হইতে এই সময় ব্রজেন্দ্রের কথা উভয়েরই কাণে গেল। কথায় বিরক্তি, হতাশ, অভিমান—সব যেন একসঙ্গে জড়ানো।

"মা আমি চললুম—আর বিলম্ব করতে পারি না। পুঁটি উঠেছে—তাকে তুলে নিয়ে যাও।"

শুনিয়াই শুভার মা বলিয়া উঠিল—"আর দেরি করছ কেন বৌমা? শীগ্‌গির শীগ্‌গির চলে যাবে।"

"তুমিও যেমন, কোথায় যাবে? খাবে কোথায়? আর কি সে আবাগী আছে। তুমি আগে যাও, ঠাঁইটা কর গিয়ে, আমি খাবার নিয়ে যাচ্ছি।"

ব্রজেন্দ্রের বালকত্বের উপর সমালোচনা করিতে করিতে শুভার মা চলিয়া গেল। আর দেখা না করিলে চলে না বুঝিয়া, নির্মলাও রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। মূর্খ স্বামী সত্যই কি এক নিরীহ ব্রাহ্মণের সর্বনাশের কারণ হইবে?

২৬

ব্রজেন্দ্রের পরিচর্য্যা করিতে আসিয়া, বলিব না বলিব না করিয়া, এটর্নী প্রভুর জেরায় সরি একরূপ সব কথাই বলিয়া ফেলিল। রাখুর পূজা করিতে আসার কথা, আসিতে আসিতে মধু ঠাকুরকে দেখিয়া পথ হইতে ফিরিয়া যাওয়ার কথা, নির্মলার আদেশে তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে শুভার নাকে আঘাত লাগার কথা, তারপর রাখুকে যত্ন করিয়া বসানো, তাহাকে আহার করানো,—ইত্যাদি ইত্যাদি, এমন কি, রাখুর সঙ্গে নির্মলার ভাই-সম্বন্ধ পাতানো—সমস্ত কথা জেরার কৌশলে ব্রজেন্দ্র সরির মুখ হইতে বাহির করিয়া লইল।

সরি বলিতেছিল, শুনিতে শুনিতে ব্রজেন্দ্র উত্তরোত্তর অধিকতর উত্তেজিত হইতেছিল। শিক্ষার সংযম সরির চোখে তার মুখটাকে অরক্ষিত রাখিলেও, ভিতরে উত্তাপটা ক্রমে এমনই প্রবল হইয়া উঠিল যে, দেহটাকে আর সে স্থির রাখিতে পারিল না। সে বসিয়াছিল, উঠিল। একটা হাত তার, বিদ্রোহীর মত একটা ঘ্যান ঘ্যান করা মশাকে শাস্তি দিতে তারই পিঠে বেশ একটু জোরে আঘাত করিল। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই চৈতন্য। ব্রজেন্দ্র বুঝিল, তাহার উদ্দেশে প্রযুক্ত রাখুর এই রকম একটা ঘুসির সঞ্চালনেও ত শুভার নাকে আঘাত লাগিতে পারে।

"পূজারি ঠাকুর আজ আসবে না?"

"মা'ত তাই বললে।"

"সে কোথায় গেছে বলতে পারিস্?"

"দেশে চলে গেছে।"

সরির নিকট হইতে এই অপ্রত্যাশিত উত্তর ব্রজেন্দ্রের ঈর্ষা-প্রজ্বলিত বক্ষে এক মুহূর্তে একটা যেন হিমনদীর প্রবল প্রবাহ চালিয়া দিল।

মুখের ভাব লুকাইতে সরির কাছে থাকাও তার সম্ভবপর হইল না।

"পুঁটির কাছে থাক সরি, আমি একবার শুভাকে দেখে আসি।"

ভাবগোপনের শত চেষ্টাতেও সরি প্রভুর মনের অবস্থা বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল, মা'র মুখে রাখুর প্রস্থানের কথা শুনিয়া তার ও ঠাকুরমার যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, প্রভুরও ঠিক তাই হইয়াছে। সমাপরাধের আর একটি সঙ্গী জুটিল দেখিয়া সরি বেশ সন্তুষ্টই হইল। সে একবার বিছানায় ঝুঁকিয়া পুঁটিকে দেখিয়া লইল, অঘোরে বালিকা ঘুমাইতেছে বুঝিয়া ঠাকুরমার কাছে চলিয়া গেল।

শুভার ঘরে প্রবেশ করিয়া ব্রজেন্দ্র দেখিল, শুভা বালিশে মুখ লুকাইয়া নিষ্পন্দের মত পড়িয়া আছে। তাহার বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না। সে বুঝিল শুভা ঘুমায় নাই, পদশব্দে তার আগমন অনুমান করিয়া বালিকা মুখ ঢাকিয়াছে।

ব্রজেন্দ্র শুভাকে ভালবাসিত। ভালবাসিত শুভা তার একটি মাত্র ভগিনী বলিয়া, তার উপর বালিকা তার বিমাতার কন্যা, অল্পবয়সী বিধবার মমতার একমাত্র অবলম্বন। সেই জন্য স্নেহটা তার একরূপ পবিত্র কর্তব্যের মধ্যে পড়িয়াছিল। প্রথম প্রথম ব্রজেন্দ্র এই স্নেহ অভিনয়ের আকারেই ব্যবহার করিত। করিত অতি সংকোচের সহিত, কোনও সময় তাহাতে সামান্য মাত্র ত্রুটী দেখিয়া যাহাতে তার মা ক্ষুণ্ণ না হয়। ক্রমে সে অভিনয় এত সত্যে পরিণত হইয়াছিল যে, দেখিয়া শুভার মাকেও সময়ে সময়ে মনে করিতে হইত, সেও বুঝি কন্যাকে ব্রজেন্দ্রের মত ভালবাসে না। অনেকবার সাংসারিক ব্যাপারে সামান্য মাত্র ত্রুটিতে বুদ্ধিমতী, স্নেহময়ী নির্মলাকেও তার কাছে তিরস্কৃতা হইতে হইয়াছে।

তবু অতি ধীরে ব্রজেন্দ্র ডাকিল—"শুভা!"

শুভা বালিশের ভিতর আরও খানিকটা মুখ ঢুকাইয়া দিল।

"ভয় করতে হবে না তোকে। অন্যমনস্কে একজনের হাত তোর নাকে লেগে গেছে, এতে তোর ভয় কিম্বা লজ্জা করবার কি আছে? যন্ত্রণা কিছু নেই ত?"

শুভা কোন উত্তর দিল না।

"তবে চুপটি ক'রে শুয়ে থাক্, যেন উঠা নামা করিস নি।" উত্তর পাইবার আশা ত্যাগ করিয়া ব্রজেন্দ্র ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, ঈর্ষার নেশায় কিছুক্ষণ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার মনে যে সকল অসচ্চিন্তার উদয় হইয়াছিল, সহসা প্রতিক্রিয়ায় সে গুলা তাহাকে এমন উত্যক্ত করিয়া তুলিল যে, আপাততঃ নির্ম্মলার সঙ্গে দেখা করিতে তার মন কিছুতেই সম্মতি দিতে সাহস করিল না।

ইহার পরেই মায়ের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাহার যাইবার ব্যস্ততা দেখিয়া তুতার মা নির্ম্মলাকে ডাকিতে গিয়াছে।

খাবারের পাত্র হাতে লইয়া নিজের ঘরের দ্বারমুখে প্রবেশ করিয়াই নির্ম্মলা দেখিতে পাইল, স্বামী চলিয়া গিয়াছে, আর তার জন্য রচিত আহারের স্থানটির পার্শ্বে চুপটি করিয়া মাটিতে হাত রাখিয়া তাহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী বসিয়া আছে।

"পুঁটিকে নিয়ে গেল কে মা?"

"তুতাকে বললুম, সে এসে নিয়ে গেল।"

"তোমরা সকলে মিলে তার নাকটাকে আর সারতে দিলে না দেখছি।"

ঘটিটির উপর পাত্রটি রাখিয়া নির্ম্মলা আবার বলিল—"সরাপোষ দিয়ে ঢেকে রাখ মা, আমি একবার তুতাকে দেখে আসি।"

২৭

চিত্ত স্থির রাখিবার শত চেষ্টাতেও নির্ম্মলা রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত চোখে নিদ্রা আনিতে পারিল না। সে বুঝিয়াছে, তার বোকা শাশুড়ী সেটি কথা চাপিয়া রাখিতে পারে নাই। তাহার খাবার লইয়া আসিবার পূর্ব্বে যেটুকু সময় পাইয়াছে, সেই অল্প সময়ের মধ্যেই শাশুড়ী স্বামীকে ঠিক কথা বলিয়া দিয়াছে, আর তাই শুনিয়া স্বামী চলিয়া গিয়াছে। আহার করিবার অপেক্ষা করিতে পারে নাই।

স্বামীর উপর অভিমান করিবার শত কারণ থাকিলেও, সে যে মুখের অন্ন ফেলিয়া চলিয়া গেল, এটা নির্ম্মলা সহ্য করিতে পারিল না। সমস্ত দিনের ভিতরে সে মুখে কিছু তুলিতে পারিয়াছে কিনা, তাহাও ত নির্ম্মলা বুঝিতে পারিল না। বাহিরে তাহাদের যেরূপ নিষ্ঠা, তাহাতে স্বামীর কিছু আহার না করাই সম্ভব। সুতরাং নির্ম্মলার মনোবেদনার সীমা রহিল না।

শাশুড়ী বলায় ভাল কি মন্দ হইয়াছে, এ বিষয় ভাবিবারও নির্ম্মলা অবকাশ পায় নাই। সে যাহা ঘটিবার ঘটুক, সে শয্যায় শুইয়া চক্ষু মুদিয়া কেবল স্বামীর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

প্রতীক্ষা করিতেছিল নীরবে। তার শয্যা পর্য্যন্ত তার চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করিতে পারে নাই। দেহ তার এত স্থির। দীপালোক পর্য্যন্ত তার মর্ম্মব্যথা বুঝিতে পারে নাই, চক্ষু তার মুদ্রিত। একটি দীর্ঘশ্বাস পর্য্যন্ত, বায়ুকে চঞ্চল করিতে, তার নাসিকা পথ হইতে বাহির হয় নাই।

নির্ম্মলা ঘরে আজ সহিকে রাখিয়াছে। যাহাতে উহাদিগের ভিতরে আর সন্দেহের কণামাত্র প্রবেশ করিবার সুবিধা না পায়। মায়ের জাগরণের কোনও নিদর্শন দেখিতে না পাইয়া সেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

রাত্রি একটা। খিড়কির দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ যেন নির্ম্মলা শুনিতে পাইল।

"সহি—সহি—ও সহি।"

ধড় মড়িয়া সহি উঠিয়া বসিল।

"দেখ্ দেখি, বাবু বুঝি আসছেন।"

নির্ম্মলার কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা কবাট খোলার শব্দ শুনিতে পাইল।

আর কাহাকেও কিছু বলিতে হইল না। সহি দোর খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

২৮

শরীর ও মন উভয়েরই দারুণ অবসাদে, ব্রজেন্দ্রের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে গিয়াও, নির্ম্মলা বেশ একটু ঘুমাইয়া পড়িল।

অতঃপর কবাট খুলিয়া ব্রজেন্দ্র যখন শুইবার ঘরে প্রবেশ করিল, তখন সে বুঝিতে পারিল না, নির্ম্মলা ঘুমাইয়াছে কি অভিমানে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া আছে। নিঃশব্দে পা ফেলিয়া যখন সে তার শয্যার পার্শ্বে আসিল, তখনও সে কিছু বুঝিতে পারিল না। অভিমানের সত্যতা পরীক্ষা করিতে হাত দিয়া যখন সে তার অঙ্গ স্পর্শ করিল, তখনও নির্ম্মলা জাগরিতার কোনও নিদর্শন দেখাইল না। অথচ

ব্রজেন্দ্র তার নিশ্বাসের এমন একটা শব্দও শুনিতে পাইল না, যাহাতে সে মনে করিতে পারে নির্ম্মলা ঘুমাইয়াছে। সে স্মরণে আনিতে পারিল না, আর কবে নির্ম্মলাকে এরূপভাবে ঘুমাইতে দেখিয়াছে।

পৃষ্ঠদেশ তার উন্মুক্ত ছিল। অবেণী-সংবদ্ধ কেশগুলা অযতনে বিক্ষিপ্তের মত দেহের উভয় পার্শ্বে শয্যায় লুটাইতেছিল। অঞ্চলাগ্রভাগ তার দেহ হইতে অনেকটা দূরে পালঙ্কের প্রান্তে ঝুলিতেছিল।

ব্রজেন্দ্র চুলগুলাকে সন্তর্পণে দুই হাতে জড় করিয়া যখন তার পৃষ্ঠের উপর গুছাইয়া রাখিল, তখনও নির্ম্মলা নড়িল না। কিন্তু যেই অঞ্চলটা বক্ষের তলদেশ হইতে ঈষৎ আকর্ষণে বাহির করিয়া ব্রজেন্দ্র নির্ম্মলার পিঠ ঢাকিতে গেল, অমনি সে বিশেষ ভীতার মত একটা শব্দ করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।

"তোমাকে জাগাবার উদ্দেশ্যে নয়, সঙ্গে আমার একটি ভদ্রলোক আছে।"

স্বামীর মুখে শুনিয়াই নির্ম্মলা বুঝিতে পারিল সে ভদ্রলোকটি কে। বুঝিল রাখু ঠাকুর বরাবর হাওড়ার ষ্টেশনে উপস্থিত হয় নাই। পথে যাইতে যাইতে পূর্ব্বপত্নীর মমতার তীব্র আকর্ষণে পথ ভুলিয়া তার বাড়ীতে গিয়া স্বামীর কাছে ধরা দিয়াছে।

কিন্তু স্বামীকে সে কিছু বুঝিতে দিল না। রাখুর ফিরিয়া আসা, সংশয়ের ভিতর দিয়াও তাহাকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে। তবু সে, "ভদ্রলোকের" আগমন সংবাদটা বেশ উপেক্ষার ভাবে গ্রহণ করিয়া দেহ আবৃত করিতে করিতে ব্রজেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল—"খাওয়া কি হয়েছে তোমার?"

"তা আর হয়নি, সেখানে তোমার মত মমতা-ময়ীর কি অভাব আছে? তারা সব যত্ন ক'রে পঞ্চাশ রকমের খাবার আমাকে খাইয়েছে।"

"হাত পা ধুয়ে ফেল।"

"আমি একা ধুলে ত হবে না।"

"সে ঠাকুর কোথায়?"

"কই হে চাটুজ্জে, এস। তোমার বোন তোমাকে খুঁজছে।"

সারদে সম্মুখে করিয়া রাখু গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

তাহাকে দেখিয়াই নির্ম্মলা শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মস্তক অবগুণ্ঠিত করিতে করিতে স্বামীর রহস্যের সঙ্গে স্বীকার করা সম্পর্কটাকে অবলম্বন করিয়া ঈষৎ হাসির সহিত বলিল—"ছি দাদা, তুমি কথা রাখতে পারলে না। সেটার উপর মমতায় বাবুর কাছে কি না ধরা দিলে। তোমার মনের এ অবস্থা জানলে, কেউ তোমাকে এরপর মেয়ে দেবে কেন!"

দুই চারিবার কাশিয়া, গলাটা কথা বাহির করিবার যোগ্য করিয়া, রাখু উত্তর করিল—"আমার সমস্ত কথা বাবুকে বলেছি দিদি। ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর।"

"আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না। সদি! আমাদের হাত পা ধোবার জল ঠিক কর্," বলিয়াই ব্রজেন্দ্র নির্ম্মলাকে রাখুর হাতে দেওয়া সমস্ত টাকা ফিরাইয়া দিল।

"দেখছ কি, তুমিই ওকে ধরিয়ে দিয়েছ নির্ম্মলা।"

নির্ম্মলা টাকার পুঁটলিটি হাতে লইল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা কিছু বুঝিতে না পারিয়া বোকার মত স্বামীর মুখের পানে চাহিল।

"বুঝতে পারলে না? তোমার ঐ ক'টি টাকাই ওকে ফিরিয়ে এনেছে। হাওড়ায় গিয়ে দেখে ট্রেন চলে গেছে। সকাল ভিন্ন যাবার আর কোনও উপায় নাই। এত টাকা নিয়ে কোন্ সাহসে সেখানে থাকে! অথচ কলকেতায় এমন চেনা শোনা কেউ নাই, সেখানে আশ্রয় নেয়। ফিরে আসতে হ'লে হয় তোমার বাড়ী, না হয় হালদার বাড়ী। তবে এ দু'জায়গায় না ফিরে সেখানে কেন যে গেছলো, সেটা তোমার ভাইটিকেই জিজ্ঞাসা কর।"

"আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না। সে ফিরেছে?"

গম্ভীরভাবে ব্রজেন্দ্র উত্তর করিল—"না।"

রাখু এই বারে উভয়কেই অর্দ্ধ বিজড়িতস্বরে শুনাইয়া বলিল—"বাবুর বাড়ী, হালদার বাড়ীতে ফিরতে আমার ভরসা হয়নি। নানা রকম ভেবে কি করব ঠিক করতে না পেরে গিয়েছিলুম। যাব বলে যাইনি, তবুও গিয়েছিলুম দিদি!"

"থাক্ আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।"

তবু রাখু বলিল—"সে ফিরুক না ফিরুক, সত্যি বলছি, আর তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নাই। বিবাহ? তাও করা আমার মত দরিদ্রের উচিত হয় না। তবে তোমাদের দয়া—"

রাধু বিপুল উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া ফেলিল।

"আমর্, তুই দাঁড়িয়ে কি দেখছিস্ সখি, জল দে।" বলিয়া নির্ম্মলা ব্রজেন্দ্রের জন্য রাখা খাবার দুইভাগ করিতে চলিল।

"তোমাদের সম্পর্ক"—

এ বহুবচন কোন্ একের উদ্দেশে রাধু বলিতেছে বেশ বুঝিয়া, ব্রজেন্দ্র বলিয়া উঠিল—"থাক্, বক্তৃতা রেখে হাত পা মুখ ধুয়ে ফেল। পেট জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে। যা আছে, দু'জনে বখরা ক'রে খাই এস।"

"হাঁ বৌমা, ব্রজেন্দ্র নাকি এসেছে?"

"এসেছি মা!

ব্রজেন্দ্রের উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে শুভার মা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতে ব্রজেন্দ্রের পশ্চাতে যেমন রাধুকে দেখিতে পাইল, অমনি সলাজে আবার সে বাহিরে চলিয়া গেল।

ব্রজেন্দ্র রাধুকে লইয়া মায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইতে 'সখী' বারান্দার ধার যেন ছুটিয়া পলাইবার শব্দ শুনিতে পাইল, বাহিরে আসিয়া বুঝিল, যে পলাইল সে মা নয়।

পরদিন প্রভাতে সমস্ত সংবাদপত্রে বাহির হইল, সাত শত যাত্রী সমেত 'সেণ্ট লরেন্স' জাহাজ বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে।

উক্ত সংবাদ বাহির হইবার পনেরো দিন পরে প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সকলের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে নিম্নলিখিত মর্ম্মের একটা নোটিশ বাহির হইল :—

"বর্দ্ধমান জেলার—থানার অন্তর্গত—গ্রামনিবাসী মৃত হারাধন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা রাধহরি, ওরফে চারুলতা দেবী বঙ্গোপসাগরে সম্ভবতঃ মগ্ন হইয়াছেন। তাঁর কলিকাতা নগরস্থিত সুতানুটি পরগণার অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী শ্রীহরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় উক্ত চারুলতা দেবীর অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত উক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের অধিকার পাইবার জন্য মহামান্য হাইকোর্টে দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তিতে যদি আর কাহারো কোন দাবী দাওয়া থাকে, কিম্বা উক্ত দরখাস্তকারী হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের দরখাস্তে আপত্তি করিবার কিছু থাকে, তাহা হইলে নোটিশ জারির দিবস হইতে পোনেরো দিনের ভিতরে উক্ত মহামান্য হাইকোর্টে দরখাস্ত পেশ করিবেন।"

বিজ্ঞাপনের নিচে স্বাক্ষর ছিল—ব্রজেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলি, উক্ত দরখাস্তকারীর পক্ষে এটর্ণি।

তৃতীয় খণ্ড

সরস্বতী

১

গোঁসাইজিকে খুঁজিতে বাহির হইয়া, নানাস্থান অন্বেষণের পর ভৃত্য দামোদর বাড়ীতে ফিরিয়া যখন প্রভু পত্নীর পার্শ্বে চারুকে বসিয়া থাকিতে দেখিল, তখন প্রথমটা সে বোবার মত হইয়া গেল।

ক্ষণেক পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে দুটি বৃদ্ধার মুখে সে শুনিয়া আসিয়াছে, একটি মেয়েকে তাহারা ঘাটের উপরে পাগলিনীর মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। তারপর স্নান করিতে করিতে তাহারা দেখিতে পাইল, ঘাট হইতে অনেকটা দূরে আঘাটায় সে জলে নামিতেছে। আর তাহারা তাহাকে উপরে উঠিতে দেখে নাই।

তাহাদের কথার সত্যতা নির্ণয়ের জন্য কৌতূহলবশে দামু সেই স্থানে যাইয়া দেখিল, একখানা জল্-জলে নূতন লাল কস্তাপেড়ে কাপড়—অর্দ্ধাংশ গঙ্গাজলে, অর্দ্ধাংশ কর্দ্দমে লুণ্ঠিত হইতেছে।

কোনও অভাগিনীর ডুবিয়া আত্মহত্যা করা নির্দ্ধারণ করিয়া দামু ঘরে আসিয়া ঐ ছবি দেখিল। দেখিয়া প্রথমটা বাস্তবিকই সে বোবার মত হইয়া গেল।

চারুকে গোঁসাইজির বাড়ীতে অনেকবার সে দেখিয়াছে। শুধু দেখা কেন, প্রভুর ঘরের দুয়ারে বসিয়া মুগ্ধের মত, দুই চারি বার তার গানও সে শুনিয়াছে। কিন্তু এমন দেখা আর সে কখনও দেখে নাই।

চারুর হাতে শুধু শাঁখা, বাম হস্তে শাঁখার পার্শ্বে নোয়া, পরণে একখানা সাধারণ লালপেড়ে কাপড়। গোঁসাইজির বাড়ীতে যখনই চারু আসিত, আসিত বটে সে গৃহস্থকন্যার মত, তথাপি দুই চারি খানা মূল্যবান অলঙ্কার এমনভাবে তার অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিত যে, সযত্নের শত চেষ্টাও তাহার ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার লুকাইতে পারিত না। শাঁখা নোয়া দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্কে চারুর মুখের দিকে চোখ তুলিতে গিয়া তার বাঁশির মত নাকের পার্শ্বে সেই কখনো-না-দেখা জ্বল্‌জ্বলে বস্তুটি যদি সে না দেখিতে পাইত, তা হইলে দামু বেশ বলিতে পারিত, এমন দীনতা তার আর কখনও সে দেখে নাই।

তবে কি যে মেয়েটা বুড়ী দুটার হিসাবে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে, সেই কি গোঁসাইজির কৃপায় গঙ্গার গর্ভ হইতে ফিরিয়া-আসা এই পাগলিনী-মূর্ত্তি চারু? এই বেশ্যা মেয়েটাই কি তবে মাথার গোলমালে এই ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগের রাত্রিতে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে আসিয়াছিল?

মনে মনে চারুকে সে পাগল বলিলেও, তার চোখ দুটা কিন্তু তাহাকে ছবির মত দেখিল। দামু কথা কহিবার চেষ্টা করিল, পারিল না।

আর একটু থাকিলে বোধ হয় সে কথা কহিতে পারিত। পিছন দিক হইতে গোঁসাইজির ডাক তাকে কথা কহিতে অবসর দিল না।

"দামোদর!"

দামু প্রভুর দিকে মুখ ফিরাইল।

গোঁসাইজি কিন্তু তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন—"মেয়েকে ধ'রে বসে থাকলে চলবে না গিন্নী, তোমার অনেক কাজ করবার আছে। আর সে সকল কাজ তুমি না হ'লে অন্য কেউ করতে পারবে না। সরস্বতি!"

সরস্বতী মুখ তুলিল। দামুও চমকিতের মত প্রভুর মুখের পানে চাহিল। সরস্বতী কে?

"ঠাকুরের ভোগ রাঁধতে পারবি?"

সরস্বতীর মুখ রক্তিমাভ হইল।

"আজ এই শুভদিনে নিজহাতেই ভগবানের সেবা করলে ভাল হয়।"

গোঁসাই-গৃহিণী বলিলেন—"ভাল হয় ত ওই করবে।"

পার্শ্বে পাথরের মত দাঁড়িয়ে-থাকা দামোদরের দিকে এই বারে ফিরিয়া গোঁসাইজি বলিলেন—

"যখন আমার জন্য ভিজেছিস্ দামু, তখন তোর দিদি-গোঁসায়ের জন্য আর একটু ভিজতে হবে। বসাকদের বাড়ী থেকে কিছু ফুল আনা চাই। সেখানে না থাকে, অন্য কারও ফুল-বাগান থেকে। নিয়ে এসে, আমার সঙ্গে দেখা করবি। তুই এলে এই ঝড় জলে আমাকেও একবার বেরুতে হবে। তিনটি ব্রাহ্মণ চাই।"

গোঁসাইজি দামুর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন। দামুর বোকাত্বটা আরও ঘনীভূত হইয়া গেল। তবে কি এ মেয়েটি সে চারু নয়? তাহাকে আবার একবার দেখিবার জন্য চলিতে চলিতে দামু একবার মুখ ফিরাইল। দেখিল, মা-গোঁসাই, দিদি-গোঁসাই, দু'জনেই উঠিয়া গিয়াছে।

দিনের একরূপ শেষে সারাদিনের অবিরাম পরিশ্রম, যাতায়াত ও উপবাসে ক্লান্ত দামোদর একটু ঘুমাইতে গিয়া গোঁসাইজির এক অতি মধুর স্বর-ঝঙ্কার শুনিয়া উঠিয়া পড়িল। এ বুঝি গোঁসাইজির সঙ্গীতকেও মধুরতায় পরাস্ত করিয়াছে! ইহার পূর্ব্বে তাহার প্রভু-কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তিনটি বৈষ্ণব সাধু তাঁহার গৃহে আসিয়াছেন। আসিয়াই তাঁহারা চারুর শুভকার্য্যে মহানন্দে গোঁসাইজির সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। দামু ঠাকুর-ঘরের দ্বারে এক একবার বসিয়া তাঁহাদের গীতা ভাগবতাদির পাঠ শুনিয়াছে। সে সকল শ্লোকের উচ্চারণই না কত মধুর! কিন্তু এরূপ কণ্ঠ-মধুরতা—দামু উঠিয়া, ছুটিয়া আবার সে পূজাগৃহের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল।

যজ্ঞানুষ্ঠানের শেষে গোঁসাইজি চারুকে দিয়া অগ্নিতে পূর্ণাহুতি দেওয়াইতেছিলেন। আমার কুটীরে দৃঢ় ভক্তি রাখা শুভ্র দুটি হাতে-ধরা হোম অঞ্জলি মুখ হইতে শুনিয়া শুদ্ধ-উচ্চারিত-করা মন্ত্র কথার তালে তালে গাঁথা শ্রোতৃগণের স্বরের সঙ্গে যুক্ত হইবার বিপুল ব্যাকুলতায় নাচিয়া উঠা শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রিতার কণ্ঠ—উভয়ে মিলিয়া পূজাগৃহে এমন এক মোহকর মধুরতার সৃষ্টি করিল যে, শুধু দামু কেন, সে ঘরের ভিতর যে যে ছিল, সকলেই কিছুক্ষণের জন্য যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িল।

"ইতঃপূর্ব্বং প্রাণ-বুদ্ধি-দেহ-ধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাসু কায়েন মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎস্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং তৎসর্ব্বং ব্রহ্মার্পিতমস্তু। মাং মদীয়ঞ্চ সকলং শ্রীমন্নারায়ণচরণে সমর্পিতমস্তু।"

অগ্নিতে ঘৃত পড়িতেই পূর্ণোজ্জ্বল শিখায় যখন সে জ্বলিয়া উঠিল, তখন গোঁসাইজি মন্ত্রার্থ চারুকে বুঝাইয়া দিলেন—"ইহার পূর্ব্বে প্রাণ, বুদ্ধি ও দেহের ধর্ম্মবশে জাগরণে স্বপ্নে অথবা গাঢ় নিদ্রায়, কায়, মন, বাক্য অথবা হস্ত পাদ উদরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যা করেছি, স্মরণে এনেছি, বলেছি—সে সমস্তই ব্রহ্মে অর্পণ করিলাম। আজ হ'তে আমি ও আমার বলিতে যা কিছু সমস্ত শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করিলাম।"

বিস্ময়ের সহিত দামু দেখিল মন্ত্রার্থ শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিশিখার সমস্ত ঔজ্জ্বল্য মেয়েটার সুন্দর মুখখানায় যেন মাখিয়া গিয়াছে। সে জ্যোতির কাছে তার নাকের ওই জ্বল-জ্বলে বস্তুটাও আজ নিষ্প্রভ!

শান্তি, শান্তি, শান্তি!

সমস্ত অনুষ্ঠান শেষে, শান্তিজল মাথায় লইয়া, গুরুর আদেশে, সে-ঘরের গুরুজনদিগকে প্রণাম করিতে গিয়া যখন চারু তাঁহাদের প্রতিপ্রণাম লাভ করিল, তখন তারও বুঝি মনে হইল চারু মরিয়াছে। আর তার আবর্জনাময় জীবনের উপর, পঙ্কজ পঙ্কের মাথায় যেমন পদ্ম—"সরস্বতী" ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মায়ের হাত ধরিয়া যখন সরস্বতী পূজাগৃহের বাহিরে আসিল, দামু এই গোস্বামি-কন্যার পদধূলি মস্তকে ধরিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিল।

২

সাত বৎসরের দীর্ঘ সময় দেখিতে দেখিতে যেন কোথায় চলিয়া গেল। স্বেচ্ছায় আপনাকে পিঞ্জরে আবদ্ধ-করা বিহঙ্গী বন্দী অবস্থার সঙ্গে তার চিত্তের এমন সামঞ্জস্য করিয়া লইয়াছে যে, তার গুরু পর্য্যন্ত সেরূপ সংযম কল্পনাতেও আশা করিতে পারেন নাই। দামুও তার পূর্ব্বের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে।

চারু—আর কেন, এখন হইতে তাকে সরস্বতীই বলিব—এই সাত বৎসরের ভিতর একটি দিনও বাহিরের দোর খুলিয়া বাহিরের পথটা পর্য্যন্ত দেখে নাই। মায়ের একান্ত অনুরোধে তাঁর সঙ্গে

যদি কখন কোনও দিন সে ছাদে উঠিত, বন্দিত্বের কঠোর অভ্যাসে মুক্ত আকাশকে দেখিয়াও সে যেন ভীত হইত, অধিকক্ষণ ছাদে থাকিতে পারিত না। মাকে নামিয়া আসিতে অনুরোধ করিত। মা না আসিলে, তাহাকে ফেলিয়া নীচে চলিয়া আসিত। গোঁসাই-গৃহিণীর এক একবার মনে হইত, সত্যই বুঝি গঙ্গা জ্যৈষ্ঠের সেই ভীষণ ঝড়ের অত্যাচার সহিতে না পারিয়া কূল ছাড়িয়া তার কোল আশ্রয় করিয়াছে। এখানে সে নিস্তরঙ্গ—কি নির্ম্মল, কি শীতল!

এখানে আসিবার পর হইতে এই সাতবৎসরের মধ্যে একটি দিনের জন্য ভুলেও তার মুখ হইতে তার পরিত্যক্ত বিষয়ের কথা কি স্বামীর কথা বাহির হয় নাই। কেমন করিয়া হইবে? মৃত্যুর পরে কেহ কি বিষয় কিম্বা আত্মীয়-স্বজনের কি হইল জানিতে ফিরিয়া আসে? চারু ত মরিয়াছে।

দ্বিতীয় জন্মের দিবস হইতে সরস্বতীর দিন দিন চিত্তের অপূর্ব্ব উন্নতি গোঁসাইজিকে এমনই মুগ্ধ করিয়াছে যে, কোনও দিন লোকের নিতান্ত আগ্রহ ও অনুরোধে বাড়ীর বাহির হইলেও অল্পক্ষণ পরেই আবার তিনি ঘরে ফিরিয়া আসিতেন। লোকে দেখিত যে, সিদ্ধ সঙ্গীতগুরুর মাঝে মাঝে সুরলয়েরও একআধটু গোলমাল হইয়া যায়। কলিকাতার শ্রেষ্ঠ গায়কের অধিকাংশই গোঁসাইজির শিষ্য। সুরলয়ের ভুল শুনিয়া তাহারা তাঁহার বার্দ্ধক্যকেই দোষী করিত।

ইদানীং গোঁসাইজি দেহ-দৌর্ব্বল্যের অছিলায় বাড়ীর বাহিরে যাওয়া একরূপ বন্ধই করিয়া দিয়াছেন। গান এখন তিনি বাড়ীতেই করিতে থাকেন। যাঁহাদের তাহা শুনিবার আগ্রহ থাকে, রাজা মহারাজা পর্য্যন্ত, তাঁর বাড়ীতে আসিয়াই শুনিয়া যান। সঙ্গত করিতে অনেক বাদক-শ্রেষ্ঠও তাঁহার গৃহে আগমন করিতেছে।

সকলেই কিন্তু দেখে, নিজের ঘরে এই অশীতিপর বৃদ্ধ সিংহের শক্তি লইয়া যেন কণ্ঠ হইতে ধ্বনি বাহির করেন। আর তাঁর লয় জ্ঞান? তাঁহার সে গন্ধর্ব্ববিনিন্দিত স্বর-লহরীতে শ্রেষ্ঠ বাদককেও বিস্মিত ভাবে সঙ্গত করিতে হয়।

তাহারা ত জানে না, তাহাদিগকে শুনাইবার ছলনায়, গোঁসাইজি তাঁর বাড়ীর ভিতরে ঠাকুর-ঘরের দোরটিতে মালাহাতে বসিয়া থাকা ত্যাগমূর্ত্তি কন্যাটির কর্ণে রাগরাগিণীর উপহার দিতেছেন।

কিন্তু বড়ই তাঁর আক্ষেপ, যে অপূর্ব্ব রাগরাগিণীর আলাপ শুনিয়া শ্রোতৃগণের মুক্ত কণ্ঠ হইতে অজস্র প্রশংসাধ্বনি বাহির হয়, তাঁর সরস্বতী নাম সার্থক-করা কন্যা একদিনের জন্যও কি সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিল না। শুধুই তাই, একদিন যার বীণার সুর-মাতানো কণ্ঠে পুরুষ-নারীর চোখ মুদিয়া যাইত, যার গানে মুগ্ধ হইয়া একদিন এক মহারাজার গৃহিণী আপনার নাসিকা হইতে খুলিয়া, ওই অপূর্ব্ব হীরার নাকছাবি তার নাকে নিজহাতে পরাইয়া দিয়াছিল, সে কি না এত কালের মধ্যে একটি দিনের জন্যও দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়াও একটু সুর শুনাইয়া তার শ্রবণ-পিপাসু বাপকে কৃতার্থ করিল না!

এই সাত বৎসরের মধ্যে দুই একদিন গোঁসাইজির ইচ্ছা হইয়াছিল, সরস্বতী তাঁহাকে, সম্পত্তির কথা না হউক, অন্ততঃ স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু এ দুষ্ট-সরস্বতীর মুখ হইতে একদিনের জন্য ভুলেও কি তার নাম বাহির হইল না।

পিতা গুরু, ইষ্ট, গঙ্গানারায়ণ—কন্যা, শিষ্যা, সাধনা-মূর্ত্তি সরস্বতীর এই অদ্ভুত তিতিক্ষাকে সাত বৎসরের শেষে একদিন করযোড়ে প্রণাম করিলেন।

৩

বাঙ্গালা তেরোশো সালের মাঘ মাস। চারুর অজ্ঞাতবাসের সাত বৎসর পূর্ণ হইতে মাত্র তিনটি মাস বাকি। শনিবার, পরদিন আফিস নাই বলিয়া বৈকাল হইতেই গোঁসাইজির গৃহে অনেকগুলি গায়ক ও বাদকের সমাগম হইয়াছে।

নিত্য যেমন বসিয়া থাকে, সরস্বতী, ঠাকুরের ঘরের দ্বারদেশটিতে আজও বসিয়া ভগবানের নাম জপিতে জপিতে গান বাজনা শুনিতেছিল। গায়কের পর গায়ক গাহিল, বাদকের পর বাদক বাজাইল। সরস্বতী শুনিতেছে। মাঝে মাঝে পিতার চিরপরিচিত মধুর কণ্ঠও তার কাণে আসিতেছে। শুনিতে শুনিতে হঠাৎ সরস্বতী চমকিয়া উঠিল। গুরুর গান, আর তার সঙ্গে মেঘমন্দ্রের ন্যায় মধুর গম্ভীর ধ্বনি লইয়া বাদ্য। জপ করিতে করিতে সে একবার উঠিয়া পড়িল। তার

যেন ইচ্ছা হইল, নীচে নামিয়া বৈঠকখানা-ঘরের কাছে যাইয়া বালককে একবার দেখিয়া আসে। পরক্ষণেই যেন নিজের কাছেই লজ্জিত হইয়া আবার বসিল।

রাত্রি তখন দশটা। গোঁসাই-গৃহিণী ঘুমাইয়াছেন। আপনাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য সরস্বতী ডাকিল—"মা!"

তিন ডাকে মা একবারে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন মেয়েটা এখনো দোর আগলাইয়া বসিয়া আছে। সে দিন শীতটাও ছিল তীব্র।

মা বেশ একটু ক্রোধ দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"হতভাগা মেয়ে, শীতে জমে গেলি যে! আত্মহত্যা করবার ইচ্ছা হয়েছে নাকি?"

সরস্বতী হাসিয়া বলিল—"একটু ইচ্ছা হয়েছে বইকি।"

"হাসছিস্ কি, আমি তো দেখছি। নে উঠে পড়্! সারারাত ধ'রে ওরা যদি গান বাজনা করে, তুই কি এমন ক'রে বসে থাকবি!"

"তুমি একবার দাদু বাকে ডেকে দাও।"

উভয়ের কথাবার্তা শেষ হইতে না হইতে গান বাজ বন্ধ হইয়া গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া এই বারে সরস্বতী যেন নিশ্চিন্ত হইল।

"থাক্, দাদু বাকে আর ডাকতে হবে না। তুমি আবার শোওগে।"

কন্যার দু'তিনবারের অনুরোধে বাধ্য হইয়া গোঁসাই-গৃহিণী আবার ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। বুঝিলেন, গান যখন শেষ হইয়াছে, আর কন্যাকে বেশীক্ষণ তার বাপের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না।

মা চলিয়া গেলে, সরস্বতী একটু হাসিল। মায়ের সঙ্গে কথাবার্তার অন্যমনস্কতায় সেই অজ্ঞাত বালকের বাদ্য হইতে তার মনকে সে বাহির করিতে পারিয়াছে কি?

হাসিকে উপেক্ষা করিয়া এক বিন্দু অশ্রু তার চোখের কোণে উপস্থিত হইল।

সাত বৎসরের ভিতর আজ সর্বপ্রথম অক্লান্ত-সেবার জন্য নিযুক্ত দেহে অবসাদ আসিল। সরস্বতী মনে মনে বলিল, "একটু পড়িয়ে নি। বাবা আসিলে উঠিব। আর না হয় মাকে বলি, বাবার আহারের সময় তুমিই আজ একটু পরিচর্যা কর।"

ইতস্ততঃ করিয়া সত্যই সরস্বতী উঠিল, তার দেহ মনের অবসাদটা ক্রমে যেন বাড়িয়া যাইতেছে।

উঠিয়া মা আবার পাছে ঘুমাইয়া পড়ে, তাহাকে ডাকিবার জন্য যেই ঘরের দোরটিতে পা দিয়াছে, অমনি নীচে হইতে বাপের ডাক শুনিল "সরস্বতি!"

নামের একটা ঝঙ্কারেই সরস্বতীর সমস্ত অবসাদ চলিয়া গেল, চিত্ত এক মুহূর্তেই তার মুহূর্ত পূর্বের হারানো স্থিরতা ফিরিয়া পাইল।

"যাই বাবা!"

কন্যার কথা কি তার বাপ শুনিতে পাইল না? একান্ত অশক্ত না হইলেও, গোঁসাইজি উপরে উঠিতে হইলে, ইদানীং কন্যার সাহায্য গ্রহণ করিতেন। উত্তর দিয়াই সরস্বতী তাঁহাকে উপরে আনিতে সিঁড়ির মাথায় আসিয়া দেখিল, একটি ভদ্রলোক তাহার বাবাকে উপরে উঠিবার সাহায্য করিতেছে।

উপস্থিত হইতেই সে যাকে দেখিতে পাইল। উভয়েরই হাতে একটা করিয়া আলো ছিল। সাত বৎসর পরে সরস্বতী আজ প্রথম অপরিচিতকে মুখ দেখাইল, শুধু দেখাইল না, দেখিল।

অনর্থক সময়ের বাহুল্য না দেখাইয়া, চতুর্থ সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া সরস্বতী বাবার কাপড় দিতে দিতে বলিল—"আমাকে কি আর যেতে হবে বাবা?"

"আর তোমাকে কষ্ট করতে হবে না বাবু, আমার বন্ধু এসেছে।"

গোঁসাইজি বলিলেন, কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না, তাঁর বলিবার আগেই 'বন্ধু' তাঁর হাত ছাড়িয়া দিয়াছে।

সরস্বতীর চোখে 'বন্ধু' অপরিচিতই রহিয়া গেল, কিন্তু বন্ধু সরস্বতীকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ রকম রূপের মিল আর সে কখনও দেখে নাই। তবুও সে তত একটা বিস্মিত হইত না, যদি সে সরস্বতীর নাসিকায় সেই পূর্বের দেখার মত নাকছাবিটি দেখিতে না পাইত।

সরস্বতী বন্ধুকে চিনিতে পারিল না। বন্ধু এত অদ্ভুত মিল দেখিয়াও গোঁসাইজির কন্যাকে মনে মনেও চেনা ভাবিতে সাহস করিল না।

পিতার আহারের ব্যবস্থা করিয়া কন্যা যখন তার আসনটির পাশটিতে আসিয়া বসিল, তখন রাত্রি এগারোটা।

অত রাত্রি ধরিয়া গান বাজনা, সেই দুরন্ত শীত, সেটা মেয়েটাকে মারিয়া ফেলার উদ্দেশ্য, গোঁসাই-গৃহিণী স্বামীকে বেশ তীব্র ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। গোঁসাইজিকে সে জন্য কিছু অপ্রতিভের মত হইতে হইয়াছে, তাঁর উপরে আসিবার অপেক্ষায় অত রাত্রি পর্য্যন্ত যে সরস্বতী হিমে বসিয়া থাকিবে, এটা তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

"আমি মনে করেছিলুম, তুই ঘুমিয়েছিস্।"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া সরস্বতী বলিল "এত যদি রাত্তির হবে জানতে, তাদের জলখাবারের ব্যবস্থা করলে না কেন বাবা?"

"এত রাত্তির হবে কে জানতো, হয়ে গেল। জলযোগের কথাও বলেছিলুম, কেউ রাজি হল না। সকলেই বললে আর এক দিন আমরা প্রসাদ পাব। আমিও মনে করলুম, বেশ, আর একদিন।"

অন্যদিন হইলে পিতার এ কৈফিয়তে সরস্বতী তুষ্ট হইত না, আজ কিন্তু সে আর কিছু বলিল না।

বসিয়া বসিয়া সে কৌতূহলের সঙ্গে লড়াই করিতেছিল। সেই মেদুর জলদের মত বাজনার কৌশল কে দেখাইল জানিবার ইচ্ছা প্রবল চেষ্টায় সে রোধ করিতেছিল। লড়ায়ে সরস্বতী হারিল। আহারাদি শেষ করিয়া বিশ্রামগ্রহণ-মুখে যখন ব্রাহ্মণ কন্যার হাত হইতে হুঁকাটা লইয়া তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র আহার সারিতে আদেশ করিলেন, তখন তার মুখ হইতে প্রশ্ন বাহির হইয়া পড়িল— "হাঁ বাবা, শেষে যিনি বাজালেন, উনি কে?"

বিস্মিতের মত গোঁসাইজি বলিয়া উঠিলেন— "বলিস্ কি রে! এতকাল ধ'রে কত ওস্তাদ বাজিয়ে আমার গানে সঙ্গত ক'রে গেল, একজনেরও বাজনার কথা তুই ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিস্‌নি!"

সরস্বতী উত্তর করিল না। জিজ্ঞাসা করিয়া যেন সে অপরাধ করিয়াছে।

উত্তর না পাইয়া গোঁসাইজি বলিতে লাগিলেন— "আজও যারা বাজালে তারা কেউ ত কম ওস্তাদ নয়! তাদের বাজনা কি তোর পছন্দ হ'ল না?"

করযোড়ে সেই সকল ওস্তাদদের প্রণাম করিতে করিতে সরস্বতী বলিল—

"তা কেন বাবা, তাঁদের বাজনাও চমৎকার। তবে আমার মনে হ'ল, তাঁরা বাজনায় যে যার ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন; আর শেষের যিনি, তিনি বাজনা দিয়ে যেন আপনার গানের সেবা করেছেন।"

"সেবা করেছে? বড় নতুন কথা ত আজ আমাকে শোনালি মা! ছোকরা প্রথম আজ আমার গানে বাজালে। সে দিন একটা বড় মজলিসে সে গোপনে আমার গানে সঙ্গত করবার প্রার্থনা করেছিল।"

"আপনি তাঁকে বাড়ীতে আসতে বলেছিলেন?"

"কেন, বল্ দেখি সরস্বতী?"

"সেখানে ভুল করলে, পাঁচজনে তাঁকে তামাসা করতে পারত। এখানে ত তা করতে কারো সাহস হবে না।"

"করবার হ'লে তারা ঠারে-ঠোরেও কিছু না ক'রে ছাড়তো না।"

"তোমার কৃপায় তারা ভুল ধরতে পারে নি।"

"বুঝতে পেরেছিস্?"

সরস্বতী হাসিল।

"পাখীতে যেমন ছানা আগলায়, তেমনি তুমি তাকে আগলে আগলে গান করেছ।"

"করতে গিয়ে গানটা কিন্তু বড় জমে গেলরে সরস্বতী। গান ক'রে এমন আনন্দ অনেক কাল পাই নি।"

"তাঁর ভাগ্য ভাল, বাবা।"

"কিন্তু সকলকে একবাক্যে তার হাতের প্রশংসা করতে হয়েছে।"

"বাড়ী কোথায় তাঁর?

"কুমোরটুলি।"

সরস্বতী একটু চমকিতের মত হইল।

"বিষয় আশায় বেশ আছে। আগে বাজাবার সখ ছিল, অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছে।"

"যাক্, তাঁর শেখা সার্থক হয়ে গেছে।"

সরস্বতী পিতাকে বিশ্রাম লইতে অনুরোধ করিয়া তাঁর প্রসাদের থালা হাতে তুলিয়া লইল।

গোঁসাইজির কিন্তু সেই 'ছোকরা' সম্বন্ধে বলা এখনও শেষ হয় নাই—"বাংলার ভিতরে একজন শ্রেষ্ঠ বাজিয়ের কাছে শেখা বিদ্যে, সেটা বৃথা যাবে, আমি ছোকরাকে সুবিধামত, আমার কাছে মাঝে মাঝে আসতে বলেছি। আমার গানে বাজাবার জন্যে ওর গুরু বিষ্ণুপুর থেকে কলকেতায় এসেছিলেন।"

সরস্বতীর দেহটা দুলিয়া উঠিল।

"সিঁড়িতে যিনি আপনাকে হাত ধ'রে তুল-ছিলেন, উনিই কি?"

"হাঁ হাঁ, তুইও ত তাকে দেখেছিস, ওই বাবুটি। নাম হচ্ছে ওর হরিপ্রসাদ।"

সরস্বতী মানসনেত্রে আর একবার বেশ করিয়া হরিপ্রসাদকে দেখিবার চেষ্টা করিল—আর কখনো দেখিয়াছে কি না বুঝিতে পারিল না।

নিশ্চিন্ত হইতে গিয়াও কিন্তু সে রাত্রি সরস্বতীর ভাল রকম নিদ্রা হইল না।

৪

রাখু ওরফে হরিপ্রসাদ আবার গোঁসাইজির গানে বাজাইবার জন্য আসিল। একদিন, দুইদিন, তিনদিন—বাজনার সুবিধা হইল না। মাঝে মাঝে তাল কাটিবার মত হইল। স্নেহবশে গোঁসাইজি তালের ইঙ্গিত করিয়া এই কয়দিন তাহার মান রক্ষা করিলেন। হাতের মিষ্টতাও সে ভাল দেখাইতে পারিল না।

এ কয়টা দিন শুধু তার হাত বাজাইয়াছে; কিন্তু চোখ দুটো তার, সেই নাকছাবি-সাজানো মুখখানিকে কেবল দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছে। দেখিতে পায় নাই, এই জন্য মাঝে মাঝে গোল বাধাইয়া তার হাত দু'টাকে লোকের কাছে অপ্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

এ কয় দিন চাক্ষুষ দেখা দূরে থাক, হরিবাবু সে বাড়ীতে তার অস্তিত্বের আভাষ পর্য্যন্ত পায় নাই।

চতুর্থ দিন। হরিবাবু সে দিন প্রথমটা ভাল বাজাইবার লক্ষণ দেখাইল। যাহারা শুনিতেছিল, তাহাদের মুখ হইতে মাঝে মাঝে প্রশংসার ধ্বনি উঠিতেছিল।

বাজাইতে বাজাইতে হঠাৎ তাহার কানে গেল—"একটু পা চালিয়ে যাবে বাবুয়া।"

বিদ্যুদ্বেগে হরির তাল কাটিয়া গেল।

গোঁসাইজি তীব্র তিরস্কার করিয়া উঠিলেন—"আর বাজাতে হবে না। এ রকম ক'রে মৃদঙ্গে হাত দিয়ে একজন শ্রেষ্ঠ ওস্তাদের সাকরেদ ব'লে আর কখন কারও কাছে পরিচয় দিয়ো না।"

রাখুর চৈতন্য হইল। অনেক লোকের সাক্ষাতে তিরস্কারটার লজ্জাও তার কম হইল না।

গোঁসাইজির পা দু'টি ধরিয়া সে আর একবার তাঁহাকে গাহিতে অনুরোধ করিল—"আর একবার বাজাতে অনুমতি দিন।"

"তাই ত ছোকরা, প্রথম দিন তুমি আমাকে মুগ্ধ করেছিলে। নইলে তোমাকে আমি আসতে বলতুম না।"

সে দিনের শ্রোতাদিগের মধ্যে দু'চারিজন আজিও ছিল। তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিল—"আমরাও মুগ্ধ হয়েছিলুম গোঁসাইজি!"

"শুধু তোমরা কেন বাবা"—বলিয়াই গোঁসাইজি রাখুকে স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"তোমার মনে অহঙ্কার আসবে ব'লে বলিনি হরিপ্রসাদ, এতদিন অনেক তাল তাল বাজিয়ে আমার গানে বাজিয়েছে, কিন্তু কেউ আজও পর্য্যন্ত আমার কণ্ঠের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি, তুমি করেছ।"

রাখু গোঁসাইজির চরণ আবার করযোরে স্পর্শ করিয়া বলিল—"আর একটি বারের জন্য অনুমতি করুন।"

গোঁসাইজি আবার গান ধরিলেন। রাখু বাজাইল।

গাহিতে গাহিতে গোঁসাইজির মনে হইল, যে বাদক-শ্রেষ্ঠ তাঁর গানে সঙ্গত করিবার জন্য বৃদ্ধবয়সে বিষ্ণুপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, শিষ্যের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য তাঁর আত্মা যেন আজ তার হাতে হাত দিয়াছেন। শেষে হরিপ্রসাদকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তিনি বলিলেন—"বহুকাল এরূপ আনন্দ আমার লাভ হয় নাই, হরিপ্রসাদ!"

শ্রোতৃবর্গও সেই কথা পুনরুচ্চারিত করিল। রাখু গোঁসাইজির পায়ে মাথা লোয়াইল।

এমন যদি শক্তিমান সে, তবে কয়দিন হরিপ্রসাদ এমনটা করিল কেন?

শ্রোতৃবর্গ চলিয়া গেলে, গোঁসাইজি রাখুকে ওই কথাটাই জানিবার ইচ্ছায় বলিলেন—"তাই ত বাবা, এমন তোমার বাজাবার ক্ষমতা—"

"আপনি কি জিজ্ঞাসা করবেন, আমি বুঝতে পেরেছি প্রভু!"

"আমাকে বলতে কি তোমার আপত্তি আছে?"

রাখু এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। মাথা হেঁট করিয়া গোঁসাইজির সম্মুখে শুধু বসিয়া রহিল। মুখ তুলিলে, গোঁসাইজি দেখিলেন তার চোখ জলে ভরিয়াছে।

গোঁসাইজি বুঝিলেন, এমন একটা কঠিন প্রশ্ন হরিপ্রসাদকে তিনি করিয়াছেন, যার উত্তর দিতে তার যেন মর্ম্ম কাঁপিয়া উঠিয়াছে।

উত্তর দেওয়া হইতে গোঁসাইজি রাধুকে নিষ্কৃতি দিলেন।

"বলতে যদি বাধা থাকে বলবার প্রয়োজন নেই।"

বাধা আছে, কি না আছে, এ কথাটাও রাধুর মুখ হইতে বাহির হইল না।

রাধু বিদায় চাহিল।

"আমার উপর অভিমান হ'ল নাকি?"

ভূমিতে মাথা নোয়াইয়া বার বার প্রণাম করিতে করিতে রাধু উত্তর করিল—"গুরুদেব যাঁর গানে সঙ্গত ক'রে আপনাকে কৃতার্থ মনে করেছিলেন, আমি সেই মহাপুরুষের গানে মৃদঙ্গ ধরতে যে অধিকার পাব, এরূপ ভাগ্য স্বপ্নেও যে মনে করতে পারিনি দয়াময়!"

"আবার কবে আসছ?"

"আমাদের বাড়ীতে আপনাকে একবার পায়ের ধূলো দিতে হবে যে! আমার সম্বন্ধী, বাড়ীর মেয়ে-ছেলে সকলেই আপনার এ দেব-কণ্ঠের গান শুনতে ব্যাকুল হয়েছে।"

"তাদেরই সকলকে একদিন এখানে নিয়ে এসো না কেন?"

"সে আসা ত তাদের সৌভাগ্য। একদিন আপনার পায়ের ধূলো পড়বে না?"

"সন্ধ্যের পর বাড়ী ছেড়ে আমার কোথাও থাকা চলে না।"

"দিনমানেই আয়োজন করব।"

"বেশ, কাল এসো, কাল তোমাকে বলব।"

রাধু উঠিল। সদর দোরের কাছে উপস্থিত হইতেই সে শুনিতে পাইল—"আমি যে বাবুর জন্ত জলখাবার আনতে দামুকে দোকানে পাঠিয়েছি বাবা!"

"চলে গেলে না কি হে বাবাজি—হরিপ্রসাদ?"

হরিপ্রসাদের স্বর স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া গোঁসাইজীর কাছে আসিয়া দেখিল, দণ্ডায়মান বৃদ্ধের পার্শ্বে এক অবগুণ্ঠনবতী দাঁড়াইয়া আছে।

রাধুর ফিরবার মুখে চারু স্বামীকে চিনিতে পারিয়াছে। চিনিবার সঙ্গে সঙ্গে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়াছে।

গোঁসাইজি বলিলেন—"ক'দিন ধ'রে আসছ, একদিনও মিষ্টি মুখ করলে না, মেয়ে তাই তোমাকে জল খেতে অনুরোধ করছে।"

কম্পিত কর জোড় করিয়া রাধু উত্তর করিল—"একদিন প্রসাদ পেয়ে যাব প্রভু।"

"কি বলিস্ সরস্বতী?"

প্রথমটা সরস্বতী কোনও উত্তর দিতে পারিল না। অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া প্রাণপণে সে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিতে লাগিল।

গোঁসাইজী মনে করিলেন, রাধুর এ উত্তর বুঝি কন্সার মনোমত হইল না, তাই তার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই বলিলেন—"ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে, আজ যখন আমার কাছে তুমি বকুনি খেয়েছ, তখন আমারও ইচ্ছা তুমি কিছু আজ মিষ্টি মুখে দিয়ে যাও।"

"আপনি যখন আজ্ঞা করছেন—"

"যাগো মা, বাবাজির সেবার ব্যবস্থা কর্।"

৫

রাধুকে চিনিবার পূর্ব্বে তাহার বাজানো মাত্র শুনিয়া চারুর যে চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল, কি আশ্চর্য্য, চিনিবার পর কিন্তু তার সেরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য রহিল না। জ্যৈষ্ঠের সেই রাত্রিতে, পরিত্যক্ত দরিদ্র স্বামীকে বহুকালের পর দেখিয়া, চিনিয়া, তাহার মনে যে অনুতাপের জ্বালা তীব্রতার সহিত জাগিয়া উঠিয়াছিল, মনের তার এখন সে অবস্থা আর নাই। নিরাশাকে সম্মুখে রাখিয়া, সাত বৎসরের সাধন-ভজনে চিত্ত এখন তার শান্ত হইয়াছে।

তবু স্বামীকে চিনিবার সঙ্গে সঙ্গে বুকটা তার বেশ একটু জোরেই কাঁপিয়া উঠিল। উপরে উঠিয়া বরাবর সে ঠাকুরঘরে চলিয়া গেল। দেবতাকে বার বার প্রণাম করিতে করিতে সে মনটাকে ঠিক রাখিবার শক্তি প্রার্থনা করিল। স্বামীকে, অন্ততঃ আর একটিবারের জন্ম, দেখার বাসনা সে বুঝি একবারে মন হইতে মুছিতে পারে নাই। তাই দেবতা দয়া করিয়া তাহাকে দেখাইতে আনিয়াছেন। না জানিয়া, সে আবার তাকে অতিথি করিয়া বসিয়াছে। স্বামীকে চিনিতে তাহার বিলম্ব হউক, কিন্তু স্বামী কি তাহাকে চিনিতে পারে নাই? সরস্বতী সেটা একেবারেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তবে তার গুরু যে তাদের সম্বন্ধ জানিয়াছেন, এটা সে মনের কোণেও স্থান দিতে পারিল না।

জানিলে, এরূপ মিলনের সাহায্য ওরূপ মহা-পুরুষের দ্বারা সম্ভবপর হইত না। তিনি ত আর কন্যার সঙ্গে ছলনা করিতে পারেন না!

করজোড়ে চারু ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিল—ব্যাকুলতার প্রার্থনায় তার চোখ দু'টা দিয়া স্রোতের মত জল বাহির হইল।

"হে ঠাকুর, হে দয়াময়, শাস্তি শরণ যখন দিয়েছ, তখন সে বেশ্যাটার মরামুখ আর সমাজের চোখের উপর তুলে ধ'র না। আর আমাকে পরীক্ষায় ফেলো না প্রভু!"

বার বার নারায়ণকে ডাকিতে ডাকিতে যখন তার হৃদয়ে আবার তপঃ-সঞ্চিত বল ফিরিয়া আসিল তখন সরস্বতী স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কোমর বাঁধিল।

লোক-দেখানো আহ্নিক কার্য্য সারিয়া হরিপ্রসাদ বাবুর সঙ্গে উপরে উঠিতেই দেখিল, গোঁসাইজী একটী হুঁকা হাতে দাঁড়াইয়া আছেন। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সরস্বতী। তার সেই, যেন চির পরিচিত মুখ, আর নাকে সেই স্বপ্নে পর্য্যন্ত দেখা নাকছাবি। মাথার কাপড়ের সামান্য মাত্র রাখিয়া মুক্ত মুখেই সে দাঁড়াইয়া আছে।

দুর হইতেই উভয়ের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য একবার চোখোচোখি হইয়া গেল। "সে সরস্বতী, বাবাজিকে পা ধোবার জল।—উঠে এস হরিপ্রসাদ।"

হরিপ্রসাদ উঠিল। যেটা পাগলেও কল্পনায় আনিতে পারে না, সে সম্বন্ধে মনকে আর উত্যক্ত না করিয়া অসঙ্কোচেই সে উপরে চলিয়া গেল। তাহাকে উঠাইয়া সাধু আবার যখন নীচে যাইবার জন্য মুখ ফিরাইল, ঝিরিঝিরির অনুচ্চকণ্ঠের আদেশ তার কাণে গেল—"হাত মুখ ধোবার জল, আর তামাক সমস্ত ঠিক ক'রে রাখ সাধুজী।"

জল, তামাক ঠিক রাখিতে সাধু নীচে চলিয়া গেল, যথাঃ ঠিক করিতে করিতে অবনত মস্তকে সাধু যে ঘরে তার খাবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তার দ্বারের সমীপে উপস্থিত হইল।

উপস্থিত হইতেই দেখে সরস্বতী গলায় অঞ্চল দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামের উদ্যোগ করিতেছে।

"করেন কি, করেন কি!" সঙ্কোচের সহিত সাধু এক পা পিছাইল।

"সে কিরে, তুমি শ্রেষ্ঠ কুলীন, ও তোমার ছোট বোনটি। জন্মান্তরের ওর কত সৌভাগ্য, তোমার পায়ের ধুলো পাবে।"

অতি সন্তর্পণে নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সাধু আর একবার সেই জ্যৈষ্ঠের অন্ধকারময়ী রাত্রির মত, অতি কোমল করাঙ্গুলির স্পর্শানুভব করিল।

"সে নিজহাতে বাবাজির পা ধুইয়ে।"

সরস্বতীর ভক্তির অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া যখন সাধু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন তার জলযোগের ব্যবস্থা দেখিয়া সে একেবারে অবাক হইয়া গেল। সে তাহার পূর্ব্বযুগের বাঁকুড়ি ক্ষুধা লইয়াও সে সমস্ত খাদ্যসামগ্রীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। এখন ত সে কলিকাতার আহারী—এক প্রকার বায়ুভুক।

সেই সমস্ত খাদ্য-সামগ্রী আগুলিয়া গৃহ-মধ্যে সরস্বতীর মা বসিয়া ছিল। সাধুকে বসিতে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন—"দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবা, ব'স।"

"এ করেছেন কি মা, একি জলযোগের আয়োজন?"

"এ আর কি আয়োজন! সরস্বতী কর্ত্তার উপর রাগ করছিল। সাধুকে আটকে রাখলেন, ইচ্ছামত কোনও জিনিস সে আনাতে পারলে না।"

"তা তিনি যা আনিয়েছেন, দয়া করে' তারই পনেরো আনা অংশ তাঁকে তুলে নিয়ে যেতে বলুন।"

"ওরে সরস্বতী, সরস্বতী!"

দ্বারের সমীপে আসিয়া সরস্বতী উত্তর দিল—"ডাকছ কেন?"

"একবার ভিতরে আয়।"

"বাবা যে এখনি আসবেন, তাঁর হাতে পায়ে জল দিতে হবে যে।"

"সে আমি দিচ্ছি, তুই আয়।"

সরস্বতী ভিতরে প্রবেশ করিল।

"এত উদ্যোগ আয়োজন করলি, ছেলে যে কিছু খাবে না বলছে।"

সাধু তখনও আসন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। সরস্বতীর বুকটা ছাৎ করিয়া উঠিল। তবে ত স্বামী তাকে চিনিতে পারিয়াছে। পতিতার হাতের রান্না খাইতে সে ইতস্ততঃ করিতেছে। মুহূর্ত্তের জন্য একবার সাজানো খাবারের পাত্রের দিকে চাহিয়া, সাধুর দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টি পর্য্যন্ত নিক্ষেপ না করিয়া, সে বলিল—"তা সরস্বতী কি করবে?"

সাধু বলিল—"কিছু খাব না, একথা কখন বলছি মা।"

সরস্বতী অনেকটা আশ্বস্তের মত হইয়া বলিল—"এ সমস্তই ঠাকুরের প্রসাদ।"

"তা আমি বুঝেছি, দি—দিদি। কিন্তু প্রসাদ হ'লেই আমাকেও যে রাক্ষস হ'তে হবে, তার ত মানে নাই।"

শুনিবামাত্র সরস্বতীর বিষণ্ণতা দূর হইয়া গেল। সে বলিল, "যা পারবেন, খাবেন।"

এই সময় বাহিরের বারান্দায় গোঁসাইজির গলার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল।

"মা। বাবা এসেছেন।"

"তুই থাক, আমিই যাচ্ছি। যা পারবে তাই খাবে বাবা, তাতে লজ্জা করবার কি আছে?" বলিয়া গোঁসাই-গৃহিণী বাহিরে চলিয়া গেলেন।

"বসুন।"

"আগে, কতক গুলো জিনিষ সরিয়ে নাও।"

"নাই বা নিলুম।"

"এত সামগ্রীর অপচয় হবে? আমি এর এক আনা খেতে পারি কিনা সন্দেহ।"

"বেশ, এক আনাই খান্।"

অগত্যা রাখুকে বসিতে হইল। সরস্বতীও আসন হইতে একটু দূরে এক পার্শ্বে মেজের উপর উপবিষ্ট হইল।

রাখুর মস্তক এ যাবৎ অবনত করাই ছিল। আসনে বসিয়া একবার সে মাথা তুলিল—"তাইত দিদি, মনটা যে এখনো 'কিন্তু' করতে লাগল।"

"এত আয়োজন"—বলিতে বলিতে তার স্বর অবরুদ্ধ—সেই সাত বৎসর আগের ছবিটা উড়িয়া আসিয়া আবার তার সুমুখে বসিয়াছে। একি অদ্ভুত সাদৃশ্য! সাদৃশ্যই বটে! সরস্বতীকে চারু মনে করিতে রাখুর কল্পনাও ভয়গ্রস্ত হইয়া উঠিল।

সরস্বতী কোনও উত্তর দিল না। সুতরাং বাধ্য হইয়া রাখুকে আচমন করিতে হইল।

কিছুক্ষণ কেহ আর কোনও কথা কহিল না। উভয় দিকেই দীর্ঘশ্বাস রোধের বিপুল চেষ্টা। রাখু হেঁট মাথায় খাবারের এটা সেটায় হাত দিতেছে, কখন হাত তার মুখে উঠিতেছে, কখন থালা অথবা বাটির উপর নিস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিতেছে। সরস্বতী নিস্পন্দের মত বসিয়া দেখিতেছে। রাত্রি তখন প্রায় নয়টা। রাখু যে ক্ষুধিত হয় নাই, এ বলা যায় না। সুতরাং সে সময় পেট ভরিয়া খাওয়ায় তাহার আপত্তি করিবার কিছুই ছিল না। তবু কতকগুলা একবারে স্পর্শমাত্র না করিয়াই সে উঠিবার উদ্যোগ করিল।

আর কথা না কহিলে সরস্বতীর চলেনা। সে এইবারে বলিল—"বাড়ীতে না খেলে কি বউঠাকরুণ রাগ করবেন।"

"বাড়ীতে খাবো, এটা কেমন করে বুঝলেন দিদি?"

"রাক্ষস না হতে পারেন, পাঁচবছরের ছেলেটিত ন'ন আপনি! পাঁচ বছরের ছেলেও এর চেয়ে বেশী খায়।"

এ কথায় আর রাখুর উত্তর দেওয়া চলেনা। যে সব সামগ্রীতে সে একবারেই হাত দেয় নাই, এইবারে তার একটাতে সে হাত দিল।

"ওটায় পরে হাত দেবেন, আগে এই একটু মুখে দিয়ে দেখুন দেখি।" বলিয়া সরস্বতী রাখুর সন্নিকটে উঠিয়া আসিল এবং একটা ব্যঞ্জন দেখাইয়া সেটাকে পুনর্নির্দ্দেশ করিতে করিতে বলিল—"এই তরকারিটা। শুধু শাক পাতি দিয়ে তইরি, বাবা রাঁধতে হুকুম করেছেন। নুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেললুম কিনা বুঝতে পারছিনা। একখানা রাধাবল্লভীও ওই সঙ্গে তুলে নিন্।"

দেখাদিষ্টবৎ রাখু রাধাবল্লভী ব্যঞ্জন-সংযুক্ত করিয়া মুখে তুলিল।

"বাবার প্রিয় তরকারি, যদি খারাপ হয়, তাহলে আমার মাথা আস্ত থাকবেনা! কি রকম? নুন ঝাল সব ঠিক হয়েছে?"

"চমৎকার!"

"বলেন কি! তা হ'লে ত আমার উপর ঠাকুর আজ খুব সুপ্রসন্ন দেখছি। অন্যমনস্কে রেঁধেছি, কি যে করেছি, কিছুই বুঝতে পারিনি—এটাও ত কই মুখে তোলেন নি!"—আর একটা ব্যঞ্জন সরস্বতী রাখুকে দেখাইল।

"আর অনুরোধ করবেন না।"

"অনুরোধ করবার বস্তুই বা এতে কি আছে? তবে এক রসগোল্লা আর বাতাবি বাদে অপর সমস্তই বাড়ীতে তইরি।"

"এ সমস্তই আপনি করেছেন?"

"বাবা ত বাজারের কোনও সামগ্রী খান না।" তার উপর ঠাকুর, গাওয়া ঘি ছাড়া অন্য ঘি ব্যবহার করিবারও যো নেই।"

তখন আর এটা, ওটা, সেটা নয়—রাধু আবার রকম গোড়া হইতেই খাওয়া আরম্ভ করিল। রতীর আর বড় বেশী অনুরোধের প্রয়োজন হতেছে না। শুধু একটু নির্দ্দেশ—আর রাধু তার রা রক্ষা করিতেছে।

"আপনার ছেলেপুলে কি তাই ?"

অনেকদিন কলিকাতায় থাকিলেও এবং বেশ খানে কথা কওয়াটায় অভ্যস্ত হইলেও, মাঝে রে অন্যমনস্কতার ফাঁকে দু'একটা দেশের কথা মুখ তে তাহার বাহির হইয়া পড়িত। সে উত্তর —"ছেলে দুটি। একটি বেটা ছেলে, একটি বিটি লে।"

"বড় কোন্‌টি ?"

বলিয়াই কিন্তু রাধু বুঝিতে পারিল। তবে স্বতী সেটা বুঝিতে পারে নাই অনুমান করিয়া, া শোধরাইয়া বলিল—"ছেলেটি চার বছরের, য়েটির বয়স এক বৎসর।"

"মা আছেন ?"

"না, মা বাপ—কেউ নেই।"

"তা হলে বাড়ীতে অভিভাবক কে আছে ?"

"আমি শ্বশুর-বাড়ীতে বাস করি।"

"বাঃ! পায়েসটা রেখে দিচ্ছেন কেন ?"

ইতিমধ্যে কথার অন্যমনস্কতায় রাধু দু'একটা িনিষের মর্য্যাদাই রাখিয়াছে। ওই ক্ষীরের নিকুষা তাহার মধ্যে একটি। নিষেধ করিতে গিয়া তার জ্ঞান ফিরিল। দেখিল একবাটি পায়সান্নের কটি মাত্র অবশিষ্ট। মুখের কাছে তুলিতে গিয়া লজ্জাভরে সেটিকে আবার সে বাটিতে রাখিল।

"আমার ভক্তি প্রসাদ রাখছেন নাকি ? ওটা য়ে ফেলুন।"

"মাফ করুন, কথায় কথায় অতিরিক্ত আহার রে ফেলেছি।"

"তা হ'ক, ওটি রাখতে পারবেন না।"

"আমি ত আপনার সব অনুরোধই রাখলুম।"

"ওটির পর আর অনুরোধ করব না।"

দেহ কৃশ হইয়াছে বটে, কিন্তু নিত্যবর্দ্ধনশীল যৌবন-অনিন্দ্য জ্যোতি তাহার মুখ, বিশেষতঃ তার চোখ দুটিকে বড়ই উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল।

সরস্বতীর মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় সেই উজ্জ্বল ের উজ্জ্বল চোখ রাধু একবারে পূর্ণমাত্রায় দেখিয়া

অন্যমনস্কতায় সরস্বতী প্রথমে সেটা বুঝিতে পারে নাই। বুঝিবামাত্র তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল।

তবে সে এটা বেশ বুঝিল, স্বামী তাহাকে চিনিয়াও চিনিতে সাহস করিতেছে না। করিতে পারিবেও না। সমাজে পূজনীয় গঙ্গানারায়ণ গোস্বামীর প্রিয় কন্যাকে কেমন করিয়া সে সেই হীন-ব্যবসায়িনী চারু মনে করিবে!

স্বামীকে লইয়া তার আমোদ করিবার বড়ই ইচ্ছা হইল। সাত বৎসরের কঠোর সাধনার সংযমও এ ইচ্ছা রোধ করিতে পারিল না।

"কর্ম্মদোষে এ জনমের মত স্বামীর সহসুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছি বলিয়া, তাহাকে লইয়া কথাবার্ত্তায়ও কি একটু আমোদ করিতে পাইব না ?" সে ঈষৎ হাসির সহিত বলিল—"আপনাকে, ভাই, যেন কোথায় দেখেছি!"

"আমিও যেন আপনাকে কোথাও দেখেছি।"

"কোথায় দেখেছেন বলুন ত!"

চোখ বুজিয়া রাধু ভাবিতে লাগিল।

"আপনি কি আমার শ্বশুরের দেশে কখনো গিয়েছিলেন ?

"কোথায় আপনার শ্বশুরের দেশ ?"

"বিক্রমপুর।"

মাথা নাড়িয়া রাধু বলিল—"না।"

"এখানেও ত পূর্ব্বে আর কখন আপনাকে দেখিনি।"

"দিন দশ পোনেরো আগে থেকে আমি আনা যাওয়া করছি।"

"তবে—তবে—কোনও তীর্থে কখন গিয়েছেন ?"

"তীর্থের মধ্যে এক কালীঘাটে গিয়েছি।"

"সে ত ঘরের তীর্থ। কোন দূর—দূর দেশে কামরূপে কখন গিয়েছেন ?"

"সে আবার কোথায় ?"

"যেখানে কামরূপা থাকেন—আসামীদের দেশ ?"

"ওঃ! কামাক্ষা!"

"এই—সেখানে কি আপনার যাওয়া হয়েছিল ?"

"না।"

"মনে করে দেখুন না।"

"কি বিপদ! কামাক্ষাতেই যদি গিয়ে থাকি,

"তাইত, তবে কি আপনাকে দেখিনি! মনেরই কি ভুল? কিন্তু এখনো আমার মন বলতে চাচ্ছে না, আপনাকে দেখিনি।"

"কামাখ্যায় আপনি গিছলেন?"

"মা আমায় নিয়ে গিছলেন।"

"স্বামীর সঙ্গে?"

"সঙ্গে না হ'ক, তিনিও গিছলেন।"

"একটা কথা আপনাকে বলতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে।"

ক্ষণেকের জন্য নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া সরস্বতী বলিল—"বলুন।"

"যদি দুঃখ মনে না করেন।"

"আমার স্বামীর কথা?"

"সে কথাও বটে। এই ক'দিন এলুম, এক দিনও ত তাঁকে দেখতে পেলুম না!"

"কেন, আঁচ করুন দেখি।"

"কিছুই জানি না, কেমন করে' বলব!"

"সেকি, আপনি শুনলুম ভালো কুলীন, আপনি বলতে পারেন না?"

"ওঃ! বুঝেছি, তিনি কুলীন—তাঁর অনেক বিবাহ।"

"আপনার বিবাহ ক'টি?"

"দু'টি।"

"কুলে দু'টি! বলেন কি, আপনি যে অবাক করে' দিলেন!"

"তাও, প্রথম স্ত্রী আমার যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন বিবাহ করিনি। আর বিবাহ করবই না মনে মনে করেছিলুম—"

"তাঁর কি কোনও ছেলে পুলে আছে?"

"না।"

"তবে ও রকম মনে করা আপনার খুবই অন্যায় হয়েছিল। আপনার আজ সোণার চাঁদ বংশধর, সোণার কমল মেয়ে—তাইত ভাই, বড়ই ত ভাগ্যবতী ছিল সে। ছেলে মেয়েতেও আপনাকে তার শোক ভুলাতে পারেনি! সে স্বামীকে রেখে তার আয়তি নিয়ে চলে গেছে, ছি ভাই, তার জন্য কি কাঁদতে আছে।

বলিতে বলিতে সরস্বতীর—উভয় গণ্ডেই টপ্ টপ্ করিয়া দুই চারি ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া গেল।

ধরা পড়িবার মত হইয়াছে বুঝিতেই, সে দাঁড়াইয়া উঠিল।

"উঠুন।"

"যেটা বলব মনে করে'ছিলুম—"

রাখুর কথা শেষ করিতে না দিয়া সরস্বতী বলিল—"পারেন ত খোকাকে একদিন সঙ্গে আনবেন। তার নাম রেখেছেন কি?"

"চারু-কুমার।"

সরস্বতী টলিয়া পড়িবার মত হইল।

ঠিক এমনি সময়ে গোঁসাইজি বাহির হইতে তাহাকে ডাকিলেন—"সরস্বতী।"

"এবারে যে দিন আসবেন, সেটিকে আনতে ভুলবেন না।"

সরস্বতী আর রাখুকে বলিতে দিলনা, বাহিরে চলিয়া গেল।

রাখু উঠিল, আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, কিন্তু তথাপি চারুকে দেখিয়াছি বলিয়া সে মনকে প্রবোধ দিতে পারিল না।

৬

চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে রাখুর সহিত গোঁসাইজির সাক্ষাত হইল। রাখুদের বাড়ীতে তাঁহার যাইবার কথায় কন্যার মত আছে। তবে বৃদ্ধ বলিয়া বাবাকে সে যে কোথাও পাঠাইতে নারাজ, এইটি কেবল রাখুকে বিশেষভাবে মনে রাখিতে সে অনুরোধ করিয়াছে।

রাখু প্রতিশ্রুত হইল, খুব সম্ভব নিজে আসিয়া বাড়ীর গাড়ী করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইবে। নিজে একান্ত আসিতে না পারিলে তাহার শ্যালক-পুত্র লইয়া যাইবে।

যাইবার সময় চারিদিকে চাহিয়াও রাখু সরস্বতীকে দেখিতে পাইল না। এ দিকে সরস্বতী কিন্তু সে দিন কতকগুলা ভুল করিয়া ফেলিল।

নিত্য আহারান্তে গোঁসাইজি হাত পা মুখ ধুইয়া একটি চৌকিতে বসিয়া তামাক সেবন করিতেন। ভাওয়া-দেওয়া তামাক, অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁর সেবা চলিত। তারপর রাত্রির মত বিশ্রাম।

এ সেবাকার্য্য সরস্বতীই করিত। আজ সে গোঁসাইজির পা ধুইবার জল রাখিতে ভুলিয়া গেল। তাঁহার আদেশে জল যদিও আনিল ত গামছাটা সঙ্গে আনা তার মনে পড়িল না। আবার গামছা আনিয়া গোঁসাজির এক পা মাত্র মুছাইয়াই সে

তামাক সাজিতে গেল। সে পা'টি গোঁসাইজি নিজেই মুছিয়া লইলেন।

সর্বাপেক্ষা বেশী ভুল হইল তাহার ওই তামাক সাজায়। চৌকিতে গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া অবিরাম টানিয়াও যখন নল হইতে ধূম বাহির হইল না, তখন বাধ্য হইয়া গোঁসাইজি ডাকিলেন—"সরস্বতী।"

সরস্বতী তখন স্বামীর পাতে প্রসাদ পাইবার উপক্রম করিতেছিল। দুই একটি জিনিষ মুখে দিয়াছে, অমনি গোঁসাইজির সম্বোধনে স্বরের একটু বিশেষত্ব অনুভব করিয়া সে ছুটিয়া আসিল।

"কলকে থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না কেনরে?"

হাত ধুইয়া সরস্বতী কলকে তুলিয়া ফুঁ দিল, ধূম নির্গত হইল না।

"চেলে ফেল্।"

ধূম বাহির করিবার জন্য সরস্বতী এবার প্রাণপণ চেষ্টায় ফুঁ দিল। ধূম বাহির হইল না। সে বিস্মিত হইল। শুধু বিস্মিত নয়, ভীত হইল। সমস্ত ভুলগুলা স্মরণ করিতে বুঝিল তামাক সাজাতেও সে ভুল করিয়াছে। কলকে উপুড় করিতে দেখা গেল, সে তামাকই তাহাতে দেয় নাই, শুধু তাওয়ার উপর আগুন দিয়াছে।

"ব্যাপারটা কি সরস্বতী? হাসির কথা নয়—ব্যাপারটি আমাকে বলতে হচ্ছে।"

"ভুল হয়ে গেছে বাবা।"

"একটি ত ভুল নয়—একবারে এত ভুল! অতিমাত্র মস্তিষ্কের গোলমাল না হ'লে শুধু শুধু ত এত ভুল হয় না।"

কোনও উত্তর না দিয়া সরস্বতী আবার তামাক সাজিতে বসিল।

"আর তোমাকে তামাক সাজতে হবে না।"

সরস্বতী নিবৃত্ত হইল না।

"উঠলি?"

তবু সরস্বতী উঠিল না। তামাক সাজিয়া ফুঁ দিতে দিতে কলিকা হইতে আগে ধূম বাহির করিল। তারপর গুড়গুড়ির উপর রাখিয়া নলটা গোঁসাইজির হাতের কাছে লইয়া বলিল—"এইবার দেখ, আবার ভুল করলুম কিনা।"

গোঁসাইজি কোনও উত্তর দিলেন না। ইহারই মধ্যে তিনি অতীতের চিন্তায় মগ্ন হইয়াছেন। সরস্বতী যে চাও, ইদানীং তিনি একবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সরস্বতীর সেই একটি দিনের ভুল উপলক্ষ করিয়া তাঁহার ভ্রমটা আজ এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই যেন দূর হইয়া গেল। আহারের পরিচর্য্যার উপলক্ষ করিয়া একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে সরস্বতীর অনেকক্ষণ ধরিয়া নির্জ্জনালাপ তাঁর ভাল লাগে নাই। তবে তার এই কয় বৎসরের অপূর্ব্ব সংযম দেখিয়া তিনি সেটা একরূপ উপেক্ষাই করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ক'টা বিষম ভুল সহসা ব্রাহ্মণের অন্তর বিমুক্ত করিয়া দিল। তাঁর বোধ হইল, এত দিনের জপতপ, পূজায় নিষ্ঠা, অভাগিনীর হীন-প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে পারে নাই। একটিমাত্র দিনের অবকাশ পাইয়া আবার তাহা পূর্ণভাবেই জাগিয়াছে।

"রাগ করছ কেন বাবা, তামাক খাও।"

গোঁসাইজি মাথা তুলিয়া সরস্বতীর মুখের পানে চাহিলেন। দেখিলেন, সে নিরুদ্বেগের মত হাসিতেছে। তাঁর ক্রোধ বেশ প্রজ্জ্বলিতই হইল। কিন্তু অতটা ক্রোধে কথাটা কওয়ায় নিজেরই হানি হইবার সম্ভাবনা। কি বলিতে হয়ত মুখ হইতে কি কথা বাহির হইবে, ভাবিয়া বৃদ্ধ কেবল রোষ-কুঞ্চিত নেত্রে সরস্বতীর মুখের পানে চাহিলেন।

সরস্বতী বলিল—"আর ভুল হবে না বাবা, আজকের মতন মাপ করুন।"

"চাক!"

"চাক? চাক কে বাবা?"

এই এক কথাতেই গোঁসাইজির সমস্ত ক্রোধ মিলাইয়া গেল। লজ্জাও আসিল—বরং নিজের মুখরক্ষা করিতে তিনি বলিলেন—"সন্ন্যাসে'র কি প্রতিজ্ঞা করে' তুমি আমার ঘরে প্রবেশ করেছিলে, তোমার মনে আছে কি?"

"আপনি মনে করেছেন কি?" সরস্বতীর মুখে সেইরূপই হাসি।

গোঁসাইজি আরও অপ্রতিভ হইয়া গেলেন।

"ঠিক থাকতে পারব কিনা আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি বলেছিলুম, পারবো। আজ—" বলিতে বলিতে সরস্বতীর কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল—"আজ—পারলুম না। ঠিক থাকবার ঢের চেষ্টা করলুম—পারলুম না। কেন পারলুম না, অন্তর্যামী গুরু, আপনি কি সেটা বলতে পারেন না?"

"ওটি কি—"

"আপনার জামাই।"

"সরস্বতী, মা।"

"সাত বৎসর পরে—দেখা—" বলিতে বলিতে হাত হইতে নল খসিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সরস্বতী মাটীতে পড়িয়া গেল।

"সরস্বতী সরস্বতী—মা আমার।"

সরস্বতী সংজ্ঞা হারাইয়াছে। ব্যাকুল হইয়া গোঁসাইজি দামু ও স্ত্রীকে ডাকিলেন।

গোঁসাই-গৃহিণী বাহিরে আসিয়া কন্যাকে ঐ অবস্থ দেখিয়া বলিলেন—"ওগো, এ কি গো।"

"আর কি গো! গিন্নী, আমি নিজে কন্যাকে হত্যা করেছি।"

দামুও প্রভুর আকুল আহ্বানে একটা কিছু বিষম ঘটিয়াছে বুঝিয়া উপরে ছুটিয়া আসিল। আসিয়া সেও ওই দেখিল। সেও চীৎকার করিয়া একটা গোলমালের উদ্যোগ করিতেছিল। গোঁসাইজি তাহাকে নিরস্ত করিয়া সরস্বতীর শুশ্রূষার আদেশ করিলেন।

সকলের শুশ্রূষাতেও যখন সরস্বতীর সংজ্ঞা ফিরিল না, তখন তাহারা ধরাধরি করিয়া তাহাকে ঘরে লইয়া গেল।

৭

"ব্যাপারটা কি ঠাকুর-জামাই?"

পরদিন প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া যখন রাধু বহির্বাটিতে যাইতেছিল, যাইবার পথে নির্ম্মলা উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিল। রাধুর আজ উঠিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছে। নির্ম্মলা দেখিল তার চোখ দু'টা লাল। নিশ্চয় ঠাকুর-জামাই রাত্রিতে ঘুমায় নাই।

"কিসের ব্যাপার বৌদি?"

ভাই ও ভগিনীর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিলেও, শুভার বিবাহের পর হইতে উভয়েই শশুরের সম্বন্ধ বলবৎ করিয়াছে।

"গোঁসাইজির বাড়ী থেকে এসে সে দিন কিছু খেলে না, কালও এসে কিছু খেলে না।"

"সে দিন খিদে ছিল না, তাই খাইনি। কাল এক পেট খেয়ে এসেছি ব'লে খাইনি।"

"আর কিছু নয় ত?"

"আর কিছু কি বল।"

"দেখো ভাই, সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে' ওই খোকা মদনটিকে তোমার হাতে দিয়েছি।"

"আমাকে নিয়ে যার ভয় ছিল, তিনি ত আর নাই।"

বছর দুই হইল শুভার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। তাহাকে উপলক্ষ করিয়া বলাতে নির্ম্মলার রাগ হইল। সে বলিল—"তিনি নেই, আমি ত আছি। আমিই এখন ওর মা।"

"হঠাৎ এ রকম সন্দেহটা জাগলো, এমন কাজ কি করেছি?"

"কাল আসতে অত রাত করলে কেন?"

"এই যে বললুম।"

"তাতো শুনলুম। গেলে বাজাতে, হঠাৎ এক পেট খাবার ব্যবস্থা কে করলে? তার আগে জানা নেই শোনা নেই—মিনি নেমন্তনে কেমন ক'রে খেলে?"

"গুরুর বাড়ীতে আবার নেমন্তন্ন কি? বাজাতে প্রথমটা তাল কেটে গিছলো, তাই পাঁচ জনের সুমুখে তিনি তিরস্কার করেছিলেন। তারপর খুব ভাল বাজিয়েছিলুম, গোঁসাইজির গানও অদ্ভুত জমে গিছলো। সেইজন্য তিনি আমাকে মিষ্টি মুখ করিয়ে ছেড়ে দিলেন।"

"তাতো বুঝলুম, কিন্তু তাতে চোখ লাল হ'ল কেন?"

"নিজের চোখ ত দেখতে পাচ্ছি না। আর্শিতে আগে দেখে তারপর এর জবাব দেব।" বলিয়া রাধু বাহির বাড়ীতে চলিয়া গেল।

ইহার পর যখন সে শুভার মুখে শুনিল, তার স্বামী সারারাত ঘুমায় নাই, আর বিছানায় উপুড় হইয়া এমন কাঁদিয়াছে যে, মাথার বালিশটা চোখের জলে ভিজিয়া সপ্ সপ্ করিতেছে, তখন সে নিজেই লজ্জিত হইল। বুঝিল ঠাকুর-জামাইয়ের সঙ্গে একবারেই ওরূপ ভাবে কথাটা কওয়া তার ভালো হয় নাই।

অবশ্য, বলিতে হইবে না, এই সাত বৎসরের একদিন, নির্ম্মলারই একান্ত আগ্রহে, শুভার সঙ্গে রাধুর শুভবিবাহ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিবাহের পর হইতে আজিও পর্য্যন্ত বাড়ীর কাহাকেও অসুখী হইতে হয়, এমন কাজ রাধু করে নাই। বরং তাহাকে সহায় পাইয়া ব্রজেন্দ্র সংসার সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াছে। বলিতে গেলে সংসারের প্রকৃত কর্ত্তাই এখন রাধু। ব্রজেন্দ্র শুধু উপার্জ্জন করে, হরিপ্রসাদ সেই টাকা দিয়া তার সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি

করে। ব্রজেন্দ্রের কল্যাণে হরিপ্রসাদও এখন ঠাকুর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী। সাতটা বৎসর পূর্ণ হইলে যখন ঠাকুর মৃত্যু আইনানুযায়ী স্থির হইয়া যাইবে, তখন সে স্বতন্ত্র বাটিতে সপরিবারে চলিয়া যাইবে। সে বাড়ী ব্রজেন্দ্র নিজেরই টাকায় ভগিনীপতির বাসের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। সেখানে যাইতেও তার বড় বিলম্ব নাই। দুই এক মাসের মধ্যে পুঁটুরাণীর বিবাহ হইবে। এখন শুধু সেই বিবাহের অপেক্ষা।

সুতরাং এইরূপ সময়ে রাধুর সঙ্গে ওই রূঢ়-ভাবের কথা কহিয়া নির্ম্মলা একটু অপ্রতিভের মত হইয়াছে। এ সাত বৎসরে রাধু ঠাকুর জন্য একটি দিনও বিশেষ কোনও শোকের ভাব দেখায় নাই। বরং শুভাকে বিবাহ করিবার পর হইতে বরাবরই সে প্রফুল্লতা দেখাইয়াছে

আজ প্রথম নির্ম্মলা তার কাঁদিবার কথা শুনিল। সে বুঝিল, নূতন সংসার পাতিয়া ছেলেমেয়ের বাপ হইয়াও রাধু তার পূর্ব্বপত্নীর শোক ভুলিতে পারে নাই—ভিতরে লুকাইয়া রাখিয়াছিল মাত্র। সাত বৎসর পরে পত্নীর সমস্ত সম্পত্তিতে অধিকারী হইবার মুখে সেই প্রচ্ছন্ন শোক উথলিয়া উঠিয়াছে। নির্ম্মলা তাহাতে রাগ করিবার ত কিছু দেখিল না। হউক না সে নারী অপরাধী, যাকে এক দিন রাধু প্রাণের তুল্য ভালবাসিয়াছিল, এক দিনও তার মরণে যদি সে এক ফোঁটাও চোখের জল না ফেলিল, তা হ'লে তার মনুষ্যত্ব রহিল কই!

কিন্তু—নির্ম্মলা মনে মনে বলিল,—কিন্তু ঠাকুর-জামাই গোঁসাইজির বাড়ী হইতে ফিরিবার পরই এইরূপ বিকল হয় কেন? তবে, সে বিষয়টা জানিতে তার উৎসাহ রহিল না।

৮

ব্রজেন্দ্র ও রাধু উভয়েই স্থির করিয়াছিল, পরদিন গোঁসাইজিকে তাহাদের বাড়ীতে আনিবে। সেই সঙ্গে আরও দুই চারিজন কালোয়াতকে নিমন্ত্রণ দিতে হইবে। তার পূর্ব্বে গোঁসাইজির অনুমতি লইবার প্রয়োজন। ব্রজেন্দ্র নান্টুকে আদেশ দিল, কলেজ হইতে ফিরিবার সময় সে যেন গোঁসাইজির বাড়ীতে গিয়া তাঁহার আসার কথাটা বলিয়া আসে। তার নিজেদের যাইবার কাল থাকিবে না। পুঁটিরাণীর পাত্রের ঠিকুজি মিলাইতে তাহাকে জ্যোতিষীর বাড়ী যাইতে হইবে। নান্টু প্রবেশিকা পাশ করিয়া এখন কলেজে পড়িতেছে। বিকালে নান্টুবাবু নির্ম্মলার কাছে এক অদ্ভুত সংবাদ লইয়া উপস্থিত করিল।

তখন ব্রজেন্দ্র রাধু উভয়েই বাড়ীতে ছিল না। সুতরাং মাকেই নান্টুর জানাইতে হইল, গোঁসাইজি আসিতে পারিবে না, তাঁর কন্যার বড় অসুখ। কিন্তু সেই সঙ্গে সে বলিল—"মা, গোঁসাইজির মেয়ের চেহারার সঙ্গে বড় পিসীমার ছবির মিল দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি।"

"বলিস কিরে!"

"সত্যি বলছি মা, এমন মুখের মিল—যে না দেখেছে, সে শুনলেও বুঝতে পারবে না।"

নির্ম্মলা স্তম্ভিতের মত চুপ করিয়া রহিল।

নান্টু বলিতে লাগিল—"আর একটা আশ্চর্য্য—ছবিতে পিসীমার যেমন নাক-ছাবি, তাঁরও ঠিক সেই রকম একটি নাকে আছে।"

নির্ম্মলা এখনও কোন কথা কহিতে পারিল না।

নান্টু বলিতে লাগিল—"তবে তাঁর শরীরে কিছু আছে ব'লে মনে হ'ল না—শয্যাগত।"

এইবারে নির্ম্মলা বলিল—"তুমি কি ভিতরে গিয়েছিলে দেখতে?"

"গোঁসাইজি ডাকিয়ে নিয়ে গেলেন। দেখিয়ে বললেন, মেয়ের এই অবস্থায় তাই, কেমন ক'রে যাই! তোমার পিসেমশাইকে ব'লো।"

"গোঁসাইজির মেয়ে কিছু বললেন?"

"তাঁর কথা কইবার শক্তি নেই। আমার দিকে চেয়ে দেখলেন। দেখে মনে হ'ল, বলবার তাঁর কিছু ইচ্ছা ছিল।"

"অসুখটা তাঁর কি?"

"তা আমি জিজ্ঞাসা করিনি।"

"দূর বোকা, জিজ্ঞেস করতে হয় না কি অসুখ?"

"আমি ত আর ডাক্তার নই, জিজ্ঞাসা ক'রে কি করব? শুনলুম রোগ কঠিন, বাঁচবার আশা খুব কম।"

নির্ম্মলার চোখের উপর আলোক যেন লুকাইয়া লুকাইয়া ফুটিতে লাগিল। নান্টু চলিয়া গেলে সে কিয়ৎক্ষণের জন্য কেমন যেন অস্থির হইয়া পড়িল। তারপর কি জানি তার অজ্ঞাতসারেই যেন কিয়ৎ-ক্ষণের জন্য তাহার চোখ হইতে ঝরঝরধারা অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া গেল। [illegible]

পারিল না—এই গোঁসাইজির কন্যাই তার বঠ্‌-ঠাকুরঝি।

সন্ধ্যায় যখন রাখু ফিরিয়া নির্ম্মলাকে জানাইল, পাত্রটির ঠিকুজির সঙ্গে পুঁটুরাণীর ঠিকুজির অদ্ভুত মিল হইয়াছে, তখন সে সম্বন্ধে কোনও কথা না বলিয়া নির্ম্মলা গোঁসাইজির কন্যার অসুখের কথা তাহাকে শুনাইয়া দিল এবং শুনাইবার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া বলিল—"শালাজ মনে ক'রে তুমি আমার কাছে তোমার মনের কথা গোপন করতে পার, কিন্তু আমি ত তোমার শুধু শালাজ নই, দাদা, আমি যে তোমার বোন্।"

"নানু কি তোমাকে কিছু বলেছে?"

"সে বললে, দেয়ালে বড় পিসীমার দাঁড়া ছবি দেখেছি, সেখানে জীবন্ত বড় পিসীমাকে শয্যাশায়িনী দেখে এলুম।"

রাখুর চোখে জল আসিল।

"ব্যাপারটা কি বল দেখি ভাই।"

"নানু যা বলেছে ঠিক, এমন অপূর্ব্ব সাদৃশ্য আমি কখন দেখিনি।"

"সাদৃশ্য বলছ কেন, বলনা কেন সেই।"

"কি সাহসে বলব?"

"তা বটে, সে নিজে না ধরা দিলে ত ধরবার উপায় নেই।"

"কোথায় সে চারু, আর কোথায় মহাত্মা গঙ্গা-নারায়ণ গোস্বামীর কন্যা সরস্বতী!"

"কার সাধ্য সেখানে এ কথা মুখে আনতে পারে—শুধু দেখেছ, না দু'একটা কথাও তার সঙ্গে কয়েছ?"

"কাল অনেক কথা, খেতে খেতে—তাইতেই ত অনেক রাত হয়ে গেল। কিন্তু তাতেও ত তাকে ধরতে পারলুম না। কথায় সে ধরা দেবার এতটুকুও আঁচ দিলে না।"

"যদি ঠাকুরঝিই হয়, ধরা দেব ব'লে ত সে এই ক'বছর অজ্ঞাত বাস করেনি। তবে আমার যেন মনে হচ্ছে ভগবান তাকে ধরিয়ে দিয়েছেন।—ভাল কথা, তুমি একবার যাওনা কেন!"

"কেমন ক'রে যাব?"

"কেন, এই যে তার অসুখের কথা শুনলে!"

"কই, গোঁসাইজি ত নানুকে দিয়ে আমার যাবার কথা ব'লে পাঠা'লেন না।"

"কিন্তু আমার খোকাকে সে একবার দেখতে চেয়েছে।"

"খোকাকে নিয়ে আমিই যাই না কেন?"

"সে দাদা-বাবুকে জিজ্ঞাসা কর, আমি বলতে পারব না।"

সন্ধ্যার পর ব্রজেন্দ্র যখন আফিস হইতে ফিরিল, তখন নির্ম্মলা তাহাকে সমস্ত কথা শুনাইল। শুনিয়া ব্রজেন্দ্রও বিশ্বাস করিতে পারিল না, সেই চারুই এই গোস্বামি-কন্যা সরস্বতী। সে দু'টি রূপের অপূর্ব্ব সাদৃশ্য বুঝিল মাত্র।

সুতরাং নির্ম্মলা যখন তাহাকে দেখিবার অনুমতি চাহিল, তখন সে নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য স্বামীর কাছে কেবল তিরস্কৃত হইল। নির্ম্মলা ত অনুমতি পাইলই না, হরিপ্রসাদেরও সেখানে আর যাওয়া ব্রজেন্দ্র যুক্তিযুক্ত মনে করিল না।

৯

এক মাসের উপর অতীত হইয়া গিয়াছে। সরস্বতী সেই পড়ার পর হইতে পীড়িত। দেহ তার দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল। গোঁসাইজি বুঝিয়াছেন, আর কন্যা বাঁচিবে না। রোগ মারাত্মক না হইলেও ইচ্ছাপূর্ব্বক সে তাহাকে মারাত্মক করিয়া তুলিয়াছে। কবিরাজকে তিনি আনাইয়াছিলেন, সরস্বতী তার ঔষধ খায় নাই। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া বৃদ্ধ তার ভবরোগের ঔষধেরই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সারা বৈশাখ তাঁহার বাটীতে ভাগবত পাঠ চলিতেছে। তবে বাড়ীটি তাঁর ছোট বলিয়া বহু লোকের স্থান হইবার উপায় ছিল না। পাড়ার দুই চারিজন বৃদ্ধ, বালক এবং কতকগুলি মহিলা, যাহাদের গোঁসাই-জির বাড়ীর ভিতরে প্রবেশের কোনও আপত্তি ছিল না তাহারাই, এই পাঠ শুনিতে আসিত।

যেখানে পাঠ হইত, সেটি বাড়ীর একরূপ ভিতর বলিলেই হয়—ঠাকুরঘরের একটি অপরিসর বারান্দা। তাহারই একপ্রান্তে মায়ের পার্শ্বে বসিয়া অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে সরস্বতী ভাগবত শুনিত।

বৈশাখ শেষ হইতে আর বড় বিলম্ব নাই, সপ্তাহ খানেক বাকি। সরস্বতী, নিত্য যেমন করে,—মায়ের পার্শ্বে বসিয়া পাঠ শুনিতেছিল।

পাঠক পড়িতেছিলেন :—

'আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।

পাঠক শ্লোকের অর্থ করিয়া সকলকে বুঝাইলেন। দরিদ্র গণিকা পিঙ্গলা দেহ বেচিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্য প্রতিদিনই বেশ-ভূষা করিয়া পথের ধারে ভাড়া-করা কুটীরটির দুয়ারে দাঁড়াইয়া থাকিত।

এক দিন তার অন্নের অভাব ঘটিল, পূর্ব্বের দুই চারি দিন তার ভাল উপার্জ্জন হয় নাই। পিঙ্গলার ঋণ হইয়াছে, বাড়ীওয়ালি ঘরের ভাড়ার তাগাদা করিতেছে।

পরদিন সমস্ত দেনা পরিশোধের আশ্বাস দিয়া পিঙ্গলা আজ পূর্ব্বমত বেশ ভূষা করিয়া কুটীর-দুয়ারটিতে দাঁড়াইয়াছে।

সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর—লোকের পর লোক পিঙ্গলার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, কেহ অভাগিনীর বেশ-করা সৌন্দর্য্যের দিকে ফিরিয়া চাহিল না।

রাত্রি যতই অধিক হইতে লাগিল, সে পথের লোকও তত বিরল হইতে লাগিল। ক্রমে পথ জনশূন্য। ভগবান একজন না একজন এখনও পাঠাইয়া দিতে পারেন। প্রতীক্ষায় পিঙ্গলা এইবারে দ্বিতীয় প্রহর অতীত করিল।

আর একটা জন্তু পর্য্যন্ত সে পথে আসিল না। এইবারে পিঙ্গলা হতাশ হইল। পড়ন্ত দুঃখনলে তার চোখের জল পর্য্যন্ত শুকাইয়াছে।

ঘরে যা আছে আহার করিয়া সে রাত্রির মত বিশ্রাম করিতে অভাগিনী কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। শুধু যাইবার মুখে সে একবার পথের পানে চাহিল। দেখিল, দূরে একটা লোক টলিতে টলিতে সেই পথে আসিতেছে।

যোগ্য লোক আসিতেছে বুঝিয়া পিঙ্গলার প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। নিকটে আসিতেই সে বুঝিল, লোকটা ক্ষুধায় কাতর হইয়াছে। মাথা তুলিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার তাহার শক্তি নাই। চলিয়া যায় দেখিয়া পিঙ্গলা তাহাকে সোহাগজড়ানো কণ্ঠে ডাকিল—"এস।"

লোকটি চকিতের ন্যায় মাথা তুলিয়া বলিল—"কি মা, আমাকে তুমি ডাকছ?"

পিঙ্গলা স্তম্ভিত হইয়া গেল।

"আমাকে মা ব'লে মা, তুমি কিছু খেতে দেবে?"

পিঙ্গলা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"দেব বাবা!"

"দু'দিন আমি ভিক্ষা ক'রেও একমুঠো অন্ন পাইনি, দয়াময়ী মা, তুমি আমাকে ডেকে খাওয়াবে!"

পিঙ্গলা এই নবাগত সন্তানরূপী ভগবানের হাত ধরিল। সহসা বাৎসল্যে তার প্রাণ পূরিয়া গেল।

বুভুক্ষু সন্তানকে আহার করাইয়া, ক্ষুদ্র কুটীরটির ভিতর তার বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া যখন পিঙ্গলা নিজে শয়ন করিল, তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি কিছু খাইলে না?"

"সারাজীবনে খাইনি, আমি আজ এত খেয়েছি বাবা!"

পরম সুখিনী পিঙ্গলা আজ জীবনে সর্ব্বপ্রথম সুষুপ্তির কোলে মাথা রাখিল।

কথকের কথা শেষ হইতেই সরস্বতী মাকে বলিল—"মা, তোমার দয়া পিঙ্গলার মত এবার পরম সুখে ঘুমাইবে।"

দিন দিন কন্যাকে দুর্ব্বল হইতে দেখিয়া গোঁসাইজি তার সেবার জন্য মালতী বলিয়া এক বিধবাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কথা শেষে সে যখন তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন সরস্বতী দেখিল একটি ছেলের হাত ধরিয়া এক অপরিচিতা পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে।

"আপনি কি কথা শুনতে এসেছিলেন?"

"এসেছিলুম আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে, এসে দেখলুম আপনি কথা শুনছেন। আপনাকে বিরক্ত করলুম না। আমিও শুনতে এক পাশে ব'সে গেলুম।"

"আমার ঘরে চলুন।"

"আর যাব না। আমাকে এখনও চার পাঁচ বাড়ী যেতে হবে।"

"কি উপলক্ষে নিমন্ত্রণ?"

"আমার কন্যার বিবাহ, পরশু তার আইবুড়োভাত।"

সরস্বতী কথাটা যেন বুঝিতে পারিল না। সে অপরিচিতার মুখের দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি লইয়া চাহিল মাত্র।

"আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি এখানে আর কখন আসিনি। আমার মেয়েটি আপনার বাবার কাছে বাজাতে আসেন।"

সরস্বতী বুঝিয়াই বলিল—"অনুগ্রহ ক'রে একবার ঘরে পায়ের ধুলো দিন।"

"আপনার দেহ'ত দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। আপনি ঘরে যান।"

"আপনি আসতে পারবেন না?"

"এই ত আপনাকে বললুম। পারিতো আর এক দিন আসবো।"

সরস্বতী নমস্কার করিয়া বলিল—"তবে আর কি বলিব। আমার শরীরের অবস্থা ত দেখছেন। যাবার শক্তি থাকলে আনন্দের সহিত যেতুম। সঙ্গের ছেলেটি?"

"ওটি আমার নন্দায়েরই ছেলে। তাঁর কাছে শুনলুম, আপনি দেখতে চেয়েছিলেন।"

"একটু খানি অপেক্ষা—মালতি, শীগ্‌গির ক'রে মায়ের কাছ থেকে একটু মিষ্টি নিয়ে আয় ত।"

মালতী বলিল—"তুমি যে কাঁপছ।"

"আমি একটু বসি, তুই ছুটে যা।"

"আজ মাফ করুন দিদি, আপনি সুস্থ হ'ন, আমি আর এক দিন আসব।"

ঈষৎ হাসিয়া আবার একটা নমস্কার করিয়া সরস্বতী বলিল—"তবে আসুন।"

১০

নির্মলা আজ একটা অসম সাহসিকতার কাজ করিয়াছিল। পুঁটুর বিবাহে মেয়ে নিমন্ত্রণে বাহির হইয়া আহিরিটোলায় সে আসিল। যে বাড়ীতে আসিল, সেখানে শুনিল, গোঁসাইজির বাড়ী অতি নিকটে। সে সরস্বতীকে দেখিবার লোভ ত্যাগ করিতে পারিল না, নিমন্ত্রণের ছল করিয়া গোঁসাইজির বাড়ী প্রবেশ করিল।

প্রবেশ করিয়া সরস্বতীকে দেখিয়াই বুঝিল সাদৃশ্যই বটে। তাই সে সাদৃশ্য এমনই বা কি বেশী! একমাসের ভিতর তার মুখের এমনই পরিবর্তন হইয়াছে। নাকছাবিও সরস্বতী খুলিয়া ফেলিয়াছে।

বুদ্ধিমতী নির্মলা বুঝিল না, রোগ মানুষকে আরশির সম্মুখে তার নিজেরই কাছে অপরিচিত করিতে পারে।

নির্মলা চলিয়া যাইতেই গোঁসাইজি সরস্বতীর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন এখন আছ মা?"

মালতী তখন সরস্বতীকে শয্যায় শয়ন করাইয়া দিয়াছে। অতি দৌর্বল্যে সে মাথা তুলিতে পারিল না। বালিশের উপর মুখ রাখিয়াই সে বলিল—"আজ সব দিনের চেয়ে ভাল আছি বাবা!"

গোঁসাইজি বুঝিলেন, কন্যার দিন শেষ হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। কিন্তু গম্ভীর বৃদ্ধের চোখেও জল আসিল। গোঁসাই গৃহিণীও কয়দিন ধরিয়া কাঁদিতেছেন। কিন্তু উভয়েই বুঝিয়াছেন, মর্য্যাদা লইয়া যদি সরস্বতীকে মরিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহারা থাকিতে থাকিতেই তার চলিয়া যাওয়াই ভাল। গোঁসাই-গৃহিণী, একদিন কন্যার কাছে জামাইকে আনাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহাতে সরস্বতী বলিয়াছিল,—"মা, তোমরা কি আমাকে পরিত্যাগ করিতে চাও? তা হ'লে বাবাকে বল, যেখান হইতে তিনি আমাকে তুলিয়া আনিয়াছেন, আবার আমাকে সেখানে ছাড়িয়া দিতে।" সেই অবধি আর তিনি রাখুর কথা তুলিয়া কন্যাকে উত্যক্ত করিতে সাহসী হইতেন না। অথচ নারীর প্রাণ, তাঁহার বড়ই ইচ্ছা ছিল, মরিবার পূর্ব্বে মেয়েটার সঙ্গে তাহার স্বামীর দুই চারিটা কথাবার্ত্তা হয়।

গোঁসাইজি কিন্তু কন্যাকে চারু বলিয়া অপ্রতিভ হইবার পর হইতে অতি সাবধানেই তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা করেন। সরস্বতীর কথা শুনিয়া তিনি চোখের জল মুছিতে মুছিতে চলিয়া যাইতেছিলেন। একটু খানি যাইতেই যেন তার কথা শুনিতে পাইলেন। অতি ক্ষীণকণ্ঠে সে যেন বাবা বলিয়া ডাকিতেছে।

"তুমি কি আমাকে ডাকলে মা?"

"হাঁ বাবা, যাব?"

"গোঁসাইজি মনে করিলেন, সে যেন গুরুর কাছে পরপারে যাইবার অনুমতি চাহিতেছে। বলিলেন—"ভগবান ত তোমায় এ পারেই আশ্রয় দিয়েছেন মা, তবে ও পারে যাবার জন্ম এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?"

"ও পারে নয়।"

"তবে কোথায়?"

"আমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল।"

"কে? যে মেয়েটি ওই ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল?"

"ওটি আমার ছেলে। যিনি এসেছিলেন, সেটি স্বামীর শালাজ। তাঁর কন্যার বিয়ে।"

"তা হ'লে তারা তোমাকে জেনেছে?"

"কি জানি, বুঝতে পারলুম না—যাব?"

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া গোঁসাইজি বলিলেন—"যদি তোমাকে কেউ কিছু বলে?"

"আমার আর মান অপমান কি?"

"তোমার না থাকতে পারে, আমার আছে। তুমি তার পারে গিয়েছ, আমি ত এখনো যেতে পারি নি, মা!"

"কিছু পাঠিয়ে দেওয়া—আইবড়-ভাতের জন্য?"

"অবশ্য দেব, সরস্বতী।"

১১

বাড়ী ফিরিয়া নির্মলা সরস্বতীকে দেখিবার কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিল না। তবে আহিরিটোলায় আরও দুই চারি বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া সরস্বতীর কিছু পরিচয় লইয়া আসিল। শুনিয়া আসিল, সেরূপ সাধ্বী, সুশীলা, পবিত্রতাময়ী মেয়ে আজ কাল কদাচ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে তার স্বামীর কথা কেহ বলিতে পারিল না। কুলীন স্বামী, তার অনেক দেশেই শ্বশুর-ঘর, সে বাড়ীতে কখন কখন হয় ত আসিতে পারে। ইদানীং তার আসিবার কথা দুই একজন শুনিয়াছে, কিন্তু কেহ তাহাকে দেখে নাই।

নির্মলা মনে স্থির করিল, মেয়েটার বিবাহের হাঙ্গামা চুকিয়া গেলেই তার সঙ্গে আর একবার সাক্ষাৎ করিতে যাইবে। তবে তার শরীর সে যেরূপ দুর্বল দেখিয়া আসিয়াছে, ততদিন কি সে বাঁচিবে!

তৃতীয় দিবসে আইবড়-ভাতের উৎসব। এক-মাত্র কন্যা, ভবেন্দ্রের পয়সাও যথেষ্ট, উৎসবে তার অবশ্যম্ভাবী সমারোহ। বহু মহিলা আজ বাড়ীতে সমবেত হইয়াছে। অনেক বাড়ী হইতে পুঁটুরাণীর তত্ত্ব আসিতেছে। ভবেন্দ্রের অনেক ধনী স্বজন। অনেকেই বহুমূল্যবান উপহার পাঠাইয়াছে।

বাপুর উপরেই ছিল সমস্ত উপহারের হিসাব রাখিবার ভার। সহসা সিঁড়ির মুখে সে দেখিল দাসু ও একটি স্ত্রীলোক উপহার বহিয়া আনিতেছে। স্ত্রীলোকটি মালতী।

তাহাদের আসিতে দেখিয়া বাপু বড়ই বিস্মিত হইল। তাহার নিকটে নিমন্ত্রণের যে ফর্দ ছিল, কই তার ভিতরে গোঁসাইজির ত নাম নাই। তবে কে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিল!

দাসু তাহাকে এক পত্র দিল। পত্র গোঁসাইজির লেখা। "বাবাজি! আমার কন্যার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শক্তি নাই। এই উপহার পাঠাইলাম। তুমিই পত্র পাঠ এদুটিকে বিদায় করিবে, ইহাদিগকে আবদ্ধ করিবে না। কেন না, ঘরে কেবলমাত্র আমরা দুটি বুড়োবুড়ি, আর আমার পক্ষাঘাত মুমূর্ষু কন্যা।"

বাপু উপহার দেখিল। অতি অপূর্ব বারাণসী শাড়ী আর কৌটার ভিতরে পুরা সেই সকল গজ-গোলের দুল নাকছাবি। যত উপহার পুঁটুরাণীর জন্য এখনো পর্যন্ত আসিয়াছে, সকলের অপেক্ষা অনেকগুণে মূল্যবান। সমস্ত উপহার গুলা একত্র করিলেও বুঝি এ উপহারের তুল্য হইবে না। বাড়ীর ভিতরে উপহার পৌঁছিতেই মহিলামণ্ডলীর মধ্যে একটা আন্দোলন পড়িয়া গেল।

নির্মলা দেখিল, সুভা দেখিল। নির্মলা এক-বারেই বুঝিল, তার পতিব্রতাকে দেখিবার জন্য উৎসুক দৃষ্টি দেবীর কাছে ধৃত হইয়া গিয়াছে। সে বাপুর অনুসন্ধান করিল। শুনিল, ঠাকুর-জামাই হিসাব নিকাশের ভার একজনের উপর দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

১২

"সরস্বতী, মা!"

বুড়া বুড়িতে ধরাধরি করিয়া কন্যাকে তুলসীতলায় নামাইয়াছিলেন। বুড়া মাথার শিয়রে বসিয়া তার মুখে গঙ্গাজল দিতেছেন, এমন সময় গোঁসাইজি মুমূর্ষু কন্যাকে সম্বোধন করিলেন। সরস্বতী সাড়াও আর দেয় নাই। তখন তার কানের কাছে মুখ রাখিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"মা সরস্বতী, তোমার স্বামী এসেছেন।"

মৃত্যুর আলিঙ্গন ছিঁড়িয়া যেন সরস্বতী, বিস্ফারিত নেত্রে তার স্বামীকে দেখিতে ফিরিয়া আসিল।

"চিনতে পারছ মা আমার?"

দুই দিনের চিকণ চাঁদের মত অতি সূক্ষ্ম হাসি তার মরণ-কাতর মুখটির উপর ভাসিয়া উঠিল—যেন বলিল, "বাবা,—চিনিয়াছি।"

"ঠাকুর ঝি!"

"দাদা!"

"দিদিমা!"

আর সেই চার বছর বয়সের বালকের কণ্ঠ,—

"বড় মা—বড় মা!"

সরস্বতীর শেষ নিশ্বাস এক মুহূর্তে সকলের মুখ একবার মাত্র আলোকিত করিয়া অনন্তের পথে মিলাইয়া গেল।

সমাপ্ত।

গুহামধ্যে

উপন্যাস

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ

উপহার

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

করকমলেষু—

গুহামধ্যে

—

(সন্ন্যাসীর কথা)

১

প্রায় বৎসর ত্রিশ গৃহত্যাগ করিয়াও এই ঘটনার সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছি। হায়! মর্কট-বৈরাগ্যের এই ফল! তবে যখন জড়াইয়াছি, তখন এ কাহিনী লেখার কতকটা অংশ গ্রহণ করিয়া আমি সে মর্কট-বৈরাগ্যের প্রায়শ্চিত্ত করি।

শুধুই প্রায়শ্চিত্ত নহে। সমাজের একটা বিষম পরিবর্তনের যুগে এমন একটা কাহিনী সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বাহির হইল, তাহাতে অবিশ্বাসের সমস্ত উপাদান থাকিলেও, লোকে একেবারে অসম্ভব বলিয়া উপেক্ষা করিবে না। যদি করে, বড় জোর আমাকে ভণ্ড বলিবে।

আজকাল নিত্য যাহা ঘটে সম্ভব সেই কাহিনীই তোমরা শুনিতে চাও। তাহাদের ভিতর হইতে একটা অসম্ভব কথা শুনিতে দোষ কি?

তখন ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়াছি ৩০ বৎসর। সংসারটা অসার বলিয়া গৃহত্যাগ করি নাই—বিধাতা আমাকে সংসারে থাকিতে দিলেন না—উৎপীড়ন করিলেন। সে উৎপীড়ন একবার নয়, বার বার। কলেরার নৃশংসতায় আমার প্রথম সংসার ভাঙ্গিয়া গেল। মরিল স্ত্রী, দশবর্ষীয় পুত্র, পঞ্চবর্ষীয়া কন্যা। দুই দিন কাঁদিলাম, মাসখানেক হা-হুতাশ করিলাম, আর মাসখানেক পরে আবার বিবাহ করিলাম। বংশরক্ষা না হইলে পিতৃপুরুষ কি বলিবেন? বছরখানেকের মধ্যে একটু বড় হইতে না হইতেই সেও মরিয়া গেল। তাই ত, হাত পুড়াইয়া কত দিন খাইব? বংশ থাক আর না থাক, ক্রমে যে অশক্ত হইতেছি—বাড়ীতে আমাকে দেখে,

হইয়াছেন। এমন গুণবতী নারী কম দেখিয়াছি। এমন স্বামি-সেবা—লিখিতে এ বৃদ্ধ বয়সেও হাতটা একটু নড়িয়া গেল। তার চেয়ে বয়স আমার ঢের বেশী। তার বয়স যখন দশ, তখন আমার ৪০। আমি ত্রিশ বছরের বড়। তার বাপ মা'কে গাল দিও, আমাকে যত পার দিও। তাহাকে দিও না। তোমরা—পুরুষ, নারী—কেহ যেন তাহার জন্য দুঃখ করিও না। একদিনের জন্য তাহার মুখ বিমর্ষ দেখি নাই। আমি কোথাও যাইলে, আমার আসা-পথ-পানে সে চাহিয়া থাকিত। রোগে পড়িলে, তার স্নিগ্ধ করস্পর্শ আমার দেহের ব্যাধিটাকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া তুলিত। এক দিন আমার বয়স লইয়া রহস্য করিতে আনন্দময়ীকে কাঁদাইয়াছিলাম। তার ফলে ভুবনের মা'র কাছে আমার তিরস্কারলাভ ঘটিয়াছিল। আমার প্রথম স্ত্রীর সময় হইতে সে আমার বাড়ীতে চাকরী করিত। তার ছেলে ভুবন বহুকাল আগে মরিয়াছে, পুত্রের নামটি মাত্র তার অবশিষ্ট আছে। বহুকাল হইতেই আমার ঘর তার ঘর হইয়াছে। কায়স্থ-কন্যা, আমা হইতে দু'চারি বৎসরের বড়—আমি তাহাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখি। তাহাকে কি বলিতে পারি নাই সে আমার সংসারের একরূপ অভিভাবিকা। এক একবার স্ত্রী-বিয়োগে বৈরাগ্যের ভান দেখাইয়া তারই প্ররোচনায় আমি বিবাহ করিয়াছি। সে বলিয়াছিল, "বাবা, এরূপ তামাসা আর কখন যেন ক'র না। এ মেয়ে যার ঘরে থাকে, তার শিবের সংসার।"

আমি ভুবনের মা'র সমুখে নাক-কান মলিয়াছিলাম।

তার বয়স পঁচিশ। আমার বয়স? হিসাব কর,

করিয়া সবে মাত্র ছয় মাস একটি কন্যা হইয়াছে। তার রূপ? কল্পনা করিতে যাইও না—কল্পনা পরাস্ত হইবে।

এই সময়ে একদিন দয়া—তার নাম ছিল দয়াময়ী—তাহাকে পা দিয়া নাচাইতে নাচাইতে, আমার সেই পূর্ব্বকৃত রহস্যের উত্তর শুনাইতেই যেন বলিয়াছিল—"তালগাছ কাটন, বোসের বাটন, গৌরী গো ঝি! তোর কপালে বুড়ো বর, আমি করব কি? অক্কা দিলুম, কক্কা দিলুম, কানে মদন কড়ি; বে'র সময় দেখতে এল (কিনা) বুড়োচাঁদ ধাড়ী?"

এই তার প্রথম রহস্য, এই তার শেষ। বিধাতা আমার এমন স্ত্রীকেও কাড়িয়া লইলেন। শুধু সে গেল না, কন্যাটিকেও সঙ্গে লইয়া গেল। রোগে মরিল না—পুড়িয়া মরিল।

আমি আহারান্তে স্থানান্তরে পাশা খেলিতে গিয়াছি। ভুবনের মা নিকটস্থ নদী হইতে পানীয় জল আনিতে গিয়াছে। পল্লীতে আগুন লাগিল।

অনেকের সম্পত্তি নষ্ট হইল বটে, আমার সব গেল—সম্পত্তি, ঘর, স্ত্রী, কন্যা। আগুনের বেড়াজাল ঘিরিয়া কেহ তাহাদের উদ্ধার করিতে পারিল না। দেহ দেখিয়া দয়াময়ীকে চিনিতে পারিলাম না, তার কন্যাকে চিনিলাম। তার মা দুই হাতে আঁকড়িয়া তাকে যেন অস্থি-পঞ্জরের ভিতর লুকাইয়াছিল। তার বর্ণের বিলয় হয় নাই, শ্রীর এতটুকু হানি হয় নাই। শুধু সে মরিয়াছে।

আমি, ভুবনের মা—উভয়েরই এবার অশ্রু শুকাইয়াছে। প্রাণের ভিতর চক্ষু সিক্ত করিবার আর রস নাই। এ, ও, সে আমাদের উভয়কে স্থান দিতে কতই না আগ্রহ করিল। আমার মন ভিজিল, কিন্তু ভুবনের মা কঠোর হইল। আমাকে বলিল—"কি বাবা, আবার কি নরক ঘাঁটতে ইচ্ছা আছে?"

আমি বলিলাম "তুমি কি করবে?"

"কাশী যাব।"

"আমিও যাব, ভুবনের মা!"

২

দশ বৎসর উভয়ে কাশীবাস করিতেছি। এ দশ বৎসর অনেকটা যেন শান্তি পাইয়াছি—সংসারটাকে এক রকম যেন ভুলিয়াছি। মাঝে মাঝে মেয়েটার মুখচ্ছবি চোখের সুমুখে এক একবার ভাসিয়া উঠে—আমি জোর করিয়া সরাইয়া দিই। মাস পাঁচ ছয় তাও আর উঠে নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে এক সিদ্ধ যোগীর আশ্রয় পাইয়াছি। তিনি আমাকে গৈরিক দিয়াছেন মাত্র—সন্ন্যাস দেন নাই। লইবার আগ্রহ দেখাইলে বলিতেন—"তার জন্য ব্যস্ত হইও না। সময়ে সন্ন্যাস আপনিই আসিবে—অপক্ব সন্ন্যাসে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন কর।"

তদবধি ব্রহ্মচারীর জীবনই যাপন করিতেছি। রাত তিনটার সময় উঠিয়া গঙ্গাস্নান করি, তার পর তীর্থস্থ দেবতা সকল দর্শন করিতে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ ঘোরাফেরা করি।

বাসায় ফিরিতে কোনও দিন নয়টার কম হয় না। ভুবনের মা পরিচর্য্যার যা কিছু সব করে, কেবল রন্ধন কার্য্যটি আমার। বৈকালে সাধু-সঙ্গ, ভাগবত-কথা শুনা, সন্ধ্যার পর বিশ্বনাথের আরতি দেখা—সত্য সত্যই দিনগুলি আনন্দে ও শান্তিতেই একরূপ অতিবাহিত হয়।

তবু সন্ন্যাসলাভ হইল না বলিয়া মনটা সময়ে সময়ে একটু কেমন সঙ্কুচিত হইয়া যাইত। গুরুর উপদেশ মনে পড়িত। এখনও কি তবে অদৃষ্টে কর্ম্মভোগ আছে? সংসার আর করিব না, বিশ্বনাথের মাথায় বিল্বপত্র চাপাইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। গুরুর সম্মুখেও সে কথা অনেকবার উচ্চারিত করিয়াছি।

আমার বয়স তখন প্রায় সত্তর। আমার অপেক্ষা কত অল্প বয়স্ককে, এমন কি দুই চারি জন যুবককেও, গুরুকে সন্ন্যাস দিতে দেখিয়াছি। আর আমি চাহিলেই তিনি বলিতেন—"ব্যস্ত কেন, অম্বিকাচরণ? তুমি বেশ আছ।"

তবে বেশই আছি—সন্ন্যাসের কথা একরূপ ছাড়িয়াই দিয়াছি। আমার সন্ন্যাসী গুরু-ভাইরা আমাকে যথেষ্ট সম্মান দেখান। শুধু তাই নয়, গুরুর আশ্রমে উপস্থিত হইলে, অনেকে আমার পরিচর্য্যা করিতে ছুটিয়া আইসেন। গুরুদেবের যে দিন ইচ্ছা হইবে, সেই দিনই সন্ন্যাস লইব ভাবিয়া আবার নিত্যকৃত্যকর্ম্মে মন দিয়াছি।

সে দিন একে শীতকাল, তায় দুর্য্যোগ—বৃষ্টিও হইতেছে, ঝড়ও হইতেছে, শীতে শরীরের রক্তও বুঝি জমিবার উপক্রম করিয়াছে। রাত্রি তিনটা।

এমনই সময় নিত্য গঙ্গাস্নান করিতে যাই। কাশীতে আসিবার পর হইতে এই দশ বৎসর একটি দিনের জন্য আমার এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আজ ঘটিবে? নিত্যকার্যাগুলা এত দিন ঘড়ীর কাঁটার মত করিয়া আসিয়াছি। আজই কি তার ব্যতিক্রম হইবে? কিছুক্ষণের জন্য গঙ্গাস্নানে যাইতে ইতস্ততঃ করিয়া, দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া যেই ঘর হইতে বাহির হইয়াছি, অমনিই আমার গন্তব্যপথের সম্মুখে আসিয়া ভুবনের মা বলিল—"আজ বড় দুর্যোগ।"

বুঝিলাম, যাইতে নিষেধ করিবার জন্য সে সে-কথা বলিল, পাছে পিছু ডাকা হয়, এই জন্য সম্মুখে আসিয়া বলিল; আমাকে সম্বোধন করিল না। আমি বলিলাম—"হ'ক ভুবনের মা, এ হ'তে বড় বড় দুর্যোগ ত মাথার উপর দিয়ে চ'লে গেছে। আমি যাব।"

"তবে কমণ্ডলু রেখে যাও। কমণ্ডলুতে বৃষ্টি-জল পড়া রোধ করতে পারবে না।" ভাবিলাম ঠিক—কমণ্ডলুর গঙ্গাজলে বৃষ্টির জল পড়িবেই। অথবা না পড়িলেও, পড়ে নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। সে জলে দেবতার সেবা হইবে না। কমণ্ডলু রাখিয়া স্নানে গেলাম।

চৌষট্টি যোগিনীর ঘাট। তখনও ঘোর অন্ধকার। বিশেষতঃ চাঁদনীতে ঘনতম অন্ধকার। বিদ্যুতের সাহায্যে কতকটা পথ চলিতেছি, কতকটা অন্ধের মত হাতড়াইতেছি। ঘনতম অন্ধকার-গর্ভে প্রবেশ করিলাম। চাঁদনী পার হইয়া সোপানে পা দিব; শুনিতে পাইলাম, এক মৃদু আর্তনাদ। কি মৃদু! তবু ঝড়ের হুঙ্কারকেও দলিত করিয়া শব্দ আমার কানে লাগিল। সিঁড়িতে পা না দিয়া মুখ ফিরাইলাম, চাঁদনীর ভিতরে আসিলাম। আবার স্বর—বোধ হইল যেন সদ্যোজাত শিশুর।

বিদ্যুৎ চমকিতেই দেখিলাম, কোণের এক পাশে কাপড়ের পুঁটুলির মত একটা কি। নিকটে উপস্থিত হইতেই আবার অন্ধকার। কান পাতিয়া আর একটা কান্নার প্রতীক্ষা করিলাম। কই শব্দ? বুঝি মরিয়াছে—এ দারুণ শীতে আমিই মরমর হইতেছি, সে সদ্যোজাত শিশু কি বাঁচিতে পারে? ভাবিলাম, কোন অভাগিনীর অবৈধ-লালসার ফল। প্রসবের পর এখানে ফেলিয়া শিশুর জীবন রক্ষা হয়! প্রথম আলোকে যতটুকু অনুভূতি আমার হইয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, ত্যাগের ভিতরেও ব্যাকুলতাভরা জননী-স্নেহ। সুশুভ্র বস্ত্রে, প্রকৃতির আক্রমণ হইতে যথাসম্ভব রক্ষা করিবার জন্য শিশুটিকে অভাগী মা ঘেরিয়া গিয়াছে।

কিন্তু চেষ্টা তার নিষ্ফল, শিশু বাঁচিল না। আবার বিদ্যুতালোক! শিশুর মুখ দেখিতে পাইলাম। সর্বাঙ্গ সযত্নে ঢাকা, কেবল মুখখানি বাহির হইয়া আছে, মুখখানির কাছে মুখ লইয়া আর একটা তড়িদ্বিকাশের প্রতীক্ষা করিলাম। বজ্রনিনাদে প্রচণ্ড আলোক লইয়া এবারে তড়িৎ যেন সে সুবর্ণ-শিশুর মুখের উপর উচ্ছ্বাস ঢালিয়া দিল। দেখিলাম, সে পদ্মচক্ষু কড়ির দিকে চাহিয়া যেন কি দেখিতেছে। বুক কাঁপিয়া উঠিল। দেখার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল—দশ বৎসরের লুক্কায়িত যাতনা লইয়া—দয়াময়ার বুকে জড়ানো তার সকল মমতার সার। তার চক্ষু মুদ্রিত ছিল—এ চোখ মেলিয়াছে। মুক্তা লুকাইয়া ছিল তার পলকের ভিতরে, এর মুক্ত পলকে তাহার উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে। তার অভাগিনী মা'কে শত ধিক্কার দিলাম। সামান্য একটু অশ্রু বুঝি চোখের কোণে আসিয়াছিল, হাত দিয়া মুছিয়া, মুখটি ফিরাইয়াছি! না, না—এখনও ত বাঁচিয়া আছে! শিশুর কণ্ঠ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল।

ভাবিবার আর অবকাশ পাইলাম না। বাঁচা মরার বিচার পরে। সেই অন্ধকারে পুঁটুলি বুকে করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

৩

"ভুবনের মা!"

"এস বাবা, আমি ভাবছিলুম—বড় দুর্যোগ।" বাড়ীর দোর খুলিয়াই আবার সে বলিল—"তুমি আজ এমন সময় গঙ্গা স্নানে যাও, আমার ইচ্ছা ছিল না।"

"দেখ দেখি, ভুবনের মা!"

ভুবনের মা পুঁটুলির দিকে চাহিয়াই বলিল—"কি ও?"

পুঁটুলির যত সন্নিকটে পারে চোখ দিয়াই ভুবনের মা বলিয়া উঠিল—"সর্ব্বনাশ! এ খুনের দায় কোথা থেকে নিয়ে এলে?"

"যদি মরে থাকে, গঙ্গায় ফেলে দিয়ে স্নান ক'রে আসি।"

ভুবনের মা আমার হাত হইতে শিশুটিকে লইয়া ঘরে চলিয়া গেল। আলো জ্বালিয়াই সে চীৎকার করিয়া উঠিল। শিশু মরিয়াছে ভাবিয়া আমি বাহির হইতেই বলিয়া উঠিলাম—"নিয়ে এস, ভুবনের মা।"

ভুবনের মা উত্তর দিল না—আসিলও না।

আমি একটু উচ্চকণ্ঠে বলিলাম—"দেরি ক'র না, ভুবনের মা! এর পর ফেলে দেওয়া কঠিন হবে।" এই সময় দুই একজন লোক বাড়ীর সুমুখের পথ দিয়া চলিয়া গেল। তাহারা গঙ্গায় স্নান করিতে চলিয়াছে। সুতরাং এবারে বেশ রুক্ষস্বরেই আমাকে বলিতে হইল—"কর্‌ছিস্ কি বুড়ি, আমাকে বিপদে ফেল্‌বি?"

"তুমি ঘরে এসো।"

গৃহের দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম—"আ পোড়ামুখী, সেই তুমি! কোন্ চুলো থেকে ফিরে এলে?"

বুঝিলাম মেয়ে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"বেঁচে আছে?"

"এসে দেখ—ভাল ক'রে দেখ—বুঝতে পার্‌ছ?"

"তাই ত, ভুবনের মা এমন সাদৃশ্য ত দেখিনি।"

ভুবনের মা আলোর অতি সন্নিকটে শিশুর মুখখানি ধরিয়া বলিল—"সেই মুখ—সেই চোখ।"

"তার পর?"

"এখনও কর্ম্মভোগ আছে—আর পর কি! শীগগির গয়লা-বাড়ী থেকে দুধ যোগাড় ক'রে নিয়ে এস।"

দশ বছরের পর সেই প্রথম আমার সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন হইয়া গেল। সে দিন স্নান করিতে বাজিল নয়টা। জলে জলে আহ্নিক সারিয়া, বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, কেদারনাথ—এই তিনটিকে মাত্র দেখার একটু ইঙ্গিত মাত্র করিয়া যখন বাসায় ফিরিলাম, তখনও দেখি, ভুবনের মা মেয়েটার সর্ব্বাঙ্গ তৈল-ভূষিত করিয়া আগুন দিয়া তাতাইতেছে।

"ভেজে মেরে ফেল্‌বি—বুড়ী?"

"না গো, তুমি আপনার কাজ কর। মেয়ে এত হৃষ্টপুষ্ট হবে কেন? তাপ দিয়ে একটু কাহিল ক'রে দি।"

"বাঁচ্‌বে কি, ভুবনের মা?"

"বালাই! বেঁচেছে; আবার বাঁচ্‌বে কি!"

যেন একটা প্রচণ্ড আশ্বাসে, তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন—সব বয়সের ছবি মনে মনে আঁকিয়া লইলাম। ছবির পর ছবি আমার মানস-দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতে আসিল। সন্ন্যাস লইবার সাধ তাহাদের মধ্যে কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে!

ভাগ্যে গুরুদেব সে সময় কাশীতে ছিলেন না! থাকিলে বোধ হয়, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার সম্ভব হইত না।

দয়াময়ী আমাকেও লুকানো আমার মর্ম্মকথা বুঝি শুনিয়াছে। সতী বুঝি শুনিয়া স্বর্গেও নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। তার বুকের ধন আমাকে দিবার জন্য চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে নিক্ষেপ করিয়াছে!

সীতা, শকুন্তলাও ত এইরূপেই সংসারে আসিয়াছিলেন। এক জন পশিয়াছিলেন রাজর্ষি জনকের ঘরে, এক জন ঋষি কণ্বের। তবে আমার ঘরে ইহাকে রাখিতে দোষ কি?

কিন্তু ইঁহাদের অদৃষ্ট? মনে মনে প্রশ্ন করিতেও শিহরিলাম! না—না—এ কলিকাল! সকলের অদৃষ্টই কি একরূপ হইবে? না—না সুখী হ' শিশু, সুখী হ'।

৪

মেয়েটা ছয় মাসের হইয়াছে। ভুবনের মা সমস্ত মাতৃ-স্নেহ মেয়েটাতে ঢালিয়া তাহাকে ছয় মাসের করিয়া তুলিল। আর আমি? সত্য সত্যই এই অজ্ঞাত-কুলশীল—এই মায়ার ডেলাটাকে লইয়া আবার আমি কি সংসারী হইতে চলিলাম? বুড়ী সব কাজ ফেলিয়া তাহাকে লইয়াই একরূপ দিন কাটাইয়া দেয়। পালে-পার্ব্বণে এক আধ দিন সে ঠাকুর দেখিতে যায়, তাহাকে এ, ও, তার কাছে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া। তাও যাওয়া নামমাত্র—যাইয়া একটু পরেই ফিরিয়া আইসে।

আর আমি? মনটাকে যথাশক্তি টানিয়া এখানে ওখানে লইয়া যাইতেছি—পূর্ব্বেরই মত নিত্যকর্ম্ম

করিতেছি। কিন্তু কর্ম্ম আমার ক্রমেই প্রাণশূন্য হইতেছে। ভুবনের মা তাকে লালন করে, সর্ব্বদাই বুকে করিয়া রাখে, কিন্তু আমাকে দেখিলে শিশু যেন কি এক আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠে। তা'র বুক হইতে আমার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যায়; হামাগুড়ি দিতে শিখিয়াছে। যেখানেই থাক, আমাকে দেখিতে পাইলে, সেইখান হইতেই হুড়হুড় করিয়া ছুটিয়া আইসে। কাঁদিতে একরূপ জানেই না—যদি কখন কাঁদে, আমাকে পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্ত হয়।

দেখিতে দেখিতে শিশু ছয় মাসের হইল। যদি কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তা হইলে তার ত সংস্কার করিতে হইবে।

আমি ঠাকুর সেবা শেষ করিয়া ঘরে ফিরিয়া সবে মাত্র বসিয়াছি। ভুবনের মা অন্যদিন যেখানেই থাক, শিশুকে আমার কোলে দেবার জন্য লইয়া আইসে। আজ সে নিজেই আসিল

"খুকী কি ঘুমিয়ে পড়েছে?"

"না।"

"তাকে কোথায় রেখে এলে?"

"আছে গো ঠাকুর, আমার কাছে। তুমি যে আজ নিজেই ফিরে আসবে, তা কেমন ক'রে জানব?"

সত্য সত্যই আমি কর্ত্তব্য ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছি। বেলা নয়টা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঠাকুর সেবা আমার ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে।

ভুবনের মা'র কাছে মুখ রক্ষার জন্য বলিলাম—"আজ আমার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছিল। ছয় মাস উত্তীর্ণ হল—মেয়েটার ত একটা সংস্কার করতে হ'বে?"

"তা হবে বই কি, বাবা।"

"বড় সমস্যায় পড়েছি, ভুবনের মা। এই সময় ওর মুখে ত দুটি অন্ন দিতে হয়।"

"খুকীর অন্নপ্রাশনের কথা বলছ? তা ত দিতেই হবে।"

"তা তো হবে—কিন্তু—"

ভুবনের মা আমার মনের কথা বলিয়া ফেলিল—"আবার 'কিন্তু' কিসের, বাবা, তুমিই ত ওর বাপ—তুমিই ত ওর মা।"

"বেশ জড়াবার ব্যবস্থা করছিস ত বুড়ি! তা হ'লে জগতে এসে আর মা বাক্য উচ্চারণ করতে পেলে না?"

ঠিক এমনই সময়ে পাশের ঘর হইতে অতি মিষ্ট কণ্ঠে কে ডাকিল, "ভুবনের মা!"

"কেন, মা?"

"খুকী ঘুমিয়েছে।"

"বাবা, তুমি একবার ঘরের ভিতর যাও ত" বলিয়াই ভুবনের মা চলিয়া গেল। ঘরের ভিতর হইতে দেখিব না দেখিব না করিয়া দেখিলাম—এক অবগুণ্ঠনবতী রমণী। ভুবনের মার অন্তরাল দিয়া সে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল। দেখিলাম মাত্র তার দুইটি চরণ—কি অপূর্ব্ব সুন্দর পা দুখানি! বর্ণ—কে যেন দুটি পায়ে দুধ-আলতা মাখাইয়া দিয়াছে। চরণের অনুপাতে মুখ যদি সুন্দর হয়, তা হ'লে এ তো অপূর্ব্ব সুন্দর রমণী।

ভুবনের মা ফিরিতেই জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে উনি গা?"

"তোমার এ মেয়েকে কি বাঁচাতে পারতুম বাবা, ওই মেয়েটি যদি না থাকত। ও প্রতিদিন এমনি সময় এসে খুকীকে মাই খাইয়ে যায়।"

উল্লাস-বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ রকম খাওয়াচ্ছে কত দিন?"

"তুমি আনবার চার পাঁচ দিন পর থেকে।"

"তবে ত আজ সকালে ফিরে বড়ই অন্যায় করেছি। তুমি এ কথা আমায় বলনি কেন?"

"তাতে কি হয়েছে—ও তোমার কন্যাই মনে করে।"

"তা হ'লে ত খুকীর মা আছে ভুবনের মা?"

"তা, জন্ম দিয়ে যে বাঁচায়—সে মা বই আর কি? তুমি এখন খুকীর মুখে ভাত দেবার ব্যবস্থা কর।"

যথারীতি শিশুর অন্নপ্রাশন করিয়া দিলাম। নিজেই তার পিতৃত্বের অধিকার লইলাম। নাম দিতে গিয়া দয়াময়ীর রক্তের কথাটা মনে পড়িল। প্রথম সাগ্রহে তাকে বুকে তুলিয়া ডাকিলাম—"গৌরী!"

আরও পাঁচ মাস—গৌরীর বয়সের বছর পূরণ হইতে মাত্র একমাস বাকী। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া গুরু কাশীতে ফিরিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া

নিকটে একটি বাগানের ভিতর তিনি আসন করিয়াছেন। কাশীতে তাঁহার কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট আশ্রম ছিল না; যেথানে যখন সুবিধা হইত, সেইখানেই আসন পাতিতেন—এবারে পাতিয়াছেন গৈবীতে।

যাইয়া দেখিলাম, বহু লোক আসনের সম্মুখে বসিয়াছে। সকলেই আমার অপরিচিত। সকলে নীরবে বসিয়া সাধুমুখ-নিঃসৃত উপদেশ শুনিতেছিল। সকলের মধ্য দিয়া গুরুর সম্মুখে প্রণত হইলাম। আমাকে দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য উপদেশ স্থগিত রাখিয়া তিনি আমাকে বসিতে আদেশ করিলেন। স্থান দেখিয়া যাহার পার্শ্বে বসিলাম, পরে পরিচয়ে জানিলাম, তাঁহার নাম ব্রজমাধব চক্রবর্ত্তী—পাবনার এক জন বিশিষ্ট জমীদার।

উপদেশ 'অস্তেয়' কথার অর্থ লইয়া হইতেছিল। অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের ভিতরে 'যম' সাধনের ভিতর কথাটা আছে। সাধন-মুখে সাধককে কতকগুলি গুণ অর্জ্জন করিতে হয়—উহা তাহাদের মধ্যে একটি। উহার অর্থ অচৌর্য্য। তিনি বলিতেছেন, যোগসিদ্ধ হইতে হইলে চৌর্য্যবৃত্তি ত্যাগ করিতে হইবে—ত্যাগ করিতে হইবে কায়-মনোবাক্যে। চোর কোনও কালে আত্মলাভ করিতে পারে না।

আগে ত জানিতাম, না বলিয়া পরের ধন গ্রহণ করার নাম চুরী। আর ধন অর্থে তুমি আমি চিরকাল যাহা বুঝিয়া আসিতেছি, তাহাই বুঝিতাম।

চুরীর এত অর্থ! আমার আসিবার পূর্ব্বে গুরু চুরীর কত উদাহরণ দিয়াছেন—আমি শুনি নাই। যাহা শুনিলাম, সে উদাহরণগুলা একত্র করিলেও যে একখানা মহাভারত রচনা হইয়া যায়! কাজের চুরী, মনের চুরী, বাক্যের চুরী—ভাবের ঘরে চুরী। এ কাহিনীর ভিতরে এত চুরীর কথা কহিবার স্থান নাই।

তাহাদের মধ্যে একটি অর্থ—শুধু সেইটিই তোমাদের শুনাইব। শুনিয়া আমি ও আমার পার্শ্বের উপবিষ্ট জমীদারপুত্র উভয়েই যুগপৎ শিহরিয়া উঠিয়াছি।

চৌর্য্যের নানা উদাহরণ দিতে দিতে হঠাৎ তিনি, আমি ও ব্রজমাধব উভয়েরই মুখের দিকে একটু দৃষ্টির ইঙ্গিত দিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"এই [illegible]

ভাব—যত প্রকারের চুরী আছে, এ হতভাগারা তার একটিও বাদ দেয় না।" বলিয়াই কিছুক্ষণের জন্য নীরব রহিয়া আবার বলিলেন—"অবৈধ সংসর্গের ফল।"

ব্রজমাধব, আমার মনে হইল, কথাটা শুনিতেই শিহরিয়া উঠিল।

গুরু বলিতে লাগিলেন—"নষ্ট করিল ত সেই হতভাগা জীবের জন্মের সমস্ত সার্থকতাটা চুরী করিল। শিশু মরিলেও তার পিতামাতা চোর, বাঁচিলেও চোর। রাখিল ত তার সমাজের আসন চুরী করিল; পথে নিক্ষেপ করিল ত তার প্রাপ্য, মাতৃস্তন্য, তার একমাত্র আশ্রয় মাতৃ-অঙ্ক—সেই সঙ্গে সঙ্গে আর কত বলিব—তার সব চুরী করিল।"

ব্রজমাধব একটু যেন চঞ্চল হইল।

"শেষকালে সেই হতভাগা হতভাগিনীর সমস্ত জীবন কেবল ভাবের ঘরে চুরী করিতে করিতেই কাটিয়া যায়। তার পর তারা হয় ত কত দান করিল, কত জলাশয়, কত দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিল—প্রত্যক্ষে পরোক্ষে কত জয়ধ্বনি শুনিল। কিন্তু শান্তি? সেই সমস্ত জয়ধ্বনির শিরে সেই পরিত্যক্ত শিশুর অস্ফুট ক্রন্দন ভাসিয়া উঠিতেছে। সেই সূক্ষ্ম স্বর তাহাদের সমস্ত শান্তি গ্রাস করিয়া ফেলিল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"গুরুদেব! সে হতভাগা হতভাগিনীর কি মুক্তি নাই?"

"ভাবের ঘরে চুরী পরিত্যাগ না করিলে নাই।"

"সে কি করিবে?"

"সে চুরীর কথা প্রকাশ করিবে।"

"জগতের কাছে?"

"তা করিতে পারিলে ত' তন্মুহূর্ত্তেই মুক্তি। না পারে, কোনও সাধুর কাছে, তাঁর শরণাগত হইয়া পাপ স্বীকার; তিনি তার মুক্তির উপায় বলিয়া দেন।"

ব্রজমাধব একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

"শুনিয়াছি, খৃষ্টানদের এইরূপ পাপ-স্বীকারের প্রথা আছে।"

এক জন ইংরাজীনবীশ শ্রোতা বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ, তার নাম 'কনফেসন'। কোনও পাদরীর কাছে পাপকথা বলিয়া আসিতে হয়। তিনি তার

করিব, সে ঘাড়ে পিঠে কোলে উঠিয়া আমার জপ, তপ, সব গোলমাল করিয়া দিতে লাগিল। কোলে রাখিলে কাঁধে উঠিতে চায়, কাঁধে করিলে পিঠে ঝুলিবার জন্ত যেন ব্যস্ত হয়, পিঠে রাখিলে আবার কোলে শুইবার জন্ত ব্যাকুলতা দেখায়।

ভুবনের মা'র এত স্নেহ—এমন বুকে করিয়া মানুষকরা সে যেন ভুলিয়াছে—অকৃতজ্ঞার মত তার সমস্ত মমতা আমাকে ঢালিয়া দিবার জন্তই যেন সে আজ সঙ্কল্প করিয়াছে। "বা—বা—বা!" কতবার ভুবনের মা'র কোলে দিতে গেলাম, সে দু'টি কচি বাহু দিয়া আমাকে জড়াইয়া রহিল; কোলে দিলে আবার ঝাঁপাইয়া আমার কোলে আসিল।

"বা—বা—বা!" ভুবনের মা কাছে দাঁড়াইয়া আমার এ দুর্দ্দশা দেখিতেছিল. দেখিয়া যেন বিপুল সুখানুভব করিতেছিল।

"আমি কি আজ আহ্নিক পর্য্যন্ত কর্‌তে পাব না, ভুবনের মা?"

"তা আমি কি কর্‌ব বাবা?"

"একটু নিয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে এস।"

"অপর ঘরে নিয়ে যাও" বলাই আমার উচিত ছিল। মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে কতকটা আমি আত্মহারারই মত হইয়াছিলাম, কি বলিতে কি বলিলাম।

ভুবনের মা শুনিয়াই চমকিতার মত উত্তর করিল—"রাস্তায়?"

"ও ঘরে বল্‌তে রাস্তায় বলেছি।"

অন্ত ঘরে উপস্থিত হইতে না হইতেই গৌরী যাইবার পথেই কাঁদিয়া উঠিল। ভুবনের মা তাহাকে ভুলাইবার কত চেষ্টা করিল—তাহাতেও যখন তার রোদনের নিবৃত্তি হইল না, তখন বৃদ্ধা সত্য সত্যই তাহাকে পথে লইয়া গেল। দাসিকা বৃদ্ধা আমার দুরবস্থাটা বুঝিয়াছিল। সে দেখিল, গৌরীর অত্যাচারে আমার সন্ধ্যা আহ্নিক কিছুই ত করা হইল না।

পথে লোকজনের যাতায়াত দেখিয়া, কথাবার্তা শুনিয়া সে শান্ত হইতে পারে। অনুমানে নির্ভর করিয়া ভুবনের মা তাহাকে বাড়ীর সম্মুখের পথে ভুলাইতে লইয়া গেল। শিশু ভুলিল কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু কিছুক্ষণ তার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম না।

এই সময় যথাসম্ভব সত্বর জপকার্য্য সারিতে গিয়া দেখিলাম, আমি অশক্ত। মালার দুইটা বীজ ঘুরাইতে গিয়াই বুঝিলাম, গৌরীই আমার ধ্যান, আমার জপ, আমার তপস্যা! ওই ক্ষুদ্র শিশুই আমার মনের সমস্তটা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রাণপণ চেষ্টায় ইষ্টচিন্তা করিতে গিয়া আমি কেবল বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ গৌরীর সঙ্গে জড়াইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম না। কখন্ কেমন করিয়া সেই দূর অতীতের আমার ভস্মীভূত সংসার—আমার বাড়ী, ঘর, স্ত্রী সমস্ত যেন নূতন জীবনে জাগিয়া আমার পলক-বদ্ধ দৃষ্টিকে আক্রমণ করিল। সর্ব্বশেষে আসিল, গৌরীর মূর্ত্তি ধরিয়া—"বা—বা—বা" মুখ হইতে নূতন উচ্চারিত পিতৃ-সম্বোধনের চেষ্টায় চঞ্চল অধর দুটি লইয়া তাহার সেই মায়ের বুকের স্পন্দন-রহিত প্রাণশূন্য কন্যা। সেই উচ্চারণের ভিতর হইতে সে যেন আমাকে শুনাইতে লাগিল,—"বা—বা—বা—আমার মা ম'রে গেছে, কেবল বাবা তুমি আছ—তুমি আমাকে ফেলে দিও না।"

জপ করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। "এ কি মায়া, না দয়া? গৌরি গৌরি, মা আমার, এই মালা হাতে ইষ্টমন্ত্র জপিতে গিয়া একবার যে বলিতে পারিতেছি না, তুমি আমার নও। পৃথিবীর যেখান হইতে যেখানেই যাই না কেন, তোমার স্মৃতি-পুত্তলী বুকে করিয়াই যদি আমাকে পথ চলিতে হয়, তা হইলে কেমন করিয়া আমি সন্ন্যাসী হইব?"

"বা—বা—বা"—আয় গৌরী আয়।

"জপ সাঙ্গ হ'ল কি, বাবা?"

"হয়েছেই মনে ক'রে নাও।"

"আজ এ এমনটা কেন কর্‌ছে, বুঝতে ত পার্‌ছি না।"

"আমি বুঝেছি।"

"কি বল্‌বো, বাবা—এখানে সেখানে নিয়ে কোথাও আমি একে শান্ত কর্‌তে পারলুম না!"

কোশা, কুশি, মালা—সমস্ত উঠাইয়া গৌরীকে কোলে লইলাম। কোলে আসিয়াই আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া অতি অবসাদে যেন সে ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু তার ঘন-কম্পিত অভিমানের নিশ্বাস, তার ক্ষুদ্র হৃদয়খানির অজস্র স্পন্দন আমাকে আকুল করিয়া তুলিল।

"জপ বুঝি শেষ করা হয়নি?"

"না।"

"তা আমি তোমার কথাতেই বুঝেছি। হাজার কাঁদ্‌লেও আমি আর একটু পরে আসতুম। একটি বাবু তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছেন বলেই ত আমাকে আস্‌তে হ'লো।"

"কে তিনি?"

"তাঁকে ত আর কখন দেখিনি।"

"কোথায় তিনি?"

"পথেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁকে সঙ্গে করেই আন্‌ছিলুম। তুমি আহ্নিক কর্‌ছ শুনে তিনি আমাকে বল্‌লেন, তাঁর আহ্নিক শেষ হ'ল কি না, আগে দেখে এস।"

গৌরীকে কাঁধে লইয়াই আগন্তুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম।

তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। অন্য অন্য দিন গৌরী সে সময় ঘুমাইয়া থাকে —আজ সে আমার কাঁধে— এখনও ঘুমায় নাই। কিংবা যদিই সে ঘুমাইয়া থাকে, কাঁধ হইতে তাহাকে নামাইতে আমার সাহস নাই, পাছে কাঁচা ঘুমে জাগিয়া আবার সে গোলমাল করে।

বাহিরের দরজায় উপস্থিত হইয়া দেখি—"এ কি আপনি? ব্রজমাধব বাবু?"

"আপনার আহ্নিক সারা হয়েছে?"

"আপনার কি বিশেষ কোন দরকার আছে?"

"কিছু প্রয়োজন আছে। অবশ্য সেটার জন্য কাল এলেও একেবারে যে চল্‌তো না, এমন নয়।"

একজন ঐশ্বর্য্যশালীর প্রয়োজন আমার কাছে! সঙ্গে আলো লইয়া মাত্র একটি চাকর। ভাবে বোধ হইল, অনেকটা গুপ্তভাবেই তাঁর আসা। কারণ জানিবার আমার কৌতূহল হইল। আমি তাঁহাকে ভিতরে আসিতে অনুরোধ করিলাম।

৬

আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া এবার গৌরী ঘুমাইয়াছে। ভুবনের মাও একটু অবকাশ পাইয়া ভগবানের নাম লইতে বসিয়াছে। পাছে নাড়া-চাড়ায় ঘুম ভাঙ্গিয়া আবার শিশু কাঁদিয়া উঠে, এই জন্য আমারই আসনের এক প্রান্তে সাবধানে তাহাকে শোয়াইয়া, নিজেই আর একটা আসন পাতিয়া ব্রজমাধব বাবুকে বসিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি বসিলেন না—বলিলেন, "খুকী আপনার স্থান দখল করেছে, আপনিই ওই আসনে বসুন।"

প্রদত্ত আসনে বসিবার বৈধতা যত প্রকারে বুঝান যায়, বুঝাইতেও, যখন তিনি বসিতে চাহিলেন না, তখন অগত্যা আমাকেই সেই আসন গ্রহণ করিতে হইল। আমার সম্মুখে মেঝের উপরেই ব্রজবাবু বসিলেন। তাঁরই বামে আমার পূর্ব্বাসনে নিদ্রামগ্না গৌরী—এখনও থাকিয়া থাকিয়া ঘনঘুম ভেদ করিয়া তার অভিমানের আবেগ নিঃশ্বাস-কম্পনে উথলিয়া উঠিতেছে।

আমি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলাম,—তাঁহার অত্যন্ত দীনতায় আমার মনে আধ্যাত্মিকতার অভিমান জাগিয়া উঠিয়াছে, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই রাত্তিরে বাসা খুঁজে এসেছেন। পথের পরিচয় কে দিলে?"

"আপনারই গুরুদেব—সাধুবাবা।"

"আপনি ত সেইখানেই আমাকে দেখেছেন!"

"তখন পরিচয় পাই নাই। আপনি চলিয়া আসিবার পর আমি আবার সেখানে গিয়াছিলাম। তিনিই আমাকে ব'লে দিলেন।"

"কি প্রয়োজনে আগমন, বলুন।"

"আমাকে দীক্ষা দেবার জন্য সাধুবাবাকে অনুরোধ কর্‌তে হবে!"

"আমাকে?"

"আপনাকে।" বলিয়া ব্রজমাধব বাবু দীনতা-পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন।

"আমি যে বাবু! আপনার কথা বুঝ্‌তে পারলুম না!"

"আমি তাঁর কাছে দীক্ষার প্রস্তাব করেছিলুম। তিনি আপনার নাম করে বল্‌লেন, তার কাছে যাও, সে যদি আমাকে অনুরোধ করে, তা হ'লে তোমাকে দীক্ষা দিতে আমার আপত্তি থাকবে না।"

"এ যে আরও বড় হেঁয়ালি হ'ল, বাবু! আমি অনুরোধ করব, তবে তিনি আপনাকে দীক্ষা দেবেন!"

"এই ত তিনি বল্‌লেন।"

"কিছুক্ষণ নীরবে, কাঠের পুতুলের মত ব্রজবাবুর সম্মুখে বসিয়া এ হেঁয়ালির অর্থ বুঝিবার চেষ্টা

করিলাম। ব্যর্থ চেষ্টায় তাঁহাকে বলিলাম "বেশ, দুই জনে এক সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।"

"কাল কখন্ আপনার সময় হবে বলুন ?"

"গৌরী এই সময় ধীরে ক্রন্দনের একটি সুর ধরিয়াই যেন ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

"বল্‌ছি" বলিয়াই গৌরীকে ঘনঘুমে আচ্ছন্ন করিতে আমি তার মাথায় ধীরে ধীরে চাপড় দিতে আরম্ভ করিলাম। ব্রজবাবুও একবার স্থিরনেত্রে সেই বালিকার মুখের পানে চাহিলেন।

আমি বলিতে লাগিলাম—"এখনও আপনার কথা আমার হেঁয়ালির মত ঠেকছে। আমি আপনার জন্য কি অনুরোধ করব বুঝ্‌তে পারছি না, তবে আপনি যখন মিথ্যা বল্‌ছেন না—তখন আমি যাব। সকাল-বেলায় পারবো না—বিকালে।"

"বিকালে অনেক লোক সেখানে উপস্থিত থাকেন। আমি চাই কিছুক্ষণের জন্য নির্জ্জনতা।"

"দীক্ষা নেবার অভিপ্রায় জানাবেন, তাতে নির্জ্জন হবার এত কি প্রয়োজন ?"

ব্রজবাবু কি যেন উত্তর দিতে গিয়া নিবৃত্ত হইলেন, কহিতে কহিতে কথাগুলা যেন তাঁর ঠোঁট দু'টায় আবদ্ধ হইয়া গেল।

"বুঝ্‌তে পেরেছি, গুরুদেবকে বল্‌বার এমন কতকগুলি আপনার কথা আছে, যা লোকের কাছে বল্‌তে আপনার সঙ্কোচ হবে। কোনও কিছু বিষয় ভুলের কাজ।"

"আছে" বলিয়াই ব্রজবাবু মাথা হেঁট করিলেন।

আমি তাঁর অবনত মুখের পানে একবার তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চাহিলাম। দেখিয়া বোধ হইল, কি যেন একটা প্রচণ্ড অনুতাপের জ্বালা তাঁর মুখের উপর লীলা করিতেছে। বলিলাম—"বুঝেছি। তবে মহাপুরুষের চরণাশ্রয় নেবার সদ্‌বুদ্ধি সত্যই যদি আপনার জেগে থাকে, তা হ'লে সংসারীর দুর্ব্বল চিত্ত নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হ'লে চল্‌বে না। লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয়, সত্যপথ অবলম্বনের তিনটি প্রচণ্ড বাধা। আমার বোধ হয়, আপনি আজ একটা শুভ সুযোগ হারিয়ে ফেলেছেন। জোর ক'রে তাঁর পা দুটো জড়িয়ে অন্তরটা উন্মুক্ত ক'রে দেওয়াই আপনার উচিত ছিল।"

ব্রজমাধব মুখ তুলিয়া একটা যেন বিপুল হতাশার দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিলেন। আমি তাঁর মনের অবস্থাটা তাঁর দৃষ্টির ভিতর দিয় বেশ দেখিতে পাইলাম। তবু আমাকে বলিতে হইল—"সাধুসঙ্গ জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ উপার্জ্জ বটে, কিন্তু তাঁর কৃপালাভ জীবনের এক সর্ব্বাপেক্ষ উপাদেয় মুহূর্ত্তেই ঘ'টে থাকে। সে মুহূর্ত্ত একবা চ'লে গেলে হয় ত সারা জীবনের মধ্যে আর ফি আস্‌বে না।"

"তবে কি তাঁর কৃপা আমার ভাগ্যে হবে না ?"

"আমি এর উত্তর দিতে পারলুম না।"

"পারেন, দিলেন না।"

"না বাবু, আমি আপনাকে প্রতারণার বাক বলি নি। সাধু মহাপুরুষদের ক্রিয়া-রহস্য আমাদে মত সংসারীর পক্ষে বুঝা বড় কঠিন। কঠিন বল্‌ছি কেন, অনেক সময় বুঝা অসম্ভব।"

"তবে তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠালে কেন ?"

ব্রজবাবুর কথায় একটু উত্তেজনার ভা দেখিলাম। সেটা যেন লক্ষ্য না করিয়া আমি বলিলাম—"এ পাঠানর রহস্য, আপনাকে সত বলছি, আমি এক বিন্দু বুঝ্‌তে পারছি না।"

"আপনি তা হ'লে অনুরোধ করছেন না ?"

ঠিক এমনই সময়ে গৌরী খুঁৎ খুঁৎ করিয়া উঠিল। উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমার অনেক বিবেচনার প্রয়োজন হইয়াছিল। শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিবার মত তাঁর প্রশ্ন নয়। ব্রজমাধব বাবুকে সেই বিকালের পূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই। তাঁর নাম পর্য্যন্ত কখন শুনি নাই। তাঁর বাড়ী পাবনায়, আমার বাড়ী কলিকাতার নিকট-বর্ত্তী গ্রামে। কাশীতে উভয়েই উপস্থিত না থাকিলে কখনও কোনও কালে আমাদের পরস্পরের দেখারই সম্ভাবনা থাকিত না। তাঁর প্রকৃতি, চরিত্র আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এরূপ লোকের জন্য গুরুর কাছে আমি কি অনুরোধ করিব ? ব্যাপার বৈষয়িক নয়, আধ্যাত্মিক। বিষয়ীর চক্ষুতে ব্যাপারটা তুচ্ছ হইলেও, যে ধর্ম্মপথে চলিবার সংকল্প করিয়াছে, তাহার কাছে দীক্ষার ব্যাপার ত তুচ্ছ নয়! এ পথে চলিবার একটা ভুলে কখন কখন সারাজীবনের চলা নিষ্ফল হইয়া যায়।

গুরুদেব আমাকে সন্ন্যাস দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এ কি তবে আমার সন্ন্যাস-গ্রহণ-যোগ্যতার পরীক্ষা ?

খুঁৎ খুঁৎ করিয়া গৌরী উত্তর দেওয়ার দায় হইতে আপাততঃ আমাকে রক্ষা করিল। "বল্‌ছি" বলিয়াই আমি গৌরীকে কোলে উঠাইলাম। উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার জাগরণের ভাব দেখাইল। কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া আমি তাহাকে বলিলাম—"তোর আজ মতলবটা কি বল্‌ দেখি? ধ্যান, জপ ত পণ্ড ক'রে দিলি, বাবুর সঙ্গে কথা কব, তাও কি কর্‌তে দিবি না?"

"মেয়েটি আপনার কে?"

"কাশীস্থান, আপনার এ প্রশ্নের উত্তর হঠাৎ দেব কেমন ক'রে, বাবু!"

"এমন সুন্দর শিশু আমি অল্পই দেখেছি।"

"এটি আমার কেউ, এ কথাও বল্‌তে পারি না; কেউ নয়, এ কথাও বল্‌তে পারি না।"

"আমি মনে করেছিলুম, আপনার কন্যা।"

"কন্যা; আমিও ত মনে কর্‌তে চাই। সীতা যদি জনকের কন্যা হন, তা হ'লে গৌরীই বা আমার কন্যা হবে না কেন? কুড়িয়ে পাওয়া কন্যার বাপ হয়েও জনক জীবন্মুক্ত রাজর্ষি। কিন্তু এ রাক্ষসী যে আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব খেয়ে দিলে। কন্যা বল্‌তে যে আমার ভয় হয়!"

"আপনি একে কুড়িয়ে পেয়েছেন?" বলিতে বলিতে ব্রজ বাবু, সতৃষ্ণ ভাবে গৌরীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আমি দেখিলাম, দেখিতে গিয়া তাঁর শরীর যেন স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

দেখিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম। এ বালিকার জন্মের সঙ্গে স্পন্দনের কিছু সম্পর্ক আছে নাকি? আমি বলিলাম—"কুড়িয়ে পেয়েছি।"

ব্রজমাধবের মুখের উপর দিয়া দেখিতে দেখিতে কতকগুলা কালিম তরঙ্গ খেলা করিয়া গেল।

উভয়েই আমরা কিছুক্ষণের জন্য নির্ব্বাক্‌। আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল—গৌরীকে লাভ করিবার অবস্থা হঠাৎ মনে জাগিয়া উঠিয়াছে!

ব্রজমাধব বলিলেন,—"কাল তা হ'লে আস্‌ব কি?"

কথা আমি শুনিয়াও শুনিলাম না। গৌরীকে পরিত্যাগের কথা মনে আনিতেই আমার হৃদয় ভার হইয়া উঠিতেছে। আমি পূর্ব্বপ্রসঙ্গের অনুসরণে বলিলাম—"ব্রজমাধববাবু, সে এক ইতিহাসের কথা। সদ্যোজাত শিশু কোলে বসুদেব যখন নন্দগৃহে চলেছিলেন, তখন কি প্রকৃতি তার চেয়েও ভীষণ অবস্থা ধরেছিল?"

প্রাণ যেন বুকের কোন্‌ নিভৃত দেশে লুকাইয়া দারুমূর্ত্তির মত আমার পানে ব্রজমাধব চাহিয়া রহিলেন।

দেখিয়া, জোর করিয়া হৃদয়ের আবেগ স্থগিত করিলাম। "আর বলব না, বাবু! ব'লে অনর্থক আপনার প্রাণে কষ্ট দেব না। শুনে দেখ্‌ছি আপনারও করুণায় প্রাণ উথ্‌লে উঠ্‌ছে। বল্‌তে গেলে এর মা-বাপের উপর আমার রাগ হয়—তাদের শাপ দিতে আমার ইচ্ছা হয়। আমি একে কুড়িয়ে পেয়েছি। না না, চুরী করেছি। আপনি ত শুনেছেন, ওই যে গুরু বল্‌লেন চুরী! তার ফলে এই আমার অবস্থা।" বলিতে গিয়া অকস্থ শিশুর গোলাপ-বর্ণ পা দু'খানি হইতে মুখখানি পর্য্যন্ত একবার চোখ বুলাইয়া লইলাম। আমার চোখেরই ভ্রম, না দুষ্ট মেয়েটার দেয়ালা—তার ঘুমন্ত মুখখানা একবার হাসিতে ভরিয়া উঠিল—তারা দু'টা একবার দীপ্ত হইয়া আবার ঘুমের লহরে ডুবিয়া গেল।

"ব্রজমাধববাবু, এ আমার দয়া না মায়া?"

অর্দ্ধ-নিরুদ্ধকণ্ঠে ব্রজমাধব উত্তর করিলেন—"দয়া।"

আমি মাথা নাড়িলাম। "তবে ছাড়্‌বার কথা মনে উঠ্‌তেই আমি পাগলের মত হয়ে যাচ্ছি কেন?"

"ছাড়্‌বেন কি?"

"ছাড়্‌বো না?"

"না—না! দয়া ক'রে যখন এটিকে একবার বুকে তুলে নিয়েছেন।" বলিয়াই ব্রজমাধব একটি অঙ্গুলি দিয়া অতি সন্তর্পণে গৌরীর চিবুক স্পর্শ করিলেন।

"ছাড়্‌বো না?"

"কিছুতেই না। এই কন্যার ভরণ পোষণের সমস্ত ব্যবস্থা আমি ক'রে দেব—ভালরূপ ব্যবস্থা—আমি অঙ্গীকার কর্‌ছি।"

"না ছাড়্‌লে যে আমি চোর হব!"

"চোর? পৃথিবীতে এমন পাষণ্ড কেউ নেই, যে আপনাকে ওই হীন্‌ কথা বল্‌বে।"

আমি হাসিলাম—"গুরু যে বললেন, ব্রজমাধববাবু! আপনি ত শুনেছেন! শুনে বুঝ্‌তে পার্‌লেন না? আজ প্রথম এ আমাকে বাবা বলবার চেষ্টা করেছে, হয় কাল, না হয় পরশু বল্‌বে; বল্‌বেই।

বলবার এমন চেষ্টা আর কোনও শিশুতে দেখেছি ব'লে আমার মনে হয় না। একবার যখন সে সুস্পষ্ট আমাকে বাবা ব'লে ডাকবে, সে পিতৃ-সম্বোধনে আমি কেমন ক'রে উত্তর দেব?"

"কেন দেবেন না? স্বয়ং বিশ্বনাথ এসে আপনাকে উত্তর দিতে নিষেধ করলেও আপনি শুনবেন না। আপনি এ শিশুর বাপ, মা, শরণ—ভগবান্।"

"উত্তর দিলেই ত চোর হব, ব্রজমাধববাবু! গুরুর বাক্য ত মিথ্যা হতে পারে না!"

ব্রজমাধব স্তব্ধের মত বসিয়া রহিলেন। তাঁর আর একটা কথার প্রতীক্ষা—আর একবার—কেবলমাত্র একটিবারের মত এখন যদি ব্রজমাধব আমাকে বলেন, আপনিই এর পিতা, তা হ'লেই বুঝি চোর হওয়া থেকে আমি রক্ষা পাই। ব্রজমাধব কিন্তু একটা নিঃশ্বাসের শব্দ দিয়াও আমার সাহায্য করিলেন না।

"বাবা! রাত ঢের হয়েছে, খুকীকে আমার কাছে দিয়ে যাও।"

"তুমি এসে নিয়ে যাও। আমি বাবুর সঙ্গে কথা কইছি।"

ভুবনের মা গৌরীকে লইয়া ঘরের বাহিরে যাইতেই ব্রজবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তিনি কে?"

"তিনিই ঐ শিশুর মা, বাপ, শরণ ও ভগবান্। গৌরী যে এই এগারো মাস বেঁচে আছে, সে কেবল ওই মমতাময়ীর কৃপায়।"

"আপনার কি স্ত্রী নাই?"

"এক সংসার—স্ত্রী, পুত্র-কন্যা—রোগ উদরস্থ করেছে, আর এক সংসার গ্রাস করেছে অগ্নি। সন্ন্যাসী হব ব'লে দেশত্যাগ করেছিলুম—বিশ্বনাথের আশ্রয়ে এসে লাভ করলুম ওই কন্যা।"

"আপনাকে কিছুতেই ওটিকে ত্যাগ করতে দেব না।" ব্রজমাধব উঠিলেন।

"কাল বিকালে কোথায় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব?"

"আমিই আপনার কাছে আসব।"

দ্বার পর্য্যন্ত আমি তাঁর অনুগমন করিলাম। বিদায় গ্রহণের সময় তিনি বলিলেন—

"আমি ইচ্ছা করছি আপনার কন্যাকে—"

"থাক কাশীতে প্রতিশ্রুতি করবেন না। মনের ইচ্ছা এখন মনেই রাখুন।"

৭

ভুবনের মা'কে ত অন্তরের কথা গোপন করিলে চলিবে না! কিন্তু কেমন করিয়া তার কাছে গৌরী-ত্যাগের কথা তুলিব? কি প্রকারেই বা ত্যাগ করিব? এক জনকে ত সমর্পণ করিতে হইবে! শিশুর বাপ-মা? এই এগারো মাস পরে কেমন করিয়া তাদের খুঁজিয়া বাহির করিব? সন্ধানের সুযোগ যদিও কিছু থাকিত, তা বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। যদি কিছু থাকিত—সুযোগ ছিল, সেই এগারো মাস পূর্ব্বে—যে সময় এই শিশুকে আমি লাভ করি। এখন যেন বোধ হইতেছে, ইচ্ছাপূর্ব্বক আমিই সে সুযোগ ত্যাগ করিয়াছি। সমাজ-শাসন—কেহই ত এখন আমার গৌরীর মা-বাপ হইবার অপরাধ স্বীকার করিবে না! তবে কার হাতে আমি বা—অবলা এগারো মাসের গৌরীকে তুলিয়া দিব?

রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। গভীর অন্তর্যাতনায় আমি ছটফট্ করিতে লাগিলাম। শয্যাত্যাগ করিয়া ছাদে উঠিলাম। চতুর্দ্দশীর জ্যোৎস্না—গঙ্গার একরূপ উপরেই আমার বাসা—পূর্ব্বপারে, কাঞ্চন-কান্তি নদীসৈকত—চাহিতেই মনে হইল, যেন চঞ্চল বায়ু-তরঙ্গ গৌরীর রূপোল্লাস তীরভূমি হইতে গঙ্গার বুকে ছড়াছড়ি করিতেছে। দূর ছাই, গুরুর কাছে না গিয়া দেখিতেছি আমার নিস্তার নাই।

"বাবা!"

নীচে নামিয়া উত্তর করিলাম—"কেন ভুবনের মা? গৌরী কি আবার জেগেছে?"

"না।"

"তার কি কোন অসুখ করেছে?"

"বালাই!"

"কি জন্য আমাকে ডাকলে?"

"তুমি আজ ঘুমুতে পারছ না কেন?"

"কেন পারছি না, বলতে পার, ভুবনের মা?"

"বাবাজীর কাছ থেকে এসে অবধি তুমি কেমন ছটফট্ করছ।"

"তুমি মিছে বল নি—আমার মনটা হঠাৎ অস্থির হ'য়ে উঠেছে।"

"কেন হয়েছে বুঝতে পেরেছি। মেয়েটা দিন দিন তোমার বড় ন্যাওটো হয়ে পড়ছে।"

"তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছ।"

"আজ তাকে শান্ত করতে আমি হার মেনে গেলুম।"

"কি করি, ভুবনের মা, দুটো সংসার পেটে পূরে আমি যে কাশীতে এসেছি!"

"আজ তুমি ঘুমোও।"

"গুরু বল্‌লেন, তোমার সন্ন্যাস গ্রহণের সময় এসেছে।"

"এ ত ভাগ্যের কথা, বাবা। এসে থাকে নেবে।"

"কেমন ক'রে নেবো?"

"গৌরী?"

"তার ভাবনা যে জন্মকাল থেকে ভেবে আসছে, সেই ভাববে।"

ভুবনের ম'র উত্তরে আমি কিছু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। মা, বাপ, আশ্রয়—সমস্তই বলিতে একমাত্র যার অধিকার, তার মুখ হইতে হঠাৎ এরূপ নির্ম্মমতার কথা শুনিবার প্রত্যাশা আমি করি নাই। তবু তার মনের দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার জন্য আমি প্রশ্ন করিলাম—"তুমি কি গৌরীকে ছাড়্‌তে পার, ভুবনের মা?"

"পারি না পারি, এক দিন ছাড়তেই ত হবে, বাবা!"

আরে ম'ল, বুড়ী বলে কি! আমি ত মনে করিয়াছিলাম, কোন গতিকে আমিও যদি মেয়েটাকে ছাড়িতে পারি, এ বুড়ী পারিবে না। আমি শুধু নিজের জন্য অস্থির হই নাই, ভুবনের মা'র জন্যও হইয়াছি। এত স্নেহ সন্তানের প্রতি কোন মায়েরও যে আমি কোন কালে দেখি নাই!

বৃদ্ধা বলিতে লাগিল—"তোমার এক ছেলে এক মেয়েকে একবার ছেড়েছি—তার পর সেই সর্ব্বনাশীটাকে ছেড়েছি—তার মা কে—" আর ভুবনের মা বলিতে পারিল না।

"তুমি তাদের ছেড়েছো কই, ভুবনের মা! তারাই তোমাকে ছেড়েছে। এ-ও যদি সেই রকম ক'রে তোমাকে ছাড়ে, তবেই ত তুমি ছাড়্ পাবে।"

"বালাই, ওকে এবারে ছাড়্‌তে দেব কেন—আমি ছাড়বো—আমাকে ছাড়ার শোধ নেব।"

"বেঁচে থাক্‌তে?"

"আমি আর ক'দিন বাঁচব?"

যে যার মনের ভাব বুঝিয়া লইলাম; বুঝিয়া কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিলাম। ভুবনের মাও কিছুক্ষণ নীরবে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল; তার পর বলিল—"আজ ঘুমোও—রাত্রি অনেক হয়েছে।"

তার কথায় বোধ হইল, বৃদ্ধা আমার পূর্ব্বেই গৌরীর ভবিষ্যতের আশ্রয় খুঁজিতে ব্যস্ত হইয়াছে, বুঝি সে সন্ধান পাইয়াছে। "আজ ঘুমোও, মানে কি ভুবনের মা?"

"আজ আর ও কথা কেন, বাবা? যা জিজ্ঞাসা কর্‌বার কাল ক'র।"

"বল্‌তে কি বাধা আছে?"

ভুবনের মা উত্তর দিল না। দিল না বলিতেছি কেন, দিতে পারিল না। ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া আমি বলিলাম—"বেশ, কালই জিজ্ঞাসা কর্‌ব।"

বলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছি, ভুবনের মা বলিয়া উঠিল—"তোমার কাছে গোপন কর্‌বার কি আছে, বাবা! তবে সমস্ত না জেনে বল্‌তে যাব, কাশীস্থান, কি বল্‌তে কি ব'লে অপরাধী হব, তাই তোমাকে আজ আর কিছু বল্‌ছি না। আজ সে আসে নি, কালও যদি সে না আসে?"

এ "সে" যে কে, আমার বুঝিতে বাকি রহিল না। এই এগারো মাসের মধ্যে এক দিন তার চরণ দু'টিমাত্র দেখিয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"আজও পর্য্যন্ত মেয়েটি কি গৌরীকে স্তন্য দিয়ে যাচ্ছে?"

"শুধু আজ সকালে আসে নি, বাবা! এই এগারো মাসের মধ্যে এক দিনের জন্যও তার আসার কামাই-ছিল না।"

"বুঝেছি, ভুবনের মা, তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত কর্‌বার ব্যবস্থা কর!"

"নিশ্চিন্ত বিশ্বনাথই কর্‌বেন।"

বাস্তবিক তার পর শুইতে গিয়া এমন ঘুমাইয়া পড়িলাম যে, জাগিয়া দেখি, গৌরী আমার আগে জাগিয়াছে।

৮

ঘর হইতে বাহির হইতেই দেখি, গৌরী হামাগুড়ি দিয়া সমস্ত বারান্দাটায় ছুটাছুটি করিতেছে; এক একবার যে ঘরে ভুবনের মা থাকে, সেই ঘরের দ্বারের সম্মুখে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া ভিতরের দিকে চাহিতেছে। তাহার দৃষ্টি উপরে উঠিতেছিল।

মনে হইল, ঘরের ভিতরে কাহারও মুখের পানে সে চাহিতেছে।

আমি ডাকিলাম—"ভুবনের মা!"

আমার কণ্ঠস্বরে বালিকা আমার কাছে ছুটিয়া আসিল এবং পিতৃসম্বোধনের প্রয়াস করিল। ঘরের ভিতর হইতে কোনও উত্তর আসিল না।

বালিকাকে কোলে উঠাইয়া আবার ডাকিলাম —"ভুবনের মা! ভুবনের মা, ঘরে আছ?"

"তিনি স্নানে গিয়েছেন।"

সেই পাঁচ মাস পূর্ব্বে দেখা নারীর মধুর কণ্ঠ! আজ তাহার সঙ্গে আমার কথা কহিতে হইবে। কহিতেই হইবে। আমার অনুমান সত্য কি না বুঝিবার প্রয়োজন। আমি বলিলাম—"মা! আমাকেও যে স্নানে যেতে হবে। আজ আমার উঠ্‌তে অসম্ভব বেলা হয়েছে।"

"ওকে রেখে যান।"

গৌরীকে কোল হইতে ভূমিতে রাখিতে গেলাম। বালিকা তাহার চিরপ্রথামত আমার গলা জড়াইয়া ধরিল; হাত ছাড়াইতে কাঁদিয়া উঠিল। আমি ডাকিলাম, "মা!" উত্তর পাইলাম না। "আমাকে এ বিপদ্ থেকে মুক্ত কর। আমি তোমার সন্তান—সন্ন্যাসী। সন্তানের কাছে তার মা আস্‌বে—সঙ্কোচ কেন?"

মা যেন তাঁহার সঙ্গে আমার সন্তান সম্বন্ধ আগে স্থির করিয়া লইলেন, তাহার পর বাহিরে আসিলেন; নহিলে এ কি দেখিলাম! এই কি কবি-কল্পিত রূপ—তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা—পক্ক-বিম্বাধরোষ্ঠী? মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত একটা প্রবল শক্তিতে ঝঙ্কৃত স্পন্দন আমার সর্ব্বশরীরকে এক মুহূর্ত্তে অবশ করিয়া দিল। গৌরী নিজের হাত দুটি দিয়া আমার গলা ধরিয়া আত্মরক্ষা না করিলে, বোধ হয় বারান্দায় পড়িয়া যাইত।

মা বুঝি আমার অবস্থা বুঝিলেন, যথাসম্ভব সত্বর আমার নিকটে আসিয়া গৌরীকে আমার কোল হইতে ছিনাইয়া লইলেন।

মুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ হইয়াই যথাশক্তি আত্মগোপন করিয়া আমি বলিলাম—"মা। ভুবনের মা'র ফিরে আসা পর্য্যন্ত তোমাকে যে অপেক্ষা করতে হবে।"

"আপনি কখন্ ফির্‌বেন?"

"ঠিক বলা অসম্ভব।"

"ভুবনের মা আমাকে ব'লে গেল, আপনি আমাকে কি জিজ্ঞাসা কর্‌বেন।"

"জিজ্ঞাসা কর্‌ব অনেক কথা। তুমি কি আমার ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌বে?"

মা মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইলেন। পা হইতে মাথা—কাঞ্চন-গৌরীর সেই পাঁচ মাস পূর্ব্বের দেখা চরণ—অঙ্গুলিগুলাই যেন বিশ্ব-শিল্পীর রচনার কথা শুনাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, পা হইতে মাথা—যেমন দেখা, সর্ব্বশরীরে অমনই আবার শিহরণ আসিল। গৌরী এই সময়ে স্তন্যপানের ব্যাকুলতায় তাঁহার বক্ষের বসন লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

ভাগ্যে মর্য্যাদাবোধ তখনও অবশিষ্ট ছিল। মনে মনে বারংবার মাতৃশব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে মুখ ফিরাইয়া বলিলাম—"বিকালে আসতে পার্‌বে কি?"

"আপনি আসুন।"

* * * *

প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া কমণ্ডলু-হাতে ঘর হইতে বাহির হইতেছি, উপর হইতে আমাকে দেখিয়াই বুঝি গৌরী ডাকিয়া উঠিল—"বা-বা-বা।"

"চুপ, পিছু ডাকিস্‌নি, হতভাগী!"

দেখিব না দেখিব না করিয়া উপরদিকে চাহিতেই চক্ষু মুদ্রিত হইয়া গেল। সেই কনক-চম্পকদাম-গৌরী—কোলে কনক-চম্পক-কোরক গৌরী!

৯

মা, মা, মা! গঙ্গাগর্ভে বার বার ডুব দিলাম। প্রতি নিমজ্জনে মাতৃ-নাম উচ্চারণ করিলাম। কই, রূপ-মোহ ত ধৌত হইল না! অন্নপূর্ণার মন্দিরে—কই মা, তোমার রূপের সঙ্গে সে-রূপ মিলাইতে যাই—মিলিতে মিলিতে সে আবার মাথায় মোহ ঢালিয়া তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাসে কেন?

এ-দেবতা সে-দেবতার মন্দিরে ঘুরিয়া বেলা দশটা অতীত করিয়াও যখন চিত্ত শান্ত করিতে পারিলাম না, তখন অনন্যোপায়—ঘরেই ফিরিলাম। সেরূপ চঞ্চলচিত্ত লইয়া গুরুর সম্মুখে উপস্থিত

হইতে আমার সাহস হইল না। বাড়ীর দ্বারের কাছে উপস্থিত হইতেই দেখি, ভুবনের মা বিপরীত দিক্ হইতে আসিতেছে।

"বাড়ীর দোর খুলে রেখে কোথায় গিয়েছিলে, ভুবনের মা?

"মেয়েটিকে একটু এগিয়ে দিতে গিয়েছিলুম।"

"এতক্ষণ সে ছিল?"

"তোমারই ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিল।"

"আমি যে তাকে বিকালে আসতে বলেছিলুম।"

"বিকালে তার ঘর থেকে বেরুনো বড় কঠিন।"

"সকালে তবে কেমন ক'রে আসে সে?"

"স্নান করতে আসে, সেই সময় এ বাড়ী একবার হয়ে যায়।"

"কতক্ষণ সে গেছে?"

"এই যাচ্ছে।"

"তাকে ফিরিয়ে আনতে পার?"

ভুবনের মা আমার মুখের পানে চাহিল মাত্র।

"যদি বেশী দূর না গিয়ে থাকে, তাকে আর একবার আনতে পারলে ভাল হয়।"

ভুবনের মা নড়িল না। কতকগুলা লোক এই সময় আমার বাড়ীর সম্মুখের পথ দিয়া চলিয়া গেল। তাহারা অদৃশ্য না হওয়া পর্য্যন্ত অগত্যা আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল। ভুবনের মা আমার মুখ দেখিয়া আমার ভাবান্তর কি লক্ষ্য করিয়াছে? লোকগুলা চলিয়া গেলে সেই সুন্দরীকে ফিরাইয়া আনিবার কথা আবার যেই আমি তুলিয়াছি, অমনই ভুবনের মা আমাকে তিরস্কার করিবার জন্যই যেন বলিয়া উঠিল—"ছি বাবা!"

"ছি মানে কি, ভুবনের মা?" তাহার ওই ক্ষুদ্র কথাটিতেই আমার ক্রোধ হইয়াছে।

"আর পথে দাঁড়িয়ে কেন, ঘরে চল।"

"তা তো যাবই, কিন্তু তোমার ও কথা বলবার অর্থ কি?"

"সে ত রোজই আসছে। যদি কিছু তাকে জিজ্ঞাসা করবার থাকে, কাল করলে চলবে না?"

আমি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ভুবনের মা আমার অনুসরণ করিল। প্রসঙ্গের পরিবর্ত্তন করিতে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"গৌরী?"

"অনেকক্ষণ ধ'রে মাই খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।"

হাত পা ধুইয়া একটি হুঁকা হাতে বারান্দায় বসিয়াছি, গৌরী কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে উঠাইতে আমি ভুবনের মা'কেই আদেশ করিলাম। সে নীচে আমার রন্ধনের উদ্যোগে ব্যস্ত ছিল। বলিল—"আমার হাত জোড়া।"

সুতরাং আমাকেই গৌরীকে তুলিয়া আনিতে হইল। কিন্তু তাহাকে বুকে তুলিয়া আজ তেমন তৃপ্তি পাইতেছি না কেন? গৌরীরও যেন আমার কোলে উঠিতে তেমন আগ্রহ নাই। কোলে বসিয়া ব্যাকুলার মত এক একবার সে চারিধারে চাহিতে লাগিল। বুঝিলাম, তাহার দৃষ্টি কাহাকে অন্বেষণ করিতেছে।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার বৃদ্ধাকে ডাকিলাম—"হাত খালি হ'ল, ভুবনের মা?"

ভুবনের মা উপরে আসিয়া উত্তর করিল—"কি বল। আমি এইবারে একবার বিশ্বনাথ দর্শনে যাব মনে করছি।"

"তা হ'লে একেও সঙ্গে নিয়ে যাও।"

"তুমি রাখতে পারবে না?"

"আমি পারব না কেন—এ যে সেই মেয়েটিকে খুঁজছে?"

"রোজই খোঁজে, আজ একটু সে বেশী নাড়া-চাড়া ক'রে গেছে কি না!"

"এটি কি তারই, ভুবনের মা?"

"এ কি আর বুঝতে বাকি থাকে বাবা!"

"তুমি কি জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছ?"

"না।"

"এই এতকালের ভিতর একদিনও কি জানবার চেষ্টা করনি?"

"কি জন্য করব? জিজ্ঞাসা করলে সে যদি স্বীকার না করে? কাশীতে আমি তার পাপের কারণ হব? এক পাপ ঢাকতে আর এক পাপ—আমার দরকার কি, বাবা!"

"কিন্তু এবার যে জানতেই হবে, ভুবনের মা!"

"বেশ, কাল ত সে আসবে, তুমিই জিজ্ঞাসা ক'র।"

"কাল সে আসবে?"

"বরাবরই ত আসছে—একদিন মাত্র আসতে পারে নি।"

"কেন আসে নি, জিজ্ঞাসা করেছিলে?"

"এই যে বললুম, যদি ঠিক উত্তর না দেয়?"

"ভুল হয়েছে, ভুবনের মা, এখন দেখ্‌ছি তোমারই কাশীবাস সার্থক। আমি এখানে বিশ্বনাথকে তামাসা করতে এসেছি।"

বৃদ্ধা কোনও কথা কহিল না। ভাবে বোধ হইল, আমার সুখ্যাতি করা তাহার ভাল লাগিল না।

"তা হ'লে আমি কি করব?"

"জানবার?"

"আমাকে যে জানতেই হবে।"

"কাল এলে জিজ্ঞাসা ক'র।"

"তুমি যে কি বললে!"

"সে কথা এখনও ধ'রে রেখেছ, বাবা! এ শিবস্থান বটে—এক দিকে যেমন এ স্থানের তুলনা নেই, অন্যদিকেও সেইরূপ—তুলনা নেই। তোমার সম্বন্ধে, যতদূর জানি, আজও পর্য্যন্ত কেউ কিছু অন্যায় বলতে পারে নি। যাতে কথা উঠতে পারে, এমন কাজ করবার দরকার কি, বাবা।"

"কিন্তু ভুবনের মা, আমার বয়স ষাট বৎসর।"

ভুবনের মা শুধু হাসিল।

"এখনও কি আমাকে তোমার সন্দেহ হয়?"

"আমার না হ'তে পারে, লোক কিন্তু হিসেব ক'রে নিন্দা করে না। কত সাধু সন্ন্যাসী এখানে অপবাদের হাত এড়াতে পারেন নি।"

"থাক্, আর তোমার সুখ্যাতি করব না, ভুবনের মা, তুমি চ'টে যাবে। গৌরী থাক্, তুমি বিশ্বনাথ দর্শন ক'রে ফিরে এস।"

গঙ্গাস্নান করিয়া অন্নপূর্ণা বিশ্বনাথের আশ্রয় লইতে গিয়াও চিত্তের যে শান্তি পাইলাম না, ভুবনের মা'র এক কথাতেই আমার তাহা লাভ হইয়া গেল—আমি আবার প্রকৃতিস্থ হইলাম।

শান্তচিত্তে গৌরীকে খানিকটা আদর করিলাম। সে তাহার স্তন্যদায়িনীর উদ্দেশ্যে এদিক্ ওদিক্ দেখা ভুলিয়া গেল।

১০

এক হাতে একটি মিষ্টান্ন, অন্য হাতে একটি খেলনা দিয়া, নিত্য যেমন করিয়া থাকি, গৌরীকে বসাইয়া সবেমাত্র রন্ধনের উদ্যোগ করিয়াছি, বাহিরে সেই কণ্ঠ উঠিল—"কই গো মা!"

বুকটা আবার গুরু গুরু করিয়া উঠিল। এ কি বিপদে পড়িলাম! আমার বয়স যে ষাট বৎসর! আর আমার প্রথমা কন্যা জীবিত থাকিলে বয়সে ওই মেয়েটিরই মত যে হইত! উত্তর দিবা[র] বৃথা চেষ্টা, মুখ হইতে কথা বাহির হইল না।

বসিয়া বসিয়া দেখিলাম, গৌরী প্যাঁড়া, ঝুম-ঝুমি ফেলিয়া একটা উল্লাসসূচক ধ্বনি করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে।

আবার গৌরীকে কোলে লইয়া আকাঙ্ক্ষার দৃশ্য আমার সম্মুখে দাঁড়াইল।

"এসো।" আমি "মা" বলিতে ভুলিলাম।

"মা এখনও ফিরে আসেন নি?"

"তার সঙ্গে তোমার কি দেখা হয়েছে?"

গৌরী আবার স্তন্যপানের জন্য ব্যকুলতা দেখাইতে লাগিল।

"বাবা, একটু অপেক্ষা করুন; আমি এখনি ফিরে আস্‌ছি"—বলিয়াই গৌরীর হাত ধরিয়া তাহার স্তন্যপানের ব্যাকুল চেষ্টা ব্যর্থ করিতে করিতে সুন্দরী উপরে চলিয়া গেলেন।

আমি, কোন কথা না বলিয়া, বসিয়া, কেবল তাহার সেই চেষ্টাজনিত দৈহিক-চাঞ্চল্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম।

তাহার সঙ্কোচাধিক্যে আমার মনে বিরক্তির উদয় হইল। আমি স্থির করিয়াছিলাম, সে-ই গৌরীর গর্ভধারিণী। বালিকার উপর এত স্নেহ, তাহার জননী ব্যতীত আর কাহাতে সম্ভব হইতে পারে? এই নষ্টচরিত্রা আমার মত বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকেই এতটা সঙ্কোচ কেন দেখাইবে? কথার কৌশলে সে কথাটা রহস্য করিয়া শুনাইতে আপত্তি কি? আসুক ঐ গৌরীর মা ফিরিয়া।

তখন আমি আপনার মনের ভাব তলাইয়া বুঝিতে পারি নাই। রূপের বহ্নি যে জরা-শুষ্ক মানুষকেও দাহ করিতে পারে, অভিজ্ঞতার অভাবে—আর বোধ হয়, আপনায় বৈরাগ্যগর্ব্বেই তাহা ভাবিয়া দেখি নাই। হায় মানুষ! কিন্তু তাহা বুঝিতেও বিলম্ব হইল না।

একটু পরেই শান্ত গৌরীকে বুকে করিয়া তিনি যখন আবার ফিরিলেন—আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন—তখন তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তাঁহার সমস্ত মনটা স্কন্ধন্যস্ত-মস্তক বালিকার উপর—নিরর্থক দৃষ্টি সে যেন আকাশে তুলিয়া ধরিয়াছে।

তখন যেন অন্ধকারে বিদ্যুদালোকে আমি আমার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিলাম—এ কি বহ্নিদাহ !

গুরু আজ আমাকে ঘনান্ধকারে প্রচণ্ড পতন হইতে রক্ষা করিয়াছেন। নহিলে কোথায় থাকিত আমার সন্ন্যাস, কোথায় থাকিত আমার মনুষ্যত্ব? সম্মুখে কবি-কল্পিত রূপরাশি লইয়া আমার সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসা দৈহিকবলহীনা নারী! আমি তাহাকে, কথায়, সাহসিকতায় চরিত্র-হীনা নিশ্চয় বুঝিয়া, আমার অসৎ চিন্তাগুলিকে অসঙ্কোচে প্রশ্রয় দিয়াছি। আমার মনুষ্যত্ব? কোন্ চুলোয় পড়িয়া ভস্ম হইত, তোমরাই আমার হইয়া কল্পনা কর। কল্পনা করিতে এ অতি বার্দ্ধক্যেও আমার মাথা ঘুরিয়া যায়।

আমাকে বাক্‌শক্তিহীন বুঝিয়াই বুঝি গৌরীকে কাঁধ হইতে কোলে নামাইয়া তিনি কথা কহিলেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি, তখন বুঝিতে পারি নাই, গৌরীর মুখের উপর যশোদার মমতায় সংবদ্ধ হইয়াছে।

"আপনি আমাকে কি বলবেন?"

"সে কি এমন ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোন্‌বার? শুনতে গেলে কিছুক্ষণ বসতে হবে।"

"কায়েত মেয়ে যে এখনও এলো না!"

"সে যদি আর নাই আসে?"

"আপনি কি বল্‌বেন, আমি বুঝেছি।"

এই সময়ে একটা অযোগ্য কথা আমার মুখ হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল। আমার সৌভাগ্য ছিল, মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতে রমণী আবার বলিয়া উঠিলেন,—"এ মেয়েটাকে আপনি আর রাখতে চান না?"

চিত্তের বর্ব্বরতায় একটা আঘাত পড়িল, সে আঘাতের গুরুত্ব তখন ভাল রকম বুঝিতে না পারিলেও আপনা হইতেই আমার কথার গতি ফিরিয়া গেল—"কেমন ক'রে জান্‌লে?"

"কায়েত মেয়ের মুখে শুনেছি।"

"মুক্তিলাভের জন্য কাশীতে এসেছিলুম—"

"আবাগী কোত্থেকে এসে আপনাকে বাঁধনে জড়িয়েছে।"

"আবাগীর দোষ কেন দিচ্ছ?"

"তবে আপনার অদৃষ্টকেই দোষ দিতে হয়।"

"ও কথার কোনও অর্থ নেই, অদৃষ্টকে তুমিও দেখনি, আমিও দেখিনি যখন—তোমার? মুখ নীচু ক'রে থাকলে চল্‌বে না।"

সুন্দরী মুখ তুলিলেন, মাথার কাপড় ইচ্ছাপূর্ব্বকই যেন, অপসারিত করিয়া দাঁড়াইলেন। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তাঁহার সীমন্তের সিন্দুর অগণ্য কর্কশ ইঙ্গিতে আমাকে তিরস্কার করিয়া উঠিল।

"তুমি এর মা নও?"

"এগারো মাস মাই-দুধ খাওয়ালুম"—টপ্ টপ্ করিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু বক্ষস্থ গৌরীর মাথার উপর পতিত হইল।

তবু মনের সন্দেহ! আমি বলিলাম—"তা তো আমিও জানি! তুমি কি একে গর্ভে ধর নাই?"

"না, বাবা!"

আর এক শিহরণ। তবুও আমি অবিশ্বাসের হাসি হাসিলাম।

"আপনিই এর বাপ মা।"

"কথায় আমাকে মুগ্ধ কর্‌তে এসো না, বাছা!"

"মুগ্ধ কর্‌তে বলিনি, বাবা, মন যা বল্‌ছে, তাই বল্‌ছি।

"বাপ না হয় হলুম, যখন মেয়েটা 'বাবা' বল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে, তখন দুদিন পরে বল্‌বেই। মা'টাও কি আমাকে সেই অপরাধে হ'তে হ'বে?"

ঈষৎ বিরক্তির ভাবে রমণী বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি বল্‌তে চান কি?"

"কি বল্‌তে চাই, তুমি কি বুঝতে পার্‌ছ না?"

"বুঝতে পার্‌ছি না যে বাবা!"

আমার মনের দুষ্টামী যেন প্রচণ্ড আঘাতে পিশিয়া গেল! এই এক কথাতেই আমার মাথা ঠাণ্ডা হইল। আমি বলিলাম,—"তুমি কি মা, আমার কথায় আর কোন কথার আভাস পেয়েছ?"

"কি বল্‌তে আপনার ইচ্ছে, স্পষ্ট ক'রে বলুন। সন্ন্যাসী আপনি, ঘুরিয়ে কথা বল্‌ছেন কেন?"

"আমি মনে করেছিলুম, তুমিই ওর মা।"

"না।"

"এখনও মনে কর্‌ছি।"

"আর মনে করবেন না। স্থান কাশী, আপনি সাধু, কথায় অবিশ্বাস করেন কেন?"

"তবে কি আমাকে বুঝতে হবে, এই অভাগিনীর উপর দয়ায় তুমি এই দীর্ঘকাল তাকে স্তন্যপান করাচ্ছ?"

"তা বল্‌তে পারি না। আগে যদিও বল্‌তে পারতুম, এখন একেবারেই পারি না।"

"মেয়েটা কি, মা এতই মায়াতে তোমাকে জড়িয়েছে ?"

"নইলে চোরের মত এখানে আসবো কেন, আর এমন কথাই বা শুনব কেন ?"

মনে মনে আপনাকে শত ধিক্কার দিলাম।

রমণী বলিতে লাগিলেন—"অন্তত: ন' মাস আগে হ'তে আমার এখানে না আসা উচিত ছিল। দয়া আর কেমন ক'রে বলব, বাবা! সকালের প্রতীক্ষায় সারারাত ছটফট করি, ছেলেকে মাই দুধ থেকে বঞ্চিত ক'রে, সূর্য্য উঠতে না উঠতে ছুটে আসি। কেন আসি ?"

"এ হেঁয়ালির উত্তর আমি কেমন করে' দেব, মা! তবে, আর মিথ্যা কইব কেন, আমি অপরাধ করেছি। যদিও করেছি তোমাকে না বুঝে, তবু অপরাধ, গুরু অপরাধ। অপরাধ শুধু তোমার কাছে নয়, করেছি আমার ইষ্টের কাছে।

"না, বাবা, আপনি মহাত্মা।"

"আর রহস্য ক'র না মা। তুমি যেই হও, সন্ন্যাসী ব'লে নিজের পরিচয় দিয়ে, তোমার মনে আঘাত—ইহপরলোকে এ অপরাধের মার্জ্জনা নেই।"

"আমি আপনার কন্যা—আমি কিছু মনে করিনি, বাবা!"

"তোমাকে কন্যা বলবার অধিকার আমি কোথায় রাখলুম মা!" আমার চোখে জল আসিল।

আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই যেন রমণী বলিয়া উঠিলেন,—"মেয়েটা দিন দিন বড়ই দুরন্ত হয়েছে। এই দেখুন, এক মাই খেয়েছে, আর এক মাইয়ের কি দুর্দ্দশা করেছে।" বলিয়াই, এখন জোর করিয়াই বলি না, আমার মা তাঁহার বক্ষে গৌরীর নখ চিহ্ন দেখাইলেন। গৌরী তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া আবার ঘুমাইয়াছে।

"তুমি অদ্ভুত মেয়ে' মা, তুমি প্রহেলিকা। গৌরীকে ঘরে শুইয়ে এখন যাও। ক্ষমা আমার চাইতে সাহস নেই, যদি তোমার অহেতুক দয়াতে এ বুড়ো মতিভ্রম ছেলেকে ক্ষমা ক'রেই থাক, অন্য যে কোনও সময় আসতে ইচ্ছা কর, এস। একা এস না। তোমার এ পাগলামী সংসারের লোক বুঝবে না। সত্য বলছি মা, আমিও এখনো বুঝতে পারি নি।"

"না, আর থাকব না বাবা।"

ঘুমন্ত গৌরীকে উপরে শোয়াইয়া, আমাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া প্রস্থানের পূর্ব্বে মা বলিলে —"এখন আসি, বাবা। বোধ হয়, কাল আ আমি আসতে পারব না।"

আমি উত্তর দিতে পারিলাম না।

১১

ভাবিলাম, প্রথম প্রায়শ্চিত্ত আজ উপবা করিব। দ্বিতীয় প্রায়শ্চিত্ত, গুরুর চরণে শরণা হইয়া সন্ন্যাস লইব। এক মুহূর্ত্তের ভ্রমে ভিত যে অপবিত্রতার সঞ্চয় করিয়াছি, যুগব্যাপী সাধনা ফল দিয়া পূর্ণ করিলেও বুঝি এ জীবনের আর মু হইবে না। এখানে ত আমি ভিন্ন আর কেহ না ভুবনের মা এখনও ত আসে নাই—উঃ! নিজে কাছেই নিজের এত লাঞ্ছনা! বসিয়া বসি অসংখ্য কাশী-বাসীর রূপ কল্পনায় আঁকিলাম, কি তাহাদের মুখের দিকে চাহিতেই আমার চক্ষু ন হইল। তাহাতেই কি ছাই লাঞ্ছনার নিবৃত্তি আছে হেঁটমাথাতেই বুঝিতে পারিলাম, চারিদিক্ হইতে তাহারা আমার প্রতি ঘৃণার দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে কেমন করিয়া পথে বাহির হইব ? গুরুকে দেখিতে যাইবার কথা মনে উঠিতেই সর্ব্বশরীর কাঁপি উঠিল।

অথচ এ রমণী এখনও পর্য্যন্ত আমার কা প্রহেলিকা। এই এতদিন সে গৌরীকে স্তন্যপা করাইতেছে, অথচ সে গৌরীর মা নয়। তাহা সীমন্তে সিন্দুর, সদ্যোজাত শিশুকে সেই বিষ দুর্যোগে পরিত্যাগ—তেমন পিশাচীর নিষ্ঠুর কা সে করিতে যাইবে কেন ?

তবে কোথা হইতে সে গৌরীর অস্তিত্ব জানি পারিল ? কেন, এমন নিত্য নিয়ম-সেবার মত এ শিশুকে সে মাতৃ-স্নেহ ঢালিয়া দিতে আসিল ? কি দয়া ? মা যে বলিলেন, না! মায়া ? য তাই হয়, এ মায়া কাহার উপরে ? শিশুর, না অভাগী এই অভাগীকে গর্ভে ধরিয়াছে, তাহা উপর ?

জানিতে বিপুল কৌতূহল জাগিতেছে। কি জানিতে আমার অধিকার নাই। জানিবা উপায়—অনুসন্ধান করিতে আমার সামর্থ্য নাই।

উনুনটাকে পিছনে রাখিয়া যোগস্থের মত বসিয়া আছি, ভুবনের মা আসিল। আমাকে নিশ্চিন্তের মত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এরই মধ্যে রান্না শেষ ক'রে ফেলেছ বাবা?"

"আজ রাঁধবো না ভুবনের মা।"

"কেন?"

"তোমার অন্ন তুমিই আজ পাক ক'রে নাও।"

"খাবে না কেন? শরীর কি ভাল নয়?"

"তুমি আস্‌তে এত দেরি করলে কেন?"

"সে কথা পরে বল্‌ছি। তুমি খাবে না কেন?"

"প্রায়শ্চিত্ত করব।"

"কিসের?"

"প্রায়শ্চিত্ত আর কিসের? পাপের।"

"তোমার কথা কিছুই ত বুঝতে পার্‌ছি না!"

"বোঝাবার দরকার নেই—রাঁধো, খাও।"

"সে মেয়েটি কি আবার এসেছিল?"

"এসেছিল।"

"হুঁ। আমারই মরণ। আবাগী সঙ্গে আসতে চেয়েছিল গো! আমি তাকে অপেক্ষা করতে ব'লে কেদারনাথ দেখ্‌তে গিয়েছিলুম। এত ভিড়—কে এক কোন্ দেশের রাজা এসেছিল—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাল ক'রে দেখতেও পেলুম না, মাঝখান থেকে কোথা হ'তে কি হয়ে গেল।"

"তাকে আবাগী বল্‌লে কেন, ভুবনের মা?"

ভুবনের মা এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। সে গৌরীর তত্ত্ব লইল। আমিও সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি কি তাকে গৌরীর মা-ই ঠিক করেছ?"

"মা নয়?"

"আমি না দেখি তুমিও কি তার সিঁথের সিঁদুর দেখ নি?"

"তাই দেখে তুমি মনে করেছ? ও রকম সিঁদুর মাথায় এখানে অনেক আছে, বাবা!"

"এতকাল তার মাথার সিঁদুর দেখেছ, অথচ তাকে অভাগিনী সন্দেহ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে আছ?"

"তা যা বলেছ, এমন শান্ত মেয়ে আমি কমই দেখেছি, বাবা। এক দেখেছিলুম আমার ছোট মা। ভাবতুম, হা বিশ্বনাথ, এমন মেয়ের এমন দুর্দশা হ'ল কেন?"

"তবে? তাকে একবার জিজ্ঞাসা করলে কি দোষ হ'ত, ভুবনের মা? এ সন্দেহ করার চেয়ে তাতে কি বেশী পাপ হ'ত?"

ভুবনের মা'র মুখ চুণ হইয়া গেল। উপর হইতে গৌরী কাঁদিয়া উঠিল।

"তুমি খাবার উদ্যোগ কর, আমি যাচ্ছি।"

"তুমি খাবে না, আমি পোড়ামুখে অন্ন দেব!"

"আমাকে উপলক্ষ ক'র না—আমি তার অমর্য্যাদা করেছি, অসৎ কথা শুনিয়েছি।"

"এইবারে তাকে জিজ্ঞাসা করব বাবা।"

"আর কি তার দেখা পাবি, বুড়ী!"

"তুমি কি তার এমন অমর্য্যাদা করেছ?"

"করি নি বল্‌লে মিছে হয়—তবে ক্ষমা পেয়েছি, ভুবনের মা! কিন্তু বোধ হচ্ছে, মা আর এখানে আসবেন না।"

গৌরী উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠিল। উভয়েই আজ তার মুখে সর্ব্বপ্রথম মাতৃনাম উচ্চারিত হইতে শুনিলাম। উভয়েই যে যার মুখের পানে একবার চাহিলাম মাত্র।

১২

ভুবনের মাও সে দিন আমারই মত উপবাসী রহিল। আমার বহু অনুরোধেও সে আহার করিল না। বলিল,—"বাবা! তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, আমার নেই।"

সে দিন কেহই আমরা ঘর হইতে বাহির হইলাম না। গৌরী আজ অস্থির হইয়াছে।

পরদিন মা আসিবেন না বলিয়াছেন, আসিলেন না। আমি আর কয় দিন প্রায়শ্চিত্ত করিব? সে দিন আহার করিয়া, যদিই মেয়েটার মমতায় মা চলিয়া আসে, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিলাম। আজ গৌরী সমস্ত দিনটাই সময়ে অসময়ে কাঁদিয়াছে। ভুবনের মা সে দিনও আহার করিল না। বারংবার আমার সাগ্রহ অনুরোধে সামান্য একটু ফল-জল মুখে দিয়া রহিল। সে আগে গৌরীর মা'র সঙ্গে দেখা না করিয়া মুখে অন্ন তুলিবে না। যদি সে আর না আসে? এ প্রশ্নের বৃদ্ধা উত্তর দেয় নাই।

পরদিন—কই, আজিও ত মা আসিলেন না। মনে মনে যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাই কি বাস্তবিক হইল।

ভুবনের মা'র আজিও ফল-জল। তবে কি বুড়ী মরিবে? তাহার জন্য আমি ব্যাকুল হইলাম। সে যদি মরে, গৌরীকে আমি কেমন করিয়া বাঁচাইব!

তাহার পর উপরি উপরি দুই দিন—মা যখন আসিলেন না, বৃদ্ধাও দেখিতে দেখিতে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। মায়ের তত্ত্ব আমাকে লইতেই হইবে। গৌরী যদিও অনেকটা শান্ত হইয়াছে, তথাপি থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠে। আমার মন বলে, বাক্-শক্তিহীন শিশু সকরুণ রোদনে তার স্তন্যদায়িনীর উদ্দেশে আবেদন প্রেরণ করিতেছে।

ভুবনের মা'কে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হ্যাঁগা, একবার সন্ধান ক'রে দেখলে হয় না?"

"কোথায় তাঁকে খুঁজবে, বাবা! এই সরু-গলি-ভরা সহর,—তার ওপর পৃথিবীর লোক আসা-যাওয়া করুছে।"

"এগারো মাস তার সঙ্গে আলাপ করুলে, পরিচয় না নিয়েছ, কোথায় থাকে, এটা জানলেও কি দোষ হ'ত ভুবনের মা?"

ভুবনের মা চুপ করিয়া রহিল—তাহার কথা কহিবার শক্তিও যেন ক্রমে লোপ পাইতেছে। মাথায় হাত দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিলাম। বাস্তবিকই ত! এই জনপূর্ণ কাশী, এই অসংখ্য অসূর্য্যম্পশ্য গলিভরা বিশ্বনাথের নগর—ইহার ভিতরে এক জন পরিচয়হীনা কুলাঙ্গনাকে খুঁজিয়া বাহির করা যে অসম্ভবের অসম্ভব!

তবু একবার খুঁজিব। মর্ম্মবেদনায় আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। "ভুবনের মা! গৌরীকে রাখ্তে পারুবে?"

গৌরীকে সারাটা বছর সে-ই ত রাখিয়া আসিতেছে। এই কয় দিন দুর্ব্বল অবস্থাতেও গৌরীর উৎপীড়ন সহ্য করিতে সে ক্লান্তি বোধ করিতেছে না। তবে এরূপ প্রশ্ন তাহাকে করিলাম কেন?

বৃদ্ধা বুঝিল, এ প্রশ্ন কেন করিতেছি। সে বলিল,—"মা'কে খুঁজে না পেলে তুমি ঘরে ফিরুবে না?"

"তাই মনে করুছি।"

"ও রকম মনে করুতে নেই বাবা।"

"তুমি যে ম'লে! আমার মনে হয়, আমার অনুরোধে তুমি ফল-জল মুখে দাও, গলাধঃকরণ কর না।"

"পোড়া পেট আছে, খাই বই কি।"

"তবে মরুতে বসেছ কেন?"

"আর কত দিন বাঁচতে বল?"

"তুমি মর আর বাঁচ, আমাকে বেরুতেই হবে, যদি তার সন্ধান না পাই, আর আমি এ বাড়ীতে—"

"কর কি, কর কি, বাবা, কাশী—যা রাখ্তে পারবে না, সে সঙ্কল্প ক'র না।"

"আমার যে কাশীতে বাস অসম্ভব হয়েছে, ভুবনের মা! বুঝ্তে পারুছ না, চারদিন আমি চৌকাঠের বাহিরে পা দিতে পারুলুম না। তুমি বুড়ো মানুষ, তাতে কদিন না খেয়ে মরমর, আমার আহারের জন্য হাটবাজার ক'রে আনুছ, আমি বেহায়ার মত ব'সে ব'সে দেখ্ছি।"

"বেশ, সকাল হ'লে মা-গঙ্গার ঘাটগুলো একবার দেখে এসো দেখি।"

কথাটা যুক্তি-যুক্ত বলিয়া বোধ হইল। গঙ্গাস্নান উপলক্ষ করিয়াই সে অপরিচিতা আমার বাসায় আসিয়া থাকে, এইটাই আমার তখন মনে ধারণা হইল। যদি দেখিতে পাই, স্নানবেলায় গঙ্গার কোন না কোনও ঘাটে তাঁহাকে দেখিতে পাইব। এক দিন না পাই, দুই দিন, দশ দিন—এক মাস পর্য্যন্ত তাঁহার সন্ধান করিব। কাশীতে যদি তাঁহাকে থাকিতে হয়, আমার জন্য মা কি স্নান পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিবেন?

"প্রতিদিন তিনি কোন্ সময় আসতেন ভুবনের মা?"

প্রায়ই সূয্যি না উঠ্তে উঠ্তে। কোন কোন দিন একটু বেলা যে হ'ত না, এমন নয়, কিন্তু সে কদিচ।"

"বেশ তাই করুব।—ঘাটে ঘাটেই খুঁজব।"

ক্ষণেক নীরব রহিয়া বৃদ্ধা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আমার জন্যই কি তাঁকে খুঁজবে?"

"না বল্লে মিছে হয়, তবে গৌরীর জন্যও বটে। তাঁর কথার ভাবে বুঝেছিলুম, গৌরীকে নিয়ে যাবার জন্য তিনি প্রস্তুত হয়েছেন। আমার কথা ক'বার দোষে তিনি সে কেথা পাড়তে পারুলেন না।"

"তুমি কি গৌরীকে ছাড়তে পারুবে?"

"পারুব কি, ভুবনের মা? ছাড়তেই হবে।"

নিরুত্তর বৃদ্ধার চক্ষু এতদিন পরে সিক্ত দেখিলাম।

সারারাত্রি চোখের পলক ফেলিতে পারিলাম না। যে সময় নিত্য উঠি, সেই সময়েই শয্যাত্যাগ করিলাম এবং গৌরী উঠিবার পূর্ব্বেই মায়ের অন্বেষণে ঘর হইতে বাহির হইলাম।

১৩

প্রথমেই, যে স্থান হইতে গৌরীকে লাভ করিয়াছিলাম, সেই চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে উপস্থিত হইলাম।

বহু লোক স্নান করিতেছিল—স্ত্রী ও পুরুষ। আমার একমাত্র লক্ষ্যবস্তু ছিলেন, 'মা'। সুতরাং পুরুষদিগের মধ্যে কাহারও প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল না। আমি তীরে দাঁড়াইয়া চোখের নিমিষে তাঁহার অনাগমন বুঝিয়া লইলাম। শত লোকের মধ্যে থাকিলেও মায়ের সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য স্বরূপ লুকাইতে পারিত না। জাহ্নবীজলে ডুবিলেও মা বুঝি রূপ ডুবাইতে পারিতেন না।

অন্য ঘাটে যাইবার জন্য তীর-ভূমি হইতেই ফিরিতেছি, নদীগর্ভ হইতে কথা উঠিল—"অম্বিকাচরণ!"

স্বর-মাধুর্য্যেই বুঝিলাম,—গুরুদেব। মুখ ফিরাইতেই দেখিলাম, তিনি জল হইতে উঠিতেছেন।

"স্নান না ক'রে চলে যাচ্ছ যে?"

উত্তর না দিয়া তাঁহার অভয় চরণে মস্তক সমর্পণ করিলাম।

"স্নান সেরে এস, আমি চাঁদনীতে তোমার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছি।"

বিনা-বাক্য-ব্যয়ে গুরুর আদেশ পালন করিতে চলিলাম।

ডুব দিতে গিয়া,—এখনও 'মা'কে দেখার অভিলাষ ত্যাগ করিতে পারি নাই—চুরী করিয়া মেয়েদের দিকে চাহিলাম। দৃষ্টি পড়িল, একটি মেয়ের উপর। মা'কে পূর্ব্বে না দেখিলে এই মা'কেই যে বলিতে হইত, "তোমার মত সুন্দর আর কখন দেখি নাই!"

সঙ্গে আর একটি রমণী, মধ্যবয়সী। তাঁহাকে সাধিকা বলিয়াই বোধ হইল, তাঁহার বসন গৈরিক-রঞ্জিত।

এই পর্য্যন্ত। চক্ষু মুদিয়া প্রায় একশ'বার ডুব দিলাম। আর কোনও দিকে না চাহিয়া, গুরুর কাছে উপস্থিত হইয়া দেখি, গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া সেই দুইটি মহিলাই বিদায় লইতেছে।

"অনুমতি করুন, আসি বাবা!" গৈরিক-ধারিণীই অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

"এসো, মা।"

চলিবার মুখে সুন্দরী ঈষৎ অবগুণ্ঠনবতী, অনুচ্চস্বরে তাঁহার সঙ্গিনীকে বলিলেন—"মা, বাবা কবে আমাদের বাড়ী পায়ের ধূলো দেবেন জিজ্ঞাসা কর।"

গুরুদেব নিজেই সে কথা শুনিয়া উত্তর দিলেন—"হবে রে বেটি হবে, যে দিন বিশ্বনাথের ইচ্ছা হবে।—একবার দাঁড়া—অম্বিকাচরণ, এগিয়ে এস!—এঁকে প্রণাম কর্! তোর স্বামীর গুরু-ভাই।"

উভয় মহিলাই আমাকে প্রণাম করিলেন—আমিও হাত তুলিয়া উভয়কেই প্রতি-প্রণাম করিলাম।

"মায়ের রূপ দেখ্‌লে অম্বিকাচরণ?"

মহিলা দুই জন তখনও পর্য্যন্ত অধিক দূরে যান নাই।—কথা কহিলে পাছে শুনিতে পান, তাই আমি শুধু মৃদু হাসিলাম।

"হাসলে শুধু হবে না হে, বল্‌তে হবে।"

"দেখেছি প্রভু!"

"এরূপ কদাচ দেখা যায়, সাক্ষাৎ যেন অন্নপূর্ণা।"

"না প্রভু, অন্নপূর্ণার সখা—আমি অন্নপূর্ণাকে দেখেছি।"

"বল কি হে!"

"মিথ্যা বলি নি, প্রভু।"

"তা হতে পারে। মিথ্যা কইবে কেন? অনন্ত-রূপিণী মা। যাক্, তার পর? এসে বল্‌ব ব'লে যে চ'লে এলে,—"

"এখনো বল্‌তে পার্‌ছি না, বাবা!"

"বলি, যাবার ইচ্ছা আছে ত?"

"আমার ইচ্ছা হ'লে কি হবে, আমার গুরুরই নিয়ে যাবার ইচ্ছা নেই।"

"বাঃ! আমিই ত তোমাকে যাবার অনুরোধ করলুম।"

"ও তোমার মুখের কথা, বাবা, বোধ হয় অন্তরের কথা নয়।"

"এ অদ্ভুত রহস্য তুমি কি ক'রে অধিকার করুলে?"

"নইলে পুটুলি পাঁটুলী বেঁধেও আমি যেতে পারুছি না কেন? বোধ হয়, এ জন্মেই যেতে পারুব না।"

ক্ষণেক আমার মুখের দিকে চাহিয়া গুরুদেব বলিলেন—"ব্যাপারটা কি খুলে বল দেখি। কোনও কিছু বন্ধনে পড়েছ?"

আমি উত্তর দিতে পারিলাম না।

গুরুদেব বলিতে লাগিলেন—"এক ভুবনের মাকে যদি বন্ধন মনে কর, বুড়ীকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পার।"

তথাপি আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া ঈষৎ কোপের সহিত তিনি বলিয়া উঠিলেন—"বলুবার কিছু থাকে বল; আমার কাছে গোপন কেন, মূর্খ।"

"বলুবার ঢের আছে, বাবা; আর বলুতেও অনেক সময় লাগবে। এখানে দাঁড়িয়ে ত হয় না।"

"বেশ, তোমার ঘরেই আজ আমার ভিক্ষা রইল।" বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন, এক-বারের জন্যও আর তিনি আমার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না।

একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আমার সমস্ত অন্তর্বেদনা বহির্বায়ুতে যেন মিলাইয়া গেল।

১৪

আমার আজ আনন্দের সীমা নাই, ভুবনের মা'র বাঁচিবার উপায় হইয়াছে। গুরুদেবের প্রসাদ, সে আর গ্রহণ করিব না বলিতে পারিবে না। গুরুদেবের পূর্ব্বাশ্রম বঙ্গদেশে ছিল। বহুকাল পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থানের জন্য এখন একরূপ পশ্চিমাই হইয়া গিয়াছেন। তণ্ডুলান্ন তিনি কদাচ গ্রহণ করেন। স্থির করিলাম, লুচি-পুরির সঙ্গে তাঁহার জন্য যথেষ্ট তণ্ডুলান্ন প্রস্তুত করিয়া দিব। ভুব-নের মা কয়দিন পরে অন্নাহার করিবে, লুচি-পুরি খাইলে মরিয়া যাইবে। যদি প্রসাদের মত বৃদ্ধা অন্নের কণা মুখে দিতে চাহে, গুরুদেবকে অনুরোধ করিয়া তাহাকে যথেষ্ট ভোজন করাইব।

গুরুর আহারের ব্যবস্থা করিতে আমি ঘরে ফিরিতেছিলাম, পথে সেই গৈরিক-ধারিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইহার পর হইতে তাঁহাকে 'যোগিনী মা' বলিব। পরিচয়ে জানিয়াছি, তিনি একনিষ্ঠা তপস্বিনী—চিরকুমারী; লোকের কল্যাণ-রূপিণী হইয়া বহুকাল এই কাশীতেই অবস্থিতি করিতেছেন। পূর্ব্বাশ্রমের কথা তিনি কাহাকেও বলেন না। সর্ব্বদা হিন্দীতেই কথা কহেন, তবে বাঙ্গালাও মাতৃভাষার মত বলিতে পারেন। সাধারণের চক্ষুতে বিশেষ সুন্দরী না হইলেও তপসোজ্জ্বল দৃষ্টি তাঁহার মুখখানিতে এমন সৌন্দর্য্য বৈভব ঢালিয়াছিল, যাহা শ্রেষ্ঠ রূপসীর মুখেও কদাচ দেখা যাইত। তাহার উপর তিনি সঙ্গীতজ্ঞা, অতি সুকণ্ঠা, ভজনকালে নিজের সুরেই তিনি মগ্ন হইয়া যাইতেন।

এ সমস্ত পরিচয় আমি পরে পাইয়াছি। গুরুদেবের কাছে আমি অনেক বার গিয়াছি, কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। অথচ তাঁহার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে তাঁহাকে গুরুদেবের পরিচিতা বলিয়াই আমার বোধ হইয়াছিল।

আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন—"আপনার বাসায় আমার যাবার যে একবার প্রয়োজন আছে, বাবা!"

"কবে যেতে পারুবেন বলুন, মা।"

যোগিনী অবনত মস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আজ আপনার সুবিধা হবে?"

"সুবিধা অসুবিধা আপনার।"

"তা হ'লে আজই চলুন না কেন, মা!"

যোগিনী হাসিয়া বলিলেন—"আজই?"

"আজ কেন, এখনি—আমার বাসায় আজ আপনাকে ভিক্ষা গ্রহণ করুতে হবে।"

"আপত্তি নেই, তবে অন্য এক স্থানে আগেই যে প্রতিশ্রুত হয়েছি, বাবা।"

"গুরুদেব নিজে উপযাচক হয়ে আমার ওখানে পায়ের ধূলো দিতে চেয়েছেন। সেই সাহসেই আপনাকেও বলুলুম, মা!"

"তবে, আমার শুধু নয়, বাবা, যার ঘরে আমার নিমন্ত্রণ, তাকেও আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।"

"এ আরও সুখের কথা, মা!"

"কিন্তু আপনার যে কষ্ট হবে।"

"এ কথা তোমার মুখ থেকে শুন্‌তে হ'ল মা!"

"তবে আপনি আসুন, আমরা যথাসময়ে যাব।"

যোগিনী প্রস্থানোন্মুখী হইলেন, আমিও চলিলাম। কাহার ঘরে তাঁহার নিমন্ত্রণ, আমি অনুমানে বেশ বুঝিয়া লইলাম। সে আর কেহ নহে, সেই যুবতী। আসে সে আসুক, তাহাতে আমার বিশেষ কিছু অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইবে না, যোগিনী মায়ী আসিলে আমার আর একটু বল হইবে। ভুবনের মা'কে অন্ন গ্রহণ করাইতে তাঁহারও আমি যথেষ্ট সাহায্য পাইবার আশা করি।

বাসার দ্বারে—এ কি, এক পশ্চিমা দরোয়ান বসিয়া আছে কেন? হিন্দীতেই তাহাকে প্রশ্ন করিলাম—কে সে, কোথা হইতে, কেন আসিয়াছে! উত্তর যাহা পাইলাম, তাহাতে তাহার অবস্থান-রহস্য—আমার সম্যক্‌ বোধগম্য হইল না। কে এক রাণীমা আসিয়াছে, তার গুরুজী দর্শন করিতে। সে বাঙ্গালা মুলুকের রাণী—রাজাসাহেব, রাণী—উভয়েই মুলুকে ফিরিয়া যাইবে, সেই জন্য রাণী গুরুজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।

কতকগুলা এই প্রকার কি সে দ্রুতবাক্য-বিন্যাসে বলিয়া গেল, আমি বুঝিতেই পারিলাম না। শেষে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এইটেই রাণীমা'র গুরুর বাড়ী?"

"হাঁ, ঠাকুরজী!"

"তোমাকে কে বল্‌লে?"

"সো হামি জানে।"

"জানুক গে বেটা, আমি বাড়ীতে প্রবেশ করি।"

"ইধির কাঁহা যাবে ঠাকুরজী?"

"এ আমারই বাসা, সেপাইজী।"

সন্দেহ-সঙ্কুচিত-নেত্রে সে কেবল আমার পানে চাহিল। আমার আকৃতি ও বেশে গুরুজীর কোনও লক্ষণ ছিল না।

আমার রাঁধিবার ঘর প্রবেশ-পথের অপর পার্শ্বে, যাইতে হইলে বারান্দা বেড়িয়া যাইতে হয়—হিন্দু-গৃহস্থের রীতি, যে সে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখিতে না পায়।

রান্নাঘর হইতে আমি ধূম নির্গত হইতে দেখিলাম। দেখিয়া বিস্ময় আসিল। পেটের জ্বালায় কাতর হইয়া ভুবনের মা-ই কি রাঁধিতে বসিয়াছে? যাক্‌, যদি সে-ই হয়, এখন দেখা দিয়া তাহার আহার-চেষ্টায় ব্যাঘাত দিব না। কিন্তু 'রাণীমায়ী'কে যে দেখিতে পাইতেছি না! বোধ হয় উপরে আছেন, কিন্তু তাঁহাকে একা বসাইয়া বুড়ী কি পেটের জ্বালা-নিবারণের জন্য এত ব্যস্ত হইল!

বরাবর উপরে চলিয়া গেলাম। বারান্দায়, কই, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। ভুবনের মার ঘরেও যে কেহ আছে, সেটাও কোন চিহ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না। তবে কি রাণীও ভুবনের মা'র রান্নাঘরে বসিয়া আছে?

আমার ঘরের দুয়ার হাট করিয়া খোলা। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি, ঘরের সমস্ত জিনিস-পত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—বুঝিলাম, আর কিছু নয়, এ সমস্তই গৌরীর কাজ। সে দিন দিন অধিকতর দুষ্ট হইতেছে। ভুবনের মা দুর্ব্বল, আমার ঘরে তাহার এই অত্যাচার নিবারণ করিতে পারে নাই। তবু একবার ডাকিলাম, "ভুবনের মা।"

"এসেছ, বাবা!"

"তুমি ঘরেই আছ?"

বৃদ্ধা বাহিরে আসিল। আসিয়া, বড়ই দুর্ব্বল, দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইল।

রাণীর আসার নিদর্শন ত এখনও পাইলাম না। আমি আবার বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করিলাম—"তুমি কি উনুনে আগুন দিয়ে এসেছ?"

ভুবনের মা ঈষৎ প্রফুল্লভাবে উত্তর দিল—"আমাকে আর দিতে দিলে কই?"

"কে আগুন দিয়েছে?"

"আমার কি ছাই মরণ আছে? বিশ্বনাথ অদৃষ্টে আরও কত দুঃখ লিখে রেখেছেন, তার ঠিক কি!"

"মা এসেছেন?"

"শুধু এসেছেন, এসেই গৌরীর জন্য দুধ গরম কর্‌তে গেছেন।"

"হুঁ!—গৌরী?"

"গৌরী তাঁরই কাছে!"

"আমি কি আমার ঘরের দোর বন্ধ কর্‌তে ভুলে গিছ্‌লুম?"

"কেন, কি হয়েছে?"

"সমস্ত জিনিস-পত্র গৌরী ওলট্‌-পালট্‌ ক'রে দিয়েছে। আসনে জল ঢেলেছে।"

"গৌরী নয়।"

"তবে কে ?" প্রশ্ন করিবার পরই মনে পড়িল, গৌরীর মায়ের যে আর একটি ছেলে আছে। মনে পড়িতেই জিজ্ঞাসা করিলাম—"মা কি তাঁর পুত্রটিকে আজ সঙ্গে ক'রে এনেছেন ?"

"বাপ্ রে বাপ্, এমন দুরন্ত !"

"ছেলেটি কোথায় ?"

"সঙ্গে একটি মেয়ে এসেছে, বোধ হয়, সে তাকে বেড়াতে নিয়ে গেছে। আমার কাছে তার মা রেখে গিছ্লো, কিন্তু আমার কি ক্ষমতা তাকে আগ্লাতে পারি !"

"ভুবনের মা, আমাদের বাড়ীতে এক রাণী এসেছেন।"

"রাণী ?"

"আমাদের বাঙ্গালা দেশের এক রাণী।"

"কোথায় তিনি ?"

"এসে বাড়ীর কোন্খানে তিনি লুকিয়ে আছেন।"

"সে কি ? কেন ? কি জন্য ?"

"সে সব আমি জানি নে। তুমি তাঁকে খুঁজে বার কর। আমার অবকাশ নেই, এখনি আমাকে বাজারে যেতে হবে।" বলিয়াই, ভুবনের মা'কে ধাঁধায় ফেলিয়া আমি আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

"তাই ত মা, আর দু'দিন যদি না আস্তুম, তোমাকে ত আর দেখতে পেতুম না।"

আমি পেঁটরা হইতে টাকা বাহির করিতে-ছিলাম। হাত তুলিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতে লাগিলাম। ভুবনের মা'র এইবারে উত্তর শুনিব। মা যে উত্তর দিল, শত আগ্রহেও তাহা শুনিতে পাইলাম না।

রাণী ? ঐ পথে নিক্ষিপ্তা বালিকা কি তবে ...দিন এক রাণীর করুণানির্ঝরে স্নাত হইয়া ...সিতেছে ?

মায়ের উত্তরেই আমার শুনিবার আগ্রহের ...ংসা হইয়া গেল।

"কথা পর্য্যন্ত কইবার ক্ষমতা নেই !—টলে ...ছ ! নাও আমার হাত ধর।"

...খিলাম, সিঁড়ির মাথার উপরে দাঁড়াইয়া ...থা কহিতেছেন। ভুবনের মা বোধ হয় নীচে ...তছিল। এইখানেই বোধ হয় অতি ক্ষীণ ...সে তাঁহাকে আমার [illegible] দিল। কেন না, পেঁটরায় হাত দিয়া, কান পাতিয়া কিছুক্ষণ আর কাহারও কথা শুনিতে পাইলাম না। গৌরীর মুখের একটা অস্ফুট বাক্যও আমার কর্ণগোচর হইল না। অগত্যা টাকা লইয়া পেঁটরা বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিলাম। গুরু আসিবেন, আর তাহাদের কথায় কান দিবার সময় আমার নাই।

বাহিরে আসিয়া দেখি, উভয়েই নীচে নামিয়া গিয়াছেন। ঘরের যদি বার বার এইরূপ অবস্থা হয়। মনে করিলাম,—কবাটে কুলুপ দিয়া বন্ধ করিয়া যাই।

আবার ঘরে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু কোথায় কুলুপ ? কি আপদ, যেখানে রাখিয়াছিলাম সেখানে ত নাই, ঘরের চারিধার খুঁজিয়া কোথাও সেটা দেখিতে পাইলাম না। দুরন্ত ছেলেটা সেটা বারান্দা হইতে ফেলিয়া দিল না কি ? ভুবনের মা'কে জিজ্ঞাসা করিয়া যে জানিব, তাহারও সম্ভাবনা নাই, নীচে হইতে তাহার ক্ষীণকণ্ঠ আমার কর্ণেও প্রবেশ করিবে না। সেই এখনো-না-দেখা ছেলেটার উপর বিরক্ত হইয়াই আমি ঘর হইতে বাহির হইতেছিলাম। দ্বারের বাহিরে আসিতে না আসিতে দেখি, এক চন্দ্রকান্তি বালক !

ক্ষুদ্র দস্যু, আমার ঘরের যেখানে যা অবশিষ্ট আছে লুটিবার জন্য কাহারও দিকে যেন লক্ষ্য না করিয়া হাতে পায়ে ভর দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছে। আমি পথের মাঝেই তাহাকে বুকে তুলিয়া দুই বাহুপাশে বন্দী করিলাম। ক্রোধে ক্ষুদ্রকরপত্রে সে আমার শ্মশ্রু ধরিয়া টান দিল। কিছুতেই যখন আমি পরাভব স্বীকার করিলাম না, তখন ক্ষুদ্র হুঙ্কারে সে আমাকে ভয় দেখাইল।

"এর দিকে একবার ফিরে চান, বাবা !"

যশোদা, দেবকী—যেন উভয়েরই প্রতিরূপ সেই রহস্যময়ী নারী ! কোলে গৌরী !

"এর মুখের অবস্থাটা একবার দেখুন !"

জীবনদায়িনীর কোলে রহিয়াছে, তবু আমার কোলে তাহার নবাগত দুরন্ত স্নেহাংশভাগীকে দেখিয়া ক্ষুদ্র বালিকার মুখ অভিমানে রাঙ্গা হইয়া গিয়াছে।

তাহার মাতৃক্রোড়ে বালিকা ন্যায্য নিজস্বের ভাগ লইতে উঠিয়াছে, বালকের [illegible]

আমার শ্মশ্রু, মুখ, নাসিকা বিপন্ন করিতে নিযুক্ত ছিল।

আসিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, তথাপি আমার চোখে জল আসিল।

"এর মায়া কি আপনি ত্যাগ করতে পারবেন?"

"বালক-বালিকার এ কি অদ্ভুত সাদৃশ্য, মা! অন্যে দেখলে যমজ না ব'লে থাকতে পারবে না।"

"খোকা এক মাসের বড়।" বলিয়া মা গৌরীকে কোল হইতে নামাইলেন। আমিও বালককে ভূমিতে রক্ষা করিলাম। গৌরী আমার দিকে আসিতেছিল। বালক পথের মাঝে, চোখের পালট পড়িতে না পড়িতে, তাহাকে যেন লুটিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে গৌরীর চীৎকার।

অগত্যা আমি গৌরীকে কোলে লইলাম বালক একবার আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর আপনার মনে কিছু দূর বারান্দায় হামাগুড়ি দিয়া ছুটিল।

এইবারে কথা ফিরাইতে মা বলিলেন—"মায়ের এত অসুখ হয়েছে, জানতুম না।"

"তুমি কি তার অসুখের খবর পেয়ে এসেছ?"

"না, বাবা, খবর নিতেই ত এসেছি।"

"ভুবনের মা তোমাকে কি অসুখের কথা বলেছে?"

"বলতে হবে কেন, দেখতেই ত পাচ্ছি,—দাঁড়াবার পর্য্যন্ত শক্তি নেই। মুখ দে কথা বা'র হচ্ছে না।"

"তুমি কি এখনি যাবে, না কিছুক্ষণ থাকতে পারবে?"

"আপনি কি আবার কোথাও যাচ্ছেন?"

"একবার বাজারে যেতে হবে।"

"কি আনতে হবে, ব'লে দিন, আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।" বলিয়াই তিনি ডাকিলেন, "পার্ব্বতি!"

"অন্যের দ্বারা হবে না, আমাকেই যেতে হবে আমার গুরুদেব এখানে পদধূলি দেবার ইচ্ছা করেছেন।"

"তবে আমিও একবার ঘুরে আসিনা কেন?"

"পার ত ঘুরে এস। না পার, ভুবনের মা'কে কিছু আহার করিয়ে যাও। তোমারই জন্য সে আজ ক'দিন অন্ন ত্যাগ করেছে।"

"বলেন কি বাবা! আমার জন্য?"

"আমার শত অনুরোধে, কেবল আমাকে তুষ্ট করতে, এক আধটা ফলের কণা সে মুখে দেয়।"

ভীতি-বিহ্বল চোখে মা আমার মুখের পানে চহিয়া রহিলেন।

"বুড়ী গেল কোথায়?"

"আমি তাকে নীচে বসিয়ে এসেছি।"

"বসতে সে নীচে যায় নি, কোথা থেকে এক রাণী গুরুর বাড়ী ভুল ক'রে এখানে এসেছে, বুড়ী তাকে খুঁজতে গেছে।"

পার্ব্বতী এই সময় উপরে আসিয়া মা'কে উত্তরের দায় হইতে নিষ্কৃতি দিল।

"পার্ব্বতীকে দিয়ে আনালে হবে না?"

"হবে না কেন, কিন্তু আমার তৃপ্তি হবে না, মা। আজও পর্য্যন্ত তিনি আমার এ গৃহে পদার্পণ করেন নি।"

"তবে ঘুরে আসুন।"

গৌরী এতক্ষণ চুপটি করিয়া আমার কাঁধে মাথা দিয়া ছিল।

"গৌরীকে আমার কোলে দিন।"

দিতে যাইতেছি, ঘরের ভিতর শব্দ হইল। আমাদের কথার অবসরে কখন্ যে তাঁহার শিষ্ট ছেলেটি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা আমরা কেহই দেখিতে পাই নাই।

"দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি? কি ভাঙ্‌লে দেখ্।" পার্ব্বতীকে আদেশ করিয়া মা, গৌরীকে কোলে লইলেন।

"যাই ভাঙ্গুক, মা, ছেলেকে যেন কিছু ব'ল না।"

পার্ব্বতী দ্বারের কাছে উপস্থিত হইয়াই বলিল—"কলসী ভেঙ্গে বাবার বিছানা পত্তর সব জলে ভাসিয়ে দিয়েছে।"

বাহির হইতে কৌতুহল-পরবশ হইয়া একবার দেখিলাম। ঘর জলপ্লাবিত, বালক তাহার উপরে পড়িয়া মহানন্দে যেন সাঁতার কাটিতেছে।

"উপর থেকে চাদর নিয়ে বেশ ক'রে মুছিয়ে দাও—যেন মারধর করো না, মা! আর যা বললুম, ফিরে আসা যদি অসম্ভব মনে কর, ভুবনের মা'র জীবনরক্ষার ব্যবস্থা ক'রে যাও। নইলে তোমার গৌরীর জীবন রাখা ভার হবে।"

"আমি এখন যাব না, বাবা।"

১৫

গুরুর অহেতুকী কৃপা! কখন্, কি অবস্থায়, কেমন করিয়া কাহার ভাগ্যে তাহা লাভ হইয়া থাকে, ভাবিতে গেলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। নইলে, যে জীবনে ভুলের উপর ভুল করিয়া একান্ত হেয় হইয়াছিল, সে এক অপূর্ব্ব অবস্থার সংযোগে এক মুহূর্ত্তেই এক অপূর্ব্ব বস্তুর অধিকারী হইল কেন?

শুনিয়াছি, ভগবান বালক-স্বভাব! রত্নের পুঁটুলি লইয়া বালক পথের ধারে বসিয়া আছে। এক জন তাঁহার কাছে দুটি হাত পাতিয়া বারংবার রত্ন ভিক্ষা করিল,—পাইল না। আর এক জন তাহার দিকে দৃষ্টি পর্য্যন্ত নিক্ষেপ না করিয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল, বালক ছুটিয়া পিছন হইতে ধরিয়া তাহাকে রত্ন দান করিল।

আমার ঘরে আজ তাই দেখিলাম।

বাজার করিয়া বাসায় ফিরিতেছিলাম, পথে আসিতে দেখি, দশাশ্বমেধের বড় পথ ধরিয়া দুইদিক্ বন্ধ একটি পাল্কী চলিয়াছে। পাল্কী অমন ত অনেক যায়, সেটার প্রতি লক্ষ্য করিবার আমার কিছুই ছিল না, যদি না ঠিক সেই সেপাইজীর মত এক জন লাঠি হাতে তার পিছন পিছন ছুটিত। আমি অনুমান করিলাম, পাল্কীর ভিতর আর কেহ নয়, মা আছেন।

তথ্য লইবার আমার ইচ্ছা হইল; কিন্তু অনেক লোকের গতায়াত, লওয়াটা উচিত বোধ করিলাম না! মুখ ফিরাইতেই দেখি, পার্ব্বতী। আর আমার সন্দেহ রহিল না। সে-ও নিশ্চয় পাল্কীর অনুসরণ করিতেছিল, ছুটিতে অসক্ত, তাই পিছাইয়া পড়িয়াছে।

বুঝিলাম, মা আমার সাধারণ মহিলা নহেন—রাণীই বটেন। কিন্তু এরূপভাবে এত শীঘ্র তাঁহারা চলিয়া যাওয়ায় আমার মনে সংশয় জাগিল। মা যে বলিয়াছিলেন, থাকিব!

পার্ব্বতী অন্যদিকে মুখ করিয়া পথ চলিতেছিল। গোটা দুই প্রশ্ন করিয়াই বুঝিলাম, আমাকে দেখিয়াই সে ওরূপ করিয়াছে।

আমি ডাকিলাম,—"পার্ব্বতী!" সে উত্তর দিল না। আবার বলিলাম,—"ওগো মা! তোরা চ'লে যাচ্ছিস্ যে।" উত্তর ত সে দিলই না, একবার মাত্র আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া, যেন চির-অপরিচিত কে আমি, সে অধিকতর দ্রুত-গতিতে আমা হইতে অনেক দূরে চলিয়া গেল। আমার সংশয় দ্বিগুণিত হইল। ভুবনের মা তবে কি মায়েরও অনুরোধ রক্ষা করিল না? মরিতেই কি সে সঙ্কল্প করিল? কিংবা এমন কোন কথা আবার সে মা'কে শুনাইয়াছে যে, অভিমানাহত কুলাঙ্গনা মুহূর্ত্তমাত্রও আর আমার বাড়ী তিষ্ঠিতে পারেন নাই!

ব্যাকুলভাবেই আমি বাসায় ফিরিলাম। প্রবেশ করিতেই দেখি, ভুবনের মা উপরে উঠিবার সিঁড়ির মুখেই বসিয়া আছে। তাহার মুখ কিন্তু অপ্রফুল্ল দেখিলাম না।

"থাক্‌ব ব'লে মা চ'লে গেল কেন, ভুবনের মা?"

উত্তর শুনিতে ভুবনের মা'র কাছে উপস্থিত হইলাম। আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়া সে বলিল,—"বাবা এসেছেন।"

"তিনি আস্‌বেন আমি জান্‌তুম; মা চ'লে গেলেন কেন?"

"হঠাৎ তাঁর কি একটা প্রয়োজন পড়েছে।"

"রাগ ক'রে গেলেন না ত?"

ভুবনের মা আমার মুখের পানে চাহিল।

"তাঁর ঝিকে ডাকলুম, সে শুন্‌তে পেয়েও উত্তর দিলে না, একবার ফিরে চেয়ে চ'লে গেল।"

"রাগের কারণ ত কিছুই হয় নি। তুমি বলেছ, আমি নাকি অনাহারে মরব সংকল্প করেছি, তাই শুনে কত দুঃখ করলেন তিনি। দু'হাতে ধরে আমাকে খেতে কত অনুরোধ করলেন।"

"যাক্, আজ আহার হবে ত?"

"নিজেই রেঁধে দিতে প্রস্তুত।"

"খাবে ত?"

"ও বাবা! আর না খেয়ে পারি। যাবার সময় মা, সেই ননীর পুতুলকে দেখিয়ে আমায় অনুরোধ ক'রে গেছে।"

"বাঁচা গেছে।"

"ও বাবা, সে পাগল মেয়ে—ছেলের মাথায় হাত দিয়ে আমাকে দিব্যি গাল্‌তে বলে। আমি যদি মরব ত দুঃখ ভোগ করবে কে?"

"বাবার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে? তোমার মাথা নাড়ায় বুঝতে পারলুম না,—হয়েছে, না হয়নি?"

"আমি বল্‌তে পারলুম না, বাবা!"

"যাক্, এখানে ব'সে আছ কেন?"

ভুবনের মা উত্তর দিল না।

তাহার এরূপ আচরণ আমার কাছে কেমন একটা রহস্যের মত বোধ হইল। আমি বলিলাম,—"তুমি যেন আমার কাছে কথা গোগন করছ?"

"এক সাধু-মা এসে আমাকে বল্‌লে 'মা এইখানে বস। কেউ যদি আসে, তাকে উপরে উঠ্‌তে নিষেধ ক'র! বাবার সঙ্গে আমার কিছু দরকারি কথা আছে'।"

"আমাকেও উঠ্‌তে নিষেধ করেছে?"

"তোমার কথা ত স্বতন্ত্র ক'রে বলে নি, বাবা!"

"বেশ। গৌরী?"

"সাধু মা তাকে কোলে ক'রে নিয়ে গেছেন "

অবশ্য আমি বিস্মিত হইলাম,—একটা যেন রহস্যের জাল চারিধার হইতে আমার বাসাটাকে ঘেরাও করিতেছে। তবে ভুবনের মা'কে আর প্রশ্নে উৎপীড়িত করা সঙ্গত মনে করিলাম না। এই কটা কথা কহিতেই বৃদ্ধা যেন ক্লান্ত হইয়াছে। সাধু মা'র সঙ্গে আর এক জন আসিয়াছে কি না, জানিবার ইচ্ছা ছিল। ইচ্ছা দমিত করিয়া জিনিষগুলা রাখিতে আমি রন্ধন-শালায় চলিয়া গেলাম।

কি আপদ, নিজের ঘরে কি চোর হইলাম! গুরুর সঙ্গে তার এমন কি কথা যে, আমার পর্য্যন্ত সেখানে উপস্থিত হইবার অধিকার নাই! অভিমান যাইবে কোথায়? রন্ধন-শালায় বসিয়া দুই হাতে হাঁটু বাঁধিয়া, আমি নিমীলিতনেত্রে যোগিনীর মুণ্ডপাত করিতেছিলাম।

"তাই ত, বাবা একটা যে বড় অন্যায় হয়ে গেছে!"

আমি চোখ মেলিলাম মাত্র।

"যে-সে পাছে উপরে যায়, যাকে নিষেধ ক'রে গিয়েছিলুম, মা আমার কথা বুঝতে পারে নি। 'যে সে'র মধ্যে কি আপনি!"

"আপনাদের কথা হয়ে গেছে?"

"আপনাকে গোপন ক'রে কইতে হবে, এমন কোনও কথা তাঁর সঙ্গে আমার ছিল না—উঠে আসুন।"

"আমার উপরে যাবার প্রয়োজন আছে, মা? এখনও দু'চারটে জিনিষ আমার কিন্‌তে বাকি আছে।"

"উঠে আসুন, উঠে আসুন। আমার সঙ্গে যে মেয়েটিকে দেখেছিলেন, তাঁরই সম্বন্ধে কথা বাবাকে যা বলেছি, সমস্তই তাঁর মুখে আপনি শুন্‌তে পাবেন। আপনারও শোন্‌বার প্রয়োজন।"

অভিমান করিয়া বসিয়া থাকার কোনও মূল্য নাই বুঝিয়া আমি আসন ত্যাগ করিলাম।

"ভুবনের মা কি সেই খানেই ব'সে আছে?"

"না বাবা, তাকে উপরে তুলে দিয়ে এসেছি।"

"বালিকা?"

তপস্বিনী হাসিয়া বলিলেন,—"উপরে যান, সকলকেই দেখ্‌তে পাবেন?"

"আপনি?"

"আমি সেই মেয়েটিকে আন্‌তে চল্‌লুম।"

১৩

"এস অম্বিকাচরণ!"

সিঁড়ি ছাড়িয়া উপরের বারান্দায় পা দিতেই দেখি, গৌরীকে বুকে ধরিয়া গুরুদেব পাদচারণ করিতেছেন। ভুবনের মা নিজের ঘরের দ্বারে বসিয়া, নির্নিমেষ-নেত্রে বুঝি তাঁহার লীলা দেখিতেছে।

"এই দেখ, তোমার মায়া আমাকেও দু'হাত দিয়ে কেমন জড়িয়ে ধরেছে।"

দেখিবার মত বটে! গুরুদেব হাত ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন। তাঁর মাথায় প্রকাণ্ড জটাভার—গৌরী দুই হাতে সেই জটা আঁকড়িয়া যেন নিশ্চিন্তভাবেই তাঁরি বক্ষের উপর পড়িয়া রহিল।

"এই দেখ, আমি ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু তোমার মায়া আমাকে ছাড়ে না। কম্‌লি নেহি ছোড়্‌তা হায়। জটা মুড়ুবো নাকি, অম্বিকাচরণ?"

হাসিতে হাসিতে তিনি কথাগুলি বলিলেন, কিন্তু তীব্র শলার মত সেগুলি আমার বুকে বিঁধিয়া গেল।

"ঘরের ভিতরে বসুন।"

গৌরীকে আবার বাহুপাশে বাঁধিয়া ঈষৎ শ্লেষের সহিতই তিনি বলিলেন,—"ঘরে কি বস্‌বার স্থান রেখেছ! নিজের সাধনাসন পর্য্যন্ত এই মোহ-স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছ।"

"এ কাজ ও করেনি প্রভু!

"তবে কে, তোমার সেই অন্নপূর্ণার সেই ছেলেটি ?"

বুঝিলাম, গুরুর সঙ্গে মায়ের দেখা হইয়াছে। আমি কোনও উত্তর না দিয়া ঘরের ভিতরে চলিয়া গেলাম। বাস্তবিক, দুষ্ট বালক আমার ঘরের মেঝের কোনও সামগ্রী শুষ্ক রাখে নাই। উপরের ঝোলা আলনায় বসিবার মত যে যে বিছানা ছিল, তাহা লইয়া গুরুদেবের আসন করিলাম।

উপবিষ্ট হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—"যেই করুক, অম্বিকাচরণ, কারণ এই! এই জীবটি এখানে না থাকিলে তোমার অন্নপূর্ণাও এখানে আসৃত না, তার পুত্রও আসৃত না! কলমীর দল, একটাকে টেনেছ, সব এসেছে।" বলিয়া তিনি গৌরীকে বুক হইতে নামাইয়া কোলে শয়ন করাইলেন।

আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম। বসিতে না বলিলে কখন তাঁহার সম্মুখে আমি উপবেশন করিতাম না।

"দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ব'স।"

"আমাকে এখনি আবার বাইরে যেতে হবে।"

"সে হবে এখন হে, ব'স।"

বসিতে বসিতে গৌরীর এক অদ্ভুত শান্ত-ভাব দেখিয়া বলিলাম,—"কি আশ্চর্য্য, প্রভু, এক দৃষ্টিতে মেয়েটা আপনার মুখের পানে চেয়ে আছে, চোখের পাতা পড়ছে না!"

আমার কথার উত্তর না দিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে বালিকার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। নিম্নমুখেই তার পর বলিতে আরম্ভ করিলেন। শুনিয়া আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া গেল, কিছুক্ষণ কাঠের পুতুলের মত আমাকে নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া থাকিতে হইল।

"এতদিন ধরে' একটা পরমা সুন্দরী কুলবধূ লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার বাড়ীতে আসৃছে, তা'কে একদিনও নিষেধ করতে তোমার সাহস হ'ল না, অথচ তুমি সন্ন্যাসী হ'তে চলেছ! ছি ব্রহ্ম-চারী, ছি!"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি নির্ব্বাক্।

গুরুদেব বলিতে লাগিলেন,—"ষাটের উপর বয়স, এখনো তোমার বুদ্ধি এলো না, তিন তিনটে সংসার ভেঙ্গে গেল, তবু তোমার চৈতন্য হ'ল না! আবার এটাকে নিয়ে আর একটা সংসার প্রতিষ্ঠা করবার ইচ্ছা হয়েছে নাকি হে?"

"না প্রভু!"

"না কেন হে! জামাই হবে, নাতি হবে। সেই মোহেই না মা অন্নপূর্ণাকে নিষেধ করৃতে পারনি। বেশ সকালে একবার ক'রে এসে স্তন্য দিয়ে যাচ্ছে—না এলে পাছে গৌরী আবার কৈলাসে ফিরে যায়—কেমন, এই ত মনের কথা হে?"

"ছ'মাস আমি তাঁর আসার খবর জানতুম না।"

"তা হ'তে পারে।"

"তিনি যে আসৃতেন, ভুবনের মা আমাকে একদিনও জানায় নি।"

"জিজ্ঞাসা কর না বুড়ীকে তার ফল। এমন তিরস্কার আমার কাছে খেয়েছে বুড়ী, বাপের জন্মে সে এরূপ কঠোর বাক্য শোনেনি। সে বেটীকেও যা ইচ্ছা তাই শুনিয়ে দিয়েছি।"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

"সে বেটীও এখানে আর আসৃছে না, অম্বিকা-চরণ, এক তাড়াতেই তার গৌরীর মোহ কেটে গেছে।"

"আমারই অপরাধে তাঁকে শুনতে হ'ল, প্রভু!"

"তাতে আর সন্দেহই নেই, এত বড় নির্ব্বোধের কাজ করেছিলে তুমি। এতে তোমার জীবন সংশয় হবার উপক্রম হয়েছিল। তা না হ'লেও সাধু ব্রহ্মচারী ব'লে তোমার যে নামের একটা মর্য্যাদা হয়েছিল, সেইটি একেবারে নষ্ট হয়ে যেত। কাশীতে তোমার আর বাস করা চলৃতো না।"

"তিনি যে ওরূপভাবে আসৃছেন, ছ'মাস আমি জানৃতে পারি নি। ভুবনের মা জানৃতো, আমাকে বলে নি।"

"বুড়ীকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না, সেজন্য তার আজ কি লাঞ্ছনা হ'য়েছে। বেটী হতভম্ভ হয়ে কেমন ব'সে আছে, একবার দেখে এস না। যাক্, বিশ্বনাথ তোমাদের সহায়, সব ঝঞ্ঝাট মিটে গেছে।"

এই বলিয়া, গৌরীকে একটা পরমাত্মীয়-তার গালিতে যেন আপ্যায়িত করিয়া, তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—"এইটাই হয়েছে যত অনর্থের মূল! এইটার মায়াতেই আবদ্ধ হয়ে তোমরা দুজনেই গোলমাল ক'রে ফেলেছ। রোজ রোজ এসে স্তন্য দিয়ে যাচ্ছে—

আর কি? কে সে, কোথা থেকে আস্‌ছে,—কেন আস্‌ছে, আর জানবার দরকার কি?”

“আমরা দু’জনেই তাঁকে এর গর্ভধারিণী মনে করেছিলুম।”

“তাইতেই ত বিশেষ অনর্থ ঘটিয়েছিলে, অম্বিকাচরণ। যে শ্রদ্ধার চক্ষে তাঁকে দেখা উচিত ছিল, তা তোমরা কেউ দেখ নি।”

“না, বাবা, দেখিনি। শুধু দেখিনি নয়—”

“থাক্, আর বল্‌তে হবে না। তবে আর অনর্থের কথা বল্‌ছিলুম কেন বাবা, তুমি বৈরাগ্য নিয়ে গৃহ থেকে বেরিয়েছ—অত বড় বিঘ্ন ইচ্ছা ক’রে সম্মুখে রেখেছিলে! মা তাঁর পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রেখে তোমার সম্মুখ দিয়ে চ’লে যেতেন, কিন্তু তোমার সমস্ত সাধন পণ্ড হয়ে যেত! যাক্, তাঁর কথা ছেড়ে দিয়ে, এইবারে যা বল্‌ব, শোন।”

“একটা কথা, বাবা?”

“কে তিনি, জান্‌তে চাচ্ছ?”

করযোড়ে বলিলাম, “গৌরীর মায়া, বোধ হয়, আপনার তিরস্কারেও ছাড়তে পারতুম না—”

হাসিয়া গুরুদেব আমার বক্তব্য বলিয়া দিলেন, —“মা ছাড়িয়ে দিয়ে গেছেন?”

“নইলে এ জন্মে বুঝি আর আমি আপনার সম্মুখে উপস্থিত হ’তে পারতুম না!”

মৃদুহাসি মুখে মাখিয়া তিনি বলিলেন—“তা ও বেটীরা সবই করতে পারে। যিনি অঘটন সংঘটন করেন, সে বেটী ত তাঁরই একটি প্রতিমূর্ত্তি। যে বাবুটি সে দিন তোমার কাছে বসেছিল, ওটি তারই স্ত্রী। হতভাগা পাষণ্ড স্বামীকে মহাপাপের কবল থেকে মুক্ত করতে তিনি এই অসমসাহসিকের কাজ করেছেন। এই কাশী সহর,—এর পথে ঘাটে দুর্ব্বৃত্তেরা সর্ব্বদা যাতায়াত করছে—ওই রূপ—সে সমস্ত ভ্রূক্ষেপ না ক’রে কি ক’রে যে মা এক বছর ধ’রে তোমার ঘরে যাতায়াত করেছেন, ভেবে আমিও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম। হতভাগা স্বামী, চরিত্রহীন। ওই অমন পত্নীর উপর অসদ্ব্যবহার করে। নরাধমটা আমার কাছে দীক্ষা নিতে গিয়েছিল। কত প্রলোভন! আমাকে আশ্রম করতে তালুক দেবে, টাকা দেবে! যেমন দেখে আস্‌ছে, পয়সা দিয়ে গুরু কেনা। মনে করেছিল, এখানেও বুঝি তাই! আমি তাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলুম।”

“তিনি এসেছিলেন” বলিয়া ব্রজমাধব বাবুর সঙ্গে আমার যে যে কথা হইয়াছিল, গুরুদেবকে শুনাইয়া দিলাম।

“পাঠিয়েছিলুম কেন জান?—এই কাঞ্চন-কুসুমটিকে দেখতে।”

“এইটিই তার?”

“এ আর বুঝতে পারছ না? হতভাগা আর এসেছিল?”

“না প্রভু। সেই এক দিনই দেখেছিলুম, আর দেখি নি।”

“আর সে আসছে না। দেশে সে একটা মস্ত লোক হে! কোম্পানীর কাছে রায় বাহাদুর খেতাব পেয়েছে—ভারি প্রতিষ্ঠা! হাঁসপাতাল করেছে, ইস্কুল করেছে, দুর্ভিক্ষে চাঁদা দিয়েছে, বাপের শ্রাদ্ধে বছর বছর অগাধ টাকা খরচ করে, এই কাশীতেই সেদিন বামুন-পণ্ডিত গরীব-দুঃখীদের কতই না দান করলে। রাজা হে রাজা। কিন্তু অম্বিকাচরণ, সে রাজ্যের রাজা, এ রাজ্যের কে? একবার পা দিয়ে, দেখ্‌লে, দু’দণ্ড দাঁড়াতে পারলে না—চোরের মত পালিয়ে গেল।” বলিয়া কিছুক্ষণ গুরুদেব চিন্তিতের মত চুপটি করিয়া বসিয়া রহিলেন। গৌরী এই সময়ে সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনে হইল, সে যেন এইবার আমার কোলে আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। কিন্তু গুরুর কোল হইতে লইতে, এমন কি, তাহার চাঞ্চল্যের কথা পর্য্যন্ত বলিতে আমার সাহসে কুলাইল না।

গুরুদেব উঠিলেন, গৌরীকে কোলে লইয়া ঘরের বাহিরে যাইয়াই তিনি ভুবনের মা’কে বলিলেন—“কি রে বুড়ী, কিছুক্ষণের জন্য এটাকে রাখতে পারবি?”

ভুবনের মা বোধ হয় উঠিতেছিল। নিষেধ করিয়া গুরুদেব তাহার কাছে চলিয়া গেলেন।

আমার মনে হইল, তিনি বুঝি আমাকে গৌরীকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে দিবেন না। আপনা-আপনি চোখে জল আসিতেছিল, গুরুদেবের ভয়ে পলকের মধ্যেই সে নিরুদ্ধ হইয়া গেল।

ঘরে ফিরিয়া পূর্ব্ববৎ আসন গ্রহণান্তে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—“সন্ন্যাসী আমরা, সংসারীদের কথায় থাকা আমাদের একেবারেই উচিত নয়, থাকা ভালও লাগে না, কেবল তোমার জন্যই আমাকে এই জঞ্জালে পড়্‌তে হয়েছে।”

"দাসকে জঞ্জাল থেকে মুক্ত করুন।"

"ঠিক কথা?"

সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, তথাপি প্রবল চেষ্টায় বল বাঁধিয়া উত্তর করিলাম—"অন্তর্য্যামিন্, আর দাসকে পরীক্ষায় ফেলবেন না।"

প্রথম যে দিন তাঁহার চরণাশ্রয় গ্রহণ করি, মস্তকে আমার করস্পর্শ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—কি মধুর গম্ভীর আশ্বাস-বাণী!—"অম্বিকাচরণ, আজ হ'তে আমি তোমার ভার গ্রহণ করলুম।" সেই বাণী মায়া-মনুষ্য মূর্ত্তি ধরিয়া আমাকে সংসার-কূপ হইতে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন।

"আর মায়া কেন অম্বিকাচরণ? এই মেয়েটাকে চিন্তা কর্‌বার পূর্ব্বে তোমার পূর্ব্ব-সংসারটাকে একবার চিন্তা ক'রে নাও। চিন্তা ক'রে নাও তোমার সেই সাধ্বী পত্নী দয়াময়ীকে, তার বুকে-ধরা সেই কন্যাটিকে।"

"আমি নিজে অশক্ত, করুণা ক'রে আমাকে মুক্তি দান করুন।"

"মুক্তি কেউ কাউকে দিতে পারে না, বাবা, নিজের পুরুষকারে উপার্জ্জন কর্‌তে হয়।"

এর উত্তর দিতে একান্ত অশক্ত, শুধু গুরুদেবের মুখপানে চাহিয়া, আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

"যিনি তোমাকে মুক্তি দিতে পারেন, তিনি তোমারই ভিতরে।"

মনে মনে বলিলাম—"তুমিই গুরুরূপে বাহিরে, অন্তর্য্যামি-রূপে ভিতরে। তোমার এ ভয়-দেখানো কথায় আমি ভুলিব না।"

"কোথায় যেতে চাচ্ছ, যাও।"

প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ করিয়া আমি ঘর হইতে বাহির হইতেছিলাম, তিনি আবার আমাকে যেন কি বলিতে চাহিলেন। আবার যেন কি চিন্তা করিয়া বলিলেন—"বেশ, যাও। ফির্‌তে কত বিলম্ব হবে?"

"যত শীগ্‌গির পার্‌ব, প্রভু, বাজার করবার্ এখনও কিছু বাকী আছে।"

"যজ্ঞের আয়োজন করছ নাকি হে?"

আমাকে উত্তরের অবকাশ না দিয়া, তিনি আবার বলিলেন—"তাই ত, অম্বিকাচরণ, মনটা কেমন কেমন কর্‌ছে।"

কি জন্য তাঁহার মন কেমন করিতেছে, অনুমানে বুঝিয়া আমি বলিলাম—"মাকে কড়া কথা ব'লে?"

"বিশেষ কড়া কথাই বলেছি। বলেছি, রোজ রোজ এখানে মর্‌তে এস কেন? আমার ছেলেটির সর্ব্বনাশ না ক'রে ছাড়বে না?"

উত্তর দিব কি, ছেলে বলাতেই আমি অন্তরের হাসি চাপিতে পারলাম না। ভুবনের মা'কে বয়স বলিয়াছিলাম ষাট, এখন মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলাম, পঁইষট্টি পার হইতে চলিয়াছে, আমি হইলাম তাঁর ছেলে? সত্যই কি তিনি আমাকে বালকবৎ দেখিয়া আসিতেছেন?

গুরুদেব বলিতে লাগিলেন—"কথাটা শোনামাত্র তাহার মুখখানা রাগে রাঙ্গা হয়ে গেল। আমি তা দেখে ভয় পাব কেন? আবার বল্‌লুম; 'মা না বিউলো, বিউলো মাসী; ঝাল খেয়ে মরে পাড়া-পড়সী।' গর্ভে ধর্‌লে যে, তার মমতা হ'ল না, ফেলে দিলে—দুর্য্যোগ রাত্তির—ফেলে দিলে মর্‌তে, ওঁর মমতা উথলে উঠলো! এক বৎসর ধ'রে—কুলবধূ—ফের যদি এ বাড়ীতে তোমাকে দেখ্‌তে পাই, ঠ্যাং খোঁড়া ক'রে দেব। সঙ্গে যেটা ছিল, সেটা বুঝি ঝি, সে ব'লে উঠলো, 'কাকে কি বল্‌ছেন, ঠাকুর!' কে তার কথায় কান দেয়, আমি বল্‌তে লাগলুম, তোর নরাধম স্বামীর চেয়ে আমার সে বালকটির মর্য্যাদা অনেক বেশী, তা জানিস্? ঝি বেটী ব'লে উঠলো, 'সাম্‌লে কথা কও ঠাকুর, কাকে কি বল্‌ছ, তুমি বুঝতে পার্‌ছ না।' আমি বল্‌লুম, 'কেন, তোর মনিব রাজা ব'লে নাকি? আর এক-বার সে পাষণ্ড বেটাকে আমার কাছে যেতে বলিস্, চিমটে পিটে আমি তাকে কাশী ছাড়া ক'রে দেবো।' বেটী বুঝি রাগে দরোয়ানটাকে ডাক্‌তে যাচ্ছিল, অন্নপূর্ণা নিষেধ করলেন।"

"মা কিছু বল্‌লেন না?

"অন্নপূর্ণা আবার কি বলবে! সে একটু হেসে বল্‌লে, 'না বাবা, আর আমি আস্‌ব না।' বালিকার মোহ? যেই এ প্রশ্ন করা, অম্বিকাচরণ, অমনি দুটো ডাগর চোখ থেকে ঝর ঝর ক'রে জল! সেই অবস্থায় মেয়েটা, তখনও তার কোলে ছিল, আমাকে দিয়ে মা চ'লে গেল। আমার কোলে তার স্নেহের পুতুলটির কি অবস্থা হ'ল, দেখতে একবার ফিরেও চাইলে না।"

"গৌরীর মোহ কেটে গেছে বল্‌লেন যে?"

"কাটেনি?"

"আমার যেন মনে হচ্ছে—"

"তোমার মনের মূল্য কি? তোমার মত পুরুষবেশী মেয়ে নয় সে, তাতে জগদম্বার সত্তা আছে।"

কঠোরতর তিরস্কারের ভয়ে আমি নীরব রহিলাম।

"বেশ, তোমার যদি মনে তাই হয়ে থাকে, একবার পরীক্ষা ক'রে আস্‌তে পার।"

"কেমন ক'রে করব?"

"তাঁর বাড়ীতে গিয়ে আমার নাম ক'রে তাঁকে এখানে নিমন্ত্রণ ক'রে এস।"

গুরু রহস্য করিলেন, কি সত্যই বলিলেন, বুঝিতে না পারিয়া আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। দেখিয়া তিনি বলিলেন—"প্রয়োজন নেই, মা আমার এখানে আস্‌বেন না।"

গুরুদেবের সম্মুখে শত চেষ্টাতেও আমি দীর্ঘশ্বাস রোধ করিতে পারিলাম না। সৌভাগ্য, তিনিও কতকটা আজ অন্যমনস্কের মত হইয়াছেন আমার দিকে লক্ষ্য না করিয়া তিনি এক নূতন কথা আমাকে শুনাইয়া দিলেন—"তাই ত অম্বিকাচরণ, এতকালের সাধন ভজন, এত কালের সন্ন্যাস, কত মহাপুরুষের সঙ্গ, কত দেশ-বিদেশ ভ্রমণ—আত্মজ্ঞানলাভের জীবন-পণ চেষ্টা—সমস্ত ক'রেও যে বোকা সেই বোকা রয়ে গেলুম। একটা ছোট মেয়ে আমাকে ঠকিয়ে দিয়ে গেল!"

"আর কি কোন কথা হয়েছে, প্রভু?"

"আমার হয়নি, হয়েছিল তার। গৌরীকে আমাকে কোলে দেবার সময় চোখের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে—মুখে কিন্তু মৃদু মধুর হাসির কথা। ঝি শুনতে পেলে না, আমি মাত্র শুনতে পেলুম—আকাশবাণীর মত আমার কানে ঠেক্‌লো, 'আপনাকে কে গর্ভে ধরেছিল আপনি জানেন?' আমাকে বলতে হ'ল, 'না মা, আমি জানি না।' শুনে আরও একটু হেসে তিনি বল্‌লেন, 'দেবকী বল্‌তেন, আমি কৃষ্ণকে গর্ভে ধরেছি, যশোদা বল্‌তেন আমি। একমাত্র কৃষ্ণ জান্‌তেন, কে তাঁকে গর্ভে ধরেছে। ঠাকুর! এ তত্ত্ব জান্‌লে আপনি আমাকে তিরস্কার কর্‌তেন না'।" বলিয়াই একটি গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আবার তিনি বলিয়া উঠিলেন—"অম্বিকাচরণ, মাতৃ-চরিত্র-মাহাত্ম্য দেবতারও দুর্ব্বোধ্য।"

আমি মনে মনে স্থির করিলাম, মা'কে আর একবার দেখিব।

১৭

গুরুদেবের মুখে যে বিস্ময়কর কথা শুনিলাম, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে আমি পথ চলিয়াছি। উদ্দেশ্য গুরুর সেবার জন্য কিছু মিষ্টান্ন কিনিয়া আনিব। চলিতে চলিতে উদ্দেশ্য ভুলিয়াছি। যে দোকান হইতে আমি মিষ্টান্ন লইতাম, তাহা ছাড়িয়া বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছি। মনে মনে মায়ের কথার কত অর্থ করিলাম। টীকার উপর টীকা, অর্থও আমার সঙ্গে সঙ্গে কতদূরে চলিয়া আসিয়াছে। "আপনাকে কে গর্ভে ধরিয়াছে জানেন?" মা প্রশ্ন করিলেন। গুরু উত্তর দিলেন "জানি না।"

গুরু জানেন না কে তাঁহার মা। তবে কি তিনি গৌরীরই মত পরিত্যক্ত সন্তান? এক জন তাঁহাকে গর্ভে ধরিয়াছে, আর এক জন পালন করিয়াছে? ক্ষুদ্র শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরক্ষণেই সেই দ্বিতীয় মায়ের কোল আশ্রয় করিয়াছে। যখন তার বোধশক্তি আসিয়াছে, তখনও দেখে, সে সেই স্নেহময়ীর কোলে। সেই মায়ের সমস্ত ভালবাসা সেই ত একায়ত্ত করিয়া আসিয়াছে! তার ক্ষণেকের অদর্শনে শিশু যে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠে!

সেই ত বালকের মা। কেহ যদি তার জন্ম-তত্ত্ব জানে, আর জানিয়া বালকের মনে সংশয় উৎপাদনের চেষ্টা করে, সে ত কখন তার অন্য মা স্বীকার করিবে না! তবে জননী যদি তার মানুষ-করা মায়ের কোল হইতে তাহাকে গ্রহণ করিতে যায়, বালক ত কখনই আকুল-আগ্রহে মা ছাড়িয়া তার কোলে উঠিতে যাইবে না!

কে আমার মা? আমিও কি নিঃসংশয়ে এ কথার উত্তর দিতে পারি? গুরুদেবের কথা ছাড়িয়া মায়ের প্রশ্নটা একবার নিজেকে করিয়া লইলাম! মনে মনে নানা বিচার বিতর্ক করিয়া আমিও ত এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না! কে পারে?

কে পারে? পৃথিবীর লোকের মধ্যে কয়জনেরই বা মাতৃস্তন্যপানেরই স্মৃতি আছে? মা—মা। এইটুকু বুঝিয়াই জগতের লোক নিশ্চিন্ত।

তখন মায়ের সেই প্রশ্ন আর ত আমার কাছে সহজ বোধ হইল না। গুরু উত্তর দিতে পারিলেন না। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, এমন অবস্থায় আজিও বুঝি তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

গুরু বালক শিষ্য সত্যকামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার পিতা কে?" বালক তার মা'কে জিজ্ঞাসা করিল। জিজ্ঞাসায় যাহা জানিল, গুরুকে তাহা নিবেদন করিল। বালক জানে না, কে তার পিতা। কেন না, তার মা সেটা বলিতে পারিল না।

কিন্তু সত্যকাম সেই সঙ্গে ত জিজ্ঞাসা করিতে পারিত, আমার মা কে? সত্যকামের মনেও সে প্রশ্ন উঠে নাই। উঠিলে, বালক জিজ্ঞাসা করিত। বালক জানিত, মা—মা। স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, উহা জানিবার আর প্রয়োজন নাই। জানিতে হইলে ওই মায়েরই কথার সত্যতার উপর নির্ভর করিতে হয়। "সূতিকা-গৃহে যখন আমার চৈতন্য ফিরিয়াছে, বৎস, ধাত্রীর কোলে তখন আমি তোমাকেই দেখিয়াছি এবং আমারই বস্তু জানিয়া সেই অবধি তোমাকে বুকে ধরিয়া মানুষ করিতেছি।"

"আপনি জানেন না, কিন্তু কৃষ্ণ জানিতেন কে তাঁর মা।" তাই ত! সেই ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীর রাত্রি, আকাশের সেই আঁধার-কঠিন-করা মেঘের ভার, ঝড়ের সেই বনে বনে পাগলের অট্টহাসি-ভরা গানছুটানো উল্লাস! আর যমুনার —চিরোল্লাসময়ী তটিনীর—সেই মত্ত চঞ্চল তরঙ্গরাশি মাথায় ধরিয়া তৃণচ্ছেদী রহস্যপ্রবাহে কৃষ্ণকোলে বসুদেবকে আবাহন!

সমস্ত ব্রজপুরী ঘন ঘুমে ডুবিয়া গিয়াছে! পশুপাখী ত আর না জাগিবার মত যে যার আশ্রয় অবলম্বনে অন্ধকারের কাঠিনাবরণে চোখ ঢাকিয়াছে। এক বসুদেব ভিন্ন আর কে জানিত ব্রজগোপালের জন্মরহস্য! ক্ষুদ্র শিশুকে সে রহস্যের কথা কে শুনাইল? যশোদা বলিলেন, আমি তার মা, দেবকী বলিলেন, আমি।

এ মাতৃত্বের অধিকার লইয়া যশোদা-দেবকীর দ্বন্দ্ব পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বকাল হইতেই যে চলিয়া না আসিতেছে, তাই বা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে?

গোপালের মা বলিয়া আত্মপরিচয় দেওয়ায় যশোদার বরং অধিকার ছিল। কিন্তু দেবকীর? চির-পরিচিতকেও যদি দশটা বছর দেখিতে না পাই, চিনিতে পারি না। আর সেই সদ্যোজাত শিশু দীর্ঘ ষোড়শ বৎসরের পরিবর্ত্তন দেহে ধরিয়া দেবকীর সম্মুখে দাঁড়াইল! দেখামাত্র সেই কিশোর কৃষ্ণকে সন্তানজ্ঞানে গ্রহণ, দেবকী রাণী কেমন করিয়া করিলেন, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

কিন্তু কৃষ্ণ জানিতেন, কে তাঁর মা। না জানিলে দেবকীর বিপুল আগ্রহেও বাৎসল্যের আদর্শরূপিণী যশোদার কোল ছাড়িয়া দেবকীর কোল তিনি আশ্রয় করিতে পারিতেন না। কৃষ্ণ নিশ্চয় জানিতেন, তাঁর গর্ভধারিণী দেবকী।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥

"আমার তোমার অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে, আমি তা জানি অর্জ্জুন, তুমি তা জান না।"

আমি যখন আমার জন্ম জানি, তখন মা'কেও জানি। কেন জানি শুনিবে?

মম যোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

যশোদাও নয়, দেবকীও নয়, মায়া আমার মা। নন্দও নয়, বসুদেবও নয়, মায়াধীশ আমিই আমার পিতা।

কৃষ্ণ জানিতেন, কে তাঁর মা। চির-আত্মজ্ঞ পুরুষ, জননী তাঁহার কাছে আত্মগোপন করিতে পারেন নাই। গৌরীরও কি সেই অবস্থা? ওই অন্ধকারে পরিত্যক্ত সদ্যোজাত শিশু—গৌরীকে পাইবার সমস্ত ঘটনাটা নব-প্রস্ফুটিত মূর্ত্তিতে আমার চোখের উপর ফুটিয়া উঠিল। প্রথমে বুক, পরে সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল—সে কি জানে, কে তার মা? যদি জানে? আমার হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া গেল।

"এ দিকে কোথায় যাচ্ছেন, বাবা?"

মুখ ফিরাইয়া দেখি, নদীজলে তপস্বিনীর সঙ্গে যাহাকে দেখিয়াছিলাম, সেই মেয়েটি। একখানি

লালপাড় কাপড় পরিয়া একটি বাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে।

কোথায় যাইতেছি বলা অসম্ভব—আমি প্রতি-প্রশ্ন করিলাম—"এই কি, মা, তোমার বাড়ী?"

"আমার বাবা এখানে থাকেন।"

"তুমি?"

কি যেন কেমন একটি কোমল সঙ্কোচ কোমলতর হাসির আবরণে ঢাকিয়া মেয়েটি বলিল "আগে থাকতুম না, এখন থাকি।" বলিয়াই কথাটা যেন ফিরাইবার জন্য সে বলিতে লাগিল—"ওপর থেকে দেখতে পেলুম, আপনি যাচ্ছেন, তাই তাড়াতাড়ি নেমে এসেছি। কোথাও যাবার যদি বিশেষ প্রয়োজন না থাকে—"

"বিশেষ এমন প্রয়োজন—"

আমি যেমন ভাবে কথা শেষ করিতে দিলাম না, সেও সেইরূপ করিয়া বলিল—"তা হ'লে একবার বাড়ীটাতে পায়ের ধূলো দিন না।"

"বেশ, চল।"

বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। মেয়েটি পথ দেখাইয়া আমাকে উপরে লইয়া চলিল। কিন্তু সিঁড়ির পথটা এমন অন্ধকার, উপরে উঠিতে আমার কেমন উৎসাহ হইল না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার বাবা কি উপরেই আছেন?"

"আছেন—তিনি পূজা করছেন।"

"তবে—এক জনের বাড়ী যাবার ইচ্ছা করেছিলুম।"

"কিন্তু তার ঠিকানাটা আমার ভাল জানা নেই।"

"কার বাড়ী?"

"ব্রজমাধব বাবুর।"

দেখিলাম, মেয়েটির মুখ সহসা মলিন হইয়া গেল। কিছুক্ষণ সে কোনও কথা কহিল না।

আমি বলিলাম—"জান্‌তে পারলে প্রয়োজনটা সেরে যেতুম।"

"এখনি সেখানে যাবেন?"

"তুমি তাঁর ঠিকানা জানো?"

আমার কথার উত্তর না দিয়া, দোতলার দিকে মুখ করিয়া সে ডাকিল—"লছ্‌মী।" উপর হইতে একটি মধ্যবয়সী পশ্চিমা ঝি নামিয়া আসিল। মেয়েটি তাহাকে বলিল—"বাবাজীকে রাজা বাবুর বাসাটা দেখিয়ে দে।"

ঠিকানাটা এত সহজে পাইয়া আমার আহ্লাদ হইল বটে, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ও হইল। একটু সন্দেহও আসিল। সে সন্দেহটা আনিল মেয়েটির বাপ।

যাক, বিস্ময়, সন্দেহকে তাহাদের ক্রিয়া করিবার অবসর না দিয়া আমি একেবারেই বলিয়া উঠিলাম—"আগে প্রয়োজনটা সেরে তোমার পিতার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ ক'রে যাব।"

মেয়েটি কি যেন আমাকে বলিতে চাহিল, কিন্তু বলিতে বলিতে আবার সঙ্কোচে বলা হইল না। আমি চলিলাম। লছ্‌মী পথ দেখাইয়া চলিল। আমি পূর্ব্বেই জঙ্গমবাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সামান্য দূর যাইতেই অন্ধকারময় পথ ছাড়িয়া জঙ্গমবাড়ীর প্রশস্ত পথে উপস্থিত হইলাম। আর একটু চলিতেই লছ্‌মী দূর হইতে রাজাবাবুর বাড়ী দেখাইল। সেখানে পথ আরও প্রশস্ত এবং তাহারই পার্শ্বে নূতন রকমে প্রস্তুত একরূপ "সাহেবি" ধরণেরই অট্টালিকা।

বাড়ী দেখাইয়াই লছ্‌মী দাঁড়াইল। বাড়ীর ফটক পর্য্যন্ত চলিবার অনুরোধ করিতে আধা বাংলা আধা হিন্দীতে বলিল—"হামি হুঁয়া নেহি যাব বাবা।" বলিয়াই সে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার রাজাবাবুকা পাশ কি দরকার আছে?"

"রাজাবাবুকা পাশ নয়, রাণীমায়ীকা পাশ।"

সে অবাক্ হইয়া আমার মুখের পানে একবার চাহিল, তার পর ফিরিয়া চলিল,—আমার কাছে বিদায় লইবারও অপেক্ষা রাখিল না।

১৮

ব্রজমাধব বাবুর বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। অনেক লোক পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছে, সুতরাং সেখানে দাঁড়াইতে আমার সঙ্কোচ নাই। কিন্তু বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে কেমন আমার সাহস হইতেছে না।

এই ধনী, তার এত বড় বাড়ী, তার স্ত্রীকে কেমন করিয়া আমার সেই নগণ্য, এ বাড়ীর তুলনায় কুটীরের মত গৃহে নিমন্ত্রণ করিব? দেউড়ীতে বন্দুক-ঘাড়ে সিপাহী পায়চারি করিতেছে। দেউড়ীর ওপাশে লোক-কোলাহল—বুঝি রাজার ভৃত্য,

কর্ম্মচারী অসংখ্য—বাড়ীতে প্রবেশই বা কেমন করিয়া করিব ?

রাণীমা'কে নিমন্ত্রণ করার গুরুর তেমন ইচ্ছা দেখি নাই। ইচ্ছা, আগ্রহ যা কিছু সব আমার। ব্রজমাধবের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আমারও ইচ্ছা দমিত হইয়া গেল।

কিন্তু রাজাবাবুর সঙ্গে আমার ত অনেকক্ষণ ধরিয়া আলাপ হইয়াছে। আলাপে তাহাকে শিষ্ট, শান্ত এবং ধার্ম্মিক বলিয়াই বুঝিয়াছি। রাণীকে যখন নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি, তখন নিষ্ফল প্রয়াসে ফিরিয়া যাইব ? আমি ব্রহ্মচারী—কোন অর্থ-ভিক্ষায় এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছি না—আমার ভয় কি ? ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া আমি ব্রজমাধবের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে চলিলাম।

দ্বারমুখেই বাধা পাইলাম, দারোয়ান আমাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিল না। আমার মত পরিচ্ছদধারী অনেকেই বোধ হয়, পয়সার জন্য বাবুর উপর উৎপাত করে। দারোয়ানের বাধায় আমার ক্রোধ হইল না। আমার আসার উদ্দেশ্য দরোয়ানকে বুঝাইব, পার্ব্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। আমাকে দেখিয়াই কি রকম এক তীব্র দৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল—"কি ঠাকুর, এখানে কি মনে ক'রে ?"

"রাণীমা'র সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতে এসেছি।"

"রাণীমা'র সঙ্গে! বল কি বামুন, তোমার আস্পর্দ্ধা ত কম নয়।"

বেটীর দাম্ভিকতায় বাস্তবিকই আমার ক্রোধ হইল। তবু আমি শান্তভাবে তাহাকে বলিলাম—"কেন গো বাছা, এটা এমন দোষের কথা কি হ'ল! আমি ব্রহ্মচারী মানুষ—"

দরোয়ান আর আমাকে কথা কহিতে দিল না। সে একরূপ ধাক্কা দিয়াই আমাকে দেউড়ীর বাহিরে ঠেলিয়া দিল।

বাহিরে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মতই দাঁড়াইলাম। কি উৎপাত! এ কোথায় আমি কাকে খুঁজিতে আসিয়াছি ? আমার সে কুটীরের দিক্ দিয়া, রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ আমি যে সহজ মনে করিয়াছিলাম, এখন দেখিলাম, সেটা আমার মস্ত ভুল। এটা মনে করিতে যাওয়াই আমার পাগলামী হইয়াছে।

পথে পড়িবার উদ্যোগ করিতেছি, এক যুড়ী আসিয়া অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়ীর মধ্যে ব্রজমাধব বাবুকেই দেখিতে পাইলাম। সঙ্গে আরও তিনটি। দুইটির বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ, একটি "সাহেব" বেশধারী।

ব্রজমাধব আমাকে দেখিতে পায় নাই। আমিও তাহার সঙ্গে দেখা না করিয়া অবনত মস্তকে পাশ কাটিয়া যাইব মনে করিলাম। দুষ্ট দরোয়ান আমাকে তাও করিতে দিল না, রূঢ় হস্তে আমাকে টানিয়া পথের এক পার্শ্বে দাঁড় করাইল। তার হুজুরের আসিবার পথে আমি বুঝি বাধা হইয়াছি।

প্রথমে ব্রজমাধব, তার পর একে একে তিন জন গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে চলিল। পথের পার্শ্বে বন্দুক খাড়া করিয়া সিপাহী, তার পশ্চাতে আমি।

আমি ত মনে করিলাম, ব্রজমাধব আমার দিকে অপাঙ্গদৃষ্টি পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করিল না; কিন্তু যেই ফটক ছাড়িয়া আবার আমি রাস্তায় পড়িয়াছি, অমনি একটা চাকর ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বলিল—"ও ঠাকুর, হুজুর তোমাকে ডাকছেন।"

কি করিব? ইহাদের কথাবার্ত্তাগুলা আমার ভাল লাগিতেছে না, ব্যবহার বিরক্তিকর হইয়াছে; যাইব কি না? আর যাইবারই বা প্রয়োজন কি? পার্ব্বতীর কথার ভাবে বুঝিয়াছি, রাণীকে নিমন্ত্রণ করা বৃথা। সে কথা দ্বিতীয়বার তুলিতেও আমার সাহস নাই। ব্রজমাধবের সঙ্গে কথা কহিবার কি আছে? ওদিকে অতিথি হইয়া গুরু ঘরে বসিয়া আছেন।

"তোমার হুজুরকে বল, আর আমি যেতে পারব না।"

ভৃত্য বলিল—"পারব না কি, যেতেই হবে।"

লোকটা ব্রজবাবুরই দেশের। কথা এমন কর্কশ যে, সহস্র চেষ্টায় ক্রোধ সংবরণ করিতে গিয়াও আমার আপাদ মস্তক জলিয়া গেল। বিশেষ চেষ্টায় প্রকৃতিকে স্থির করিয়া আমি বলিলাম—"বেশ, আমি দাঁড়িয়ে রইলুম, তুমি রাজা বাবুকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসো, কি জন্য তিনি আমাকে ডাকছেন!"

হতভাগাটা এর উত্তরে বলিল—"যাবি কি না যাবি বল?"

"যদি না যাই ?"

অমনি সে ডাকিয়া উঠিল—"সিপাহী !"

দেখি, পথের মাঝেই লাঞ্ছিত হই। সিপাহী আসিতেছে, দুই চারি জন পথিকও সিপাহীর নাম শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বলিলাম—"বেশ, চল।"

হতভাগাটা আমাকে যেন আগুলিয়া উপরে লইয়া গেল! পথে কোনও দিকে না চাইতেও বুঝিলাম, অনেকগুলা লোক আমার পানে চাহিয়া আছে। কিন্তু সেই হতভাগী পার্ব্বতীটা আছে কি না বুঝিতে পারিলাম না।

যে এক দিন দীনভাবে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল, তার বাড়ীতে এরূপ ব্যবহার পাইব, আমি যে স্বপ্নেও মনে করিতে পারি নাই! আর তার এরূপ আচরণের অর্থই বা কি? রাণী কি সেদিন আমার দোষ গ্রহণ করিয়া নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়াছেন? তবে কি তিনি আমাকে ক্ষমা করেন নাই? অথবা আজিকার তৎপ্রতি গুরুর আচরণের সমস্ত ক্রোধটা আমার উপর পড়িয়াছে? বুঝিতে পারিলাম না, রাজাবাবুর বাড়ী আমার এ লাঞ্ছনার অর্থ কি।

উপরে উঠিতেই দেখিলাম, এক অতি সুন্দর, সজ্জিত প্রশস্ত ঘর। ঘর রাজারই যোগ্য বটে! ঘরের তিন চারিটা দ্বার, তাতে রং-বার্ণিস করা অতি সুন্দর কবাট। তার একটা দিয়া বুঝি ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। কেন না, সেই দোরটার পাশেই একটা টুলের উপর দেখিলাম, সাজগোজ পরিয়া যে দরোয়ানটা আমারই বাড়ীর দোরে বসিয়াছিল, বসিয়া আছে।

চাকরটা আমাকে দরোয়ানের জিম্মায় রাখিয়া ভিতরে গেল। ঘর লোকে পূর্ণ—বাঙ্গালী, পশ্চিমা, পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, হিন্দু, মুসলমান—দুই-ই দেখিলাম। কাশ্মীর পণ্ডিতদের ভিতরও দুই এক জন দৃষ্টিগোচর হইল। ইহারা আসিয়াছে—কেহ জিনিস বেচিতে, কেহ বেচা জিনিসের দাম লইতে; কেহ বা শুধুই সাক্ষাৎ করিতে। আর এই পণ্ডিতগুলা আসিয়াছে, এই বিপুল বিলাসী ধনীর নিকট হইতে যা যৎকিঞ্চিৎ কৃপাপ্রাপ্তির লোভে, নানাবিধ স্তুতির শ্লোকে সেই অতুলনীয় দেবভাষার শ্রাদ্ধ করিতে। তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কিছুক্ষণের জন্য নিজের অবস্থা ভুলিয়া গেলাম।

কিন্তু যাঁহাকে লইয়া স্তুতি, তাঁহাকে ত দেখিতে পাইতেছি না। বুঝিলাম, বাবু ঘরের এক প্রান্তে বসিয়া আছেন। তাঁর সহচরগুলিকেও দেখা গেল না। উঁকি দিয়া যে দেখিব, তারও উপায় নাই। কতক্ষণ দরোয়ানের পার্শ্বে চোরের মত দাঁড়াইয়া থাকিব? যে হতভাগা চাকর আমাকে দাঁড় করাইয়া ভিতরে গিয়াছে, সে বেটাও ত ফিরে না! কি আপদ্! এক এক মুহূর্ত্ত যে এখন আমার কাছে বৎসর বোধ হইতেছে!

"দরোয়ানজি!"

সে আমার মুখের দিকে চাহিল। দেখিলাম, তার তক্‌মা, পাগড়ী, পোষাক, টুল—সমস্ত এক সঙ্গে জড়াইয়া এক অপূর্ব্ব অহঙ্কারের মূর্ত্তি ধরিয়া, তার চোখ দু'টার ভিতর হইতে আমাকে ধমক্ দিতেছে। দেখিয়াই বুঝিলাম, দরোয়ানজিকে সম্বোধন করাই আমার ধৃষ্টতা হইয়াছে। হঠাৎ ঘরের ভিতর একটা বিষম হাসির রোল উঠিল। ইহার একটু পরেই সেই সাহেব-বেশী যুবক—সে আসিয়াই আমাকে বলিল—"তুমিই কি রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে এসেছ?"

"ভুল ক'রেছিলুম বাবা! আমার বলা উচিত ছিল, রাজাবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে।"

যুবক মুখটা বিশেষ রকমই বিকৃত করিয়া বলিল—"ভুল হয়েছিল! ভীমরতি হয়েছে না কি? সিধুবিবির বাড়ীতে কি কর্‌তে গিয়েছিলে? সেটাও কি এই রকমই ভুল?"

"সিধুবিবি কে, আমি ত জানি না বাবা!"

"জান না?" বলিয়াই সে একটা কঠোর গালি দিয়া আমার গণ্ডে এক চপেটাঘাত করিল।

একের পর দুই, দুইয়ের পর তিন। দুই চারি জন লোক চপেটাঘাতের শব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সকলেই দাঁড়াইয়া নীরবে আমার লাঞ্ছনা দেখিল। দরোয়ান টুল ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া আগে হইতেই প্রাণহীনের মত আমার দুর্দ্দশা দেখিতেছে।

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম—"শাস্তির যদি শেষ হয়ে থাকে, আমাকে যেতে অনুমতি দাও, বাবা!"

আর এক চপেটাঘাত। "বেটা, চিম্‌টেপেটা ক'রে রাজাবাবুকে কাশী-ছাড়া করবি না?"

"সে ও বলেনি, পিসে বাবু!"

দেখিলাম, বারান্দায় একটু দূরে দাঁড়াইয়া পার্ব্বতীও আমার লাঞ্ছনা দেখিতেছে।

আমি বলিলাম—"সে আমারই বলা পার্ব্বতি!"

ভিতর বাহির নিস্তব্ধ। সিঁড়ির মুখেও লোক দাঁড়াইয়াছে। কাহারও মুখে কোনও সহানুভূতির কথা ফুটিল না।

শেষে এক জনের মুখ হইতে উপদেশের কথা বাহির হইল। তার সর্ব্বদেহেই বৈষ্ণবোচিত চিহ্ন, হাতে মালার ঝুলি। ঝুলি নাড়িতে নাড়িতে সে আমাকে বলিল—"ভগবানের নামে ভণ্ডামীর ঠিক শাস্তি পেয়েছ। তোমার ভাগ্য ভাল। হরি করুন, এখন থেকে যেন তোমার সুমতি হয়। আর যেন ধর্ম্মের গ্লানি ক'র না।"

কেবলমাত্র এক জন আমার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া কথা কহিল। সে মুসলমান। আমার বার বার লাঞ্ছনা দেখা সহ্য করিতে না পারিয়া, বুঝি সে বলিয়া উঠিল—"বুঢ্ঢা আদমি ভুল কিয়া, মাফ কিজিয়ে হুজুর!"

যুবক প্রহার করিতে নিরস্ত হইল। কিন্তু সে সেই মুসলমান ভদ্রলোকটির কথায় হইল কি না, বলিতে পারি না। নিরস্ত হইয়াছে সে পার্ব্বতীর কথায়। হতভাগা ভুল করিয়াছে, তার মুখে আমি অপ্রতিভের ভাব দেখিলাম।

"এইবারে যেতে পারি, বাবু?"

কোনও উত্তর না দিয়া যুবক চলিয়া গেল।

"কি গো, মা, যেতে পারি?"

"যাও বাবা, কিছু মনে ক'র না। পিসেবাবু লোক ভুল করেছে।"

বাড়ীর বাহিরে যাইতে আর বাধা পাইব না বুঝিয়া পার্ব্বতীর সান্ত্বনাবাক্যে শুধু হাসির উত্তর দিয়া আমি ব্রজমাধবের গৃহত্যাগ করিতে চলিলাম।

সত্য বলিতেছি, এই অহেতুক অপমানে হতভাগ্য যুবকটার উপর আমার কিছুমাত্র ক্রোধ হইল না। কেন হইল না, ইহার উত্তর কি দিব? উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়, শ্রীগুরুর কৃপা। ক্রোধের পরিবর্ত্তে তাহার প্রতি আমার কেমন দয়া হইল। ভদ্রঘরের এরূপ অনেক আকাটমূর্খ আমি দেখিয়াছি। তাহারা কি করে, কি বলে, কেন করে, কেন বলে, নিজেরাই বুঝিতে পারে না। বিশেষতঃ এইরূপ প্রকৃতির ব্যক্তি যখন মদান্ধ, অসৎপ্রকৃতি ধনীর আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন আশ্রয়দাতার মনস্তুষ্টির জন্য এমন ঘৃণিত কাজ নাই, যাহা সে করিতে পারে না। তাহার প্রভু যা নিজে করিতে অথবা বলিতে পারে না, সে তা অনায়াসে করিতেও পারে, বলিতেও পারে। প্রভুর কৃপা হারাইয়া এই প্রকার লোকদিগের অনেকের প্রকৃতি আবার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়াছি। হতভাগ্যের উপর ক্রোধ না হইয়া সত্যই তাহার উপর আমার কেমন দয়া হইল। তার মুখখানা দেখিয়া মনে হইল, এখনও সে মনুষ্যত্বের সমস্তটা হারায় নাই। সদাশ্রয় পাইলে বুঝি হতভাগাটা আবার ভাল হইতে পারে। আর তাহাকে পশু করিয়াছে, তার এই বিজাতীয় পরিচ্ছদটা। ব্রাহ্মণ-সন্তান "সাহেবের" অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। অনুকরণে লইতে সমর্থ হইয়াছে কেবল তার দোষটুকু। তার এই বিলাতী পোষাকের আবরণে কত তম যে আশ্রয় করিয়াছে, প্রকৃতি পর্য্যন্ত তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া ওই আবরণের ভিতরে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

যুবকটার উপর আমার দয়া হইল। দয়াই বা বলিতেছি কেন, কেমন একটা মমতা আসিল। এ মমতার কারণ আমি আমার মনের সমস্ত অবস্থা অনুসন্ধান করিয়াও নির্ণয় করিতে পারিলাম না।

কিন্তু ক্রোধ আসিতে লাগিল সেই পাষণ্ড, সেই বকধার্ম্মিক "রাজাবাবু"টার উপরে! যাহার ইচ্ছায় ও ইঙ্গিতে ওই বুদ্ধিমান্ যুবক যন্ত্রের মত কার্য্য করিয়াছে। এমন কাপুরুষ সে, যে কার্য্যটা নিজে করিতে সাহস করিল না, তাহাই তার এক জন অন্নদাস নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণের ছেলেকে দিয়া করাইল! আমাকে দিয়া গুরুদেবকে দীক্ষা দিবার অনুরোধ করাইতে এই ব্যক্তিই কি আমার কাছে গিয়াছিল—সেই শান্ত মিষ্টভাষী বিনয়ী? গৌরীকে দেখিয়া সে তাহার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিবার জন্য কত না ব্যাকুল হইয়াছিল!

সেই হতভাগা জমীদারের উপর মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইতে আমার অধিকার ছিল। সহসা মায়ের মুখ-স্মৃতি! সে যেন হাসিয়া বলিল—"কর কি ঠাকুর! তুমি না সন্ন্যাসী হইতে চলিয়াছ, তোমার প্রাণের

গৌরীকে ছাড়িবার সঙ্কল্প করিয়াছ? অথচ একটা তুচ্ছ অপমান সহ্য করিবার তোমার ক্ষমতা নাই।"

যাও ব্রজমাধব, বিশ্বনাথ তোমার কল্যাণ করুন।

১৯

"কি গো মা, বাড়ী আছ?"

"আসুন, আসুন।"

আমি, মেয়েটির বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া, উঠান হইতে ডাকিলাম। সে, ঘর হইতে ছুটিয়া বারান্দায় আসিয়া আমাকে উত্তর দিল। দেখিয়া বোধ হইল, সে রন্ধন কার্য্যে ব্যস্ত ছিল।

আমি বলিলাম—"এখন আসি না কেন, মা।"

"না—না।"

"আর এক সময়ে আসবো।"

"তা হবে না।"

"বাসায় শীগ্‌গির ফেরবার আমার প্রয়োজন হয়েছে।"

"তা হ'ক, একবার আপনাকে উপরে পায়ের ধূলো দিতেই হবে। বাবা আপনার অপেক্ষা করছেন।"

আমার উত্তর দিবার আর কথা রহিল না। আমার সম্মতি বুঝিয়াই আবার সে বলিল, "একটু দয়া ক'রে অপেক্ষা করুন, আমি হাতটা ধুয়েই যাচ্ছি। সিঁড়িটা অন্ধকার, একা উঠ্‌তে আপনার কষ্ট হবে।" বলিয়াই মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে অন্তর্হিত হইল।

আমি, সিঁড়ির দিকটা পিছনে করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাড়ীখানার জীর্ণতা ও লোকশূন্যতা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি, এমন সময় পিছন হইতে মেয়েটি আমাকে ডাকিল—"বাবা, আসুন।"

কখন্ কেমন করিয়া কোন দিক দিয়া হঠাৎ সে আমার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল!

পিঠে এক রাশ ছড়ানো চুল, কোমল হাসি-মাখা সুন্দর মুখকে আরও সুন্দর করিতে নীল তারা দুটির ভিতর হইতে গভীর বিষাদের ইঙ্গিতভরা যেন মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের অশ্রুমুছা, দুটা পটল-চেরা চোখ, দীন-বসনের সরলাবরণে অকুণ্ঠিত সুস্থ সৌন্দর্য্য বহন করা দেহযষ্টি! তাই ত, গুরুর কথাই কি ঠিক? এই মেয়েটাকেই যে দু'টার মধ্যে বেশী সুন্দর মনে হইতেছে! "হাঁ মা, এ বাড়ীতে আর কোন মেয়ে দেখ্‌তে পাচ্ছি না কেন?"

"নেই কেউ, কেমন ক'রে দেখবেন? বাবা আছেন আর আমি আছি। সেই ঝিটি পাট ক'রে দিয়ে যায়। এখন চলে গেছে, বাসন-কোসন মাজ্‌তে, সেই বিকালে আবার আসবে।"

"তোমার মা?"

"বছর খানেক আগে মারা পড়েছেন।

"এ বাড়ীতে অন্য লোক বাস করবারও ত ঢের জায়গা আছে।"

"এটা বাবার কেনা বাড়ী। তিনি দেশ থেকে এখানে কাশীবাস করতে এসেছেন। ভাড়াটে রাখেন না।"

"এমন অনেক গরীব বিধবা আছে, যারা অমনি বাস করবার ঘর পেলে ধন্য হয়ে যায়।"

মেয়েটি এ কথার কোনও উত্তর দিল না; আমাকে কেবল উপরে চলিতে অনুরোধ করিল। আমার কথাটা সে যেন শুনিতেই পাইল না।

"তা-হলে পিতার সেবা করতে একমাত্র তুমি?"

"আমি দিন পাঁচ সাত এখানে এসেছি।"

"এতদিন?"

"এত দিন কে সেবা করেছে, জানি না।"

অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিলাম। এ যাহা বলিল, তার অর্থ কি?

"আমার এখানে আসবার আগে শুনেছি আমাদের দেশের এক কাশীবাসিনী বুড়ী বাবার পরিচর্য্যা করত। আমি এখানে এসে কিন্তু তাকে দেখিনি।"

"তুমি কি স্বামীর ঘরে থাকতে?"

বিদ্যুৎ-বিলাসের মত মেয়েটা কেবল একরাশ হাসি মুখে মাখিল।

"এতে হাসির কথা কি আছে, মা?"

"আপনি কি বাবা, গুরুদেবের মুখে শুনেন নি?"

"কই, না তো!"

"সবে মাত্র পাঁচ দিন আমার বিয়ে হয়েছে। আমি কুলীনকন্যা!"

সবিস্ময়ে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এতকাল তবে তুমি কুমারী ছিলে?"

প্রশ্নটা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই মুখটা তার লাল হইয়া উঠিল।

উত্তরটা তার মুখ হইতে যেন বাহির হইতে চাহিতেছিল না।

কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল, "না থাকলে আর কি থাক্‌বো?"

"আমার স্বামীকে আপনি জানেন।"

"আমি জানি!"

"তিনিও আপনার গুরুদেবের ভক্ত।"

একবারেই বুঝিয়া ফেলিলাম, তিনি রাজমোহন। আর এটাও বুঝিলাম, গুরুদেবেরই ইঙ্গিতে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এই যুবতীর পিতার জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন।

"হুঁ—বুঝেছি,—চল।"

ফুলের মত কোমল হাতখানিতে আমার হাত ধরিয়া সে আমাকে সন্তর্পণে উপরে তুলিতে লাগিল। সে উপরের ধাপে, আমি নিম্নে। সিঁড়ির খানিকটা অংশ নিশীথের অন্ধকার কোলে করিয়া বসিয়া আছে। সেই স্থানটায় পা দিতেই মেয়েটা যেন তার স্পর্শটুকু মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া সমস্ত রূপটা অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিল।

দুষ্ট শিহরণ কিন্তু এবারে আমাকে বিড়ম্বিত করিতে আসিল না। তৎপরিবর্তে চোখ দুটা আমার সহসা সিক্ত হইল। হাজার না বুঝার ভিতর হইতে আমি কি যেন একটা বুঝিতে পারিয়াছি। দিবসের নিবিড় আঁধার আমার দৃষ্টি-হীন চোখে কি এক তত্ত্বের আলোক ঢালিয়া দিয়াছে।

"হাঁ, মা, তোমার নাম কি সিধু?"

"কে আপনাকে বল্‌লে?"

"আরে মর্‌ রাঁধতে রাঁধতে আবার কোন্‌ চুলোয় গেলি সিধী?" উপরের কোনও একটা ঘর হইতে তাহার পিতার কণ্ঠস্বর বাহির হইল।

"তাড়াতাড়ি করবেন না, আস্তে আস্তে পা দিয়ে আসুন। আর অন্ধকার নেই।"

"ও সিধী, সিধী!" এমন একটা কঠোর ভাষা ঘরের সেই এখনো-না-দেখা মুখ হইতে উচ্চারিত হইল যে, শুনিয়া আমি কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। বিশেষতঃ যখন মনে হইল, কি কথাটা পিতা তাহার কন্যার প্রতি প্রয়োগ করিল, তখন সেরূপ জ্ঞানহীন ক্রোধীর সহিত আমার সাক্ষাতের আর প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত রহিল না।

উপরে উঠিতে একটিমাত্র ধাপ বাকি। না উঠিবার সঙ্কল্পে যেই আমি দাঁড়াইয়াছি, মেয়েটি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল—"দাঁড়াইলেন কেন? আর যেতে কি আপনার ইচ্ছা নেই?"

"উনিই তোমার বাবা?"

"উনিই।"

"তোমার বাবা আমার অপেক্ষা কর্‌ছেন বল্‌ছিলে যে?"

"ওঁর এ কথা শুনে দেখা করতে কি আপনার ভয় হচ্ছে?"

"আর দেখা করবারই বা দরকার কি?"

মেয়েটি আমার হাত ছাড়িয়া দিল।

তাহাকে ক্ষুণ্ণ বুঝিয়া আমি বলিলাম—"আর এক সময় দেখা করলে কি চলবে না? গুরুদেব বাড়ীতে এসেছেন। আমার ওখানেই আজ তাঁর সেবা।"

"তবে"—ক্ষোভটা তাহার এতই বেশী বোধ হইল, বিদায়ের কথা সে মুখ হইতে বাহির করিতে পারিল না। শেষে বলিল—"অন্ধকারে আপনি নাম্‌তে পারবেন?"

"খুব পারব, মা।"

"না হয় আমি সঙ্গে যাই!"

"প্রয়োজন নেই। তোমার বাবা রাগ করছেন।"

"করুগ্‌গে।" বলিয়া আবার যেমনই সে এক পৈঠায় পদ দিয়াছে, দ্বিগুণ কঠোর স্বরে আবার তার পিতা তাহাকে ডাকিল।

"আর তোমাকে আমি যেতে দিতে পারি না।"

"তবে আসুন। সাবধানে সিঁড়িতে পা দেবেন।"

"তোমার নাম—"

"সিদ্ধেশ্বরী।"

নীচে নামিতেই শুনিতে পাইলাম, সিদ্ধেশ্বরী তাহার পিতাকে তিরস্কার ছলে বলিতেছে—"অমন ক'রে চেঁচাচ্ছেন কেন?"

"আমার পিণ্ডি চটকাবার জন্যে।"

"সাধু মানুষ দেখা করতে এসে ফিরে গেলেন।"

"কেন?"

"যে কথা মুখ দে বার কর্‌লেন, ওরূপ কথা শুন্‌লে যার মর্য্যাদাবোধ আছে, সে কি আর দেখা কর্‌তে সাহস করে?"

"কড়া কথা শুনে যে ভয়ে পালিয়ে যায়, সে আবার সাধু কি? তুই যেমন সতী, সেও তেমনি সাধু।"

ঠিক বলিয়াছ বৃদ্ধ, আমি এখনি তোমার সঙ্গে দেখা করিব।

২০

কর্ম্মের খেলা—আমি যেন আজ কি করিতে কি করিতেছি। ব্রহ্মচারীর যা একান্ত অকর্ত্তব্য, বাধ্য হইয়া যেন, আমাকে তাহাই করিতে হইতেছে।

যে ঘরে পিতা-পুত্রীর কথোপকথন হইতেছিল, উপরে উঠিয়া সেখানে পৌঁছিতে অনেকটা বারান্দা বেড়িয়া যাইতে হয়। আমি তাই করিলাম। ভাবিলাম, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াই এবং কৈফিয়ৎস্বরূপ দুই একটা কথা কহিয়াই, আমি সেখান হইতে চলিয়া আসিব। বাসায় গুরুদেব আমার প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষা করিতেছেন, ঘরে আমার কর্ত্তব্য পড়িয়া আছে।

সিঁড়িতে উঠিবার সময় পিতা-পুত্রীর কি কথোপকথন হইতেছিল, আমি শুনি নাই। কিন্তু প্রতি সিঁড়ি হাত দিয়া ধরিয়া অন্ধকার ভেদিয়া যেই আমি উপরে উঠিলাম, অমনিই সিদ্ধেশ্বরীর কথা আমার কর্ণগোচর হইল। বুঝিলাম, এখনো ইহারা আমার কথাই কহিতেছে। কন্যা বলিতেছিল—"বাক্যির দোষে দু'দিন একটা মানুষ বাড়ীতে তিষ্ঠিতে পারে না।"

সঙ্গে সঙ্গে শুনিতে পাইলাম পিতার কর্কশ-কণ্ঠের উত্তর:—"মানুষ হ'লেই থাকতে পারে।"

"এত বড় বাড়ীর ভিতরে মাত্র এক জন বুড়ো-মানুষ বাস করে, যে শোনে সে-ই অবাক্ হয়ে যায়।"

"দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।"

"পৃথিবীশুদ্ধ লোক দুষ্টু, ভালর মধ্যে উনি একা।"

"তা তুই বুঝ্‌বি কি পাপিষ্ঠা।"

"কাশীতে ব'সে—সাধুর নিন্দা।"

"তুই বেটী যেমন সতী, সে বেটাও তেমনি সাধু।"

"দেখুন বাবা, দেখলেন না শুন্‌লেন না, এমন ক'রে এক জনকে গাল দিচ্ছেন কেন?"

"সে না দেখেই আমার দেখা হয়েছে। ও-রকম সাধু কাশীর গলিতে গলিতে গাদা হয়ে জমে আছে। সাধু এসেছেন ধর্ম্ম কর্‌তে সিদ্ধেশ্বরীর কাছে! সঙ্গ করবার আর তিনি লোক পেলেন না! তোর কাছে চতুর্ব্বর্গ আছে, সেই লোভে এসেছিল—না?" এই বলিয়া অনুচ্চ অস্পষ্ট স্বরে পিতা পুত্রীকে আরও দুই একটা কি কথা শুনাইল। বোধ হইল কথা অতি তীব্র—অশ্রাব্য। ইহার পরে আবার উচ্চ কর্কশকণ্ঠ। সম্বোধনের কথাটা আপনাদের শুনাইতে পারিলাম না।

বৃদ্ধের মুখ হইতে—স্বর শুনিয়া আমি তাহাকে বৃদ্ধই অনুমান করিয়াছি—পাছে আমার সম্বন্ধে আরও কিছু অশ্রাব্য কথা শুনিতে হয়, আমি একবারে দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলাম।

ব্রাহ্মণ একখানা নামাবলী কাঁধে দিয়া একখানি আসনে বসিয়া আছেন। মুখ তাঁর বিপরীত দিকে। বামপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁর কন্যা। বুঝিলাম, ব্রাহ্মণ এখনো পূজায় বসিয়া। পূজার সঙ্গে সঙ্গেই ওই সকল কথা লইয়া তাঁহার আলাপ হইতেছে।

মুখ এখনও দেখি নাই। দেখা যাইতেছে শুধু তাঁর পৃষ্ঠের কিয়দংশ। বৃদ্ধ—অতি বৃদ্ধ। কিন্তু পৃষ্ঠের লোলচর্ম্মের মধ্য দিয়া যৌবনের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ এখনও যেন লুকাইয়া লুকাইয়া এক একবার দেখা দিতেছে।

ব্রাহ্মণ ইহার মধ্যে বার দুই চার জপ সারিয়া লইলেন তার পর আবার যেই কথা কহিবার সূচনা করিয়াছেন, অমনি আমি দ্বার হইতে ডাকিলাম—"মা!"

"আসুন—আসুন।"

বৃদ্ধ বোধ হয় কথা শুনিতে পাইলেন না তিনি মুখ না ফিরাইয়াই, ধ্যান করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন—"তাই ত হতভাগী, অমন মহাত্মার কৃপা পেয়েও—'

"চুপ করুন।"

"তোর চৈতন্য হ'ল না!"

পিতার মুখের কাছে মুখ লইয়া একটু জোর গলায় সিদ্ধেশ্বরী বলিল—"ঠাকুর মশাই এসেছেন।"

বৃদ্ধ মুখ ফিরাইলেন। আমি দেখিলাম, যেন বহু প্রাচীন অশ্বত্থ, কালস্রোতে প্রায় সমস্ত মূল হইতে বিচ্যুত হইয়া মাটীতে পড়িয়াছে—কিন্তু আজিও মরে নাই। যা দুই একটি শিকড় অবশিষ্ট আছে, তাহাদেরই সাহায্যে ক্ষীণ জীবন লইয়া মাটী আঁকাড়িয়া পড়িয়া আছে।

বয়োবৃদ্ধ—মুখ ফিরাইতেই আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। তিনি কোনও কথা না কহিয়া, তাঁহার চশমার ভিতর দিয়া, বোধ হইল, আমার যেন আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম—"আপনার কন্যার ইচ্ছা ছিল, আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।"

সিদ্ধেশ্বরী ব্যগ্রতার সহিত একখানা আসন আনিয়া আমাকে বসিতে অনুরোধ করিল।

"থাক্ মা, এখন আমি বস্‌তে পার্‌ব না।"

বৃদ্ধ তখনও নীরবে চশমার ভিতর দিয়া বাণ-নিক্ষেপের মত আমার পানে চাহিয়া।

আমি বলিতে লাগিলাম—"কিন্তু দেখার এ যোগ্য সময় নয়, বাসাতেও শীগ্‌গির ফেরবার আমার প্রয়োজন, এই ভেবে, অন্য এক সময়ে দেখা করব মনে ক'রে চলে যাচ্ছিলুম। আপনার কথা শুনে ফির্‌লুম।"

সিদ্ধেশ্বরীর মুখ মলিন হইয়া গেল।

দেখিয়া আমি বলিলাম—"মুখ মলিন কর্‌বার এতে কিছু নেই মা। তোমার পিতা বয়োবৃদ্ধ, আমার পিতার তুল্য। ওঁর কথা শুনে বাস্তবিকই আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।"

আপাদ-মস্তক দেখা শেষ করিয়া বৃদ্ধ এইবার মুখ খুলিলেন—"নাম কি তোমার?"

"অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী।"

"উপাধি ব্রহ্মচারী?"

"আজ্ঞে না—আশ্রম। আসল নাম ব্রহ্মচারী অম্বিকা চৈতন্য।

"আকুমার?"

"আজ্ঞে না বাবা, সংসার ছিল।"

"তার কি হ'ল?"

"গুরু-কৃপায় ভেঙ্গে গেছে।"

"কত দিন?"

"প্রায় দশ বৎসর।"

"কুল্লে দশ বৎসর? তা হ'লে এখনও সংসারের নেশা আছে।"

"মনে হচ্ছে ত নেই।"

মাথাটা হেঁট করিয়া বৃদ্ধ দন্তশূন্য মুখে অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন—"মর্কট-বৈরাগ্য! বুঝেছি। যাও বাবা, এদিক ওদিকে লোভ না ক'রে আবার গিয়ে সংসার কর।"

"তিন বার করেছিলাম, বাবা, তিনবারই ভগবান তা ভেঙ্গে দিয়েছেন—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—আর সংসারের ইচ্ছা নেই।"

"তা তো নেই—তবে এ সব দিকে তীব্রদৃষ্টি কেন—পরের সংসারে?"

"আপনি এ কি বলছেন!"

"আর বলাবলি কি, এই যে সুমুখেই দাঁড়িয়ে আছে, দেখ না।"

কন্যা এই সময় পিতাকে তিরস্কার করিয়া উঠিল—"ছি বাবা, ছি—মর্‌তে চলেছেন, এখনও পর্য্যন্ত আপনার এত নাচ অন্তঃকরণ!"

বৃদ্ধ সে কথার উত্তর না দিয়া আমাকে বলিলেন—"দেখছ ব্রহ্মচারী?"

"দোহাই বাবা, সাধুর সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করবেন না—" বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী বৃদ্ধের পা দু'টা জড়াইয়া ধরিল।

"চুপ কেন হে তিন-সংসার-ভাঙ্গা ব্রহ্মচারী?"

আমি উত্তর দেবার কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না। একান্ত না বলিলে চলে না, তাই বলিলাম—"আপনি কি বলিতে চান বলুন।"

"আগে আমার কথার উত্তরটাই দাও না।"

"দোহাই বাবা, ইহকাল পরকাল নষ্ট ক'র না।"

এইবারে আমাকে বলিতে হইল—"দেখেছি।"

বৃদ্ধ পদতলে পতিতা কন্যার মুখখানা দুই হাতে ধরিয়া ঈষৎ উন্নমিত করিয়া আমার চোখের দিকে ধরিলেন। ধরিয়াই আমাকে আর একবার কন্যার মুখের দিকে চাহিতে আদেশ করিলেন। অতি বার্দ্ধক্যের জড়তা-বিজড়িত গম্ভীর স্বর—আমি আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলাম না। স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ লজ্জাবশে সিদ্ধেশ্বরী চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে—আবদ্ধ নীলাভ তার তারা দুটা হঠাৎ বন্ধনে যেন বিরক্ত হইয়া মুক্ত হইবার জন্য পলক দুইটাকে কাঁপাইতেছে।

রূপের বর্ণনা করিতে বসি নাই, কিন্তু দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তে যে আমার চাঞ্চল্য আসে নাই, এ কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারিব না।

"দেখেছ সাধু ?"

"দেখছি বাবা, সাক্ষাৎ ভগবতী।"

উত্তরে বৃদ্ধ যেন কিছু অপ্রতিভের মত হইয়া পড়িলেন—সহসা আর কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া গলাটা সংযত করিয়া তিনি বলিলেন—"ভগবতী—সে কথা আমিও জানি, প্রত্যেক নারী ভগবতীর এক এক মূর্ত্তি।

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ,
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।

আমিও তা জানি ব্রহ্মচারী, কিন্তু—"

বৃদ্ধকে কথা শেষ করিতে না দিয়া আমি বলিলাম—"আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা জীবিত থাকিলে এই মায়ের চেয়ে আট দশ বৎসরের বড় হইত।"

সেই দন্তহীন মুখ আবার রহস্যের হাসিতে ভাসিয়া গেল। সিদ্ধেশ্বরীর মুখও তাঁহার হাত হইতে এইবার মুক্তিলাভ করিল! কিন্তু সে উঠিল না, পিতার আসনের পাশে বসিয়া বিস্মিতার মত যেন সে এ বিচিত্র কথোপকথন শুনিতে লাগিল। শুধু তাই নয়, বামহাতে ভর দিয়া, বসিল সে স্থিরনেত্রে আমার মুখের পানে চাহিয়া। দেখিয়া মনে হইল, আমার মুখ হইতে সে তার বাপের হাসির উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছে!

"আমি মিছে কইনি প্রভু, আমার বয়স এখন পঁয়ষট্টি।"

এবারে হো হো হাসি। সে হাসি, কি জানি কেন, আমাকে এমন অপ্রতিভ করিয়া তুলিল যে, সেই অতিবৃদ্ধের কোটর-গত দৃষ্টির সম্মুখেও আমি মাথা তুলিয়া রাখিতে পারিলাম না।

বৃদ্ধ হাসি রাখিয়া আবার গম্ভীর হইলেন। সেই গম্ভীরভাব-মথিত স্বরে—এইবারে আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার বাক্য প্রয়োগ করিব—তাঁর সুন্দর-সুস্পষ্ট উচ্চারিত শ্লোক, তাঁর রহস্য-গর্ভ কথা আমাকে ক্রমে তাঁর আয়ত্তে আনিতেছে—গম্ভীর, ওঁকারনিনাদের মত ষড়জ-সংবাদিস্বরে তিনি বলিলেন—"আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র জীবিত, তার বয়স তোমার চেয়ে বেশী—পূর্ব্ববঙ্গের বড় পণ্ডিত তারাদাস বাচস্পতির নাম শুনেছ ?"

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলাম, "তিনিই আপনার পুত্র ?"

"তার বয়স তোমারই মতন। তার জ্যেষ্ঠা কন্যা—আমার এই মায়ের চেয়ে— ক' বছরের বড়, বল্ না রে হতভাগা মেয়ে!"

"দশ বারো বছরের বড়।"

বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—"তোমারই বয়সে—অনেক শাস্ত্র প'ড়ে—বানপ্রস্থ অবলম্বন কর্‌তে আমি কাশীতে আসি। দেখতে পাচ্ছ"—আবার ব্রাহ্মণ কন্যার মুখখানা তুলিয়া ধরিলেন—"এই আমার বানপ্রস্থের ফল। আমি বড় কুলীন। এখানে আমার আসার কথা শুনেই, আমারই মত এক কাশীবাসী কুলীন ব্রাহ্মণ—তাঁর এক পঁচিশ বৎসরের কুমারী কন্যা আমাকে গছিয়ে দিলে। কৌলিন্যের অভিমান—আমি 'না' বল্‌তে পার্‌লুম না। বুঝতে পারছ ব্রহ্মচারী, আমার অবস্থা ?"

"আপনার ভাল অবস্থা।"

"কি, টাকার ?"

"না প্রভু, মনের।"

আমি যাহা বুঝিয়াছি, সেইরূপই বলিয়াছি, চাটু-বাক্যে তাঁকে তুষ্ট করিতে বলি নাই। কিন্তু কথাটা শুনিয়াই ব্রাহ্মণ যেন সন্তুষ্ট হইলেন। এক মুহূর্ত্তে আমার প্রতি তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তিনি বলিলেন—"দাঁড়িয়ে কেন বাবা, ব'স।"

আমি হাতযোড় করিয়া বলিলাম,—"ক্ষমা করুন, আজ বস্‌তে পারব না।"

কিন্তু পিতার মুখ হইতে বসিবার কথা বাহির হইতে না হইতেই সিদ্ধেশ্বরী আসন আনিতে অন্য ঘরে ছুটিয়া গেল। ইত্যবসরে ব্রাহ্মণ কহিলেন —"অনেককাল পরে আলাপ করবার এক জন লোক পেয়েছি।"

"এর পরে আস্‌ব—মাঝে মাঝে আস্‌ব।"

"এসো—যে কটা দিন বাঁচি।"

"কিন্তু আমি যে এখানে বেশী দিন থাক্‌তে পার্‌ব না প্রভু!"

"কেন ?"

"গুরুদেব কৃপা ক'রে আমাকে তাঁর তীর্থ-ভ্রমণের সঙ্গী করতে চেয়েছেন।"

"কবে যাবার ইচ্ছা করেছ ?"

"ইচ্ছা তাঁর। তবে বোধ হয়, পাঁচ সাত দিনের মধ্যে। কতকগুলো আমার ঝঞ্ঝাট আছে, এই সময়ের মধ্যে মিটিয়ে ফেল্‌বো।"

বৃদ্ধ মস্তক অবনত করিলেন। ক্ষণপরেই একটি গভীর শ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার তিনি মাথা তুলিলেন। মর্ম্মে যেন তাঁর লুকানো তীব্রবেদনা—আমাকে জানাইবার ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রথম সাক্ষাতে প্রকাশে তাঁর সাহস হইতেছে না।

"হুঁ! কবে ফিরবে?"

সিদ্ধেশ্বরী এই সময় আসন লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল এবং পিতার আসনের পার্শ্বে পাতিয়া আমাকে বসিতে অনুরোধ করিল।

আমি বলিলাম—"বস্‌বার যে আর উপায় নেই, মা!"

"একটুখানি বস্‌তে পার্‌বেন না?"

"কেন পারব না, তুমি ত জান সিদ্ধেশ্বরী! এর অনেক পূর্ব্বে আমার বাসায় ফেরা উচিত ছিল।"

সিদ্ধেশ্বরী আর অনুরোধ করিল না।

বৃদ্ধও বসিতে অনুরোধ না করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন—"সিদ্ধেশ্বরীর সঙ্গে তোমার কত দিনের পরিচয়?"

"তুমিই বল গো, মা!"

সিদ্ধেশ্বরী বলিল,—"আজ!"

"আজ!" প্রজ্বলিত দৃষ্টি দিয়া বৃদ্ধ উভয়েরই মুখ দেখিয়া লইলেন।

সিদ্ধেশ্বরী বলিতে লাগিল—"গঙ্গাস্নান ক'রে ফের্‌বার সময় ওঁর সঙ্গে আমার দেখা। তখন আমি স্বামীর গুরুদেবের কাছে দাঁড়ায়েছিলুম। তিনিই এ বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ইনি আমার স্বামীর গুরুভাই!" শুনিয়াই বৃদ্ধ একটু মৃদু-তীব্রকণ্ঠে কন্যাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে! এ কথা আগে বল্‌লে ত তোকে কতকগুলো গাল খেতে হ'ত না!"

কন্যাও যেন সুযোগ পাইয়া অভিমানভরে বলিয়া উঠিল—"আপনি কি বল্‌বার সময় দিলেন!" চক্ষু এইবারে তার জলভারাক্রান্ত হইয়াছে। প্রকৃতিস্থ হইতে সে চোখে অঞ্চল দিল।

আর এ সব লক্ষ্য করিলে আমার চলে না। করযোড়ে এইবারে আবার আমি বৃদ্ধের কাছে বিদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। বলিলাম—"গুরুদেব আজ কৃপা ক'রে আমার ঘরে অতিথি।"

"তা হলে আর তোমাকে থাক্‌বার অনুরোধ কর্‌তে পারি না। দে সিদ্ধেশ্বরী বাবাজীকে হাত ধ'রে নীচে নামিয়ে দে—সিঁড়িটায় বড় অন্ধকার।"

২১

সিদ্ধেশ্বরী দোরের কাছে আসিল।

আমি হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিলাম—"তোমারও ত আজ প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ আছে, মা!"

"যাব বাবা?" কন্যা পিতার অনুমতি চাহিল।

"নিশ্চয় যাবি।"—এমন উত্তর এত শীঘ্র পিতার কাছে পাইবে সে, আমি বুঝতে পারি নাই।

অনুমতি প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধেশ্বরী স্মিত-বিগলিত কথায় আমাকে বলিল—"আর দণ্ডখানেক সময়ের জন্য আপনি দাঁড়াতে পারবেন না?"

"কেন?"

"আমি আপনার সঙ্গে যাব। যাব ব'লে সকাল সকাল রান্না সেরেছি. বাবাকে দিয়ে যাই।"

"কেন, যোগিনী-মা?"

"আমাকে প্রস্তুত থাক্‌তে ব'লে সেই যে তিনি চ'লে গেছেন, এখনও পর্য্যন্ত তাঁর দেখা নাই।"

"আপনার কি মত বাবা?" আমি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যই মনে করিলাম।

একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বৃদ্ধ উত্তর দিলেন—"তুমি ওর স্বামীর গুরুভাই—তার অনুপস্থিতিতে তুমিই ওর অভিভাবক।" শুনিয়া বলিলাম, "তা হ'লে আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'র না সিদ্ধেশ্বরী।"

"এই ঘরেই এনে দিই বাবা?"

"নিয়ে আয়, এইখানেই ঠাকুরকে নিবেদন করি।"

অতি ক্ষিপ্রতার সহিত পিতার আসন ও জলপাত্র রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সিদ্ধেশ্বরী বাহিরে যাইতেছিল। দোরের চৌকাটে সে পা'টি দিয়াছে, এমন সময় আমি বলিলাম—হায়! কুক্ষণে আমি সে প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলাম,—তার পর এই দীর্ঘ বিশ বৎসরের সন্ন্যাস—এখনও পর্য্যন্ত সে-দিনের স্মৃতি মাঝে মাঝে আমাকে উত্যক্ত করিয়া তুলে। সুখ-দুঃখ পাপ-পুণ্য, জ্ঞান-অজ্ঞান,

ধর্ম্ম-অধর্ম্ম সমস্তই ব্রহ্মানলে আহুতি দিয়াছি, তথাপি সে স্মৃতির অগ্নি-রেখা আজিও পর্য্যন্ত মন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিতে পারি নাই।

আমি বলিলাম, গৃহত্যাগমুখী সিদ্ধেশ্বরীর দিকে চাহিয়া—"অনেকক্ষণ আগেই আমার ফেরা উচিত ছিল তোমার রাজাবাবুর বাড়ীতে গিয়েই আমার সব কাজ পণ্ড হয়ে গেল।"

বলিতেই দেখি, সিদ্ধেশ্বরীর মুখ শুকাইয়া গেল। আমার দিকে না চাহিয়া, চাহিল সে পিতার মুখের দিকে। আমিও বৃদ্ধের দিকে মুখ ফিরাইলাম। উঃ! কি ক্রোধবিক্ষুব্ধ দৃষ্টি!

"উনি আমাকে তাঁর বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন বাবা! আপনি ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন।"

"যাও, ঠাকুরের অন্ন নিয়ে এস। আর ওঁকে দাঁড় করিয়ে রেখো না।"

সিদ্ধেশ্বরী তবু দাঁড়াইয়া রহিল, বোধ হয় আমার মুখের উত্তর শুনিবার জন্য। আমি কিন্তু নিরুত্তর। মেয়েটার চরিত্র সম্বন্ধে আমার সংশয় গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল। তথাপি, যেহেতু আমি ব্রহ্মচারী, নিশ্চিত না জানিয়া কাহারও চরিত্র সম্বন্ধে যখন মনেও আলোচনা করিবার আমার অধিকার নাই, দাঁড়াইয়া গুরুস্মরণে প্রবৃত্ত হইলাম। গুরুদেব বলিয়াছেন, কে কোথায় পড়িয়া আছে, কি করিতেছে, ভগবান্ তা দেখেন না, তিনি কেবল মন দেখেন। যদি ভগবানের কৃপা পাইতে চাও, তুমিও দেখিয়ো না! আমি ত ইহাদের কাহারও মন দেখিতে পাইতেছি না, তবে কেন ইহাদের উপর সংশয় জাগাইয়া আমার তপস্যার হানি করি?

তবু ধৈর্য্য রাখিতে পারিলাম না, আমি সিদ্ধেশ্বরীর মুখের পানে চাহিলাম। দেখিলাম, সে হাস্যময়ী—পিতার ক্রোধ তাকে কিছুমাত্র বিক্ষুব্ধ করে নাই।

"বলুন না আপনি, কি হয়েছিল?"

"আর বলতে হবে না মা, তুমি যাও।"

বৃদ্ধ এইবারে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজাবাবুর সঙ্গে তোমার কত দিনের পরিচয়?"

"তুমি যাও সিদ্ধেশ্বরী"—বলিয়া আমি একটু বিরক্তির দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিতেই সিদ্ধে-শ্বরী আর দাঁড়াইতে পারিল না।

সে চলিয়া গেলে আমি বৃদ্ধকে প্রতি-প্রশ্ন করিলাম—"এ কথা আপনি জিজ্ঞাসা করছেন কেন?"

"তুমি আগে বলই না, তার পর আমার যা বলবার বলব।"

বলিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দেখিলাম, বৃদ্ধের এখনও ক্রোধের নিবৃত্তি হয় নাই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে এ অপ্রিয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হইল। এতক্ষণ ব্রজমাধবের স্মৃতি মন হইতে একরূপ বিলুপ্তই হইয়াছিল। এই প্রশ্নে জাগিল। সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডে আমি বেদনা অনুভব করিলাম। বলিলাম—"তিনবার মাত্র তাঁর সঙ্গে আমার দেখা—এই কাশীতে। একবার গুরুদেবের সুমুখে, একবার আমার বাসায়, আর তৃতীয়বার আজ, একটু আগে তাঁরই বাড়ীতে। পূর্ব্বে তাঁর পরিচয় জেনেছিলুম, তাঁর নাম ব্রজমাধব বাবু, পাবনার জমীদার। 'রাজাবাবু' নাম আপনার কন্যার মুখেই আমার প্রথম শোনা।"

"মেয়ের কাছে তার নাম ওঠবার কখন্ আবশ্যক হ'ল?"

"তার বাড়ীতে যাবার আমার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছিল।" এই বলিয়া রাজাবাবুর বাড়ীতে যাবার ইতিবৃত্তটা আমি বৃদ্ধকে শুনাইয়া দিলাম।

বৃদ্ধ মাথা নাড়িলেন। বোধ হইল, আমার কথায় তাঁর বিশ্বাস হইল না। আমি দেখিলাম, তার সংশয় দূর করা আমার প্রয়োজন, নতুবা আমাকে উপলক্ষ করিয়া এই ক্রোধী বৃদ্ধ কন্যাকে তিরস্কার করিবে। যাহা কাহাকেও জানাইব না স্থির করিয়াছিলাম, সেই কথা আমাকে বলিতে হইল—"পূর্ব্বের দু'বারের দেখায় তার ঠিক পরিচয় পাইনি প্রভু, আজ পেয়েছি।"

"কি রকম?"

আমি গণ্ড দেখাইলাম।

"কি ও?"

"দেখ্তে পাচ্ছেন না?"

"সিদ্ধেশ্বরী!"

দেখিলাম, সিদ্ধেশ্বরী আমাদের কথা শুনিবার কৌতূহলে তাড়াতাড়ি ভাত বাড়িয়া লইয়া আসিয়াছে।

"থালা রেখে দেখ দেখি মা, বাবাজীর গালটা।"

২২

"ও বাবা, এ কি!" আমার গণ্ড দেখিয়া সিদ্ধেশ্বরী শিহরিয়া উঠিল।

"কি রে?"

"এঁর গালে চড় মার্‌লে কে—আপনি বাবা, আপনি?"

"ব্যাপার কি অম্বিকাচৈতন্য, ব্যাপার কি বাবা?"

বৃদ্ধের কারুণ্যপূর্ণ প্রশ্নকথায় আমি ঘটনা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"কেন মার্‌লে?"

"সে কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না। এ কথা আমি কাউকেও বল্‌ব না সঙ্কল্প করেছিলুম।"

"বুঝেছি। আমার এই হতভাগা কন্যাই হচ্ছে তোমার এই লাঞ্ছনার কারণ।"

কন্যা কোনও উত্তর দিল না। সে ম্লানমুখে আমার দিকে কেবল চাহিল। দেখিলাম, তার চোখের কোণে জল জড় হইয়াছে।

তাহাকে আশ্বস্ত করিতে আমি বলিলাম—"সম্পূর্ণ কারণ নয়, কতক বটে। প্রথমবারে আপনার বাড়ী থেকে যখন আমি বা'র হই, তখন বোধ হয়, তাদের কোন লোক কোন আড়াল থেকে আমাকে দেখেছিল। মা'র সম্বন্ধে একটা কথায় আমি সেটা অনুমান করেছিলুম।"

বৃদ্ধ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বলেছিল?"

"সে কথা আর শোনবার দরকার কি বাবা!"

"বল না।" তীব্রস্বরে বৃদ্ধ আমাকে আদেশ করিলেন।

কর দ্বারা তাঁর চরণ স্পর্শ করিয়া আমি বলিলাম—"দোহাই বাবা, আমাকে অনুরোধ করবেন না, আমি বলব না।"

"বুঝছিস্ পাপিষ্ঠা!"

"তবে, আগেই আপনাকে ত বলেছি, সম্পুর্ণ কারণ আপনার কন্যা নয়, আমাকে প্রহার করবার তাদের অন্য কারণও আছে।"

আমার গণ্ডে দিবার জন্য ব্রাহ্মণ কন্যাকে তৈল আনিতে আদেশ করিলেন। আমি বলিলাম—"প্রয়োজন নাই। আমাকে আর একবার গঙ্গাস্নান করতে হবে। কি অবস্থায় সে মূর্খটা আমাকে ছুঁয়েছে, আমার ত জানা নেই।"

"সে পাষণ্ডের কাছে কি করতে গিয়েছিলে বাবা?"

হায়, আর যদি কিছু না বলিতাম। আর কিছু না বলাই আমার কর্ত্তব্য ছিল। কি এক সংযমের অভাব—বলিতে আমার প্রবৃত্তি আসিল। প্রথমেই সিদ্ধেশ্বরীকে সম্বোধন করিলাম—"মা! যদি কাউকে না বলতে প্রতিশ্রুত হও, তা হ'লে বলি।"

"কাউকে বলব না।"

পিতা কন্যাকে বলিলেন—"স্ত্রীলোক তুই, বুঝে বল্—ভাবে বোধ হচ্ছে, কোন গুহ্য কথা।"

আমি বলিলাম—"কথা প্রকাশ পায়, আমার ইচ্ছা নয়।"

সিদ্ধেশ্বরী আমার এ কথার পরও শুনিতে আগ্রহ দেখাইল—"কিছুতেই প্রকাশ পাবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

আমি বলিতে লাগিলাম—"সে দিন ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগ—চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে রাত্রিকালে আমি একটি সদ্যোজাত শিশু কুড়িয়ে পেয়েছিলুম—একটি মেয়ে—"

বলিয়া, সিদ্ধেশ্বরীর মুখের দিকে চাহিতেই দেখি, সেই রাত্রির অন্ধকারটা তার মুখটি আচ্ছন্ন করিবার জন্য যেন কোথা হইতে ছুটিয়া আসিতেছে।

"আপনি বলুন।"

"সেই কন্যাকে ঘরে আনি। আজ প্রায় এক বৎসর সেই কন্যাকে পালন করেছি।"

উত্তেজিতকণ্ঠে সিদ্ধেশ্বরী বলিয়া উঠিল—"সে বেঁচে আছে?"

"শোন্ হতভাগী, কি বলে, আগে শোন্।" বৃদ্ধের সেই রূপই উত্তেজিত কণ্ঠ।

আমি বলিলাম—"বেঁচে আছে।"

"বাঁচিয়েছেন?" সিদ্ধেশ্বরীর কণ্ঠে সহসা কি যেন এক জড়তা প্রবেশ করিল।

আমি বুঝিয়াও যেন বুঝিলাম না! বলিতে আরম্ভ করিলাম—"আমি বাঁচাইনি মা, বাঁচিয়েছেন ওই রাজাবাবুর স্ত্রী। তিনিই এক বৎসর ধ'রে স্তন্য দিয়ে শিশুকে রক্ষা করেছেন। এমন ছদ্মবেশে তিনি আস্‌তেন—"

আর আমাকে বলিতে হইল না। হঠাৎ দেখি, সিদ্ধেশ্বরী কাঁপিতে কাঁপিতে একটা অস্ফুট

শব্দ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বৃদ্ধের মুখ হইতেও বাহির হইল এক কিম্ভূত শব্দ।

একবারে পড়িলে বোধ হয়, সেই সময়েই সিদ্ধেশ্বরীর মৃত্যু হইত। প্রথমে সে বসিবার মত পড়িয়া গেল। তার পর টাল খাইয়া মেঝের উপর তার দেহ পতিত হইল।

পতনের সঙ্গে কপাল হইতে ছুটিল ফিন্‌কি দিয়া রক্ত। অন্নপাত্র, ব্রাহ্মণের বস্ত্র, আমারও বস্ত্রের দু' এক স্থান রক্ত-রঞ্জিত হইয়া গেল। সাহায্যের জন্য মন আমার অস্থির হইলেও, সম্মুখস্থ নিস্পন্দবৎ উপবিষ্ট বৃদ্ধের অসন্তোষ উৎপাদনের ভয়ে আমি তার অনাবৃত দেহ স্পর্শে সাহসী হইলাম না। কিন্তু রক্ষা—রক্ষা—চাই মেয়েটার রক্ষা। বৃদ্ধ নিস্পন্দ, প্রাণহীনবৎ—পরকোলার ভিতর দিয়া দু'টি যেন ভৌতিক চক্ষু পতিতা সংজ্ঞাহীনা কন্যার পানে চাহিয়া আছে!

আমি বলিলাম—"সিদ্ধেশ্বরীর মুখে একটু জল দিন।" উত্তর ত পাইলামই না, চোখ পর্য্যন্ত তাঁর আমার দিকে ফিরিল না।

"আদেশ করুন, আমি সাহায্য করি।"

"প্রয়োজন নেই বাবা, আমি সুস্থ হয়েছি।"

বলিয়াই সিদ্ধেশ্বরী উঠিয়া বসিল। নিজের আঘাত ভুলিয়া তার সরম-রক্ষার ব্যাকুলতা দেখিয়া, আমি দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইয়াই বলিলাম—"তা হ'লে আমি এখন কি কর্‌ব মা?"

"আপনি আসুন, যোগী-মা এলে, পারি যদি তাঁর সঙ্গে যাব।"

"মা, তোমাকে সুস্থ না দেখে, যেতে যে আমার মন সর্‌ছে না। এখনও রক্ত—"

"পড়ুক। কোন আশঙ্কা করবেন না বাবা, আমার মৃত্যু হবে না।" বলিয়া সে ক্ষতস্থানে একবার হাত দিল। দেখিলাম, সমস্ত হাতের পাতা তার রক্তরঞ্জিত হইয়া গিয়াছে।

"যোগী-মা কোথায় থাকেন বল, আমি তাঁকে পাঠিয়ে দি।"

"প্রয়োজন নেই বাবা!"

"তবে আসি মা!"

ঘর হইতে বাহির হইবার মুখে ব্রাহ্মণের দিকে একবার চাহিলাম। বৃদ্ধ সেইরূপই জড়বৎ দেহ লইয়া বসিয়া আছেন।

"বাবা! বাবা—বাবা!" সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে তিনবার মাত্র সিদ্ধেশ্বরীর কথা শুনিতে পাইলাম। দৃশ্য দেখিয়া আমিও জ্ঞানশূন্যের মত হইয়াছি। আর কিছু সে বলিয়াছে কি না, শুনি নাই অথবা আমার কানে প্রবেশ করে নাই।

সিঁড়ির সর্ব্বনিম্ন সোপানে যেই পা দিয়াছি, অমনি শুনিলাম—"আপনি গেলেন কি?" উঠানে নামিয়া উপর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই সিদ্ধেশ্বরী বলিল—"আপনাকে আর একবার উপরে আস্‌তে হবে।"

তার কথার ভাবে বুঝিলাম, আর একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

"যাচ্ছি মা!"

দোরের মধ্যে মাথা প্রবেশ না করাতেই সিদ্ধেশ্বরী বলিয়া উঠিল—"বাবাকে একবার দেখুন দেখি।"

দেখিলাম, ব্রাহ্মণ সেইরূপই উপবিষ্ট। কিন্তু আমাদের উভয়েরই অজ্ঞাতসারে কোন্ সময়ে তাঁর দেহ হইতে প্রাণবায়ু চলিয়া গিয়াছে।

২৩

প্রথমে আমি কিছুক্ষণের জন্য অবাক, নিস্পন্দের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। তখনও পর্য্যন্ত সেইরূপ ভাবে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণের পানে চাহিয়া আছি। বৃদ্ধ যেন সমাধিতে লীন, চসমার ভিতরে চক্ষু দু'টি মুদ্রিত, দেহে মৃত্যু-যন্ত্রণার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। এরূপ আকস্মিক মৃত্যু দেখা আমার জীবনে আর কখন ঘটে নাই। বুঝিলাম, আমার গল্প, কন্যার পতন, দুইটা ব্যাপার একত্র হইয়া এই অতি বৃদ্ধের হৃৎ-পিণ্ডের ক্রিয়া লোপ করিয়া দিয়াছে।

সিদ্ধেশ্বরীর মুখ হইতেও এ পর্য্যন্ত একটি কথা বাহির হয় নাই। মুখের পানে সে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং তাহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ছুটিতেছে।

"দাঁড়িয়ে কাঁদবার ত সময় নয়, মা, বৃদ্ধ বাপের কাশীপ্রাপ্তি, কন্যার কর্ত্তব্য কর্‌বার সময়।"

সিদ্ধেশ্বরী উত্তর দিল না, সেইরূপ নীরবেই কাঁদিতে লাগিল।

তাহাকে আর কিছুক্ষণ কাঁদিবার অবসর দিয়া আমি বলিলাম—"মা, আমার কথা শুনলে?"

এইবারে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া সিদ্ধেশ্বরী উত্তর করিল—"শুনেছি।"

"সৎকারের একটা ব্যবস্থা ত কর্‌তে হবে!"

সিদ্ধেশ্বরী আবার চুপ করিল। উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়ানো আর ত আমার চলে না; অমি বলিলাম—"আমি এখন কি করব মা?"

"আপনি যান।"

"আমার অবস্থা ত তুমি সব জান।"

"আপনি আর দাঁড়াবেন না।"

"আর দাঁড়ানো অসম্ভব, কিন্তু এ রকম অবস্থায়—"

"আপনাকে ত আর থাক্‌তে বল্‌তে পারি না।"

"এখানে তোমাদের কে কোথায় আছে বল, আমি খবর দিয়ে যাই।—চুপ ক'রে থাকবার যে আর সময় নেই, মা!—আমাকে বল্‌তেও কি তোমার সঙ্কোচ হচ্ছে? আমাকে আত্মীয় জেনে বল।"

"এখন ত কাউকেও দেখ্‌তে পাচ্ছি না।"

"সে কি!"

"ওঁর ছেলে আছেন দেশে।"

"সে ত তোমার বাবার মুখেই শুনেছি।"

"এখানে ওঁর কোনও আত্মীয় নেই। আর থাক্‌লেও উনি রাখেন নি।"

"তোমার মাতামহ ত এখানে থাকতেন।"

"আমার এক মামা আছেন। তিনিও এখানে নেই। শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়ে তিনি কল্‌কেতায় চ'লে গেছেন।"

মেয়েটার কথা যদি সত্য হয়, তা হইলে এই কাশী সহরে, দেখছি, আমি ভিন্ন ত আর কেহ তার দ্বিতীয় আত্মায় নাই!

বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে জালের মত চারিদিক হইতে চিন্তা আমার মনটাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার পীড়নে অস্থির হইয়া বেশ একটু উত্তেজিত-ভাবে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেউ নেই?"

"আপনি আছেন।"

"আমার থাকার মূল্য কি?"

সিদ্ধেশ্বরী ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিশ্বনাথ! আমাকে এ কি সমস্যায় ফেলিলে! মেয়েটার মুখের দিকে একবার চাহিলাম। বস্ত্রাঞ্চলে মুখখানাকে মুছিলেও এখনও মুখের অনেক স্থানে রক্ত লাগিয়া আছে। রক্তচিহ্নের পার্শ্ব দিয়া এখনও অশ্রুর প্রবাহ। মুখের এক দিক, বিশেষতঃ কপালটা বেশ ফুলিয়াছে। ক্ষত হইতেও তখনও পর্য্যন্ত অল্প অল্প রক্ত ঝরিতেছিল। আঘাতের কারণ নির্ণয় করিতে মেঝের উপর দৃষ্টি দিতেই বুঝিলাম, সিদ্ধেশ্বরীর পড়িবার কালে বাপের একটা পূজাপাত্রে মাথা লাগিয়া কাটিয়া গিয়াছে।

অত যখন রক্ত, তখন আঘাত সামান্য না হইবারই সম্ভাবনা বুঝিয়া আমি মৃত পিতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম,—"এ ত যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন তুমি তোমার জীবনটা রক্ষা কর।"

"ভয় নেই, বাবা, আমি মর্‌ব না।"

"ও কথা ত আগেও শুনলুম, ও কথার কোন মূল্য নেই—আঘাত নিতান্ত কম ব'লে বোধ হচ্ছে না।"

সিদ্ধেশ্বরী চুপ করিয়া রহিল।

"চুপ ক'রে থেকে সময় কাটালে ত চল্‌বে না; বাপের দেহের যদি গতি কর্‌তে হয়, তা হ'লেও ত এ অবস্থায় তোমার থাকা চল্‌বে না!"

"আপনি যান।"

"যেতে পার্‌লে, এতক্ষণ কি তোমার বল্‌বার অপেক্ষা রাখ্‌তুম, সিদ্ধেশ্বরী! তবে একবার আমাকে যেতেই হবে। কিন্তু তোমাকে এ অবস্থায় রেখে তাও যে কর্‌তে পারছি না, মা!"

ঠিক এমনই সময়ে মৃতদেহটা পড়িয়া গেল। সেখানে দুই তিনখানা পিতলের বাসন ছিল। দেহটা সেগুলার উপর পড়িয়া একটা শব্দ তুলিল। শব্দ বেশী না হইলেও, অবস্থার গুণে আমরা উভয়েই চমকিয়া উঠিলাম। দেহটা পড়িয়াই গড়াইল। পা-দুটো সেইরূপই পরস্পরে বাঁধা।

সে বীভৎস দৃশ্য আমার দাঁড়াইয়া দেখা চলিল না। আমি সিদ্ধেশ্বরীকে বলিয়া উঠিলাম—"ঘর থেকে বেরিয়ে এস আপাততঃ।"

সিদ্ধেশ্বরীও বুঝি ভয় পাইয়াছে, সে বলিবার অপেক্ষা রাখিল না, আমার সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে আসিল। ঘরে শিকল দিতে দিতে বলিলাম—"এখন দোর বন্ধ থাক্, আমি একবার বাসা থেকে ফিরে আসি, এর মধ্যে তুমি গা, হাত, মুখ ধুয়ে ফেল। তোমার দিকেও চাইতে পারছি না মা!"

কিন্তু ফিরিয়া দেখি, সিদ্ধেশ্বরী কাঁপিতেছে। আমি তাহাকে ধরিতে না ধরিতে সে বারান্দার রেলিং ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

আর তাহার বাধা মানিতে পারিলাম না; শত নিষেধ উপেক্ষা করিয়া তাহার শুশ্রূষার সঙ্কল্প করিলাম।

২৪

মানুষ অনন্ত ভাবের অধিকারী। গুরু-কৃপায় সিদ্ধেশ্বরীকে বক্ষে ধরিয়াও আজ যে ভাব আমার হৃদয় আশ্রয় করিয়াছে, তাহাতে আমি ধন্য হইয়াছি। এই বুঝি প্রকৃত বাৎসল্য! ইহার সমক্ষে স্নেহাস্পদ বুঝি কোনও কালে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় না! মেনকার চোখে গিরিকুমারী বুঝি চিরদিনই অষ্টমবর্ষীয়া গৌরী! আঘাতে, শোকে, ভয়ে, নিরাশায়—সর্ব্বতোভাবে অবসন্ন সিদ্ধেশ্বরীকে যখন ধোয়াইয়া, মুছাইয়া, ক্ষতস্থান কাপড়ে বাঁধিয়া, বক্ষে ধরিয়া, উপরে তুলিয়া, তাহার ঘরে শয্যায় শয়ন করাইলাম, তখন সত্য সত্যই আমি গৌরী-সেবার সুখই অনুভব করিলাম। এ সেবায় আমি গুরুদেবের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়াছি। যখন তাঁহার কথা স্মরণে আসিল, তখন বেলা প্রায় দুইটা।

এখনও পর্য্যন্ত সে বাড়ীতে আমি ও সিদ্ধেশ্বরী. আর ঘরের ভিতরে আবদ্ধ তাহার পিতার মৃতদেহ।

"একটু দুধ খেতে হবে যে মা!"

মুদ্রিত চক্ষু, শুধু হাত নাড়িয়া সে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিল।

"না বল্‌লে চল্‌বে না, কিছু মুখে দিতেই হবে, নইলে যে, মা, জীবন থাক্‌বে না!"

সে সেইরূপই ইঙ্গিতে বুঝাইল, তাহার বাঁচিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

তাহার এত অধিক দুর্ব্বলতা আমাকে বিশেষ চিন্তিত করিল। তাহার ক্ষতের গভীরতা লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু ক্ষতের অবস্থা ত আমি বুঝি নাই। বুঝিতে হইলে এক জন ডাক্তারকে দেখানো প্রয়োজন।

কিন্তু একা আমি কি করিব? যোগিনীর আসিবার কথা ছিল, তিনিও ত এখও পর্য্যন্ত আসিলেন না! ইহাকে এই অবস্থায় কাহার কাছেই বা রাখিয়া যাই। "হাঁ, মা, লছ্‌মী কখন্ আসিবে?"

সিদ্ধেশ্বরী উত্তর দিল না, অথবা দিতে পারিল না। একটু কিছু খাওয়াইয়া ইহাকে সবল করিতেই হইবে। আমি দুগ্ধের অন্বেষণে পার্শ্বের রান্নাঘরে চলিয়া গেলাম। সৌভাগ্যক্রমে দুগ্ধ পাইলাম।

কিন্তু আনিয়া তাহা সিদ্ধেশ্বরীর মুখের কাছে ধরিতে সে পানে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। খাওয়াইবার জেদ করিলে চোখ মুদিয়াই সে হাত জোড় করিল।

"আমার অনুরোধ, মা, জীবন রক্ষা কর।"

অতি ক্ষীণকণ্ঠে সিদ্ধেশ্বরী এবারে কথা কহিল—"আমার বাঁচার কোনও মূল্য নেই, বাবা, মরাই আমার বাঁচা।"

এইবারে আমি গোটাকতক শাস্ত্রের বচন বলিয়া তাহাকে উপদেশ দিলাম; বুঝাইলাম, জীবন রাখার মূল্য আছে, তাহাকে অবসন্ন করিতে নাই। মৃত্যুর কামনা করাও পাপ, সুখে দুঃখে তাহাকে বহন করাই ধর্ম্ম।

কথা বোধ হয় তাহার কানে প্রবেশ করিল না, অথবা সে তুলিল না। দুধ মুখে ধরিতে দেখিলাম, সে দাঁতে দাঁত দিয়া রহিয়াছে। তখন আমাকে ঈষৎ উষ্মার সহিতই বলিতে হইল—"অন্ততঃ আমার পরিশ্রমটা নিষ্ফল ক'রো না, মর্‌তে হয় এর পরে ম'রো। আমি গুরুর সেবার জন্য মিষ্টান্ন নিতে এসে এই বিপদে পড়েছি।"

সিদ্ধেশ্বরী হাঁ করিল, আমিও তাহাকে দুগ্ধ পান করাইলাম।

পানের অল্পক্ষণ পরেই সত্য সত্যই তাহার দেহে বল আসিল। সে আমার নিষেধ সত্ত্বেও উঠিয়া বসিল। বলিল—"আপনি একবার বাসায় যান।"

"যেতে পার্‌লে তোমার অনুরোধের অপেক্ষা রাখতুম না।"

"একবার গুরুবাবার সঙ্গে দেখা ক'রে আসুন।"

"তোমাকে এই অবস্থায় একলা ফেলে?"

"আমি সুস্থ হয়েছি, বাবা!" বলিয়া সে বিছানা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিল। আমি ব্যাকুলতার সহিত বাধা দিলাম। সে বাধা না মানিয়া শয্যা ছাড়িয়াই আমার দু'টা পায়ের উপর মাথা দিয়া পড়িল।

"হাঁ হাঁ—কর কি, কর কি, মাথায় আবার আঘাত লাগবে, সিদ্ধেশ্বরী!"

কাকে বলি, কে শোনে! এ কি উষ্ণ অশ্রু!—দুই হাত দিয়া সন্তর্পণে তাহাকে শয্যায় বসাইয়া বলিলাম—"যোগিনী-মা কই ত এলেন না!"

কপালে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া সিদ্ধেশ্বরী বলিল—"আমার অদৃষ্ট।"

"লছ্‌মী কখন্ আসে?"

"তার আস্‌তে এখনো বিলম্ব আছে।"

"তার বাসা?"

"এখান থেকে অনেকটা পথ। আমার পূর্ব্বের বাড়ীর কাছে।"

"সে বাড়ী কোথায় ছিল?"

"লছ্‌মী কুণ্ডায়।"

অনেক দূরই ত বটে। সেখানে পৌঁছিতে যে সময় লাগিবে, সে সময়ের মধ্যে আমার বাসায় যাতায়াত করা যায়।

এই সময় একবার রাজাবাবুর নামটা আমার মনে উঠিল। ভাবিলাম, তার কথাটা একবার সিদ্ধেশ্বরীর কাছে তুলি। সিদ্ধেশ্বরীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ-রহস্য অনেকটা যেন বুঝিতে পারিয়াছি। যেন কেন, সিদ্ধেশ্বরীর মুখ হইতে প্রতিবাদ না পাইলে ঠিকই বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি, সেই চরিত্রহীন ধনী হইতে এ বালিকার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল। আমার গৌরী সেই অবৈধমিলনের ফল।

এতক্ষণই যখন অতিবাহিত হইয়া গেল, তখন আর একটু অপেক্ষা করিয়া সমস্ত মনের সন্দেহটা মিটাইয়া লই না কেন! ইহার পর আর কি এমন সুযোগ ঘটিবে!

কিন্তু বিশেষ চেষ্টাতেও রাজাবাবুর নাম যখন মুখে আনিতে পারিলাম না, তখন বিদায় গ্রহণের উপলক্ষ করিরা সিদ্ধেশ্বরীকে বলিলাম—"মনে কর্‌ছি, আমার বাসাতেই তোমাকে নিয়ে যাই।"

সেই দারুণ বিপদের মধ্যেও সিদ্ধেশ্বরীর মুখে হাসি দেখা দিল।

"হাস্‌লে কেন মা?"

সমস্ত বিষাদরাশি মন্থন করিয়া হাসির বিজলী তাহার মুখের উপর স্থির সৌন্দর্য্যে লীলা করিতে লাগিল।

"হাস্‌ছ কেন সিদ্ধেশ্বরী? সেখানে গেলে তোমার সেবা হবে।"

"তা হবে।"

"তবে তোমার বাপের দেহ-সৎকারের কথা ভাবছ?"

"না।"

"তোমাকে বাসায় রেখে আমি সে সমস্ত ব্যবস্থা কর্‌ব!"

"আপনি ভিন্ন কর্‌বার আমার আর কে আছে!"

"তা হ'লে পাল্‌কী আনাই?"

সিদ্ধেশ্বরী আবার হাসিল।

"যাবে না?"

চক্ষু দু'টি আনত করিয়া সিদ্ধেশ্বরী বলিল—"আপনার আশ্রয়ে থাক্‌বার কি উপায় রেখেছি!" বলিয়া সে একটি গভীর শ্বাসত্যাগ করিল।

"কেন উপায় নেই, মা! আমি ত তোমার উত্তরের অর্থ বুঝতে পারলুম না।"

"আপনি আমাকে কি মনে ক'রেছেন?"

আমি বিস্মিত নেত্রে কেবল তাহার মুখের পানে চাহিলাম। বুঝিয়াও যেন আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

সিদ্ধেশ্বরী বলিতে লাগিল—"আমার মরণের অবস্থা, বাবার মৃত্যু—এ সব দেখেও কি বুঝ্‌তে পারলেন না?"

"তুমিই কি গৌরীর—"

কথা শেষ করিতে না দিয়াই সিদ্ধেশ্বরী বলিয়া উঠিল—"তার নাম রেখেছেন গৌরী?" বলিবার সঙ্গে সঙ্গে এমন এক বিষাদমাখা হাসিতে তাহার মুখখানি আচ্ছন্ন হইল যে, দেখিবামাত্র আমার চক্ষু জলে পূর্ণ হইল। কিয়ৎক্ষণ বাক্‌-শূন্য, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

সিদ্ধেশ্বরী আমার মানসিক অবস্থা যেন বুঝিতে পারিল। সে বলিল—"এই সমস্ত জেনে, আপনি আমাকে ঘরে স্থান দিতে সাহস করেন? বুঝতে পেরেছেন, আমি পতিতা?"

"তোমার যে পাঁচ ছ' দিন আগে বিবাহ হয়েছে বল্‌ছিলে!"

"বিবাহ? তিনি দয়া ক'রে বিবাহের নামে আমাকে আবার সমাজে স্থান দিয়ে গেছেন।"

"তোমার অবস্থা জেনেও?"

"জেনেই দিয়েছেন।"

"তোমার স্বামী এখন কোথায়?"

"তিনি দেশে চ'লে গেছেন!"

"আস্‌বেন কবে?"

"আর কি তিনি আস্‌বেন!"

"একেবারেই আস্‌বেন না?"

"আস্‌বেন?"

"কাশীতেও আর আসবেন না?"

"তা বল্‌তে পারি না। তবে আমার মনে হয়, কাশীতে এলেও আমার কাছে তিনি আস্‌বেন না। তাঁর গুরুর ইচ্ছায়, এ কেবল তিনি আমার কুমারী নাম খণ্ডন ক'রে গেছেন।"

"তাঁর বোধ হয়, দৃঢ় ধারণা, তুমি তাঁর এ মহত্ত্বের মর্য্যাদা রাখ্‌তে পার্‌বে না।"

"পার্‌ব না?"

"সে আমি কেমন ক'রে বল্‌ব, সিদ্ধেশ্বরী! এর উত্তর দিতে পার একমাত্র তুমি।"

সিদ্ধেশ্বরী মাথা হেঁট করিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। আমি অনুমান করিলাম, সে মনে মনে পূর্ব্বজীবন বিস্মৃতির কোলে নিক্ষেপের চেষ্টা করিতেছে। ভাল হইবার সঙ্কল্প তাহার মনে জাগিতেছে। আমি তাহাকে কিছুক্ষণ চিন্তা করিবার অবকাশ দিলাম।

যখন দেখিলাম, তার চিন্তার শেষ নাই, তখন বাধ্য হইয়া আমাকে বিদায় গ্রহণের আভাস দিতে হইল।

"এখন আমি কি কর্‌ব, সিদ্ধেশ্বরী?"

সিদ্ধেশ্বরী এখনও পর্য্যন্ত চিন্তার সূত্র ধরিয়াছিল। আমি কি বলিলাম, বোধ হয়, সে শুনিতে পাইল না। সে একটু গম্ভীর ভাবে বলিয়া উঠিল—"পারব না, বাবা?"

তাহার কথার সুরে বাধ্য হইয়া আমাকে বলিতে হইল,—"মনকে যদি দৃঢ় কর্‌তে পার, তা হ'লে কর্‌তে না পার কি? আজ সমাজের দৃষ্টিতে হেয় আছ, দু'দিন পরে সেই সমাজ তোমাকে আদর্শ ভাবিয়া আবার মাথায় তুলিতে পারে।"

"আপনি আসুন।"

"একবার আমার না গেলে আর চল্‌ছে না।"

"আপনি যান।"

"তুমিও চল।"

"আমি যাব না।"

"আমার কথায় কি ক্ষুণ্ণ হ'লে, মা?"

জিভ কাটিয়া সিদ্ধেশ্বরী উত্তর করিল—"না দয়াময়, আপনাকে পেয়ে আমি বাবার জন্য দু'-ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌বার অবকাশ পাইনি। বাপের অভাব আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। তবু আমি যাব না।"

"তোমারও যে আজ গুরুর প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ ছিল।"

কপালে অঙ্গুলিস্পর্শ করিয়া সে বলিল—"ভাগ্যে নেই।"

"তোমার গৌরীকে দেখ্‌বারও কি ইচ্ছা হচ্ছে না?"

সেই ফোলা মুখ ভিতর হইতে রক্ত-প্রবাহ-পীড়নে যেন আরও ফুলিয়া উঠিল—"আমার গৌরী! আমার বল্‌বার সম্পর্ক আমি তার সঙ্গে কি রেখেছি, বাবা?"

"যদি বাবাই আমি তোর, তা হ'লে আমি অনুরোধ কর্‌ছি চল্ মা!"

"তার বেঁচে থাকার কথা শুনেই দেখ্‌বার জন্য আমি পাগলের মত হয়েছিলুম। তোমার গৌরী, তোমারই কাছে থাক্। তাকে দেখ্‌তে আর আমাকে অনুরোধ কর্‌বেন না।"

বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী আবার চক্ষু মুদিয়া শয্যায় শয়ন করিল। বুঝিলাম, অনেক কথা কহিয়া আবার তাহার ক্লান্তি আসিয়াছে। আর কোনও কথায় তাহাকে উত্যক্ত করিতে আমার সাহস হইল না। আমি কেবল বলিলাম—"একবার তা হ'লে আমি ঘুরে আসি।"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া সে চোখ না মেলিয়াই বলিয়া উঠিল—"তবে কি জানেন দয়াময়, আপনার গৌরীকে যদি গর্ভেই নষ্ট কর্‌তে পার্‌তুম, তা হ'লে আমার বুঝি এ দুর্দ্দশা হ'ত না? আপনাদের সমাজে আমি কুললক্ষ্মীরই আদর পেতুম। নারায়ণ পর্য্যন্ত আমার হাতের রান্না খেতে দ্বিধা কর্‌তেন না। আপনি যান, আমি কোথাও যাব না।"

সত্য কথা বলিবার যদি আমি অভিমান রাখি, তাহা হইলে এ কথার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। হায়, ঋষিকুল-প্রতিষ্ঠিত সনাতন-ধর্ম্মের একাশ্রয় হিন্দু-সমাজ! তুমি কোন্ যুগের মধুরতা হইতে কোন্ যুগের তীব্রতা আশ্রয় করিয়াছ?

ক্ষুণ্ণমনে সিদ্ধেশ্বরীকে সেই মরণের বাড়াতে একা রাখিয়া আমি চলিয়া আসিলাম।

২৫

সঙ্কোচের সহিত বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, বাড়ী যেন জনশূন্য। উপরে, নীচে, কোথাও যেন একটিও প্রাণীর অস্তিত্বের নিদর্শন পাইলাম না। বাহিরের দ্বার হাট করিয়া খোলা। একবার উপর-নীচে চাহিলাম। তাহার পর ধীরে কবাট্ বন্ধ করিয়া ডাকিলাম—"ভুবনের মা!"

প্রথম ডাকে কোনও উত্তর পাইলাম না। বুঝিলাম, গুরুদেব গৃহে নাই। বুঝিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহটা কেমন কাঁপিয়া উঠিল। বেলা তখন অনুমান তিনটা। কৃপা করিয়া গুরু আজ সর্ব্বপ্রথম আমার গৃহে অতিথি হইলেন, আমি হতভাগ্য তাঁহার সৎকার করিতে পারিলাম না! অনাহারে আমার ঘর হইতে তাঁহাকে ফিরিতে হইল! ব্যাকুলভাবে একটু জোর-গলায় এইবারে ডাকিলাম—"ভুবনের মা!"

"এ-কি, আপনি?"

দেখি, যোগিনী চোখ মুছিতে মুছিতে রান্না ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইতেছেন।

"আপনি এখানে!"

"ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, বাবা, আপনার আসা জান্‌তে পারি নি। কখন্ আস্‌বেন বুঝ্‌তে না পেরে দোর খুলে রেখেছিলুম। এই অবস্থায়, আমার মরণ, ঘুমিয়ে প'ড়েছি।"

"তা বেশ করেছেন, তাতে দোষ হয়েছে কি!"

"দোষ বিলক্ষণই হয়েছে, বাবা। যদি চোর ঢুকে আপনার যথাসর্ব্বস্ব চুরী ক'রে নিয়ে যেতো, আমি ত কিছু জান্‌তে পারতুম না!"

"বাড়ীতে কি আর কেউ নেই?"

"কেউ নেই—গুরুদেব নেই, ভুবনের মা বুড়ী নেই, আপনার গৌরী পর্য্যন্ত।"

"গুরুদেব নিজের ইচ্ছায় আমার ঘরে ভিক্ষা নিতে এসে অনাহারে চ'লে গেলেন!"

"না বাবা, আপনার সেই কৃপাসিন্ধু গুরু অনাহারে ফিরে আপনার কি অকল্যাণ করুতে পারেন? আপনার ফেরার বিলম্ব দেখে, তিনি স্বহস্তে পাক ক'রে আহার ক'রে ভুবনের মা'কে প্রসাদ খাইয়ে, আপনার জন্য প্রসাদ রেখে চ'লে গেছেন। আমি আপনার প্রসাদ আগ্‌লে বসে আছি।"

"এঁরা কোথায় গেলেন?"

"আগে প্রসাদ গ্রহণ করুন, তারপর শুন্‌বেন।"

"আগে শুন্‌তে কি দোষ আছে?" আমি হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম।

সেই হাসির সঙ্গে যোগিনী উত্তর দিলেন—"একটু আছে বৈ কি!" তাঁহার মধুর হাসিতে উন্মুক্ত শুভ্র-মুক্তার মত দাঁতগুলি আমাকে যেন ঈষৎ রহস্য করিবার জন্য আমার চোখ দু'টাতে জ্যোতিঃ নিক্ষেপ করিল।

"শুন্‌লে আপনার হয় ত খাওয়া হবে না!"

আতঙ্কিত ভাবে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এমন কথা যে, শুন্‌লে গুরুর প্রসাদ পর্য্যন্ত গ্রহণ করুতে পারুব না?"

"তা পারুবেন না কেন, তবে পেটপোরা আহারে আপনার প্রবৃত্তি না হ'তে পারে। আপনার গুরুই আপনাকে বল্‌তে নিষেধ ক'রে গেছেন।"

"কিন্তু শোন্‌বার জন্য আমার যে বড়ই আগ্রহ হচ্ছে, যোগী-মা!"

"আপনার পক্ষে ওরূপ আগ্রহ ভাল নয়।"

"সেটা খুবই বুঝতে পারুছি। তবু—"

"বাবাজি-মহারাজের কাছে শুন্‌লাম, আপনি সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করেছেন।"

বলিয়াই মৃদুহাস্যের সঙ্গে মুখটি তুলিয়া বেশ একটু রহস্যেরই ইঙ্গিতে তিনি বলিলেন—"সন্ন্যাসী মানুষের কৌতূহল কেন?"

"চলুন, বাবার প্রসাদ গ্রহণ করি।"

"হাত পা ধুয়ে আসুন, আমি ঠাঁই করিগে।"

বলিয়াই তপস্বিনী মুখ ফিরাইলেন।

তিনি দু'পা যাইতেই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার?"

"আমার হবে এখন।"

"আপনি এখনো আহার করেন নি?"

মুখ ফিরাইয়া আবার শুভ্র দাঁতগুলি বাহির করিয়া যোগী-মা বলিলেন—"এক জনকেও কি আপনার অপেক্ষায় ব'সে থাকৃতে নেই?"

মাথাটা ঝনঝনিয়া উঠিল। তাহার দৃষ্টি? এ কি সরলতার চাহনি? বলিতে পারিলাম না। কেমন কেমন কি ঠেকিল? বলিতে পারিলাম না।

"তুমি আগে আহার কর, মা।"

"বেশ, এক সঙ্গেই খাবো, বাবা।"

* * * *

হাত পা ধুইতে, মুখ ধুইতে, মনে মনে বিশ্বনাথের নাম লইয়া সঙ্কল্প করিলাম, সন্ন্যাসাশ্রম আমাকে লইতেই হইবে। না পারি, গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব।

২৬

"কি গো ঠাকুর, বেলা যে বয়ে গেল!"

আমি নিজের ঘরে বসিয়া এতক্ষণ নিজের সঙ্গেই লড়াই করিতেছিলাম। চক্ষু মুদিয়া ভাবিতেছিলাম, মন যদি আমার উপর কথায় কথায় এইরূপ অত্যাচার করে, আমি কেমন করিয়া সন্ন্যাস লইব? লইয়া সে চরমাশ্রমের মর্য্যাদা যদি না রাখিতে পারি? যদি দৈব-দুর্ব্বিপাকে আমার পতন হয়, তাহা হইলে ইহকাল পরকাল সব কি নষ্ট করিব? ভাবিতেছি, আর প্রাণপণ চেষ্টায় গুরুচরণ স্মরণ করিতেছি। এমন সময় তপস্বিনী ঘরের দ্বারদেশে আসিয়া আমাকে উক্ত কথা শুনাইলেন। কথা তাঁহার কি মিষ্ট! আমি চোখ মেলিয়া তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেই তিনি আবার বলিলেন—"ঠাঁই ক'রে প্রতীক্ষায় ব'সে ব'সে যখন আপনার আসার কোনও লক্ষণ দেখ্‌লুম না, তখন অগত্যা আমাকে আস্‌তে হ'ল। কি কর্‌ছিলেন?"

"জপাদি আজ কিছুই হয় নি, মা, তাই সেগুলো সেরে নিচ্ছি।"

যোগী-মা হাসিয়া ফেলিলেন।

এ কি বিদ্রূপাত্মক হাসি! বিদ্রূপ-স্বরূপ হইয়াও হৃদয়ে সে এমন তরঙ্গ তুলে কেন? নারীমুখের অনেক মধুর হাসি ত শুনিয়াছি; কিন্তু এমনটি ত আর কখন শুনি নাই!

"হাস্‌লে কেন গা?"

"উঠে আসুন—আর জপ কর্‌তে হবে না।"

"এ কথা বলার অর্থ?"

"সন্ন্যাস নিতে যাচ্ছেন, অর্থ আমাকে বল্‌তে হবে? যে উদ্দেশ্যে জপ, সেই অভীষ্টদেবকে দর্শন করেছেন—আজ আর আপনার জপ কি!"

"জপ কর্‌ব না?"

"আপনি বুঝুন। কিন্তু আমি ত আর থাক্‌তে পারি না।"

"আপনি আহার করুন না।"

"কর্‌বার হ'লে আপনার অনুরোধের অপেক্ষা রাখ্‌তুম না।"

আমি এ কথার উত্তর দিতে পারিলাম না, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিলাম।

আমাকে তদবস্থ দেখিয়া তপস্বিনী বলিলেন—"আমি ত আর অপেক্ষা কর্‌তে পারি না। সেই মেয়েটি, বোধ হয়, আমার অপেক্ষায় এখনো অনাহারে ব'সে আছে। দৈব-দুর্ব্বিপাকে আমি এখানে আবদ্ধ হয়েছি। বাবাজি-মহারাজের প্রসাদ নিয়ে আমাকে তা'র কাছে যেতে হবে।"

আমি একবারে দাঁড়াইয়া বলিলাম—"চলুন।"

"আসুন, আবার যেন ডাক্‌তে আস্‌তে না হয়" বলিয়া তপস্বিনী চলিয়া গেলেন।

আমাকেও উঠিতে হইল। কিন্তু উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বেদ—এতক্ষণ নিজের কাছেই আমি চোর হইয়াছি। সে চৌর্য্যের কথা ত আমি যোগী-মাকে বলিতে পারিলাম না! জপের একটা মন্ত্রও এতক্ষণ মনেও উচ্চারণ করি নাই। কি করিতেছিলাম, এ কথা তাঁহাকে বলিতে ত আমার সাহস হইল না। ভিতরের এই মিথ্যা লইয়া কি কেহ কখন সন্ন্যাসী হইতে পারে? যদি হয়, সে সন্ন্যাসের মূল্য কি?

আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই আমি তোমাদের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়াছি—বলিয়াছি, সংসারে নিত্য যাহা ঘটে, এমন কথা আমি শুনাইব না। কৌশলে সেরূপ ঘটনা তোমাদের মনোজ্ঞ হইতে পারে; আধা-গোপন আধা-প্রকাশের মাঝখান দিয়া তুলি ধরিয়া অতি কুৎসিতকেও সুন্দর করা সম্ভব, কিন্তু সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর চোখে তাহা চিরদিনই কুৎসিত। সমস্ত মধুরাবরণ ভেদ করিয়া সত্য তাহার দৃষ্টির সমক্ষে উগ্রমূর্ত্তিতে ভাসিয়া উঠে। ধর্ম্মশাস্ত্র চিরদিনই তাহাকে নিন্দনীয় করিয়া রাখিয়াছে। তোমার আমার যাহা ভাল লাগিবে, সব সময়েই তাহা ভাল নয়। যাহা ভাল নয়, তাহা পরিহার করিতেই শাস্ত্র কেবল উপদেশ দিয়া আসিতেছে।

তখন আমি সন্ন্যাস-সঙ্কল্পী, বর্ত্তমান যুগের বয়সের হিসাবে বৃদ্ধ। আমার এই সমস্ত মনের কথা তোমাদের না শুনাইতেও পারিতাম। তবু শুনাইলাম। কেন? সত্যই তপস্যা, সত্যাশ্রয়ই সন্ন্যাস, তা তুমি ঘরেই থাক, কি গভীর অরণ্যেই আত্মগোপন কর। যদি শান্তি চাও, এই সত্যকে অবলম্বন করিতে হইবে। অন্যথা, স্থির জানিও, শান্তি নাই। তোমরা যাহাকে শান্তি বল, আমরা

তাহাকে তোমাদের সুখ বলি। সে অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী। তাহার পশ্চাতে, তোমার অলক্ষ্যে, বিরাট দুঃখ তাহাদের সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া বসিয়া আছে। শাস্ত্রকার অষ্টবিধ ক্লেশের মধ্যে সুখকেও এক ক্লেশের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তাই, সত্য কহিতে, পঁয়ষট্টি বছরের এক বৃদ্ধের মনের কথা শুনাইলাম। শুনাইলাম বুঝাইতে, সন্ন্যাস লইতে কৃতসঙ্কল্প বৃদ্ধের মনের যদি এই তাড়না, হে সংসারাগ্রহী যুবক, সে তোমাকে জানা না জানার ভিতর দিয়া নিত্য কত তাড়না করিতেছে। মনের সেই মলিনতার ভিতর দিয়া দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে আমরা মন্দকে ভাল দেখি। আর যাহা ভাল —অমল-কুন্দবৎ শুভ্র, তাহা ওই দৃষ্টির দোষেই রঞ্জিত দেখিয়া থাকি।

আমারও তাহাই হইয়াছিল। দৃষ্টির দোষে এই অদ্ভুতচরিত্রা নারীকে দেখিতে আমি ভুল করিয়াছিলাম। কিন্তু, সৌভাগ্য, সে অতি অল্প সময়ের জন্য। তাঁহার কথাতেই আমার চৈতন্য হইল। সত্যই ত, জপের উদ্দেশ্য ত আজ সিদ্ধ হইয়াছে। যাঁহাকে দশ বৎসরের সাধ্যসাধনাতেও গৃহে আনিতে পারি নাই, আনিবার অত্যধিক আগ্রহে অনেক সময় যিনি ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই অভীষ্টদেব স্বেচ্ছায় আজ এখানে অতিথি! তিনি আসেন নাই কেন, এত দিন পরে যেন বুঝিয়াছি। গৌরীর বন্ধন আমার কর্ম্মভোগের অবশিষ্ট ছিল। দিব্য-দৃষ্টিবান্ তাহা বুঝিয়া এখানে আসেন নাই। আজ আসিয়াছেন কেন, তাহাও যেন বুঝিতে পারিতেছি। আজ আমার অষ্টপাশ হইতে মুক্তি। তাই, এই কয়টা দিন ধরিয়া হৃদয়ের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তিনি আমাকে প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন।

জ্ঞান-রূপিণী তাপসী-মূর্ত্তি মা! গুরুদেবের ইচ্ছায় তুমি বুঝি শেষ আঘাত দিতে আসিয়াছ! এ আঘাতের ভিতরে কোথায় তুই আমার গৌরী? জঞ্জালের ভিতর হইতে কুড়িয়ে আনা, এত দিন ব্যাকুল স্নেহে বুকে ধরা, স্বর্গ হইতে ঝরা ফুলটির মত কোমল হইতেও কোমল, সুন্দর হইতেও সুন্দর ওরে আমার শিশু! কোথায় তুই? আর যে তোকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না মা! অন্ধের মত বাহুবিস্তার করিতেছি, তুই কোথায় লুকাইলি? আর যে তোকে আমি ধরিতে পারিতেছি না!

এরই নাম কি 'নেতি নেতি'? এই খুঁজিয়া না পাওয়াই কি আমার চৈতন্য?

২৭

উপর হইতে নামিতেই দেখি, যোগিনী বাহিরের দ্বারের কবাট দুইটা আধাবন্ধ করিয়া অল্প ফাঁকের ভিতর দিয়া পথের পানে চাহিয়া সন্তর্পণে কি যেন, কাহাকে যেন দেখিতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশ উন্মুক্ত, তাহার উপর একরাশ কোঁকড়ানো চুল, প্রান্তভাগ যেন হাজার ফণা তুলিয়া সাপের মত ঝুলিতেছে।

কৌতূহল জাগিল। তিনি কি করিতেছেন, আর কেন করিতেছেন, দেখিবার জন্য, মুখ ফিরাইলেই দেখিতে না পান, আমি এমন একটু অন্তরালে গা ঢাকিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিতে দেখিতে বুকটা অকস্মাৎ কাঁপিয়া উঠিল। অতি সন্তর্পণে তপস্বিনী কবাটে খিল দিতেছেন!

অশুদ্ধ মন, সন্ন্যাস লইবার বিরুদ্ধে যে বিষম শত্রু, তাঁহার সেই বাস্তবিক দুর্ব্বোধ্য কার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া, এত কথা এক মুহূর্ত্তে আমাকে শুনাইয়া দিল যে, আমি চিত্ত-চাঞ্চল্য কিছুতেই রোধ করিতে পারিলাম না। বাড়ীর মধ্যে পুরুষের মধ্যে আমি —সম্মুখে কত লুকানো অন্তরের কথা লইয়া ওই আর একটি অসামান্য সুন্দরী—যাহার আদি অন্ত কিছুই জানি না। কোথায় তাহার ঘর, কি তাহার অবস্থা, কেমন ভাবে তাহার জীবন-যাপন—সমস্তই আমার অজ্ঞাত। দেখা তাহার সঙ্গে সবে মাত্র আজ। নিঃসন্দেহ হইবার অনুকূলে, আছে মাত্র তাহার ওই গৈরিকের আবরণ। ওই একটিমাত্র সাক্ষী তাহার এই বিচিত্র আচরণের সদর্থ বুঝাইতে আমাকে সাহায্য করিল না। নানা ভাবের বেড়া-জালের মধ্যে পড়িয়া আমি ক্ষণেকের জন্য চক্ষু মুদিলাম।

বলিতে ভুলিয়াছি, এতক্ষণ আমি সিদ্ধেশ্বরীকে একেবারেই ভুলিয়া আছি। শুধু তাহাই নয়, তাহার সঙ্গে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যাহা ভুলিবার নয়, সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীর সেই দুর্ঘটনা। রাজাবাবুর বাড়ীর কথা? সে ত স্মৃতির সমস্ত সীমার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে!

চক্ষু মুদিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে একবারে তিনটি ছবি ভাসিয়া উঠিল। ভাসিল এক সঙ্গেও বটে, আবার সুক্ষ্ম হিসাব করিলে পরে পরেও বটে! সেই হিসাবেই বলি—পরে পরে পরে। প্রথমে ভাসিল রাণী, তাহার পর সিদ্ধেশ্বরী, সকলের পশ্চাতে তপস্বিনী। তিন জনেই আমার পানে চাহিল। রাণীর সেই ডাগর্ চোখ দু'টি সকল কোমলতার ভিতর দিয়া, একটা অক্ষুণ্ণ-গর্ব্বভরা দৃষ্টি আমার মুদ্রণোন্মুখ চোখ দু'টার উপর নিক্ষেপ করিল। বিলোল চাহনিতে স্নেহের লালসা পূরিয়া সিদ্ধেশ্বরী আবার সে দু'টাকে তুলিয়া ধরিল।

সকলের পশ্চাতে যোগিনীর সেই রহস্যময়ী দৃষ্টি! তারা দু'টা যেন হাসিয়া উঠিল, বলিল—"ওগো ব্রহ্মচারি, আমরা কথা কহিতে জানি! তোমার মনটার দিকেই চাহিয়া দেখ না! সে মাঝে মাঝে কি কথা তোমাকে শুনাইতে ব্যাকুল হয়, তাহা না জানিয়া, না শুনিয়া, আমাদের মন দেখিতে এত ব্যস্ত হও কেন? দেখিতে আসিয়া, আমাদিগকে কেবল লজ্জা দাও। সন্ন্যাসী হইতে চলিয়াছ যখন, তখন আমাদের লজ্জাটা তুমিই গ্রহণ কর না কেন? তোমার মনটা মুখে ফুটিয়া উঠুক, আমাদের মুখ মনের ঘরে চলিয়া যাক।"

সত্য সত্যই এইবারে আমি নিজের কাছেই লজ্জিত হইলাম। স্থির হইলাম, চোখ মেলিলাম। মেলিতেই দেখি, তপস্বিনী আবার কবাট উন্মুক্ত করিতেছেন। এরূপ করিবার কারণ জানিবার বড়ই ইচ্ছা হইল। বিশেষ চেষ্টায় ইচ্ছার দমন করিলাম।

তিনি মুখ ফিরাইতেই আমি তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িলাম।

"আর বিলম্ব কর্বেন না, বাবা।"

"না, মা, আর বিলম্ব ক'রব না। বিলম্ব করা আর আমারই চলবে না, বেলা শেষ হ'তে চলেছে।"

"আমারও আর থাকা চল্‌ছে না।"

সিদ্ধেশ্বরীর কথাটা এই সময়ে আমার মনে পড়িয়া গেল। 'ফিরিয়া আসিতেছি' বলিয়া আমি যে তাহার কাছ হইতে চলিয়া আসিয়াছি! অনেক আগেই তাহার কাছে আমার উপস্থিত হওয়া উচিত ছিল! সে যে বলিয়াছে, আমি ভিন্ন এ কাশীতে তাহার আর কেহই নাই!

আপনা আপনি যোগিনী হাসিয়া উঠিল।

"ও কি মা, হঠাৎ হেসে উঠলে যে!"

"কিছু নয়, বাবা, একটা কথা মনে উদয় হ'ল।"

দুই জনেই এবার রান্নাঘরের দিকে চলিয়াছি। যোগিনী-মা অগ্রে, আমি পশ্চাতে। তিনি ভূমির দিকে মুখ করিয়া চলিয়াছেন। চলিতে চলিতে আবার তাঁহার সেই বিচিত্র হাসি।

কি বিপদ, এ মেয়েটা এমন ক'রে হাসে কেন? কারণ জানিতে গিয়া, বিশেষ চেষ্টায় নিবৃত্ত হইলাম!

২৮

রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখি, যে সমস্ত সামগ্রী রাঁধিবার জন্য আমি সযত্নে বাজার হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহার সমস্তই বিভিন্ন প্রকারের ব্যঞ্জনের আকারে পরিণত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দধি, দুগ্ধ, পায়স ও নানা-বিধ মিষ্টান্ন।

দেখিয়া আমি অবাক্ হইলাম। এই সকল সামগ্রীর কতক আমি আনিয়াছি বটে, সব ত আনি নাই। আমার আয়োজন ছিল, পাঁচ ছয় জনের জন্য। এ ত দেখিতেছি, পোনেরো যোল জনের উপযোগী সামগ্রী। এত আড়ম্বর কিসের জন্য ও খাইবে কে? আর, এত ব্যঞ্জন, এমন করিয়া রাঁধিল কে? গুরুদেব নিজেই কি এই সমস্ত পাক করিয়াছেন?

"হাঁ গো, মা!"

"কি, বাবা?"

"এত রান্না—"

"কে রেঁধেছেন জিজ্ঞাসা করছেন?"

"কেন, বাবা, আগেই ত বলেছি।"

"গুরুদেব কি এই সমস্ত—"

"আমি রাঁধলে কি আপনি খেতেন?"

বুঝিলাম, গুরুদেবই স্বহস্তে পাক করিয়াছেন। তপস্বিনীর পূর্ব্বের কথা, আমার মনস্তুষ্টির জন্য, মিথ্যা নহে। কিন্তু ইঁহার কথার একটা উত্তর না দেওয়া অন্যায় হয়। আমি বলিলাম—"গুরুদেব কি গ্রহণ করতেন?"

"তিনি আচণ্ডালের অন্ন গ্রহণ করতে পারেন! তাঁ'র এ কন্যার কুটীরে যখনই তিনি পদার্পণ

ক'রেছেন, তখনই তাঁ'কে রেঁধে খাইয়েছি।" বলিয়াই ঈষৎ হাসিয়া আবার তিনি বলিলেন—"আপনি যে ব্রহ্মচারী।"

"তাঁকে হাত পোড়াবার কষ্টটা না দিয়ে আপনি রেঁধেছেন জান্‌লে, আমি সুখী হতুম।"

"আপনি ওই ঢাকা তুলে প্রসাদ গ্রহণ করুন।"

দেখিলাম, ঘরের এক স্থানে একখানি আসন পাতা, তাহার পার্শ্বে একটি জলপূর্ণ পান-পাত্র। দূরে শালপাতা-ঢাকা পাত্রে গুরুদেবের প্রসাদান্ন।

"এ আসন পেতেছ কি, মা, তুমি?"

তপস্বিনী উত্তর দিলেন না, একটু হাসিলেন মাত্র।

আমি সে আসনখানা হাতে তুলিয়া, আবার পাতিলাম। উপবিষ্ট হইয়াই বলিলাম—"মা! তুমি ওই প্রসাদ-পাত্র এনে দাও।"

মৃদু হাসিয়া তপস্বিনী ঘাড় নাড়িলেন।

"আমি চাচ্ছি, মা, তোমার দিতে আপত্তি কেন?"

তথাপি তপস্বিনী নড়িলেন না।

আমি জেদ ধরিলাম। ফল হইল না। লাভের মধ্যে, তাঁহার মাথাটি আনত হইল। মনে হইল, মুখ যেন সহসা মলিন হইয়া গিয়াছে। চোখের কোণে—না, না—সত্যই যে একবিন্দু জল!

আমি আসন ছাড়িয়া উঠিলাম। যেখানে গুরুর প্রসাদান্ন, সেখানে যাইয়াই পাত্রের উপর হইতে পাতা উঠাইলাম। তাঁহার ভুক্তাবশেষের সঙ্গে এক জনের পক্ষে যথেষ্ট খাদ্য রাখিয়া গুরুদেব চলিয়া গিয়াছেন।

পাত্র হইতে গুরুর ভুক্তাবশেষের সামান্যমাত্র অংশ লইয়া মুখে দিলাম। তপস্বিনী সেই ভাবেই নীরবে দাঁড়াইয়া।

আমি বলিলাম—"মা! একটা কথা আমার মনে প'ড়ে আমাকে হঠাৎ ব্যাকুল ক'রে তুলেছে। আমি একটা অবশ্য কর্ত্তব্য কায অসম্পূর্ণ রেখে এসেছি। সেটা অসম্পূর্ণ রাখা আমার এখন এমন অন্যায় ব'লে বোধ হচ্ছে যে, এই প্রসাদান্নের কণা-মাত্র ছাড়া আর বেশী এখন গ্রহণ করতে পারছি না।"

"কোথাও কি আপনাকে যেতে হবে?"

"এখনি—আমি কালবিলম্ব কর্‌তে পার্‌ব না।"

"আমাকেও যে যেতে হবে এখনি।"

"আপনি ত সিদ্ধেশ্বরীর কাছে যাবেন?"

"আপনি তা'র নাম জান্‌লেন কেমন ক'রে?"

"এ সমস্ত কথা ফিরে এসে যদি বলি?

"ফিরে এলে আপনার সঙ্গে কি আমার আর দেখা হবে?"

"আপনাকে থাকতে অনুরোধ কর্‌ছি।"

"আমিও যে অন্যায় করেছি, সে এখনো উপবাসী রইল কি না, বুঝ্‌তে যে পারলুম না।"

একবার মনে করিলাম, সিদ্ধেশ্বরীর অবস্থার কথা বলি, কিন্তু বলিতে কি জানি কেন, আমার সাহস হইল না। আমি বলিলাম—"তার জন্য প্রসাদ আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

"তা হ'লে এইটাই আপনি নিয়ে যান।"

"বেশ" বলিয়াই আমারই জন্য রক্ষিত সেই খাদ্যপাত্র উঠাইয়া লইলাম।

"ওই থেকে একটু কণা আমাকেও দিন।"

"কেন, মা, তোমার আহারে আপত্তি কি?"

"আপত্তি কিছু নেই, বাবা, সামগ্রীর ত অভাব নেই। প্রয়োজন বোধ করি, এর পরেই আহার কর্‌ব।"

"তা' হ'লে ত আমার যাওয়া হয় না, মা!"

"আমি এখন খেতে চাইলুম না ব'লে?" তাহার মুখে আবার হাসি ফুটিল।

"এক জনকে অনাহারে রেখে আমি আর এক জনকে আহার করাতে যাব!"

"আমি ত নিয়ে যেতে চাচ্ছিলুম। সেখানে আপনার যাবার কি প্রয়োজন, আমি ত জানি না।"

"এই যে বললুম, ফিরে না এলে বল্‌তে পার্‌ব না।"

"আপনার ফির্‌তে কতক্ষণ লাগ্‌বে?"

"সেটা ত ঠিক বল্‌তে পার্‌ছি না!"

"একটা আন্দাজ?"

"অল্প সময়ও হ'তে পারে, অধিক সময়ও হ'তে পারে।"

"সারারাত্রিও হ'তে পারে!"

আমি তাঁহার মুখের দিকে ঈষৎ বিরক্তির ভাবেই চাহিলাম। এটা কি তাঁহার রহস্য? কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি করব বল, মা!"

"এর উত্তর আমি কি দেবো, আপনার ইচ্ছা!"

"তুমি আহার করবে না?"

তপস্বিনী আবার নীরব। আবার তাঁহার মাথা অবনত হইল।

বুঝিলাম, তিনি আহার করিবেন না—অন্ততঃ আমি না করিলে। কিন্তু আর আমার ভোজনে বসা অসম্ভব। আমাকে বলিতে হইল—"তা হ'লে বাইরের দোরটা—"

"বাবার প্রসাদের—"

আমার বলা তিনি যেমন শেষ করিতে দিলেন না, আমিও তেমনি তাঁহার বলা শেষ করিতে দিলাম না ; পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ অন্ন তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলাম।

চক্ষু মুদিয়া তপস্বিনী তাহা মুখে পূরিলেন। তার পর করতল মস্তকে স্থাপন করিলেন। হাত নামাইয়া, চোখ মেলিয়াই বলিলেন—"চলুন, দরজার কবাট বন্ধ ক'রে আসি।"

২৯

বাহির দরজার কাছে উপস্থিত হইতেই আমার মনে হইল, কিছু টাকা যে আমাকে সঙ্গে লইতে হইবে!

"দাঁড়ালেন, কেন বাবা ?"

তপস্বিনী ছিলেন আমার পশ্চাতে। আমি মুখ ফিরাইয়া বলিলাম—"একটা বড় ভুল হয়ে গেছে, আমাকে কিছু টাকা নিতে হবে যে!"

"আমারও ভুল হয়েছিল বল্‌তে আপনাকে, উপরটা এক বার দেখে যান।"

"কেন, চুরির কি আশঙ্কা কর ?"

"অনেকক্ষণ আমরা ওই ঘরে ছিলুম। উপরে কেউ ওঠা-নামা করলে ওখান থেকে ত দেখা যায় না!"

পাত্র হাতে করিয়াই আমি উপরে উঠিলাম। ঘরের দোরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে না হইতেই বুঝিলাম, চুরি হইয়াছে। বারান্দায় যে ঘটিটা রাখিয়াছিলাম, সেটা নাই। ঘরে প্রবেশ করিতেই দেখিলাম, যে ছোট বাক্সটির ভিতরে আমি হাত-খরচের টাকা রাখিতাম, সেটিও নাই।

আর মুহূর্ত্ত মাত্রও না দাঁড়াইয়া আমি নীচে আসিলাম। কোনও কথা মুখ হইতে আমার বাহির না হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এরই মধ্যে টাকা নেওয়া হয়ে গেল ?"

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, "হ'ল না।" প্রত্যাশা করিলাম তাঁহার একটা প্রশ্ন। প্রত্যাশায় দাঁড়াইলাম। কিন্তু সে প্রশ্নের পরিবর্ত্তে শুনিলাম "আপনি কি কিছু বলতে চান ?"

আমার মুখের কি ভাব দেখিয়া তিনি এ প্রশ্ন করিলেন, বুঝিতে না পরিলেও আমাকে বলিতে হইল—"চাই।"

"বলুন।"

"কবাটে খিল দিয়ে আবার খুলে রাখলে কেন ?"

"আপনি দেখেছেন ?"

"উপর থেকে নামবার সময়ে।" তাঁহার আবার হাসি জড়ানো প্রশ্নে সব সত্যটা আমি বলিতে পারিলাম না।

"কিছু কি চুরি গেছে নাকি ?"

"কিছু গেছে।"

"বলেন কি, এরই মধ্যে ?"

"কিছু কেন, আমাদের মত লোকের পক্ষে যথেষ্ট। একটা ঘটি গেছে, আর একটি হাতবাক্স, তাতে গোটা পঁচিশেক টাকা ছিল।"

"তা হ'লে ত খুব ক্ষতি ক'রেই গেছে। আমার মরণ, যে ভয় ক'রে কবাট বন্ধ করতে গেলুম, তাই হ'ল!"

"বন্ধ ক'রে আবার খুল্‌লে কেন মা ?"

"আপনার রসুই ঘরের দিকে গেলে এ দিকটে কিছুই দেখা যায় না। সেটা প্রথম যাওয়াতেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম। কাশীতে ত চোরের অভাব নেই। বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় একবার রক্ষা হয়ে গেছে। এ বারেও রান্নাঘরে আমাদের কত দেরী হবে বুঝতে ত পারিনি, তাই কবাট বন্ধ করতে গিয়েছিলুম।"

"বন্ধ ক'রে আবার খুল্‌লে কেন ?"

মুখটি একটু তুলিয়া, শুভ্র দন্তপংক্তি বিকাশ করিয়া যোগিনী বলিলেন—"তাই ত ঠাকুর, আপনার ত খুব ক্ষতি ক'রে দিলুম!"

"আমার সঙ্গে আর রহস্য করছ কেন, মা ? বল না এটাও বিশ্বনাথের কৃপা।"

"তা বটে। যাচ্ছেন যখন সন্ন্যাস নিতে, তখন এগুলো ত ফেলে যেতেই হবে।"

"আমি কি সন্ন্যাস পাব, মা ?"

"বাঃ! আপনি ত সন্ন্যাসীই। লোক দেখানো একটা আশ্রম নেন নি ব'লে ?"

এত বড় একটা প্রশংসা—কিন্তু ভিতরে অহঙ্কার না আসিয়া প্রচণ্ড লজ্জা আসিল। কই, এখনো ত সাহস করিয়া ইঁহার কাছে মনের নীচতাটা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না!

"তা হ'লে কি হবে বাবা!"

"কিসের কি হবে, মা।"

"টাকার?"

"অভাব হবে না, দরকার হয় পথেই পাব।"

"তবে আর বিলম্ব করবেন না।"

"কিন্তু আর একটা কথা জানবার ইচ্ছা কিছুতেই যে দমন কর্‌তে পার্‌ছি না।"

"দরজা কেন বন্ধ কর্‌লুম?—আপনিই একটা অনুমান ক'রে বলুন না।"

"অনুমানে আমি কত কি বলব, কিন্তু ঠিক যে বল্‌তে পার্‌ব, সেটা ত সাহস ক'রে বল্‌তে পার্‌ছি না। একটা মিথ্যা ব'লে তোমার কাছে অপরাধী হব?"

পূর্ণ সরল দেহ-যষ্টিখানি আমার মুগ্ধ নেত্রের উপর যেন তুলিয়া তপস্বিনী বলিয়া উঠিলেন—"আমাকে কি রকম দেখ্‌ছ, বাবা?"

"সাক্ষাৎ মা-সরস্বতীকে সম্মুখে দেখছি।"

"সরস্বতী হই আর নাই হই, তবে আমি বৃদ্ধা ভুবনের মা নই।"

আমি অবাক্, শুধু সেই মৃদুহাস্যময়ীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

"বুঝতে পেরেছেন বাবা?"

"এ কথাতেও যদি বুঝ্‌তে না পারি, তা' হলে আমার সন্ন্যাসী হ'তে যাওয়া বিড়ম্বনা।"

"এই বিশ্বনাথের পুরীতে এমন সব লোক আছে, যারা তাঁরও মসৃণ পাষাণ দেহের ভিতর থেকে ছিদ্র খুঁজে বার কর্‌বার চেষ্টা করে।"

শুনিবামাত্র আমার চোখ জলে ভরিয়া গেল, সেই অবস্থাতেই আমি বলিয়া উঠিলাম—"সেই চোর নারায়ণকে দেখ্‌তে পেলে আমি প্রণাম করতুম, মা। সে সর্ব্বস্ব নিয়ে গেল না কেন? তা হ'লে বুঝি আমার পূর্ণচৈতন্য হ'ত।"

"আর বিলম্ব করবেন না, সন্ধ্যে হয়ে এলো।"

"তার পরিবর্ত্তে তোমাকে একটা প্রণাম কর্‌তে আমার ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু কি কর্‌ব, হাতে গুরুর প্রসাদ।"

আমার কথা শেষ করিতে না করিতে তপস্বিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিলেন।

আর একটা কৌতূহল—এই সময়েই মিটাইয়া লই। তপস্বিনী প্রণাম করিয়া যেই আবার দাঁড়াইলেন, আমি বলিলাম—"মা, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব।" বলিয়াই, তাঁহার কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই, জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি চল্‌তে চল্‌তে দু, দু'বার ডুক্‌রে হেসে উঠ্‌লে কেন, আমাকে বল্‌তে হবে, বল্‌তেই হবে।"

"এতক্ষণ যে আপনার আহার শেষ হয়ে যেতো, বাবা।"

"দরজা বন্ধ কর।" বলিয়াই বাহির-পথে পদনিক্ষেপ করিলাম।"

বিশ্বনাথ! আমার সমস্ত ভিতরটাকে এইবারে গৈরিক-বসনে ঢাকিয়া দাও।

৩০

সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীর দ্বারে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাশীর গলি, অন্ধকার বেশ ঘনভাবে সে স্থানটা আক্রমণ করিয়াছে।

আসিবার বিলম্ব, আসিবার সময় পথ হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। সিদ্ধেশ্বরীর পিতৃদেবের সৎকার করিতে হইবে।

দ্বারটা ঠিক লক্ষ্য করিতে না পারিয়া আমি খানিক দূর চলিয়া গিয়াছি। হাতে আমার প্রসাদ-পাত্র। পাছে কারও গায়ে লাগে, অতি সাবধানে সেটিকে লইয়া চলিয়াছি।

মোড়ের মাথায় মাথায় তখন তেলের আলো দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সেইখানে উপস্থিত হইতেই বুঝিলাম, আমি বাড়ী পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি। ফিরিতেছি, এমন সময়, একটু অন্ধকারের দিক্ হইতেই, কে এক জন বলিয়া উঠিল, "বুড়োর পা সোজা কর্‌তে চারজনকে হিম্‌সিম্ খেতে হয়েছে।"

সেই অন্ধকারের ভিতর হইতেই আর এক জন বলিয়া উঠিল—"পা সোজা হ'ল?"

"যতটা সোজা হবার, সেই অবস্থাতেই নিয়ে গেছে।"

"যাক্, বুড়োর এতকাল পরে কাশীপ্রাপ্তি হ'ল!"

বলিতে বলিতে তাহারা চলিয়া গেল। আরও দুই একটা কথা তাহাদের মুখ হইতে শুনিবার

ইচ্ছা ছিল। সৎকারের সাহায্য করিল কে? মৃতদেহের অন্তিম-সংস্কারই বা কে করিল? ইচ্ছার পূরণ হইল না। সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীর দ্বারের সম্মুখে ফিরিয়া আসিলাম।

দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। ডাকিলাম—"সিদ্ধেশ্বরী!" উত্তর পাইলাম না। দুইবার, তিনবার। কবাটে বার দুই আঘাত করিলাম। বাড়ীর ভিতরটা সেইরূপই নিস্তব্ধ। ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ, তবুও এমন নিদর্শন পাইলাম না, যাহাতে বুঝিব, ভিতরে মানুষ আছে।

একটু আশঙ্কা হইল। আঘাতের ফলে যদি মেয়েটা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে! বেশ উচ্চকণ্ঠে, কবাটে আঘাত দিতে দিতে বলিলাম—"বাড়ীতে কে আছ? মা!"

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরেও কোন উত্তর না পাইয়া আমি ফিরিতেছিলাম। লোকজন—মেয়ে, পুরুষ—আমার পাশ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল। কেহ কেহ আমার পানে চাহিতেছিল, একটি স্ত্রীলোক কিছু দূর গিয়া আবার ফিরিল। আমাকে একটু ভাল করিয়া দেখিয়া সে চলিয়া গেল। আর দাঁড়াইয়া থাকা আমার নিজেরই কাছে লজ্জার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

আমি চলিয়া যাইতেছিলাম।

দুই চারি পা যাইতে না যাইতেই আমি কবাট খোলার শব্দ পাইলাম।

"কে ডাক্‌ছিলে গা?"

দেখিলাম একটি স্ত্রীলোক, বোধ হইল বর্ষীয়সী, মুখ দ্বার হইতে বাহির করিয়া পথের দিকে চাহিতে সে আমাকে দেখিল। আমি অমনি বলিয়া উঠিলাম—"আমি, মা!"

"কোথা থেকে তুমি আস্‌ছ?"

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, দ্বারের কাছে আসিয়া আমি তাহাকে প্রশ্ন করিলাম—"সিদ্ধেশ্বরী উপরে আছে?"

"তাকে তোমার কি দরকার?"

"আছে কি না আছে, আগে বল, তার পর ত দরকারের কথা।"

"কি দরকার, আগে বল।"

আমাকেই বুড়ীর কাছে পরাভব স্বীকার করিতে হইল। বলিলাম—"তার জন্য তার গুরুদেবের প্রসাদ নিয়ে এসেছি।"

বুড়ীর হাতে একটা লণ্ঠন ছিল। তাহার সাহায্যে সে আমার আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইল। লণ্ঠন নামাইতে নামাইতে সে বলিল—"প্রসাদ খাবে কে?"

বিশেষ ব্যাকুলভাবে আমি প্রশ্ন করিলাম—"বেঁচে আছে না মারা গেছে?"

উত্তর না দিয়া বৃদ্ধা আমার মুখের পানে বেশ একটু সন্দেহের দৃষ্টিতেই চাহিল। গ্রাহ্য না করিয়া আমি আবার বলিলাম—"বেঁচে আছে এখনও? মুখের দিকে কি দেখ্‌ছ, বাছা? এই কথাটা বল্‌লেই, আমি কি তোমার সর্ব্বনাশ কর্‌ব?"

"এখনও আছে।"

"তা হ'লে এক কাজ কর, এই থেকে একটু কণা নিয়ে তার মুখে দিয়ে এস।"

বলিয়া আমি তাহার বিস্ময়ে বিপুল-বিস্ফারিত চোখের সম্মুখে পাত্র উন্মুক্ত করিয়া ধরিলাম।

"ওতে কি আছে?"

"চেয়ে ছাখো—কৃপা ক'রে; আমার মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌লে বুঝবে কেমন ক'রে?"

থালার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াই বৃদ্ধা বলিল—"তুমি একটু দাঁড়াও।"

বলিয়াই বৃদ্ধা ভিতরে চলিয়া গেল। কিন্তু যাইবার সময় কবাটটি বন্ধ করিতে সে ভুলিল না। অগত্যা আমাকে আরও কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল।

আবার কবাটের খিল খোলার শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে শিশুকণ্ঠের উল্লাসভরা অস্ফুট স্বর। এ কি গৌরী, গৌরী? আমার গৌরী কি এতদিন পরে তাহার মায়ের কোলে আশ্রয় পাইয়াছে? তাই কি আমাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইতে বৃদ্ধার এত সঙ্কোচ হইতেছিল?'

অনুমানের নিশ্চয়তা তাহার স্পন্দন-প্রহারে আমার হাতটাকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিল। হাত হইতে পাত্র পড় পড় হইল। বাস্তবিকই রক্ষার জন্য দুই হাতে সেটিকে ধরা ভিন্ন আমার গতি রহিল না।

কিন্তু দ্বার খুলিতেই—এ কি! ওরে দুষ্টু, তুমি?

একটা অহেতুক আতঙ্কের ভিতর দিয়া তাহার দুষ্টামিটা ডাগর চোখ দুইটিতে বেশ ফুটিয়া উঠিল। বৃদ্ধার আহ্বান কথার সঙ্গে সঙ্গে সে আমার মুখের পানে চাহিল।

তাহাকে দেখিয়াই বুঝিলাম, সিদ্ধেশ্বরী করুণাময়ীর আশ্রয় পাইয়াছে।

"ভিতরে আসুন।"

"আর আমি যাব না মা। তুমি নিয়ে যাও, কিংবা—"

"আপনি নিয়ে আসুন।"

"তুমি কি ব্রাহ্মণের মেয়ে নও?"

"দিদিমা, বাবাকে একটুখানি আস্‌তে বল।" মিষ্টস্বর শুনিবামাত্র বুঝিলাম, ভিতর হইতে কথা কহিল কে।

"না রাণী মা, আমি ভিতরে যাব না! আমি দোরের ভিতর হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি।"

কোনও উত্তর পাইলাম না। না পাইলেও দ্বারের কাছে তাঁহার আসারই প্রত্যাশা করিয়া দাঁড়াইলাম। বৃদ্ধাকে রাণীর সম্বোধনের কথা শুনিয়াই বুঝিলাম, তিনি ব্রাহ্মণকন্যা। আমার একটা ভুল হইয়াছিল। গুরুদেবের প্রসাদ আমার কাছেই পবিত্র হইতে পারে, সিদ্ধেশ্বরীও তাহা পবিত্রজ্ঞানে গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু এ নিষ্ঠামাত্রসার ব্রাহ্মণ-বিধবার কাছে তাহা কি?—উচ্ছিষ্ট মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে রাণীর নিষ্ঠাসম্ভাবনাও আমার মনে উঠিল। যদি তিনিও মনে করেন, উচ্ছিষ্ট?

অতি মৃদুস্বরে কবাটের অন্তরাল হইতে কথা উঠিল, কথা যেমন মৃদু, তেমনই মধুর—"দয়া ক'রে একবার ভিতরে আসুন।"

"যাওয়াটা যে, মা, কিছুতেই যুক্তিযুক্ত মনে করছি না।"

"আপনার চিন্তার কোনও কারণ নেই।"

চিন্তার কারণ যে একটুও হয় নাই, এ কথা একেবারে বলিতে পারি না। বাড়ীর ভিতরে প্রবেশের নামেই প্রাতঃকালের সেই দুরবস্থার কথা মনে হইল। তথাপি, বারবারের অনুরোধে, ভিতরে প্রবেশ না করাটা অন্যায় মনে করিলাম। সিদ্ধেশ্বরী একা থাকিলে ত বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে আমার কুণ্ঠা হইত না! সে একা আছে জানিয়াই ত আমি আসিয়াছি।

তবু একবার বলিলাম—"তুমিও কি, মা, ইহাকে উচ্ছিষ্ট মনে করিতেছ?"

"তবে আমাকে দিন।"

"হাত বার করতে হবে না, মা, আমি ভিতরে যাচ্ছি।" বৃদ্ধা এতক্ষণ একটিও কথা কহে নাই। ভিতরে যাইবার পথ দিতে গিয়া বুড়ী বলিল—"না বাবা, উচ্ছিষ্ট মনে করব কেন?"

বুঝিলাম, বুড়ী মিথ্যা বলিতেছে। নহিলে আমাকে, রাণীকে, এই কষ্টটা দিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

৩১

আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়াছি। প্রবেশপথের পার্শ্বেই রাণী দাঁড়াইয়া ছিলেন. তাঁহাকে একরূপ পশ্চাৎ করিয়া বালক-কোলে বৃদ্ধা। সঙ্কীর্ণ পথে দাঁড়াইয়া কথা কহিবার ত উপায় নাই। বাধ্য হইয়া, অনিচ্ছায় আমাকে আরও একটু দূরে উঠানের দিকে যাইতে হইল।

ফিরিয়া দাঁড়াইতে দেখি, বৃদ্ধা কবাট আবার বন্ধ করিতেছে। আমি নিষেধ করিলাম, আমার নিষেধে রাণীও তাহাকে নিষেধ করিলেন—"কবাট দিতে হবে না দিদিমা।"

বৃদ্ধা বেশ রাগের সঙ্গেই বলিয়া উঠিল—"দোর দেবো না ত কি, শান্ত্রী পাহারা হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব না কি?"

আমার কথা, রাণীর কথা, বৃদ্ধা শুনিল না, কবাট বন্ধ করিল।

মরুক গে, তার যা খুসী তাই করুক, রাণী তাঁহার ছেলেটিকে বৃদ্ধার কোল হইতে লইয়া আমার নিকটে আসিতেই আমি তাহাকে প্রসাদপাত্র লইতে অনুরোধ করিলাম।

রাণী বলিলেন—"আপনিই উপরে নিয়ে চলুন, বাবা!"

উচ্ছিষ্ট জ্ঞানে নিষ্ঠার আতিশয্যে বৃদ্ধা যে পাত্র হাতে করিতে চাহে নাই, এটা আমি ঠিক বুঝিয়াছি। রাণীর কথায় মনে হইল, তাঁহারও পাত্র হাতে করিতে আপত্তি আছে।

মনের সন্দেহটা মনে না রাখিবার জন্যই বলিলাম—"তোমারও কি, মা, হাতে কর্‌তে আপত্তি আছে?"

একবারেই পাত্র হাতে ধরিয়া রাণী স্মিতমুখে বলিলেন—"তা হ'লে দুষ্টটাকে আপনি নিন্। ওকে কোলে নিয়ে সিঁড়িতে উঠলে থালা সাম্‌লাতে পার্‌ব না। এই দেখুন, এখনি হাত বাড়াচ্ছে।"

বালক বলিয়া উঠিল—"আউ।"

"তবে ব'স মা, ওকে একটু শিষ্ট হবার ওষুধ দিই।" এই বলিয়া বালককে কোলে না লইয়াই পাত্র হইতে একটা মিষ্টান্ন লইয়া তাহার মুখে দিলাম। "ছেলের নাম রেখেছ কি, মা ?"

"ললিতমাধব।"

"এই দেখ, ললিত বাবু কেমন শিষ্ট হইয়াছে।"

"উপরে যাবেন না ?"

"যে জন্য যাওয়া, তা তো হয়ে গেছে, আমি থাকলে তোমার চেয়ে বেশী আর কি করবো মা ?"

"গিয়েও এখন কোন লাভ নেই।"

"সিদ্ধেশ্বরী কি ঘুমুচ্ছে ?"

"মাথার যাতনায় অস্থির হয়েছিল ব'লে, ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেছে।"

"বাঁচবে ত ?"

"আপনিই বাঁচিয়ে গেছেন ! ডাক্তার বলেছে, তাড়াতাড়ি বাঁধা না হ'লে রক্ত ছুটে মারা যেতো। পূজার ঘণ্টা মাথাটায় ঢুকে গিয়েছিল, আর একটুখানি বেশী ঢুকলে তখনি মারা যেতো।"

"শুধু তা হ'লে ওকে নয়, মা; বিশ্বনাথ আমাকেও বাঁচিয়েছেন। ওটাও ম'লে আমাকে দু'জনের খুনের দায়ে পড়তে হ'ত।"

"আপনার সেই গুরুর কৃপা। একটা লাঞ্ছনার পর আবার একটা লাঞ্ছনা—বিশ্বনাথ আর করতে পারলেন না।"

বলিতে বলিতে—"এ কি ? ও মা, এ কি করছ !" আমি তাঁহার হাতের পতনোন্মুখ থালা ধরিয়া ফেলিলাম। এতক্ষণের বহু চেষ্টায় রুদ্ধ অশ্রু সহসা অবকাশ পাইয়া, তাঁহার গণ্ড বাহিয়া শুভ্র জাহ্নবী-ধারার মতই বুঝি ছুটিয়াছে।

"বিশ্বনাথের দোহাই, আমি কিছু মনে করি নি মা।" বলিয়াই দুইটি হাত তাঁহার পুত্রের মাথায় দিয়া, গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম—"বিশ্বনাথের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তোমার ললিতমাধব দীর্ঘজীবী হক্।"

বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল,—"আজই দীর্ঘজীবী হয়েছিল।"

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রকম ?"

"পাগলী বারান্দা থেকে ছেলেটাকে নীচে ফেলে দিয়েছিল।"

এ কথা শুনিয়া কোথায় কথা পাইব আমি ? স্থির নেত্রে, পাগলিনীর মুখের পানে চাহিলাম।

রাণী বলিল—"ম'ল কই ? তুমি যে অভিসম্পাত দাও নি বাবা ? বিনাপরাধে সাধুর অপমান—এ বংশ লোপ পাওয়াই উচিত ছিল।"

এখনও আমি বক্ষের স্পন্দন নিবৃত্ত করতে পারি নাই,—এখনও আমার মুখে কথা ফুটে নাই।

বৃদ্ধা সহসা বলিয়া উঠিল "হতভাগা লক্ষ্মীছাড়াটা তা হ'লে তোমাকেই মেরেছিল, বাবা ?"

"দেখ্ বুড়ী, ফের যদি তার দোষ দিবি, তা হ'লে আর তোর মুখ দেখব না। সে কে ? কুকুর বই ত নয়, মনিব যার দিকে লেলিয়ে দেবে, তাকেই গিয়ে কাম্ড়াবে।"

আর আমি কোন কথা বলিতে, কিংবা জানিতে সাহস করিলাম না। উপর হইতে সিদ্ধেশ্বরীর মৃদু আর্ত্তনাদ আমাকে বিদায়-গ্রহণের সাহায্য করিল। "সিদ্ধেশ্বরী বোধ হয় জেগেছে। উপরে যাও, মা, আমি এইবারে আসি।"

হাত হইতে থালা লইতে লইতে, যখন রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন.—"গৌরী আমার কেমন আছে", আর প্রশ্ন করিতে না করিতে সেইরূপ ভাবেই কাঁদিয়া ফেলিলেন, তখন আমিও কোন ক্রমে চোখের জল আর সাম্‌লাইতে পারিলাম না।

"যেখানে থাক, না, মা, তোমার গৌরী তোমারই আছে।" বলিয়াই প্রস্থানোদ্যত হইলাম।

"দে, দিদিমা, আলো ধ'রে বাবাকে পথ দেখিয়ে দে।"

কিছুতেই বলিতে পারিলাম না, সেই যে সকালে গৌরীকে দেখিয়া বাহির হইয়াছি, তাহার পর এখনও পর্য্যন্ত তাহাকে দেখি নাই, আর বুঝি তাহাকে দেখিতে পাইবও না।

আর বুঝি দেখিতে পাইব না। গৌরী ! আমার সেই আগুনে-পোড়া দয়াময়ীর বাহুবন্ধন-মুক্ত, সেই মধুর রূপেই আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়া গৌরী ! আর বুঝি তোকে দেখিতে পাইব না ! দেখিতে চাহিলেও গুরু বুঝি—না না, গুরু যে আমাকে সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্ত করিতে আসিয়াছেন !

যাহার নিকট হইতে টাকা লইয়াছিলাম, তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া আমার বাসার কাছে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন রাত্রি দশটার কাছা-

কাছি। কাশীর সেই জন-বিরল গলিপথ নিস্তব্ধ হইবার উপক্রম করিয়াছে।

সারা পথটা চিন্তার পর চিন্তা, একটার পর আর একটা, আমার চিত্তের সমস্ত দৃঢ়তাকে উপেক্ষা করিয়া আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। ভুবনের মা'র চিন্তায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছি, গৌরীর চিন্তায় হস্তের আবরণ দিয়া চোখের জল নিজের নিকট হইতেই লুকাইয়াছি। কিন্তু আমার রাণীমা'র চিন্তা? দুই করপত্রের মরণ-চাপও অশ্রুর বাহিরে আসা বোধ করিতে পারে নাই।

চিন্তাশেষে গৌরীর জন্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যখন দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলাম, তখন একবার রাণীকে উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। তাঁহাকে আজ না দেখিতে পাইলে বোধ হয় গৌরীর মোহ আমার কোনও কালে ঘুচিত না, আমার সন্ন্যাসী হওয়া হইত না।

ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্—কেমন যেন একটা সভয় অবসাদে কেমন যেন নিজেকে লুকানো চৌরভাব—দ্বারে ধীরে আঘাত করিলাম। ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্। কবাট যেন ওই কোমল আঘাতও সহ্য করিতে পারিল না।

"এ কি গো, মা, তুমি যে একেবারে দোরের কাছেই ব'সে আছ!"

"তুমি কি মনে করেছিলে, বাবা?"

"ঘুমিয়ে পড়েছ।"

"তাই কি অত আস্তে ঘা দিচ্ছিলে?"

"মনে করছিলুম, যদি ঘুমাও, তোমাকে আর জাগাবো না।"

"তুমি তা হ'লে কোথায় যেতে?" আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই তিনি আবার বলিলেন—"দোরটি আগলে ব'সে থাকতে?"

আমার মনের অবস্থা তখন একেবারেই ভাল ছিল না। তবে এরূপ ভাবের কথায় আমার মনে মনে বেশ রাগ হইল। হউক্ না কেন সে সন্ন্যাসিনী—অথবা তাহার সন্ন্যাসিনীর বেশ—কাশীতে অনেক সন্ন্যাসিনী আমি দেখিয়াছি। আজ প্রথম তাহার সঙ্গে আমার পরিচয়, আমার সঙ্গে ওরূপভাবে কথা কহিবার তাহার অধিকার কি?

"দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, দোর বন্ধ ক'রে ভিতরে আসুন। আমার হাত সকড়ি, আমি এ হাতে কবাট ছুঁতে পারব না!"

"তুমি কি বাসন মাজ্ছিলে?"

"সেই জন্যই ত কবাট খুলে রেখেছি। বর্ত্তনে হাত দিলে ত টপ ক'রে দোর খুলতে পারব না।"

"সে সমস্ত অন্ন-ব্যঞ্জন?"

"বাবাজী মহারাজের প্রসাদ—সে কি প'ড়ে থাকবার বাবা? কাশীতে গ্রহণ করবার অনেক ভাগ্যবান আছে।"

আমি কবাট বন্ধ করিলাম। দেখিয়াই তিনি বলিলেন—"উপরে চ'লে যান, পা ধোবার জল ঠিক করা আছে।"

"তোমার দেওয়া জল আমি পায়ে দেব?"

"সে কি বাবা, ওই এক বছরের গৌরী মেয়েটিই কি তোমার একমাত্র কন্যা?"

"বেশ মা, তোমার যখন তাতে আনন্দ।" আমি উপরে চলিলাম।

"আর নানা ঝঞ্চাটে আপনার এখনও পর্য্যন্ত খাওয়া হ'ল না। আমি জলখাবার আপনার ঘরে সাজিয়ে রেখেছি।"

আমি উপরে উঠিয়াই দেখি, শুধু পা ধুইবার জল এ বেটী আমার সেবার জন্য রাখিয়া নিশ্চিন্ত হয় নাই। জল, গামছা, পরিধানের জন্য একখানি বস্ত্র, সমস্ত সযত্নে সে রাখিয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতরে তেমনি করিয়াই সযত্নে রক্ষিত ফল, মূল, মিষ্টান্ন।

একবার দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে, দয়াময়ীর মুখখানি যেন জাগিয়া বায়ুতে আবার মিলাইয়া গেল।

এরা কি সকলেই দয়াময়ী? মাতৃত্ব ইহাদেরই নিজস্ব, দয়াও কি ইহাদের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া তবে মানুষের হৃদয় আশ্রয় করে? বহুকাল পরে, ত্যাগের মুখে এই এক অভিনব দিনের অভিনব রাত্রিতে, গৌরীকে দেখিতে চারিদিক-চাওয়া দৃষ্টির উপরে হঠাৎ বিদ্যুৎ-ঝলকের মত মুহূর্ত্তের জন্য সোনার সংসার যেন ভাসিয়া উঠিল।

জলযোগ করিতে করিতে কি যেন কি চাহিতে—হয় জল, নয় দুই একটা ফল, নয় বহুকাল পরে নিঃস্ব সংসারীর সর্ব্বস্ব একটু আদরভরা মমতা—কি যেন কি চাহিতে যেমন ডাকিলাম, "মা"—অমনই বাহির হইতে গুরুদেবের কণ্ঠস্বর শুনিলাম—"অম্বিকাচরণ!"

সঙ্গে সঙ্গে তপস্বিনীর কণ্ঠস্বর "আপনাকে উঠতে হবে না, বাবা, আমি দোর খুলে দিচ্ছি।"

৩২

তাড়াতাড়ি জলযোগ সারিয়া উঠিব মনে করিলাম। কিন্তু ব্যস্ততার সহিত আহার শেষ করিতে গিয়াও আবার শুনিলাম, "অম্বিকাচরণ!"

গুরুদেব একেবারে আমার ঘরের দুয়ারে হাজির!

"উঠো না বাবা, আহার শেষ ক'রে নাও। মায়ের কাছে শুন্‌লুম, সমস্ত দিন তোমার পেটে অন্ন পড়েনি। খেয়ে নাও, আমি ততক্ষণ বারান্দায় অপেক্ষা কর্‌ছি।"

তাঁর আদেশসত্ত্বেও আর আমার পেটে কিছুই প্রবেশ করিতে চাহিল না।

দুই একটা মিষ্টান্ন নাকে-মুখে গুঁজিবার মত করিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আরও যেন দুই চারিটা পায়ের শব্দ আমার কানে গেল। তবে বুঝি, আমার গৌরী মাকে কোলে করিয়া ভুবনের মা ফিরিয়া আসিয়াছে!

কিন্তু বাহিরে আসিয়া দেখি—কোথায় গৌরী? গুরুদেবের পশ্চাতে বারান্দার একটা থাম ধরিয়া ঈষৎ বক্রভাবে দাঁড়াইয়া যোগিনী-মা। কেমন যেন তাঁহার একটা পাগলের মত ভাব। মাথার সেই কেশরাশির অর্দ্ধেকের উপর যেন, তাঁহার মুখের উপরে পড়িয়াছে।

আমি নির্ব্বাক্, গুরুদেবের মুখেও, কি জানি কেন, কথা নাই। তপস্বিনীর মুখে কোনও কালে যে কথা ছিল, দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

বিষাদ এমন গভীরভাবে হঠাৎ আমার হৃদয় আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া গুরুকে যে প্রণাম করিব, তাহাও পর্য্যন্ত ভুলিয়াছি।

যোগিনী-মাই প্রথমে কথা কহিলেন—"এইবারে আমাকে যেতে অনুমতি কর, বাবা!"

"কেন গো মা, ছেলে ডাগর হয়েছে ব'লে, তার ভার নিতে কি তোর বিরক্তি বোধ হচ্ছে?"

"তুমি ত সব জানো বাবা! ফিরে আস্‌ছি ব'লে, সেই সকালবেলায় সিদ্ধেশ্বরীর কাছ থেকে চ'লে এসেছি, এখনো ফির্‌তে পারলুম না। তার যে ব্যাকুল হ'বার কথা!"

আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া, বেশ একটু বিরক্তির ভাবেই গুরুদেব বলিয়া উঠিলেন—"তুমি কি মাকে রাজমোহনের স্ত্রীর কথা কিছুই বলনি অম্বিকাচরণ?"

অপরাধীর মত আমি মাথা হেঁট করিলাম।

"হাত ধুয়ে ফেল।"

একটু অগ্রসর হইতে না হইতেই, যোগিনী ব্যস্ততার সহিত কমণ্ডলু ও এক খানা গামছা লইয়া আমার সেবা করিতে আসিলেন।

হেঁটমুণ্ডেই আমি তাঁহাকে পাত্র রাখিতে অনুরোধ করিলাম।

"দোষ নেই বাবা, আপনি হাত মুখ ধুয়ে ফেলুন।"

গুরুদেব পিছন হইতে বলিয়া উঠিলেন "সঙ্কোচ কেন, মা জল দিচ্ছেন, নাও না। তোমার এই অনর্থক সঙ্কোচের জন্য আমাকে কি দু'ঘণ্টা অপেক্ষা কর্‌তে হবে?"

শিষ্ট বালকটির মত আমি যোগিনী মা-দত্ত জলে হাত মুখ ধুইয়া ফেলিলাম।

হাত-মুখ মুছিয়া, যেই গামছাখানি তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছি, অমনি আমার দুইটি পায়ে কমণ্ডলুর অবশিষ্ট জল ঢালিয়া গামছার ভিতরে যেন কতকালের স্নেহ পুরিয়া—কি কোমল করপল্লব—অতি ধীরে, পাছে যেন আমার পায়ে লাগে, মুছাইতে লাগিলেন!

গুরু নিকটে, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া প্রতিবাদ করিতেও আমার সাহস হইল না। দয়াময়ীকে মনে পড়িল। কোনও দূরস্থান হইতে ফিরিলে সেও অতি আগ্রহে এইরূপই আমার সেবা করিত।

দয়াময়ীর কথা মনে পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে চোখে জল আসিল! তাহার দুই এক ফোঁটা কি মায়ীজীর মাথায় পড়িল? যদিই পড়ে, তাহার কি এতই ভার যে, মায়ের মাথা আমার পায়ের নিকট পর্য্যন্ত নত হইয়া গেল।

কিছু হউক আর না হউক, প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অপরিচিত এই মাতৃ-মূর্ত্তি, আর সেই কত-কালের না-দেখা সেই স্নেহের প্রতিমা পত্নী—দুইটিতে পরস্পরে বাহুপাশে জড়াইয়া আমার সরল চোখের উপরই যেন এক হইয়া গেল। মিলিয়া যে কি হইল, দোহাই ভাই, তোমরা কেহ আমার কাছে জানিতে চাহিও না।

"তোমারও যে পা মোছা শেষ হয় না গো!"

"কি করি বাবা, তোমার অম্বিকাচরণের পায়ের দিকে একবার চেয়ে দেখ না।"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। পা দুইটা আপনা হইতেই যেন পিছাইয়া আসিতে চাহিল। তাহার হাতে বুঝি টান পড়িল! মায়ীজী বেশ জোরেই আমার একটা পা ধরিয়া রাখিলেন। কি আপদ, তাঁহার মাথার কেশ যে আমার পায়ের উপর লুটাইতেছে!

"কত বছরের ধুলো কাদা যে তোমার বাবাজীর শ্রীচরণে জমে আছে!"

গুরু আর কোনও কথা ইহার উত্তরে কহিলেন না। মা-ও আপনার ইচ্ছামত সেবার পর, আমাকে নিস্তার দিলেন। গামছাটি কাঁধে লইয়া, কমণ্ডলু আবার তিনি হাতে করিতেই, আমি গুরুর সমীপে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম।

উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি, অমনি গুরু মায়ীজীকে উদ্দেশ করিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তোমার এ ছেলেটি কস্মিন্‌কালেও যে সাবালক হবে, এ আমার বোধ হচ্ছে না।"

বাস্তবিকই নাবালকের মত কিছু না বুঝিয়া হাঁ-করা আমার মুখের পানে চাহিয়া গুরু আমাকে বলিলেন—"হাঁ ক'রে মুখের পানে চেয়ে দেখছ কি, মাকে প্রণাম কর।"

মায়ীজী কমণ্ডলু গামছা যথাস্থানে রাখিয়া সবেমাত্র দাঁড়াইয়াছেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না বাবা, না।"

তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতে গেলে গুরুকে অতিক্রম করিতে হয়। আমি দূর হইতেই দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

"ও রকম নয়, আমার বেলা যেমন ভূমিষ্ঠ হয়ে—সত্যই যদি বিবেক-বৈরাগ্য চাও।"

"না বাবা, না।"

আর, 'বাবা না,' আমি একবারে মায়ের চরণ দুইটির উপর মাথা স্পর্শ করাইয়া দিলাম।

"না বল্‌লে চল্‌বে কেন মা? ওর কল্যাণ যাতে হয় তা আমাকে ত দেখ্‌তে হবে! বামনাই অহঙ্কার থাক্‌লে ত আর বিবেক-বৈরাগ্য আসবে না!"

উঠিবার উদ্যোগ করিতেছি, গুরুদেব আমাকে বলিলেন—"ও মেয়েটা কি, জান কি অম্বিকাচরণ? মুচির মেয়ে!"

রহস্যই হউক, কি যাহাই হউক, এ কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনটা কেমন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। জন্মগত সংস্কার—ত্যাগের শক্তি, ভগবানের পূর্ণ কৃপা না হইলে, কদাচ হইয়া থাকে। সত্যই কি আমি সমাজের একটা অস্পর্শীয়া নারীর পায়ে ব্রাহ্মণের চির উন্নত মাথাটা অবনত করিলাম?

"দেখ্‌ছ কি অম্বিকাচরণ, মাকে ধর।"

আমি ত এতক্ষণ দেখি নাই! সত্যই ত, এ কি দেখিতেছি? গুরুদেবের সঙ্গেও ত অনেককাল কাটাইয়াছি, তাঁহার ধ্যান-মূর্ত্তির পার্শ্বে বসিয়া অনেক সাধন-রাত্রি ত অতিবাহিত করিয়াছি, কিন্তু কই, তাঁহারও ত অমন অদ্ভুত ভাবান্তর আমি কখন দেখি নাই!

চিত্রার্পিতার মত—সমস্ত প্রাণ-প্রবাহ কমনীয় দেহমন্দিরের কোন গোপন-প্রকোষ্ঠে যেন লুকাইয়াছে! পলকযুগল নিরুদ্ধ হইতে গিয়া, বিশাল চক্ষু দুইটির কাছে পরাস্ত মানিয়াই যেন তারা দুইটিকে অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠিত করিয়া স্থির হইয়াছে! কাপড়খানা মাথা হইতে পড়িয়া গিয়াছে। আঁচলখানা কাঁধের একাংশে শুধু সংলগ্ন।

"ধ'রে ফেল, অম্বিকাচরণ!"

অঙ্গ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে না করিতে একটি দীর্ঘ শ্বাসের সঙ্গে মায়ের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল।

শশব্যস্তে সর্ব্বদেহ আবৃত করিতে করিতে তিনি গুরুদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তাই ত বাবা, থাকে থাকে আমাকে কি ভূতে পায়?"

গুরুদেব উত্তরে বলিলেন—"যেখানে এতক্ষণ ছিলে মা, সে স্থান থেকে তোমার এ ছেলেকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন ওর চৈতন্য হয়।"

৩৩

চৈতন্য কি হইবে? এখনও—এই বিশ বৎসরের লোক-দেখান বৈরাগ্য—চৈতন্য কি এখনও আমার হইয়াছে?

কিন্তু সেই অপূর্ব্ব সৌভাগ্যের দিন—দূর অতীতের স্মৃতি, যতটা আছে বলিতেছি—এই অপূর্ব্ব রমণীর নীরব আশীর্ব্বাদে এক মুহূর্ত্তেই আমার যেন চৈতন্য আসিল।

নিজের ভাঙ্গা-সংসার পশ্চাতে ফেলিয়া, ধার-করা মালমশলা দিয়া আবার যে একটা সংসার

রচনার চেষ্টা, নিজের কাছেও সযত্নে লুকাইয়া করিয়াছিলাম, সেটা দেখিতে দেখিতে যেন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। মানস চক্ষুর সম্মুখ হইতে আমার এই গৃহবাসের আকাঙ্ক্ষা, আর তাহার ভিতরে শান্তি দিবার ছল দেখানো সৌন্দর্য্য—আমার গৌরী—যেন দূর হইতে কত দূরে সরিয়া যাইতেছে। এই শুভ মুহূর্ত্ত বুঝি গুরু দেবের অবিদিত রহিল না। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওবেটীর সেবায় দয়াময়ীকে কি মনে প'ড়েছিল ?"

বেশ একটু বিস্ময়ের দৃষ্টিতেই আমি তাঁহার মুখের পানে চাহিলাম।

আমার দুর্দ্দশাকে লক্ষ্য করিয়া গুরুদেব হাসিয়া ফেলিলেন। হাসিতে হাসিতেই বলিতে লাগিলেন—"কি হে, আমার সঙ্গে কি তোমার যেতে ইচ্ছা আছে ?"

"আছে প্রভু !"

মায়ীজী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কবে যাবে, বাবা ?"

"যদি আজই যাই ?"

আমি স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইলাম—আজই যাই, মানে কি ? যেমন দাঁড়াইয়া আছি, এই অবস্থাতেই আমাকে কি গুরুর অনুসরণ করিতে হইবে ?

"বুঝে দেখ অম্বিকাচরণ।"

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সমস্ত চিন্তাকে প্রাণপণ শক্তিতে স্থির করিয়া উত্তর দিলাম—"যদি আজই যান, আজই যাব।"

"প্রস্তুত থাক, আমি ফিরে আস্‌ছি।"

আর, আমার কি যোগিনী মার—কাহারও মুখের পানে না চাহিয়া গুরুদেব প্রস্থান করিলেন।

তিনি চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পর পর্য্যন্ত আমার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না। মায়ীজীও নীরব। যে যাহার নিজের স্থানে আমরা নিস্পন্দের মত দাঁড়াইয়া।

গুরুর গন্তব্যপথের দিক্ হইতে চোখ ফিরাইয়া আমি তাঁহার দিকে চাহিলাম। তিনিও বুঝি সেই দিক্ হইতে চোখ ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিলেন।

চাহিতেই তাঁহার মুখে হাসি আসিল। আবার সেই মুক্তার মত দাঁতগুলি বাহির হইল। আমি কিন্তু গম্ভীর—মুখে হাসি আনিব কি, ভিতরে পুঞ্জে পুঞ্জে অশ্রু সঞ্চিত হইয়া বাহিরে আসিবার জন্য যেন ব্যাকুল হইয়াছে। বিন্দুগুলার মধ্যে কে আগে আসিবে স্থির করিতে না পারিয়া পরস্পরে কলহ করিতেছে, বাহিরে আসিতে পারিতেছে না।

"তাই ত গো, মিলন হ'তে না হ'তেই বিচ্ছেদ !"

'আর রহস্য ক'র না মা, তোমার এই রকম কথাতেই মনে মনে আগে থাক্‌তে তোমার কাছে অনেক অপরাধ করেছি।"

"আমার কাছে ?"

"তাই ত গা, তুমি এমন।"

"কি আমি ? আমার ওই ভূতে পাওয়া দেখেই কি আমাকে কেমন বোধ হ'ল ? না গো, তোমার কোনও অপরাধ হয়নি। তুমি আমার সম্বন্ধে যা মনে করেছ, আমি তাই।"

কোনও উত্তর না দিয়া আমি কেবল তাঁহার মুখের পানে চাহিলাম।

"আমার মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারবে না।"

আমি চোখ নামাইলাম।

খিল্‌-খিল্ হাসিয়া, এই অদ্ভুত-প্রকৃতি নারী বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ, ওই রকম ক'রে চোখ দু'টি মুদে আমাকে দেখুন। তা হ'লেই বুঝতে পার্‌বেন—আমি কি

এ সব কথা হেঁয়ালি, না গুরুদেবেরই ইচ্ছামত আমার পরীক্ষা ?

"আমাকে দেখে কি, আবার আপনার সংসার পাততে ইচ্ছা হয়েছিল ?"

সত্য সত্যই তাঁহার কথাতে এইবার আমার বিরক্তি আসিল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল মনের নানাপ্রকার অবস্থা নিষ্ঠুরভাবে আমার ভিতরটাকে ঘাতপ্রতিঘাত করিতেছিল, এইরূপ সময়ে, যদিই তাঁহার রহস্য হয়, আমার ভাল লাগিল না।

"বল্‌তে দোষ কি, এখনি হয় ত বাবাজি-মহারাজ এসে, আপনাকে নিয়ে যাবে, আর ত তা হ'লে আপনার সঙ্গে আমার দেখা না হবারই সম্ভাবনা। তখন, ব'লেই ফেলুন না ! বা ! বল্‌তে সুরম কেন গো, ঠাকুর ?"

"প্রথম প্রথম তোমার কথাবার্ত্তা আমার ভাল লাগেনি।"

"তাই বলুন। মন, মুখ আলাদা ক'রে কি সন্ন্যাসী হওয়া হয় ? গেরুয়া প'রে অনন্তকাল ধ'রে পথ চল্‌লেও বস্তু লাভ হবে না।"

"বল্লুম ত মা, অপরাধ করেছি।"

"আমিও ত বল্লুম বাবা, তুমি কোনও অপরাধ করনি। গুরুর মুখে আমার কথা শুনে যা তোমার মনে হয়েছে, আমি তাই—মুচীর মেয়ে।"

"কতক্ষণ তোমার সঙ্গে এম্‌নি ক'রে কথা কাটাকাটি করব?"

"চলুন ঘরে, আমি আপনার লোটা-কম্বল, পুঁটলি বেঁধে দিই।"

বলিয়াই, আমার সম্মতির অপেক্ষা পর্য্যন্ত না করিয়া, যোগিনী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

৩৪

এক দিকে গুরুদেবের আকর্ষণ! তাঁহার সঙ্গে আমাকে যাইতে হইবে। কোথায় আপাততঃ যাইতে হইবে, তাহার পর কোথায়, কত দিনের জন্য, আর কাশীতে ফিরিতে পাইব কি না—এ সমস্ত কিছুই আমি জানি না। যাইবার সামর্থ্য আমার কতটুকু, ইহারও পরীক্ষা করিবার অবকাশ পাই নাই। গুরুদেবের আদেশ, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই আমি পালনের অঙ্গীকার করিয়াছি। "প্রস্তুত থাক, আমি ফিরে আস্‌ছি।" সে ফেরা যে কখন্ কিংবা কবে, তাহাও ত বুঝিতে পারি নাই। ফেরা তাঁহার আজ রাত্রির মধ্যেও হইতে পারে; অথবা হইতে পারে, কবে, কোন্ সময়ে, তাহার ঠিক কি! যখনই তিনি ফিরুন, আমাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এখন তিনি ফিরিলে কি আমি প্রস্তুত? শুধু একটা লোটা-কম্বল সংগ্রহ করাই কি আমার প্রস্তুত হইবার সীমা? ব্রহ্মচারীর জীবনযাপন করিলেও গৃহবাসের উপযোগী আরও ত কত জিনিস রহিয়াছে! উদরান্ন-সংস্থান কিছু টাকাকড়িও ত আমার আছে! আমি ত একেবারে নিঃস্ব নই। সেগুলারও ত যাহা হউক একটা কিছু ব্যবস্থা করিতে হইবে! যাইবার পূর্ব্বে দুই এক জন আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গেও ত দেখা-সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন! মমতার বস্তু বলিয়া গৌরীকে দেখিবার অধিকার না পাই, কৃতজ্ঞতা জানাইতে ভুবনের মা'র সঙ্গে একটিবারের জন্য দেখা হইলেও কি তাহা আমার সন্ন্যাস গ্রহণের পথে অন্তরায় হইবে?

একদিকে, সহসা একসঙ্গে জাগিয়া-ওঠা এই সকল চিন্তার রাশি; অন্যদিকে, সংসার ত্যাগটা যেন কিছুই নয়, নিত্য-ঘটনশীল ব্যাপারের মধ্যে একটা, এইরূপ ভাবে, নিজের কানে গুরু-মুখ হইতে শুনিয়াও এ অদ্ভুত প্রকৃতি নারীর আমাকে লইয়া রহস্য!

আমি যেন বুদ্ধিহীনের মত হইয়াছি। অথবা আমার মনের এমন অবস্থা হইয়াছে যে, বুদ্ধি আমার কোনও কালে মস্তিষ্কের একটু ক্ষুদ্র পরমাণু আশ্রয় করিয়া ছিল কি না, ভুলিয়া গিয়াছি।

সেই অবস্থায়, যেখানে ছিলাম, সেখানে সেইরূপ ভাবেই আমি দাঁড়াইয়া। মায়ীজী আমার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া ঘরে ঢুকিলেও, আমি তাঁহার কার্য্যের কোনও প্রতিবাদ অথবা অনুসরণ করিলাম না।

"কি কি সঙ্গে নিয়ে যাবেন, আমাকে দেখিয়ে দেবেন আসুন।"

আমার চমক ভাঙ্গিল। কিন্তু মনের এ অবস্থা লইয়া ঘরে ত প্রবেশ করিতে পারিব না। যে অদ্ভুত ভাব আমি তাঁহার দেখিয়াছি, গুরুদেবের মুখ হইতেও তাঁহার সম্বন্ধে এইমাত্র যে সব শ্রদ্ধার কথা শুনিয়াছি, তাহার পর যদি তাঁহার উপর আমার শ্রদ্ধার লাঘব হয়—তাই কেন—সন্ন্যাস যদি আমার ভাগ্যেই থাকে, মন মুখ পৃথক্ করিলে ত চলিবে না। সেই অপূর্ব্ব রূপরাশি, সেই দন্তপংক্তির বিকাশপোরা তড়িতের খেলার মত হাসি, সেই বীণার সুর আলিঙ্গন-করা কণ্ঠ—নির্জ্জন গৃহে, তাঁহাকে মাত্র সম্মুখে রাখিয়া এই গভীর রাত্রি কালে কথোপকথন—এই তপস্যার আবরণে ঘেরা দেবী-মূর্ত্তিকে বিকারগ্রস্ত মনের প্রেরণায় যদি ভিন্নভাবে দেখিয়া ফেলি, নিজের কাছেই লুকান মন লইয়া কেমন করিয়া গুরুর অনুসরণ করিব?

আমি সেইস্থান হইতেই বলিয়া উঠিলাম—"গুরুদেব কখন্ ফির্‌বেন, তার ত স্থিরতা নাই, বাইরের দোর খোলা।"

"তা থাক্, তুমি একবার এসো—একবারটি।"

একবার 'আপনি', একবার 'তুমি!' আমার বুক কাঁপিবার মত হইয়াছে। আমি চলিলাম বটে, কিন্তু পা দুইটাকে অতিকষ্টে টানিয়া।

দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখি—নাঃ এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই, এ বেটী পাগল,—কাপড়, চাদর, বিছানা, বালিশ, কম্বল—ঘরের যেখানে যা ছিল, সব মেঝের একস্থানে জড় করিয়া

যেন পাহাড়ের মত করিয়াছেন, আর সেইগুলার পার্শ্বে অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া সেই তখনকার মত আপনার মনে হাসিতেছেন।

"কি বল্‌বে বল।"

"ভিতরেই আসুন।"

"আর ভিতরের মায়া কেন—ওইখান থেকেই বল।"

"ওইখান থেকেই বৈরাগ্য নিলেন নাকি?"

আমি উত্তর দিলাম না।

"এগুলোর কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা আপনি সঙ্গে নেবেন, দেখিয়ে দিন। বাঃ! আমি কতক্ষণ এখানে অপেক্ষা করব?"

"অপেক্ষা তোমাকে কর্‌তে কে বল্‌ছে। যা নেবার, আমিই নেবো এখন।"

"তা হ'লে আমি যাই?"

"কোথায়?"

"যাব না? সারা দিন-রাত কি আপনার ঘর আগ্‌লে ব'সে থাকব?"

"সিদ্ধেশ্বরীর কাছে?"

"একবার না যাওয়া কি ভাল হয়, আমি কথা দিয়ে এসেছি।"

এইবারে আমি ফাঁফরে পড়িলাম।

"সেখানে সকালে গেলে হবে না?"

মায়ীজী চুপ করিয়া রহিলেন।

"রাত্রিতে তার সঙ্গে দেখা না হবারই সম্ভাবনা।"

"তা যা বলেছেন, তার যে বাপ। রাত্রিতে তার বাড়ী গেলে, হয় ত খড়ম নিয়ে মার্‌তে আস্‌বে।"

"কখনো এসেছিল নাকি?"

"এসেছিল বই কি! বিশেষতঃ, আমার গেরুয়ার ওপর সে হাড়ে চটা। বুড়ো বলে, চোখে অত বিদ্যুৎ খেল্‌ছে, গেরুয়া কেন? নীলবসন পর। তবে তার কোনও দোষ দেখিনি। সংসার তার ওপর বড়ই অত্যাচার করেছে।"

"এ জেনেও মা, এই রাত্তিরে তুমি সেখানে যেতে চাচ্ছিলে।"

"কি করি বাবা, রাগী হ'ক আর যাই হ'ক, ব্রাহ্মণ পুরুষসিংহ। মন মত্ত-করী, মাঝে মাঝে সিংহের নখরাঘাত না খেলে সে ঠিক থাকে না। তার রাগের কথাগুলো আমার বড় মিষ্টি লাগে।"

অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, আর পিছাইতে গেলে আমাকে মায়ীজীর কাছে হেয় হইতে হয়। আজ না হউক, কাল সব ঘটনা সে জানিবেই। আমি বলিলাম—"বুড়ো আর নেই।"

"নেই!"

"মারা গেছে—আজ দুপুরবেলা।"

"তা সে কথা আমার কাছে এতক্ষণ গোপন রেখেছিলে কেন বাবা?"

মায়ীজী একেবারে দ্বারের কাছে। ঘরের জিনিসপত্র সব তাঁহার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

"আমাকে যেতে একটু পথ দিন।"

অবশ্য আমি পথ ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু আমাকে অতিক্রম করিয়া এক পদ তিনি না চলিতেই, আমি বলিলাম—"আজ আর যাবেন না।"

"আর আমাকে নিষেধ কর্‌বেন না বাবা!"

"নিষেধই কর্‌ছি। আরও আমার বল্‌বার আছে।"

মায়াজী মুখ ফিরাইলেন।

"আরও একটা কথা আমি গোপন করেছি—একটা দুর্ঘটনার কথা।"

সমস্ত কথা এইবারে আমি তাঁহার কাছে প্রকাশ করিলাম।

মায়ীজী স্থির হইয়া শুনিলেন। শুনিবার পরও তিনি স্থির রহিলেন। এই সময়ে রাণীর কথাটাও উত্থাপন করিলাম। বলিলাম, সিদ্ধেশ্বরীর রক্ষার ও সেবার লোক মিলিয়াছে।

"এখন গেলেও সিদ্ধেশ্বরীর দেখা পাওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়।"

"যাব না।"

"কথা গোপন ক'রে কি অন্যায় করেছি?"

"আপনি দোর দিয়ে আসুন।"

"সিদ্ধেশ্বরীর খবরটা আর একবার নিয়ে আসি না কেন?"

"বেশ।"

* * * *

সদর দ্বার পার হইব, এমন সময় মায়ীজী বলিয়া উঠিলেন—"যদি আপনার গুরুজি এর মধ্যে এসে পড়েন?"

আমার গতি স্থগিত হইয়া গেল।

খিল্‌ খিল্‌, খিল্‌—পাখীর কলরবে মায়ীজী হাসিয়া উঠিলেন।

"তা হ'লে ত আমার যাওয়া হ'ল না!"

"যাও গো, তিনি আসেন, হাতে পায়ে ধ'রে তাকে আটকে রাখব।"

পথে নামিয়া অনেকটা চলিলাম। কিন্তু কই, কবাট বন্ধ করিবার শব্দ এখনও ত শুনিতে পাইলাম না।

৩৫

ঠিক যেন একটা নাটকীয় ঘটনা! এখন এই অতীত কালে, নির্জ্জন গিরি-উপত্যকার নির্জ্জন কুটীর হইতে স্মরণ করিয়া হাসিতেছি। কিন্তু তখন? একটু একটু করিয়া সেই গলির পথে অগ্রসর হইতেছি, আর প্রতি পদক্ষেপে বাড়ীর দোরবন্ধ-শব্দের প্রতীক্ষা করিতেছি।

দ্বার ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে তাঁকে নিষেধ করিলাম কেন? যদি আমার এই আসা-যাওয়া, আর তাঁহার পথের পানে অন্যায় চাওয়া, কেহ কোথা হইতে লুকাইয়া লুকাইয়া দেখে? ফিরিয়া দেখিব? ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার অধীর-দোলা মনের উপর তাঁহার বিদ্রূপ করা খিল্ খিল্ হাসি যদি কেহ শুনে? যে সে লোক ত তাঁহার গৈরিকবসন মর্য্যাদার চক্ষে দেখিবে না! না বাপু, আমি চাল, ফিরিয়া কাজ নাই।

যে গলি দিয়া সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীতে যাইতে হয়, আমি সেই মোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে, জোরে কবাট বন্ধ করিলেও, আর আমার শুনিবার প্রত্যাশা রহিল না।

কিছু পথ এইবারে বেশ জোরেই চলিলাম। আরও খানিকটা পথ—গতি মন্দীভূত হইয়া আসিল। এখন ত মধ্যরাত্রি—আমি কোথায় যাইতেছি—যে বাড়ীতে কেবলমাত্র দুইটি স্ত্রীলোক আছে—দুইটি পরমা সুন্দরী যুবতী? একটির সম্বন্ধে যাহাই মনে করি না কেন, আর একটি আর এক জন মর্য্যাদাবান ভূ-স্বামীর স্ত্রী। আমার নিজের বাড়ীর দিকেই মুখ ফিরাইতে যখন আমার সাহস হইতেছে না, তখন কোন্ সাহসে সে বাড়ীর ভিতরে আমি মাথা গলাইতে চলিয়াছি?

গতি আমার এক মুহূর্ত্তে স্থির হইয়া গেল, পর মুহূর্ত্তে ফিরিল।

এই চলা-ফেরায় প্রায় আধ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই অল্পসময়ের মধ্যেই নাটকীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল। শুধু বাহিরে ঘটিয়াই তাহা ক্ষান্ত হইল না। অন্তর বাহিরে সমভাবে ঘটিয়া সে যেন আমার জীবনটাকে এক মুহূর্ত্তে ওলট-পালট করিয়া দিল।

বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখি, দ্বার হাট করিয়া খোলা। বিস্ময়-অচলতায় একবারটি এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দাঁড়াইয়াছি, শুনিলাম—উপরে আমার ঘর হইতেই কে গান গাহিতেছে ;—

শুনে যা শুনে যা মরণ, কাছে এসে শুনে যা রে,
কানে কানে বল্‌ব তোরে বলিস্‌নিকো যেন কারে।
সঙ্গোপনের সরস হাওয়ায় বাদল-ঘন রাতে
তোর আসার আশায় ব'সেছিলাম
দোদুল-মালা হাতে ;
আঁধার ভেঙ্গে কেমন ক'রে কে এলো যে ঘরে,
তোরে মনে করে' মালা পরিয়ে দিলাম তারে।
শোন্ রে মরণ সে এক স্বপন বাহু-পাশের বাঁধা,
অবশ আলস, হিয়ার পরশ মরণ-সুরে সাধা।
যা কিছু সব দেবার আমার আগেই দিছি তারে,
আগেই আমি মাতাল মরা বাচাল আঁখির ঠারে।

অতি সন্তর্পণে বহির্দ্বারের কবাট দুইটি বন্ধ করিয়া, সেইখানেই দাঁড়াইয়া সমস্ত গানখানি শুনিলাম।

এ গীত কখন্ বন্ধ হইল? সত্যই কি বন্ধ হইয়াছে? না না;—আকাশের সর্ব্ব রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া আমার শ্রবণলালসাকে উন্মত্ত করিবার জন্য ওই যে সে বাতাসের প্রতি পরমাণু ধরিয়া ছুটিয়া আসিতেছে!

উপরে উঠিলে আর কি গুরুর অনুসরণ করিতে পারিব?

৩৬

তবু আমি উঠিয়াছি। কখন্, কোন্ ফাঁকে, মনের কোন্ অছিলায়, এতকালের পর সেটা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না।

"প্রস্তুত থাক,"—মৃত্যুর স্থান কাল তুচ্ছ-করা ডাকের মত গুরুর সেই গম্ভীরস্বরের আহ্বান! উঠিবার সময়ে সেটা কি একটিবারের জন্যও স্মরণ করিতে ভুলিয়াছি?

কে জানে! এখন ত আমি সন্ন্যাসী, বয়সে অশীতির উপরের বৃদ্ধ, দেহচর্ম্ম লোল হইয়া গিয়াছে,

"প্রস্তুত থাক," আমার সকল ইন্দ্রিয়গুলার ভিতর দিয়া, গুরুবাক্যের প্রতিধ্বনির মত আমার অন্তরাত্মা অবিরাম আমাকে শুনাইতেছে। এখনও কি আমি সে গুহামধ্যে প্রবেশের রহস্য বুঝিতে পারিলাম না?

"আসুন।"

গানটি তাঁহার সবে মাত্র শেষ হইয়াছে। দেখি, নিজেকেও লুকাইয়া কত টিপি টিপিই না পা ফেলিয়া, আমি দ্বারটির পার্শ্বে চোরের মতই যেন দাঁড়াইয়া আছি।

কিন্তু সেই নারী? কেমন করিয়া আমাকে সে দেখিতে পাইল? কোনও দিক্ হইতে আমার আসার নিদর্শন আমি ত বুঝিতে পারিলাম না! সমস্ত জগৎটা যেন নিস্তব্ধতায় ভরিয়া গিয়াছে! কেবল একটি শব্দ—আমার বুকে অবিরাম আঘাত করা ঘন ঘন নৃত্যশীল একটি শব্দ-তরঙ্গ—ঢুপ্, ঢুপ্, ঢুপ্। এই শব্দ কি এ মায়াবিনীর কানে বাজিয়াছে?

"এসো না গো।"

যেন কি এক আত্মগোপনশীল শক্তির ইঙ্গিত তাঁহার এই আবাহন-কথার ভিতর দিয়া আমাকে তাঁহার ঘরের দ্বারে আনিয়া দাঁড় করাইল।

তাঁহারই ঘর বলিতেছি, এখন আর সে ঘর আমার বলিতে সাহস নাই। দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইতেই দেখি, ঘর যেন এতদিন পরে তাহার অধীশ্বরীকে পাইয়াছে। পাইয়া, সমস্ত প্রাণের ব্যাকুলতা দিয়া তাহাকে আপনার হৃদয়ের ভিতর বসাইয়া তৃপ্তির আঁখি নিমীলনে স্থির হইয়াছে। ঘরসাজানো দ্রব্যগুলা বুঝি তাঁহাকে পাইয়া মত্ত হইয়াছিল! এখন মত্ততার অবসানে সেগুলাও যে যাহার স্থানে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

"ওখানে কেন গো, ভিতরে এস।"

ভিতরে আসিয়াছি। ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় বলিতে আমি অশক্ত। ইচ্ছা আমার তখন স্বাধীন ছিল কি না, বলিলে পাছে ভুল হয়, আমি বলিতে পারিব না।

আমি নির্ব্বাক্, শুধু তাঁহার কথা শুনিয়াছি। কথা কহি নাই, কহিতে পারি নাই। কহিতে শক্তি ছিল না, এমন কথা কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু কাহার সঙ্গে কথা কহিব? যে বলিতেছে, সে কোথায়? আমি উত্তর দিলে সে কি শুনিতে

তবু শুনিয়াছি—তোমরাও শুন। আর এই শোনার ভিতর হইতে আমার সে সময়ের গতি-বিধির অবস্থা অনুমান করিয়া লও।

অনেকবার কৈফিয়ৎ দিয়াছি, আর একবার দিই না কেন? এ যে সন্ন্যাসীর কৈফিয়ৎ। তোমরা নিত্য যাহা শুনিয়া আসিতেছ, এ সে শোনা নয়। যাহা দেখিয়া আসিতেছ, এ সে দেখা নয়। আমি ত আর মায়ার অনুরোধে তোমাদের মন-জোগানো কথা কহিতে পারিব না।

"দূরে দাঁড়িয়ে রহিলে কেন? সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীতে তুমি যেতে পার নি? তা আমি বুঝেছি। না গিয়ে ভালই করেছ। তুমি যেতে ইচ্ছা করেছিলে, তাই আমি নিষেধ করলুম না।"

"আমার চোখে জল দেখে তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছ? ছি ছি ছি,—আমি নিজেই আশ্চর্য্য হচ্ছি। অনেক কাল ধ'রে ত গানটা গেয়ে আসছি। কই কখনো এক ফোঁটা জলও ত চোখের কোণে আসেনি।"

"আজ তবে হুহু ক'রে চোখে জল এলো কেন?"

"তুমি কি মনে করছ, এ গানের আধ্যাত্মিক কোনও মানে আছে? কিছু না। অথবা থাকতে পারে, আমি জানি না। কে জানে, তাও বলতে পারি না। তুমি মনে করছ আমি রচনা করেছি? ছি ছি ছি, তখন আমি লিখতে পড়তেই জানতুম না। কে রচেছে জানি না। সে কি ভুগে লিখেছে, না সখ্ ক'রে লিখেছে? কিন্তু এই গানই আমার এই দশা ক'রলে!"

কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধতা! উঃ! তাহার কি অসহ্য আক্রমণ! ঠিক যেন মরণোন্মুখ, বিকারী রোগীরে ঘেরিয়া নিঃশব্দে তাহার মমতার বস্তুগুলি বসিয়া আছে। বসিয়া, তাহার শেষ নিঃশ্বাসের প্রতীক্ষা করিতেছে।

আমি একটা নিঃশ্বাস শব্দ দিয়াও এ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে সাহসী হইলাম না। কিন্তু তাহার একটা নিঃশ্বাসের মৃদু আর্ত্তনাদকারী শব্দে আবার সমস্ত ঘরখানা বিষাদে যেন কাঁদিয়া উঠিল।

"এই গানই আমার এই দশা করলে! কে বলবে, সে ভুগে রচেছে, না ভাবে রচেছে? না, এ রচনা করা তার সখ্? কিন্তু সে ত জানে না, এ রকম শব্দভেদী বাণে কত হরিণীর বুক ভেদ হয়ে যায়।"

"কাছে এসো—বসো। দয়াময়ীর কাছটিতে কেমন ক'রে বসতে? বাঃ! সে কি তোমার স্ত্রীই ছিল? তার সেই অহেতুক সেবায় কখনও কি তোমার মা'কে মনে পড়ত না?"

"হাঁ—বসো—এইখানে। একটিবারের জন্য মনে কর না আমি সে। ভুবনের মা'র মুখে তাহার অদ্ভুত-চরিত্রের কথা শুনে আমার একবার দয়াময়ী হ'তে ইচ্ছা হয়েছিল।

"আর যেমন মনে হওয়া—শুনতে ভয় পাচ্ছ? সে কি গো, তুমি যে ব্রহ্মচারী!" তখন ত বুঝি নাই! এখনই কি বুঝিয়াছি? কিন্তু মিথ্যা কহিব কেন, তাঁহার শেষ কথায় আমার সমস্ত দেহটা—কাঁপিয়াছিল বলিতে পারি না—আমার নিদ্রিত স্মৃতির সহসা জাগরণে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল। গুরুর আহ্বানবাণী এই সমস্যার মুহূর্ত্তে যদি আমাকে রক্ষা না করিত!

"অম্বিকাচরণ।"

আমার চৈতন্য ফিরিল। সঙ্গে সঙ্গে কথা কহিবার শক্তি আসিল।

"গুরুদেব ডাকছেন।"

"তিনি দ্বারে দাঁড়িয়ে ডাকবেন কেন? উপরে আসতে পারেন না?"

"তাঁর আসবার উপায় নেই।"

বিস্মিতবৎ আমার মুখের পানে চাহিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি তাঁর আসবার পথ রোধ ক'রে এসেছেন?"

অপ্রতিভের মত আমি উঠিয়া বাহিরে আসিলাম।

"এগুলো নিয়ে যাও বাবা, তোমার অনন্তপথের সঙ্গী।"

আমি মুখ ফিরাইতেই মায়ীজী একত্র করা লোটা-কম্বল কাপড়গুলা আমাকে দেখাইয়া দিলেন।

৩৭

দ্বার খুলিতে না খুলিতেই গুরু বলিয়া উঠিলেন—"বেশ ত তুমি! আমি চ'লে যাচ্ছিলুম। তোমার প্রস্তুত থাকা মানে কি ঘুমিয়ে পড়া?"

গলির আলোটা আমার বাসার দ্বার হইতে খানিকটা দূরে। আর, সেটা পূর্ব্বে বেশ উজ্জ্বল ছিল না। আলোটাকে পিছন করিয়া গুরুদেব দ্বার হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়া। তাঁহার মুখ ভালরূপ আমার দৃষ্টিগোচর হইল না। না হইলেও বুঝিতে পারিলাম, তাঁহার পরিব্রাজকের বেশ।

আমি বলিলাম—"দয়া ক'রে একবার ভিতরে আসুন।"

"আবার ভিতরে যাবার কি প্রয়োজন?"

আমি উত্তর দিতে পারিলাম না।

ঈষৎ বিরক্তির ভাবেই যেন গুরু এবার বলিলেন—"তোমার কি যাবার ইচ্ছা নেই?—সঙ্কোচ কেন? যা বলবার স্পষ্ট ক'রে বল। ইচ্ছা না থাকে, বলতে লজ্জা কি! মর্কট-বৈরাগ্যের ত কোন মূল্য নেই!"

"ইচ্ছা আছে, প্রভু!"

"তবে, চ'লে এস। মেয়েলি পুরুষের মত সঙ্কোচ দেখিয়ে বৃথা সময় নষ্ট করছ কেন?"

"কম্বল, কমণ্ডলু—এগুলো সব নিয়ে আসি।"

গা হইতে কম্বল খুলিয়া নিজের কমণ্ডলু ও লাঠিগাছটি সব একসঙ্গে আমার গায়ে যেন নিক্ষেপ করিয়া তিনি বলিলেন, "এই নাও। আর কি তোমার চলতে বাধা আছে?"

"একটু আছে বই কি বাবা! উনি ত এখনো তোমার মতন সমস্ত মায়া-মমতা অগ্নিতে আহুতি দিয়ে পাষাণ হ'তে পারেন নি।"

পিছন ফিরিয়া মায়ীজীর পানে চাহিতে আমার সাহস হইল না। শুধু তাঁহার কথা শুনিলাম।

আমি উত্তর দেওয়ার দায় হইতে অব্যাহতি পাইলাম। কিন্তু বুক আমার কাঁপিয়া উঠিল কেন?

"কি আপদ, মা বাড়ীতে আছেন, আগে বল নি কেন?"

তাঁহার পদতলে মাথা নিক্ষেপ করিয়া আমি কিছুক্ষণের জন্য পড়িয়া রহিলাম।

করুণামাখা-স্বরে গুরু আমাকে উঠিতে আদেশ করিলেন—"সন্ন্যাস নেবার যোগ্যতা তোমার যদি এসে থাকে, তখন কোনও কারণে কারও কাছে তোমার লজ্জিত কি সঙ্কুচিত হবার কিছু নেই।—মা, এইবারে আমাদের অনুমতি কর।"

"এগুলো?" বলিয়াই আমার জন্য রক্ষিত কমণ্ডলু প্রভৃতি মায়ীজী গুরুদেবকে দেখাইলেন।

গুরু বলিলেন—"ওগুলোর আর প্রয়োজন কি? এই ত অম্বিকাচরণের সে সব আগেই পাওয়া হ'য়ে গেছে।"

"সে ত গুরুর শিষ্যকে দেওয়া আশীর্ব্বাদের উপহার। শিষ্যেরও ত গুরু-প্রণামী বলিয়া একটা জিনিস আছে।"

"হাতে ক'রে নিয়ে দাও আমাকে অম্বিকানন্দ!"

সম্বোধনে আমি চমকিয়া উঠিলাম। এই কি আমার সন্ন্যাসাশ্রমের গুরুদত্ত উপাধি?

নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমার বোধ হইল, যেন সমস্ত মমতার বস্তু আমার মানস-দৃষ্টিপথ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে! একটি হৃদয়ভার লাঘব-কারী নিঃশ্বাসের ভিতরে অতীতের সমস্ত অনুভূতি গলিয়া যাইতেছে! আমার সেই পরিত্যক্ত পল্লীর সংসার—সেই আমার শূন্যঘর পূরণের তিন তিনবারের ফলহীন প্রচেষ্টা, দগ্ধ সংসারের সেই হীরকোজ্জ্বল উত্তপ্ত ভস্মাবশেষ দয়াময়ী ও তাহার বুকে-ধরা কন্যা—আর এ কাশীধামে আমার বান-প্রস্থকে বিব্রত করা—রাণী, সিদ্ধেশ্বরী, পরম-কল্যাণময়ী ভুবনের মা, আর তাহার জগদম্বার স্নেহে বাঁচাইয়া তোলা গৌরী—আর একটি দীর্ঘশ্বাস।

"সমস্ত মমতার শ্বাস এইবারে গুহামধ্যে প্রবিষ্ট করাও সন্ন্যাসী!"

কে বলিল, কি জানি কেন, বুঝিতে না পারিয়া একটা বিপুল চমকে মুখ ফিরাইতেই দেখি, সেই প্রহেলিকাময়ী রাণী ঘুমন্ত গৌরীকে কাঁধের উপর ধরিয়া ভাবাবিষ্টের মত আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার পশ্চাতে ভুবনের মা।

"ও গো মা, আর দেখা ভাগ্যে ঘটে কি না ঘটে, সন্ন্যাসীকে প্রণাম ক'রে নে।"

যোগিনীর কোলে অতি সন্তর্পণে ঘুমন্ত গৌরীকে রাখিয়া রাণী ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রথমে গুরুকে, পরে আমাকে প্রণাম করিলেন।

অতি কষ্টে পা দুইটাকে টানিয়া আনিয়া নীরবে ভুবনের মা আমাকে প্রণাম করিল।

"নিশ্চিন্ত হ'লে ত অম্বিকানন্দ? এইবারে চল।"

তথাপি একবার ঘুমন্ত গৌরীর দিকে চাহিলাম।

যোগিনী বলিলেন "দেখ্‌ছ কি ঠাকুর, এ তোমার দয়াময়ীর দান। নমস্কার।"

গুরুর পিছন পিছন দুই চারি পদ চলিতে না চলিতে কবাট বন্ধ করার শব্দ আমার কানে গেল।

— একটি দীর্ঘশ্বাস।

কেন? গৃহ আমাকে চির-জীবনের জন্য বিতাড়িত করিল, না ক্ষুদ্র শিশু আমার নির্ম্মমতায় মুখ ফিরাইল?

৩৮

কাশী হইতে বাহির হইয়া তিন বৎসর। এই তিন বৎসরে গুরুর সঙ্গে ভারতের নানাতীর্থে ভ্রমণ করিলাম। এই তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে ভ্রমণের পথে একটি বারের জন্যও কি আমার কাশীর—সংসারের কথা মনে উঠে নাই? ভুবনের মা, সিদ্ধেশ্বরী, যোগিনী, রাণী, সেই বারান্দায় ছুটোছুটি করা শিষ্ট ছেলেটি, আর তার মায়ের কোলে ওঠা মায়ের মমতার প্রবল অংশীদার গৌরী—এক-জনকেও কি একমুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা করি নাই? স্মরণে আসিতেছে না। আসিলেও কিন্তু ক্ষতি ছিল না। তখনও আমি ব্রহ্মচারী।

চতুর্থ বৎসরে নাসিকে কুম্ভমেলা। সেইখানে গুরুদেব আমাকে সন্ন্যাস দিলেন। নিজেই নিজের শ্রাদ্ধ করিয়া সংসার হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিলাম। বিরজা-হোম—প্রজ্বলিত বহ্নিমুখে এষণাত্রয়—পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা—ইন্দ্রিয়াদির সুখাভিলাষ, মান, যশ, প্রতিষ্ঠা—এক-কথায় সংসারে আবদ্ধ করিবার যা কিছু সমস্ত ওই হোমানলে আহুতি দিলাম। পূর্ণাহুতির মুখে সর্ব্বোচ্চ অনল-শিখায় তড়িদ্দীপ্তির মত গৌরীর মুখের মত একখানি মুখ ভাসিয়া উঠিল। কি তার শান্ত করুণদৃষ্টি! যুগযুগান্তের আবেদন পুরিয়া আমাকে কি যেন বলিবার জন্য চাহিয়া আছে!

ক্ষণেকের জন্য আমাকে স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইতে হইল।

সঙ্গে সঙ্গে গুরুমুখ হইতে বিনির্গত গুরু-গম্ভীর স্বরের প্রশ্ন—"দাঁড়াইলে কেন অম্বিকানন্দ?"

"একটা মায়া—"

"ও শিখা-সিংহাসনে মায়ার বসিবার স্থান নাই।"

কথার অর্থ বুঝিয়া লইলাম, গৌরীমুখ দর্শনের বাসনা বাসনা নয়।

* * * *

এইবারে আমি সম্পূর্ণরূপেই আত্মনির্ভর। এখন হইতে আমি যাহাকে খুঁজিব, আমার ভিতর হইতেই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

আত্মনো মোক্ষায় জগদ্ধিতায়—নিজের মঙ্গল, জগতের মঙ্গল, গুরুর নিকট হইতে উপদেশবাণী গ্রহণ করিয়া, ভারতের যে কোনও এক মনোমত নিভৃত স্থানে আসন করিতে চলিয়াছি।

চলিবার পথে কাশী পড়িল। ভাবিলাম, লুকাইয়া লুকাইয়া একবার বিশ্বনাথকে দর্শন করিয়া চলিয়া আসি।

*　*　*　*

পথ ভুলিয়াই যেন আমার সেই বাসার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দোরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বুকটা যে কাঁপে নাই, এ কথা নিশ্চয় কেমন করিয়া বলিব? কেন না, অনেকক্ষণ মুখ হইতে কথা বাহির করিতে পারি নাই।

বাহির হইতে বোধ হয়, কেহ আমাকে দেখিয়াছে। কেন দাঁড়াইয়া আছি, জানিবার জন্য একটি বালিকা আসিল। এগারো বারো বৎসরের না হইলে তাহাকেই গৌরী মনে করিতে আমার দ্বিধা হইত না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ বাড়ীতে তোমরা কত দিন আছ?"

পশ্চাৎ হইতে, বুঝি তার মা, প্রতিজিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কাকে খুঁজছেন?"

"সুমুখে এস মা।"

আমার সন্ন্যাসীর বেশ, শুধু তাই নয়, বৃদ্ধ—তাহার সঙ্কোচ করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, তবু সে সুমুখে আসিল না। বলিল—"কি বলতে চান বলুন?"

কথাটা কেমন বিরক্তিরই প্রকাশ বলিয়া আমার মনে হইল। তবু জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ বাড়ীতে ভুবনের মা বলিয়া একটি বৃদ্ধা থাকিতেন" কথা শেষ না করিতেই উত্তর পাইলাম—"কে সে আমরা জানি না।"

"তবে দরজা দাও মা।"

বালিকা আমার মুখের দিকে একবার সন্দিগ্ধ নেত্রে চাহিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল—মায়ের আদেশের অপেক্ষা করিল না।

চলিয়া আসিতে শুনিলাম, উপরের যে ঘরে আমি থাকিতাম, সেই ঘর হইতে পুরুষের কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল—"কেরা মেনো?"

"একটি সন্ন্যাসী, বাবা।"

ইহার পরই নারীকণ্ঠে—"হতভাগা মেয়ে, দোর খুলে রাখিস কেন?"

"ওর দোষ কি, দোষ তোমার। আমি যে দরজায় কুলুপ দিয়ে রাখতে বলি। সন্ন্যাসীর বেশ ধ'রে কত চোর এ কাশীতে ঘুরে বেড়ায় তা জানো?"

বুঝিলাম, ইহারা এ যুগের বাঙ্গালী; যাহারা সন্ন্যাসের আবরণকে সন্দেহ করে। আর বুঝিলাম, মেনোর অধিষ্ঠান-ভূমিতে গৌরীর থাকিবার স্থান নাই।

*　*　*　*

সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, চারিবৎসর পূর্ব্বের সেই ভীষণ নির্জ্জনতা-পূর্ণ গৃহ কলরবে ভরিয়াছে।

একটি যুবককে প্রশ্ন করিলাম—"এ বাড়ীতে সিদ্ধেশ্বরী বলিয়া একটি মেয়ে আছে?"

"না।"

"ওই নামের একটি মেয়ে এ বাড়ীতে ছিল জান?" সম্মুখের সেই গোয়ালাদের বাড়ী দেখাইয়া সে বলিল—"ওই ওদের জিজ্ঞাসা কর।"

"আপনারা এ বাড়ীতে কতদিনের ভাড়াটে?"

"ভাড়াটে নয়, এ আমাদের কেনা বাড়ী"—

"কত দিনের কেনা?"

"অত কথা জানবার তোমার দরকার কি?"

প্রথমটা বেশ একটু রাগের চিহ্ন, তার পর ভ্রূর আকুঞ্চনে একটু মৃদুমন্দ রহস্য—"সিদ্ধেশ্বরীর সঙ্গে কিছু চিট আছে না কি?"

"একটু আছে বৈ কি বাবা, নইলে এত আগ্রহে জিজ্ঞাসা করব কেন?"

অপ্রতিভ অথবা সদয় হইয়া যুবক বলিল,—"চার বৎসর আমরা এ বাড়ী কিনেছি। সিদ্ধেশ্বরী নামে কেউ এখানে ছিল কি না জানি না।"

বুঝিলাম, পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধেশ্বরী এ বাড়ী হইতে তার ভ্রাতৃকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছে।

সন্ধানে ক্ষান্ত দিয়া কাশী পরিত্যাগ করিলাম।

৩৯

ইহার পর দীর্ঘ পোনের বৎসর। এমন স্থানে আসন করিয়াছি, যেখানে পূর্ব্বপরিচিতদিগের ভিতরে এক জনের সঙ্গেও দেখার সম্ভাবনা নাই।

এক জনকেও দেখি নাই। যাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহারা আমার অধিষ্ঠিত সেই তীর্থ দর্শন করিতে আসিয়া আমাকে দেখিয়াছে, কথা কহিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে। অধিকাংশই চিরদিনের মতন। যে দুই এক জনের সঙ্গে বারংবারের আলাপ, তাহা উল্লেখের অযোগ্য। এক কথায় যাহাকে প্রকৃত নিঃসঙ্গের অবস্থা বলে, তাহাই অনুভব করিয়াছি; গুরুর সঙ্গেও এ সময়ের মধ্যে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। সাক্ষাতের প্রয়োজন হয় নাই, যেহেতু তাঁহারই আদেশে আমি নিঃসঙ্গ। মন্ত্রমূলং গুরোর্মূর্ত্তি। মন্ত্রেই তাঁর অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়া, গঙ্গাজল দিয়াই গঙ্গার পূজা করিয়াছি। কি আমার অবস্থা হইয়াছে, গুরুই জানেন।

সন তেরশো চার সালের জ্যৈষ্ঠ। এক দিনের বিকালে সমস্ত বাংলা কাঁপিয়া উঠিল। কত বাড়ী-ঘর চূর্ণ হইয়া গেল, কত মানুষ মরিল।

এই বাংলা দেশেই ছিল আমার আসন। সেই আসন টলিয়া উঠিল। সহসা গুরুদর্শনের জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইল। মনে হইল, তাঁর শরীর-রক্ষার দিন আসিয়াছে।

তাঁহাকে দেখিবার জন্য হৃষীকেশ যাইবার সঙ্কল্প করিলাম।

যাইবার পথের নিকটেই আমাদের গ্রাম। আমার সেই কত বৎসরের মমতা-সাজানো ডালা হাতে চির আবাহনকারিণী জন্মভূমি। স্বর্গাদপি গরীয়সী যিনি, তাঁহাকে একবার দেখিয়া যাই না কেন? বারো বৎসর অন্তর এক একবার জন্মভূমি দর্শন সন্ন্যাসীর প্রতিও আদেশ আছে। আমি ত ত্রিশ বৎসর তাহাকে দেখি নাই।

আমাদের গ্রাম হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশন দুই ক্রোশ, ষ্টেশন হইতে গ্রামে যাইবার ভাল পথ নাই। যাইতে হইলে মাঠ, বাগানের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। খরণের কালে সুগম বটে, কিন্তু দুচার পশলা বৃষ্টি হইলে সে পথে চলিবার উপায় থাকিত না। তখন আষাঢ়, বর্ষার সূচনা হইয়াছে।

পথ দুর্গম হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া আমি পরবর্ত্তী ষ্টেশনের টিকিট লইলাম। সেখান হইতে গ্রাম তিন ক্রোশের কম নয়।

গ্রামের কাছের ষ্টেশনে যখন গাড়ী থামিল, তখনই রাত্রি দশটা। পরবর্ত্তী ষ্টেশনে পৌঁছিতে আরও অন্ততঃ পনের মিনিট। বুঝিলাম, একটার পূর্ব্বে গ্রামে পৌঁছানো সম্ভব হইবে না।

শুক্লপক্ষের রাত্রি—যতটা মনে হয়, ত্রয়োদশী। আকাশটা পরিষ্কার ছিল না। না আলোক, না অন্ধকার। জ্যোৎস্না যেন নিজেরই বস্ত্রাঞ্চলে নিজের মুখ ঢাকিয়া ঘুমাইতেছে। আর রেলপথের উভয় পার্শ্বের প্রকাণ্ড প্রান্তর লক্ষ লক্ষ ভেকের মুখ দিয়া ঘুম-পাড়ান গান ধরিয়াছে।

গাড়ী থামিতেই, মুখ বাড়াইয়া সেই পূর্ব্ব-পরিচিত স্থান দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

দেখিলাম, গাড়ী হইতে অতি অল্পলোকেই অবতরণ করিল। তাহাদের মধ্যে এ কি, এমন মধুর মূর্ত্তি পূর্ব্বযুগের দেখার সেই তিনটি মুখ স্মরণ করিয়াও—দেখি নাই বলিলে ত ভুল হয় না! মেটে জোছনাকে পরিহাস করিতেই যেন দেখিতে দেখিতে, মুখ তার সুন্দর হইতে আরও সুন্দর হইয়া উঠিল।

তার হাতে ধরা, একটি নয় দশ বছরের ছেলে। পরিধানে তার হিন্দুস্থানীদের মত মালকোঁচা করিয়া পরা একখানি শুভ্র বস্ত্র, গায়ে একটা বোধ হয় আদ্দির পাঞ্জাবী, মাথায় পাগড়ী। মুখ সে সেই সুন্দরীর মুখের দিকে তুলিয়াছিল,—দেখিতে পাইলাম না।

"তোমার বাপের বাড়ী এখান থেকে কতদূর দিদি?"

"রোস্ না রে বোকা, কাউকে জিজ্ঞাসা করি। আমি কি আর কখন এ দেশে এসেছি, তা বলব?"

অমনি পশ্চাৎ হইতে কৃষ্ণবর্ণ একটি পুরুষ, মাথায় পাগড়ী, হাতে লাঠি, দেখিয়া বোধ হইল আমারই মত বৃদ্ধ, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাবে গো তোমরা?"

মেয়েটি আমাদেরই গ্রামের নাম করিল।

এ দিকে গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে—এ কথা-বার্ত্তাটা যদি আর একটু পূর্ব্বে হইত, তা হ'লে পরের ষ্টেশনে আমি যাইতাম না। এখন আর আমার নামিবার উপায় নাই।

উত্তরোত্তর তাহাদের কথা অস্পষ্টতর হইতে লাগিল। তবু শুনিলাম—

"সেখানে কার বাড়ী যাবে?"

উত্তর—অম্বিকা চৌধুরী। মনে মনে হাসিতে হাসিতে বলিলাম, আমার কন্যা, কেমন করিয়া হইবে?

নামটা বুঝি ভাল করিয়া শুনিতে পাই নাই! অথবা হয় ত, এই ত্রিশ বৎসরে আমার নামের আর কেহ আমাদের গ্রামে বাস করিয়াছে।

তবু অত্যন্ত আগ্রহে, তাহাদের আর একটা কথা শুনিবার জন্য গাড়ীর জানালা হইতে মাথা বার করিতে, বৃদ্ধকে যেন চিনিতে পারিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলাম—"ভৈরব!"

তিন জনেই মাথা তুলিয়া সাগ্রহে যেন আমার পানে চাহিল।

আমি হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে বুঝাইয়া, চীৎকার করিয়া বলিলাম—"আমি ও দিক দিয়ে যাচ্ছি।"

খুব দূর হইতে, বোধ হইল, ভৈরব যেন ছেলেটাকে কাঁধের উপর তুলিয়াছে।

৪০

যা ভয় করিলাম তাই, পরবর্তী ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, ষ্টেশন ছাড়িয়া পথে পা দিতে না দিতে বৃষ্টি আসিল।

এ পথটা পূর্ব্ব-পথের চেয়ে অনেকটা সুগম হইলেও, সহরের পাকা রাস্তার মত সুগম নয়। তার উপর আমাদের গ্রাম এ পথের ঠিক ধারে ছিল না—সেখান হইতে মাইলখানেক কাঁচা রাস্তা চলিয়া তবে গ্রামে প্রবেশ করিতে হয়। তাহা আবার গাছপালায় এমন ঢাকা যে, পূর্ণিমার ফুট-ফুটে জ্যোৎস্নার রাত্রিতেও অমাবস্যা বুকে করিয়া থাকে।

ইচ্ছা ছিল, রাত্রিকালেই জন্মভূমি দেখিয়া, পাছে কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়, রাত্রি থাকিতে থাকিতেই গ্রামত্যাগ করিব।

ভয়ের জন্য সঙ্কল্প ত্যাগ সন্ন্যাসীর পক্ষে নিতান্ত দোষের হইলেও, পথে পা দিয়া, প্রথমটা আমাকে ইতস্ততঃ করিতে হইল। বর্ষাকালে আমাদের দেশে বিলক্ষণই সর্পভয় আছে।

কিন্তু যখন মনে হইল, হেঁয়ালির আবির্ভাবের মত সেই মেয়েটা আমাদের গ্রামে যাইবে, তখন আর না চলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া সবেমাত্র পা দশেক চলিয়াছি, পিছন হইতে স্ত্রীলোকের কণ্ঠে কে যেন আমাকে ডাকিল—"বাবা!"

আমি মুখ ফিরাইলাম।

"কোথায় যাবেন?"

দেখিলাম, স্ত্রীলোকই বটে, ষ্টেশনের সিঁড়ি হইতে আমাকে ডাকিতেছে।

বাধা পড়িল বুঝিয়া তাহার কাছে আসিলাম। সে ছিল আধা-আঁধারে, আমি আধা-আলোকে—ভালরূপ বুঝিতে না পারিলেও, স্বরে বুঝিলাম, সে আধা-বয়সী।

"আমাকে ডাকছ?"

"আপনি কোথায় যাবেন?"

"তুমি কোথায় যাবে মা?"

"আমি যাব না, একটি মেয়ে গেছে।"

"কোথায় গেছে।"

সে-ও আমাদের গ্রামের নাম করিল। "সেখানে কার বাড়ীতে গেছে সে বল্‌তে পার ত?"

"অম্বিকা চৌধুরীর।"

বুঝিতে আর আমার কিছু বাকি রহিল না। হইলামই বা সন্ন্যাসী, বুকটা একটু কাঁপিল বই কি! অম্বিকা চৌধুরীর কন্যাকে দেখিবার ব্যাকুলতা—একটু জাগিল বই কি!

আমি আর কোনও কথা কহিবার পূর্ব্বেই সে বলিল, "তাঁর বাপের বাড়ী।"

"তোমার সে কে হয়?

"এমন কেউ হয় না—পথের পরিচয়।" এমন সঙ্কুচিতভাবে, দুই চারিটা ঢোক গিলিয়া কথা কয়টা সে বলিল যে, সন্দিগ্ধনেত্রে তার মুখের পানে না চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি তার মুখ দেখিতে পাই নাই, সে বুঝি দেখিল। মুখ সে অবনত করিল। মনোভাব গোপন করিয়া আমি প্রশ্ন করিলাম—"তুমি কি সেখানে যেতে ইচ্ছা কর?"

"কতদূর হবে বাবা, এখান থেকে?"

"তিন ক্রোশের কম ত নয়ই, বরং বেশী।"

"তিন ক্রোশ!"

"পথও সুগম নয়—তার উপর বর্ষা।"

ব্যাকুলভাবে সে বলিয়া উঠিল—"তা হ'লে কি হবে!"

"কি করতে হবে বল, আমিও সেই গ্রামে যাচ্ছি!"

"আমার ছেলেটি বাবা, তার সঙ্গে গেছে।"

"আগের ষ্টেশনে তারা নেমে গেছে?"

"আপনি দেখেছেন?"

"পথের পরিচয়—তার সঙ্গে ছেলেকে পাঠানো—এমন অসম্ভব কাজ কেন করলে মা?"

সে কোনও উত্তর দিল না, অথবা দিতে পারিল না—লজ্জায় কিম্বা দুঃখে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

"কাজ ভাল করনি মা, সে পথ আরো দুর্গম।"

সে কপালে হাত দিল।

"আমি সে পথে যেতে সাহস করিনি ব'লে এ পথে চলেছি।"

সে এইবারে বসিয়া পড়িল।

"তাদের সঙ্গে কোন পুরুষকে ত দেখলুম না।"

"কেউ নেই।"

"সে মেয়েটি কি একাই পথে চলাফেরা করে?"

"তাইত দেখলুম।'

"কোথায় তার সঙ্গে তোমার দেখা?"

"প্রথম দেখা হরিদ্বারে, তখন তার সঙ্গে লোক ছিল। দ্বিতীয় দেখা এই গাড়ীতেই। সেও কলকেতায় গিয়ে ফিরে আসছিল।"

"তোমার সঙ্গে?"

"আমার মামা ছিলেন, চাকরও ছিল।"

"তিনি?"

"একগাড়ী জিনিস পত্র ব'লে নামতে পারলেন না। মামা বৃদ্ধ ও অসুস্থ। তার ওপর তাঁর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হয়েছে। তিনি বরাবর কাশী চলে গেছেন।"

"তা হ'লে ত তুমি বড়ই বিপদে পড়েছো মা।"

"কি হবে বাবা, ছেলেকে না নিয়ে গেলে, বাড়ীতে যে ঢুকতে পারবো না।"

"আমার সঙ্গে যেতে চাও?"

"আপনি নিয়ে যাবেন?" বলিয়াই বারান্দা হইতে নামিয়া সে আমার পাদুটা জড়াইয়া ধরিল।

৪১

পোয়াখানেক পথ আমরা অতিক্রম করিয়াছি, বেশ জোরে বৃষ্টি আসিল। দু'ধারে মাঠ, সারাটা পথের মধ্যে একটা আশ্রয় স্থান নাই, একটা প্রাণীর সমাগম নাই, কেবল আমি ও আমার সেই এখনো পর্য্যন্ত অপরিচিতা পথের সঙ্গিনী। আমার মাথায় ছাতি, সে এই সমস্ত পথটাই বৃষ্টির জলে ভিজিতেছে। পূর্ব্বে বলিবার ততটা প্রয়োজন না হইলেও, এখন আমাকে বলিতে হইল—"ছাতিটে তুমি নাও মা।"

"না বাবা, বেশ যাচ্ছি।"

"না হয় আমার ছাতির ভিতর এস।"

"বেশ যাচ্ছি বাবা। আমার ছেলেও ভিজছে। সেই মেয়েটিও ভিজছে।"

সেই বৃষ্টি পতনের শব্দকেও অতিক্রম করিয়া, তাহার দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বহির্গত একটি মর্ম্ম-বেদনার সুর।

আমি তার মুখের দিকে চাহিলাম। বর্ষার মেঘ—ঠিক এমনি সময়ে অট্টহাসিতে গর্জ্জিয়া একটা আর একটার উপর চাপিয়া পড়িল। এতক্ষণ সঙ্গিনীর মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, এইবারে দেখিলাম। মেঘ গর্জ্জনের শব্দ নিবৃত্তি হইতেই বলিলাম—"এতক্ষণ চিনিতে পারিনি। তাই ত, তোমার সে শ্রীর যে আর চিহ্নমাত্র নেই সিদ্ধেশ্বরী।"

বিপুল বিস্ময়ে সে আমার মুখের পানে চাহিল। বুঝিলাম, প্রাণপণে সে আমাকে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে।

"চিনতে পারছ না?"

সে আর কোনও উত্তর না দিয়া, প্রবল বৃষ্টির জল, পথের কাদা—সমস্ত উপেক্ষা করিয়া আমার কাদাভরা পায়ে মাথা লুটাইল। আর সে কি ক্রন্দন! ওঠ মা—ওঠ, পায়ে মাথা দেবার এ স্থান নয়! কে শোনে? অতিকষ্টে পায়ে সবলে জড়ানো তার হাত ছাড়াইলাম। অতিকষ্টে উঠাইলাম।

"ধৈর্য্য ধর, মা, আমি সব বুঝেছি। ছেলেটি—"

ইহারই মধ্যে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া, আমি কথা শেষ করিতে না করিতে সে বলিল—"ছ' বৎসর স্বামি-সেবার ভাগ্য পেয়েছি। কাশীতে আমারই সুমুখে তিনি দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর ছেলেদের মধ্যে ওই বালকই তাঁর মুখাগ্নি করবার ভাগ্য পেয়েছে।"

ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া আমাকে বলিতে হইল—"তা হ'লে সে মেয়েটার পরিচয় তুমি ত জানো সিদ্ধেশ্বরী।"

সে আবার আমার পায়ে পড়িতে গেল। আমি ধরিয়া ফেলিলাম।

"বুঝেছি মা, পরিচয় তার নিতে পর্য্যন্ত তোমার সাহস নেই।"

"বাবা! ও ইচ্ছা করলে, তবু এক জায়গায় দাঁড়াতে পারে। আমার পরিচয় লোকে জানলে ছেলের হাত ধরে' গাছতলায় দাঁড়ানো ভিন্ন যে

আমার গতি থাকবে না। আমার মামার ছেলে পুলে কিছু নেই, যথেষ্ট সম্পত্তি তাঁর, ওই বালকই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী।"

"তোমার কোনও দোষ নেই মা।"

"চোখের ওপর তাকে দেখছি, মা ব'লে বুকে তোলবার জন্য ব্যাকুল হচ্ছি, হাত বাড়াতে পারছি না।"

"কি রকম সে আছে জানো?"

"আপনি কি তাকে দেখেন নি?"

"এই বিশ বৎসরের ভিতর এক দিনের জন্যও না।"

"তা হ'লে একবার দেখুন।"

"দেখবার কি সে যোগ্য?"

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সিদ্ধেশ্বরী বলিল—"পাপ-ঔরসে পাপ-গর্ভে অমন দেবীর জন্ম কেমন ক'রে হয়েছিল!"

"জলে ভেসে গেল মা, একটু এগিয়ে চল, যদি পাই একটা আশ্রয় খুঁজে নি।"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া সে বলিল—"মিছে কইব কেন বাবা, তাকে পরিচয় জানাতে ভয় পাই।"

"তার বিবাহ হয়েছে?"

"কেমন ক'রে হবে?"

এই বিশ বৎসর কোথায় সে ছিল, কেমন করিয়া ছিল, জানিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু দেখিলাম, সিদ্ধেশ্বরী ক্রমশঃ কাতর হইতেছে। ইহার পরেই জানিব। গৌরীর সঙ্গে কি আমার সাক্ষাৎ হইবে না?

তবে একটা কথা জানিবার তৌতূহল হইল। "হাঁ সিদ্ধেশ্বরী, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?"

অন্তর্য্যামিনীর মত মেয়েটা বলিয়া উঠিল—"আমি ঠিক আছি কি না জানতে চান?" বলিয়াই, বালিকা কন্যা যেমন পিতার সম্মুখে, অসঙ্কোচে আপনার ঊর্দ্ধদেহের সমস্ত বসন উন্মুক্ত করিয়া দিল।

"মা! তোমার কপালের দাগ না দেখলে, আমি কিছুতেই তোমাকে সিদ্ধেশ্বরী ব'লে চিনতে পারতুম না।"

"আপনি যে আমার পুনর্জ্জন্ম দান ক'রে এসেছেন বাবা! সেই অভাগিনীর মত আমিও যে অম্বিকা চৌধুরীর কন্যা।"

দেখিলাম, ব্রহ্মচর্য্যের প্রচণ্ড কঠোরতায় পূর্ব্বের সেই অপূর্ব্বসুন্দরী যুবতী এই বিশ বৎসরের মধ্যে আপনাকে কঙ্কালসার বৃদ্ধার মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়াছে।

সিক্ত বস্ত্রে দেহ আবৃত করিতে করিতে, সে বলিয়া উঠিল—

"সে সিদ্ধেশ্বরী কি এখন বেঁচে আছে বাবা?"

কথাটা শুনিয়া সেরূপ অবস্থার ভিতরেও আমার হাসি আসিল। আমি বলিলাম—আগেকার সিদ্ধেশ্বরীকে ত দেখি নাই। যাকে দেখেছিলুম, যার মুখ থেকে সে তেজের কথা শুনেছিলুম, আমার সে কন্যা এই যে বেঁচে রয়েছে।

৪২

আরও ক্রোশ খানেক পথ চলিয়া একটা গ্রামের কাছে উপস্থিত হইতেই, এমন মুষলধারে বৃষ্টি আসিল যে, আমাদের কোনও একটা আশ্রয় না লওয়া ভিন্ন গতি রহিল না! সমস্ত পথ ঘাট জলে ভরিয়া গেল, চারিদিকে যেন নদীর স্রোত চলিয়াছে।

ছেলের ভাবনায় সিদ্ধেশ্বরী পাগলের মত হইল, তবু চাই আশ্রয়। একপদ অগ্রসর হওয়াও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে যেখানে উপস্থিত হইয়াছি, তাহার অতি নিকটেই ছিল গ্রামের হাট।

অতি কষ্টে সিদ্ধেশ্বরীকে একরূপ কাঁধে করিয়াই সেইখানে উপস্থিত হইলাম। একটা দোকানের দাওয়ায় আশ্রয় মিলিল।

সিদ্ধেশ্বরী পুত্রের চিন্তায় মৃতপ্রায়। তাহাকে আশ্বাস দিতে দিতে বলিলাম—"ভগবানকে স্মরণ কর মা, তিনিই তোমার পুত্রকে রক্ষা করবেন।"

অনুমান পাঁচ মিনিট সময় আমরা দাঁড়াইয়াছি, বৃষ্টিও একটু কমিবার মত হইয়াছে, দেখিলাম, বিপরীত দিক্ হইতে কে এক জন আলো হাতে আমাদের দিকে আসিতেছে।

নিকটে আসিতেই দেখিলাম, সেই বৃদ্ধ, কাঁধে তার সেই বালক—একটা প্রকাণ্ড 'টোকায়' মাথা তার ঢাকা—একখানা চলন্ত ঘরের মত আসিতেছে।

"এই দিকে এস ভাই!"

"কে তুমি গা?"

"এই দিকে এসো।—এসো ভিতরে।"

দাওয়ায় উঠিবার আগে সে লণ্ঠন রাখিল। তার পর টোকা, তার পর বালক।

"চোখ মেলে চাও সিদ্ধেশ্বরী, তোমার ছেলে এসেছে।"

"মণিমোহন?" সিক্ত বস্ত্রেই সিদ্ধেশ্বরী পুত্রকে বুকে ধরিবার জন্য ব্যাকুল হইল। "আপনি নেয়েছ, ছেলেকে আর নাইয়ো না। দেখছ না, বৃদ্ধ কি যত্নে তাকে নিয়ে এসেছে?" বলিয়াই বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সেই মেয়েটি?"

"তুমিই কি বাবা আমাকে ভৈরব ব'লে ডাকছিলে?"

বলিয়াই লণ্ঠনটা সে আমার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল। তীব্র দৃষ্টি কিছুক্ষণ আমার মুখের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল—"ঠিক কি তোমাকে আমি চিনতে পারছি, দাদাঠাকুর?"

জাতিতে ভৈরব বাগ্দী। বাল্যে সে আমাদের বাড়ীতে রাখালের কাজ করিত। আমাকে সে বড় ভালবাসিত। প্রায়ই সে আমার বয়সী। আমিই বোধ হয় দু'এক বছরের বড় ছিলাম। তার সঙ্গে নূতন পরিচয় করিয়া কথা কহিবার আমার অবকাশ ছিল না। আমি একবারেই বলিলাম—"ভৈরব ভাই, আমার সে মেয়েটি?"

"সত্যই কি সে তোমার মেয়ে, দাদাঠাকুর?"

"এ কথা তোলবার কি প্রয়োজন হয়েছে ভৈরব?"

"প্রয়োজন না হ'লে জিজ্ঞাসা করব কেন?"

"তুমি ত, শুনেছি, সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছ।"

"এখনি বা কি দেখ্‌ছ?"

"তাতো দেখছি, তবে মেয়ে পেলে কোথা থেকে?"

"কেন, কেউ কি তার অপমান করেছে?"

ভৈরব উত্তর দিতে না দিতে বালকটা, গ্রামবাসীদের কাছে যেরূপ ব্যবহার পাইয়াছে, কাঁদিতে কাঁদিতে শুনাইয়া দিল। বুঝিলাম, পতিতার গর্ভজাত পতিতা বোধে, এরূপ দুর্দ্দিনেও কেহ তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। পরন্তু আমার মর্কট-বৈরাগ্যকে লক্ষ্য করিয়া, গৌরীকে এবং ওই বালককে তাহারা অনেক তীব্র ভাষা শুনাইয়াছে।

"তাকে কোথায় রেখে এলে ভৈরব?"

"মাকে আনবার ঢের চেষ্টা করলুম, কিছুতেই সে এলো না।"

"কোথায় সে রইল?"

"সে তোমার পোড়া ঘরের ঢিবির উপর ব'সে আছে।"

"এই জলে?"

"এখন আর জল কই দাদাঠাকুর, বৃষ্টি ত থেমে গেল। ওঠাবার ঢের চেষ্টা করলুম, সাপের ভয় দেখালুম—কিছুতেই যখন উঠলো না, তখন বুড়ীকে তার কাছে বসিয়ে এই ছেলেকে নিয়ে চ'লে এসেছি।"

সিদ্ধেশ্বরী বলিয়া উঠিল—"আপনি যান্ বাবা!"

"ভৈরব! এই ছেলেটিকে আর এই তার মাকে ষ্টেশনে দিয়ে আস্‌তে পারবে?"

"ষ্টেশনে দিতেই বেরিয়েছি। তোমাদের সঙ্গে ভাগ্যে এখানে দেখা হয়ে গেল।"

"আমি আসি সিদ্ধেশ্বরী" বলিয়াই 'দাওয়া' হইতে একরূপ ঝাঁপ দিয়া নীচে আসিলাম।

ভৈরব লণ্ঠনটা সঙ্গে দিতে চাহিল। আর তার সঙ্গে দেখা হইবে কি না, না হইলে কোথায় রাখিব ভাবিয়া লণ্ঠন লইলাম না। কিছুদূর যাইতেই বিবেক আবার আমাকে ফিরাইয়া আনিল।

"ভৈরব! তুমি পরমাত্মীয়ের কাজ করেছ, তবু তোমাকে যে আমি কিছু দিতে চাই।" সিদ্ধেশ্বরী বলিল—"সে আমি দেব বাবা!"

ভৈরব বলিল—"কেন? তোমাদের কাউকেও কিছু দিতে হবে না—মা দিতে এসেছিল, আমি নিইনি। সে যে তোমার মেয়ে ব'লে আমাকে পরিচয় দিয়েছে দাদাঠাকুর!"

"ভাই, তুমি ধন্য।"

"কেবল একবার বল সে তোমার কন্যা। তা হ'লেই বুঝি আমার পরিশ্রম সার্থক!"

"ভৈরব! সীতা জনক রাজার কে ছিল? একবার আলোটা ধ'রে দেখ তার মমতায় সন্ন্যাসীর চোখে কত জল!"

"শীগ্‌গির যাও, আমার সীতা-মায়ীকে রক্ষা কর!"

৪৩

"গৌরী, গৌরী!"

সম্মুখে অম্বিকা চৌধুরীর সোনার সংসারের দগ্ধাবশেষ। ত্রিশ বৎসর পরে। বাড়ীর সর্ব্বস্থান জঙ্গলে ভরিয়াছে। যেখানে আমার স্ত্রী কন্যা পুড়িয়া মরিয়াছিল, সেইটুকু কেবল মুক্ত আছে। ত্রিশ বৎসরের অবিরাম আক্রমণেও একটি তৃণ পর্য্যন্ত সে স্থান অধিকার করিতে পারে নাই।

মেঘ চলিয়া গিয়াছে, ফুট-ফুটে জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার সঙ্গে হাসি মিশাইয়া প্রচণ্ড মায়া সেই স্তূপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আমার পনেরো বৎসরের তপস্যাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। আর দণ্ড খানেক থাকিলে আমার বুক বুঝি নিস্পন্দ হইবে! কই, এত স্পন্দন আর কবে জীবনে আমি অনুভব করিয়াছি?

গৌরী—গৌরী! কোথায় তুই গৌরী?

গৌরী আশ্রয়হারা, পরিচয় খুঁজিতে আর কোথায় বুঝি চলিয়া গিয়াছে!

একবার যখন সে বিতাড়িত, তখন নিশ্চয় সে প্রতিবেশীদের কাহারও বাড়ীতে যায় নাই বুঝিয়া, গ্রামপ্রান্তে ভৈরবের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

সেখানে জানিলাম, ভৈরবের স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া গৌরী আবার ষ্টেশনে ফিরিয়া গিয়াছে।

অশীতিপর বৃদ্ধ আমি। তবু যুবার বল দেহে বাঁধিয়া সেই অভাগিনীর অনুসরণ করিলাম।

যে পথে চলিবার ভয়ে আমি অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছিলাম, সেই পথে চলিয়াছি। প্রতি পদস্খলনে গৌরীর অবস্থা মনে তুলিয়া নিজের সমস্ত কষ্ট উপেক্ষা করিয়াছি।

তবু মা, তোকে আমি ধরিতে পারিলাম না! ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া জানিলাম, মাত্র মিনিট দশেক আগে একটি মহিলা, সঙ্গে এক বৃদ্ধা, ট্রেণে চড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে।

আর কোথায় তাকে খুঁজিব? অবসন্ন দেহে ষ্টেশনের একটা স্থানে শুইয়া পড়িলাম।

* * * *

আর একদিন পূর্ব্বে যদি হৃষীকেশে উপস্থিত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে গুরুর সঙ্গে আমার দেখা হইত। উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই গুরু দেহরক্ষা করিয়াছেন।

গৌরীর চিন্তা আমার তপস্যা পণ্ড করিল। গৌরীর অন্বেষণ আমাকে গুরুদর্শন হইতে বঞ্চিত করিল।

যা হতভাগী, তোর নিরর্থক জীবন, আর তোকে মনের কোণেও আমি আসিতে দিব না।

৪৪

ইহার পর তিন মাস। গুরুর তপস্যার স্থানে বসিয়া উত্যক্ত মনকে আবার শান্ত করিয়াছি। সন্ন্যাস গ্রহণের সময় নিজের শ্রাদ্ধ করিয়া আমি ত সংসারের কাছে মরিয়াছি! মরা কি কখন পৃথিবীর কোথায় কি হইল জানিতে আসে?

আশ্বিন মাস। হিমালয়ে শারদীয়া প্রকৃতি। ফুলে ফুলে সমস্ত গিরি উপত্যকা ভরিয়া গিয়াছে। হিম-নদী গলিয়া গলিয়া গৈরিকবরণের উচ্ছ্বাস লইয়া মেদিনীকে শুনাইতে ছুটিয়াছে, পার্ব্বতী কৈলাস হইতে তাঁর পিতৃগৃহে আসিতেছেন।

এই সময়ে বাংলার ঘরে ঘরে আনন্দ। দূর প্রবাসী আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য যে যার গৃহে ছুটিয়া আসে।

ভিখারী উমা-মেনকার সংবাদ গানে বহন করিয়া গৃহস্থের ঘরে ঘরে ঢালিয়া যায়। বালক-বালিকারা নানা বর্ণের বসনে সাজিয়া ওই গিরি-প্রকৃতির মাথায় ধরা ফুলের মত ফুটিয়া উঠে।

আমি বাঙ্গালী। এ আনন্দ উপভোগের লোভ সংবরণ বাঙ্গালীর পক্ষে অসম্ভব। চণ্ডী দেবীকে দেখিতে, আসন ছাড়িয়া আমি হরিদ্বারে আসিয়াছি।

আসিবার তৃতীয় দিবসে পাহাড়ের অধিত্যকার প্রান্ত হইতে উত্থিত সেই বিশ বৎসর পূর্ব্বের শোনা গান—"শুনে যা শুনে যা মরণ"—সেই পরিচিত কিন্নরী কণ্ঠ! তপস্বিনীর সঙ্গে পুনঃ সাক্ষাতের লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

সে দিন সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব ছিল না, যাইতে পারিলাম না। যাইলে গঙ্গার আরতি দেখা হইবে না।

পরদিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া তপস্বিনীর আবাসে উপস্থিত হইয়াছি। সে আবাস একটা গুহা। দূর হইতে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে মানুষের বাসের চিহ্ন যদি না দেখিতে পাইতাম, তাহাকে

অতিক্রম করিয়া নিষ্ফল প্রয়াসে আমাকে ফিরিতে হইত।

গুহা-মুখে একখানা গৈরিক-বস্ত্র বাতাসে উড়িতেছিল। গুহামধ্যে—একখানা ছিন্ন কম্বল, একটা কমণ্ডলু, দু'চারিখানা পুস্তক—সমস্তই শাস্ত্র-গ্রন্থ। আর কতকগুলা ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত কাগজ।

মানুষের বাসের নিদর্শন আছে, কিন্তু মানুষ নাই। তখন সবে মাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে। গুহাধিকারিণী হয় ত স্নান করিতে গিয়াছে, সত্বরই ফিরিবে। অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। অপেক্ষায় অপেক্ষায় কতক্ষণ বসিয়া থাকিব? একঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। তখনও যখন কেহ আসিল না, কি করি, গুহামধ্য হইতে টানিয়া ছড়ানো কাগজগুলা বাহির করিলাম। একখানা খুলিতে দেখি, চিঠি।

"আয় গৌরী, আয় বোন্ ফিরিয়া আয়। মা মরে, আমিও মরিতে বসিয়াছি। এতদিন তোর অবস্থা না জানিয়া মনে মনেও তোর উপর যা অত্যাচার করিয়াছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমার যা আছে, সব তোকে দিয়া যাইব। দুই লক্ষ টাকা আয়ের মালিক হইলেও কি সমাজে তোর স্থান হইবে না?

তোমার স্নেহে বঞ্চিত তোমার চেয়েও অভাগ্য
তোমার ভাই ললিতমাধব।

পুঃ—যদিই এই পাপসংসারে পুনঃপ্রবেশে তোমার ইচ্ছা না হয়, বাবা তোমাকে যে সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন, তার কি ব্যবস্থা করিব, জানাইলে বাধিত হইব।"

পত্রখানা হাতে ধরিয়া স্তম্ভিতের মত কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম।

আর একখানা জড়ানো কাগজ খুলিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছি, পাহাড়ের অন্তরাল হইতে আগত একটি গীতের অনুচ্চ আলাপ আমার কানে আসিল।

একটু পরেই—"কে বাবা তুমি?"

ভাবিয়াছিলাম গৌরীকে দেখিব, দেখিলাম তপস্বিনী।

নিকটে আসিয়াই তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন। চাহিয়াই সস্মিতমুখে আমাকে প্রণাম করিলেন।

প্রথমে কিছুক্ষণ কেহ কাহারও সঙ্গে কোনও কথা কহিতে পারিলাম না। ক্ষণেক নীরব রহিয়া যোগিনী-মাই প্রথম কথা কহিলেন—"ভাগ্যবশে যখন আপনাকে দেখতে পেয়েছি, যেটার আশা এ জীবনে আমার ছিল না, তখন এ কন্থার আশ্রমে আপনাকে ভিক্ষা নিতে হবে।"

"আমারও আজ বহুভাগ্য মা!"

অত্যন্ত উল্লাসের সহিত তপস্বিনী বলিলেন—"তা হ'লে একটু বসুন, আমি নীচে থেকে একবার ঘুরে আসি।"

"আমাকেও একবার নীচে যেতে হবে মা। মায়াদেবীকে একটা অঞ্জলি দিতে হবে।"

"ঠিক্, আজ যে বিজয়া, আমার ত মনে ছিল না। চলুন, আপনার সঙ্গে মা মায়াকে আমিও একটা অঞ্জলি দিয়ে আসি।"

"তুমি ত চির মায়ামুক্ত মা!"

"আর আপনি?"

"গৌরীর মায়া ত এখনো ভুলতে পারি নি!"

"গৌরীর মায়া কি মায়া, স্বয়ং শঙ্কর যাকে ত্যাগ করতে পারেন না, বাবা!"

এ হেঁয়ালির কথোপকথনে পরিতৃপ্ত হইতে পারিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"গৌরী কি তার পিত্রালয়ে ফিরে গেছে?"

কোনও উত্তর না দিয়া আঁচল হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া, যোগিনী-মা আমার হাতে দিলেন। বলিলেন, "নীচে যাবার বিশেষ প্রয়োজন, এই খানাকে ডাকে ফেলে দেওয়া। আপনি একবার পড়ুন।"

পত্র হাতে করিতে হাতটা কেন কাঁপিয়া গেল! হাতটাকে একটু স্থির করিয়া পত্র পড়িলাম।

"পতিতাদের সঙ্গিনী হইবার জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলাম, পারিলাম না। আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, এক বুড়ী সন্ন্যাসিনীর জন্য পারি নাই। জানিতাম, আমাদের মত অভাগিনীর মুক্তিলাভের এই দুইটা মাত্র পথ আছে। অবশ্য স্বধর্ম্মে যদি থাকিতে চাই, অর্থাৎ একটা বিয়ে মাত্র করবার জন্য যদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করি। সেই বুড়ী আমাকে এক বুড়া সন্ন্যাসীর পায়ে নিক্ষেপ করিয়াছে। সে বুড়া আমাকে, মরিবার একটা ভাল উপায় শিখাইয়া দিয়াছে।

"সেই উপায় অবলম্বনে ধীরে ধীরে মরণের পথে চলিয়াছি! যাহাকে বাপ বলিতে পারিলে ধন্য হইতাম, তাহার দেশে গিয়াছিলাম। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভিজিয়া জ্বর হয়।

"সেই জ্বর যক্ষ্মায় দাঁড়াইয়াছে।

"মাকে মরিতে বল। কেন সে সমস্ত জানিয়া আমাকে অমন স্নেহ দিয়াছিল। তুমি—বিবাহ কর।

"যেখানে চিরকুমারীর স্থান নাই, সেখানে সম্পত্তি লইয়া কি করিব?

"মাকে আমার শত সহস্র প্রণাম দিও। ইতি।

"তোমার—ভগিনী বলা তোমার অপমান—সম্পর্কশূন্যা—

গৌরী।

উত্তরকাশী, আশ্বিন সন ১৩০৪।"

হায় ব্রজমাধব, বালিকাকে সম্পত্তি দিয়াছ, পরিচয় দিতে পার নাই। বুঝিলাম, ললিতমাধব আর কেহ নহে—গৌরীর পূর্ব্বযুগের সেই দুষ্ট শিশু-সহচর। সত্যই ত গৌরী ললিতের কেহ নহে। তার মাতার একটা ভুলে সমাজ হইতে দূরে নিক্ষিপ্তা এক অভাগিনী।

"তা হ'লে গৌরী আর নেই?"

উপর দিকে হাত তুলিয়া তপস্বিনী বলিলেন—"এখানে থাক্‌বে না কেন বাবা? এ যে গৌরীর চিরাধিষ্ঠিত পিত্রালয়। যেখানে না থাকবার, সেখানে নেই।" বলিয়া গুহামধ্যে অতি যত্নে রক্ষিত একটি কৌটায় গৌরী-দেহের ভস্মাবশেষ দেখাইলেন।

দীর্ঘশ্বাস—শত চেষ্টাতেও রোধ করিতে পারিলাম না।

"কাশী হইতে বিদায় লইবার সময় গুরুদেবের সে আদেশটা ভুলে যাচ্ছ কেন বাবা!"

"ঠিক বলেছ জ্ঞানময়ী! মমতার সমস্ত শ্বাস গুহামধ্যে প্রবিষ্ট করাও সন্ন্যাসী।"

সমাপ্ত

প্রেমাঞ্জলি

—:*:—

(পৌরাণক নাটক)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

উৎসর্গ

মহামহিম,

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু,

সমীপেষু।

বাল্যকাল হইতে আপনি আমায় স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। আর কোথাও আদর না পাইলে, আপনি যে ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। শান্তি-পর্ব্বের এক স্থানে নারদের দুর্দ্দশার কথা লেখা আছে। সেই মূল সূত্র ধরিয়া, মনের সাধে যথেচ্ছ লিখিয়া নারদকে বানর নাচাইয়াছি। কাজটা গর্হিত হইয়াছে, কিন্তু কি করি, বাঙ্গালা নাটকে নাচ না থাকিলে নাটকত্ব হয় না। আমারও ত বাঙ্গালা নাটক।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীক্ষীরোদ—

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

নারদ	...	...	
পর্ব্বত	...	...	নারদের ভাগিনেয়।
জনার্দ্দন	...	...	সৃঞ্জয়-রাজপালিত বালক।

স্ত্রী

সুকুমারী	...	...	সৃঞ্জয় রাজার কন্যা।
রমা	...	...	সুকুমারীর মাতুল-কন্যা।
ক্ষেমঙ্করী	...	...	রাজধাত্রী।
ললিতা	...	...	সৃঞ্জয়-রাজপালিতা বালিকা।

সখীগণ।

প্রেমাঞ্জলি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অধিত্যকা পথ।

নারদ ও পর্ব্বত।

রদ। (গীত)

এবার চিনব মাধব তোমারে।
তুমি কাছেই থাক, কাছেই রাখ,
তবু লুকাও ছল ক'রে।
তোমার বৃন্দাবনে রাধার হাসি,
চুরি করা ব্রজের বাঁশী,
কেমন ক'রে গোপীকুলের শ্রবণ-মূলে ঝঙ্কারে।
দেখব মনে সাধ করেছি,
সেই আশাতে বুক বেঁধেছি,
থুব কেমন মানের টানে, নয়নকোণে জল ঝরে।

পর্ব্বত। আট প্রহরই একটা ভাঙা বীণা নিয়ে ানে-ঘ্যানানি কি ভাল লাগে মামা? যেমন তুমি, তেমনি তোমার মাধব, আর তেমনি তোমাদের চনাচিনি। চব্বিশ ঘণ্টাই মুখোমুখি ব'সে ঠোঁট-খ নেড়ে অস্থির করছ, তবু তোমাদের আজও রিচয়ের মীমাংসা হ'ল না। ঘ্যান্, ঘ্যান্, ঘ্যান্। াকুর, তোমায় চিনতে পারলেম না, ঠাকুর, তোমার কৃপা হ'ল না, ঠাকুর, তুমি কি করলে,— সেখানে দিবারাত্রি ঘ্যান্ ঘ্যান্; আবার পথে বেরিয়েছি, এখানেও কি পরিত্রাণ নেই? দেখ মামা, তুমি এক কাজ কর, হয় তোমার এই বংশদণ্ডটিকে শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু কর, নয় তোমার গোপালের াধের গোকুলের গোপীকুলের গোটাকতক শ্রবণ-মূল কেটে এনে তোমার এই হতভাগ্য ভাগের কর্ণকুহরে জুড়ে দাও। তোমার ঐ গান-বাণের হুলফোটা হ'তে নিষ্কৃতি পাই, আর ঝঙ্কারের ভাবটাও ভাল ক'রে বুঝে নিই। আচ্ছা মামা, তোমার ঐ যে গোপীকুল—ওটা ব্যাপারখানা কি, আমাকে বলতে পার?

নারদ। পারি বই কি বাবা! তবে দিনকতক শালি-তণ্ডুলটা পেটে না পড়লে ওটা বুঝতে পারবে না!

পর্ব্বত। তোমার ঘ্যানঘ্যানানিতে আসল কথাটা ভুলে গেছি। আচ্ছা মামা, শালিতণ্ডুলের পায়েস খেতে এই যে মর্ত্ত্যে এলে, তা সে বস্তুটা কি তোমার সুধার চেয়েও ভাল জিনিস?

নারদ। সে যে কি জিনিস, তা তোমাকে না খাওয়ালে কি ক'রে বুঝিয়ে বলব বাবা? এই যে তুমি আত্মানন্দ অনুভব কর, তুমি কি কাউকে বুঝাতে পার। আগে খাও, তার পর আপনিই বুঝবে।

পর্ব্বত। ভাল, মামা, আমাকে একবার তাই বুঝিয়ে দাও। দেখ মামা! আমার বহুকালের সাধ একবার মর্ত্ত্যে আসি, দেখতে বড়ই ইচ্ছা ছিল, যার জন্য বৃত্রাসুর-বধ—যার জন্য রাক্ষসকুল নির্ম্মূল—যে বসুন্ধরার পীড়নে অস্থির হয়ে ভগবান্ একবিংশতি-বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলেন,—কংস ধ্বংস করেছিলেন;—জরাসন্ধ-বধের কারণ হয়েছিলেন, কুরুক্ষেত্রে সমরানল প্রজ্বলিত করেছিলেন,—এমন কি, মীন-বরাহাদি নিকৃষ্ট জীবমূর্ত্তি ধরেছিলেন,—মনে মনে বড় সাধ ছিল মামা, সেই বসুন্ধরাকে একবার দেখি। তা তোমার আশীর্ব্বাদে আর তোমার মাধবের কৃপায়, পায়েস খাওয়া উপলক্ষে আমার সে সাধ এত দিনের পর পূর্ণ হ'ল। কিন্তু মামা! আমার মনে বড় একটা ধোঁকা রইল।

নারদ। কি ধোঁকা বাবা?

পর্ব্বত। ধোঁকাটা কি জান, এই পুরাণে বলে—তণ্ডুলটা "জগতঃ প্রাণরক্ষার্থং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা," তাই যদি হ'ল, তবে দেবলোকে ধানটা জন্মায় না কেন?

নারদ। মাটী না হ'লে যে উনি গজান না বাবাজী! দেবলোকে মাটী কোথা?

পর্ব্বত। হুঁ!—এই যে কথাটা কয়েছ মামা, কথাটা বড় ঠিক। মাটী নেই ত ধান গজাবে কোথা?—তাই ত ভাবি, ব্রহ্মা কি তেমনি কাঁচা ছেলে, উপায় থাক্‌লে কি আর ধান-গাছটা দেব-লোকে রোপণ কর্‌তে ছাড়ত? মামা! আর একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব?

নারদ। কর, একটা কেন, তোমার যখন যা মনের ধোঁকা উঠবে, আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বে।

পর্ব্বত। বলি, শালিতণ্ডুলের মতন আর কি কি অদ্ভুত জিনিস এখানে আছে?

নারদ। এখানকার সকলই অদ্ভুত, তোমাকে কত বল্‌ব?

পর্ব্বত। তোমার পায়ে পড়ি মামা, একটার নাম কর।

নারদ। একটার নাম কর্‌ব?—এই নারিকেল ফল। স্বর্গের দোরগোড়ায়, কিন্তু মানুষেই খায়। বিধাতার আশ্চর্য্য কৌশল, উপরে কাঠের চোক্‌লা, ভিতরে জল। আর একটা আশ্চর্য্যের কথা বলি, সূর্য্যের তাতে ভাজা ভাজা, কিন্তু গুণ তার ঠাণ্ডা।

পর্ব্বত। বল কি মামা? আমি নারিকেল খাব।

নারদ। খেয়ো গো খেয়ো, কত খাবে খেয়ো।

পর্ব্বত। আর একটার নাম কর।

নারদ। আর একটার নাম কর্‌ব—এই নারী! দেখতে এতটুকু, কিন্তু বিশ্বম্ভর ভারী।

পর্ব্বত। বা! বা! এমন ধারা? নারী এমন মজার জিনিস!—মামা, আমি নারী খাব।

নারদ। তার চেয়ে আমার মাথাটা খাও না বাবাজী! না বাবা! তোমার শালিতণ্ডুল খেয়ে কাজ নেই, চল, তোমায় নিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করি।

পর্ব্বত। কেন মামা? কি হ'ল মামা?

নারদ। নারী খাবি কি রে পাগল?

পর্ব্বত। ভয় কি মামা? এক দিনে না পারি, পাঁচ দিনে খাব। একবারে না পারি, একটু একটু ক'রে খাব। টাট্‌কা না পারি, বাসি ক'রে খাব। সুধু সুধু না পারি, নুণ দিয়ে খাব।

নারদ। আরে হতভাগা, সে তোরে না খেয়ে ফেলে, এই আমার ভাবনা। নারী খাবি কি? নারিকেল যত পার খেয়ো, নারীর কাছে ঘেঁসো না।

পর্ব্বত। তবে কি নারী ফল নয় মামা?

নারদ। ফল নয় কেমন ক'রে বল্‌ব বাবা মর্ত্ত্য-ভোগের প্রধান ফল হচ্ছে নারী। তবে এ[illegible] ফল পাছে প'চে যায়, এই জন্য ভগবান্ তার ভে[illegible] একটু প্রাণ দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু হ'লে কি হ[illegible] বাবা! নারী-ফল খাওয়াও দায়, আর না খে[illegible] পারাও দায়! খেলে ত গায়ের জালায় হাত-[illegible] আছড়াতে লাগ্‌লে। আর না পার্‌লে ত[illegible] তোমায় উল্টে গিলে ফেল্লে।

পর্ব্বত। না, মামা, তুমি রহস্য করচ।

নারদ। এখন ঐ রকম রহস্য ব'লেই বো[illegible] হবে রে বাবা! ও সব কথা ছাড়ান্ দাও। শালি[illegible] তণ্ডুলের কি কি ক'রে খাবে বল দেখি? পায়ে[illegible] খাবে না পিঠে খাবে?

পর্ব্বত। ও—সব মামা! শালিতণ্ডুলের য[illegible] রকম প্রক্রিয়া আছে—সহর্দের্ঘঃ থেকে ওঁ তৎস[illegible] পর্য্যন্ত! আচ্ছা বল দেখি, শালি-তণ্ডুলটা দেখ[illegible] কেমন?

নারদ। এই আমার হাতের কমণ্ডলুর মতন

পর্ব্বত। ও বাবা! তবে বিশপঁচিশটে এক[illegible] বারে উদরস্থ হবে কি ক'রে?

নারদ। সে যখন হবে, তখন কি আর মামা[illegible] চিন্‌তে পার্‌বে।

পর্ব্বত। তবে একটু পা চালিয়ে চল মামা শালি-তণ্ডুল দেখবার জন্য আমার প্রাণ বড় কাত[illegible] হয়ে পড়েছে। সৃঞ্জয় রাজার বাড়ী তোমার চন্দ্র[illegible] সূর্য্য না কি মামা? যতই এগিয়ে যাচ্চি, ততই [illegible] পেছিয়ে যাচ্চে। মর্ত্ত্যলোকের সব ভাল, এই প[illegible] চলাটাই বড় কষ্টকর।

নারদ। স্বর্গ-মর্ত্ত্যের প্রভেদ এই পথ চলাতেই বুঝে নাও। মাটীর পথে গুটিকার শক্তি খাটে না এ যে মেঘের উপর দাঁড়িয়ে চক্ষু মুদিত ক'রে বল্লেম —বৎসে গুটিকে, "শতযোজনমতিক্রম্য কুবের[illegible] লোকমানয়।" অম্‌নি চোখ চেয়ে দেখি, না একে[illegible] বারে কুবেরের দর-দালানে উপস্থিত। এই ব্রহ্ম[illegible] লোক, ক্ষণপরেই বিষ্ণুলোক, প্রাতঃকালে কৈলাস[illegible] মধ্যাহ্নে বলিরাজার বৈঠকখানা—যখন যেখানে ম[illegible] যায়, কথায় কথায় চ'লে যাচ্চি। আহার কল্লেম ইন্দ্রের দেবালয়ে, হরীতকী খেলেম যমের বাড়ী বাবাজী এখানে সেটি হবার যো নেই। বাছা গুটিকা মর্ত্ত্যে এসে আমাদের চেয়েও গুটিগুটি চলেন।

পা ভেরে এলে যে একটি উঁইটিপি পার ক'রে দেবেন, সে শক্তিটিও বাছার আমার থাকে না।

পর্ব্বত। যেমন ক'রে হ'ক চল মামা! না হয় একটু এস, এই শিলাতলে উশবেশন করি।

নারদ। কষ্ট হচ্ছে, তা হ'লে একটু ব'স।

পর্ব্বত। (উপবেশন করিয়া) আহা মামা! পার্ব্বত্য প্রদেশের কি অপূর্ব্ব মহিমা! এই জন্যই বুঝি মা ভবানী বেছে বেছে গিরিরাজের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন! আহা, দেখ মামা! তুষার-প্রতিফলিত সূর্য্য-কিরণের সঙ্গে শ্যামল শোভার কি মাখামাখি!

নারদ। বাবা, মর্ত্ত্যের প্রলোভন ভয়ানক প্রলোভন। তাই বলি, একান্তই যখন যাচ্চ, তখন যাবার আগে একটি কথা ব'লে রাখি। চিরকাল যোগাভ্যাস ক'রে কাল কাটিয়েছ, জন্মাবধি দেবলোকে অবস্থান করচ। দে'খ যেন মর্ত্ত্যে এসে শালিতণ্ডুলের পায়স খেতে আপনাকে খেয়ে ব'স না।

পর্ব্বত। সে কি রকম মামা?

নারদ। ক্ষুধাটুকুকে মানে মানে যাতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পার, সেই কথা বল্‌ছিলেম।

পর্ব্বত। কেন, ক্ষুধা ম'রে যায় না কি?

নারদ। বাবাজীর ক্ষুধানলে বুদ্ধিটিও যে আহুতি পড়েছে, তা জান্‌তেম না।

পর্ব্বত। দেখ মামা! সময় নেই, অসময় নেই, তুমি টিটকারী দাও। ক্ষুধার সময় পরিহাস রসিকতা ভাল লাগে না।

নারদ। এই আরম্ভ হ'ল। দেখ বাবাজী! পায়েস খেতে চাও ত খিট্‌খিটে স্বভাবটি পরিত্যাগ কর।

পর্ব্বত। না, আমি চল্লেম। তোমার সঙ্গে যে পথে চলে, সে অর্ব্বাচীন।

নারদ। অরে পাগল, তুচ্ছ কথায় এত ক্রোধ কেন? বেশ আসছিলে—দেখে মনে করলেম, বাবাজী বুঝি মাটীতে পা দিয়ে মানুষ হ'ল।—অতি তুচ্ছ কথা। শুনচ এটা মর্ত্ত্যলোক, এখানে মরার কথা আর কি জিজ্ঞাসা করতে হয়? এখানকার জীব-জন্তু মরে, তা ত বাবাজীর জানাই আছে। তা ছাড়া ক্ষুধা মরে, রাগ মরে, যোগ মরে। অমর এলেও মরণের হাত থেকে নিস্তার পান না।

পর্ব্বত। তোমার এক কথা। অমর আবার কখন ম'রে থাকে। কোন্ দেবতা মরেছিল?

নারদ। সে কি এক জন,—কত জনের নাম করব? ইন্দ্র মরেছেন, চন্দ্র মরেছেন; বরুণ-কুবেরাদিও এক একবার পটল তুলেছেন। হুতাশনের কথা ত ছেড়েই দাও। তাঁর চড়াই পাখার প্রাণ, মর্ত্ত্যের একটু জল ছুঁলেই মরেন। স্বয়ং ভগবান্‌ই কাৎ হয়ে মর্ত্ত্যের মানটা রেখে গেছেন।

পর্ব্বত। বল কি মামা? এঁরা মরেছিলেন? কে কোথায় মরেছিলেন?

নারদ। ইন্দ্র অহল্যার উঠানে, চন্দ্র তারার ফুলবাগানে, আর ভগবান্ এক কুঁজীর চোর-কুঠুরীতে।

পর্ব্বত। বুঝ্‌তে পেরেছি মামা! এতক্ষণে তোমার কথার ভাব বুঝ্‌তে পেরেছি। আর তোমার নারীফলের মর্ম্মও বুঝেছি। এ সব গল্প ত অনেক দিনই শুনেছি। শুনে, আমার একবার সেই ঘাতক-সম্প্রদায়কে দেখ্‌বার ইচ্ছা হয়েছিল। সেই ঘাতক-সম্প্রদায় এইখানেই থাকেন না কি? মামা, আমি তাঁদের দেখতে পাই না?

নারদ। দেখতে পাবে না কেন; কিন্তু তোমাকে দেখাতে সাহস হয় না।

পর্ব্বত। না মামা! তোমার পায়ে পড়ি মামা! আমার দেখতে ইচ্ছা হয়েছে।

নারদ। মাটীতে পা পড়লেই ঐ ইচ্ছা-রোগটা আগে ধরে, তার পর শালিতণ্ডুল দুটো পেটে পড়লেই রোগটা মাথায় চড়ে, তার পর মলয়-পর্ব্বতের একটু হাওয়া গায়ে লাগলেই নাড়ী ছাড়ে।

পর্ব্বত। দেখ মামা! মামা আছ, মামার মতন থাক, বেশী বাড়াবাড়ি ক'র না। জান ত ভগবান্ আমার পর্ব্বত অভিধান কেন দিয়েছেন? অনেক দুঃখে দিয়েছেন। অনেক রম্ভা তিলোত্তমা তোমার এই হতভাগ্য ভাগিনেয়কে আক্রমণ করেছিল; কিন্তু ফল ত তার জান?

নারদ। বাবা! কথায় কথায় উগ্রমূর্ত্তি কেন? ভাল, আগে যাওয়াই যাক্। শালিতণ্ডুলও খেতে পাবে, তাদের দেখতেও পাবে। এ কি তোমার স্বর্গরাজ্য—দিবারাত্রি চাঁদের কিরণ খেয়ে খেয়ে শরীরটাকে তক্তা ক'রে ফেলেছ। রম্ভা কেন, স্বয়ং বিশ্বম্ভর সুরসুন্দরীর ঝাক সমেত ঘাড়ে চাপলেও সাড় হবে না। শালিতণ্ডুল তোমার চাঁদের কিরণ নয়, আর মর্ত্ত্যের সুন্দরীও তোমার রম্ভা তিলোত্তমা

নয়। সাগর-প্রমাণ কিরণ পেটে পূরলেও যার একটু উদ্গার উঠে না, তার সঙ্গে শালিতণ্ডুলের তুলনা! যার এক একটা বীচি গলা জানান না দিয়ে উদরে প্রবেশ করে না, যার উদর-প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই উদ্গার, তার সঙ্গে চাঁদের কিরণের তুলনা!—আর মর্ত্তোর সুন্দরীর সঙ্গে সুরসুন্দরীর তুলনা! "রম্ভে আগচ্ছ" যেমনি বলা, অমনি বাছা চক্ষের পলক না ফেলতে ফেলতে নিঃশব্দপদসঞ্চারে সুমুখে এসে পড়েন। কোথায় ছিলেন, কখন্ এলেন, কেমন ক'রে এলেন, ভাববারও সাবকাশ দেন না। এলেন কি না এলেন, বোঝাই যায় না; বোধ হয় যেন বাছা চোখের পলকেই বিরাজ করছিলেন, পলক নড়তেই ঝরে পড়লেন। এই যেমন বল্লেম, 'পাঁচী আগচ্ছ'—ছিলেন পাঁচী পাঁচ হাত দূরে, পেছ কাটিয়ে পালিয়ে গেলেন পঁচিশ হাত। তাই কি বাছাদের যেমন তেমন চলন? বাছাদের এক একবার পাদবিক্ষেপে সাগর সাত সাতবার উথলে উঠে, পৃথিবী সপ্তদশবার পাতালগামিনী হন। বাছাদের এক এক নয়ন ঘূর্ণনে সহস্র নাগপাশের সৃষ্টি হয়।

পর্ব্বত। তবে তুমি কোন্ সাহসে এখানে এলে?

নারদ। আমি আর তুমি—দুই কি এক বস্তু রে বাবা? আমি হচ্চি পলিতকেশ বৃদ্ধ, আর তুমি হচ্চ সংসারস্বাদানভিজ্ঞ বালক। আমি সহস্রবার এখানে এসেছি, আর তোমার এই প্রথম পদার্পণ। আমি কুরূপ, তুমি রূপবান্।

পর্ব্বত। তবে যে ভগবান্ বল্লেন, প্রেমের কাছে বালক বৃদ্ধ নেই, সুরূপ কুরূপ নেই, একবার সহস্রবার নেই। যতক্ষণ না উপযুক্ত তাপ পায়, ঝুরো বালি ঝুরোই থাকে; উপযুক্ত তাপ পেলে বালিও জমাট বেঁধে যায়।

নারদ। কা'ল সন্ধ্যাকালে ভগবানের সঙ্গে সেই তর্কই ত হচ্ছিল। তাই ত ভগবানের বৃন্দাবনলীলা লয়ে আমি রহস্য করছিলেম। সেই তিন জায়গায় ভাঙা কাল কুচকুচে মূর্ত্তি দেখে সুবর্ণ-প্রতিমা গোপাঙ্গনাগণ কেমন ক'রে ভুলেছিল, সেই তর্কই ত হচ্ছিল। অমন মূর্ত্তিতে অমন ভোলা কেমন খাপছাড়া ঠেকে না?

পর্ব্বত। আমি তোমার বৃন্দাবন গোপাঙ্গনার ধার ধারি না, আর তোমাদের প্রেমেরও ধার ধারি না। কাজেই ও সব কথা আমার ভাল লাগে না। আমি যা বলি তা শোন। আমরা যখন চলেছি, তখন চলেইছি; ক্ষণপরেই সৃঞ্জয় রাজার বাড়ী পৌছিব। কিন্তু তার বাড়ী যাবার আগে একটা প্রতিজ্ঞা কর। প্রতিজ্ঞা কর, যে কয়দিন মর্ত্ত্যলোকে থাকব, সেই কয়দিন এখানকার ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য-দর্শনে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় প'ড়ে তোমার আমার মনে যে ভাবের উদয় হবে, অকপটে পরস্পরের কাছে প্রকাশ করব। আমি যদি তোমাকে লুকুই, তুমি শাপ দেবে, আর তুমি যদি আমাকে লুকোও, তবে আমি শাপ দেব। আর এখানে গুরু-লঘু ভেদ থাকবে না।

নারদ। এত বাঁধাবাঁধি কেন বাবাজী? আমাকে কি অবিশ্বাস হচ্চে?

পর্ব্বত। অবিশ্বাস বিশ্বাস বুঝি না—প্রতিজ্ঞা কর।

নারদ। বাবাজী! ক্রোধটাকে ক্ষান্ত কর। সংসারের নিয়মই হচ্চে এই যে, গুরু লঘুকে অসময়ে দু' একটা উপদেশ দেয়। তাতে রাগ করলে কি আর কাজ চলে?

পর্ব্বত। রাগ নয়, আমি স্থিরভাবেই বলছি। তুমি প্রতিজ্ঞা কর না কেন, এ ত আর এমন কিছু দোষের কথা নয়।

নারদ। আচ্ছা, তাই তাই, প্রতিজ্ঞাই কল্লেম। এখন ওঠ।

পর্ব্বত। ওঠ। (স্বগত) খুব সাবধানেই চলব, নারী যে দেশে থাক্‌বে, সে দিক মাড়াব না —নারীর মুখ দেখব না—দেখলে পালিয়ে আসব। যদিও খুব সাহস আছে, কিন্তু জানি কি, দেখলে কি হয়! আর বুড়োকেও বিশেষ ক'রে চিনে নেব।

নারদ। কি বাবাজী! মনের কথা কি?

পর্ব্বত। এখনি মামা? এখনি মামা? এখন জিজ্ঞাসাটা না করলেই ভাল হয় মামা। তবে যখন জিজ্ঞাসা কর্‌লে, তখন কাজেই বল্‌তে হ'ল—বল্‌ছিলেম কি, আমি একটু নারী থেকে দূরে থাক্‌ব, আর তোমাকেও চিনে নেব।

নারদ। আমাকে চেন, তাতে আপত্তি নেই; কিন্তু বাবা! তোমার ভয় জন্মেছে ত?

পর্ব্বত। ভয় কি? ভাল, পালাব না—খুব মিশব, আমোদ করব, কথা কব। তা হ'লে ত

আর তোমার আপত্তি থাকবে না? সৃঞ্জয় রাজার বাড়ী এখন কত দূর?

নারদ। আর বেশী দূর নেই! এই বাঁকটা পার হ'লেই রাজার বাড়ী দেখ্‌তে পাওয়া যাবে।

পর্ব্বত। (কিয়দ্দূর উর্দ্ধে উঠিয়া) ও মামা?

নারদ। কি হ'ল—কি হ'ল বাবাজী?

পর্ব্বত। পথ কই? এই যে পাতালের বলি-রাজার বাড়ী দেখা যাচ্ছে।

নারদ। সে কি কথা—পথ নেই কি? অতি উত্তম পথ আছে। কিছু না হ'ক, দশবার আমি এই পথে যাতায়াত করেছি।

পর্ব্বত। তবে তুমি এই পথে খানিকটে এগিয়ে যাও, আমি দেখি। তার পর তোমার অবস্থা দেখে যাওয়া না যাওয়া বিবেচনা করব এখন।

নারদ। (অগ্রসর হইয়া) সত্যিই ত, এ কি—এখানটা এমন ধারা হ'ল কেন? তবে নেমে এই বাঁ দিকের পথটা দেখ দেখি। (পর্ব্বতের অবরোহণ)।

পর্ব্বত। (অগ্রসর হইয়া) বেশ পথ, মামা! বেশ পথ; নেমে এস। (কয়েক পদ গমনান্তে) ও মামা! ও মামা! (পলাইয়া নারদের পশ্চাতে গমন)।

নারদ। কি হ'ল কি হ'ল—কি দেখলে?

পর্ব্বত। আস্‌চে মামা!

নারদ। কে আস্‌চে? কে আস্‌চে?

পর্ব্বত। কে আস্‌চে, তা কি বুঝতে পেরেছি ছাই?

নারদ। রাক্ষস, না দৈত্যদানব, না কবন্ধ?

পর্ব্বত। না, তা নয়।

নারদ। তবে কি মানব?

পর্ব্বত। তা কেমন ক'রে বুঝব?

নারদ। দেখতে কেমন?

পর্ব্বত। কেমন এক রকম।

নারদ। তোমার আমার মতন?

পর্ব্বত। কতকটা।

নারদ। রম্ভা-তিলোত্তমার মতন?

পর্ব্বত। হুঁ মামা! সেই রকম, সেই রকম। কিন্তু এ যেন আর এক রকম কেমন ধারা কেমন কেমন।

নারদ। দূর মূর্খ।

পর্ব্বত। ওই গো মামা! মামা গো, ওই।

নারদ। আহা! কি কমনীয় কান্তি! এ যে সতীমূর্ত্তি!

(সুকুমারী ও রমার প্রবেশ)

(গীত)

১। সাধে সাধ মিশে পরশে পরশে
উধাও হয়ে কোথায় যায়।

২। ধরি ধরি ধরি ধরিতে না পারি
মিলায় বুঝি গগন-গায়।

১। সমীর সনে করি অলি আকুল,
কেমনে সজনি তুলিনু ফুল
কুসুম রহিল, সুবাস উড়িল,
প্রাণ গেল সুধু রহিল কায়।

২। সযতনে বাঁধা সাধের প্রাণ
গগনবিচারী পাখীর গান—
জলদে ভেসে ক্ষণিক হেসে হারায় চপলা প্রায়।

পর্ব্বত। মামা! আমার কানে কি ঢুকল?

নারদ। চুপ চুপ।

পর্ব্বত। আর চুপ মামা! উঠোন, বাগান, চোর-কুঠুরিতে পৌঁছিতে আর দেরী সয় না—বুঝি এইখানেই আমাকে থেকে যেতে হয়।

রমা। ঠাকুর, করেন কি, করেন কি—আত্ম-হত্যা করেন কেন?

পর্ব্বত। ও বাবা! আমার মাথা ঘুরতে লাগল যে!

সুকু। অমন ভীষণ স্থানে আরোহণ করেছেন কেন প্রভু?

রমা। উনি ছেলেমানুষ—ওঁর বৈরাগ্য জন্মাতে পারে। আপনার বৈরাগ্য হ'ল কিসে? তাই এত প্রাতঃকালে লোকের অগোচরে পাহাড় থেকে ঝাঁপ খাচ্চেন?

নারদ। ও গো, আমরা পথ হারিয়েছি।

রমা। ওঁর নয় এখন দৃষ্টি-শক্তি কম হয়েছে, আপনিও কি ওঁর সঙ্গে পথ হারালেন?

পর্ব্বত। আমি পথ হারাইনি, পথ আমাকে হারিয়েছে। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। ও মামা! আর কিছু দেখতে পাই না যে!

সুকু। নেমে আসুন, আমরা পথ দেখিয়ে দিচ্চি। কোথায় যাবার মানস করেছেন?

(পর্ব্বত ও নারদের অবরোহণ)

(সুকুমারী ও রমার প্রণাম)

নারদ। আহা, কি নম্রতা! কি ধীরতা, কি লজ্জাশীলতা!

পর্ব্বত। মামা আমার ব্যাসদেব হয়ে পড়লে যে! যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-বর্ণনার মহড়া মারুচ,—'ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ'—মামা! আমি একটা কথা বলব?

নারদ। বল না। যা বলবার, বল না। এদের সঙ্গে কথা কইবে, তাতে আর আপত্তি কি? দেখ সুন্দরি! এই যে এ কে দেখছ—ইনি আমার ভাগিনেয়—নাম পর্ব্বত ঋষি। ইনি কখন মর্ত্ত্যলোক দেখেন নি, তাই এঁকে মর্ত্ত্যলোক দেখাতে নিয়ে এসেছি। ইনি শালিতণ্ডুলের পায়েস খাবার অভিলাষ করাতে এঁকে সৃঞ্জয় রাজার বাটীতে লয়ে যাচ্ছি। ইনি তোমাদের সঙ্গে দুটি একটি কথা কইতে ইচ্ছা করেন।

রমা। কি কথা বলবেন বলুন।—মুখের দিকে অমন ক'রে চেয়ে রইলেন কেন?

পর্ব্বত। বলব?—বলব? হাঁগা তোমরা উড়তে পার?

রমা। পারি বই কি। উপযুক্ত বাহন পেলেই পারি।

নারদ। দূর মূর্খ!—ও গো, তোমরা ক্রোধ ক'র না। আমার ভাগ্‌নে ভাল কথা কইতে জানে না।

রমা। কেন ঠাকুর, এই যে বেশ কথা কইলেন। ঠাকুরের কথার জবাব দিতে আমার মাথা ঘুরে গিছলো।

নারদ। ও সব কথা এখন থাক, বলি, তোমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

সুকু। আমি প্রভু! সৃঞ্জয়রাজদুহিতা। এটি আমার মাতুলকন্যা—আশৈশব সহচরী। আমার নাম সুকুমারী, এর নাম রমা।

পর্ব্বত। শালিতণ্ডুল রাঁধে কে?

নারদ। তুমি থাম, আমি জিজ্ঞাসা করচি। রাজার মেয়েই যদি, তবে তোমাদের গৈরিক বসন কেন?

পর্ব্বত। রাজার মেয়ের আবার কি রকম কাপড় মামা?

রমা। রাজার মেয়ে শালিতণ্ডুলের পায়েসের কাপড় পরে।

পর্ব্বত। ও মামা! আমার একমুখ জল হয়ে গেল যে।

সুকু। আমরা সন্ন্যাস-ব্রতচারিণী, আশ্রম-বাসিনী।

নারদ। তবে তোমাদের আশ্রমেই যাই চল।

সুকু। আজ্ঞে ক্ষমা করুন প্রভু! পিতার নাম ক'রে এসেছেন—অগ্রে তাঁর গৃহ পবিত্র করুন। আমার ভাগ্যে থাকে, আবার আপনাদের চরণ দর্শন করব।

পর্ব্বত। সেই ভাল, তবে এস মামা!

নারদ। আঃ! থাম না। তা হ'লে কালকে—

পর্ব্বত। আর থামা কেন? তবে আমরা আসি গো!

নারদ। আরে থাম না।

পর্ব্বত। না, মামা মাটী করলে।

নারদ। তবে আমরা আসি। তা হ'লে এই পথটা দিয়ে যাই?

সুকু। এইদিক দিয়েই যান। আয় রমা, আমরাও যাই।

[রমা ও সুকুমারীর প্রস্থান।

নারদ। কথা জানিস না, কথা ক'স কেন?

পর্ব্বত। আমার মাথা ঘুরচে যে।

নারদ। মাথা আছে কি, তা ঘুরবে।

(নেপথ্যে। আর বিলম্ব করবেন' না, বিলম্ব করলে যেতে পারবেন না।)

পর্ব্বত। গেরুয়া পরেছ, তাই বেঁচে গেলে, তা না হ'লে কেমন কাপড় পরতে দেখা যেত।

নারদ। কেন, বস্ত্রহরণ করতে না কি?

পর্ব্বত। মামা! আমার জন্ম অবধি পেট খালি। এমন পায়েস খেতেম, ওরা পরবার জন্য কি রাখত দেখতুম।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান-পথ।

জনার্দ্দন।

জনার্দ্দন। নলতে যদি শিবঠাকুর হ'ত, তা হ'লে যত পারতুম তাকে নৈবিদ্যি উচ্ছুগ্‌গু ক'রে দিতুম। তা হ'লে আমার পুণ্যিও হ'ত, অথচ জিনিসপত্র এক তিলও বাজে খরচ হ'ত না।

আমারই ধন আবার আমারই কাছে ফিরে আসৃত। চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, আতাসন্দেশ, ক্ষীরমোহন যা রাক্ষসী নলতেকে খেতে বলব, রাক্ষসী সব খাবে—একটুও রাখবে না। ক্রমে ক্রমে সে আমাকে না খাইয়ে মার্‌বে দেখতে পাচ্ছি। আজকের কাঁঠালটা কারে দিই? শিব ঠাকুরকে আগে দিলে পোড়ারমুখী নেবে না। বল্‌বে, তোর উচ্ছুগ্‌গু জিনিস আমি কেন নেব! উচ্ছুগ্‌গু করতে হয়, আমি করব। ভাঙব, পোড়ারমুখীর তেজটা একবার ভাঙব,—আজ কাঁঠালটা তার মাথায় ভেঙে কুয়াটা আমি খাব। নলতে—বলি ও নলতে! নলতে এখানে আছিস্‌?

(ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)

ক্ষেমঙ্করী। বলি ওরে জনা—জনা! ওরে হতভাগা জ—না?

জনা। কে—ন।

ক্ষেম। কোথায় তুই?

জনা। কি জানি, তুই খুঁজে দেখ না।

ক্ষেম। তবে তুই কোথা থেকে কথা কচ্ছিস্‌ রে ড্যাকরা?

জনা। তোর পেছন থেকে, বুঝতে পাচ্চিস্‌ না?

ক্ষেম। কি—আমার সঙ্গে ঠাট্টা?

জনা। তবে না কি তুই চোখের মাথা খেয়েছিস্‌,—তবে না কি তুই দেখতে পাস না?

ক্ষেম। কেন পাব না রে হতভাগা? চোখের মাথা খেতে হয় তুই খে গে যা।

জনা। আচ্ছা, সে বিবেচনা করব এখন; এখন কি বল্‌তে এসেছিস্‌ বল্‌।

ক্ষেম। একটা কথা শোন!

জনা। ব'লে ফেল্‌।

ক্ষেম। দিদিমণি আমাকে তোর কাছে পাঠিয়ে দিলে।

জনা। বেশ, তার পর?

ক্ষেম। বল্‌লে, জনা কোথায় আছে দেখ।

জনা। এই দেখ, দেখেছিস্‌ ত! তার পর?

ক্ষেম। তার পর আমার পিণ্ডি।

জনা। বেশ, বেশ—তার পর?

ক্ষেম। দূর ছাই, আস্‌তে আস্‌তে সব ভুলে গেছি। দিদিমণিরে তোকে কি করতে বলে দিলে।

জনা। আচ্ছা, ক'রে রাখব এখন।

ক্ষেম। কারা এখানে আসবে, দিদিমণিরে তাই তোকে কোথায় থাক্‌তে ব'লে দিলে।

জনা। বল গে যা, সে সেখানে আছে।

ক্ষেম। দূর ছাই, সব গুলিয়ে গেল। তুই একটু র'স, আমি আবার জিজ্ঞেস ক'রে আসি। দেখিস্‌ যেন কোথাও যাস নি।

জনা। ক্ষেমা দিদি, নল্‌তে কোথা গেল তাকে দেখতে পাচ্চি না।

ক্ষেম। দেখতে পাচ্চিস্‌ না কি রে?—কোথা গেল, সকালবেলা মেয়েটা কোথা গেল?

জনা। ওরা বল্‌লে, তারে নিশিতে নিয়ে গেছে।

ক্ষেম। ওরে, কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে? অমন মেয়েটাকে নিশিতে নিয়ে গেল?

জনা। তুই ডাইনী সব খেয়েছিস্‌, আর নিশিটাকে খেয়ে ফেল্‌তে পারলি নি? তা হ'লে ত সর্ব্বনাশ হ'ত না!

ক্ষেম। ও নল্‌তে—নল্‌তে! ওরে কি বললি রে!

[প্রস্থান।

(অপর দিক দিয়া ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। হ্যাঁ জনা, তুই আমাকে ডাকছিস্‌? ঘাড় নাড়লি যে! তুই আমাকে ডাকিস নি?

জনা। তোকে আমি মনেও করিনি।

ললিতা। মিথ্যে কথা, তবে—আমি ঠোঁট কামড়ালুম কেন?

জনা। ও তোর দাঁত সড় সড় কর্‌ছিল। দেখ, আমি একটা কাঁঠাল আজ শিবঠাকুরকে দেব।

ললিতা। কাঁঠাল, কাঁঠাল! কোথায় পেলি? কোন্‌ গাছ থেকে পেলি? সেই আমার গাছটা থেকে বুঝি?

জনা। দেখ, সেটা আমি উচ্ছুগ্‌গু ক'রে বামুনকে দেব।

ললিতা। বেশ ত, তা আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস্‌ কি? আমি চল্লুম।

জনা। হ্যাঁ ভাই নলতে, আমার একটা কাজ কর্‌বি?

ললিতা। না ভাই! আমায় বড়দিদি এক চুবড়ী তুলসী তুল্‌তে বলেছে।

জনা। ছোটদিদিরাণী আমাকে এক ঝুড়ী বিল্বিপত্র তুল্‌তে বলেছে, তবু দেখ, আমি কেমন মজা ক'রে বেড়িয়ে বেড়াচ্চি।

ললিতা। তোর ত ভারী কাজ, গাছে উঠবি আর কাঁড়িখানেক বিল্বিপত্র পাড়বি। আমাকে কত খাট্‌তে হবে বল্‌দিকি?

জনা। তাই ত, তবে তুই চ'লে যা। আমি টপ ক'রে গাছে উঠব, খপ ক'রে গাছের ডাল ধরব, সরসর ক'রে গাছের ডাল নাড়া দেব, আর ঝর্ ঝর্ ক'রে বিল্বিপত্র পড়বে। আর তুই এক জায়গায় মাটীতে ব'সে—একটি একটি ক'রে তুলসী তুলবি! তোর কত কষ্টই না হবে! তোর হাতের নড়া কতই না ব্যথা করবে! দেখ ভাই! আমার প্রাণে বড় দুঃখু, নলতে! গাছে ওঠার মজাটা বুঝলি নি!

ললিতা। তুই আমায় ডাক্‌ছিলি কেন ভাই বল্ না?

জনা। দেখ, আজকে রোদ্দুর না উঠতে উঠতে তোকে এক দুঃখের কথা বলব।

ললিতা। না ভাই, তোর দুঃখের কথা শুনতে পারব না। আবার আমার ফুল তোলবার সময় হ'ল, তোর কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে দিদিরাণীরে বকবে।

জনা। মনে বড়ই খেদ রইল, আমার দুঃখু কেউ দেখলে না।

ললিতা। তবে শীগ্‌গির শীগ্‌গির ব'লে ফেল্ শুনি।

জনা। শোন্, এক সন্ধ্যে খাও, ঠাকুরের গুণ গাও, আর প্রাণ ভ'রে খাট—এমন সোনার চাকরী নিয়ে রাজনন্দিনীদের সঙ্গে পাঁচ পাঁচ বৎসর বনে বনে ঘুরলুম, না খেয়ে না দেয়ে মজা ক'রে খাটলুম;—কাঁড়ি কাঁড়ি ফুল পাড়লুম, কলসী কলসী শিবের মাথায় জল ঢাললুম, এমন সোনার চাকরী বুঝি আর রয় না। রাজনন্দিনীদের শিবের মাথার ফুল পড়েছে, জোড়া জোড়া বর মিলেছে, তাই দেখে ক্ষেমা বুড়ীর চোখ ফুটেছে—বকুনী খেতে খেতে জনার্দ্দন ভায়ার পেট ফুলেছে, এত সুখ বুঝি আর আমার সয় না। এখন রাজার বাড়ী ফিরে যাব, অন্দর-মহলে স্থান নেব। আর আপন খোসে চেটায় ব'সে এক টাকার মুড়ি একলা খাব—কাউকেও ভাগ দেব না। এই কুলবতীর লাজ, দেওরের ভাজ, আর জনার্দ্দনের কাজ—এক সময় না এক সময় থাকবেই থাকবে। কাজেই আমি কাজ পাব। মজা ক'রে বকুলতলায়, যত্ন ক'রে পরৃতে গলায়, রকম রকম তরুলতার ফুলে গাঁথব সাধে ফুলমালা; এমন সময় ছুটে এসে, রাগের চোটে, হেঁচে কেসে, চোখ রাঙিয়ে ক্ষেমা দিদি বলবে, জল আন্ বিশ জালা। কাজেই আমি খেঁকি হয়ে, বুড়ী বেটীকে চড়িয়ে দিয়ে কলসী ভেঙে কাঁদব! সইতে পারে রইলুম—না হয় সরব। কাজেই আমার কাজ গেল, কাজ গেল ত করব কি?—তবেই আমি গিয়েছি—আর দাঁড়াতে পার্‌চি না, গা ঝিম্ ঝিম্ করচে—শুয়ে পড়ি! দে নলতে আমার পা টিপে।

ললিতা। সত্যি সত্যিই কি তোমার গা ঝিম্ ঝিম্ করছে?

জনা। আমি আর কথা কইতে পাচ্চি না—আমার প্রাণ কেমন করচে। পা টেপ, পা টেপ।

ললিতা। আমায় দিদিরাণীরা বকবে যে ভাই!

জনা। বকে, তার কিনারা আমি করব। তুই এখন হাতের সাজী ফেল্।

ললিতা। তুই কি কিনারা করবি?

জনা। আমি তোকে রক্ষা করব।

ললিতা। কি ক'রে রক্ষা করবি বল্?

জনা। তোর বকুনির অৰ্দ্ধেক আমি নেব,—তোর সঙ্গে কাঁদব।

ললিতা। তোর গা ঝিম্ ঝিম্ করছে,—কথা কইতে পারচিস না, তবে এত কথা কইলি কি ক'রে?

জনা। এখনও কথা কাটাচ্ছিস! তবে আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা।

ললিতা। কেন যাব?—এ কি তোর একলার জায়গা না কি? দিদিরাণী আমাকে এখানকার রাণী ক'রে দেবে বলেচে।

জনা। বেশ, যখন এখানকার রাণী হবি, তখন এইখানে আসিস্।—এখন আমার ঘর থেকে বেরো।

ললিতা। কেন বেরুব—আমি এইখানেই বসলুম।

জনা। আচ্ছা, বসলি বসলি, কিন্তু পায় যদি হাত দিস ত মেরেই ফেলব।

ললিতা। এই পায়ে হাত দিলুম, এই তোর পা টিপলুম। কই, মার্ দেখি?

জনা। বটে, তোর বড় আস্পৰ্দ্ধা হয়েছে না?

ললিতা। কেন হবে না?

জনা। দেখ ভাই নলূতে!

ললিতা। কি ভাই জনা!

ললিতা। দেখ, যে তোরে আদর করে, 'আমার নলূতে, আমার নলূতে রাণী,' বলতে বলতে, হি হি ক'রে হাস্তে হাস্তে কাছটি ঘেঁসে আসবে; সেটা জানবি একটি কুণোবেড়াল। হয় সে পেটে পূরবে, না হয় ঠোঁঙাটি সুদ্ধ নিয়ে পিট্টান দেবে।

ললিতা। সে ত ক্ষেমা দিদি।

জনা। এই—বুঝেচিস্ ত? ও বুড়ীকে বিশ্বাস করিস নি! ও বুড়ী তোর সব খাবে, তবে ছাড়বে। আবার শোন্—যে তোকে দেখলেই মারতে আসে, তোর নাম শুন্‌লে জ্ব'লে যায়, তখন জানবি, তুই তার যথাসর্ব্বস্ব চুরি করেচিস্।

ললিতা। তুই ত আমাকে দেখলে জ্ব'লে যাস্! আমি তোর কি চুরি করেছি?

জনা। সর্ব্বনাশি! পাকা চোর যে হয়, সে কি চুরির কথা কখন মানে?

ললিতা। তুই আমাকে চোর বললি, আমি দিদিরাণীকে বলে দিই গে।

জনা। যা, এখনি বল্ গে যা—আমি তোর দিদিরাণীকে ভয় করি না কি? যা বল্ গে যা—এখনি যা, বস্‌তে পাবি না।

ললিতা। আমি যাব না।

জনা। তবে আর এক কথা বলি শোন্। তোর দিদিরাণীও চোর। আমি আর ক্ষেমা দিদি ছাড়া এ আশ্রমের সবাই চোর। তবে ক্ষেমা দিদি আগে অনেক চুরি করেছে, এখন বুড়ী হয়ে কেবল বুচকি নাড়ে—আমি কিন্তু নিরেট খাঁটী।

ললিতা। তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা, তুই দিদি-রাণীদের চোর বল্‌লি?

জনা। বল্‌ব না? খুব বল্‌ব। দুশোবার বল্‌ব। এই যে পাঁচ বৎসর সবাই মিলে শিব-ঠাকুরের সেবা কর্‌লুম, তার ফল চুরি করলে কে? বলি, তুই আমি কি তার ভাগ পেয়েচি? দুই দিদিরাণীতে চুরি ক'রে বাঁটোয়ারা ক'রে নিয়েছে। বুঝতে পেরেচিস্?

ললিতা। হ্যাঁ ভাই!—সত্যি?

জনা। এইবারে পথে আয়। এই যে দিদি-রাণীদের বর মিল্‌লো;—তোর কি হ'ল?

ললিতা। আমার আবার কি হবে?—আমি বর চাই না।

জনা। তুই চাস্ না, বর ত তোকে চায়! তোরে আতা গাছ থেকে আতাপেড়ে দেবে,—পেয়ারাগাছে উঠলে গাছের ডাল নাড়া দেবে,—বাদামগাছের দোলানায় দোলাবে।

ললিতা। কেন, তুই দোলাবি।

জনা। কেন, আমি কি তোর চাকর না কি—যে চিরকাল তোকে দোলাব?—আমি আর তোর সঙ্গে কথাও কব না।

ললিতা। কেন ভাই? তুই আমার ওপর রাগ কর্‌লি? আমি তোর ভাল ক'রে পা টিপে দিচ্চি।

জনা। আমি ত দোলাব, তুই কি এর পরে আর দুলবি?

ললিতা। তুই যদি দোলাস ত দুলব, না হ'লে দুলব না।

জনা। তবে আমি যা বল্‌ব, তা শুন্‌বি?

ললিতা। শুন্‌ব।

জনা। যা কর্‌তে বল্‌ব, তাই কর্‌বি?

ললিতা। কর্‌ব।

জনা। দেখিস ভুলবি নি ত?

ললিতা। দেখিস তুই ভুলবি নি ত?

জনা। তবে গান কর।

ললিতা। তবে তুই ওঠ।

(হাত ধরাধরি করিয়া গীত)

ললি। আমি তুলব ফুল গাঁথব মালা,
হাত দিতে দিব না কারে।

জনা। না ফুটতে ফুল, ছিঁড়ে মুকুল,
ছড়িয়ে দেব চারি ধারে॥

ললি। ছড়া মুকুল কুড়িয়ে নেব,
ফুটিয়ে ফুল হার গাঁথিব,

জনা। আমি চুরি ক'রে গলায় প'রে পালাব
যমুনা-পারে।

ললি। দেখব দেখি, তুই আমাকে ফেলে কেমন ক'রে পালাস্?

জনা। আমায় যদি থাকতেই হয়, তবে এক কাজ কর্—ক্ষেমা বুড়ীর নাক কেটে নিয়ে আয়।

(ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)

ক্ষেম। কার নাক কাটবি রে জনা?

জনা। এই নলূতের ক্ষেমা দিদি! বল্‌ছিলেম কি, এই ক্ষেমা দিদির নাকের মতন ক'রে কেটে

নাকটাকে মানানসই ক'রে নিয়ে আয়। তাও যেতে চাচ্ছে না। বলে, ক্ষেমা দিদির দাঁত নেই; মাড়ী দে চেপে ধরবে, কাটবে না—লাভের মধ্যে নাকটা থেঁতলে যাবে।

ক্ষেম। বলি হ্যাঁ লা! তোকে এই না খেয়ে না দেয়ে দুধকলা দিয়ে পুষলুম কি ছোবল খাবার জন্যে?

ললিতা। তুই ওর কথা শুনিস কেন দিদি! ওর গা ঝিম্ ঝিম্ করচে, তাই কি বলতে কি বলচে।

ক্ষেম। তা এতক্ষণ আমায় বলিস নি রে হত-ভাগা! যা নলতে, একটু চোনা, আর গোবর নিয়ে আয়। তাতে একটু ঘি, মধু আর দুচারখানা আদার কুচি দিয়ে বেশ ক'রে বেটে খাইয়ে দে,—এখনি সেরে যাবে এখন।

জনা। ও ক্ষেমা দিদি! তোর ওষুধের কি গুণ! নাম করতেই রোগ যে পালাবার জন্য কণ্ঠায় এসে ঠেলা মারচে! ক্ষেমা দিদি, হাত পাত—হাত পাত—তোর হাতে বেটার রোগকে উগরে দিই। দু হাত দে ধ'রে চেপে মেরে ফেল্। রোগের জড় ম'রে যাক্।

(সুকুমারীর প্রবেশ)

ক্ষেম। ওরে পোড়ারমুখো, করিস কি—করিস কি? হাতে ব্যথা—হাতে ব্যথা!

সুকু। বলি হ্যাঁ ক্ষেমা দিদি, এই কি তোর যেমন যাওয়া, তেমনি আসা?

ক্ষেম। এসেই ত জনাকে ডাকচি—ও নড়বে না, তা আমি কি করব?—ওরে জনা! আমাদের এখানে অতিথি আসবে, তুই ভাল করে পাহারা দিবি। যেন দিদিমণিদের কিছু চুরি না যায়, বুঝলি?

সুকু। মরণ আর কি! যা জনা, বাইরে ব'সে থাক্ গে। যদি কেউ আসে আমাকে খবর দিবি। আর তুই এখনও ফুল তুলতে যাস্নি! এতক্ষণ করছিলি কি?

ললিতা। তাই ত আমি যাচ্ছি।

ক্ষেম। শীগ্গির ফুল তুলে আন্। তুই শীগ্গির দোরে বস্ গে—আমি শীগ্গির ঠাকুরদের নামটা জপ ক'রে নিই গে। কে—এখানে আসবে দিদিমণি?

জনা। সে শীগ্গির জানতে পারবি। এখন শীগ্গির দোরটা দেখিয়ে দিবি আয়।

[সুকুমারী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(রমার প্রবেশ)

সুকু। দেখ্ রমা! পিতা আদেশ ক'রে পাঠিয়েছেন যে, ঋষিযুগল যত দিন মর্ত্ত্যে থাকবেন, তত দিন আমাদের তাঁদের সেবা করতে হ'বে। আজ তাঁরা আমাদের আশ্রমে পদার্পণ করবেন।

রমা। আসুন, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু ভাই গতিক বড় ভাল ব'লে বোধ হচ্চে না। বড়ঠাকুরটি তোর দিকে হাঁ ক'রে চেয়েছিল।

সুকু। ওঁদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, চিনলি কেমন ক'রে?

রমা। ঐ যেটির হাতে কমণ্ডলু, কোঁকড়ান কোঁকড়ান চুল, টানা ভুরু, পাগলাটে ধরণ, ওইটি বড়। আর যাঁর মাথায় শোণের নুড়ী, পেট পর্য্যন্ত দাড়ী, গায়ে মাংসের ঝুড়ী, ঐটি ছোট। বলি ঠাকুরকে দেখে তোর চোখ ঝলসে গেল নাকি?

সুকু। যথার্থই রমা, আমার চোখ ঝলসে গেছে। জীবনীশক্তি নিয়ে বয়স নির্ণয়। যার জীবনীশক্তিতে সহস্র সহস্র প্রাণ অনুপ্রাণিত, সে যুবা, না যে নিজের প্রাণ নিজে রক্ষা করতে পারে না, সে যুবা?

রমা। বেশ ত, তবে ঠাকুরটির ভোজনদক্ষিণার জন্য প্রাণটুকু রেখে দাও।

সুকু। ঈশ্বরী হ'তে কার অসাধ-ভাই? কিন্তু এমন ভাগ্য কি করেছি যে, ঈশ্বর আমাকে পায়ে রাখবেন?

রমা। তুমি যদি একটু ইঙ্গিত কর, তা হ'লে ঈশ্বর এসে তোমার পায়ে পড়বেন। আমি তোমার ঈশ্বরকে দেখেই চিনেছি। দেখ দিদি, এই বড় ফোঁটা কপালে—বড় বড় বচন বলে—বড় বড় দাড়ী, এই রকমের ঠাকুর সব প্রবঞ্চকের ধাড়ী। কথায় কথায় নাড়ী টেপে, কথায় কথায় ওষুধ দেয়—ঠিক জানবি সে কবিরাজ মানুষ খায়। ঐ যে ছোট ঠাকুরটি এসেছে, ওটি সংসার জানে না, ভাল মন্দ কিছুই বোঝে না, তুমি তার দিকে চেয়ে রইলে কি না রইলে খোঁজ করে না—আপনার তালেই আছে। ঐ ঠাকুরটিই খাঁটি। দেখলে বোধ হয়

একটু রাগী রাগী—তা দিদি, সূর্য্য হ'লেই উত্তাপ থাকে।

সুকু। বেশ, ছোট ঠাকুরটিকে ভাল লেগেছে, তবে তারে না হয় বিয়ে ক'রে ফেল্।

রমা। না ভাই! অমন ঠাকুরটিকে মেঘে ঢেকে, শেষে কি দিনকে রাত ক'রে ফেলব।

(জনৈক সখার প্রবেশ)

সখী। দিদিরাণী, তোমাদের পূজার উদ্যোগ হয়েছে। তোমাদের অপেক্ষায় সবাই ব'সে রয়েছে।

সুকু। আয় ভাই, এখন যাই। পরের কথা পরে হবে এখন।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির-প্রাঙ্গণ।

জনার্দ্দন, ললিতা ও ক্ষেমঙ্করী।

জনা। যা বলবি, এই শিবের সম্মুখে এসে বল। একেবারে সকল গোলমাল চুকে যাক।

ললিতা। যা বলবি, সব একেবারে ব'লে ফেল্—আধাআধি করিস নি। জনা ন্যায়শাস্ত্র পড়েছে, সব কথার খাঁটি জবাব দেবে এখন।

ক্ষেম। বলব কি জনা! আমার হাত-পা আসচে না।

জনা। আ মর, আমরা ত তোর হাত ধ'রে রেখেছি! তাতে পা আসবে না কেন?

ক্ষেম। দুই দুই যোগী ঠাকুর এখানে কি করতে আস্ছে?

ললিতা। তোর মাথার পাকা চুল তুলতে।

ক্ষেম। তুই থাম; তোকে আমি জিজ্ঞেস করি নি।—ওরা যে রাজভোগ ফেলে আমাদের এখানে আড্ডা নিচ্চে, তা এখানে এলে খাবে কি?—রাজার বাড়ী ছেড়ে এ বনে ঠাকুরেরা কি করতে আসচে?

ললিতা। ওরা দেবলোক থেকে আসচে কি না—আসতে আসতে পথে দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দাদা অনেক কাঁদাকাটি ক'রে ঠাকুর দুজনকে বলেছে যে, ফিরে আসবার সময় ক্ষেমা দিদিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস। তাই ঠাকুরেরা তোকে নিতে আসচে। হাঁ দিদি! দাদাকে ছেড়ে আর কত কাল এখানে থাকবি?

ক্ষেম। কি করব দিদি! যম যে আমাকে একেবারে ভুলে রয়েছে।

ললিতা। তা যমের আর অপরাধ কি! কত কাল তোর যমের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি বল দিকি?

জনা। ও হরি! তা জানিস্ নি বুঝি। যম যে ঠাকুরদের দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছে, তিনি তোকে নেবেন না। যম রাজার না কি একটি ছেলে হয়েছে; সে ছেলে না কি দুধ খেলে কাঁদে। তাইতে কে বলেছে যে, ছেলেকে ডাইনীতে খেয়েছে। তাইতে যম রাজা পৃথিবীতে যত ডাইনি আছে, সকলকে জ্যান্ত মাটীতে পুততে হুকুম দিয়েছে!

ললিতা। তাই শুনে ঠাকুরদাদা কেঁদে আর বাঁচে না। বলে ক্ষেমা দিদিকে না দেখে আর কত কাল বাঁচব? তার কান্না শুনে ঠাকুরদের দয়া হয়েছে। তাই তোরে মাটীতে না পুতে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যেতে এসেছে।

ক্ষেম। (ক্রন্দনের সুরে) তা তোর দাদা এমনি ভালই বাসত দিদি, এক দণ্ডও চোখের আড়াল হ'তে দিত না। আমি পোড়াকপালীর বড় কঠিন প্রাণ, তাই তারে হারিয়ে এখনও বেঁচে আছি।—হাঁ রে জনা, নলুতে যা বলচে তা কি সত্যি?

জনা। আমার মনে হয়, নলতে তোকে দম বাজী দিচ্চে। এমন সোনার জায়গা থেকে, দমবাজী দিয়ে তোরে কোথাও তাড়াবার চেষ্টা করছে।

ললিতা। সত্যি ক্ষেমা দিদি, সব মিছে।

ক্ষেম। না না, মিছে হবে কেন? তুই কি আমার তেমন মেয়ে! আর তোর দাদা যদি স্বর্গে না যায়, তা হ'লে স্বর্গ নরক মিছে কথা। আহা নাতনি! তোরে আর কি বলব—তোর দাদার গুণ তা তোরে আর কি বলব? তার মতন মানুষ এ কালে কি আর দেখতে পাওয়া যায়! রাজার বাড়ী চাকরী ক'রে যা কিছু উপরি পেত, সব আমার হাতে এনে দিত—এক পয়সার তঞ্চক করত না। সে থাকলে আজ তোদের খাবার ভাবনা! সুকুমারী রমার কাছে কি তোদের হাত পাততে হয়! সে বাজার করত, আর ভাল ভাল অর্দ্ধেক

জিনিস চুরি করত। আর সেই সব জিনিস তোদের লুকিয়ে খাওয়াত।

জনা। না ক্ষেমা দিদি! না খেয়েছি বেশ হয়েছে। আহা, বুড়োর উপরি-রোজগারে ভাগ বসালে কি আর রক্ষা থাকত? তা হ'লে স্বর্গ আমরা একচেটে ক'রে ফেলতুম। ঠাকুরদাদাকে ত অনেক কালই খেয়েছিস্, তা হ'লে আমাকে আর নলুতেকে কোন্ কালে মুখশুদ্ধি ক'রে ফেলতিস্।

ক্ষেম। এক জন এক জন ক'রেই না হ'ক আসুক—এ একেবারে দু দুজন যোগী! এখানে কি করতে আসচে?

ললিতা। আ মর্! এই যে তোকে বললুম ভীমরতি বুড়ী!

ক্ষেম। কই—কি বললি?

জনা। ও বলতে পারে নি, আমি বলচি, শোন্।

ক্ষেম। বলত।

জনা। ঠাকুরদাদার সকল অঙ্গ স্বর্গে গেছে, কেবল মাথাটা এখানে পড়ে আছে। ঠাকুরদাদা স্বর্গের রাস্তায় যারে দেখচে, তারেই বলচে, আমার পতিব্রতা ক্ষেমা দিদি আমার মাথা খেয়েছে। পথে আসতে আসতে তাই না শুনে, ঠাকুররো তোর পেটের গহ্বর মাপতে এসেছে।

ললিতা। গহ্বর মেপে, জাল ফেলে দাদার মাথাটা বার ক'রে যার ধন তারে ফিরে দেবে। হাঁ দিদি! সেটা তোর পেটে নৈকাট হয়ে আছে না?

ক্ষেম। তবে রে পোড়ারমুখো মেয়ে! তোর যদ্দুর মুখ তদ্দূর কথা! (প্রহারোদ্যত)

জনা। হাঁ—হাঁ! করিস্ কি—করিস্ কি—তোর হাতে লাগবে!

(নেপথ্যে)। এ আশ্রমে কে আছ? দ্বার উন্মোচন কর। আমরা দুইজন অতিথি।

ক্ষেম। ওরে হতভাগা! দোর দিয়ে এসেছ! —দিদিরাণীরে শুনলে মেরেই ফেলবে এখন। দোর খুলে দিয়ে আয়!

জনা। যা নলুতে, দোর খুলে দিয়ে আয়।

ললিতা। আমি পারব না—আমার ভয় কচ্চে।

ক্ষেম। আ মর্, তুই যা না।—না।—আ মর্, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

জনা। দাঁড়িয়ে থাকি কি সাধে? শুয়ে ব'সে সুখ পাচ্চি না। আমার প্রাণ কেমন কচ্চে।—যা না ভাই নলুতে!

ললিতা। ওরে বাবা রে! আমি পারব না।

(নেপথ্যে)। দ্বার খুলবে ত সত্বর খোল। না হ'লে মামাকে আমি তোমাদের এ দেশে আসতে দেব না।

ক্ষেম। ওরে মুখপোড়া, যা না।—ওরে মুখপোড়া, দোর খুলে দে না।

জনা। চুপ কর্ বুড়ী!—কার দোর আমি খুলব?

ক্ষেম। ওরে শুনচিস্ নি। এখনি রেগে চ'লে যাবে যে রে!

জনা। তা যাক্—তাতে তোর আমার কি?

(রমার প্রবেশ)

সুকু। ওরে জনা। শুনতে পাচ্চিস নি?

জনা। কি দিদিরাণী?

রমা। 'কি' রে হতভাগা! আমরা এক রাজ্যির তফাৎ থেকে শুনতে পেলেম, আর তোমার 'কি' হ'ল? যা!—শিগগির যা।

ক্ষেম। আমি সেই অবধি বলছি বাছা! তা ও কিছুতেই নড়বে না।

সুকু। যা ভাই! তা না হ'লে ঠাকুররা রেগে চ'লে যাবে।

[জনার প্রস্থান।

রমা। ক্ষেমাদিদি! তুইও আর দাঁড়াসনি, আসন-টাসন পেতে ঠিক ক'রে রাখ।

ক্ষেম। তা ত রাখতে হবে দিদি।

[প্রস্থান।

ললিতা। ঠাকুররো চ'লে গেলে উপায় কি হবে দিদিরাণী?

রমা। উপায় আর কি হবে? তা হ'লে সব ভস্ম হয়ে যাবে। তুইও যা, তুই না গেলে হয় ত জনা পথ থেকে ফিরে আসবে।

ললিতা। ও বাবা! বল কি গো। শুনে আমার গাটা কাঁটা দিয়ে উঠল।

রমা। তবে শীগগির যা।

ললিতা। ও বাবা! তা হ'লে ত যেতেই হবে।

[ললিতার প্রস্থান।

সুকু। কি করা যায় বল্ দেখি রমা? কি রাঁধি বল্।

রমা। আগে ত ঠাকুররো আসুক। তারপর বিবেচনা করা যাবে। আর ঠাকুররো ত সুধু পায়স খেতে মর্ত্ত্যে এসেছে।

সুকু। সুধু পায়স কি আর দেওয়া যায়?

(জনা ও ললিতার পুনঃপ্রবেশ)

জনা। দিদিরাণী! সর্ব্বনাশ!

সুকু। সর্ব্বনাশ কি রে?

জনা। আজ্ঞে সর্ব্বনাশ।

ললিতা। হাঁ গো! সর্ব্বনাশ!

সুকু। সর্ব্বনাশটা কি হ'ল, ভেঙেই বল না?

জনা। সর্ব্বনাশ আবার কি হয়?

সুকু। কি হয়েছে রে নল্‌তে?

ললিতা। তা ত কিছুই বুঝতে পারচি না, দিদিরাণী।

জনা। না বোঝবারই যোগাড় করেছে। কাউকে কিছু বুঝতে দিচ্ছে না।

ললিতা। জনা যা বল্‌চে, ঠিক গো। কাউকে কিছু বুঝতে দিচ্চে না।

রমা। ঠাকুররো ।ক ফিরে গেছে?

জনা। ওগো, আমায় আর কিছু জিজ্ঞাসা ক'র না। সর্ব্বনাশ—পীতবাস, সর্ব্ব-অঙ্গে শোণের চাষ, একটা বাঁশঝাড় হাতে ক'রে আসচে। আর পেছনে পাহাড়, রুদ্রাক্ষের ঝাড় বনেদ সমেত আসচে।

সুকু। তার মানে কি?

জনা। মানে কি, কিছুই বুঝতে পারচি না। কেবল বল্‌চে খাব—খাব—সব খাব।

ললিতা। এত বড় হাঁ গো তার এত বড় হাঁ।—

রমা। ওরে জনা! লুকো লুকো—নল্‌তেকে নিয়ে লুকো, তা না হ'লে তোর নলতেকে দেখলেই গিলে ফেল্‌বে।

সুকু। বুঝলি কিছু রমা?

রমা। তুমি কি বুঝতে পার নি? ঠাকুররা আসছেন। আমি এগিয়ে আনি। তুমি একটু অপেক্ষা কর।

[প্রস্থান।

সুকু। কি রকম দেখলি, বল্ দেখি?

জনা। জঙ্গল আর পাহাড়। আগে জঙ্গল, পেছনে পাহাড়।

ললিতা। হাঁ গো। ঠিক গো। বিরোধ পাহাড়—এত বড় চুড়ো গো দিদিরাণী—এত বড় চুড়ো।

সুকু। দূর বাঁদর মেয়ে!

[প্রস্থান।

(নারদ ও পর্ব্বতকে লইয়া সুকুমারী ও রমার পুনঃপ্রবেশ)

(গীত)

নারদ। বিভূতি-ভূষণ অঙ্গে কি রঙ্গে ধরেছ হর
কি রঙ্গে শ্মশানে দিবানিশি হে।
সংসার-বিভব ভব, কেন হে এ বেশ তব,
পরের কৃপার অভিলাষী হে।
রজত-গিরির শিরে, রজত অমিয়াধার—
বাঁধিয়া রেখেছ যদি শশী হে।
তবে কেন হে অনল ভালে, কেন হাড়মাল গলে,
জাহ্নবী বাঁধন জটারাশি হে।
কাতর সে কার তরে, যাহার করুণা ধ'রে
জীবনে জাগিয়া বিশ্ববাসী হে।
জীবনে ভিখারী হবে, কে কোথা শুনেছে কবে,
ভুবন-ঈশ্বরী যাঁর দাসী হে।

পর্ব্বত। অত প্রেম প্রেম ক'রে হেদিয়ে ম'লে কি আর ইহজন্মে যোগীশ্বরের রঙ্গ বুঝতে পারবে? তোমাদের হা-হুতাশ আর দীর্ঘশ্বাসের লটলোটে দীপক মল্লারের পদ সাধা যায় না। সাধনা করতে ত শ্মশান-বিভূতির মর্ম্ম বুঝতে। মামা! যোগীর মনস্তুষ্টির জন্য গোলোকের সকল সুখ ভয়ে ভয়ে শ্মশানের আশ্রয় লয়। বিভূতি চন্দনের শীতলতা পায়। বিষে অমৃতের গুণ ধরে। সে কথা যাক, এখন বল দেখি মামা! জায়গাটা কেমন? প্রেমিক-বর! গোলোকধাম থেকে নেমে এসে জায়গাটা কেমন ঠেক্‌চে বল দেখি?

রমা। প্রভু! অনুমতি করেন ত আমি একটা কথা কই।

পর্ব্বত। অ্যাঁ, তুমি? তুমি কথা কইবে, তার আবার অনুমতি কি? তবে তুমি অনুমতি কর, আমি শুনি।

রমা। উনি ত প্রেমিকবর, আপনি কি?

পর্ব্বত। সে দিন পর্ব্বতের অধিত্যকাপথে কথা কয়েছিলে তুমি ?

রমা। পর্ব্বত ত আপনি, আপনার ভেতরে আবার অধিত্যকা উপত্যকা আছে না কি ?

পর্ব্বত। সে দিন পর্ব্বতের অধিত্যকাপথে কথা কয়েছিলে তুমি ?

রমা। সে কি প্রভু! অন্যায় বলেন কেন ? এমন লোকবিগর্হিত কাজ কি আমি করতে পারি ?

পর্ব্বত। সে দিন পর্ব্বতের অধিত্যকাপথে কথা কয়েছিলে নিশ্চয় তুমি।

রমা। ভাল, আপনি এতই যদি নিশ্চয়, তা হ'লে না হয় আমি দুটো কথাই কয়েছিলেম। তা হ'লে সুধু অধিত্যকাপথে কেন—সে দিন আমি কোথায় না কথা কয়েছি ?

সুকু। তা কয়েছিসই ত, তার আবার রহস্য করচিস্ কি ? সত্য প্রভু! সে দিন রমা উন্মত্তা হয়েছিল। সুধু অধিত্যকাপথে কেন,—প্রান্তরে, নদীজলে, ঘরে, তরুতলে, এই শিবমন্দিরে—নেচেছে, গেয়েছে, আর রাশি রাশি কত রকমের কথা ঢেলেছে। পায়েসে কথার ফোড়ন দিয়েছে।

রমা। প্রভুর শাস্ত্র দেখা আছে কি ?—দেখা থাকে যদি, বলুন ত প্রভু! এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে ?

পর্ব্বত। কথা বিলাসিনি! তুমি কথা কও।

রমা। আমি যা জিজ্ঞাসা করলেম, কই, তার উত্তর ত দিলেন না!

পর্ব্বত। তুমি কি জিজ্ঞাসা করলে ?

রমা। বলি, উনি ত প্রেমিকপ্রবর—আপনি কি ?

পর্ব্বত। ও মামা! এ আবার কি কথা ? আমি আবার কি ?

নারদ। তুমি কি বলতে পার না ? আমায় বলতে হবে ?—দেখ সুকুমারি! ইনি আকুমার ব্রহ্মচারী, কঠোর তাপস। শুন রমা! যার সম্মুখে আজ আমরা দাঁড়িয়ে আপনাদের কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করচি, ইনি সেই দেবাদিদেবের প্রিয় শিষ্য। এঁতে আর ওঁতে কোনও প্রভেদ নাই।

রমা। দেবাদিদেব ত পাথর—প্রভুও কি তাই ? দেবাদিদেব ত নীলকণ্ঠ—প্রভুর কণ্ঠেও কি ক্ষীরোদমন্থনে সবার শেষে যা ভেসে উঠেছিল, তাই আছে ?

পর্ব্বত। কেন সে জিনিসটে কি মন্দ ?—মামা! তোমরাই বিষের দোষ গাও। কিন্তু সংসার যদি বিষময় হ'ত, তা হ'লে বোঝা যেত, সংসারের গতি কোন্ পথে। মহেশ্বর গরলটা নিজের গলায় পূরেই যে মাটী ক'রে ফেলেছে—তা না হ'লে, সেই বিষ সমস্ত সংসারে ব্যাপ্ত হ'ত। সৃষ্টিরক্ষার জন্য সচেষ্ট ভগবান্ বিষে আর অমৃতে প্রভেদ রাখতে পারত না। তা হ'লে দেবাসুরের দ্বন্দ্ব হ'ত না। ভগবান্‌কে মাঝে মাঝে বরাহ নৃসিংহ প্রভৃতি জন্তু-গুলোর মূর্ত্তি ধরতে হ'ত না। রঘুরাজকে সীতা-শোকে পথে পথে কাঁদতে হ'ত না।

নারদ। আর ?

পর্ব্বত। আর!—আর পায়েসের লোভে মর্ত্ত্যে এসে, এখানকার কাঁকরপথে আমার পা দুটোকে ক্ষতবিক্ষত করতে হ'ত না। বাবা! মর্ত্ত্যের কি পথের মহিমা!

নারদ। রমা! তা হ'লে বাবাজীকে পায়েসটা ভাল ক'রে খাইয়ে দাও। বাবাজীকে এক গণ্ডূষ জল দিলে শত অশ্বমেধের ফল হয়।

রমা। বলেন কি ? তা হ'লে আর কে হাত পুড়িয়ে পায়েস রাঁধে? আসুন ঠাকুর, তা হ'লে আপনাকে এক পুকুর জল খাইয়ে দিই গে।

পর্ব্বত। ও মামা! সত্যি সত্যিই তাই করবে না কি ?

সুকু। ভয় কি ঠাকুর! ও না দেয়, আমি আপনাকে রেঁধে খাওয়াব।

পর্ব্বত। আর এক পুকুর জল খাওয়াতে হয় না।—এক গণ্ডূষ জল মুখের কাছে নিয়ে না যেতে যেতে, ইন্দির ঠাকুর অমনি লপ্ ক'রে তোমায় তুলে নিয়ে যাবে। শত অশ্বমেধ সে কি আর কাউকে করতে দেবে মনে করেছ ? একটার ওপর আর একটা যজ্ঞ করলেই তার গা চিড়বিড় করে—পাছে তার শতক্রতু নামটা লোপাট হয়ে যায়। কোথায়, দেখাবে চল। তা হ'লে কাশী যাওয়ার দায় হ'তে নিষ্কৃতি পাই বাবা, এইটুকু আসতেই মর্ত্ত্যের রাস্তার মর্ম্ম বুঝেছি। রমে! আমাকে পেট ভ'রে পায়েস খাওয়াও। আশীর্ব্বাদ করি, সুমেরু হ'তেও উচ্চতর পুণ্য শৈলে আরোহণ কর।

রমা। শৈলে আরোহণ ক'রে কি করব ঠাকুর ?

পর্ব্বত। শৈলে আরোহণ ক'রে কি করবে, তাও কি ব'লে দিতে হবে ? সেখানে মেঘে সাঁতার কাটবে।

রমা। মনের কথা বুঝেছি ঠাকুর! আমরা মেঘ থেকে ঝ'রে প'ড়ে যাই, আর আপনি মজা ক'রে পায়েসের হাঁড়ীটে দখল ক'রে নেন। ও দিদি! ঠাকুরকে পায়েস দিস্‌নি, ঠাকুরের মতলব ভাল নয়।

নারদ। আর বাবাজীকে নিয়ে রহস্য করবার প্রয়োজন নেই। চল, বাবাজীকে হাতে হাতে কাশীবাসের ফলটা সমর্পণ ক'রে আসি। দেখ সুকুমারি, তোমার পিতার আলয়ে যাবার পূর্ব্বেই আমরা কা'ল সংকল্প করেছিলেম, এক দিনমাত্র তোমার পিতৃ-গৃহে অবস্থান ক'রে এই স্থানে আতিথ্য-গ্রহণ কর্‌ব। তাতে বাবাজীর বিশেষ আগ্রহ, তোমাদের হাতের পায়েসটা কেমন, এক-বার পরীক্ষা করে।

পর্ব্বত। হাঁ সুকুমারি, মামার যা কিছু করা, সব আমার জন্য। মামার খাওয়া-দাওয়া কিছু নেই। মামার এখানে আগমন সুধু আঘ্রাণের জন্য—খাব কেবল আমি।

সুকু। আপনাদের সহবাস-সুখে বঞ্চিত হয়ে পিতা ত আমার মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না ?

নারদ। তিনি শুনে পরমানন্দিত হয়েছেন। দেখ সুকুমারি, তাঁর মুখে তোমার পিতৃ-ভক্তির কথা শুন্‌লেম। শুনে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছি, তা আর কি বল্‌ব! পিতৃপরায়ণা! তুমিই নারীকুলে ধন্যা! পিতৃদেবের সাধিকা গাণপত্যই বল, শৈবই বল, শাক্তই বল, আর বৈষ্ণবই বল —কি ব্রাহ্মই বল, এ জগতে তোমার স্থান কেহ অধিকার কর্‌তে পার্‌বে না।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ,
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

এই যে কৈলাসগিরির মত তুষারশুভ্র দেহে, শ্যামল তরুরাজি ভেদ ক'রে, তোমার তপোবনের শিব-মন্দির দণ্ডায়মান রয়েছে, এখানে সুধু একা মহে-শ্বরের অধিষ্ঠান নয়, এই মন্দির-দ্বারে সকল দেব-তাই বাঁধা প'ড়ে আছে।

পর্ব্বত। আমরা বাকী ছিলেম, আমরাও পড়লেম। এখন শালিতণ্ডুলের পায়স-রূপ দৃঢ় রজ্জু দিয়ে মামাকে একবার বেঁধে ফেলতে পারলেই লেঠা চুকে যায়।

রমা। ঠাকুর, অলঙ্কারশাস্ত্রটা একেবারে হাপরে চড়িয়েছেন যে! আমরা যে এক আধখানা গায়ে দেব, তারও উপায় রাখ্‌লেন না!

সুকু। দেখবেন প্রভু! পিতাকে যেন আপনাদের সঙ্গ-ছাড়া হ'য়ে মর্ম্ম-পীড়া না পেতে হয়! তা যদি হয়, প্রভু! তা হ'লে আপনাদের মত অতিথি পেয়েও আমরা সুখী হব না!

নারদ। ওগো না গো না, কোন ভয় নেই। তিনি অতি আনন্দিত হয়েই অনুমতি দিয়েছেন।

সুকু। দেখবেন প্রভু! আমাকে যেন পিতৃ-অসন্তোষের কারণ ক'রে পাপ-ভাগিনী না করেন।

পর্ব্বত। আর আমাদের মতন বিশ্বদিগ্‌গজ অতিথি প্রত্যাখ্যান ক'রে পুণ্যের ছালা ঘাড়ে কর্‌বে না কি ?

নারদ। আহা হা! তুমি কথা ক'চ্চ কেন বাপু ?

পর্ব্বত। কথা কইব না, তা ব'লে অতিথি প্রত্যাখ্যান কর্‌বে ? ও বালিকা, অতিথি-প্রত্যা খ্যানের ফল ত বোঝে না!

নারদ। ওরা কি প্রত্যাখ্যান করছে রে পাগলা ? ওরা জুটো ভক্তি-সূত্রের কথা কচ্চে !— চল চল—যাই চল।

(ক্ষেমঙ্করীকে বেষ্টন করিয়া সখীগণের প্রবেশ)

ক্ষেম। কই কই কই রে—কে এসেছে রে ?

জনা। কে আবার আসবে ? যে আসবার, সেই এসেছে।

(গীত)

এসেছে প্রেমিক-রতন সজল নয়ন উঠে প'ড়ে।
চল যাই দিদিমণি আগিয়ে আনি হাওয়ায় চ'ড়ে॥
হেরে তার বদনখানি, প্রাণে প্রাণে টানাটানি,
কেমনে প্রাণ-সজনি হিয়ার মাঝার গেছে ছ'ড়ে।
প্রবোধে মন মানে না, সে টানে প্রাণ বাঁচে না,
ভেবেছি সবাই মিলে দেব সে বঁধুর গলে
বেলের গ'ড়ে।

(পটক্ষেপণ)

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

—*—

প্রথম দৃশ্য

মন্দির-সংলগ্ন উদ্যান

পর্ব্বত ও নারদ।

পর্ব্বত। মামা!—কি আশ্চর্য্যের কথা মামা!

নারদ। কি কথা বাবা!

পর্ব্বত। দেখ মামা! তোমার আর সুবিধা দেখছি না। তোমাকে দেখছি, আর আমার হাসি পাচ্চে।—আচ্ছা মামা! তোমার গলাটা ভেঙে গেল কি ক'রে বল দেখি? আমি এত চেষ্টা করচি গলা ভাঙতে—কিন্তু মামা! পায়েস খেয়ে দেখচি, গলাটা আমার ছেড়ে গেল।

নারদ। গলায় একটু সর্দ্দি জমেছে।

পর্ব্বত। জমবার আর অপরাধ কি? পায়েস খেয়ে চব্বিশ ঘণ্টা সপ্তমে চীৎকার করলে সুধু সর্দ্দি কেন,—সন্নিপাত, অপচী, গলগণ্ড, গণ্ডমালা সমেত কোন্ দিন স্বয়ং শ্রীনিদান এসেই না উপস্থিত হন!

নারদ। এখন কি বলছিলে বল না। আশ্চর্য্যটা দেখলে কি?

পর্ব্বত। তোমার আর কোন দিকেই যুত নেই মামা! পায়েস খাওয়া অবধি তুমি কেমন ঢ্যাপঢেপে মেরে গেলে। আগে টুস্‌কি মারলে টুং করতে, এখন গদা মারলেও সাড় হয় না! ব্যাপারখানা কি বল দেখি?

নারদ। এখন কি বলছিলে বল না।

পর্ব্বত। বলছিলেম কি, এখানে ত সকলেই সাকার; কিন্তু নামগুলো এমন নিরাকার হ'ল কেন?

নারদ। নামের আবার আকার দেখছ কোথায় বাবাজী?

পর্ব্বত। আকার কি আর হাঁড়ী-কলসী হবে? নামটা সর্ব্বত্রই আকারের অর্থবোধক হয় না! ত্রিনয়না—কি না, তিন হয়েছে নয়ন যার। নামটা মনে হ'লেই ভবানীর তিনটা চোখ যেন জল্ জল্ ক'রে চোখের উপর এসে পড়ে। কমলাসনা—কি না, কমল হয়েছে আসন যার। নামে সুধু কি গোলোকেশ্বরীর মধুর মূর্ত্তি মনে পড়ে মামা?—মনে পড়ে কত কি—মনে পড়ে ঢল ঢল সুধা-সরসী-জল, মনে পড়ে সহস্র শ্যামল-সৌন্দর্য্যে ঘেরা সেই সহস্রদল শ্বেতকমল। এক একটা নামে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ছবি জেগে ওঠে মামা!

নারদ। কেন, সুকুমারী, রমা—এ সকল নামের কি সার্থকতা নাই? এ সকল নামে কি আকারের আভাস পাওয়া যায় না?

পর্ব্বত। দুটো চারটে অমন নাম ছেড়ে দাও।—আর আভাসটা যে বেশী কিছু—তাও নয়! এই যে সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে এত নামের সঙ্গে অলাপ করলে, তার আকার দেখলে কটার? নলিনমালা, কুসুমবালা, জ্যোতিঃকণা, প্রতিভা!—কি মজার মজার নাম মামা! হ্যাঁ মামা! জ্যোতিঃ-কণা প্রতিভার চেহারাটা কি রমক?

নারদ। দেখেই ত এলে বাবা! পটলচেরা চোখ, মুক্তোর মতন দাঁত, মৃণালের মতন হাত, তিলফুলের মতন নাসা, ভ্রমর-গুঞ্জন ভাষা—দেখেই ত এলে বাবা!

পর্ব্বত। তোমায় দেখে দেবতারা বলে, তুমি বড় বিনয়ী। ও বাবা, মর্ত্ত্যে এসে দেখি, মামার বিনয়ের একটা কুমারী হয়েছে! সেই যে ধান-ক্ষেতের কাছে দাঁড়িয়ে মেয়েটা গরু ঠ্যাঙাচ্ছিল! তার নাম বললে বিনয়কুমারী। কি মজার নাম মামা! মর্ত্ত্যলোক কি চমৎকার স্থান মামা! তা যা হ'ক্, এমন ধারা হ'ল কেন? সকলকারই দেখচি একটা বাঁধা চেহারা আছে, কিন্তু নামগুলো নিরাকার!

নারদ। ও হয়েছে কি জান বাবা!—মদন যখন হর কোপানলে ভস্ম হয়ে গেল, তখন তার অঙ্গই গেল কিনা। আমরা মহাদেবের হাতে পায়ে ধ'রে বললেম—'ঠাকুর, করলে কি! ওর যে অঙ্গটি পুড়িয়ে দিলে, তা ও যায় কোথা? প্রাণটি নিয়ে থাকে কোথা?' মহেশ্বর অনেক ভেবে চিন্তে মদনকে বললেন,—'কই, ত্রিলোকে ত তোমার স্থান দেখি না; তবে এক স্থান আছে এই মর্ত্ত্যের রমণীকুলের নামে। হে স্মর! হে মার! হে বিরহ-জ্বরে-মরমর প্রাণধরসন্তাপিন্! যাও, মর্ত্ত্যে যাও—সেই রমণীকুলের নাম তোমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করলেম।' সেই অবধি অনঙ্গদেব এই নামের ভেতর অবস্থান করচেন। বুঝতেই ত পেরেছ বাবা, ওই নামেই যা চটক—কাজে ভুষি। যিনি

সুশীলা, তিনি শাশুড়ী ঠেঙান। যিনি শরৎশশী, তিনি রূপের ছটায় দিনকে করেন অমানিশি। তা যা হ'ক, এখন দেখছ কেমন বল দেখি?

পর্ব্বত। দেখা কাজ তোমারেই সাজে মামা! আমি খেতে এসেছি, খেয়ে যাই। দেখাদেখি আমার কর্ম্ম নয়।

নারদ। সুকুমারী আর রমা—এ দুজনকে দেখে কেমন বোধ হয়?

পর্ব্বত। আচ্ছা তুমি আমাকে একটা জবাব দাও দেখি।

নারদ। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! মনের কথা জিজ্ঞাসা করবে নাকি?

পর্ব্বত। প্রশ্নের নাম শুনেই যে মুখ শুকাল মামা? ভয় নেই, অতি সহজ প্রশ্ন। বল দেখি, রমা মেয়ে কি পুরুষ?

নারদ। দূর মূর্খ!

পর্ব্বত। না মামা! যথার্থই আমার সন্দেহ হয়েছে।

নারদ। দূর মূর্খ! এখন বল দেখি, সুকুমারী রমা—এ দুজনকে দেখলে কেমন?

পর্ব্বত। হাত আর পাত, এই দুই নিয়েই ত চব্বিশ ঘণ্টা ব'সে আছি। তা হ'লে তোমার রমা সুকুমারীকে দেখা হ'ল কখন্ মামা?

নারদ। এত দিনেয় ভেতর এক দিনের জন্যও কি দুজনকে দেখনি?

পর্ব্বত। তুমি যা মনে করছ, সে রকম দেখা ত রোজ দেখছি।

নারদ। বেশ, তা হ'লেও ত একটা অনুমান হয়েছে।

পর্ব্বত। কিন্তু মামা! যখন যারে দেখতে চাই, তখনই অন্নের একটা পাহাড় সুমুখে প'ড়ে আমার দৃষ্টিপথ অবরোধ করে। আহা মামা! আতপচাল যখন উত্তপ্ত-সলিলসাগরে পরোপকারের জন্য, কষ্টকে কষ্টজ্ঞান না ক'রে, মনের আনন্দে সাঁতার কাটে, তখন বোধ হয় যেন দিগঙ্গনা-সকল মন্দাকিনী-জলে আলুথালু বেশে কেলি কর্‌চে! —তখন কি রমা-সুকুমারীর কথা আর মনে আসে মামা! তবে যখন একশ'বারই আমাকে জিজ্ঞাসা করচ, তখন একটা কথা বলি—এই রমার কথাগুলা আমার বড় মিষ্টি লেগেছে। যে দেশে শালিতণ্ডুল নেই, সে দেশে রমার কথা অনেকটা কাজ করতে পারে। কিন্তু মামা, রমাটা যে কি, আজও তা ঠাওর করতে পারিনি। আমার বোধ হয়, রমাটা শালিতণ্ডুলের জলীয় ভাগ।

নারদ। আর সুকুমারী?

পর্ব্বত। আরে রাম রাম—ওটার কথা কয়ো না। ওটা রাজার বেটী—কাজেই আ-শৈশব জেটী। ওটার কথা শুনে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে গেছে। বলে কি না—পিতার নাম ক'রে এসেছেন যখন, তখন সেই স্থানেই যান। ওটার ইচ্ছা কি জান, ওটা আপনি পায়েস রাঁধে, আর আপনি ব'সে খায়। আরে রাম রাম, ওটার দিকেও আবার মানুষে চায়।

নারদ। দূর মূর্খ! সুকুমারীর মতন মেয়ে কি আর ত্রিভুবনে মেলে?

পর্ব্বত। বল কি মামা! সুকুমারী তোমার এমন মেয়ে! ভাল, এইবার থেকে আমি দেখাটা অভ্যাস করচি।

নারদ। আহা! পিতৃপরায়ণার কি ধীরতা, কি মধুরতা, কি কোমলতা!

পর্ব্বত। যেন মহীলতা। কিন্তু মামা, মহীলতাসুতাসঙ্গাৎ ভেকেন গিলিতঃ ফণী। দেখ মামা জগতের শমনভয় দূর ক'রে নিজে যেন গুপ্তঠাকুরের খাতায় উঠ না!

নারদ। মূর্খ, লোকের গুণবর্ণনা করতে রহস্যের বিষয় কি আছে?

পর্ব্বত। এই যে মামারও একটু একটু রাগ দেখা দিচ্চে! আচ্ছা মামা, মনের কথাটি কি বল দেখি।

নারদ। (স্বগত) খেয়েছে—এইবারে খেয়েছে।

পর্ব্বত। তোমার রাগ দেখে আমার ক্রোধ বিসর্জ্জন দিতে ইচ্ছে হচ্চে। বল মনের কথা কি?

নারদ। (স্বগত) তা আর বলতে দোষ কি? সুকুমারীকে দেখলে আমি তৃপ্তি পাই। তাতে আর দোষ কি আছে?

পর্ব্বত। কি মামা, চুপ ক'রে রইলে যে?

নারদ। (স্বগত) তা থাক্—থাক্—দোষের কথা ত নয়! বল্‌লেও হয়—না বল্‌লেও হয়। বলতে ইচ্ছা করলে এখনি বল্‌তে পারি। না কর্‌লে নাও পারি।

পর্ব্বত। কি মামা, বলবার আগে গৌরচন্দ্রিকা ভাঁজচ না কি?

নারদ। (স্বগত) তা থাক্—এর পরেই বল্‌ব।

পর্ব্বত। কি মামা, বল্‌তে কুণ্ঠিত হচ্ছ? তবে বল, জল হাতে করি।

নারদ। আচ্ছা বাবা, তুমি যে আমার মনের কথা শুন্‌তে চাচ্চ—তোমার মনে আগে একটা কিছু না উঠলে আর তুমি এ প্রশ্ন করনি। তুমিই আগে বল দেখি, তোমার মনের কথাটা কি?

পর্ব্বত। আমাকে আগে জিজ্ঞাসা করলে মামা? বল্‌ব—বল্‌ব?—বড় লজ্জা কর্‌চে।

নারদ। লজ্জা কি, লজ্জা কি—মামার কাছে বল্‌তে লজ্জা কি?

পর্ব্বত। না মামা, ঠোঁঠের কাছে এসে আট্‌কে যাচ্চে।

নারদ। (স্বগত) ধরেছে—আমার মতন রোগে ধরেছে।—আহা হা! লজ্জা কি হে? বলেই ফেল না।

পর্ব্বত। মামা, ইচ্ছা করচে একবার সংসারী হই।

নারদ। আহা, বাবা! এর চেয়ে আর আনন্দের কথা কি আছে!

পর্ব্বত। তা মামা, সংসারী হ'লে পতন হবে না ত?

নারদ। আরে রাম রাম—পতন হবে কেন? সংসারী যোগীর তুল্য শ্রেষ্ঠ যোগী কি আর জগতে আছে?

পর্ব্বত। বল কি মামা।—তুমি যে আশ্চর্য্য ক'রে দিলে!

নারদ। আমরা সকলেই ত প্রভুর আরাধনা করচি, কিন্তু জনক-রাজর্ষির তুল্য শ্রেষ্ঠ স্থান কে লাভ করেছে?

পর্ব্বত। তবে সংসারী হই?

নারদ। এখনই—কালবিলম্ব নয়।

পর্ব্বত। তা হ'লে আমাকে একটি মামী এনে দাও।

নারদ। দূর মূর্খ, মামী নিয়েই বুঝি তোমার সংসার?

পর্ব্বত। তবে আর কারে নিয়ে সংসার মামা? যথার্থ কথা বল্‌তে কি, পায়েস খেয়ে আর আমার স্বর্গে ফিরে যেতে ইচ্ছা হচ্চে না। কে মামা, সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, সংবৎসর আমাদের এই বিশ্বোদর পূর্ণ করবে? মামা, আমায় একটী মামী এনে দাও। আমি পেট ভ'রে পায়েস খাই, আর উদ্গার তুলতে তুলতে মহোল্লাসে মামীর আমার গুণ গাই।

নারদ। তার চেয়ে আর এক কাজ কর না। মামার একটি ভাগিনেয়-বধূ ঘরে আন না কেন? —মা আমাকে পিতার আদরে পরিতোষ ক'রে খাওয়ান।

পর্ব্বত। কি মামা, আমার কথা বল্‌চ? আমি বে ক'রে কি করব মামা?

নারদ। কি করবে, বৌমাই আমার শিখিয়ে দেবেন।—দেবগুরু সেবা করবে, অতিথি-সৎকার করবে। সর্ব্ব-সুলক্ষণাক্রান্ত সন্তানের পিতা হবে। পিতৃমাতৃকুল জলগণ্ডূষ পাবে, বংশের নাম থাকবে—তুমিই বে কর। তুমি রূপবান্ গুণবান্ যুবক—তোমার বে করা সাজে। আমি যৌবনগৌরবহীন—আমাকে কন্যা কে দেবে বাবাজী? তুমি বল ত এখনি তোমার জন্য কন্যা সংগ্রহ করি। চুপ ক'রে রইলে যে?

পর্ব্বত। বে কেমন ক'রে করব মামা? না মামা! ও আমার সুবিধে হবে না।

নারদ। এখন আর 'না' বল্‌লে চলবে না বাবাজী! আজই আমি তোমাকে সংসারী ক'রে দিচ্চি।

পর্ব্বত। না মামা! তোমার পায়ে পড়ি, রক্ষা কর মামা! আমার বড় ভর কর্‌ছে।

নারদ। এ কি রে পাগল! কাঁপতে লেগে গেলি যে! ভয় কি, ভয় কি? বিবাহ বাঘ-সিঙ্গি না কি?

পর্ব্বত। সে কি, তুমি বোঝ গে। আমার ছেড়ে দাও। আমি পালাই মামা! আমায় রক্ষা কর।

নারদ। ভয় নেই, ভয় নেই! আর তোকে বে করতে বলব না। কাঁপিস কেন—কাঁপিস কেন?

পর্ব্বত। ও আমার সইবে না মামা! প্রেমটা আমার কখন পোষায় নি, কখন পোষাবেও না।

নারদ। তুমি একটু রাগটাকে যদি খাট কর, তা হ'লেই পোষাবে।

পর্ব্বত। সুধু দুটো খাবার জন্য এতটা করব? তুমি প্রেমিক যোগী—তুমি যা হ'ক একটা ক'রে ফেল। দাও মামা আমাকে একটি মামী এনে,

মামীকে নিয়ে সংসারী হই। আচ্ছা মামা, তোমার মনের কথাটি কি বল?

নারদ। আমার মনের কথা কতক ওই রকমেরই বাবাজী! তুমি আমার প্রিয় হ'তেও প্রিয়। আমার ইচ্ছা, তোমাকে কিছু কাল ধ'রে মর্ত্ত্যের ভোগটা খাওয়াই। সেই জন্যই তোমাকে কোন রকমে সংসারী দেখতে আমার বড় ইচ্ছা।

পর্ব্বত। তবে ত ঠিকই হয়েছে—দুই মন এক হয়ে গেছে। তবে মামা! মামীর চেষ্টায় লেগে যাও।

নারদ। বৃদ্ধবয়সে নাকানি খাব, সেটা কি দেখতে ভাল হবে?

পর্ব্বত। ওটা ত তোমার অভ্যাস আছে মামা! তা ভগবান্‌কে নিয়েই খাও, কিংবা ভগবান্ যারে নিয়ে খেয়েছেন, তারে নিয়েই খাও। মামা! যে পায়েস খেয়েছি, তার অনুরোধে আমি চুরি পর্য্যন্ত কর্‌তে পারি—বিবাহ ত তুচ্ছ কথা! তবে কিনা তোমাকে দিয়ে যদি কার্য্যটা সমাধা কর্‌তে পারি, তা হ'লে আমি নিষ্কৃতি পাই। জান ত মামা! মাতৃগর্ভ হ'তে প'ড়ে অবধি এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলি নি। আর তোমার প্রেম করতে হ'লে, শুনেছি, কখন বাতাস খেয়ে থাক্‌তে হয়, কখন হা-হুতাশ কর্‌তে হয়, কখন আগুনে পড়তে হয়, কখন বা জলে ঝাঁপ দিতে হয়। আর চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে "আদ্যন্তে চ মধ্যে চ বাবা সর্ব্বত্র গীয়তে।" আগুন-টাগুনে না হয় চোখ-কাণ বুজে পড়তে পারি, কিন্তু চোখের জলও ফেল্‌তে পার্‌ব না, আর 'বাবা গো, বাবা গো' ক'রে জীবন্ত বাপের তর্পণও কর্‌তে পার্‌ব না।

নারদ। বাবাজী! এক উপায় আছে; তা যদি কর্‌তে পার, তা হ'লে হা-হুতাশটাও আসে, আর চোখ দুটোও জলে ভাসে।

পর্ব্বত। কি বল দেখি মামা?

নারদ। তুমি কিছু দিন রমাকে সহচরী করতে পার?

পর্ব্বত। তা হ'লে তোমার পায়েস খাবে কে?

নারদ। কেন বাবাজী?

পর্ব্বত। তা হ'লে মন্দর পর্ব্বত সমেত ক্ষীরোদ সাগর যদি খাইয়ে দাও, তবুও তোমার ভাগনেকে বাঁচাতে পারবে না।

পর্ব্বত। দেখ মামা! রমার কথা যখন আমার কাণে ঢোকে, তখন কাণটা যেন কটাস্ কটাস্ ক'রে ওঠে, পেটের ভিতর পায়েস যেন বেরুবার জন্য আঁচড়-পাঁচড় করতে থাকে। প্লীহাটা যকৃতের গায়ে ঢ'লে পড়ে; যকৃৎটে হৃৎপিণ্ডের গায়ে ঢুঁ মারে। তবু রমাকে ভাল ক'রে দেখিনি মামা! রমাকে সঙ্গিনী করলে কি আর বাঁচব?

নারদ। প্রথম দিন যে হাঁ ক'রে চেয়েছিলে?

পর্ব্বত। তখনকার দেখা আর এখনকার দেখা কি সমান? তখন যে ধানের বীচি পেটে পড়েনি মামা!

নারদ। তবে রমাকে ভাল ক'রে দেখতে আরম্ভ কর, দেখবে, প্রাণে অপূর্ব্ব তৃপ্তি পাবে—ক্রোধের উপশম হবে। অমন অনিন্দিতাঙ্গী সাধ্বী, সুশীলা বালিকা দেখে যদি মরতেও হয়, ত সে মরণেও সুখ আছে। সে মরণ অমরেরও বাঞ্ছনীয়।

পর্ব্বত। তবে দেখতে আরম্ভ করব? যদি মামা, বিপদে পড়ি?

নারদ। তবে মামা সঙ্গে রয়েছে কি করতে বাবা? (স্বগত) তোমাকে না পড়াতে পারলে আমার আর নিস্তার নাই।

পর্ব্বত। তবে আজ থেকে রমাকে দেখতে আরম্ভ করি?

নারদ। কালবিলম্ব নয়।

পর্ব্বত। তোমা হ'তে কোনও সুবিধে হবে না?

নারদ। চুপ কর। কারা আসচে।

(রমা ও সুকুমারীর প্রবেশ)

সুকু। এই যে প্রভুদের আগমন হয়েছে! (উভয়ের প্রণামকরণ) কতক্ষণ এলেন? আমাদের স্নান করতে বিলম্ব হয়ে গেছে—অপরাধ নেবেন না।

নারদ। আরে না না। স্নান করতে একটু বিলম্ব হওয়াই উচিত।

রমা। তা, আমাদের প্রভু, বড় অপরাধ নেই। পাঁচ বৎসরের রুক্ষ গায়ে তেল পড়েছে, সে কি উঠতে চায়! গায়ের তেল তুলতে এত দেরী হয়ে গেল।

পর্ব্বত। এইবারে রমার কথা। তর তর ক'রে সমীরণ-অঙ্গে তরঙ্গ তুলে, সে কথামালা কোথা গেল?

নারদ। আজ তোমাদের এমন বিভিন্ন বেশ

সুকু। রমাকে জিজ্ঞাসা করুন, কেন তার এ বেশ-পরিবর্ত্তন। যোগিনীবেশ কি অপরাধ করেছে প্রভু?

রমা। আচ্ছা প্রভু! রুক্ষ, খসখসে, নেড়া-নেড়া যোগিনীর বেশ ভাল, কি তেলচুকচুকে, রঙে টুকটুকে, গন্ধে ভুরভুরে অলঙ্কারে অঙ্গ ঢাকা গৃহিণীর বেশ ভাল?

সুকু। তোর কি এমন ক'রে প্রভুদের সঙ্গে কথা কইতে লজ্জা বোধ করে না? তুই কেমন-ধারা মেয়ে?

পর্ব্বত। সমীর-সাগরে সাঁতার কেটে কথার সঙ্গে ছুটব? না—ওই যে, সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর হয়ে রমার কথা কোথা গেল!

রমা। দেখুন প্রভু!

সুকু। তুই চুপ কর্, আমি বল্‌চি।

পর্ব্বত। আহা, কথা কচ্চে, কথা কইতেই দাও না ছাই!

সুকু। কেন, আমার কথা কি আপনার ভাল লাগে না প্রভু?

পর্ব্বত। না—মোটেই না।

সুকু। তবে রমা! তুই কথা ক'। আমি চ'লে যাই?

পর্ব্বত। তা যাও।

নারদ। মূর্খ! ভদ্রতা কারে বলে, আজও শিখলে না?

পর্ব্বত। না, শিখলুম না! কেন, ভদ্রতায় কি মানুষের একটা অঙ্গ বাড়ে না কি?

নারদ। দেখ রমা! যার ভাল তার সব ভাল।

রমা। ও কি তোটকচ্ছন্দে জবাব দিলেন, ও আমার ভাল লাগল না।

সুকু। থাম্, আর বেহায়াপনা করতে হবে না।

পর্ব্বত। আহা! কথাটা কইতেই দাও না ছাই।

রমা। কেন, থামব কেন? এই কথা নিয়ে, দেখুন ঠাকুর, দিদির সঙ্গে আমার ভারী তর্ক হয়েছে। ও বলে,—আর তেল মাখব না, বেশ করব না—যোগিনী সেজেছি—যোগিনীই থাকব। আমি বলি, যখন ব্রত-উদ্‌যাপন হয়েছে, তখন রাজকুমারী আবার রাজকুমারী হব। তেল মেখে স্নান করব, গন্ধচন্দন গায়ে দেব, উত্তম উত্তম কাপড় পরব, অলঙ্কারে অঙ্গ সাজাব। বল ত ঠাকুর! কোন্‌টা ভাল? এই দেখুন, দিদি চুল ঝাড়েনি, গা মাজেনি, টোপর কেশে যোগিনীর বেশে চ'লে এল! আমি বেশ আভাং ক'রে তেল মাখলেম, গা মাজলেম,—তার পর গন্ধচন্দন গায়ে মেখে, চুল বেঁধে, টিপ প'রে,—নানাপ্রকারের বেশবিন্যাস ক'রে শ্রীচরণ-দর্শন করতে এলেম। বলুন ত ঠাকুর, কারে বেশী ভাল দেখাচ্চে?

নারদ। তোমাদের দুজনকেই ভাল দেখাচ্চে।

রমা। না ঠাকুর! এ আপনার মন-রাখা কথা।

নারদ। তবে ওই বাবাজীকে জিজ্ঞাসা কর। বল ত বাবা পর্ব্বত! তুমিই বল ত, কারে দেখাচ্চে ভাল?

পর্ব্বত। রমা! এইবারে আমি তোমায় দেখব। বল ত মামা! এর ভেতর কোন্‌টি রমা?

রমা। ওই যেটির দাড়ী, গায়ে নামাবলী।

নারদ। বাবা পর্ব্বত! রমা যাকে নির্দ্দেশ ক'রে বল্‌চে, সেই রমা।

পর্ব্বত। কথাবিলাসিনি! তুমি কথা কও।

রমা। আমি আর কথা কইব না। ঠাকুর! এত যত্ন ক'রে পায়েস খাওয়ালেম, আমায় চিন্‌তে পারলেন না? আমি আর কথা কইব না।

পর্ব্বত। না রমা! তুমি কথা কও। আমি এইবার তোমাকে দেখব। আমি এত দিন কেবল তোমার পায়েস দেখেছি।—এইবার দেখব—তুমি, তোমার পায়েস আর তোমার কথা—এ তিনের ভিতরে কোন্‌টা বেশী মিষ্টি।

সুকু। ঠাকুর! রমার পায়েস খেয়ে আপনার মুখে সুখ্যাতি ধরে না—আর আমি যে এত যত্ন ক'রে আপনার সেবা করলেম—পেটটি ভরিয়ে পায়েস খাওয়ালেম—আমার সম্বন্ধে ত একটি কথাও কইলেন না!

পর্ব্বত। তোমার পায়েস টক।—তোমার পায়েস খেয়ে আমার গাল ছ'ড়ে গেছে।

সুকু। ছি ছি! তুমি ঠাকুর খোসামুদে।

পর্ব্বত। কি- কি—কি বল্‌লে?

রমা। বল্‌বে আর কি—যথার্থই ত তুমি খোসামুদে। আমি পায়েসে এক কাঁড়ি তেঁতুল গুলে দিলেম—আমার পায়েস হ'ল মিষ্টি, আর দিদি এক বস্তা চিনি দিলে, তার পায়েস হ'ল টক!

পর্ব্বত। দেখ মামা, তুমি থাকতে হয় থাক! আমি যদি আর এখানে একদণ্ড থাকি—

নারদ। আরে গেল! চট কেন?

পর্ব্বত। আমায় অপমান?

নারদ। আরে মূর্খ! অপমানটা হ'ল কিসে? তামাসাও বোঝ না?

পর্ব্বত। তামাসা বুঝতে হয়, তুমি বোঝ!—তুমি আমার চেয়ে কিসে বড়? বয়সে আর সম্পর্কে—এই ত তোমার অহঙ্কার! তা না হ'লে তুমি কিসে বড়? তুমি করযোড়ে কেঁদে কেঁদে, ছন্দোবন্ধে গান বেঁধে, হরি হরি ব'লে, যেন কচি-ছেলে আবদার ক'রে ভগবানের কাছে গিয়েছ। আর আমি আপনার জোরে, সাধনার ডোরে হরিকে বন্ধন ক'রে কাছে এনেছি। তুমি আমার চেয়ে কিসে বড়?

নারদ। আরে মূর্খ! তুমিই না হয় বড় হ'লে তাতে হ'ল কি—অপমানটা কিসে হ'ল?

পর্ব্বত। তোমায় আপনি আপনি ক'রে কথা কইবে, আর আমাকে বলবে তুমি!

নারদ। আ পাগল! তাই তোর রাগ! আমি মনে করলেম, হঠাৎ না জানি বাবাজীর ঘাড়ের কোন্ শিরটে ছিঁড়ে গেল।

রমা। আমি মনে করলেম, ঠাকুর বুঝি ষট্‌-চক্র ভেদ করলে।

পর্ব্বত। ওই শোন না—আমি কখন থাকব না।

সুকু। প্রভু! মার্জ্জনা করুন। আমরা জ্ঞান-হীনা নারী—আমরা কি আপনার মহত্ত্বের মর্ম্ম বুঝতে পারি? রহস্য করতে গিয়ে কি বলতে কি বলেছি। ঠাকুর, আমাদের ওপর ক্রোধ করলে আমরা যাই কোথায়? বলুন প্রভু! আপনার রাগ গিয়েছে?

পর্ব্বত। আমি কি রেগেছি সুকুমারি? তোমরা আমার অন্নদাত্রী—ক্ষুধানল-সাগরের নিস্তারকর্ত্রী—তোমাদের উপর কি রাগ করতে পারি? ও আমি রহস্য করছিলেম—মামাকে ভয় দেখাচ্ছিলেম।

সুকু। চল্ রমা! ঠাকুরকে আজ পেট ভ'রে পায়েস খাইয়ে দিবি চল্।

রমা। এস ঠাকুর! আমার রান্নাঘরের দোর আগলে বসবে এস। সেখানে ব'সে কেমন পায়েস রাঁধি, দেখবে এস।

পর্ব্বত। আমি কিছুতেই যেতেম না, শুধু মামার খাতিরে যেত হ'ল।

নারদ। ভাগনের ত কর্ত্তব্য কাজই তাই।

রমা। কই আবার তুমি বললুম, রাগ করলে না যে! দেখ ঠাকুর! তোমায় যে যেমন বলে বলুক, যে যেমন দেখে দেখুক, আমি কিন্তু তুমি রাগলে, দেখি ভাল।

পর্ব্বত। বটে!—তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! মামা! এই তবে তোমার মর্ত্ত্যভোগের ইতি।

[বেগে প্রস্থান।

সুকু। কি করলি হতভাগা মেয়ে?

নারদ। ওহে পর্ব্বত! রাগ ক'র না—ফের, ফের। ওহে বাবাজী! ফের,—

রমা। ভয় কি—ঠাকুর যাবে কোথা? আমার হাতের নিমঝোলকেই যখন ঠাকুর পায়েস মনে ক'রে খেয়েছে, তখন আর ঠাকুর যায় কোথা?

সুকু। চ'লে গেল—আর যাবে কি?

রমা। দেখবেন—ফেরাব?—(উচ্চৈঃস্বরে) ও ঠাকুর যাচ্চে যাক্। আপনি কোথায় যান? আজ আমি ক্ষীরপুলি দিয়ে পায়েস রাঁধব, ছানার ডালনা, পোস্তোর ঝালবড়া! দুজনেই চ'লে গেলে খাবে কে?—দেখছ, চাল ক'মে এল।

সুকু। সত্যিই ত লো।

নারদ। রমা! তুমি ভুবনেশ্বরী হও।

রমা। আলু দিয়ে, বেগুন দিয়ে, বরবটী দিয়ে, পাঁচফোঁড়ন দিয়ে চড়চড়ি! আম্‌সীর গুড়-অম্বল!

নারদ। ফিরেছে—ফিরেছে।

রমা। না ফিরে যাবে কোথা?

(পর্ব্বতের পুনঃপ্রবেশ)

সুকু। দেখিস—আর যেন কিছু বলিস্ নি।

নারদ। না রমা—আর কিছু ব'ল না।

পর্ব্বত। আমার কমণ্ডলুটো কোথায় রেখেছ, দাও।

রমা। সে ক্রোধানলে পুড়ে গেছে।

নারদ। বাবাজী! তোমার হাতে ওটা কার কমণ্ডলু?

পর্ব্বত। (হস্ত নিরীক্ষণ করিয়া) তবে আমি আবার চল্লেম।

সুকু। না ঠাকুর! আর যেতে হবে না। এত আয়োজন করেছি কার জন্য?

রমা। তোমার জন্য আমি হাত পুড়িয়ে মর্‌ছি—তোমায় না খাইয়ে ছেড়ে দেব মনে করেছ না কি? নাও, চল।

পর্ব্বত। না—আমি যাব না।

নারদ। আবার যাব না কেন?—চল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

লতাকুঞ্জ।

জনার্দ্দন ও ক্ষেমঙ্করী।

ক্ষেম। যোগি-ঋষি, যোগি-ঋষিই আছে,—তোকে তারা ধম্‌কাবার কে? তুই আমার ভাঙ্গা ঘরে জ্যোছনার আলো—তুই আমার মন্দের ভালো। হ'লেই বা তারা স্বগ্‌গের মানুষ! তারা তোকে বক্‌বার কে?

জনা। দেখ ক্ষেমা দিদি! রাজা যদি করে খুন, ত সেটাও একটা গুণ। তুই আমি তাই দেখে যদি কাঁদি, তা হ'লেই বিধি বাদী—মা লক্ষ্মী অমনি শাঁক, কড়ি, কুন্‌কে, ধানের হাঁড়ি, পদ্মাসন সমেত পেঁচার পিঠে চাপিয়ে, সর্ব্বাঙ্গে তেল মাখিয়ে খিড়কীর দোর দিয়ে সরেন। রাজার গুণ দেখে যদি হাসি, তা হ'লেই কোটালরূপসী প্রেমের রশী দিয়ে হাত বেঁধে, গাধার কাঁধে চাপিয়ে, "চল শালা, হেট শালা" বল্‌তে বল্‌তে ঘানিগাছে জুতে দেন। ক্ষেমা দিদি! যোগি-ঋষির প্রেমের কথায় থাকিস্‌নে।

ক্ষেম। তাই ত! প্রেমের কথায় থাকা ত বড় দায় হ'ল!—হাঁ রে ভাই! তাদের লক্ষণটা কি দেখলি বল্ দেখি!

জনা। সব অলক্ষণ—কাঁড়ি কাঁড়ি খাচ্ছে, আর গাঁ গাঁ ক'রে চেঁচাচ্চে। আর যে কাছে আসচে, তারেই মা ভৈঃ মা ভৈঃ ক'রে তেড়ে যাচ্চে। চল্ দিদি, আমরা দেশ ছেড়ে যাই।

ক্ষেম। তাই ত দাদা! তাই ত দাদা! কেমন ক'রে যাই বল্? মন গেছে রসাতল—গিয়ে বল্ করব কি, ক্ষিদে পেলে খাব কি?

জনা। তাই ব'লে যে কাঁড়ি কাঁড়ি ফুল তুলে, ছুট উচ্ছে, ছুট কলমীশাক, আর তলার মুট খানেক ধরা ভাত খেয়ে মরব, তা আর পারচি না। এবারে বেরুলে আর ফিরচি না। রাজা মেয়েদের দিল বুড়ো বর, তাদের না আছে পয়সা না আছে ঘর—কেবল ঝুড়ীপ্রমাণ রাগ আছে। ধরাই হ'ক, পোড়াই হ'ক, আজ তবু দু'মুট খাচ্চি, কা'ল আর পাচ্চি না। পায়েস হাঁড়া হাঁড়া, গুড়-অম্বল ঘড়া ঘড়া, যতক্ষণ দেখছি, ততক্ষণ বেশ আছি। হাত দিয়েছি ত মরেছি। অমনি দিদিরাণীরে "ছুঁলি—সর্ব্বনাশ করলি" বল্‌তে বল্‌তে মারতে আসে। শালপাতা আর তেঁতুল দিয়ে তোরে সব মাজিয়ে নেয়। ঘস্‌তে ঘস্‌তে তোর হাতে খিল ধরে। তাই দেখে যদি মনের কষ্টে চোখে জল ঝরে, অমনি রমাদিদি কাণে মন্তর ফুঁক্‌তে থাকে। সে মন্তরের তাড়ায় প্রাণ ধুঁক্‌তে থাকে। বলে, ঠাকুরদের ভক্তি ক'রে সেবা কর্, মুক্তি হবে।

ক্ষেম। তা তোর হবে, মুক্তি তোর ঠিক হবে।

জনা। আ মরণ! ডাইনি! তুই মরবি কবে? সকাল সকাল মুক্তি হ'লে তোর গতি করবে কে? ওরা কি আর তোরে দেখবে?—তোর অদৃষ্টে তা হ'লে ভাগাড় আছে।

ক্ষেম। কি বল্‌লি? আমাকে ভাগাড়ে যেতে হবে?

জনা। আরে বুড়ী! তুই যাবি কি বল্‌চি? ভাগাড় তোর কাছে আসবে।—বল্ দেখি, ঠাকুররো এসে অবধি ক'দিন তোর খোঁজ নিয়েচে? তোকে কত পায়েস-পিঠে দিয়েছে?

ক্ষেম। পায়েস আমি চিবুতে পারি না ব'লে, ওরা আমাকে ডেঙো, কুমড়োর ডাঁটা খেতে দেয়! আম-কাঁঠালের রস খেলে বিষম লাগে ব'লে আমাকে ছাতু খাওয়ায়। দেখ জনা! তোর দিদিরাণীরে আমায় বড্ড ভালবাসে। আর তোর দাদাঠাকুররোও যে বাসে না, তা নয়। বড়-ঠাকুরটি আমাকে দেখলে কাছটিতে বসিয়ে হরি নাম শোনায়, বীণায় গান গায়, আর পুরাণের গল্প করে। ছোটঠাকুরটি আমায় দেখলেই বগল বাজায়, আর বম্ বম্ বম্ বম্ ক'রে তাথেই তাথেই নৃত্য করে। বলে, বুড়ী! তোরে দেখলেই আমার কৈলাসের কথা মনে পড়ে।

জনা। ও হরি! তা জানিস না বুঝি! কৈলাসে একটা ডাইনি আছে, তারে ঠাকুর বড় ভালবাসে। সে খুকুর খুকুর কাসে, মিটির মিটির চায়, আর থাকে বেলতলায়। তার মূলোর মতন

দাঁত, তালগাছের মতন হাত, কুমীরের মতন হাঁ, গণ্ডারের মতন পা। তোরে ঠিক তার মতন দেখতে কি না, তাই তোরে দেখলে তাঁর কৈলাসী নেশা হয়।

ক্ষেম। তবে রে হতভাগা! (প্রহারোদ্যত)

জনা। মারতেই যদি হয়, ত আগে কথা শোন্। বল দেখি দিদি! পাহাড় জ্বলে কি জঙ্গল জ্বলে?

ক্ষেম। আমি এত কথা একেবারে বল্‌তে পারব?

জনা। এও কি একটা কথা! তবে আমি যখন জিজ্ঞাসা করছি, তখন চোখ-কাণ বুজে ব'লে ফেল্।

ক্ষেম। ও তুইই জ্বলে।

জনা। আহা, দিদি! ম'রে যেন তুই জন্ম জন্ম জন্ম-বিধবা ক্ষেমা দিদি হ'স। তুইই জ্বলে, তবে তাতের কিছু মাত্রা প্রভেদ। আর পাহাড় জ্বললে পাঁকের কাঁড়ি, জঙ্গল জ্বললে ছাই।

ক্ষেম। তোর বালাই নিয়ে ম'রে যাই। তুই ঠিক বলছিস। তোর ঠাকুরদা একবার একটা পাহাড়ে মেয়ের সঙ্গে পিরীত ক'রতে গিছল, তা সে রসিকতা ক'রে এক কাঁড়ি পাঁক তোর দাদার গায়ে ঢেলে দেয়। আমাকে বে করবার পর পর্য্যন্তও পাঁকের গন্ধ তার গায়ে ছিল।

জনা। তুই গন্ধটা কোন্ চেটে নিয়েছিলি।

ক্ষেম। মুখে আগুন তোমার!

জনা। আ মর্! মুখে অগুন কেন? তা হ'লে এ বুড়ো বয়সে আর পাত চেটে মর্‌তিস না। ও দুর্জ্জয় ক্ষিদের দমন হ'ত—চিরকালের মতন ম'রে যেত। তা হ'লে দেখতে দেখতে টপাস্ করে আমার ঠাকুরদাদাকে গালে তুলে দিতিস না?

ক্ষেম। আমি শুনে, তোর ঠাকুরদাদাকে খ্যাঙরা মেরে ঘর থেকে বার ক'রে দিয়েছিলেম। তার গন্ধ চেটে নেবো?

জনা। আহা! দিদি! তুই সাবিত্রী। তুই অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরীস্তথা।

ক্ষেম। মিছে নয় ভাই! যে আমার রান্না খেয়েছে, সেই আমাকে দ্রৌপদী বলেছে।

জনা। দিদি! তোর পতিভক্তিটে একবার নল্‌তেকে শিখিয়ে দিস্ ত; যাতে শীগ্‌গির শীগ্‌গির তোর মতন ধাত পায়, দুট পাঁচটা দেখতে দেখতে পেটে পূরতে পারে।

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। চেপে ধর! জনার মুখটা চেপে ধর। দেখলি দিদি! জনার আক্কেল দেখলি?

ক্ষেম। তুই মর না রে পোড়ার মুখো! নল্‌তে আমার জন্মএয়ো হয়ে থাক।

জনা। হাঁ—হাঁ, তা হ'লেও হয়।

ললিতা। ভীমরতি বুড়ী, বল্‌লি কি? জনা যে আমার বর—আমি যে তোর নাতবউ!

ক্ষেম। ও মা! কোথায় যাব? তুই আমার নাতবউ? জনা তোর বর?

জনা। তা জানিসনে বুঝি দিদি! আমি তোর নাতজামাই।

ক্ষেম। ও মা কি নজ্জার কথা! তুই আমার নাতজামাই! আমি এতক্ষণ জামায়ের সঙ্গে কথা কইলুম রে! (ঘোমটা দেওন)

জনা। ও দিদি, করলি কি?

ললিতা। ও দিদি, করলি কি? ও দিদি, কম্‌নে গেলি?

জনা। ও দিদি, আজকের মত কথা ক'।

ললিতা। ও দিদি, ঘোমটা খোল্।

জনা। ও দিদি বদন তোল্।

ক্ষেম। ওরে, আমার বড় নজ্জা করচে।

জনা। শোন, বড় দিদিরাণী রাঁধবে, ছোট দিদিরাণী যোগাড় দেবে; হাঁড়ী হাঁড়ী পায়েস হবে, গাড়ী গাড়ী পিঠে হবে। কিন্তু দিদি! আমার বরাতে বুঝি খাওয়া হ'ল না।

ক্ষেম। (ঘোমটা খুলিয়া) কেন দাদা জনার্দ্দন?

ললিতা। তোর মূর্ত্তি দেখে ওর বুক ধড়ফড় কর্‌চে।

ক্ষেম। ডুমুরের ফুল, চাঁপাকলার বীচি, জাম-রুলের ছাল, মাগুরের আঁশের সঙ্গে বেটে খাইয়ে দে—ঝাঁঝাঁ ক্ষিদে হবে এখন।

জনা। ও বাবা! কেমন ক'রে খাব গো?

ক্ষেম। কেন, সবাই যেমন ক'রে খায়,—পাণের রস আর মধুর সঙ্গে মেড়ে খাবি। নিদেনের চরকা ঠাকুরের দোহাই দিয়ে পাণের রস আর মধুর সঙ্গে গোবর গুলে দিলেও ওষুধ হয়।

জনা। না দিদি, তা আমি কোন মতেই খেতে পারব না।

ক্ষেম। তবে ঘাড়ে পেরলেপ দিস্।

জনা। নলতে আমার হয়ে খেলে আমার এ রোগ সারবে কি বলতে পারিস?

ললিতা। তা হ'লে আমি যখন ম'রে যাব, তখন দিদির ওষুধ আগুনে ফেলে দিস্। বাঁচলুম ত বাঁচলুম, না বাঁচি ত পরকালেও কাজ দেখবে।

জনা। দেখলি—তোর নাতবৌয়ের আক্কেল দেখলি?

ক্ষেম। তা—হাঁ নাতজামাই! নাতবৌকে আমার পছন্দ হয়েছে? তা হয় ত বল—দুহাত এক ক'রে দিই।

ললিতা। আহা দিদি! তুই মেয়ে প্রজাপতি। কি মিলটাই ঘটালি!

নাতজামাই নাতবৌ হলাগলা ভাব,
পুঁইমাচাতে রাঙ্গা-আলু পল্‌তা-ক্ষেতে ডাব।

জনা। কিন্তু হ'লে কি হবে দিদি! তোর নল্‌তে আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। তাইতে আমার শরীর শুকিয়ে যাচ্চে।

ললিতা। আমি একটা ওষুধ ব'লে দেব, খাবি? দুদিনে দেহ পূরে উঠবে।

জনা। সে ওষুধ রাজকবিরাজেও বিশ বৎসরে শিখতে পারে না। দে ত নল্‌তে!—কি বলিস্ দিদি, খাব?

ক্ষেম। খা না—খা না। আমি নল্‌তেকে সে সব ওষুধ শিখিয়ে দিয়েছি।

ললিতা। এই ক্ষেমা দিদির ঘাড় পেঁচিয়ে রক্ত বার ক'রে যদি সর্ব্বাঙ্গে মাখাতে পারিস—

ক্ষেম। তবে রে ডাইনী! তোর যত বড় মুখ, তত বড় কথা!—দেখ দিদি, এই দুটোতে প'ড়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করচে।

(রমার প্রবেশ।)

রমা। হাঁ রে নল্‌তে! তোর ও কি রকম আক্কেল? তুই কচি মেয়ে, সহবৎ শিখবি, না গুরুজনের সঙ্গে ঝগড়া করচিস্!

জনা। ঝগড়া করব কেন—ক্ষেমা দিদিকে প্রেম শেখাচ্ছি। নল্‌তেকে বলচি, এক কাঁড়ি রাঁধ। তার পর 'সব খাব, কাউকেও দেব না' ব'লে নাকে দিয়ে চোঁৎ ক'রে টেনে নে। ছোট দিদিরাণি! নল্‌তেকে অরুচি শেখাতে পার?

রমা। আর অরুচি শেখাতে হবে না ঠাকুররো আজ কিছু খেতে পারে নি—সব ফেলে উঠে গেছে। তোরা কে কত খেতে পারিস দেখব। আয় শীগ্‌গির আয়।

জনা। আহা! ছোট দিদিরাণি! আর দু'দিন আগে যদি ঠাকুরের দিকে সুনয়নে চাইতে, তা হ'লে না খেতে পেয়ে নল্‌তের আমার কণ্ঠা বেরুত না।

ক্ষেম। সত্যি দিদি! নল্‌তের মুখের দিকে চাওয়া যায় না। মেয়েটার কি হ'ল?

ললিতা। না দিদিরাণি! জনার কথা শুনো না। আমি আগের চেয়ে মোটা হয়েছি ব'লে ওরা দুজনে প'ড়ে চোখে চোখে আমায় খেলে।

রমা। বটে রে মূর্খ!—তবে আমি ঠাকুরকে ভালবাসি ব'লে বুঝি, ঠাকুর আধপেটা খেয়ে উঠে গেল মনে করেছিস্? হতভাগা ছেলে, আমি ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়া করি দেখতে পাস না? তোর বড় দিদিরাণীর কথা বল্‌তে পারিস বটে—আমাকে বলতে পারিস না।

জনা। মুখ্‌খু না হ'লে কি সূক্ষ্ম নজর হয়? দে ত নল্‌তে শুনিয়ে। শোন্ দিদি! বল্ দিদি—কথাটা ঠিক কি না?

ললিতা। বলব দিদিরাণি?

রমা। কি বলবি বাঁদর মেয়ে?

জনা। বটে—কি বলবি?—তবে নিশ্চয় বল্ নল্‌তে!

(গীত)

প্রেমের কি সে ধার ধারে।
প্রেমের কথায় কাণ দিতে সই,
প্রাণ নিতে যেই সাধ করে।
প্রেমের বোঝা বয় লো সই যারা,
প্রেম ধরিতে ফাঁদ পেতে সই আপনি দেয় ধরা,
শেষে সব বিকায়ে, মূল হারায়ে,
দাম দিয়ে তার পায় ধরে।

রমা। হাঁ রে বাঁদর মেয়ে! তবে দেখি আজ তোদের কে খেতে দেয়।

[রমার প্রস্থান।

জনা। দেখলি ক্ষেমা দিদি, ছোট দিদিরাণীকে কেমন ঠোকরটা মারলুম—মাথাটি গোঁজ ক'রে চ'লে গেল!

ক্ষেম। বেশ করেছিস দাদা—বেশ করেছিস। আমাকেও ভাই, তোরা ওই রকম ক'রে একটা আধটা ঠোকর মারিস ত।

জনা। না দিদি, তোরে ঠোকর মারতে পারব না। তুই মাথাটি গোঁজ করলেই বাকী দাঁতগুলি ঝর্ ঝর্ ক'রে প'ড়ে যাবে।

ললিতা। মাথা গোঁজ করলেই দিদি, কোল-কুঁজো হয়ে যাবি। তা হ'লে রোজ তোর কুঁজের সেবা করবে কে?

জনা। তুমি পাকা-বুড়ী, শালের গুঁড়ি, তোমায় মারলে বাণ।

ললিতা। ঠিকরে এক্লে, রগটি ঘেঁসে, কেড়ে লবে প্রাণ।

তৃতীয় দৃশ্য

শিব-মন্দির।

নারদ পূজায় উপবিষ্ট।

(গীত)

উথলে উঠে যে প্রাণ, হে ঈশান!
এ কেমন তব ভালবাসা এ কেমন আপন দান।

(সুকুমারীর প্রবেশ)

সুকু। প্রভু! আপনার শিবপূজা হয়েছে?

নারদ। কে ও, সুকুমারি?

সুকু। আজ্ঞে হাঁ—আপনার পূজা সাঙ্গ হয়েছে?

নারদ। হাঃ হাঃ—আমার আর পূজাই বা কি, আর তার সাঙ্গই বা কি—তা দেখ সুকুমারি, পূজা ও একটা মায়িক প্রক্রিয়া; আর ক্রিয়া-কলাপটা কি জান? ও যেন ভগবানের সঙ্গে আলাপটা করবার কার্য্যটা। ও যেন বেশভূষা ক'রে গিয়ে, উপঢৌকন হাতে নিয়ে, ভগবানের দ্বারের কাছটিতে গিয়ে বলাটা—"প্রভো! নারদোঽহং ভবৎসমীপমাগত্য ত্বামনুগ্রহং যাচয়ামি।" তার পর দয়াময় বংশের পরিচয়, আকাঙ্ক্ষা সমুদয় জেনে, ভেবেচিন্তে, বুঝে, দুটো আলাপ করতে হয় করলেন, না হয় একটা আধটা ফল দারোয়ানের হাত দে দিয়ে অমনি দারোয়ানকে দিয়েই সোজা পথ দেখিয়ে দিলেন।

সুকু। তবে কি প্রভু! পূজায় কোনও ফল নেই?

নারদ। ফল নেই সে কি কথা—কাজের ফল আছে বই কি! খাতায় নাম ওঠে। যদি কখন হাটে-মাঠে, পথে-ঘাটে, শ্মশানে-মশানে বিপদাপদ ঘটে, তাতে পরিচয়টায় অনেক উপকার দেখে।

সুকু। তবে কি আমরা আর পূজা করব না?

নারদ। দরকার কি? তোমাদের পূজার যে বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে, তা ত দেখি না।

সুকু। শঙ্করের আরাধনা ক'রে আপনার ন্যায় অথিতির চরণদর্শনরূপ মহাফল লাভ করলেম—আর বলেন কি না, পূজার প্রয়োজন কি?

নারদ। একেবারে বিশেষ কিছু যে অপ্রয়োজন তাও ত দেখি না। তা হ'লে তোমরা পূজা করলেও করতে পার।

সুকু। তবে কি আপনি আর শিবপূজা করবেন না?

নারদ। তোমার যদি পূজা করতে হয়, তা হ'লে আমাকেও করতে হবে বৈ কি! সাকার পূজা কেবল ফলের জন্য। আর ফল কামনা কে না করে সুকুমারি? হাঁ, তা—হাঁ সুকুমারি! আমার এখানে আগমন তোমার ফল ব'লে জ্ঞান হয়েছে?

সুকু। প্রভু! আপনি শঙ্করের আরাধনা করুন।

নারদ। এই যে কচ্চি, এই যে কচ্চি। তা হ'লে আমার হাতে কতকগুলো তুলসী দাও ত।

সুকু। শিবের পূজায় কতকগুলো তুলসী কি হবে ঠাকুর?

নারদ। হাঃ হাঃ হাঃ! এ কথাটা বলতে পার। ভাল সুকুমারি! তুলসীর ওপর তোমাদের এত রাগ কেন? মা লক্ষ্মী ত তুলসীর নাম শুনলেই জ্বলে যান।

সুকু। আপনি বড় তুলসী ভালবাসেন ব'লে। নিন্—বিল্বপত্র নিন্—নিয়ে শীগ্‌গির শীগ্‌গির পূজা সারুন। পর্ব্বত ঠাকুর আপনার অপেক্ষায় ব'সে আছেন।

নারদ। ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং। দেখ সুকুমারি,—

সুকু। আবার সুকুমারী কেন প্রভু?

নারদ। আবার সুকুমারী কেন? হাঃ হাঃ! 'ম'য়ে সুকুমারী 'হ'য়ে সুকুমারী, 'শ'য়ে সুকুমারী—আর রজতগিরির উপত্যকা, অধিত্যকা, গহ্বর, ঘর্ঘর, শৃঙ্গ—সব সুকুমারী। সে কথা যাক্—বলছিলেম কি—হাঁ—দেখ সুকুমারি! ভগবৎসেবায়—অনাহারে, কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে, যে তা না দেখেছে, সাধ্য কি সে সেরূপ অনুমান করে!

সুকু। পর্ব্বত ঠাকুর আপনার জন্য আহার করতে পারচেন না।

নারদ। এই যে চল না—আমিও ত আহারের জন্য প্রস্তুত।

সুকু। ধ্যান করতে করতে আবার বন্ধ ক'রে উঠলেন কেন?

নারদ। বন্ধ করব কেন? তবে কোন্‌খানটা পর্য্যন্ত বলেছি, বল ত?

সুকু। প্রভু! আপনি কি করচেন, তাও বুঝতে পারি না—আপনি কি বল্‌চেন, তাও বুঝতে পারচি না।

নারদ। ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রতজগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং—দেখ, মহেশের ধ্যানের ভিতর অনেক গলদ। রজতগিরি, চন্দ্র, রত্ন—এ সকল ছাড়া, তুলনা করবার কি আর ভাল জিনিস মিল্‌লো না?

সুকু। এ সকলের চেয়ে আর কি সুন্দর আছে ঠাকুর?

নারদ। ঠিক বলেছ—ভক্তিসুধামাখা, উপবাস-মলিন রমণীর মুখের যে সৌন্দর্য্য—সে সৌন্দর্য্য কল্পনায় আসে না! সে সৌন্দর্য্য বিধাতার তুলিতে অঙ্কিত হয় না। সুকুমারি! সে রূপের তুলনার মর্ম্ম বুঝবে কে? সে যে মুনিমনোহারী।—সুকুমারি! তোমার সৌন্দর্য্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

সুকু। প্রভু! শঙ্করের আরাধনা করুন।

নারদ। সুকুমারি! তোমার সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হয়েছি। তোমার এই লজ্জাবিনম্র বদনের তলদেশে কোটি স্বর্গরাজ্য অবস্থিতি করে। সুকুমারি! সুকুমারি!—

সুকু। প্রভু! পূজা করতে ইচ্ছে না থাকে ত চ'লে আসুন, ভোজনসময় উপস্থিত।

নারদ। আমি আর কার পূজা করব সুকুমারি? শঙ্করের ঘরে আমার এত বিল্বপত্র জমেছে যে, তার একটা কম্‌লে কি বাড়্‌লে এখন আর হ্রাসবৃদ্ধি নাই। সুকুমারি! তুমি আমার কে?

সুকু। পিতার আদেশে আমি আপনার সেবায় নিযুক্ত।

নারদ। বেশ—বেশ। দেখ সুকুমারি! পিতার আদেশে যে আপনাকে চালিত করে, তার গম্যপথের একমুষ্টি ধূলায় শত অমরাবতী ক্রয় করা যায়।—তা—হাঁ পিতৃপরায়ণা! পিতার আদেশপালনই যদি তোমার কাজ, তা হ'লে তুমি আমার কে?

সুকু। আমি আপনার সেবিকা—দাসী।

নারদ। বেশ বেশ—আরও বেশ। সুকুমারি! তুমি জগদীশ্বরী হও। ভাল, তুমি যদি আমার দাসীই হও—তা হ'লে প্রভু যদি দাসীকে কোন আদেশ করে, তবে দাসীর কি করা উচিত?

(নেপথ্যে)। মামা! মামা! বলি ও মামা! সুকুমারি! চ'লে যাও; চ'লে যাও। দে'খ—পর্ব্বতে ছোঁড়া যেন এ দিকে আসে না।

(উপবেশন)

(রমার প্রবেশ)

রমা। প্রভু! ছোট ঠাকুর পাত কোলে ক'রে চোখ রাঙ্গাবার যোগাড় করচে।

(নেপথ্যে)। মামা! ও মামা!

ওই শুনুন, আপনার পূজা শেষ হয়েছে?

(পর্ব্বতের প্রবেশ)

পর্ব্বত। ও কি মামা!—হচ্চে কি ধ্যায়েন্নিত্যং পড়তে কি এক বৎসর লাগে?

রমা। এই বারণ ক'রে এলেম, আবার উঠে এলে যে?

পর্ব্বত। তুমি চ'লে এলে, কতকগুলো কথা কোন্ আমার কাছে রেখে এলে। আমি সেই কথাগুলো লয়ে পায়সসাগরে ছিনিমিনি খেলতেম।

নারদ। ধ্যায়েন্নিত্যং—

পর্ব্বত। ও কি মামা! সমস্ত দিনে রজতগিরি পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পার নি? না—মামা আমার মৃত্যুঞ্জয়ের প্রেতকৃত্য সমাধা না ক'রে আর উঠচেন না।

সুকু। ছোট ঠাকুরের যদি ক্ষুধা এতই প্রবল হয়ে থাকে, তা হলে রমা, ঠাকুরকে আগে দিগে যা না।

নারদ। হুঁ হুঁ—হুঁ হুঁ। (ইঙ্গিতে অনুমতি প্রদান)।

রমা। হাঁ দিদি! আহারযোগে যদি ভগবান মেলে, তবে যোগীরা রাজযোগ হটযোগ ক'রে, না খেয়ে না খেয়ে, শুকিয়ে মরে কেন? ছোট ঠাকুরের কাণ্ডকারখানা দেখে, শাস্ত্রে আর দেবতাতে আমার অভক্তি হয়ে গেছে।

পর্ব্বত। মামা! তোমার পূজো রাখ, রেখে আমার একটা কথা শোন।

নারদ। এই যে বাবা! কি বলবে বল না বাবা! এই যে আমি শুনচি বাবা!

পর্ব্বত। দেখ মামা! এতদিনের তপস্যায় যদি কিছু জ্ঞান জন্মে থাকে, তা হলে ঠিক বুঝেছি, এই মেয়েটি বড় প্রগল্‌ভা।

রমা। দেখ্ দিদি! এতদিনের শিব-আরাধনায় যদি কিছু বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়ে থাকে, তা হলে ঠিক বুঝেছি, এই ঠাকুরটি কেবল বচনবাগীশ।

পর্ব্বত। তোমার কোনও গুণ নাই।

রমা। আর প্রভু গুণের সাগর। সে সাগরের এক গণ্ডূষ জল পেটে পড়্‌লে অন্নপ্রাশনের ভাত পর্য্যন্ত ঠেলে ওঠে। একটু ছিটে গায়ে লাগলে বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্ত জ্বলে যায়।

সুকু। চলুন, চলুন! ও মুখরা—ওর সঙ্গে তর্ক করলে কেবল রাগ বাড়বে।

পর্ব্বত। দেখ মামা! তুমি আমাকে কি দেবে বলেছিলে। এই রমাটাকে আমাকে দিয়ে দিতে পার? আমি ওরে একবার জটায় বেঁধে ত্রিভুবনের জল খাইয়ে নিয়ে বেড়াই।

রমা। তাই দিন ত প্রভু। আমি ঠাকুরকে দিয়ে পায়েস রাঁধবার কলসী কলসী জল তোলাই।

সুকু। এ ত সুখের কথা! ঠাকুর, রমাকে পছন্দ হয়েছে?

পর্ব্বত। পছন্দ অপছন্দ বুঝি না। আমি ওকে জব্দ করব।

রমা। আমিও পছন্দ অপছন্দ বুঝি না—আমি ঠাকুরকে রান্নাঘরের ধোঁয়া খাওয়াব।

নারদ। দেখ রমা! তুমি আমার ভাগনেকে চেন না—তাই অমন কথা বলচ। বাবাজী আমার দ্বাদশ বৎসর বায়ু আহারে কঠোর তপস্যা ক'রে স্বর্গপথের দ্বার উন্মুক্ত করেছে। ওকে প্রেমবন্ধনে

রমা। আপনার ভাগনেটি সাধনার সময় কত বায়ু উদরস্থ করেছেন? উনপঞ্চাশের সব খেয়েছেন, কি দুটো একটা বাকী আছে?

পর্ব্বত। সে কি আছে, দেখিয়ে দেব। এখন এস, আমাকে আহার দেবে! এস মামা! নাও, শিবপূজা রেখে ওঠ।

নারদ। পূজা অনেকক্ষণই শেষ করেছি। ও কেবল ধ্যানের পুনরাবৃত্তি করছিলেম। এস সুকুমারি!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

লতাকুঞ্জ।

ক্ষেমঙ্করী ও জনার্দ্দন।

ক্ষেম। প্রেম, প্রেম—এ সব আবার কি কথা বাপু? প্রেম, প্রেম, প্রেম—কথার মানে কি? আমাদেরও ত এককালে যৌবন ছিল! কিন্তু প্রেম ব'লে কথা ত কখন শুনি নি। বলে প্রেম কর—প্রেম কর। হা রে জনা! প্রেম কেমন ক'রে করে, বল্‌তে পারিস্?

জনা। পারি বই কি।

ক্ষেম। তা হ'লে দে ত ভাই! আমাকে প্রেমটা শিখিয়ে। তোর দিদিরাণীদের সঙ্গে একবার ভাল ক'রে প্রেমের টক্করটা দিয়ে আসি।

জনা। তোর অম্বলের ধাত দিদি, আর প্রেমটা বড় গরম—তোর সইবে কি? তোর ঠাণ্ডাও সয় না, গরমও সয় না। তোরে প্রেম শিখিয়ে কি জ্যান্ত মেরে ফেলব!—অন্তর্জ্জলিও করতে হবে, মুখে আগুনও দিতে হবে। গায়ে জল লেগে যদি সর্দ্দি হয়, আর আগুন-তাতে যদি অম্বল চেগে ওঠে! না দিদি! তোকে আমি প্রেম শেখাতে পারব না।

ক্ষেম। আ-মর্! শেখাতে না পারিস্, প্রেমটা ব্যাপারখানা কি, বল্‌তে পারিস্ না?

জনা। প্রেম মানে প্রণয়।

ক্ষেম। হাঁ রে মুখপোড়া! আমার সঙ্গে ঠাট্টা?

জনা। আ মরণ! ভীমরতি বুড়ী! ঠাট্টা করব কেন? প্রেম কি এক কথায় বুঝান যায়? আচ্ছা দিদি! তুই বক দেখেছিস্?

জনা। আচ্ছা, বকের রঙ কেমন বল্ দেখি ?

ক্ষেম। দুধের মতন সাদা।

জনা। দুধ কেমন বল্ দেখি ?

ক্ষেম। দুধ আবার কেমন ?

জনা। (হাত বাঁকাইয়া) দুধ এই—এমন। এই প্রেমও তাই। প্রেম মানে প্রণয়, প্রণয় মানে অনুরাগ, অনুরাগ মানে প্রণয়, প্রণয় মানে প্রেম। বুঝলি ?

ক্ষেম। কতক কতক। তোর ঠাকুরদা ভাত রাঁধতে দেরী হ'লে দুধের বাটি ফেলে, হাঁড়ী-কলসী ভেঙে, দুপদাপ লাফিয়ে বাড়ী থেকে চ'লে যেত। আবার যেই রেঁধে বেড়ে ডাকতুম, অমনি, সুড়সুড় করে চোরটির মত এসে খেত। আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে তলপী-তলপা নিয়ে দেশত্যাগী হবার জন্য বাড়ী থেকে বেরুত, খানিক দূর হন্ হন্ ক'রে গিয়ে পেছুবাগে চাইত, দেখত আমি ডাকি কি না। যেমনি ডাকৃতুম, অমনি সেইখানে দাঁড়িয়েই দন্ত ফলান হ'ত। আর হাতটি ধরলেই ন্যাতা। কেঁদে হেঁচে, কেসে আমানি-ঝোমানি হয়ে পোষা বাঁদরটির মতন সঙ্গে সঙ্গে আসত। কতক কতক বুঝেছি। প্রেম হচ্ছে অনুরাগ। কথায় কথায় রাগ। হুড়মুড় দুড়দুড়, এক ফোঁটা জল নেই।

জনা। ক্ষেমাদিদি ! তুই যে বুঝেও বুঝিস না, ওইটেই তোর বাহাদুরী। তা হ'লে ত দিদি, এক কালে তুই প্রেমলীলার হদ্দ করেছিলি ! তা হ'লে তোকে প্রেম শেখাব কি ? আমরা এখন ক খ, আর তুই কিল্লী আর্ক। ক্ষেমাদিদি ! তুই প্রেমের ঙস্ত্র—ঙর নীচে দন্ত্য স, তার নীচে তয়ে র ফলা স্তেরো। যখন মরবি, তখন আমাকে পাঁজরার হাড়খানা দিয়ে যাস ত। আমি কতকগুলো বৃত্র-সংহার করব। কিন্তু যত দিন বেঁচে আছিস্, তত দিন ঠাকুরদের প্রেমের পরাকাঠ্‌টা দেখা ত। ঠাকুররো দেশ ছেড়ে পালাক।

ক্ষেম। আরে পোড়ারমুখো, পরাকাঠ্‌টা কি রে ?

জনা। আরে পোড়ারমুখী ! যে দিন হ'তে তোর ভেতর থেকে রস গেছে, সেই দিন হ'তে ব্যঞ্জনবর্ণ হ'তেও শকারের পাঠ উঠে গেছে। তাই বলি ক্ষেমাদিদি, তোর প্রেমের গরাণ নিয়ে, বামুন দুটোকে তাড়া কর ত, আমি একটু হাত-পা মেলিয়ে বাঁচি।

ক্ষেম। আ পোড়া কপাল! প্রেম প্রেম ক' এতকাল হেদিয়ে মলেম, শেষে প্রেম বুঝি হ' অনুরাগ ! ও রকম প্রেম ত আমি লাখো দি করেছি। রাগটা আমার বরাবরই ছিল। তো দাদার সঙ্গে ঝগড়া করি নি, এমন দিনই ছিল না তবু আমাদের যে দেখত, সেই বলত ক্ষেমাদিদি সুখের সংসার। আ আমার পোড়া-কপাল ! এ নাম প্রেম ?

জনা। ওরই নাম প্রেম। তবে প্রেমের দুটো পক্ষ আছে। শুক্লপক্ষের প্রেম হলেন ভগবান্ কৃষ্ণপক্ষের হ'ল কি না পিরীত !

ক্ষেম। ও মা, কি ঘেন্না ! প্রেম তোর পিরীত রাম রাম ! প্রেম—পিরীত !

জনা। শুনতে ঘেন্না, কইতে ঘেন্না। এই বুঝেই দেখ না কেন—এই রাজা মশায়, দিদি রাণীদের হবিষ্যি করিয়ে, উপোস করিয়ে, খাটিয়ে খাটিয়ে হাঁটিয়ে, ছুটিয়ে, মাটীতে লুটিয়ে, মাথা কুটিয়ে, কেমন এক রকমারি ক'রে তুলেছিল। দিদিরাণীদের দেখলে চক্ষু জুড়ুতো। আর যেই তোর আশ্রমের ভেতর প্রেম ঢুকেছে, অমনি সবাই কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গেছে। তোর চখের কোণ ব'সে গেছে—দিদিরাণীরে খেঁকি হয়েছে, সখীগুলো গোকুলের ষাঁড় হয়ে হুটোপাটা দুপোদুপী করে গাছপালা ঘরদোর কিছু রাখলে না। নলূতে হয়েছে রায়-বাঘিনী। তার কাছেই এখন ঘেঁসিনি। আগে ছিলেম 'ভাই জনার্দ্দন'—এখন হয়েছি 'ওরে জনা'। আগে ছিলেম 'ভাই দেখিয়ে দে না'; এখন হয়েছি 'দূর কানা'। আগে আমায় দেখলে দিদিরাণীদের গা জুড়িয়ে যেত, এখন আমার গতরে আগুন লেগেছে। কাজেই তাত খেতে কে কাছে আসবে ক্ষেমাদিদি ?

ক্ষেম। তোর গতরে আগুন লেগেছে ? তুই আছিস, তাই সবাই নড়ে চড়ে বেড়াচ্চে। আর বলিসনি, আমি সব বুঝেছি। পিরীত !—ও মা কি ঘেন্না ! রাজার মেয়ের পিরীত !

জনা। রাজার মেয়ে মানুষ ঠেঙাবে, কথায় কথায় নাক তুলবে, যারে দেখবে, তারেই দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে; তাড়ালে না নড়ে মেয়াদ দেবে, মেয়াদে না কুলোয়, শূলে দেবে ! রাজার মেয়ের কি পিরীত ...

ক্ষেম। এখন আমি রাণীর কাছে যাচ্চি। বলি-গে হাঁ গা বাছা! তোদের মানুষ ক'রে কি শেষে আমাকে এই সব দেখতে হ'ল?

জনা। আবার শোন্। ঠাকুররো এলো, জনার্দ্দনের নাম করতে পাগল হ'ল। এই জনার্দ্দনের কল্যাণে ক্ষীর-সমুদ্দুর মন্থনে, আস্ত আস্ত বাঁকতুলসীর বীচি, হাতের পোঁচায় উঠে, পেটে ঢুকে যেই ঠাকুরদের বেল-পাতার জড় ম'ল, অমনি ঠাকুররো সপ্তমে উঠেছে। জনার্দ্দনকে দেখেছে কি মুখ বেঁকিয়েছে, দাঁত খিঁচিয়েছে, আর তুষ্টু সরস্বতীর ঘর উজোড় ক'রে জনার্দ্দন ভায়ার কাণে ঢেলেছে। তা দিক। কিন্তু দিদি ঠাকুরদের আধ্যাত্মিক তেস্কারে কতকগুলো কথা শেখা গেল।—বলে, জাল্ম, গুল্ম, শাল্মলী; গর্দ্দভ, বর্ব্বর, উর্ব্বরা; মর্কট, ধূর্জ্জটী, পর্কটী! এ সব কি কথা বাবা? দেখ্ ক্ষেমা দিদি! আমার যেখানে দুচোখ যায়, সেই খানে চল্লুম। নে—আমার কাছে তোর কি কি আছে, বুঝে নে। কলসী আছে, চন্দনের কুচি আছে, মোণ পাঁচেক তেঁতুলকাঠ আছে, আর আছে নারকেলপাতা এক কাঁড়ি আর আট কড়া কড়ি। নে সব বুঝে নে—আমি চল্লুম।

ক্ষেম। তুই একলা যাবি কেন? রোস, আগে আমি রাণীমার কাছ থেকে আসি। তার পর যাই ত একসঙ্গে যাব।—রোস, আমি রাজবাড়ী যাব আর আসব—দেখিস যেন কোথাও যাসনি।

[প্রস্থান।

জনা। হাসিস্নে জনার্দ্দন, হাসিস্নে! বড়ই বিপদ উপস্থিত। দিদিরাণীর ওপরে যে রকম শনির দৃষ্টি পড়েছে, তাতে কেবল তাদের মাথা উড়তে বাকী। ও দুটো যোগী কি মাথা উড়িয়েই নড়বে! হাতীর মুণ্ডু জুড়ে দুটো মেয়ে-গণেশ ক'রে তাদের দিয়ে রুক্মিণীহরণের পালা লিখিয়ে নেবে, তবে ছাড়বে। আরে রে বর্ব্বরী ললিতা সুন্দরী। বল্ল দেখি ভাই, মেয়ে-গণেশে যদি মহাভারত লেখে, পড়বে কে?

ললিতা। হাঁ রে জনা!

জনা। কি ভাই দিনকাণা! আমায় চিনতে পারচ না?

ললিতা। না না, ভুলে গেছি। হাঁ ভাই শ্রীল শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন!

জনা। এইবারে টলাতে পারবে মুনির মন! এখন বল দেখি মিষ্টি কথার খনি! কি বলবে, তা শুনি।

ললিতা। দেখ ভাই! ছোটদিদিরাণী তোকে ডেকে দিতে ব'লে দিলে।—বললে, বড় দরকার—জনাকে যেখানে দেখতে পাস, সেইখান থেকে ডেকে আন।

জনা। আগে ছেল বকাবকি—এখন ডাকাডাকি পালা পড়ল। আগে চরকা ঘুরল, শেষে ঢেঁকি পড়ল! যখন বড় বাড়াবাড়িটা ঘটবে, তখন যে সবাই বসে বলবি দে জনা! ঢেঁকির মুখে বুক দে। দেখি কেমন রক্ত বেরোয় তোর নাক দে আর মুখ দে। সেটী হচ্চে না।

ললিতা। শীগ্‌গির যা না।

জনা। তবে আমি চল্লুম।

ললিতা। দেখ ভাই, আমায় গোটাকতক চাঁপা ফুল পেড়ে দিবি?

জনা। পাড়ব কি ক'রে?

ললিতা। কেন, গাছে উঠে।

জনা। তবে গাছে চড়াটা শিখিয়ে দে।

ললিতা। না ভাই, তোর সঙ্গে আমি কথা কইব না! তুই আমার সঙ্গে কেবল তামাসা করিস। —আমি চল্লুম।

জনা। আরে ভাই, যাস্‌নে। যথার্থ কথা কি বলতে, দেখ ভাই নলুতে! তুই এখনও শিবরাত্তিরের শলতে। তুই আছিস, তাই এখনও দাঁড়িয়ে আছি। —নলতে, দুটো বেদান্তের কথা শুনবি?

ললিতা। তুই যা বলিস্ যা করিস্, সবই ত বেদান্ত। বেদান্ত ছাড়া ত তোর কিছু নেই। তুই গালাগালি দিস, তাও বেদান্ত; মারিস, তাও বেদান্ত। তোর নাচ, গান, হাসি—সব বেদান্ত। তোর চুপ ক'রে থাকাও বেদান্ত। তবে আর বেদান্তের নতুন কি শোনাবি বল?

জনা। এই মনে কর না কেন, তুই যেন কোন আকাশের কোন মেঘের কণা ছিলি। ঝ'রে নারকেল-মুচিতে প'ড়ে হলি ডাবের জল।

ললিতা। পোড়া কপাল বেদান্তের।—নে চল—দিদিরাণী দেরী হ'লে যা ইচ্ছে তাই বলবে।

জনা। জল থেকে হলি ফোঁপল, ফোঁপল থেকে হলি গাছ। আবার মাথার উপর সাগর বসালি, আমি হলেম তার মাছ।—হাঁ নলুতে!

জলে এত বল পেলি কোথায় যে, নারিকেল-মালা ফুঁড়ে, আবার আকাশ পর্য্যন্ত ঠেলে উঠলি ?

ললিতা। দেখ ভাই! কেমন গোলাপ ফুটেছে!

জনা। দেখ ভাই! গোলাপগাছের কি চমৎকার শোভা!

ললিতা। চুপ রও! গাছের আবার শোভা!

জনা। আজ্ঞে হাঁ প্রভু! গাছেরই শোভা, গোলাপ শুধু শোভা দিতে এসেছে। গোলাপ শোভার কে ?

ললিতা। এবার থেকে গা সাজাতে হ'লে তোকে গাছ তুল্‌তে হবে। গোলাপের গায়ে হাত দাও ত মেরে ফেলব।

জনা। আচ্ছা, গোলাপ তুলে যখন আমি কাণে গলায় পরি—বুকে ধরি, তখন আমায় কেমন দেখায় বল দেখি ?

ললিতা। গোলাপ তুলে তোর কাণে গুঁজে দেব ?

জনা। আগে কেমন দেখায়, বল না।

ললিতা। আমি বলব না।

জনা। তবে রে পোড়ামুখি! গাছের শোভা না ফুলের শোভা ?—এখন বুঝেছিস ?

ললিতা। (ফুল উত্তোলন) রোস, ভাল ক'রে বুঝে দেখি, তোর কথা সত্যি কি আমার কথা সত্যি।

জনা। বোকা মেয়ে! তোরে ত দমবাজী দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম—এখন, আমায় বোঝায় কে ? শোভাময়ি! তুই নিজেই শোভা—নিজেই সুধা। তুই শোভার স্বাদ বুঝবি কি ?

ললিতা। (ফুল আনিয়া) নে, কাণ বাড়িয়ে দে।

জনা। এই নিষ্কণ্টক গোলাপগাছে কি এই গোলাপ শোভা পায় নলুতে ?

ললিতা। আবার কি রকম গোলাপ শোভা পায় ? এমন বসরাই তোর পছন্দ হ'ল না ?

জনা। তুই আমার কাঁধে ওঠ।

ললিতা। আমি তোর কাণ ধরি।—উঁ! আর এমন কথা কইবি ?

জনা। (হাত ধরিয়া)

(গীত)

এবার তোদের রইল না লো মান।
ও ফুল দুলিস্ কেন, হাসিস্ কেন,
শোন্ লো দুটো গান ॥
তোরাই কি লো বাগানের মেয়ে,
তোদের সনে কইতে কথা, আসি লো ধেয়ে,
তোরা ক'স না কথা, নাড়িস মাথা
আদর কথায় দিস না কাণ।
তোরাই সুধু বাগানের মেয়ে,
কেবা আলো ক'রে হেলে দুলে ফেরে,
দেখ দেখি চেয়ে—
এ ফুল চাঁদের সনে ফোটে লো গগনে
চাঁদের সুধায় পোড়ায় প্রাণ ॥

ললিতা। না ভাই—ও কি কথা বলিস্ ভাই! আমার বড় লজ্জা করে।

(নারদ ও পর্ব্বতের প্রবেশ)

পর্ব্বত। আরে ম'ল। এখানেও তোরা ?—তোদের কি অগম্য স্থান নেই ? কি জ্বালা!—দেখ মামা! এই নন্দী ভৃঙ্গী দুটোকে কোন রকমে কৈলাসে পাঠাতে পার ? পার ত দুটোকে পাঠাও ত মামা! ও দুটো কৈলাসেই শোভা পায়। যেখানটা মনে করচি নির্জ্জন, সেইখানেই কি ও দুটো আছে!

জনা। নলুতে!—গতিক ভাল নয়, পালাই চল।

পর্ব্বত। ভাগ। ফের যদি এখানে তোদের দেখি, তা হ'লে মাথা ভেঙে ফেলব।

জনা। কোকিল রয়েছে, ভ্রমর রয়েছে, বাতাস রয়েছে—তাদের বেলায় কি করবে ? আমরা থাকলেই বুঝি যত দোষ ?

ললিতা। বাগানে এলেই আমাদের দেখতে হবে।

জনা। মরুভূমিতে যাও, জলায় যাও—তখন যদি আমাদের দেখতে পাও তা হ'লে রাগ ক'র। এখন রাগ করলে তোমাদের কথা শুন্‌বে কে ?

নারদ। ললিতা দিদি! তবে তোরা দুটি কি বাগানের ফুল ?

ললিতা। আমরা পর্ব্বত ঠাকুরের চোখের শূল। চল্ জনা, আমরা চ'লে যাই।

পর্ব্বত। ওলো ছুঁড়ী! একটা কথা বলি শোন।

জনা। ও শুনবে না। ওই গোলাপ আছে, মল্লিকা আছে, যুঁই আছে, বেলা আছে, ওদের বল।

ললিতা। একলা থাকলে কথা কবার ঢের লোক পাবে, তাদের বল।

[বেগে প্রস্থান।

নারদ। আচ্ছা বাবাজী, ও দুটোর ওপর তোমার এত রাগ কেন বল দেখি!

পর্ব্বত। সে ওই দুটোই জানে, ওদের জিজ্ঞাসা কর। আমি বলতে পারি না। আর বলবই বা কি, আমি নিজেই জানি না। এখন যা বল্‌তে এসেছি, শুন।

নারদ। বল।

পর্ব্বত। বল দেখি, প্রেমের পূর্ব্বলক্ষণটা ক?

নারদ। তোমার কি কি হয়েছে?

পর্ব্বত। ক্ষুধা-মান্দ্য হয়েছে, চোখ জ্বালা, হাতের তেলোয় ঘাম, আঙ্গুলের গলিতে গলিতে ঘাম, গা চব্বিশ ঘণ্টাই আগুন—নিদ্রা নাই, শুয়ে ব'সে দাঁড়িয়ে বেড়িয়ে সুখ নাই। কারও সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছা করে না।

নারদ। ও কিছু নয়। পায়সটা একটু রসাল জিনিস। যত পেরেছ খেয়েছ, তাইতে পিত্তবৃদ্ধি হয়েছে; পৈত্তিক জ্বর মারাত্মক নয়, তবে কিছু কষ্টদায়ক।

পর্ব্বত। কি, আমার কাছে মনের কথা গোপন করচ? জ্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? মনের কথা গোপন ক'র না। বল, এ আমার কি?

নারদ। এ পূর্ব্বরাগ। রমা তোমার হৃদয়াকর্ষণ করেছে।

পর্ব্বত। কি, আমার হৃদয় একটা মেয়ে আকর্ষণ করবে?

নারদ। পুরুষের হৃদয় মেয়েতে টানে না ত কি হাতী-ঘোড়ায় টানে?

পর্ব্বত। কি—কি বল? তবে কি আমার ভিতরে আগ্নেয়গিরির অধিষ্ঠান হবে? ধাতু-নির্গমনের মত, আমার সাধের পায়স মুখ দে ঢুকে কি মুখ দিয়েই বেরুবে?

নারদ। ক্রমে ক্রমে সে সব হবে বৈ কি।

পর্ব্বত। কি, এই সব হবে? তবে কি রমা আমাকে ডাকলে যেতে হবে?

নারদ। না না—তোমাকে কি আর এতটা করতে হবে।

পর্ব্বত। তোমার যে আর দেখা পাবার যো নেই। তুমি যে এ কয় দিন কোথায় আছ, খুঁজেই পাই না। তা হ'লে কি আর এতটা হয়?

নারদ। আমি কয় দিন জপে ছিলুম।—তা যা হ'ক—এখন কি করবে, বল দেখি?

পর্ব্বত। কি করব, তুমিই বল না।

নারদ। তোমার কি তবে এখানে আর থাকতে ইচ্ছা নাই?

পর্ব্বত। ইচ্ছা থাকলেও কি আর এখানে এক দণ্ড থাকা উচিত? শেষে কি আমাকে রমার কথায় উঠতে বসতে হবে?

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। ছোট ঠাকুর মহাশয়!—ছোট ঠাকুর মহাশয়! আপনাকে ছোট দিদিরাণী ডাকচে।

পর্ব্বত। শুনলে মামা! আস্পর্দ্ধার কথাটা শুনলে?

ললিতা। ছোট ঠাকুর মশায়! ছোট ঠাকুর মশায়! ছোট দিদিরাণী ব'লে দিলে যে, আপনি যেমন থাকবেন, তেমনি আসবেন—যেন এতটুকু দেরী না হয়।

পর্ব্বত। বেরো আমার সুমুখ থেকে ছুঁড়ী!

নারদ। ও কি? ও কি? ওকে অমন কচ্চ কেন?

পর্ব্বত। ছোট ঠাকুর মশায়—ছোট ঠাকুর মশায়!—তোরে কে পাঠিয়ে দিলে?

নারদ। আরে মূর্খ! ও ছেলেমানুষকে ধমকাচ্চ কেন—ও কি করেছে?

পর্ব্বত। দেখ, মূর্খ মূর্খ ক'র না। তোমার দিগ্‌গজী পাণ্ডিত্য নিয়ে তুমি থাক। আমার মূর্খত্বই ভাল। চিরকাল দাসত্ব ক'রে তোমার কি আর পদার্থ আছে?

(জনার্দ্দনের প্রবেশ)

জনা। ছোট ঠাকুর মহাশয়! ছোট ঠাকুর মহাশয়! ছোট দিদিরাণী ব'লে দিলে যে, আপনি এখনি গিয়ে তার সঙ্গে একবার দেখা করেন।

পর্ব্বত। জনার্দ্দন! বাপ আমার!—একবার কাছে এস ত।

নারদ। না হে বাপু জনার্দ্দন! তোমার এসে কাজ নেই।

পর্ব্বত। ভয় নেই, কিছু বলব না।

জনা। ভয়ই বা কিসের? ছোট ঠাকুর মহাশয়, দু এক ঘা মারবেন,—এই ভয়! আঃ! তা হ'লে ত ভালই হয়। পিঠটা চিরকাল প্রেতপক্ষে পড়েছে,—একবার দেবপক্ষে প'ড়ে না হয় শুদ্ধ হয়ে যাক্।

পর্ব্বত। আয়, আয়, তুইও আয়।—নে, দুজনে আমার দুটো কাণ ধর। ধ'রে হড়হড় ক'রে টান। টানতে টানতে তোদের ছোট দিদিরাণীর কাছে নিয়ে চল।—ভয় কি, ভয় কি—ধর্ না। নিয়ে গিয়ে বল্, ঠাকুর আসছিল না—আমরা কাণ ধ'রে এনেছি।

নারদ। হয়েছে, হয়েছে,—টানাই হয়েছে। যাও ত ভাই! তোমরা গিয়ে বল ত ঠাকুররো আসচে।

জনা। শীগ্‌গির—শীগ্‌গির।

ললিতা। দেরী হ'লে ছোট দিদিরাণী রাগ করবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

নারদ। এত রাগের কারণটা কিসে হ'ল?

পর্ব্বত। কিসে হ'ল, তুমি যদি বুঝতেই পারবে, তা হ'লে একটা ভাঙ্গা বীণায় ঝঙ্কার দিতে দিতেই জন্ম কাটাও? কিসে হ'ল? দাসত্বলোলুপ তোমার কথায় বিশ্বাস ক'রে হ'ল। কিন্তু আমিও বলচি, আর না। আর আমার ক্ষুধা যাবে না—হৃদয়ের কোন স্থানের কোন প্রদেশের কোন অংশে, আর কোন অস্বাভাবিক ক্রিয়া হ'তে পাবে না। আর দারুণ ক্ষুধা সত্ত্বেও, পর্ব্বত ঋষি এখানে থাকবে না। রমার সহস্রবার গললগ্নীকৃতবাসে, সুকুমারীর লক্ষ প্রয়াসে, আর তোমার কোটি আদেশে,—কিছুতেই আমাকে আর এখানে রাখতে পারবে না। ব'ল মাতুল, সেই পাপিনী রমাকে, সে যদি আমাকে দেখতে চায়, তা হ'লে—এই বেলা দেখে যাক। মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হ'লে আর আমায় দেখতে পাবে না।

নারদ। আহা! বাবাজী! অত ক্রোধ কর কেন?

পর্ব্বত। ক্রোধ কর কেন? ক্রোধ করি না কেন, তাই বল। বলে কি না, তোমায় ডাকচে। যার ডাকে ভগবান্ আসে—সেই মহাযোগী পর্ব্বত—হিমালয় হ'তেও কঠিন আমি—আমাকে একটা মেয়ে ডাকচে! তুমি মামা দেবলোকে ফি[রে] যাবার পথটা ব'লে দাও ত।

নারদ। আহা! এত ক্রোধ কর কেন[?] শোনই না।

পর্ব্বত। শুনব কি মাথা আর মুণ্ড! তু[মি] আমায় পথ ব'লে দাও। বল ত এই বাঁ দিকে পাহাড়ের ডান দিকের পথ, তারপর একটু কোণা বাগে বেঁকে, তার পর বারকতক ঘুরে, বারকত[ক] ফিরে, উঠে প'ড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে, তার পর সে[ই] আগুনে গর্ত্তটা ডিঙিয়ে, তার পর বরাবর—কেম[ন] এই ত মামা! এই ত তোমার দেবলোকের পথ[?]

নারদ। আরে বাবাজী? তুচ্ছ কথায় এত বৈরাগ্য কেন?

পর্ব্বত। তুমি ব'লে দেবে ত দাও। না দাও ত আমি আপনি চ'লে যাব। ঘুরে ফিরে ম'রে ম'রেও যাব। তুমি যেতে চাও ত এই বেলা আমার সঙ্গে চল।

নারদ। আমার যাবার এত প্রয়োজন কি? আমাকে কেউ ডাকেও নি, আর আমার ভিতর আগ্নেয়গিরির মুকুলও বেরোয় নি।

পর্ব্বত। তবে তুমি থাক, আমি চল্লেম।

নারদ। আরে পাগল! রাগ করে না, শোন।

পর্ব্বত। তুমি সেই তমঃপূর্ণহৃদয়া সৃঞ্জয়তনয়াকে ব'ল যে, পর্ব্বত আর তার কটু শুক্ত, তিক্ত ঝোল, কষায় অম্বল গালে তুলবে না। আর সেই সুস্বর-গরবিণী বহুভাষিণী রমাকে ব'ল যে, তার পর্ব্বত আর তার অমৃতোপম উচ্ছেভাতে চেয়ে খাবে না।

নারদ। তবে তুমি একান্তই যাবে?

পর্ব্বত। তুমি আমার সঙ্গে যাবে না?

নারদ। যেতে পারি, তবে আজ কেমন করে যাই? রমা আজ পরিচর্য্যা করবে, কা'ল করবে সুকুমারী। আমি প্রতিশ্রুত আছি। অন্ততঃ এ দুদিন ত যেতেই পারি না। তুমি যদি একান্তই যেতে চাও, যাও, ঠাকুরকে আমার প্রণাম জানিও।

পর্ব্বত। দেখ, সুকুমারীকে ব'ল, যেন সে আমার সব দোষ ভুলে যায়।

নারদ। আচ্ছা।

পর্ব্বত। আর রমাকে ব'ল, আমার সঙ্গে আর তার দেখা হবে না।

নারদ। আচ্ছা।

পর্ব্বত। আর দেখ, তারে ব'ল, সে যদি কখন গোলোকে যায়, তা হ'লে আমার সঙ্গে একবার দেখা হ'লেও হ'তে পারে। এতকাল ত তার খেয়েছি, কি বল মামা?

নারদ। তা ত বটেই, তা ত বটেই।

পর্ব্বত। ভাল, এ কথাও তারে ব'ল, গোলোকে গিয়ে সে যদি আমায় ডাকতে পাঠায়, তা হ'লে না হয় একবার তার কাছে যেতে পারি। স্বর্গে আর মান অপমান কি, কি বল মামা?

নারদ। তা ত বটেই—তা ত বটেই।

পর্ব্বত। তা হ'লে তুমি আর শীগ্‌গির যাচ্চ না?

নারদ। কি করি—প্রতিশ্রুত হয়েছি।

পর্ব্বত। প্রতিশ্রুত ত রোজই হচ্চ। প্রতিশ্রুত হ'তেও ছাড়বে না, আর ঘরেও ফিরবে না! তোমার মতলবটা কি বল দেখি! তুমি কি এখানে আর একটা গোলোকধাম বসাতে চাও?

নারদ। যেখানে আত্মার তৃপ্তি, সেইখানেই গোলোক। আমি এঁদের সেবায় পরম পরিতুষ্ট। সুতরাং এখানে গোলোক বসানটা কিছু বিচিত্র নয়।

পর্ব্বত। এ কি? পেছন ফিরতে তোমার দেরী সয় না দেখচি যে!

নারদ। নাও, কি বলবে, শীগ্‌গির ব'লে ফেল, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

পর্ব্বত। আজ রমার পালা, তাই মামার ক্ষুধার মাত্রাটা কিছু বেড়েছে। কেমন, না মামা? আচ্ছা বল দেখি, কার হাতের রান্না ভাল?

নারদ। সুকুমারীর রান্নাটাই কিছু মধুর লেগেছে।

পর্ব্বত। এই ত মামা, মিছে কথাটা কয়ে ফেল্‌লে!

নারদ। রমা ব্যঞ্জনে বড় ঝাল দেয়।

পর্ব্বত। রান্নার মজা যা কিছু, তা ত ওই ঝালেই। তুমি বুড়ো হয়েছ, তোমার কি আর স্বাদ-বোধ আছে?

নারদ। আচ্ছা, তাই হ'ল—এখন কি বল্‌তে ছিলে বল।

পর্ব্বত। দেখ মামা! রমা যদি আমার প্রতি ভৃত্যের মত ব্যবহার না করত, তা হ'লে আরও কিছুকাল এখানে থাকতেম।

নারদ। আহা বাবাজী! থেকেই যাও না। সে আর কি এমন অপরাধ করেছে, একবার সুধু ডেকেচে বৈ ত নয়।

পর্ব্বত। বল্‌চ ডেকেচে, আবার বল্‌চ কি অপরাধ?

নারদ। আমার বোধ হয়,—বোধ হয় কেন, বিশ্বাস, রমা তোমায় ভালবাসে।

পর্ব্বত। আমাকে ভালবাসার তার কি অধিকার?

নারদ। না, এ কথা তুমি দু'শোবার বল্‌তে পার।

পর্ব্বত। এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমাকে দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব সকলে ভয় করে, আর একটা বালিকা ভালবাসে?

নারদ। না, এটা তার গুরুতর অপরাধ।

পর্ব্বত। অপরাধ নয়?

নারদ। ভাল, আজকের মত দয়া ক'রে ক্রোধ পরিত্যাগ কর। কিংবা অনুনয় ক'রে রমাকে বল, "রমে! আমাকে ডেকো না—তাতে আমার অপমান বোধ হয়।"—আবার যাও কেন?

পর্ব্বত। কি বলব, তোমার উপর রাগ করবার যো নেই। তা না হ'লে তোমাকে দেখিয়ে দিতেম, আমি কেমন পর্ব্বত ঋষি। দেখ মামা! তুমি বুড়ো ভীমরতি—তুমি অর্ব্বাচীন—তুমি কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান-হীন।

নারদ। আহা বাবাজী! শান্ত স্বভাবের আর বেশী পরিচয় দেবার প্রয়োজন নাই। এখন চল।

পর্ব্বত। যদি দুদণ্ডও থাকতেম, কিন্তু তোমার আচরণে আর এক মুহূর্ত্তও না।

[বেগে প্রস্থান।

নারদ। আরে বাবাজী! যেও না—যেও না। ওহে শোন—শোন। রমা আজ অন্নব্যঞ্জনের মেরু প্রস্তুত করেছে, আমি একা নিঃশেষ করতে পারব না। ওহে, দুপুরবেলায় না খেয়ে যায় না। —ও ত হুট বলতেই পালায়! সত্যি সত্যিই এবারে ভাগলো দেখি যে! আমার উপায়! আমার যে বিষম দায় উপস্থিত। সুকুমারি! সুকুমারি! (হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া) সুকুমারি হে।— কি কল্লেম? নারায়ণ না ব'লে সুকুমারী বল্লেম?

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

প্রান্তর-পথ।

পর্ব্বত।

পর্ব্বত। বড় বিপদেই পড়েছি। যেখানে যাচ্চি, সেইখানেই রমার কণ্ঠস্বর সহস্র ফণা বিস্তার ক'রে আমাকে গ্রাস করবার জন্য ছুটে আসচে। আমার এ কি হ'ল? আমার সে ক্রোধ কোথায় গেল? রমার কথায় সহস্র চেষ্টায়ও ক্রোধ আনতে পারচি না! মামার একটা রহস্য আমার সহ্য হয় না; স্বয়ং ভগবানের রহস্য-কথায় আমি তেলে বেগুনে জ্বলে যাই;—সেই আমি কি না, একটা তুচ্ছ নারীর কথায় হতভম্ব হয়ে যাচ্ছি! আমার ক্রোধই যদি গেল ত রইল কি! এমন ক'রে ক্রোধ উদ্দীপনের চেষ্টা করি, এমন ক'রে চোখ রাঙাই, এমন ক'রে পাকাই, আর যেই রমা আসে, অমনি সব গুলিয়ে যায়।—এই কি প্রেমের পূর্ব্বলক্ষণ? প্রেম করা ত দাসত্বস্বীকার। আমার বীরত্বের বিনিময়ে এক রাশ দাসত্ব কিনব? রমার পায় সাধের কঠোরতার অঞ্জলি দিব? কে সে রমা? মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যার সম্পর্ক নাই, রমা তার কে? রমা আমার কে? তার জন্য আমার রাগ যাবে, মান যাবে, হৃদয়ে অস্থিরতা আসবে? তার জন্য আজন্ম-কঠোর কোমল হবে? বাত্যাতাড়িত মহাসাগরের আর্ত্তনাদে ভরা তরঙ্গমালা পর্ব্বতের গলদেশ আশ্রয় করবে?—কখনই হ'তে দেব না।—মায়া?—কিসের মায়া?—বালিকার প্রতি আমার আবার মায়া কি? আমি আর রমার মুখ দেখব না। কিন্তু রমার স্বর!—হয়েছে—হয়েছে। উপায় স্থির করেছি। আজ আমি চক্ষে অনলকুণ্ডের প্রতিষ্ঠা করব। সর্ব্বনাশী যদি আসে, অমনি ক্রোধানলে তারে দগ্ধ করব। অঙ্গের সঙ্গে রমার সব যাবে। কথার বিলোপ হবে। আর আমি অমনি আনন্দে নৃত্য করতে করতে ভবানীর কাছে গিয়ে আমার মর্ত্ত্যের লাঞ্ছনা,—দুঃখ-কাহিনী সব খুলে বলব। বিপন্ন পর্ব্বত ভবানীর আশ্বাসবাণী পেয়ে আবার সুস্থ হবে। কিন্তু সেই আশ্বাসবাণী! রমার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তার প্রভেদ কি?

(নেপথ্যে। যেও না—যেও না)

ওই আসচে। রায়বাঘিনীর মত গভীর গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে ওই রমা ছুটে আসচে। আয়—নারী, আয়! আয়, আজ তোকে আমার জীবন-যজ্ঞে ক্রোধানলের আহুতি ক'রে আপনাকে নিষ্কণ্টক করি। আয় নারী—আয়।

(নেপথ্যে। যেও না—যেও না—একটা কথা শুনে যাও।)

পর্ব্বত। না—এ বিশ্বাসঘাতক চক্ষু বিকল হয়ে গেছে। যে দিকে ঘোরাতে যাই, সে দিকে ঘোরে না। যে দিকে ফেরাতে চাই, সে দিকে ফেরে না। কি করি? কোথায় যাই? কোন্ দিকে চাই? (ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া দণ্ডায়মান)

(রমা ও ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। ছোটঠাকুর ম'শয়—ছোটঠাকুর ম'শয়! চেয়ে দেখ, কে এসেছে!

রমা। কি ঠাকুর! আকাশ-পানে চেয়ে রয়েছ যে! দেবলোকে পালিয়ে যাবার পথ দেখছ না কি?

পর্ব্বত। পালিয়ে যাব কেন? দেবলোকে যাবার আমার কিছু বিশেষ প্রয়োজন পড়েছে।

ললিতা। ছোটঠাকুর মহাশয়—ছোটঠাকুর মহাশয়! দেবলোকে যাবার কি ওই এক পথ?

পর্ব্বত। না, এক পথ থাকবে কেন? ব্রাহ্মণের অসম্মান, অতিথির অসৎকার, বাচালতা, কলহপ্রিয়তা—এ সকল পথ অবলম্বন করলেও বিনা ক্লেশে স্বর্গে পৌঁছান যায়।

রমা। সবার চেয়ে সরল পথটা যে ভুলে গেলে ঠাকুর! কই, মিথ্যা কথাটা ত কইলে না! সত্যপথে গেলে যদি সহস্র বৎসর লাগে, মিথ্যার সাহায্যে সেটা এক দিনে নিষ্পন্ন হয়। আমায় জটায় বেঁধে ঘোরাবে বলেছিলে। তা কর্‌তে গেলে, এ জন্মে ত আর স্বর্গরাজ্যে যেতে পার্‌তে না। তা করতে গেলে অন্ততঃ আজ ত কোন ক্রমেই যেতে পার্‌তে না।—ঠাকুর! তুমি ত চল্লে, আমার উপায় কি ক'রে গেলে? তুমি দেব-লোকে গেলে আমায় জটায় বেঁধে ঘোরাবে কে?

ললিতা। কেন ছোটদিদিরাণি! তুমি ছোট-ঠাকুর মশায়ের সঙ্গে স্বর্গে যাও না।

পর্ব্বত। তার চেয়ে তুই আয় না।—তোকে ...য়ে পথে যেতে বৈতরণীর অনল জলে বিসর্জ্জন ...য়ে যাই।

রমা। বল কি ঠাকুর! আমার ওপর এত ...গ যে, তার জন্য এই নিরপরাধিনী বালিকাকে ...াগুনে ফেলে দেবে? এত রাগ যে, তার জন্য ...রক-দর্শন করতে ছুটবে?

পর্ব্বত। না, আমার আর উদ্ধার নাই, আমার ...য়ে এলো। ভগবন্! আমাকে কি পোড়া পায়েস ...খেতেই মর্ত্ত্যে পাঠিয়েছ! পায়েস সাগরের ...াঁকে প'ড়ে আমার প্রাণ যায় যায় হ'ল ...য।—কি করি—মামার শরণাপন্ন হই। হয়ে বলি, ...ামা! আমাকে এ বিপদ হ'তে রক্ষা কর—আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে।

রমা। আর ঠাকুর! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ ...পানে চেয়ে ভাবতে হবে না। আমাকে ঘোরাবার ...দায় হ'তে তোমাকে নিষ্কৃতি দিলেম।

পর্ব্বত। তোমায় যে না ঘোরাব, তা বললে কে?

রমা। তা বুঝেছি—স্বর্গ থেকে জটা এসে আমায় ঘোরাবে। তুমিই না হয় মিছে কথা কও। তোমার জটা ত কইতে পারে না।

পর্ব্বত। দেখ রমা! যা খুসী, তাই ব'ল না!

ললিতা। যা খুসী, তাই বলতে পারচি কই? বলব কি না বলব, তাই ভাবচি, বলবার উদ্যোগ করচি, এমন সময় তুমি পালিয়ে যাচ্চ। তা হ'লে আর কখন্ বলা হ'ল ছোটঠাকুর মহাশয়?

পর্ব্বত। ফের বলচিস্ পালিয়ে যাচ্চি?

রমা। তা যাচ্চ, যাও না! পালিয়েই যাও, কি আমোদ ক'রেই যাও। আমরা কি ধ'রে রাখচি?

পর্ব্বত। দেখ রমা! তুমি আমায় চেন না। তুমি আমার ক্রোধ জান না। স্বয়ং ভগবান্ই আমার সঙ্গে ভয়ে ভয়ে কথা কয়।

ললিতা। আমরা ত আর ভগবান্ নই যে, তোমাকে ভয় করব। তোমার ভগবানই আমাদের ভয়ে অস্থির। আমাদের এক ফোঁটা চক্ষের জলে তোমার পাথরের ঠাকুর পর্য্যন্ত গ'লে যায়।

পর্ব্বত। ভগবান্ তোদের চোখের জলে গ'লে গিয়েই ত তোদের এত আস্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছে। তা না হলে আমার সম্মুখে দাঁড়াতে তোদের সাহস হয়? কিন্তু আমি রাগলে ভগবানের তোয়াক্কা রাখি না। আমি নারীটারী যারে দেখব, দো-চোখো ভস্ম ক'রে ফেলব।

(জনার্দ্দনের প্রবেশ)

জনা। ব্যাধের তাগ আর বামুনের রাগ, বরাবরই রগ ঘেঁসে যায়। লাগল ত প্রাণ গেল, ফস্‌কাল ত কাণে তালা। আমি একবার ঠাকুরকে দেখতে পেলে বলি যে—হে দিদিরাণী-ভয়াতুর কঠোর ঠাকুর! হে মমতা-বিচ্ছিন্ন, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে বিশেষ প্রকারে মান্য, কাজেই অন্তঃসারশূন্য যোগিবর! তোমার প্রভাতের মেঘাড়ম্বরের মত রাগে আমাদের অঙ্গ জরজর হয়েছে। তার জ্বালায় জনার্দ্দন সাধুভাষা শিখেছে। তার প্রাণে আর মমতা নাই, শ্বাস-প্রশ্বাসের সমতা নাই! তার বুকে এখন এত কত কি ঢুকেছে যে, তা প্রকাশ করতে ভাষায় কথা নাই।

পর্ব্বত। দেখ পাষণ্ড!

জনা। এই যে ছোটঠাকুর মশয়, অমনি অমনি চল্লে, বকসিস্ দিলে না?

পর্ব্বত। আমার ক্ষুধাটা তোরে দিয়ে দিলুম।

ললিতা। আর আমাকে?

পর্ব্বত। আর আমার কাছে কি আছে, তা তোকে দেব? সব গেছে রাক্ষসী! তোদের উপদ্রবে আমার সব গেছে। সুধু ছাই আছে। আর ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো এই কমণ্ডলুটা আছে। এই নে আমার কমণ্ডলু—যা।

জনা। ও খাবে তোমার ছাই—ও পাবে তোমার কমণ্ডলু। আর আমি তুচ্ছ পায়েস খেয়ে মরব? তা হবে না! তা হ'লে সব প'ড়ে থাকবে! মামাঠাকুরে, বাঁদরে, পাখীতে, পোকাতে বাঁটোয়ারা ক'রে নেবে।

ললিতা। জনা! আমি চল্লেম! ঠাকুর আমাকে কমণ্ডলু দিয়েছে!

জনা। তবে যা। ঠাকুরের কমণ্ডলু হাতে ক'রে ঠাকুরের ব্যবসাটা ত্রিভুবনের লোককে দেখিয়ে আয়!

ললিতা। তাই ভাল ছোটঠাকুর মহাশয়, আমি চল্লেম, তুমি যাও, জনাকে সঙ্গে নিয়ে যাও!

জনা। কমণ্ডলু যাক, ছাই যাক, রাগ যা'ক, সব যাক, জনা থাক্। প্রাণের মমতা, দুঃখের চিন্তা,

বিরলের নিশ্বাস, প্রবাসের স্মৃতি—জনাতে সব আছে। সময়ে অবহেলা, অসময়ে অনুতাপ, ক্ষুধায় উপবাস, আহারে আহার, জনার অঙ্গে সব মাখান আছে। দেখ, যেন জনাকে হাত-ছাড়া ক'র না।

ললিতা। (গীত)

সে যে অভিমান করেছে সার গো।
তাই জীবনে যাতনা-রাশি, হিয়ায় ভুবনভার গো।
করিতে কথার ছলা, দ্বিগুণ বাড়িবে জ্বালা,
সখী রে ডেকো না তারে—
ডাকে ফিরিবে না আর গো!
মিনতি করিতে গেলে, সে যে দূরে যাবে চ'লে
আদরে নয়নে ব'বে ধার গো।
তাই সখী করি মানা, সেথা যেও না যেও না,
যদি আসে পথ ভুলে
গেলে না মিলিবে দেখা তার গো!

[ললিতার প্রস্থান।

জনা। যাই—আমিও যাই, ও যে যথার্থই চ'লে গেল। আমার কান্না পাচ্চে।

পর্ব্বত। যাও, তুমিও যাও। সে গাইতে গাইতে গেল, ও কাঁদতে কাঁদতে গেল, তুমি একটা কিছু করতে করতে যাও! আমি ক্ষণেক এ স্থানটায় ব'সে ভগবানের নামটা জ'পে নিই!

রমা। আমি আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে যাব। চলুন, রাগটা দুর্ব্বাসা ঋষিকে উচ্ছুগ্গু ক'রে দিয়ে আমার সঙ্গে আসুন।

পর্ব্বত। আর লুন সুন করতে হবে না। মান তুমি আমার যথেষ্ট রেখেছ! নাও, এখন স্বস্থানে যাও, আমিও আপনার পথ দেখি।

রমা। সে কি প্রভু! এই পথ আমি একা যাব, এইটে কি অপনার কথা হ'ল?

পর্ব্বত। তবে কি আমাকে কাঁধে ক'রে নিয়ে যেতে বল না কি?

রমা। দেখুন প্রভু, শুনেছি রাধা একবার রাসকুঞ্জে বেড়াতে বেড়াতে কৃষ্ণের কাঁধে উঠতে চেয়েছিল; তাইতে কৃষ্ণ অভিমান-ভরে গম্ভীর নিশীথে রাইকে সে বনের ভিতর একলা ফেলে অদৃশ্য হয়েছিল। প্রভু! কৃষ্ণ কি অপ্রেমিক?

পর্ব্বত। বোকা গয়লার পুষ্যিপুত্তুর, তার আর কত বুদ্ধি হবে! তা না হ'লে কাঁধে উঠার কথা শুনে চম্পট দেয়?—আমি হ'লে এক চড়ে তারে স্বর্গের চূড়ায় তুলে দিতেম।

রমা। তা হ'লে আমি আপনাকে ছাড়ব না। ঠাকুর! আমার স্বর্গ দেখবার বড় ইচ্ছা হয়েছে।

পর্ব্বত। সে আজ আর নয়, ফিরে এসে দেখা যাবে।

রমা। আমি পথ ছাড়ব না।

পর্ব্বত। দেখ, আমার রাগ বাড়িও না।

রমা। তা যদিই বাড়ে, বাড়ার ভাগটা রমাকে দিয়ে যান না। আমার ভাণ্ডারে সব আছে, কেবল ওইটারই অপ্রতুল। তা রমা আপনার এত সেবা করলে, সে কি একটুও পুরস্কার পাবার যোগ্য নয়?

পর্ব্বত। কি আপদ্! তোর কি ভস্ম হবার ভয় নাই?

রমা। আ! তা হ'লে ত বেঁচে যাই। তা হ'লে ত বাতাসে ভেসে ভেসে, আপনার পায়ের নখে, দুটি চোখে, মাথার জটায়, ঠোঁটের ডগায় জড়িয়ে থাকি। তা হ'লে আপনার প্রতিজ্ঞা সুধু পূর্ণ হয় না, উপচে ওঠে।

পর্ব্বত। রমা! তোর কি নরকেরও ভয় নাই?

রমা। আমি নরকে না গেলে আমায় নিয়ে যায় কে? আপনার ভগবানের যদি বাপ থাকৃত, তা হ'লে ভগবানের বাপান্ত করে বলতেন যে, তার বাপের সাধ্য নাই, আমাকে জোর ক'রে নরকে নিয়ে যায়।

পর্ব্বত। এ কি বিপদে পড়লেম গা! এমন বিপদে যে কখনও পড়ি নি।

রমা। সত্য সত্যই কি প্রভু! এই মুখরা রমার উপর আপনার ঘৃণা উপস্থিত হয়েছে? ঠাকুর, মুখ তুলুন, যথার্থ বলুন, আর আমি আপনাকে বিরক্ত করব না। চরণে ধ'রে বলছি, আর আপনার কাছে আসব না; কাছে আসি ত মুখ তুলবো না; মুখ তুলি ত কথা কব না। কদন্ন খাইয়ে আর আপনাকে অসুস্থ করব না। জ্ঞান-হীনা নারী, না বুঝে দুষ্কর্ম্ম করেছি।

পর্ব্বত। ভগবান্! আমাকে এ কি বিপদে ফেল্লে?

রমা। মার্জ্জনা করুন, দেব-দর্শনে আত্মবিস্মৃতা রমণী, আপনার প্রশ্রয়দানে কর্কশভাষিণী ক্ষমা ভিক্ষা চায়।

পর্ব্বত। আঃ! পা ছাড়।

রমা। ক্রোধ শান্ত না হয়, আমাকে ভস্মীভূত করুন।

পর্ব্বত। ভগবান্! আমাকে এ কি বিপদে ফেল্লে?

রমা। ভগবান্‌কে ডাকবেন না। হতভাগিনীকে আর ভগবানের বিষ-নয়নে ফেল্‌বেন না।

পর্ব্বত। আঃ! পা ছাড়।

রমা। ভাল, নরকেই না হয় প্রেরণ করুন।

পর্ব্বত। আঃ! পা-ই ছাড় না ছাই। ভগবান্! আমার এ কি দুর্দ্দশা করলে?

রমা। ভগবান্‌কে ডাকবেন না।

পর্ব্বত। কি বিপদ! ভগবান্‌কে ডাকাও ছাড়তে হবে না কি?

রমা। বলুন, ক্রোধ শান্ত হয়েছে?

পর্ব্বত। আঃ! ছেড়েই দাও না। তোমার জন্য কি মিছে কথাও কইতে হবে?

রমা। বলুন, আপনার রাগ গিয়েছে?

পর্ব্বত। রাগ হ'লই বা কখন্ যে, যাবে?

রমা। তবে আমি উঠি?

পর্ব্বত। তোমার যা খুসী, তাই কর।

রমা। যা খুসী, তাই করি?

পর্ব্বত। যা খুসী—মারতে হয় মার—রাখতে হয় রাখ। এই আমি বুক পেতে দাঁড়িয়ে রইলেম।

রমা। (উঠিয়া) তবে ঠাকুর!

পর্ব্বত। এ কি, এ আবার কি?

রমা। সুকুমারীর রান্না খেয়ে একটা শাকের কণা প্রসাদ রাখবে না, আর আমি রাঁধলেই মুখ ফিরুবে!

পর্ব্বত। এ কি করুচ? হাত ধরলে কেন, ছাড় না!

(সখীগণের প্রবেশ ও পর্ব্বতকে বেষ্টন করিয়া)

(গীত)

সাধে কি বাদ সেধেছে প্রেমে কি বিষের জ্বালা।
ছল ক'রে তুলতে গো ফুল, জড়িয়ে সে ধরলে গলা॥
অচলে ভাসিয়ে তুলে, নলিনী ডুবলো জলে,
খুঁজিতে গলে গলে পড়ল ঝরে শশিকলা।
আকাশে ঢেউ লেগেছে, আঁধারে চাঁদ ধরেছে,
বিষাদে ঝাঁপ খেয়েছে মেঘের কোলে তারার মালা॥

পর্ব্বত। তোদের মেঘ থাক, পৃথিবী ভেসে যাক। রমা, তোর আমি কি অপরাধ করেছি?

রমা। অপরাধ নয়? গুরুতর অপরাধ। আমার সাধ, তোমায় কাছে ব'সে খাওয়াই, তুমি কাছে ব'স না, তোমায় চ'খে চ'খে রাখি, তুমি দেখা দাও না। আমায় না ব'লে চ'লে যাও, আমায় না জিজ্ঞাসা ক'রে অপরের খাও।

পর্ব্বত। তা হ'লে কি করতে হবে?

রমা। খেতে পাও না পাও, আমাকে জিজ্ঞাসা করবে; ভাল লাগে না লাগে, আমার কাছটিতে থাকবে।

পর্ব্বত। ক্ষিদেয় ম'রে যাও, আমার সুমুখে যাবে, হাত-পা আছড়াতে হয়, আমার সুমুখে আছড়াবে। কেন, আমি তোর চাকর না কি?

রমা। তুমি আমার মাথার মণি।

পর্ব্বত। রমা! তুই কুহকিনী।

রমা। (জনৈক সখীকে ধরিয়া গীত)

আমি কতই কুহক জানি সজনি!
সাধ ক'রে মজাতে পরে ফাঁদে পড়ি আপনি॥
শিলায় ঢালিতে বারি, নয়নে করেছি ঝারী,
শেষে পিপাসায় মরি দিনে হেরি রজনী॥
দিয়ে লতায় ফুলের বাস, কুসুমে লতায় ফাঁস,
পরায়ে প্রাণের অলি টানি;—
পরিমলে বাঁধি পায় যদি অলি রাখে পায়
তবু চ'লে যায় ফিরে ত না চায় গুণমণি॥

১ম সখী। সে কি প্রভু! কোথায় যাবে?

২য়, স। আমি এমন চোখ তুলে আনারস ছাড়ালুম—

৩য়, স। আমি এমন কচি কচি আমড়া পাড়লুম—

৪র্থ, স। আমি এমন ক্ষীরের মতন ক'রে পোস্ত বাটলুম—

৫ম, স। আমি এমন রাঙা নারকেলের ফোঁপল বার করলুম—

রমা। নাও, কি করবে বল? (হস্তধারণ)

পর্ব্বত। আমি খাব না।

রমা। তেঁতুল কাঁচা?

পর্ব্বত। খাব না।

১ম, স। টোকো আঁব ছেঁচা?

পর্ব্বত। আমি খাব না।

২য়, স। উচ্ছে কচি?

পর্ব্বত। আমি খাব না।

৩য়, স। পটল-বীচি?

পর্ব্বত। খাব না, খাব না।

৪র্থ, স। দুধের গলা।

পর্ব্বত। এ ত বিষম জ্বালা। আমি কিছু খাব না।

রমা। না—খাবে না! আমার হাত নালে ভেসে গেল, উনি কিছু খাবেন না! চল ঠাকুর! পেটটি প'ড়ে রয়েছে, মুখটি শুকিয়ে গেছে, চোখ দুটি ছল ছল করচে, চল, কিছু খাবে চল। এমন দিন-দুপুরে গেরস্তর বাড়ী হ'তে না খেয়ে কি কেউ কম্‌নে যায়? খেয়ে দেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে, যেতে হয়, অপরাহ্লে যেও। এখন চল।

পর্ব্বত। আঃ! আমায় ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—আঃ!

দ্বিতীয় দৃশ্য

লতাকুঞ্জ।

নারদ।

নারদ। কে তুমি আমার হৃদয়-মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবতা? কে তুমি শয়নে স্বপনে, দেবার্চ্চনে, ধ্যানে, সমাধিসাধনে নারদের মানসকাননে আপনার মনে বিচরণ করচ? কে তুমি ধরণীশিরোমণি শ্যামলা, জলদবিলাসিনী চপলা, যমুনালহরী-শোভাকরী রাসেশ্বরী, হিমগিরিশিখরমাধুরী গৌরি? সুকুমারি—সুকুমারি!

(গীত)

তারা! কি বলব তোরে।
তোর ছলার জ্বালায় মায়ার খেলায় কথা না সরে।
দুর্ঘট-ঘটনা-পটীয়সী মায়া নিজোদ্ভূত শশিশেখরজায়া,
ছায়ারূপে কায়া ঢেকে মা বিচর ধরাপরে।
মোহন মদনবিলাসে জগমোহন অভিলাষে,
বেঁধেছ আপন প্রাণ পদনখরে,
আবার আদর ক'রে ধ'রে তারে তুলেছ শিরে।
বৃন্দাবন হৃদি নিকুঞ্জধামে বসি নটবর বংশীধর বামে
সংসার গলায়ে দেছ যমুনা-নীরে,
আবার ফুল্ল শতদল তুমি গিরিশিখরে।

হরি-দর্শন নিয়ে ত কথা! তবে কেন এত মাথা-ব্যথা? কেন শঙ্করের কাছে বুক খুলি, কেন হরির কাছে কৃতাঞ্জলি? বন-জঙ্গল ভেঙে হিমালয়কে বশে এনে, পাহাড়ে মেয়ের বিয়ের ঘটকালি যদি এই দিলে শঙ্কর! প্রভাসে নাকের জলে চোখের জলে হ'য়ে, এই বৃদ্ধকে মুখরা বৃন্দার গাল খাইয়ে স্বকার্য্য-সাধনের যদি এই পুরস্কার গদাধর! তবে, তোমাকে আমিও ব'লে রাখি, প্রতিশোধ লব। তোমার তারা আজ হ'তে সুকুমারীর চোখে, আর তোমার কমলা আজ হ'তে সুকুমারীর মুখে! সুকুমারি! সুকুমারি!

(জনার্দ্দন ও ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)

জনা। ওই শোন, কেমন ঠিক বলেছি না? ওই দেখ ঠাকুর, রিরি করচে।

ক্ষেম। ওরে, ছাড় ছাড়।

জনা। আ মর! শোন্ না—প্রেম একলা ব'সে কত রকমের কথা কয়, শোন না। প্রেম, প্রেম ক'রে হেদিয়ে মরিস, ঠাকুর যোগে বসেছে, এই ফাঁকে প্রেমটা শিখে নে না। দিদি তুই রাধা হবি?

ক্ষেম। দুর হতভাগা! বুড় হয়েছি, রাধা হবার আর কি বয়েস আছে? ওরে ছাড়।

জনা। দুর ভীমরতি বুড়ী, রাধা কি চিরকালই ছুঁড়ী ছিল? একশ বছরের বিরহ আঁচলে বেঁধে যখন রাধা প্রভাসে কৃষ্ণকুণ্ডে ঢেলে দিয়েছিল, তখন কি সে জলে তরঙ্গ উঠে নি; প্রভাসের রাধী বুড়ীর কি প্রেম ছিল না? দিদি! আমি বলছি, তুই রাধা হ! বড় দিদিরাণীর বড় অহঙ্কার। দাসত্বের অহঙ্কারে মাটীতে আর পা পড়ে না। দিদি! দিদি! তুই একবার রাধা হ'।

ক্ষেম। তবে নল্‌তেকে রাধা ক'রে দে না কেন?

জনা। নল্‌তে আমার কাণ মলে, আমি তারে গাল দিই! আমিও তার চাকর নই, সেও আমার দাসী নয়। সমানে সমানে হুকুম চলবে কেন দিদি, তাই বলি, তুই রাধা হ'।

ক্ষেম। আমার বড় লজ্জা করে।

জনা। পিঁপড়ের পালক উঠে মরবার তরে। তোর হয়ে এসেছে। নে আয়, আমি তোরে মরতে দেব না। তুই যে প্রেম প্রেম ক'রে হেদিয়ে মরবি, তা হবে না, আয়—ওই দেখ ঠাকুর বাহ্যদৃষ্টিহীন, ভেবে ভেবে খড়কের মতন ক্ষীণ; এমন দিন নেই যে, কাঁদে না, এমন ক্ষণ নেই যে, বীণায় বেয়াড়া সুর বাঁধে না। ও এখন থাকা না থাকা সমান। তুই ওর সুমুখে ব'সে ডাইনীর মন্তর ঝাড়—বল 'বঁধু কি আর বলিব আমি? জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণনাথ হইও তুমি।'

ক্ষেম। আহা! দাদাঠাকুরের আমার কি রোগ হ'ল?

জনা। আ মর! আবার বেঁকে গেলি! ভাল, তুই ত সকল ওষুধ জানিস, দাদাঠাকুরের চিকিৎসাটা তুই কর্ না কেন?

ক্ষেম। তবে এক কাজ কর। চিকিস্সুপুরির রস—

জনা। রস—ওষুধ বন্ধ কর বত্থি ঠাকরুণ, সে রস ঠাকুরের কস বেয়ে মাটীতে পড়লে আশ্রমটা সুপুরিগাছে ভ'রে যাবে। তোর ক্ষেমা-কুঞ্জে বাঘ ঢুকবে! তার চেয়ে আর এক কাজ কর্, হুঙ্কার ছেড়ে ঠাকুরকে বল্ যে, সুকুমারী তোমায় ডাকচে। দিদিরাণী রাঁধতে রাঁধতে অম্বলে পলতা বেটে দিয়েছে। এখন দাদাঠাকুর চেকে বলে যদি মিষ্টি, তবেই রইল, নইলে তোকে আমাকে খেতে হবে, বুঝেছিস? শীগ্গির যা, গিয়ে গা ঠেলা দে।

নারদ। সুকুমারি!

জনা। ও দিদি! ও দিদি!

ক্ষেম। ওরে ব্যথা—হাতে ব্যথা।

নারদ। এখনও এলে না সুকুমারি?

জনা। কেমন ক'রে আসব ঠাকুর? আমার প্রাণ কই?

নারদ। কি বল্লে—কি বল্লে?

ক্ষেম। ও মুখপোড়া, কি করলি? ও মুখপোড়া, পুড়িয়ে মারলি!

জনা। তা হ'লে এখন পালানই কর্ত্তব্য, বুঝলি?

ক্ষেম। উঃ উঃ, ওরে ওরে, আস্তে টান্।

[প্রস্থান।

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। আর কোথায় দেখি বাপু! দিঘ ধারে খুঁজলেম, সেখানে নেই; নদীর তীরে দে লেম, সেখানেই বা কই? বাকী আছে ে বাগানের কুঞ্জ। ঠাকুর! এখানে আছেন কি?

(সুকুমারীর প্রবেশ)

সুকু। ললিতা! তুই আমাকে ডাকছিলি

ললিতা। কই, কখন্?

সুকু। তবে আমাকে ডাকলে কে?

ললিতা। তবে বুঝি জনা ডেকেছে।

সুকু। দূর বাঁদর মেয়ে, জনা কি আমা সুকুমারী বল্বে?

ললিতা। ও কি, আমিই বলতে প দিদিরাণী?

সুকু। তুই সেই অবধি খুঁজছিস?

ললিতা। তুমি বল্লে খুঁজে আন্, কাে আমি খুঁজচি।

সুকু। তা হ'লে দেখা না পেলে সমস্ত দি খুঁজতিস না কি? মুখ মুচকে হাসলি যে? ও বাগে চেয়ে দেখ দেখি সুয্যি কোথায়? সর্ব্বনা আমি না এলে, না খেয়ে সমস্ত দিন ঘুরতিস্; বাড়ী যা, আর তোকে খুঁজতে হবে না।

ললিতা। আমি কতবার বল্লেম দিদিরা ঠাকুরের পেছনে এক জন লোক রেখে দাও, ঠা নায় না, খায় না, কি করতে কি করে, কো যায়। তোমায় বললে কেবল হাস। সে দিন ঠা আমাকেই প্রণাম ক'রে ফেললে। ঠাকুরের ধুলো গায়ে-মুখে না মাখলে সে দিন পুড়ে মরেছি আর কি। দিদিরাণি! ঠাকুরকে বাঁধতে পার বাঁধ। ঠাকুরকে খোঁজা আর চলে না।

সুকু। আচ্ছা, সে যা করবার করা যাবে এ এখন যা, গিয়ে কিছু জল খেগে যা। ঠাকু অপেক্ষায় ব'সে থাকলে মারা যাবি। যা, চলে

[ললিতার প্রস্থ

এ ত বিষম জ্বালা হ'ল! এ যে ঠাকুরকে ক কথায় খুঁজতে হয়, কথায় কথায় ডাকতে হয়, এখন উপায় কি? ঠাকুরের দিন দিন যে প্র

পরিবর্ত্তন দেখছি, তাতে প্রাণে ত বড়ই আতঙ্ক উপস্থিত। এর প্রতিবিধানের পথ না দেখলে ত আমার নিস্তার নাই। এ যে জগতের লোক একবাক্যে আমাকে তিরস্কার করবে, আর বল্‌বে, ত্রিসংসারের দেব-যক্ষ-নর-কিন্নরাদি সর্ব্বজীবের কল্যাণকর মহাপ্রেমকে রাক্ষসী সুকুমারী গ্রাস করলে, সংসার ডোবালে, লোক মজালে—স্বার্থ-পরায়ণা একার জন্য সবার সর্ব্বনাশ করলে। তা আমি সহ্য করতে পারব না। বিশ্বামিত্রের মেনকা যেমন, সুন্দোপসুন্দের তিলোত্তমা যেমন, আমাকেও যে তেমনি ব্রহ্মবল-বিনাশিনী উপমা হ'য়ে কালের অসীম চিত্রপটে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হ'য়ে থাকতে হবে, তা আমি কখনই সহ্য করতে পারব না। দেবর্ষে! আমি না বুঝে দুষ্কর্ম্ম করেছি, না বুঝে পিত্রাদেশে তোমার সেবায় নিযুক্ত হয়ে কি ক'রে ও চরণ-কমলে প্রাণ দিয়েছি—না বুঝে তোমাকে হৃদয়-সিংহাসনে বসিয়ে দুঃখিনী সাধিকার একমাত্র সম্বল মানসোপচারে তোমার পূজা করেছি। তোমার তাতে কি প্রভু? বালিকার চিন্তা পরিত্যাগ কর, আবার বক্ষের ধন বক্ষে ধর। বিশ্বম্ভরের ভার তোমার মাথায়। সংসার তার ছায়ায় ব'সে লীলাবিলাসে মাতোয়ারা। তার ভার আছে, সংসার জানে না। সংসার জানে না, সে ভারে আকাশ জমিয়া যায়, ধরণী পরমাণু হয়। ভগবন্! হৃদয়ের ভার হৃদয়ে রাখ! বিশ্বপ্রেম সর্ব্বাঙ্গে মাখ। অঙ্গ-সৌরভ ভিক্ষায় এখনও পর্য্যন্ত যেমন জগদ্‌বাসী তোমার পানে চায়, তেমনি চাইতে দাও—বালিকায় ভুলে যাও। বল, ভালবাসার যদি আকর্ষণ থাকে, ভালবাসা ভুলে যাই; সেবার যদি নিগড় থাকে, সেবা ফেলে চ'লে যাই, মৌনত্বে যদি মোহ থাকে, চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী ক'রে মুক্ত-কণ্ঠে ব'লে যাই, ছাই রূপের যদি কিছু দাহিকা শক্তি থাকে, বল প্রভু, তোমার সুমুখে আগুন খাই। না—না প্রভু! আমার জন্য যে তুমি আত্মহারা হবে, তা হবে না। সেবা আমার ধর্ম্ম, দাসত্ব আমার সাধনা, আমায় যে রাণী ক'রে তুমি ভিখারী হবে—তা কখনই হবে না। প্রভু! এখানে আছেন কি? কই—প্রভু কই? প্রভু যদি এখানে নেই, তবে আমাকে ডাকলে কে? বলি, প্রভু এখানে আছেন কি?

নারদ। সুকুমারি! সুকুমারি!

সুকু। কেন প্রভু? মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ, আহার্য্য সকলই প্রস্তুত, সকলেই আপনার আগমন প্রতীক্ষায় ব'সে আছে।

নারদ। সুকুমারি! তুমি কাছে এস।

সুকু। ও আজ্ঞা আর করবেন না। আপনি উঠে আসুন।

নারদ। (অগ্রসর হইয়া) তোমার স্নানাহার হয়েছে?

সুকু। আজ্ঞে, আপনি আজ আহার করলেন না দেখে—আমরা সকলে সে কাজ আগে সেরে রেখেছি! প্রভু! হলেন কি? দিন দিন হচ্চেন কি? কার্য্যের অবতার, জ্ঞানের অবতার, প্রেমের অবতার, দিন দিন আপনার এ কি পরিণাম? ব্রাহ্মণের নিত্যক্রিয়ায় অনাস্থা, দেব-পূজায় বিস্মরণ, আহারে অপ্রবৃত্তি, লোকসঙ্গমে বিরাগ—প্রভু! আপনার হ'ল কি? আমাকে কি ডাকছিলেন?

নারদ। যথার্থই সুকুমারি, তোমায় স্মরণ করেছি।

সুকু। কি আজ্ঞা প্রভু?

নারদ। মুহূর্ত্তমাত্র সময় তোমা হ'তে বিচ্ছিন্ন, তোমায় ডাকা উচিত হয় নি, তবু তোমায় ডেকেছি।

সুকু। কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে কি প্রভু?

নারদ। স্নানাহার যদি না হয়ে থাকে, সে সকল কার্য্য সম্পন্ন কর—তার পর বিশ্রাম লও—বিশ্রামের পর যদি ইচ্ছা যায়, তুমি আমার হয়ে একবার হরি-স্মরণ ক'র।

সুকু। এ সব কি কথা প্রভু! দেখুন—এত দিন বলি নাই, আজ বলি—পিত্রাদেশে আমি আপনার সেবায় নিযুক্ত; আপনি আমার দেবতা; আপনার সেবাই আমার ধর্ম্ম, আপনার আদেশ-পালনই আমার কর্ম্ম! কিন্তু অপর দিকে আমার রক্ষার ভার আপনার করে। আপনার ভাবদর্শনে আমার আতঙ্ক উপস্থিত। প্রভু! এ আতঙ্ক-নিবারণের উপায়?

নারদ। ভয় নাই পিতৃ-পরায়ণা!—আমার জ্ঞান যাক, আমার অস্তিত্ব বিলোপ পাক! সত্য আমাকে ত্যাগ করবে না সুকুমারি! ভয় নাই—তুমি ভয়নাশিনী—তোমার রাজত্বে ভয় বাস করতে পারে না।

সুকু। তবে দাসীকে ডাকলেন কেন?

নারদ। সমস্ত দিবসের পর দণ্ডেক সময় তোমা হ'তে অন্তর হয়ে, ভগবান্‌কে স্মরণ করতে গিছলেম, কিন্তু সুকুমারি! ভগবানকে স্মরণ করতে তোমায় স্মরণ করেছি, হরিকে ডাকতে তোমায় ডেকেছি। হরিস্মরণ করতে হয়, তুমি কর। তুমি আমার ধ্যান ধারণা সাধনা, সুকুমারি, তোমার স্বর আমার বীণার ঝঙ্কার! তুমি আমার মূলমন্ত্র, তুমিই আমার মন্ত্রোদ্ধার-যন্ত্র।

সুকু। কি করলে তপোধন? একটা ক্ষুদ্র বালিকার জন্য স্বর্গপথের দ্বার রুদ্ধ করলে? কি করলে হরিপরায়ণ? কোটি কোটি মানবে, কোটি কোটি দেব-দানব-গন্ধর্ব্বে, স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে হরিনামের বীজ বিকীর্ণ ক'রে, নিজের হৃদয়কে মরুভূমি করলে?

নারদ। সুকুমারি—

সুকু। কি করলে ঋষি? সংসারকে ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ ক'রে আজি নিজে উপবাসী—কি করলে তপোধন?

নারদ। অনুশোচনা ছাড়, আমার কথা আবার শুন; সুকুমারি, আমার ভবিষ্যৎ তোমার শ্রীকরে, আমার অনন্ত জীবন তোমার হৃদয়োপরে। শুন সুকুমারি! তুমি নারদের বরাভয়করী, তুমি প্রাণেশ্বরী।

সুকু। কি হ'ল মহেশ্বর? পিতৃদেবের আদেশ পালনে, তোমার পূজনে কি হ'ল শঙ্কর? আমাকে ঘোর নরকে ডোবালে, আমাকে দিয়ে ঈশ্বরকে স্বর্গচ্যুত করালে?

নারদ। তুমি যেখানে থাক, সেইখানেই স্বর্গ; তুমি ভুবনেশ্বরী, তুমি কমলা, তুমি শঙ্করী; তুমি বৃন্দাবনবিলাসিনী, তুমি নগেন্দ্রনন্দিনী; তুমি মায়া, মোহিনী। ইষ্টমন্ত্র সমেত আমার এই বিশ্বাধার হৃদয় তোমার করকমলে সমর্পণ করলেম। সুকুমারি! প্রাণেশ্বরি! মস্তকাবনত ক'র না, মুখ তুলে চাও, বিশ্বে আমাকে স্থান দাও। ও কি সুকুমারি, কাঁদছ?

সুকু। কি হ'ল, এ কি হ'ল প্রভু? এ যে কিছুই বুঝতে পাল্লেম না! প্রভু! আমাকে বুঝিয়ে দাও, ব'লে দাও, কেমন ক'রে কোন্ গ্রহদুর্দ্দৈববশে অতি তুচ্ছ, অতি হেয়, মর্ত্ত্যের একটা ক্ষুদ্র নারী আপনার নয়ন-মন আকর্ষণ করলে? না বললে, ঠিক জেনো ঠাকুর, আর এখানে থাকব না, লোক-সমাজে মুখ দেখাব না। না বললে, শুনে রা ঋষিরাজ, এ প্রাণ আর রাখব না। জীবনে পরিণাম ভাবব না, আত্মঘাতিনী হব, তার ফ অনন্ত নরকে প্রবেশ ক'রে অনন্তকালের ম তোমার নয়নের অন্তরাল হব। বল দেবর্ষে, কে এমন হ'ল—কামনাত্যাগী যোগিবর! নিষ্কাম ব্র ধারণের কি এই পরিণাম?

নারদ। এই পরিণাম—যেখানে কিছুই না সেথায় ভগবান আছেন; যেখানে কামনা না সেখানে ভগবান্‌ই কামনা। সুকুমারি, রূপ-সৌন্দ মুগ্ধ হয়ে নারদ তোমাকে আত্মসমর্পণ করে নাই তোমার কোমলতা, মধুরতা, তোমার কমনীয়তা নারদ আত্মহারা হয় নাই। এই ক্ষুদ্র কলেবরে আছে—এই শঙ্কাবিকম্পিত কোমল হইতেও কোম হৃদয়াভ্যন্তরে যে ধন নিহিত আছে, সেই ধনে প্রলোভনে নারদ আজ এখানে। সেটুকু তো ভক্তি। ক্ষুদ্র জলবিম্বেও অগণ্য তারকার আশ্র স্থান অনন্ত গগনের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, ক্ষুদ্র দী শিখা-বিনিঃসৃত আলোক-রশ্মি পথ পাইলে চতুর্দ্দ ভুবনে প্রসৃত হইয়া পড়ে। এই ক্ষুদ্র বদনকমলে আলোককণায় সূর্য্য-চন্দ্র জ্যোতিষ্মান, এই ক্ষুদ্র হৃদ সরোবরের লহরে লহরে অনন্ত প্রাণ ভাসমান আবদ্ধ রেখ না সুকুমারি! খুলে দাও—মায় শৃঙ্খলে আবদ্ধ প্রাণ একবার খুলে দাও—ভুব ভরিয়া যাক। নারদ আর একবার বীণা-ক তোমার নাম ধ'রে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হ'ক।

সুকু। আমি দাসী প্রভু! আমায় এ কথা বলচ?

নারদ। দাসী তুমি—(হাস্য) যথার্থই সুকু মারী, তুমি দাসী, আর সেই জন্যই আমি তোমা শ্রীচরণপঙ্কজের পরিমল-প্রয়াসী। বালিকে! দাস মহত্ত্বের পরিমাণ। যার যত বড় দাসত্ব, তার ত বড়ই মহত্ত্ব—ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডের দাস। আর কে ছলনা, পিতৃদেব সাধিকে, কৈশোর-যোগিনি, শঙ্ক চিরসঙ্গিনি! আর কেন ছলনা? আত্মদর্শন কর—একবার দেখ, তোমার বিশ্বব্যাপী প্রেম-নিকেতনে এক স্থানে নারদের স্থান আছে কি না। ব' সুকুমারি, তোর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করি। তোর কে কালী, মুখে শ্রী, হৃদে বনমালী, হর মাথায়, গায় তোর সর্ব্বগায়। পাথরে ঈশ্বর কল্পনা ক'রে যা আত্মতৃপ্তি হয়, জীবনস্বরূপিণী নারীশিরোমণি

তোতে তা ক'রে কি সে তৃপ্তি পাব না? দেখ ভক্তিময়ি! তুই আমার কে?

সুকু। (ধ্যানমগ্ন হইয়া)

তুমি আমি এ সংসারে।

নারদ। আমি সুধু জানি তোমায়

তুমি জান আমারে।

সুকু। তুমি জ্ঞান আমি মায়া

তুমি আলো আমি ছায়া,

প্রাণ কায়া পতি জায়া আছে যে যারে ধ'রে।

নারদ। তুমি মহাশক্তি মার, তুমি প্রেম রাধিকার,

আলোকে আঁধার তুমি,

আলো তুমি আঁধারে।

জনা। এ দিকেতে পাহাড় ঠাকুর এসে বুঝি পাট করে।—দিদি ঠাকুরুণ, তুমি কোথায়? হায় হায় হায়, তুমি হেথায়! ও দিকে সব যায়, মাথার ঘ য় মুনি-ঋষি পর্য্যন্ত পাগল হ'ল।

নারদ। কি হয়েছে?

সুকু। আ গেল, অমন ক'রে চেঁচিয়ে মরচ কেন?

জনা। আর মরচ কেন; বাঁচতে পারলেম না, আই মরচি—দিদিরাণি সব গেল। (কম্পন) দিদিরাণি সব গেল।

নারদ। আরে কাঁপচিস্ কেন? পাহাড় ঠাকুর কি কিছু করেছে?

জনা। পাহাড়ে ধস খেয়েছে।

সুকু। ও পাগলের কথায় কাণ দেয়?

জনা। যদি প্রাণ বাঁচাতে চাও ত কাণ দাও—

সুকু। কি হয়েছে, বলই শুনি, অমন করতে লাগলি কেন? পাহাড় ঠাকুর কি রেগেছে?

জনা। সে সব খেয়ে ব'সে আছে—

নারদ। সুকুমারি, তুমি এইখানে ক্ষণেক অপেক্ষা কর—

সুকু। সে কি প্রভু! জনার কথায় বিশ্বাস ক'রচেন?

নারদ। বিশ্বাস করার করণ আছে।

সুকু। কারণ আছে! তবে কি জনার কথা সত্যি?

নারদ। আমার বিশ্বাস তাই। —হাঁ জনার্দ্দন, সে কি করচে?

জনা। একবার এমনি করচে—একবার তেমনি করচে—একবার দাঁত খিঁচুচ্চে, একবার হাই তুলচে, একবার বলচে, হর হর বম্ বম্, একবার মাটিতে পা ঠুকচে দম্ দম্—মন্দির করচে গম্ গম্। গাটা টলচে, হাত দুটো দুলচে, নিশ্বাসটা ঘন ঘন চলচে, পেটটা নাম্‌চে আর ফুলচে, মুখ ছুটচে, চোখ ঘুরচে—শিবঠাকুর ঠকঠক করে কাঁপচে, রমা দিদি মূর্চ্ছা হয়ে প'ড়ে গেছে।

নারদ। এত কাণ্ড হয়েচে! সুকুমারি, তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্রই ফিরে আসচি—

সুকু। সে কি প্রভু! রমা মূর্চ্ছিতা হয়ে প'ড়ে আছে—

জনা। আঃ, কি জ্বালা গা—ঠাকুরকে ছেড়েই দাও না—যা হবার, ওর ওপর দিয়েই হয়ে যাক্, তুমি কোথায় যাবে?

নারদ। যথার্থই সুকুমারি, তোমায় যেতে বলতে সাহস করি না।

জনা। না দিদিরাণি! (হস্তধারণ)

সুকু। চুপ কর্ মূর্খ।

জনা। ওই! ওইতেই ত দুঃখ হয়। তোমার কথা শুনে আমার কাঁপুনি সেরে গেল। আমার অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে, আমি তোমায় কখনই যেতে দিব না, ঠাকুর যাক্; যাবে, অমনি রমাদিদি ঝেড়ে ঝুড়ে উঠবে। ঠাকুরের দাড়ী দেখলে ভুত পালায়, তা সে ত কোথাকার এক ফোঁটা মূর্চ্ছো —না ঠাকুর, তুমি একা যাও। আমাদের অনেক দুঃখের দিদিরাণী। তুমি যাও, আমরা হাত-পা মেলিয়ে বাঁচি। ওই দেখ, ঠাকুরের নাম করতেই রমাদিদি বেঁচে উঠেচে। ওই দেখ থরথর ক'রে চ'লে আসচে। আমি আর থাকতে পাচ্চি না, আমি চল্লেম, আমার গা কাঁপচে, প্রাণ ধুঁকচে, মন হু হু করচে—আমি দাদাঠাকুরের নাম করতে করতে যাই। নারদ! নারদ! নারদ! [প্রস্থান।

সুকু। (ছুটিয়া রমাকে ধরিয়া) হা রমা! কি হয়েছে ভাই!—তুই না কি মূর্চ্ছা গিছ্‌লি?

নারদ। পর্ব্বত না কি আজ ক্রোধে আত্মহারা হয়েছে?

রমা। আজ ঠাকুরের ভাবগতিক দেখে আমার ভাল বোধ হচ্ছে না। ক্রোধোদ্রেক হয়েছে। আজ আর তাঁর কথায় মিষ্টতা নাই, ভাবে মধুরতা নাই। লোচন আরক্ত হয়েছে, দেহ সময়ে সময়ে

বিকম্পিত হচ্চে, আর অপনার অনুসন্ধান কচ্চে। ভয়ে আমি সতর্ক করবার জন্য জনাকে পাঠিয়ে দিলেম। আহারের অনুরোধ করতে তিরস্কার খেয়েছি। চরণে ধরতে মূর্চ্ছা গিয়েছি। প্রভু! একটু সাবধানে থাকুন—আমি আবার যাই, আর একবার আহারের জন্য সাধ্য-সাধনা করি গে।

নারদ। যাও, যাও—শীঘ্র যাও—কিয়ৎক্ষণের জন্য তারে ভুলিয়ে রাখ গে। [রমার প্রস্থান।

স্নকু। এ সব কি কথা প্রভু?

নারদ। স্নকুমারি, যথার্থই বিপদ উপস্থিত। পর্ব্বতের কাছে প্রতিশ্রুত ছিলেম, সকল মনের কথা তার কাছে প্রকাশ করব। বুঝেছ ত স্নকুমারি! আজ কয় দিন ধ'রে তাকে মনের কথা গোপন করে আসচি; আমার আচরণে আকারেঙ্গিতে সে বোধ হয় মনের কথা বুঝতে পেরেছে। তাই আমাকে খুঁজচে—

স্নকু। বুঝতে পেরে থাকে পেরেইছে। তাতে ভয় কি?

নারদ। ভয় বিলক্ষণ। সে যেমনই আমায় দেখতে পাবে, অমনি শাপ দেবে।

স্নকু। শাপ দেবে—সে কি কথা, যেমন দেখবে, অমনি শাপ দেবে! সর্ব্বনাশ! তবে উপায়?

নারদ। নিরুপায়। যোগিশ্রেষ্ঠ পর্ব্বত প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করবে না। তবে উপায়ের মধ্যে এক তুমি। তোমায় দেখে দয়া ক'রে ভীষণ শাপ যদি না প্রদান করে, তবেই নিস্তার, না হ'লে পরিত্রাণ নাই। ওই আসছে স্নকুমারি! লুকোও—লুকোও।

(নেপথ্যে—মামা! মামা!)

স্নকু। আমি তাঁকে নরম করবার চেষ্টা করি, আপনি গাছের আড়ালে যান—

(নেপথ্যে—মামা)

এলো এলো—(নারদের অন্তরালে গমন।)

(পর্ব্বতের প্রবেশ)

পর্ব্বত। মামা—মামা—মামা—মামা—ন মামা ঠিক মরেছে। কে তুমি—রমা না স্নকুমারী?

স্নকু। সে কি প্রভু! ক্রোধে এতই দৃষ্টিশক্তি-হীন যে, আমি কে, চিনতে পারচেন না?

পর্ব্বত। চিনতে পারচি না—যথার্থই চিনতে পারচি না—ঘাতক-সম্প্রদায়—ব'লে দাও আমার মামা কোথায়? ঘাতকেশ্বরি! কে তুমি—রমা কি স্নকুমারী? যদি রমা হও, তা হ'লে গললগ্নীকৃত-বাসে বলচি, আমায় ছেড়ে দাও—যদি স্নকুমারী হও, তা হ'লে হাতে ধরি, আমার মামাকে উগরে দাও। আধসিদ্ধ মামাকে গোলোকে নিয়ে গোলোকের হাওয়া খাইয়ে বাঁচাই। করালবদনে! মামা বিহনে মাতুল-বংশ একেবারে নির্ব্বংশ—মামার একটু অংশ রাখ।—সব খাও, একটু অংশ রাখ।—আর কথায় কাজ নেই—মামা—মামা!

স্নকু। আপনাকে কি এখনও খেতে দেয় নি, চলুন, আপনাকে আহার করাই গে।

পর্ব্বত। আহার করবার আর বাকী কি রেখেছ, পা থেকে গলা পর্য্যন্ত গিলিয়েছ। শক্ত মাথা, তাই সেইটে বেঁচে গেছে, তাই দুট কথা কয়ে বাঁচচি।—মামা—মামা!

স্নকু। মামাকে একটু বাদে পাবেন এখন—

পর্ব্বত। মামা কি এখন জপে আছেন? কুহককুমারি! তবে কি এই অবকাশে একটা গান গাইতে পারি?

স্নকু। গান না—আপনাকে কত দিন অনুরোধ করেছি, কিন্তু এক দিনও আমার কথা রাখলেন না।

পর্ব্বত। আচ্ছা, আজ একবার রেখেই দেখা যাক্—তোমার কাছে বীণা আছে?

স্নকু। বীণা?—এনে দেব?

পর্ব্বত। না, অতদুর করতে হবে না—হাঁড়ী-ভাঙ্গা আছে?

স্নকু। হাঁড়ী-ভাঙ্গা কোথায় পাব?

পর্ব্বত। সরা?

স্নকু। না।

পর্ব্বত। পাথরবাটি?

স্নকু। তাই বা কোথায়?

পর্ব্বত। তবে দুট শুকন কাঠী নিয়ে এস।

স্নকু। কাঠী কি হবে?

পর্ব্বত। স্নর বাঁধতে হবে।

স্নকু। সেই জন্য! র'স ঠাকুর, আমি খুঁজে দিচ্চি।—(কাঠী আনিয়া পর্ব্বতকে প্রদান।)

(গীত)

ত্রেতা যুগে ছিল রাজা বিশ্বামিত্র।
চরিত্র তাহার বড়ই বিচিত্র॥
জাতিতে ছিল সে ক্ষত্র, গাধি নাম রাজপুত্র,
করি কঠোর তপস্যা ঘুচা'ল সমস্যা
ল ভল দ্বিজত্ব রাখিল যোগমহত্ত্ব ইহত্র পরত্র॥

(নারদের প্রবেশ)

সুকু। ঠাকুর, রক্ষে করুন।—আমার প্রাণ যায়।

পর্ব্বত। সে কি? এরই মধ্যে প্রাণ যাবে? সুধু চিতেনেই প্রাণ গেলে আমার পর-চিতেনটা শুনবে কে? কি মামা, গানের ঠেলায় বেরিয়ে পড়েছ? এস—মামা, এস! এস মামা, সুরটো বীণায় বেঁধে নাও, আর একটু যোগমাহাত্ম্য শুনে যাও।

নারদ। রক্ষা কর বাবাজী! নাও—কি বলবে বল?

পর্ব্বত। বলুব আবার কি মামা? মুখ শুষ্ক কেন? চোখের কোণে কালিমা কেন? এমন সোণার শ্মশ্রুতে জটা কেন?

নারদ। কেন, তোমায় কি বলব?

পর্ব্বত। কি বলবে—কি বলবে মামা! কি বলতে প্রতিশ্রুত ছিলে, কি না বললে কি হবে বলেছিলে?

সুকু। প্রভু! আমরা আপনার অনুগ্রহ-ভিখারিণী। আপনার ক্রোধানলে সাগর জলহীন, রবি প্রভাহীন হয়। প্রভু! ক্ষুদ্র নারীর উপর ক্রোধ প্রকাশ ক'রে নিজের গৌরব-হানি করবেন না। আমার প্রতি দয়া করুন—দেবর্ষিকে শাপগ্রস্ত করবেন না, সুকুমারীকে মহাকলঙ্কে কলঙ্কিনী করবেন না।

পর্ব্বত। কিছু নিতেই হবে। এ আমার ক্রোধ নয়, এ আমার সত্য-পালন। তবে তোমার অনুরোধে মাতুলকে ঘোরতর শাপগ্রস্ত করলেম না। দেখ মামা, বুঝেছি, প্রেম-মার্গে তুমি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছ, দুই দিন পরে সুকুমারী হবে তোমার নারী। কিন্তু যেই দিন যেই ক্ষণে তুমি সুকুমারীর সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবে, তন্মুহূর্ত্তেই যেন তুমি বানর-ভাব পরিগ্রহ কর। দেখব—কেমন প্রেম স্পর্শমণি, দেখব—কেমন প্রেম বানর-বদনে রতি-পতির মুখ-সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করে; দেখব—কেমন প্রেম বানর-অঙ্গে পূর্ণশশাঙ্ক-শোভা বিজড়িত দেখে; দেখব—কেমন প্রেম বানর-বচনে ভ্রমর-গুঞ্জন শ্রবণ করে।

নারদ। পাষণ্ড! আমি একে তোর মাতুল—তায় শিক্ষা-গুরু, নিরপরাধে যেমন আমাকে অভিশপ্ত করলি, আমিও তোরে শাপ দিলেম। আমিও বলি, যে মহৎধনে ধনী হ'য়ে আজ তুই এত অহঙ্কৃত, এত আত্মবিস্মৃত; আমাকে পর্য্যন্ত অপমানিত লাঞ্ছিত করলি, তুই সেই মহৎ ধন হতে বঞ্চিত হ—তোর স্বর্গ-পথের দ্বার রুদ্ধ হ'ক। দেখি, অপ্রেমিকের কঠোর যোগ-সাধনা আবার কেমন ক'রে তোর নষ্ট ধন তোকে পুনঃ প্রদান করে।

সুকু। আমিও বলি, প্রভু-পদে পিতৃপদে যদি আমার মতি থাকে, তোমাকে যেন এই স্পর্শমণি স্পর্শ করে; তোমার কঠোর প্রাণ যেন বিগলিত হয়; তোমার নয়নের প্রস্তরতারকা যেন জল-বর্ষণ করে; তোমার করুণ ক্রন্দনে পশু, পক্ষী, তরুলতাও যেন নয়ন-জলে ধরণী প্লাবিত করে।

(রমার প্রবেশ)

আয় রমা—আয়, এই তোর হৃদয়দেবতা কঠোর যোগীর সম্মুখে দাঁড়া। শুন ঠাকুর! হর-আরাধনে যদি কিছু পুণ্য-সঞ্চয় ক'রে থাকি, তা হ'লে সেই পুণ্যবলে ব'লে রাখি, যেন এই বালিকা—এই ক্ষুদ্রবালিকা—শয়নে স্বপনে ধ্যানে তোমার হৃদয়-সিংহাসনস্থিত নারায়ণের স্থান অধিকার করে।

পর্ব্বত। হা হা হা, দূর পাগলি,—দূর পাগলি, তাও কি কখন হয়? মামা, তবে আমি চল্লেম। সুকুমারি, আত্মহারা মাতুলকে আমার যত্ন ক'র! রমে! মামাকে আমার রন্ধনের পারিপাট্য দেখাইও। বালিকে! লূতাজালে মাতঙ্গ পড়ে না। যাও, যথেচ্ছা যাও—কুহকাস্ত্র-প্রয়োগ করবার যদি অভিলাষ থাকে, মাতুলের মত প্রেমিক যোগীর সন্ধান কর; তার ভগবৎপ্রেম-জ্ঞান স্বাত্মাবলম্বন করায়ত্ত ক'রে পায়সের সঙ্গে অনল মুখে সমর্পণ কর। এ সূচীমুখ জটারাশি ও কোমলাঙ্গ বেষ্টনের যোগ্য নয়। যোগী-ধরা ব্যবসা ত্যাগ ক'রে ভগবান্ ধরবার উপায় কর। মামা, চল্লেম—প্রেমবিহ্বল স্বস্থানচ্যুত যোগিবর! ক্রোধোন্মত্ত হয়ে আমাকে অভিসম্পাত প্রদান করা তোমার ভাল হয় নাই।

[প্রস্থান।

রমা। (স্বগত) কথা যখন কইনি—তখন কথা কব না; মন কি বলে, বলব না, ধরা পথ ছাড়ব না। দেখব, আমার কোথায় স্থান—কোথায় আমার ভগবান্!

তৃতীয় দৃশ্য

কানন-পথ।

রমা।

রমা। দেবাদিদেব! ব'লে দাও, কোথায় যাই, কোথায় গেলে দেখা পাই! আমা হ'তে ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ হ'ল, তাঁর স্বর্গ-পথের দ্বার রুদ্ধ হ'ল! মহেশ্বর, তোমার পূজায় যে বল পেয়েছি, সে বলেও কি স্বর্গ-দ্বার ভাঙ্গতে পারব না? কেন পারব না—কোন্ বিশ্বকর্ম্মা কোন্ বজ্রে তার কবাট গড়েছে যে, তব দত্ত বলে তারে ভাঙ্গা না যায়? দেবাদিদেব! ব'লে দাও, কোথায় যাই—কোথায় গেলে ব্রাহ্মণের দেখা পাই।

(জনার্দ্দন ও ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। দিদিরাণি! আমি তোমার সঙ্গে যাব।

জনা। না দিদিরাণি! আমি তোমার সঙ্গে যাব।

রমা। কাউকেও যেতে হবে না, আমি একা যাব।

ললিতা। একা যাবে কি দিদিরাণি! সে বড় দুর্গম পথ।

জনা। সে বড় বিষম ঠাঁই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই।

রমা। তোরা গেলে সে পথ সুগম হবে না কি? আমি কাউকে সঙ্গে নেবো না; আমি একা যাব।

ললিতা। না দিদিরাণি! আমায় সঙ্গে নাও।

জনা। দিদিরাণি! আমায় নাও।

ললিতা। ও তুইও যা, আমিও তা। আমি গেলেই তোর যাওয়া হ'ল। কেমন না দিদিরাণি?

জনা। কথাটা শুনলে দিদিরাণি! ওটা তোমাকে ঠাট্টা ক'রে বলা হ'ল।

ললিতা। কেন—ঠাট্টা কেন? ও যখন মার খায়, তখন আমি কাঁদি।

জনা। ঠাট্টার ওপর ঠাট্টা দিদিরাণি! ঠাকুর স্বর্গপথ হারিয়ে কোন্ দেশে চ'লে গেছে, আর তুমি স্বর্গ স্বর্গ ক'রে পাগল হ'লে।

ললিতা। দিদিরাণীর পাওয়া হলেই ঠাকুরের পাওয়া হ'ল। কেমন না দিদিরাণি? আচ্ছা দিদিরাণি! তুমি ঠাকুরকে ভালবাস?

জনা। ওর মতন সবাইকে দেখেন। ঠাকুরকে দিদিরাণী ভালবাসতে যাবে কেন? ঠাকুরের ভেতর ভালবাসার কি আছে? কণ্ঠায় কণ্ঠায় রাগ, নাড়ীতে নাড়ীতে ক্ষিদে!

রমা। দেখ জনা, ব্রাহ্মণের নিন্দে করিস নি—অধঃপাতে যাবি।

জনা। তাই পাঠিয়ে দাও ত দিদিরাণি! স্বর্গ-পথটা সে দিকে একবার খুঁজে দেখি।

রমা। দেখ, যাবার সময় বাধা দিস্‌নি বলচি।

ললিতা। ও মা, দিদিরাণী দাদাঠাকুরকে ভালবাসে!

রমা। হাঁ বাসে, তাতে হয়েছে কি? নে, পথ ছাড়।

ললিতা। ছি ছি দিদিরাণি, এমন কর্ম্ম করতে হয়?

জনা। ছি ছি দিদিরাণি, এমন কাজও করতে হয়? দিদিরাণি! লাঞ্ছনার শেষ, দেশ হবে বিদেশ, বিদেশ হবে দেশ। পদ্মফুলের হুল ফুটবে; কোকিল-ডাকে বাজ হানবে; মলয়-বাতাসে ঝলসে যাবে; চাঁদের কিরণে ছাই হবে। ছি ছি দিদি-রাণি, এমন কাজও করতে হয়?

রমা। করেছি, বেশ করেছি, আমায় ছেড়ে দে। আমি আপনার কাজে যাই।

জনা। এস দিদিরাণি! পৃথিবীটে এক বার ঘুরে আসি।

ললিতা। না দিদি, তুমি ঘরে থাক।

রমা। আচ্ছা, তোরা আমাকে এমন ক'রে জ্বালাতন কর্‌চিস কেন বল দেখি! আমার কি হয়েছে?

ললিতা। তোমার যা হয়েছে, তা ভুক্তভোগী ছাড়া বুঝতে পারবে না। ও কি জনার কর্ম্ম? তাই বলচি, ঘরের ধন তুমি ঘরে থাক।

জনা। ব্রাহ্মণ ওঁর জন্য সব নষ্ট করলে, আর উনি তার সর্ব্বস্ব খেয়ে ব'সে থাকবেন?

ললিতা। তুই চুপ কর্। যে খায়, সেই ত ঘরে থাকে দিদিরাণি! যে খেতে না পায়, সেই এর দোর তার দোর ক'রে বেড়ায়।

জনা। হাঁ—বেড়ায়,—তুই দেখেছিস ? কাঙ্গাল যে, সে খেতে না পারলে, ছাঁদা বাঁধে। না দিদি রাণি, চল, আমরা চ'লে যাই।

ললিতা। না, তুমি ঘরে থাক। দেখ দিদি-রাণি! আমি এক দিন একটি পাকা হরীতকী পেড়ে জনাকে দিতে গিছলেম। কোথায় যাব কুঞ্জবনে, না গিয়ে পড়লেম তোমার ঘরে। সেথায় গিয়ে শুনলেম, জনা পুকুরে। গেলাম পুকুরে, সেখানে শুনলেম তোমার ঘরে। এই রকম বার কতক ঘর পুকুর ক'রে কুঞ্জবনে ব'সে হরীতকীটি গালে দেব দেব মনে করচি, এমন সময় মাথা তুলে দেখি যে, জনা হাত পেতে সুমুখে দাঁড়িয়ে। তাই বলি দিদিরাণি, তুমি ঘরে থাক।

জনা। দেখ দিদিরাণি! এক দিন আমার মনের সঙ্গে বড় ঝগড়া হয়। আমি বল্‌লেম, মন, তোরে আজ শিবপূজা করতে হবে। মন বললে, করব। শিবের ঘরে ব'সে আছি ফুল হাতে ক'রে, চেয়ে দেখি না, মন গেছে নলতের মন্দিরে। বড়ই রাগ হ'ল, বল্‌লেম মন! তোরে আজ মেরেই ফেলব। মন আমার রাগ দেখে কাঁপতে লেগে গেল। তখন দয়া ক'রে বল্‌লেম, মন! যদি কথা শুনিস্ ত থাক্, নইলে জন্মের মতন তোর বিসর্জ্জন। সেই অবধি মনকে যখন যা বলি, তাই শোনে। দেখবে একবার মনের সঙ্গে কথা কব। মন ! 'কেন ভাই জনার্দ্দন !'—নলতের কাছে থাকবি ?—'তুমি বল্‌লেই থাকব।' দিদি-রাণীর সঙ্গে যাবি ? 'তুমি বল্‌লেই যাব।' দেখ্ নলতের কাছে যাসনি—'না'। তার সঙ্গে কথা কসনি—'না।'

ললিতা। কই শুনি, আর একবার শুনি। মন তোর কত বশ মেনেছে !

জনা। মনকে আমি মুটোর ভেতরে পূরেছি।

ললিতা। কই, আর একবার বল দেখি, চোখ বুজে বল।

জনা। মন !

ললিতা। কেন ভাই জনার্দ্দন !

জনা। তোরে যদি আমি ছেড়ে দি ?

ললিতা। তা হ'লে পালিয়ে যাই।

জনা। যদি ধরতে যাই ?

ললিতা। ধরা না দিলে ধরে কে ? পাহাড়ে উঠলে তুমি, আমি উড়ি আকাশে। তুমি গেলে বৃন্দাবনে, আমি পালাই প্রভাসে।

জনা। কি, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা ! দেখ্ মন ! নলতেকে ফেলে আমি ইন্দ্রলোকে যাব।

ললিতা। আমিও তা হ'লে ব্রহ্মলোকে যাব।

জনা। আমিও অমনি গোলোকে।

ললিতা। আমিও অমনি ধ্রুবলোকে।

জনা। দেখ পাপীয়সী মন ! তা হ'লে আর আমি তোর মুখ চাইব না, আমি একেবারে তার এককোটি ওপর লোকে যাব।

ললিতা। তার এক কোটি ওপরে যে গাধালোক।

জনা। তা হ'লে আমিও ধ্রুবলোকে থাকব।

ললিতা। সেখানে যে নল্‌তে আছে !

জনা। তবে আমি কোথাও যাব না, আমি ঘরেই থাকব।

ললিতা। এত ছুটোছুটি ক'রে ঘরে ত আবার ফিরতে হ'ল। চল দিদিরাণি ! আমরা ঘরে যাই।

রমা। দেখ্ নলতে, দেখ্ জনার্দ্দন ! তোরা আমাকে পাগল কর।

জনা। তা হ'লে আমার সঙ্গে এস।

ললিতা। তা হ'লে আমার সঙ্গে এস। নিজেই পাগল, ও আবার পাগল করবে কি ?

জনা। নাও, এস।

ললিতা। নাও, এস।

রমা। অমন ক'রে টানাটানি কেন ? তোরা দুজনে আমাকে ছিঁড়ে দুভাগ ক'রে নে—আমায় মেরে ফেল্।

ললিতা। দেখ ভাই জনা—আয় ত ঠাকুরের ঝুলি খুঁজে দেখি, ভোলা ঠাকুর ছোট ঠাকুরকে ঝুলির কোথায় পূরে রেখেছে।

(রমার হাত ধরিয়া গীত)

নয়ন মেলি চাও না মহেশ্বর।
তোমার কৃপার কণায় ভুবন ভরায় আমরা
কি হে পর।
আকুল প্রাণে কইতে কথা প্রাণের গাথা গাই,
সজল চোখে চাই,
আকুল প্রাণে সমীর সনে রোদন বিলাই ;
আকুলে সকল ভুলে সব ঢেলেছি চরণপর।

তবু ত শুনলে না কাণে,
তবু ত পড়ল না ফুল লাগল না প্রাণে,
তবে কি এমনি ক'রে ঘুরে ঘুরে দিন যাবে হে
দিগম্বর।
ছি ছি হে অভয় বরে করে ধ'রে দেখাও কেন
বিষধর।

নেপথ্যে। হর হর হর বোম্! হর হর হর বোম্।

জনা ও ললিতা। ওই গো দিদিরাণি!

(পটক্ষেপ)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অধিত্যকা-পথ।

পর্ব্বত।

পর্ব্বত। হর হর হর বোম্। হর হর হর বোম্। আরে ম'ল, আবার সেই অধিত্যকা—ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে আবার সেই অধিত্যকা? অনাহারে, অনিদ্রায়, পঞ্চদশ দিন অবিশ্রাম পথপর্য্যটনের পর আবার সেই অধিত্যকা? কোথা স্বর্গ কোথা স্বর্গ ক'রে পঞ্চদশ দিবসব্যাপী উন্মত্ততার পর আবার কি সেই অধিত্যকায় ফিরে এলেম! সেই সর্ব্বনাশীর গীতময়ী এ ললিত-ভীষণা অধিত্যকার হাত হ'তে কি আর আমার নিস্তার নাই? এ অনন্তবিস্তার গোলকধাঁধার কোটি কোটি পথের আরম্ভ ও শেষ কি এই এক অধিত্যকা! দূর হ'ক, আর আমি হাঁটব না। হেঁটে আর সংখ্যা করতে পারব না। আর আমি হাঁটব না; আর মিছামিছি পথ চ'লে দেহের অবসাদ আনব না, প্রাণে আশার স্থান দেব না, পরস্পর-বিরোধী কতকগুলো তর্কের প্রতিষ্ঠা করব না। আমি এই অধিত্যকাতেই থাকব। এই অধিত্যকার যে শিলাতলে ব'সে কুহকিনী প্রকৃতির উন্মাদিনী শোভাকর্ষণে আমার মনকে প্রথম স্বাধীনতা দিয়েছি, সেই শিলায় আবার বসব। দে অধিত্যকা, আমায় জল দে, দে অধিত্যকা, আমায় ফল দে, আয় আয় অধিত্যকা আয়—আয় তোর কোলে মাথা রাখি—আয় তোর তুষারধবল কোমল অঙ্গে অনন্ত শয়নে শুয়ে থাকি!

(শয়ন)

(নেপথ্যে গীত)

সে যে ছড়িয়ে গেছে ফুল।
কি ল'য়ে আর গাঁথি মালা করি কাণের দুল,
ছিঁড়ে ছড়িয়ে গেছে ফুল।

ওরে বাবা রে! আবার গান যে! কি সর্ব্বনেশে স্থানে আমায় পাঠিয়েছ ভগবন্! এখানে পাথরেও গান গায়! ঠাকুর, আমায় শূলে দাও, সুদর্শনে খণ্ড খণ্ড কর, যে কোপানলে মদন ভস্ম করেছিলে, তাই দিয়ে আমায় পুড়িয়ে মার। কিংবা অন্য যত রকম শাস্তি তোমার ভাণ্ডারে আছে, সব আমার মাথায় ঢাল। তাতেও আমি মনস্থির রাখব। না পারি, আর আমায় তুমি নিয়ো না, না পারি, আর আমার কথা কাণে তুলো না। তুলে লও—মর্ত্ত্য হ'তে গান তুলে লও। এক গান-বাণপ্রহারে তুমি ত্রিভুবনে ছুটেছিলে, আর আমার পেছনে সহস্র গান—লক্ষ গান—কোটি গান—কেবল গান! ভগবন্! অনাহারে দেহ জর্জ্জরিত, আমি চলচ্ছক্তিহীন; পিপাসায় তালু শুষ্ক, আমি বাক্‌শক্তিহীন। বড় অন্তর্যাতনায় আজ তোমাকে ডাকৃচি। আজ পোনের দিন তোমার অর্চ্চনা হ'তে বঞ্চিত! ঈশ্বর, রক্ষা কর—ঈশ্বর, রক্ষা কর!

(ফল ও জল লইয়া বালকবেশে ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। (গীত)

সে যে ছড়িয়ে গেছে ফুল।
কি ল'য়ে আর গাঁথি মালা করি কাণের দুল।
ছিঁড়ে ছড়িয়ে গেছে ফুল।
সে যে কোথায় আছে বলে না কারে,
বেড়ায় ভুবন কিসেব কারণ কোন্ পথ ধ'রে,
তাইত জ্বালা ডুবিয়ে গলা ভাসতে টানে পাই
না কুল॥
মিনি সুতোর গাঁথা মণিহার—
হৃদয়-রতন মুদে নয়ন দেখে কে বাহার,
সে যে আসবে ব'লে এলো না গো,
কথায় কথায় ভুল॥

পর্ব্বত। আরে ম'ল! এটা আবার কে রে? —দূর হ'ক ছাই, মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকি।

ললিতা। (অগ্রসর হইয়া) ঠাকুর, কিছু জল খান।

পর্ব্বত। কে তুই?

ললিতা। ঠাকুর, তুমি কাঁদছিলে?—আর কেঁদো না, এই জল খাও। ঠাকুর, মুখ তোল, এই দেখ, আমি তোমার জন্য সুশীতল জল এনেছি, সুমিষ্ট ফল এনেছি।

পর্ব্বত। কে তুই আগে না বল্‌লে আমি মুখও ফিরাব না, জলও খাব না।

ললিতা। তবে জল আর ফল তোমার পায়ের কাছে রইল—আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

পর্ব্বত। যা—দূর হয়ে যা। (চারিদিকে চাহিয়া) সত্য সত্যই গেল না কি? (উঠিয়া চারিদিক অন্বেষণ করিয়া) সত্য সত্যই গেল না কি?—বলি ও—ও বালক! তোর ফল ফিরিয়ে নে যা! দ্বাদশ বৎসরের কঠোর তপস্যায় যে ফল পেয়েছি, তাতে আবার ফল! ওরে—ওরে—আরে ম'ল, এ বাতাসে মিলিয়ে গেল না কি?—ওটা আর কেউ নয়, ওটা অধিত্যকা!—বলি ওরে অধিত্যকা! আর একবার দেখা দে; আর একবার আমার কাছে এসে বল্—ঠাকুর, এই ফল খাও!—তা না হ'লে আমি কিছু খাব না, ফেলে দেব—ফেলে দেব। শুন্‌লি নে—শুন্‌লি নে? তবে র'স্, তোর ফলের দফা রফা করি। (ফল ফেলিতে উদ্যত)

(জনার্দ্দনের প্রবেশ)

আরে ম'ল, আবার একটা যে রে! এটার আবার চুড়ো-ধড়া! এটা আর কিছু নয়, এটা অধিত্যকার শিং।

জনা। বলে তুমি কাঁদচ, তুমি কাঁদচ? সমস্ত দণ্ড কাঁদাবে, সমস্ত দিন কাঁদাবে, সংবৎসর কাঁদাবে, যাবজ্জীবন কাঁদাবে; আবার বলবে,—হাঁ গা তুমি কাঁদচ? দেখা দিয়ে কাঁদাবে, লুকিয়ে কাঁদাবে, হেসে কাঁদাবে, কেঁদে কাঁদাবে; আবার কথায় কথায় বলবে,—হাঁ গা তুমি কাঁদচ?

পর্ব্বত। একটা সুবিধে দেখচি—এটাতে গান নেই। তবে কথাগুলোয় ক্ষুরের ধার। ছেলেটা কথা না কইত! বলি ওরে বালক, একটা কথা শোন।

জনা। কি গা!—কে গা তুমি? কি বলচ?

পর্ব্বত। এগিয়েই আয় না—ওখান থেকেই কি বল্‌চ বল্‌লে শুন্‌বি কি?

জনা। না বল্‌লে আমি যাব না।

পর্ব্বত। আরে ম'ল! কাছে না এলে বলব কি? আবার পেছিয়ে যায়!

জনা। আমাকে আগে না বল্‌লে আমি যাব না।

পর্ব্বত। আরে ম'ল, এ ত বিষম জ্বালা গা! মর্ত্ত্যলোকেয় কি সব বেয়াড়া? আরে গেল, শোন্ না!

জনা। আমি শুনব না।

পর্ব্বত। দেখ, চুলের ঝুঁটি ধ'রে কাছে এনে শোনাব বল্‌চি।

জনা। কই, শোনাও দেখি, এই আমি পালালুম—কেমন ক'রে শোনাবে, শোনাও না।

[প্রস্থান।

পর্ব্বত। ওরে যাস্ নি যাস্ নি, শোন্ বল্‌চি—শোন্। মিনতি ক'রে বল্‌চি, হাত যোড় ক'রে বল্‌চি, শোন্। ওরে ভাই! দয়া ক'রে বামুনের একটা কথা শোন্!

(জনার্দ্দনের পুনঃ প্রবেশ)

জনা। নাও, কি বলবে বল; এই তোমার কাছে এসেছি, কি বলবে বল। এই নাও আমার ঝুঁটি ধর, ধ'রে কি বলবে বল। আমি মিনতি সহ্য করতে পারি না ঠাকুর!

পর্ব্বত। এখানে গরমের কেউ নয়, তা কি জানি! সেটাকে এমন ক'রে মিনতি করলে বোধ হয় ফিরত!—না, আর তোর ঝুঁটি ধরব না, আর তোরে কটু কথা বলব না—তোরে কেবল আদর করব।—নে ব'স, এই খা।

জনা। সেটা সেটা করছিলে—সেটা কে গা?

পর্ব্বত। আর দুঃখের কথা বলিস্ নি ভাই। সেটাও তোর মতন একটা নির্দ্দয়! আমাকে এসে জল দিয়েছে। কিন্তু আমিও এমনি পাষণ্ড, কটু কথায় তারে দূর ক'রে দিয়েছি।

জনা। তা এ ফল আমায় দিচ্ছ কেন?

পর্ব্বত। আবার গোল করে—নে, কথা ক'সনি, চুপটি মেরে ব'সে এই ফল খা।

জনা। আগে বল—না বল্‌লে খাব না।

পর্ব্বত। দেখ ভাই! আমি বড় কোপনস্বভাব. আমার কথা কাটালে সহসা ক্রোধ বাড়ে। কথা ক'সনি, ফল খা।

জনা। না বল্‌লে, আমি খাব না।

পর্ব্বত। তবে দুর হ'য়ে যা (জনার্দ্দন প্রস্থানোদ্যত, পর্ব্বত হাত ধরিয়া) ভাল বলচি; তা হ'লে খাবি ত?

জনা। আগে বল। না বল্‌লে কিছু বলতে পারব না।

পর্ব্বত। দেখ, এক একবার ইচ্ছে হচ্চে, তোর মুণ্ডপাত করি। কিন্তু কি বলব, আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে। তবে শোন্ অবাধ্য বর্ব্বর বালক! শোন্, আমি পোনেরো দিন নিরাহার।

জনা। তবে এ ফল আমায় দিচ্চ কেন?

পর্ব্বত। আমি এ ফল ভগবান্‌কে নিবেদন করতে পারচি না। দেখ ভাই, আমার কাণ দে বিষ ঢুকছে। কাজেই আমার কথা বিষমিশ্রিত। বিষের ভয়ে ভগবান্ আমার কাছে আসচে না।

জনা। কেন, তোমার কথা ত বড় মিষ্টি, এমন কথায় ভগবান্ এলো না? তুমি ও ভগবান্‌কে ত্যাগ কর।

পর্ব্বত। ভগবান্‌কে ত্যাগ করব কি রে নরাধম?

জনা। ত্যাগ ত করেই রেখেছ, তা আমার ওপর রাগলে কি হবে? যদি রাগ না কর ত একটা কথা বলি। বোধ হয়, তুমি কার ভগবান্; সে তোমাকে চায়, তুমি তারে ত্যাগ করেছ। নিরুপায় হয়ে সে তোমার ভগবানকে ধরেছে। হাত-পা-বাঁধা ভগবান্ আর তোমার কাছে আসতে পারচে না। এমন ক'রে কদিন রয়েছ?

পর্ব্বত। আমি কি আর আছি রে বোকা ছেলে? আমি থাকলে কি আমার কাছে দাঁড়াতে পারতিস্? দেখ্, তোকে দেখে আর একবার সেটাকে দেখতে ইচ্ছে হচ্চে। সেটা আমায় আজ কাঁদিয়েচে; কাঁদিয়ে আবার বলে, হাঁগা তুমি কাঁদচ?

(ললিতার প্রবেশ)

আয় আয় ভাই আয়, আর তোরে তাড়াব না, আর তোরে কটু কথা বল্‌ব না।

ললিতা। কি ঠাকুর! আবার তুমি কাঁদচ?

পর্ব্বত। ওই শোন্, শুনলি?

জনা। তুই কাঁদিয়ে গেছিস্, আবার এসে বলছিস্ কাঁদচ? দেখ ঠাকুর, তুমি ওর সঙ্গে কথা কয়ো না।

ললিতা। ঠাকুর, আমি তোমায় কাঁদিয়ে গেছি?

পর্ব্বত। না না, তুই কেন?

জনা। তবে কে, বল্ ত ঠাকুর, আমি তারে মেরে আসি।

ললিতা। বল ত কে, আমি তারে বেঁধে নিয়ে আসি। আনলে কি বকসিস্ দেবে?

পর্ব্বত। তা হ'লে তোদের ভগবানের কাছে নিয়ে যাব।

ললিতা। ভগবান্! ও বাবা! সে আবার কি?

পর্ব্বত। সে যে কি, তা বলবার যো নাই; সে বড় সুন্দর।

ললিতা। হাঁ গা, সে এর মত সুন্দর?

জনা। সে সবার সুন্দর, সবার বড়।

ললিতা। হাঁ গা সে এর গলা পর্য্যন্ত হবে?

পর্ব্বত। দুর বাঁদর ছেলে! এ যে এতটুকু।

ললিতা। ও হরি! ঠাকুর কাণা! আয় ভাই! আমরা তবে চ'লে যাই। না ঠাকুর! তোমার ভগবানে আমার কাজ নেই। ভাই, পালাই আয়, ঠাকুরের কাছে থাকলে ছোট হয়ে যাবি।

[জনা ও ললিতার দ্রুত প্রস্থান।

পর্ব্বত। আরে ম'ল! আবার গেল যে রে! ওরে, আর একটা কথা শোন্। ওরে, তোরা যথার্থই বড়, ওরে, তোরা ভগবানের চেয়েও বড়, শোন্, এই ফল নিয়ে যা। আমি ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, ওরে!

(বালকবেশে রমার প্রবেশ)

রমা। আর ওরে, ওরা আর আসচে না। তোমার সবার বড় ভগবান্‌কে ওদের চেয়ে ছোট করলে, ওরা আর তোমাকে বিশ্বাস করবে কেন?

পর্ব্বত। অ্যাঁ, কে তুমি—কে তুমি? (হস্তধারণ) রমা!

রমা। রমা কে ঠাকুর?

পর্ব্বত। কে তুই—কে তুই?

রমা। আমি বাদল।

পর্ব্বত। তুই বাদল—তুই আমার মুণ্ড। দেখ, তোরে আমি এক কথা বলছি, আমি দাসত্ব করব না।

রমা। ছি! দাসত্ব কি মানুষে করে? দাসত্ব যে না করে, তারে আমি বড় ভালবাসি।

পর্ব্বত। আবার সেই কথা। সত্য ক'রে বল্‌, তুই কে? না না, তুই বাদল। তোর চখে জল—তুই যথার্থই বাদল!

রমা। আমি ত বাদল, তুমি কাঁদচ কেন ঠাকুর?

পর্ব্বত। আবার কথা? দেখ্‌ বাদল, আমি পোনেরো দিন অন্নজলহীন। আবার যদি অনাহারে ঘুরি, যদি অনাহারে মরি, তা হ'লে তোর ব্রহ্মহত্যার পাতক হবে।

রমা। তবে এস ঠাকুর! তোমায় পায়েস রেঁধে খাওয়াই।

পর্ব্বত। পায়েস—পায়েস? দেখ্‌, আমি জল তুলতে পারব না।

রমা। সে তোমার ইচ্ছা।

পর্ব্বত। ইচ্ছা—ইচ্ছা? ইচ্ছায় বুঝি দাসত্ব নাই?

রমা। সে তুমি বলতে পার। এ কি, এ ফল পেলে কোথা?

পর্ব্বত। ফল—ফল! কই ফল, কোথা ফল? দেখ্‌ রমা, না না তুই বাদল।

রমা। রমাটা কে ঠাকুর!

পর্ব্বত। দেখ বাদল! এই এমন ফল, আমি ভগবান্‌কে নিবেদন করতে পারি নি। দেখ, পোনের দিন আমার পূজা হয় নি। এখানকার জলে কীট, ফুলে কীট, এখানকার বিল্বপত্রে বড় বড় চক্র।

রমা। সত্যি! কই, আমি ত কখন দেখি নি ঠাকুর! আমি পূজার জন্য ফুল জল রেখেছি। তবে কি তাতে কীট আছে? দেখ দেখি ঠাকুর, এ ফলেও কি কীট আছে?

পর্ব্বত। এখন আমার ঝাপসা ঠেকচে। এখন আমি বুঝতে পারব না।

রমা। তবে ঝাপসা চোখেই ভগবানের পূজা কর নি কেন, তা হ'লে ত আত্মাকে এত কষ্ট দিতে হ'ত না!

পর্ব্বত। কি বল্‌লি— কি বল্‌লি? কে তুই —কে তুই? দেখ্‌—রমা, না না বাদল, তুই আমাকে পূজা করাতে পারিস্‌?

রমা। রমাটা কে ঠাকুর, একশ বারই রমা রমা করচ, সে তোমার কে? তোমার রমা রমা শুনে আমার রমা হ'তে ইচ্ছা যাচ্ছে।

পর্ব্বত। তাই হ' তাই হ' কিন্তু দেখ রমা, তুই আমাকে আদেশ করিস্‌ নি, আমি দাসত্ব করতে পারব না।

রমা। দাসত্ব করা তোমার ইচ্ছা, আদেশ করা আমার ইচ্ছা; তুমি না শুনলেই ত পার!

পর্ব্বত। তবে দে রমা, আমায় শান্তি দে— দে রমা, আমায় স্বর্গ-পথের দ্বার দেখিয়ে দে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনমধ্যস্থ কুটীর-সম্মুখ।

(জনার্দ্দন ও ললিতার প্রবেশ)

(গীত)

বল দেখি কে এসেছে।
যে আসব না আসব না ক'রে,
অনেক দূরে পা দিয়েছে।
যে কইব না কইব না ক'রে
কইতে কথা দেয় না কারে,
আপন মনে যারে তারে, মনের বাঁধন খুলে দেছে।
যে দেখা দিলে যায় গো জ্ব'লে,
না দেখলে ভাসে নয়ন-জলে,
কাছে গেলে দূরে স'রে যায়,
সরলে ফেরে পাছে পাছে।
উদাস প্রাণের বেচা-কেনা
পথের ধূলো মাথার সোনা,
না জেনে মন আপনা আনাগোনা সার ক'রেছে।

(কলসী মস্তকে পর্ব্বতের প্রবেশ)

পর্ব্বত। আরে মল! আবার তোরা! দেখ, তোদের গেরো ঘুনিয়ে এসেছে ব'লে রাখছি।

জনা। হাঁ গা, আমায় একটু জল দেবে?

পর্ব্বত। পেটে কি মরুভুমি পুরে এসেছিস? এগার কলসী জল খেলি ছোঁড়া, আবার জল!

ললিতা। তবু এখনও আমি চাইনি।

পর্ব্বত। তোরা দুটোতে আমাকে মেরে ফেলবার সঙ্কল্প করেছিস না কি?

ললিতা। কার জন্য জল নিয়ে যাচ্চ বল, না বললে আমরা আবার জল চাইব।

জনা। বলনা, কার হুকুমে কলসী কলসী জল তুলচ ?

পর্ব্বত। হুকুম আবার কার ? আমার জল তোলা খেয়াল হয়েছে।

জনা। ঠাকুর, আমার বড় পিপাসা, জল দাও।

পর্ব্বত। জল খেয়ে মরচ কেন ? এই জলে পিণ্ডি রাঁধা হবে, তাই খেয়ো।

ললিতা। ঠাকুর, আমার বড় পিপাসা, জল দাও।

পর্ব্বত। দেখাদেখি তোমারও জেগে উঠল ! (কলসী রাখিয়া) নে আয়, এসে এই মাথায় কলসীটে ভাঙ। রক্তে, জলে, ঘিয়ে ফলার হয়ে গা দিয়ে গড়াবে, তোরা ছুটোতে শুয়ে প'ড়ে খা। ওরে ভাই, সে উননে আগুন দিয়ে ব'সে আছে, এই জল নিয়ে গেলে তবে রান্না হবে, তোদের পেট ভরে পায়েস খাওয়াব, আমায় ছেড়ে দে।

ললিতা। ঠাকুর, পিপাসায় আমার প্রাণ যায়।

পর্ব্বত। আ মর ! সুধু পিপাসা নিয়ে ধরায় এসেছ, ক্ষিদে নেই ? মরণ ক্ষিদে কর না। ওরে ভাই, আমার ঘাড় পিঠ ধ'রে গেছে ; এবার জল তুলতে হ'লে ম'রে যাব ! ওরে, এক ক্রোশ তফাৎ থেকে জল আনচি।

জনা। তবে বল, সে তোমার কে ?

পর্ব্বত। আমি বল্‌ব না, ম'রে গেলেও বল্‌ব না।

জনা। তবে আমরাও জল চাইতে ছাড়ব না।

ললিতা। বল না, তুমি কার বাড়ী দাসত্ব করচ ?

পর্ব্বত। তবে রে হতভাগা ছেলে ! (প্রহারোদ্যত)

ললিতা। ঠাকুর, বড় পিপাসা, জল দাও।

জনা। ঠাকুর, বড় পিপাসা, জল দাও।

পর্ব্বত। ও রমা ! রমা ! ওরে, আমায় বাঘে ধরেছে রে !

জনা। আয় ভাই ! আমরা আর কোথাও যাই। ওগো ! এ বনে কে আছ, আমাদের জল দাও।

পর্ব্বত। শোন্, শোন্ ! আচ্ছা খা, ফের খা ; দেখি কতবারে তোদের পিপাসা মেটে।

ললিতা। না ঠাকুর, তোমার জল আমরা খাব না। তোমার জলে আমাদের পিপাসা মিট্‌বে না।

জনা। বলেছি ত ঠাকুর, এ আমাদের সত্যের পিপাসা। সত্য কথা বল, এক গণ্ডুষ জলে আমাদের পিপাসার শান্তি হবে।

পর্ব্বত। পাষণ্ড ! তবে কি আমি মিথ্যাবাদী ? জল তোলা আমার ইচ্ছা।

ললিতা। তবে চল ভাই ! ও কথায় আমাদের পিপাসা মেটেনি, ও কথায় আমাদের পিপাসা মিটবে না। ওগো, কে আছ, জল দাও।

[জনার্দ্দন ও ললিতার প্রস্থান।

পর্ব্বত। তবে কি আমি আত্মগোপন করচি ? তবে কি সেই বালকটার কথায় জল আনা আমার দাসত্ব ? না, না, জল আনা আমার ইচ্ছা। ভাল, না আনতে আমার ইচ্ছা হয় না কেন ? আমার এ ইচ্ছাকে বশে আনলে কে ? বালক ?—না, সে যে রমা ! তারে রমা বলতেই আমার ইচ্ছা হয়, রমা ব'লেই আমি তৃপ্তি পাই। রমা ! রমা ! সেই রাক্ষসীই আমার এই সর্ব্বনাশ করেছে। সেই রাক্ষসীর উপর অভিমানেই আমার জল তোলবার এই অদম্য বাসনা। রাক্ষসি ! আমার কি করলি ? নিজে পারলি নি, তাই একটা বালকের বুকে বিশ্বা-কর্ষিণী কথা ঢেলে আমাকে দাস করলি ?

(রমার প্রবেশ)

রমা। কে জল চাইলে ? জল জল ক'রে কে কাঁদলে ?

পর্ব্বত। দেখ, পাষণ্ড বালক ! আর আমি তোর কাছে থাকব না।

রমা। কে ও, তুমি ! জল চাইলে ?

পর্ব্বত। দেখ, আর আমি তোর পায়েস খাব না।

রমা। কেন ঠাকুর, আমি কি অপরাধ করেছি ?

পর্ব্বত। আমাকে জল তুলতে বললি কেন ?

রমা। আমি পায়েস রাঁধব ব'লে ; কেন, তাতে কি হয়েছে ?

পর্ব্বত। পাষণ্ড আমাকে দাস করলি, আবার বলিস্ কি হয়েছে ?

রমা। ক্ষুধা-তৃষ্ণার দাসত্ব কে না করে ঠাকুর ?

পর্ব্বত। তাতে তোর কথা শুনব কেন পাপিষ্ঠ নরাধম বর্ব্বর বালক! দেখ, তুই আমাকে বড়ই তৃপ্তি দিয়েছিস—রমা হয়ে আমার স্বর্গ স্বর্গ করা প্রাণকে স্বর্গের ছবি দেখিয়েছিস্। আমাকে সুন্দর ফুল-ফল দিয়ে ভগবানের পূজা করিয়েছিস্; আমার প্রাণ রেখেছিস; মান রেখেছিস্; আবার যে স্বর্গপথের অন্বেষণ করতে পারব, তার বল দিয়েছিস্। তাই তোকে কিছু বল্‌লেম না, নইলে তোকে ভস্ম ক'রে ফেল্‌তেম। যা—আমার সুমুখ থেকে চ'লে যা। আমাকে আদেশ করলি, আমাকে দাসত্ব শেখালি! আর আমি তোকে রমা বল্‌ব না।

রমা। যাও—এখনও যদি তোমার জ্ঞান না জন্মাল, তা হ'লে আর তোমারে ধরব না। যোগিবর, প্রভুত্বের তোমার গর্ব্ব কই? দাসত্ব তুমি না কর কার? ভগবানের উপর বলপ্রয়োগ করতে তুমি দাসত্ব না কর কার? বৃক্ষলতা-গুল্মের দাসত্ব কর, ভাল ফুল ফল না হ'লে তোমার পূজা হয় না; জলাশয়ের দাসত্ব কর, ভাল জল না হ'লে তোমার আচমন হয় না। এই অকিঞ্চিৎকর দেহের দাসত্ব কর, দেহরক্ষা না হ'লে তোমার প্রাণায়াম হয় না। দাস যে সূর্য্য—তারও তুমি দাসত্ব কর, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'লে তোমার কার্য্য পণ্ড হয়। তোমার আবার প্রভুত্বের অহঙ্কার? যাও ঠাকুর, যাও, তুমি বুঝলে না—আর তুমি বুঝবে না। ভাল, আজ তুমি কার দাসত্ব করলে? এই তুমি ক্ষণেক আগে না আমায় বল্‌লে, ত্রিভুবনে রমা কেবল আমার আপনার। আমি যদি আপনার হলেম, তা হ'লে আপনার ইচ্ছামত কার্য্য কি দাসত্ব?

পর্ব্বত। কে তুই—কে তুই—রমা, আমার রমা?

রমা। কে জল চাইলে, জল জল ক'রে কে কাঁদলে? [প্রস্থান।

পর্ব্বত। এ জগতে পিপাসা নাই কার? তবে অপরে পিপাসায় জল অন্বেষণ করে, আর আমি নদী ছেড়ে মরুপ্রান্তরে ঘুরে বেড়াই। রমা, আর আমায় ফেলে যাস নি।

(জনার্দ্দন ও ললিতাকে ধরিয়া ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)

ক্ষেম। পোড়ারমুখো ছেলে, পোড়ারমুখী মেয়ে, আমায় কাঁদিয়ে বনে এসেছ, পুরুষ সেজেছ, ছুড়া, ধড়া পড়েছ! চল, একবার ঘরে চল।

জনা। ও দিদি, ব্যথা, হাতে ব্যথা, ছাড়—ছাড়।

ললিতা। লাগে—লাগে, ছাড়।

ক্ষেম। ছাড়ব? আমায় অন্ধ ক'রে চ'লে এসেছ, তোমাদের ছাড়ব? আমার অন্ধের নড়ী নয়নমণি, হতভাগা ছেলে, হতভাগা মেয়ে, তোদের ছাড়ব? এবার থেকে হাত-পা বেঁধে দুটোকে ফেলে রাখব।

ললিতা। উঃ, উঃ, ও দিদি, আমি অমনি যাচ্চি, ছাড়।

জনা। ওগো, ব্যথা ব্যথা—আমার হাত ছাড়না ডাইনী বুড়ী।

পর্ব্বত। বালক! জল পান কর। বালক! আমি দাস, সত্য বলছি দাস। দাসত্ব করা আমার ব্যবসা! ওরে! দ্বাদশবারের উত্তম আমার নিষ্ফল করিস্ নি?

ক্ষেম। কে র্য়া মিনষে, কি লোক, তার ঠিক নেই, কে তোর জল খাবে?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নদীতীরস্থ কানন।

রমা।

রমা। প্রভু! আর একবার তোমার অবাধ্য হব, আর একবার তোমায় ঘোরাব, আর একবার কাঁদাব। অপরাধ ল'য়ো না মহেশ্বর! এ আমার সাধ। ব্রাহ্মণ—নারায়ণ—যোগীশ্বর। তোমার লাঞ্ছনা ভিক্ষা করি। ব্রহ্মরূপী দ্বিজবর, তোমায় করায়ত্ত করাই যে আমার কামনা। ভক্তাধীন! আমায় ঈশ্বরী কর, আমার দাসত্ব কর। এসে একবার বল, "রমা! আমি তোর দাস।"

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। জনার সঙ্গে আর যদি বেড়াই, তা হ'লে কি আর বলেছি। এমন কঠিন জানলে কি ওর সঙ্গে আসতুম? দোলায় তুলিয়ে, গলায় মালা পরিয়ে, কপালে টীপ দিয়ে, পায়ে নূপুর দিয়ে, আলতা দিয়ে, ফাঁকি দিয়ে আমাকে আপনার ক'রে নিলে গো—শেষে কি না আমাকে দিয়ে

ঠাকুরের লাঞ্ছনা করালে! জনার সঙ্গে আর যদি আমি কথা কই, তা হ'লে—

রমা। আরে গেল, দিব্যি গালিস্ কেন, হ'ল কি? জনার উপর এত রাগ হ'ল কিসে?

ললিতা। দেখ দিদিরাণি, হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে আমার হাঁটু পর্য্যন্ত ক্ষয়িয়ে দিলে, বামুনকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে আমাকে কঠিন ক'রে দিলে। আহা, ঠাকুরের কান্না দেখে কাঁদতে পেলেম না, চোখে এক ফোঁটা জল এলো না! এস দিদিরাণি, আমরা দুজনে এক জায়গায় ব'সে কাঁদি।

রমা। আর কাঁদতে হবে না, ঘরে চল।

ললিতা। না দিদিরাণি! ঘরে যাব না। ইচ্ছা করচে, এই যমুনার তীরে, এই চাঁদের আলোর দু'দণ্ড ব'সে কাঁদি; আর কান্নার সঙ্গে সকল দুঃখু যমুনার হাত দিয়ে মা গঙ্গার কাছে পাঠিয়ে দিই! শুনেছি, মা গঙ্গার না কি গোলোকপতির পাদপদ্ম থেকে উদ্ভব!

রমা। কি বলছিস পাগলি? কথার শ্রী নেই, ছাঁদ নেই—পাগলের মতন বলছিস কি?

ললিতা। বলছি কি—মা গঙ্গার কাছে যদি চোখের জল, আর দুঃখের কথা পাঠাই, তা হ'লে সে কি গোলোকপতির চরণে গিয়ে ঠেকবে না? দিদিরাণি, এই যমুনার তীরে, এই পূর্ণিমার ধবধবে জ্যোছনায় রাসেশ্বরী না কি একবার এই রকম ক'রে ঘুরেছিল।

রমা। কি রকম ক'রে?

ললিতা। এই বামুনের মত কেঁদে কেঁদে। ভাল দিদিরাণি! দুঃখের কথা ভাসিয়ে দিলে কি আকাশে গিয়ে ঠেকে না?

রমা। মা গঙ্গা যদি উজান বয়। নইলে সাগরে ভাসাতে কি করতে কাঁদবি দিদি? কাঁদতে হবে না, ঘরে চল।

ললিতা। শ্রীরাধা কেমন মেয়ে দিদিরাণি, কৃষ্ণের জন্য কেঁদে কেঁদে সারা রাতটা ঘুরলে? আর তুমিই বা কেমন মেয়ে দিদিরাণি, ছোট ঠাকুরকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে সারা রাতটা ঘোরালে?

রমা। আমি কি মেয়ে রে পাগলি—আমি কি শ্রীরাধার মতন চোখে কলসী কলসী জল রাখি যে, কথায় কথায় ঢালব? নে, চল, আর কাঁদতে হবে না।

ললিতা। দেখ দিদিরাণি! তোমার চক্ষে কতগুলো চাঁদ ফুটেছে।

রমা। আমি যে চাঁদের গাছ।

ললিতা। না দিদিরাণি, চাঁদ ঝরচে।—দিদিরাণি! তুমি কাঁদচ?

রমা। কারা আসচে—পালাই আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

(জনার্দ্দন ও ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)

ক্ষেম। এ দিকে বেণা বন, এ দিকে বেত, ও দিকে কাঁটানটে, উহু, উহু, পা জ্ব'লে গেল! ওরে টানিসনি, হাতে ব্যথা, পথে কাঁকর, আমায় কোথায় আন্‌লি?

জনা। দেখতে পাচ্ছিস না! উপরে চাঁদ, নীচে যমুনা।

ক্ষেম। তোর কাছে কি কিছু বোঝবার যো আছে ছাই? কেবল কাঁটা, তার বুঝব কি?

জনা। বুঝতে না পারলে সকল লীলাতেই কাঁটা ঠেকে, তা এ ত রাসলীলা। এই দেখ, এই শাল, এই তাল, এই তমালবন; ওই মাধবী, আর ওই মালতী সেই শাল-তাল-তমালে, মাধবী-মালতী-পারুলে, কাঁটানটে-শেওড়ায়-ভেরাণ্ডায় জড়াজড়ি ক'রে নিকুঞ্জবন। ওই চিরখোকা চাঁদ, আর এই সেই চিরখুকী কুল কুল ক'রে কাঁদুনি গাওয়া নাকিসুরী যমুনা। এই ধীর-সমীরে যমুনা-তীরে রমা হচ্চে তোর বনে বাস-করা বনমালী। ছোট ঠাকুরটি হচ্চে রাধা। হা রমা! যো রমা! ক'রে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চে। নলুতে হয়েছেন বৃন্দা—একবার রাধার কাছে নথ নাড়চেন, আর বার কৃষ্ণের কাছে গিয়ে মানের কান্না কাঁদছেন।

ক্ষেম। এইবারে যেন কতক কতক বুঝতে পারচি, তা হ'লে তুই?

জনা। আমি হচ্চি আয়ান—লাঠি হাতে একবার ক'রে তেড়ে যাচ্চি, আর এক হাত জিব বার-করা রক্ষেকালীকে দেখে পালিয়ে আসচি।

ক্ষেম। রক্ষেকালীটে হ'ল কে?

জনা। রক্ষেকালী আর হবে কে—এই মামা ঠাকুর! আমাকে ঠকিয়েছে মনে ক'রে মু মুচকে হাসচে, আর যেই পায়ের তলায় ফু হাতেকরা কুটিলাকে দেখছে, অমনি জিব বেরি পড়চে।

ক্ষেম। কুটিলাটা কে রে?

জনা। কুটিলাটা তোমার সুকুমারী; একটা বুড়ো বাঁদরের পায়ে সর্ব্বস্ব ঢেলে তন্ময় হয়ে মরচেন।

ক্ষেম। সুকুমারী কুটিলা?—বল্লি কি? সুকুমারী কুটিলা? তা হ'লে মিল হ'ল কেমন ক'রে রে বোকা ছেলে?

জনা। আরে ম'ল, মিল হ'লে কি আর লীলা থাকে।—মনে কর, ছুট সমান সমান সাপ এ তার লেজ ধরেছে ও তার লেজ ধরেছে, এখন দুটোতেই যদি দুটোর মাথা পর্য্যন্ত গিলে ফেলে, তা হ'লে বাকি থাকে কি?

ক্ষেম। তা হ'লে আর কি থাকবে—কিছুই না।

জনা। এখন বুঝলি, মিল যত দিন না হ'ল, তত দিন পূর্ব্বরাগ, প্রেম-বৈচিত্র্য, বিরহ-বিকার, দিব্যোন্মাদ—কত রকমেরই লীলা চলে। আর যেই মিলন, অমনি বৃন্দাবন ভোঁ ভোঁ। আর একটা বুড়ীর পর্য্যন্ত চুলের টিকিটি দেখতে পাওয়া যায় না। বুঝলি জটিলে বুড়ী!

ক্ষেম। পোড়ারমুখো! আমায় বুঝি পেলি জটিলে?

জনা। হাঁ হাঁ।—তোর রাধা কুটিলে দুই-ই বেগড়াল, তোর আর বেঁচে দরকার কি? এই চাঁদ, আর এই যমুনা।—এই চাঁদকে সাক্ষী ক'রে যমুনায় ঝাঁপ খা। যমুনা সুন্দরী যত্ন ক'রে তোরে তার দাদার কাছে নিয়ে যাবে।

ক্ষেম। কি বললি—কি বললি?—রস তো, তোর তেজটা ঘোচাই।

জনা। বল কি—বল কি? (পলায়নোদ্যত)

(সুকুমারী ও সখীগণের প্রবেশ)

ক্ষেম। দেখ দেখি মা, জনা আমাকে কাঁদিয়ে যায়।

সুকু। জনা, শোন্।

জনা। আবার যাবার সময় পিছু ডাক কেন?

সুকু। ভাই! আমার ঠাকুর কোথা গেল?

জনা। সেই খবর নিতেই ত ক্ষেমা দিদিকে পাঠাচ্ছিলেম; তা ক্ষেমা দিদি বলে যমুনার জল কনকনে, কোন গরম পথ দেখিয়ে দে। কি বলিস ক্ষেমা দিদি?

ক্ষেম। হাঁ বাছা, বুড়ো হয়েছি, গরম পথ না হ'লে হাঁটতে পারব না।

জনা। তবেই ত হ'ল, পোড়াতেও পারব না, জলে ভাসাতেও পারব না। তবে আয় দিদি, তোরে তমালের ডালে টাঙিয়ে রাখি। বলি ওলো সখীরে! তোরা এই বেলা দিদির পায়ে হরিনাম কটা লিখে দে, আমি ললিতাকে ডেকে আনি।

ললিতা প্রাণের সখী মন্ত্র দেবে কানে।
মরা দেহে ঝুল যেন কৃষ্ণ নাম শুনে॥

১ম সখী। ওকে ব'লে কি হ'বে? ও শুনে কেবল ঠাট্টা করবে, ও হ'তে কোন প্রতীকার হবে না। চল কুঞ্জে যাই, সেখানে ভোরের মধ্যে না আসেন, তার পর সকলে খুঁজব।

২য় সখী। হাঁ দিদিরাণি, সেই ভাল। খুঁজে যে বেশী কিছু ফল হবে না, সে ত এই সারারাত ঘুরে দেখা গেল।

ক্ষেম। হাঁ বাছা, তাই কর।—যা হবার, তা ত হয়েই গেছে, এখন কেঁদে আর কি করবি দিদি?

সুকু। হাঁ ভাই জনা, তা হ'লে কি উপায় হবে?

জনা। তবে তোমরা যাও—আমি একবার খুঁজে দেখি।

সুকু। তোর পায়ে পড়ি, একবার দেখ ভাই! রমার কাজই কেবল করবি, আমার কি করতে নেই?

জনা। ভালো, যাও না গো!

সুকু। আয় ক্ষেমাদিদি, আমরা যাই।

ক্ষেম। দেখিস যেন বেত-বনে পড়িস্ নি!

[জনা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জনা। মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব॥
না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়ে রেখ তমালের ডালে॥
পচে যাবে অঙ্গ কাকে চোখ খুলে খাবে।
কৃষ্ণকে দেখিয়া অঙ্গ লাফিয়ে উঠিবে॥

এখন কোন্ দিকে যাই? এ দিকে রাজা, এ দিকে মন্ত্রী, সখীগুলো এক একটা বড়ে, দিদি আমার এক কোণা হাতী, সুমুখে যমুনা; চাল মাত হলেম দেখছি! এ বিপদ-সময় কোথায় আমার ভবপারের নৌকা—আমার ললিতা সুন্দরী!

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। জনা! মামাঠাকুরের কেমন রূপ হয়েছে, দেখবি আয় ভাই!

জনা। সে আমার দেখা আছে।

ললিতা। আরে না, সে বানর-মূর্ত্তি নয়, এ এক চমৎকার মূর্ত্তি! মামাঠাকুর ছোট ঠাকুরের স্বর্গ-পথের দোর খুলে দিয়েছে; আর ছোট ঠাকুর মামা ঠাকুরকে কন্দর্প ক'রে দিয়েছে।

জনা। আগের চেয়ে ভাল কি মন্দ, বল দেখি।

ললিতা। তা কেমন ক'রে বুঝব, সে বড় দিদিরাণী বলতে পারে। তুই একবার দেখবি আয় না।

জনা। একটা বড় ভুল হয়ে গেছে; মামা-ঠাকুরের আগের চেহারাটা কাকে দিলে বল দেখি?

ললিতা। কেন—তুই সেটা নিতিস না কি?

জনা। দিদিরাণী সেই মূর্ত্তি দেখতে না পেয়ে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে! বড় দুঃখ, সকলে সবার জন্য ঘুরলে, তুই কিন্তু আমার নামটাও একবার মুখে আনলি নি!

ললিতা। আমি কে, বল্ দেখি? তুই তুই করচিস্, বল্ না আমি কে?

জনা। দেখ নলতে!—

ললিতা। দূর কাণা!—আমি যে জনা। নল্‌তেই ঘুরে মরে, জনা কি কখন ঘোরে? আর সে কার জন্য ঘুরবে, সে কি নল্‌তেকে দেখতে পারে?

জনা। তবে চল্ ত ভাই জনা, নল্‌তেকে সাগরে ভাসিয়ে আসি।

ললিতা। সে যে সাগরেই ভাসচে ভাই!

জনা। তবে আয় জনা, তারে ডুবিয়ে আসি—তার আর অকূলপাথারে মুহূর্ত্তের জন্য বেঁচেই বা সুখ কি! সে সকল সুখ তোরে উচ্ছুগ্‌গু ক'রে দিয়েছে। সকল দিয়ে তুচ্ছ প্রাণ নিয়ে ভেসে থাকবার তার প্রয়োজন কি? দেখ জনা, সংসারের সকল পেয়েও তার আরও পাবার লোভ ঘুচল না। কঠায় কঠায় চিনি খেয়েও তার আস্বাদন-সাধ গেল না। এবারে তার চিনি খাবার সাধ মেটাব। তারে জলে ডুবিয়ে গলিয়ে সমস্ত সাগরটাকে চিনির পানা করব।

ললিতা। না ভাই, তা করা হবে না। চিনির লোভে তোর জনা হয় ত নল্‌তে সাগরে ঝাঁপ খাবে, সাঁতার জানে না, ডুবে যাবে। সমস্ত সংসারে তারে দেখতে না পেয়ে, ফেল ফেল ক'রে চেয়ে থাকবে। এখনি ত ঠাকুর দুট ঘুরে ঘুরে মরবে। তবে চল ভাই জনা, আগে ঠাকুরদের ঘোরা ঘোচাই।

জনা। কে ও নলতে! কোথায় ছিলি? কখন্ এলি? আমাকে চিনতে পেরেছিস্?

ললিতা। চল্ না—চাঁদ ঢ'লে পড়ল যে!

জনা। আয় তবে, মিটে আলোয় ডুমুরগাছে কেমন ফুল ফুটেছে দেখবি আয়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কুঞ্জদ্বার।

নারদ ও জনার্দ্দন।

জনা। আর কেন, ডাকতে সুরু কর না।

নারদ। র'স্ না ভাই!—তাড়াতাড়ি করিস কেন? আর একবার চেহারাটা দেখ না; দেখ দেখি ভ্রূদুটো ভ্রমরকৃষ্ণ কি না?

জনা। ভ্রমর কি, তার চেয়েও বেশী; ঠিক যেন দুখানা পাথুরে কয়লার সর!

নারদ। দুখানা কি রে? তবে কি ভ্রূ আমার জোড়া নয়? দু খানা কি রে, দু খানা বললি কি? তবেই বানর ছোঁড়া আমাকে মাটী করেছে দেখছি। রূপে যদি খুঁত রইল, তা হ'লে আর হ'ল কি?

জনা। না ঠাকুর! তুমি বড়ই সুন্দর!

নারদ। আর ভাই, তুই সুন্দর বললে কি হবে, সুকুমারী দেখে সুন্দর বলে, তবেই ত!

জনা। রূপ খুঁজে না কে ঠাকুর? এমন রূপ দেখে যদি সুকুমারী মুগ্ধ না হয়, তা হ'লে তার চক্ষু নেই।

নারদ। সে পক্ষে আমার কিছু সন্দেহ আছে। আমার বানর-মুখ দেখে সে যখন বলত,—"আহা ঠাকুর! তোমার কি সুন্দর নাক, কি সুন্দর চোখ! ঠাকুর! তোমার দাঁতগুলি কি সুন্দর!" তখন মরমে ম'রে যেতেম। মনে মনে কাঁদতেম, আর বলতেম,—"সুকুমারি! প্রাণেশ্বরি! যদি দিন

পাই ত তোরে দেখাব, আমার এই দেহভাণ্ডারে কত রূপ আছে। রূপভিখারিণি, দুদিন অপেক্ষা কর, আমি তোকে কন্দর্পলাঞ্ছন মদনমোহন রূপ দেখাব।" দেখ্ ত ভাই, চাঁদ সুন্দর কি আমার মুখ সুন্দর?

জনা। চাঁদের দিকে যখন চাই, তখন চাঁদ সুন্দর, তোমার মুখের দিকে যখন চাই, তখন তোমার মুখ সুন্দর।

নারদ। তবে আর নিখুঁত হ'ল কই?—না, পর্ব্বতে ছোঁড়ার যোগবল লোপ পেয়ে গেছে—ভাল ভাই, দেখ্ ত নাকটা কেমন?

জনা। টিয়া পাখীর ঠোঁটের মতন।

নারদ। চোখ দুটো?

জনা। কমলপত্রের মতন।

নারদ। ভ্রমর দুটো তার ভেতরে নড়চে? দেখ ভাই, একবার ভাল ক'রে দেখ।

জনা। উঃ! বন্ বন্ ক'রে ঘুরচে।

নারদ। বলিস্ কি রে, এরই মধ্যে ভ্রমর দুটো ঘুরতে শিখেছে? সব হয়েছে, এখন একবার চলনটা দেখ ত ভাই—কেমন, ঠিক মত্ত করিবরের মত নয়?

জনা। ঠিক মরালের মতন।

নারদ। তবে ত আরও ভাল হ'ল রে ভাই! তা হ'লে এইবারে আমি ডাকতে পারি—কি বলিস্?

(ললিতার প্রবেশ)

জনা। খু—ব—দেখ ত ভাই নলতে, ঠাকুরকে কেমন দেখাচ্ছে।

ললিতা। ও বাবা, এত বড় নাক! ও বাবা, চোখ দুটো যেন গিলতে আসচে।

নারদ। দূর হ——আমার সুমুখ থেকে দূর হ। কাণা তুই, রূপের ভাল মন্দ বুঝবি কি?

জনা। ও বাবা, তা এতক্ষণ দেখি নি—হাঁটু পর্য্যন্ত হাত! ও বাবা, এ যে হাউ-মাউ-খাঁউ রে, মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ রে।

ললিতা। ওরে বাবা রে!

(ললিতা ও জনার্দ্দনের পলায়ন)

নারদ। যা—বেরো—দূর হ। তিলফুলের মত নাসা, আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষু, আর আজানুলম্বিত বাহু দেখে যদি তোদের ভয় হয়, তা হ'লে তোদের মরাই ভাল। দূর হ শালারা। আয়! প্রাণেশ্বরি, কুঞ্জবিহারিণি, রসিকে! অয়ি বিহিত-বিশদ-কিসলয়-বলয়ে প্রিয়গতপ্রাণা সৃঞ্জয়-নন্দিনি, দ্বার খোল।

নেপথ্যে। কে গা, ঠাকুর এলেন কি?

নারদ। আরে, দ্বার খোল, খুলে দেখ, কেমন নব অনুরাগী যোগী এসেছে কুঞ্জের দ্বারে।

(জনৈক সখীর প্রবেশ)

সখী। কই কে ডাকছে—ঠাকুর? কে গা তুমি—আপনি কে—কারে খুঁজচেন?

নারদ। কে ও, প্রিয়ম্বদে! বলি চিন্‌তে পারচ না?

সখী। না—আপনি কে? পরিচিতের মত সম্ভাষণ করচেন, কিন্তু কই, আর ত কখন আপনাকে দেখি নি!

নারদ। একটা আলো আন না, তা হ'লেই দেখতে পাবে। আর আলোই বা কেন, একবারেই কুঞ্জে চল, সেইখানেই ভাল ক'রে দেখো—সুকুমারী কি করচে?

সখী। সে কথায় আপনার প্রয়োজন কি? আপনি কি ভিখারী?

নারদ। ভিখারী বই কি, তবে অন্নের নয়, স্থানের। তোমাদের সহচরীর সেই রাঙ্গা টুকটুকে পা দুখানিতে একবিন্দু—এই এতটুকু জমীর ভিখারী। ও কি, দ্বার দিলে যে?

সখী। বিটল ব্রাহ্মণ! রহস্য করবার কি আর লোক পেলে না!

নারদ। ওরে আমি নারদ—নারদ। ওরে দোর খোল্। বলি ও প্রিয়ম্বদা—কি হ'ল, এ কি রকম হ'ল? বলি ও প্রিয়ম্বদা—ও বিরজা, বলি ও অনুরাধা—জ্যেষ্ঠা—অশ্লেষা—মঘা! আরে ম'ল, কেউ যে আর সাড়া দেয় না। ওরে দোর খোল্, না হ'লে এই দোরে মাথা খুঁড়ে মরব বলচি।

(সুকুমারীর প্রবেশ)

তোমার প্রিয়ম্বদার ব্যভারটা দেখলে! আমাকে দেখে দরজা বন্ধ ক'রে গেল, সাড়া দিলে না!

সুকু। আপনি কে প্রভু?

নারদ। আমি কে? কি বলচ সুকুমারি, আমি কে? এ সুন্দর মদনমোহন পুরুষপুঙ্গবটা কি তোমার নজরে ঠেকছে না?

সুকু। আপনি কি আমার ইষ্টদেবের সংবাদ এনেছেন?

নারদ। তোমার ইষ্টদেব মরেছেন।

সুকু। ব্রাহ্মণ মর্য্যাদা নষ্ট কর না।

নারদ। আরে পাগলি, চিনতে পারছিস না। আমিই তোর ইষ্টদেব।

সুকু। আমার ইষ্টদেবের এমন বানরের মত মূর্ত্তি নয়।

নারদ। ওরে করলি কি—গেলি কেন? ও সুকুমারি—ও প্রাণেশ্বরি! এ কি হ'ল—আঁ্যা পর্ব্বতে ছোঁড়া আমার এ কি সর্ব্বনাশ করলে? (ক্রন্দন)

(পর্ব্বতের প্রবেশ)

পর্ব্বত। রমা—রমা—আর কেন কাঁদাস রমা? আমার শক্তি ফিরল, কিন্তু কার্য্য কই? দৃষ্টি ফিরল, কিন্তু সেই নয়নরঞ্জন দৃশ্য কই? স্বর্গপথের দ্বার খুলল, কিন্তু ভগবান্ কই? রমা—রমা? দেখা দে; শক্তিমান হয়ে আমি গতিহীন, ভুবনেশ্বর হয়ে আমি কপর্দ্দকশূন্য।

নারদ। নরাধম—পাষণ্ড—গুরুদ্রোহী!

পর্ব্বত। কে ও—মামা?

নারদ। তোর স্বর্গপথের দ্বার খুলে দিয়ে এই আমার প্রতিফল?

পর্ব্বত। কেন মামা, এমন কথা বললে? মামা—মামা! ও কি, কাঁদ কেন? এ কি, ধরণী ভাসিয়ে দিলে যে। মামা—মামা!

নারদ। আমায় বানর কর্, তোর দত্ত রূপে আমার সর্ব্বনাশ হ'ল, সুকুমারী আমায় দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল। আমায় বানর কর্—সেই থেবড়ো নাক দে, সেই কোটরপ্রবিষ্ট চোখ দে, সেই আকর্ণ-বিশ্রান্ত মুখ দে, সেই কদাকার মূর্ত্তি দে। দিলি নি, কই, দিলি নি? পাষণ্ড, যাস কোথা?

পর্ব্বত। রমা—রমা! অজ্ঞান মামার কথায় আমার জ্ঞান ফিরেছে, আমায় আর একবার দেখা দে।

নারদ। বটে, এমন ধারা? তাই ত—এতক্ষণ আমি করেছি কি?

পর্ব্বত। তুমিও যা করেছ, আমিও তাই করেছি। মামা, এই বিষ এই অমৃত ক'রে বিয়ের জ্বালায় জ্ব'লে মরেছি। স্বর্গপথের সহস্র দ্বার, তবে আর কেন জটিল বন্ধুর শৈলপথে দেহের পীড়ন করে খড়া বেয়ে উঠব, রমা-স্রোতস্বিনীতে ঝাঁপ খাব। সেই ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিতা মানময়ীর প্রেম-তরঙ্গে নাচতে নাচতে স্রোতের টানে গা ভাসান দে চোখ বুজে চ'লে যাব। রমা—রমা!

নারদ। সুকুমারি—সুকুমারি! [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

লতাকুঞ্জ।

পর্ব্বত।

পর্ব্বত। কই, কোথা গেল, রমা আমার কোথা গেল, ঈশ্বরী আমার কোথা গেল? আয় রমা, আমি তোর দাসত্ব করি (পট-পরিবর্ত্তন)। আহা! এই যে, এই যে সহস্রদল কমলবেষ্টিত শূন্য সিংহাসন, এ সিংহাসনাধিষ্ঠাত্রী দেবী কই—রমা কই? না না, হয়নি, এখনও হয় নি, এ উচ্চসিংহাসনে আরোহণ করবার পাদপীঠ কই, সিংহাসনমূলে আমার প্রাণ কই? এই নে রমা, এই প্রাণ তোর সিংহাসনের সোপান। প্রেম—প্রেম—বিশ্ববিজয়িনী প্রকৃতি! এই নে তোর চরণে আমার সকল অঞ্জলি—এই অহঙ্কারের অঞ্জলি, এই যোগফলের অঞ্জলি, এই আমার অস্তিত্বের অঞ্জলি!

(রমা ও সখীগণের প্রবেশ)

(গীত)

সখী রে প্রাণের জ্বালা কে নিল তুলে,
সে বুঝি এসেছে পথ ভুলে।
সজনি আয় আয় আয়,
হাতে হাতে ধরি চারি ধারে ঘেরি
লুকোচুরি খেলে শ্যামরায়।
সে বুঝি বুঝেছে রাধা ছলা না জানে,
তার, কাছে রেখে বামে থেকে মন না মানে,
কি করিবে তাই ভেবে কত কি বলে।
কভু হৃদয়ে জড়ায় কভু আঁখিতে আঁখিতে রাখে তায়,
কখন দারুণ মানে যায় সে গ'লে,
তাই, কাছে এলে যায় জ্ব'লে চরণে ঠেলে।

রমা। দাসীকে ফেলে এতক্ষণ কোথায় ছিলে প্রভু? তোমায় কষ্ট দিয়েছি, তিরস্কার করতে এত বিলম্ব কেন?

পর্ব্বত। রমা রমা—মামা মামা! এই আমার রমা, গুরুদেব। এই তোমার রমা—এই তোমার আশীর্ব্বাদী ফুল, আমার শিরঃশোভিনী প্রাণময়ী রমা।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। আশীর্ব্বাদ করি, আমার এই পাগলকে নিয়ে পরস্পরের ভাব-বন্ধনে অনন্ত সুখের অধিকারিণী হও।—এত বিলম্ব কেন সুকুমারি?

(সুকুমারীর প্রবেশ)

সুকু। ঠাকুর কি আমার ইষ্টদেবের কোন সংবাদ এনেছেন?

নারদ। হা হা। সুকুমারি, তুমি যে রসিকতা শিখেচ, এ শুনেও সন্তুষ্ট হলেম। সুকুমারি, বিধাতার যে দিন কঠোরতা ঘুচে প্রাণে রস প্রবিষ্ট হয়, সেই দিনেই তোদের সৃষ্টি, সেই দিন হতেই সংসার আনন্দময়, সেই দিন হ'তেই ঈশ্বরে রূপকল্পনা। সেই শুভদিন হ'তেই চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, সাগর নীলাম্বুরাশি, রজনী চন্দ্রমাশালিনী, বজ্রনাদিনী কাদম্বিনী চপলাপ্রসবিনী, কুলনাশিনী প্রবাহিণী শ্রবণবিমোহিনী কল্লোলিনী, আর আমাদের এই রবিকরসন্তপ্তা ধরণী শ্যামল সৌন্দর্য্যে ভুবনমোহিনী। প্রাণেশ্বরি, তোদের পাদস্পর্শে অশোক মুকুলিত, কৃপাকটাক্ষে প্রাণ প্রস্ফুটিত। অনন্তসৌন্দর্য্যময়ি, তোরা না এলে সংসার দেখত কে, উন্মত্তবৎ চির-অস্থির মানবকে ঘরে ধ'রে রাখত কে? মানব এক পদ এক পদ ক'রে ভগবানের পাদপদ্ম হ'তে বহুদূরে চ'লে যেত—স্থান পেত না! প্রেমময়ি! এই অঙ্গহীন কারণরূপ রসপাশে আবদ্ধ মানব যদিও ঘোরে, কিন্তু স্থানভ্রষ্ট হয় না, যদিও ভ্রমাত্মক জীবনে পদস্খলিত হয়ে পর্ব্বতশিখর হ'তেও প'ড়ে যায়, তবুও তোদের অমিয় কোমল হৃদয়ে আশ্রয় পেয়ে চূর্ণদেহ হয় না। বেশী আর কি বলব, তোদের জন্য উন্মত্ততাই তত্ত্ব-জ্ঞান, তোদের চরণপ্রান্তস্পর্শই ভাব-সম্মিলন। তবে খেদ কেন? সুকুমারি! তোর পায় আমার ইষ্টদেবত্বের অঞ্জলি।

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধি-রত্নম্।
স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ-পল্লব-মুদারম্।

(ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)

ক্ষেম। কি গো বাছারা, এত ছুটোছুটি লাফালাফি কাঁদাকাটির পর মিল হ'ল?—যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন গোলমাল মিটে গেছে ত?

পর্ব্বত। মিটল কই—তোর জনার্দ্দন ললিত না এলে কি এ বৃষোৎসর্গ ব্যাপার মেটে?

ক্ষেম। বটে, বটে—তারা আসে নি! তাই তো ভাবছি, সব দেখছি, তবু কাউকেও দেখছি না কেন? ললিতা জনার্দ্দন!

(জনার্দ্দন ও ললিতার প্রবেশ)

নেপথ্যে। কে গা?

ললিতা। কে ও—দিদি? (চক্ষু মুছিয়া) কেন দিদি?

জনা। (চক্ষু মুছিয়া) এমন অসময়ে ঘুম ভাঙ্গালি কেন দিদি?

ক্ষেম। তোদের সম্মুখে কারা দেখতে পাচ্ছিস না?

জনা। কই কারা?

ললিতা। কই কে দিদি?

নারদ। ভাই, আমায় আবার বানর কর্, তা হ'লেই দেখতে পাবি। ললিতাবল্লভ! আমায় পৃথক ক'রে দে, আমি তোরে দেখি, তুই আমাকে দেখ। মাধব, মাধব! এত কষ্টেও কি তোরে চিনেছি?

ললিতা। চিনেছ—চিনেছ! কই ভাই, আমি ত এত কালেও কিছু চিন্‌তে পারলেম না। কত চোখে-চোখে রাখলেম, কত কথা শুনলেম, কিন্তু কই, তবুও ত চিন্‌তে পারলেম না।

(গীত)

সখা রে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনমু
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল।
কত মধু যামিনী রভসে গোয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ল না গেলি॥

পটক্ষেপ।

দৌলতে দুনিয়া

—:*:—
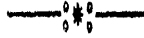
(কোহিনূর থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

ফকির	...	...	
মুরাদ সা	...	...	মৃত বাহাদুর সার পুত্র।
ফয়জুল্লা	...	...	বাহাদুর সার অনুগৃহীত জনৈক বণিক।
মোবারক পাশা	...	...	কায়রো সহরে জনৈক ধনবান্ বণিক।
নুরবক্স	...	...	বাহাদুর সার পুরাতন পরিচারক।
বকাউল্লা	...	...	ফয়জুল্লার সম্বন্ধী।
মুরশিদ	...	...	মোবারক পাশার ভৃত্য।

বাহাদুর সার প্রেতমূর্তি, জনৈক নাগরিক, রাজমিস্ত্রী ও ছুতোরমিস্ত্রীগণ, মজুরগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

পেশমন	...	...	মৃত বাহাদুর সার বিধবা স্ত্রী।
জহিরণ	...	...	মোবারক পাশার স্ত্রী।
মেহেরা	...	...	ঐ কন্যা।
জহরা	...	...	ফয়জুল্লার স্ত্রী।
বেলা	...	...	ফকিরের পালিতা কুমারী।

স্বপ্নকুমারীগণ, বাঁদীগণ, মজুরনীগণ ইত্যাদি।

দৌলতে দুনিয়া

—:*:—

প্রস্তাবনা

—*—

(গীত)

জীবন সারা কর্ম্ম করা নাইক অবসর।
জীবন-ফুলে যত্নে তুলে রচেছি বাসর॥
স্বভাব কেবল অভাব পূরণ,
যেথা সাজে যেমন রতন,
তয়ে তয়ে বসাই সেথা সাজাই মনোহর।
অস্তাচলের ক'নে আনি উদয় অচল বর॥

প্রথম অঙ্ক

—*—

প্রথম দৃশ্য

মোবারক পাশার উদ্যান।

মেহেরা ও জহিরণ

জহি। এ কি মেহেরী, এখনও পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছিস ?

মেহেরা। মা, আমি সিরাজ সহরে যাব।

জহি। ছিঃ মা, পাগলামী করিস্ নি, স্বপ্ন কখনও সত্য হয় ?

মেহেরা। আবার বলছ স্বপ্ন ? কখনও নয়, এখনও পর্য্যন্ত আমার মনের শ্রান্তি দূর হয় নি, সিরাজের সে অপূর্ব্ব উদ্যানের সুধা-ফলের আস্বাদ এখনও আমার মুখে লেগে আছে। সে অপূর্ব্ব নির্ঝরিণীর সুধা-সঙ্গীত এখনও আমার কাণে ঝঙ্কার তুলছে। স্বপ্ন! কে বলে স্বপ্ন? মিথ্যা কথা! ফকিরের হাত ধ'রে ঘুরেছি। স্বপ্ন! কে বলে স্বপ্ন ?

জহি। সিরাজ কি পৃথিবীতে আছে, তা সিরাজে বেড়াতে গিয়েছিলি ?

মেহেরা। বেশ, না থাকে, তা হ'লে তোমার মেয়েও নেই। চোখে যা দেখেছি, তা যদি কিছু না হয়, কাণে যা শুনেছি, তা যদি কিছু না হয়, হাতে যা ছুঁয়েছি, তাও যদি কিছু নয়, তা হ'লে আমিও নেই, তোমার এই মেয়ে—এও মিথ্যা, এও স্বপ্ন! তুমিও মনে কর, মেহেরী ব'লে তোমার এক মেয়ে ছিল, সেটা স্বপ্নে ফুটে স্বপ্নেই মিলিয়ে গেছে!

জহি। দেখ মেহেরী, পাগলামী করিস নি, বাড়াবাড়ি করলে এখনই তাঁকে ব'লে দেবো! কেন ভোরের বেলায় তিরস্কার খাবি ?

মেহেরা। মা, আমি সিরাজে যাব।

জহি। সর্ব্বনাশ করিসনি, মেহেরী, সর্ব্বনাশ করিসনি। পাশা সাহেবের মস্ত মান, এ দেশের রাজবণিক, সাবধান, মেয়ে হ'তে তাঁকে যেন অপদস্থ না হ'তে হয়। পাগলামী করিস নি মা, পাগলামি করিস নি! সিরাজ—সে আবার কোথা ? কেউ কখন সিরাজের নাম শোনে নি। তুই এখন এক জন পুরুষের হাত ধ'রে সিরাজে গিয়েছিস, এ পাগলামীর কথা শুন্‌লে, লোকে কত কি কু ভাববে! অবিবাহিতা কুমারী ঘরে আছিস্—লোকে অবকাশ পেলে দুর্নাম রটাতে কতক্ষণ ?

মেহেরা। তবে কি তোমার বিশ্বাস, আমি যা দেখেছি, যা শুনেছি, যা করেছি, সব মিথ্যা ?

জহি। তা না ব'লে কি বলব মা ? দেখলেও যা বিশ্বাস করতে পারি না, সে কথা কেমন ক'রে বিশ্বাস করি ?

মেহেরা। মুরশিদ!

জহি। আবার মুরশিদকে কেন ?

মেহেরা। সে ফকিরকে খুঁজতে গেছে।

জহি। আবার ফকির কে ?

মেহেরা। যে আমাকে হাতে ধ'রে সিরাজে নিয়ে গিয়েছিল।

জহি। তবে আর তোমায় কি বলব মা, তুমি বোকা নও, তার ওপর জ্ঞান হয়েছে, তোমায় আর কি বলব, যা খুসী, তাই কর।

[জহিরণের প্রস্থান।

মেহেরা। (স্বগত) সিরাজ! কি সুন্দর সিরাজ! ফকির! তুমি আমায় কি দেখালে? কেন দেখালে? সে সোনার দেশে আমায় কেন নিয়ে গেলে? গাছে গাছে সোনার ফল, ডালে ডালে সোনার ফুল, মাথার উপরে সোনার মেঘ, পদতলে সুবর্ণ-তরঙ্গে হিল্লোলিত জলরাশি। আবার তার উপরে মধুময় পবনে আন্দোলিত সৌরভময় কুসুমাধার উদ্যান। কি দেখালে?—দেখালে যদি, আবার দেখাও—দয়া ক'রে আর একটিবার দেখাও।

(গীত)

কে আমারে নে যায় গো হাত ধ'রে।
সে কোথায় থাকে, কেন থাকে, চিন্‌তে নারি তারে॥
থাকতে ঘরে মন না সরে হৃদয় হ'ল ভার,
আকুল পরাণ ছুটে চলে অন্বেষণে তার,
—আমায় দিতে উপহার,
সে যেন গো যত্ন ক'রে রত্ন আছে ধ'রে॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মোবারক পাশার কক্ষ।

মোবারক ও জহিরণ।

মোবা। সর্ব্বনাশ! বল কি?

জহি। ঘুম থেকে উঠে অবধি মেয়ে এমনি বায়না ধরেছে যে, তাকে আমি কোনওমতে বুঝিয়ে রাখতে পারছি না। কেবল বলছে—আমি সিরাজ সহরে যাব।

মোবা। তা হ'লে যে বিষম বিপদ উপস্থিত!

জহি। তাই ত, তা হ'লে কি হবে সাহেব? মেহেরা পাগল হ'লে কেমন ক'রে বাঁচাব?

মোবা। মেহেরা পাগল হয়েছে, এ কথা তোমাকে কে বললে?

জহি। সে কি? তবে কি সত্যসত্যই সিরাজ সহর আছে?

মোবা। আছে ব'লে আছে! আমার জ[...]নের সঙ্গে ঘনীভূত সম্বন্ধে জড়িত হয়ে আছে।

জহি। বল কি!

মোবা। তবে আর বিপদের কথা ব[...] কেন?

জহি। বেশ ত, স্বপ্ন দেখেছে, তাতে বিপদ কি[...]

মোবা। বিপদ আর অন্য কিছু নয়। অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করতে সবেমাত্র ওই [...] কন্যা। কিন্তু বিবি, সে মেয়েকেও বুঝি আর রাখ[...] পারলুম না।

জহি। এ কি অলক্ষণে কথা বলছ, পা[...] সাহেব?

মোবা। আর অলক্ষণে কথা! বিবি সাহে[...] সব গেল! এতদিন পরে আমার আহাম্মুকি[...] শাস্তি। এই যে এত কাল মান-সম্ভ্রম বজায় রে[...] চ'লে আসছিলুম, আর বুঝি রাখতে পারলুম ন[...] সব গেল—আমার মেয়ের সঙ্গে সব গেল। সে[...] বুড়ো ফকিরকে ও স্বপ্নে দেখেছে ত?

জহি। দেখেছে বই কি! কেবল [...] ফকিরকে ডেকে দাও, আমি তার হাত ধ'[...] সিরাজে যাব।

মোবা। তবে আর কি! বিবি সাহেব, এ[...] দিনের পরে আমার সোনার সংসার ভে[...] গেল।

জহি। এ সব কি কথা! শুনে আমার ব[...] ভয় হচ্ছে। ব্যাপারখানা কি, আমায় বুঝিয়ে[...] বল। মেয়ে স্বপ্নই যদি দেখে থাকে ত তাতে[...] এত বিপদের ভয় কেন?

মোবা। কেন, বলি শোন। পঁচিশ বৎস[...] পূর্ব্বের কথা। এই কায়রোয় আমার আদিবা[...] নয়—বসোরা আমার জন্মস্থান। আমার অবস্থা অতি সামান্যই ছিল। তার উপর পৈতৃক যা কিছু সম্পত্তি ছিল, এক ব্যবসায়ে নষ্ট ক'রে সর্ব্বস্বান্ত হই। প্রতিবেশীর অনুগ্রহের উপর নির্ভর ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়: বোধ ক'রে আমি বসোরা ত্যাগ করি। নানা দেশ-বিদেশ ঘুরে সিরাজ সহরে উপস্থিত হই। সেখানে সে সময় বাহাদুর ব'লে এক সদাশয় বণিক বাস করতেন। লোক-মুখে বাহাদুর [...]র দয়ার কথা শুনে তাঁর কাছে উপস্থিত হই। তিনি আমার অবস্থার কথা শুনে আমাকে ব্যবসায়

করতে টাকা দেন। সেই টাকায় ব্যবসায় করলুম, কিন্তু কিছুই করতে পারলুম না। উলটে মুলধন শুদ্ধ নষ্ট ক'রে ফেললুম। দয়াময় বাহাদুর আবার আমাকে টাকা দিলেন। তখন আর বাহাদুর সার সঙ্গে দেখা করতে সাহস হ'ল না। অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে সিরাজ সহর ত্যাগ করলুম। সহরের বাহিরে এসে, একটা গাছের তলায় ব'সে ভাবছি, এমন সময়ে কোথা থেকে এক ফকির এসে উপস্থিত। মনের দুঃখে ফকিরকে সমস্ত অবস্থার কথা খুলে বল্লুম। ফকির আগাগোড়া সমস্ত শুনে আমাকে একটী আসরফী দিলেন। দিয়ে বল্লেন,—'ভাই! এই আসরফীটি নিয়ে আর একবার চেষ্টা কর; কিন্তু নেবার আগে প্রতিজ্ঞা কর, যদি এই মূলধন হ'তে কালে অতুল সম্পত্তির অধিকারী হও, তা হ'লে আমাকে একটি সামগ্রী দিতে হবে।' আমি সামগ্রীটি জানতে চাইলুম। বিবি সাহেব! তখন যদি জানতুম, আমার সর্ব্বস্বের সঙ্গে সে সামগ্রীর তুলনা হবে না, তা হ'লে জান্ থাকতে আমি সে আসরফী স্পর্শ করতুম না।

জহি। সে জিনিষটে কি?

মোবা। ফকির বল্লেন—'যখন ধনবান্ হবে, তখন যদি বিবাহ ক'রে সংসারী হও, তা হ'লে তোমার বিবাহের প্রথম ফলটি আমায় দিতে হবে।' তখন মনের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। ভবিষ্যৎ না বুঝে প্রতিজ্ঞা করলুম। মনে করলুম, বিবাহ করলে যে একমাত্র ফল হবে, তারই বা মানে কি? তখন আমি যুবক, পুত্র-কন্যার মর্ম্ম কিছুই বুঝি না। দারিদ্র্যের পেষণ সইতে পারলুম না। বিবাহের প্রথম ফলটি দিতে প্রতিশ্রুত হলুম। তার পর সেই একটিমাত্র আসরফী নিয়েই ব্যবসায় আরম্ভ করলুম। সেই আসরফী হ'তেই আমার এই সৌভাগ্যের প্রতিষ্ঠা। যেন স্বপ্ন-কথা—ধূলোমুঠো ধরলুম—নসীবে কড়িমুঠো হ'ল। দেখতে দেখতে অতুল ধনসম্পত্তি, দাসদাসীতে ঘর ভ'রে গেল। ঘটনা-স্রোতে এই কায়রো সহরে এসে উপস্থিত হই। এই কায়রো সহরেই আমার সর্ব্বপ্রধান উন্নতি। কাজেই এ স্থান আর ত্যাগ করলুম না। এখানে রাজার অনুগ্রহ লাভ করলুম। হলুম কায়রো সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাও। তোমার পিতাও এক জন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, তিনি তাঁর একমাত্র কন্যার সঙ্গে তাঁর অতুল সম্পত্তি আমাকে দান করলেন। জহিরণ! আমার মতন ধনী জগতে কে আছে, জানি না, কিন্তু জানি, আমার মত দুঃখী আর নেই। এই বিশাল সম্পত্তির অধিকারিণী—আর বিবাহের প্রথম ফলই বল, আর শেষ ফলই বল—ওই মেহেরা। জহিরণ! সেই মেহেরাকে আমায় ছেড়ে দিতে হবে।

জহি। ছেড়ে দিতেই হবে?

মোবা। বুদ্ধিমতী তুমি—ছেড়ে দিতে হবে কি না, বুঝতে পারছ না? সে ফকির আসবে আর মেহেরাকে চাইবে। মেহেরাকে ছেড়ে কি ক'রে থাকবো বিবি সাহেব?

জহি। মিছে কেন কাতর হচ্ছ জনাব? আমাদের এই অতুল ঐশ্বর্য্য এক দিকে রেখে, মেহেরাকে আর এক দিকে দাঁড় করাব। দুনিয়ায় কে এমন স্পৃহাশূন্য সাধু আছে, এ ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন ত্যাগ ক'রে একটা ক্ষুদ্র বালিকাকে নিয়ে যাবে!

মোবা। (মাথা নাড়িয়া) উঁহু—তুমি সে ফকিরকে ত দেখনি। তারে দেখলে মনে হয়, এক মুঠো ধুলো দিয়ে সে এক নিমেষে দুনিয়ার দৌলত সৃষ্টি করতে পারে।

জহি। কত দিন পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?

মোবা। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে।

জহি। এর মধ্যে আর দেখা শোনা হয় নি?

মোবা। না, এক দিনও নয়। এক দিন মাত্র কেবল তাঁকে স্বপ্নে দেখেছিলুম।

জহি। কত দিন আগে দেখেছিলে?

মোবা। সেও প্রায় ষোল বৎসর হ'ল। মেহেরা তখন সবেমাত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে। দেখি, সিরাজ সহরের রাজোদ্যানের পাশে ফকির সাহেব ব'সে আছে। মনে হ'ল, যেন ফকির দুনিয়ার চারি দিক চাচ্ছে। সেই বাগানটির ধারে ব'সে চারিদিকে আমার অন্বেষণ করছে। পাছে দেখতে পায়, এই ভয়ে আমি বালিসে যেন মুখ লুকিয়ে রইলুম। কিন্তু তবু ফকির আমাকে ধ'রে ফেললে। সেই সুদূর সিরাজ থেকেই উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার ক'রে বল্লে—"মোবারক পাশা, আমাকে চিনতে পার?" আমি কাঁপতে কাঁপতে বললুম—"কই—না"। ফকির মুচকে হেসে বললে,—"বোধ হয়, দূর থেকে আমাকে ঠাওর করতে পারছ না।

ভাল, অতি শীঘ্রই আমি কাছে যাচ্ছি।" এই ব'লেই ফকির মিলিয়ে গেল।

জহি। তুমি কোথায় আছ, ফকির সাহেব তা জানে ?

মোবা। জানে কি না জানে, কেমন ক'রে বলব ? আমি কিন্তু কখন তাকে ঠিকানা বলি নি।

জহি। তা হ'লে নিশ্চিন্ত থাক জনাব ! ফকির আর তোমার সন্ধান পাচ্ছে না।

মোবা। এখন যে তা আর বলতে সাহস করছি না বিবি সাহেবা ! সেটা স্বপ্ন মনে ক'রে মনটাকে কতক কতক ঠাণ্ডা ক'রে রেখেছিলুম ! কিন্তু আজকে স্বপ্ন বলি কেমন ক'রে ? ফকিরের কথা, আমি দুনিয়ার কাউকেও ত কখন বলি নি। মেহেরা সেই ফকিরের কথা, সিরাজ সহরের কথা জানলে কেমন ক'রে ?

জহি। কোন দিন অন্যমনস্কে বলেছ, হয় ত কোন দিন স্বপ্নেই ব'লে ফেলেছ—মেহেরা তাই শুনেছে। তোমারই ত মেয়ে—সেও একটা বিদ্‌কুটে স্বপ্ন দেখে বসেছে। নাও, ভাবনা চিন্তা রেখে মেহেরীকে সান্ত্বনা করবে চল। পঁচিশ বৎসর পরে করুণাময় ফকির তোমার অন্ধের নড়ীটি নিতে আসছে না।

নেপথ্যে। মোবারক পাশা ঘরে আছ?

মোবা। জহিরণ ! ওই এলো !

জহি। বজ্র-নির্ঘোষের মত কি নির্ম্মম কঠোর স্বর !

(মুরশিদের প্রবেশ)

মুর্। বেগম সাহেব—বেগম সাহেব !

জহি। কি ?

মুর্। ও আল্লা ! ওই হাত ধ'রে রাত্তিরে—ও আল্লা ! বেগম সাহেব !—

জহি। আরে ম'ল—চেঁচাতে লাগলি কেন ? —ব্যাপার কি ?

মুর্। ব্যাপার আবার কি ! ব্যাপার মেহেরা বিবির সেই বিদ্‌কুটে স্বপ্নের দুষমন চেহারা—আমি দেউড়ীর ফটকে মাথা গলিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারছি, এমন সময় বাঘের মত হালুম ক'রে কোথা থেকে আমার সুমুখে উপস্থিত। বলে, হাঁ মিয়া, মোবারক পাশার এই বাড়ী ? বাপ, গিয়েছিলুম আর কি !—

মোবা। কি হ'ল বিবি ?

জহি। ফকিরকে দেখলি ?

মুর্। বাপ, তাকে আবার দেখে ? অমনি ঝনাৎ ক'রে দেউড়ী বন্ধ ক'রে পালিয়ে এসেছি।

জহি। আরে মর্ আহাম্মোক, কে লোকটা, জেনে এলি না ?

মুর্। আলখেল্লা আছে, দাড়ী আছে, কট-মটে চোখ আছে—চিমটে আছে, খটখটে পয়জার আছে—কিন্তু কোথায় কি আছে, দেখবার কি ফুরসৎ পেলুম ? তোমার মেয়েকে ধ'রে সে সিরাজ দেখিয়েছে—আমাকে কি আর তা দেখাত বিবি সাহেব, ধরলেই ঘুঘরো পোকা দেখাতো।

জহি। যা, তাকে বসতে ব'লে আয়।

মুর্। আমি ? তোমরা বল গে—আমি তাকে বসতে বললেই এক লাফ মেরে আমার ঘাড় ধরবে ! বাপ—সে কি লাফ—

জহি। বেশ, আমিই যাচ্ছি।

মোবা। মেহেরা বিহনে কেমন ক'রে বাঁচবো বিবি ?

জহি। উতলা হয়ো না—আগে দেখি, এ ফকির কে। এ যে সেই ফকির হবে, তারই বা মানে কি ? তুমি মেহেরাকে দেখ—তাকে আগলে রাখ।

[প্রস্থান।

মোবা। কোন্ ফকির আর কি বুঝতে বাকী থাকে জহিরণ ! হা আল্লা কি করলুম—কি করলুম —কি করলুম ?

[প্রস্থান।

মুর্। তা হ'লে দেখছি, হুজুরও খোয়াব দেখেছে ! তা হ'লে ত দেখছি, পালিয়ে এসে ভালই করেছি। শালা ফকির আলখেল্লা ভ'রে স্বপ্ন এনেছে—ঘাড়ে চাপলেই গিয়েছিলুম আর কি ! আমি কি আর মেহেরা বিবির মতন সিরাজ সহরের খোয়াব দেখ্‌তুম। আমি দেখ্‌তুম বাহারদ্দি সেখের পাঁদাড়—সেখানে জরূপের মা বেটী মামদী হয়ে আছে—বেটী আমাকে দেখলেই জড়িয়ে ধরত। ও আল্লা ! কি বাঁচনটাই বেঁচে গেছি !

তৃতীয় দৃশ্য

মোবারক পাশার বাটীর কক্ষ।

ফকির ও জহিরণ।

জহি। ফকির সাহেব! আদাব।

ফকির। আদাব বিবি সাহেব।

জহি। দাঁড়িয়ে কেন—ঘরে আসুন।

ফকির। এই কি মোবারক পাশার বাড়ী?

জহি। এই বাড়ী।

ফকির। পাশা সাহেব কোথায়? তাঁর সঙ্গে কি দেখা হয় না?

জহি। তিনি ভিতরেই আছেন, কোন বিশেষ কারণে আসতে পারছেন না। মেহেরবাণী ক'রে একটু অপেক্ষা করুন, অবিলম্বেই দেখা হবে।

ফকির। তুমি মোবারক পাশার কে বিবি সাহেব?

জহি। আমি তাঁর পরিণীতা স্ত্রী।

ফকির। তোমার স্বামী আমার সম্বন্ধে কখন কিছু বলেছিলেন?

জহি। বেয়াদবী মাপ হয়, ফকির সাহেবের পরিচয় না পেলে, এ কথার উত্তর কেমন ক'রে দেব?

ফকির। আমার সঙ্গে সিরাজ সহরে তোমার স্বামীর একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল, এইমাত্র আমার পরিচয়।

জহি। তা হ'লে আজ, এই কিছুক্ষণ আগে স্বামী আমাকে আপনার কথাই বলছিলেন।

ফকির। বেশ, বেশ, শুনে আমি পরম তুষ্ট হলুম। তা হ'লে বুঝলুম, তোমার স্বামী আমাকে মনে রেখেছেন। তবে এখন কি জন্য এসেছি, সেটাও বোধ হয় স্বামার কাছে জানতে পেরেছ?

জহি। সমস্তই জেনেছি। কিন্তু দয়াময়! স্বামীকে কি আপনি রেহাই দিতে পারেন না?

ফকির। তোমাদের সন্তান-সন্ততি কি?

জহি। রহস্য কেন ফকির, আমাদের সন্তান-সন্ততি কি, আপনি কি জানেন না?

ফকির। জানা ত উচিত, তবে কি না তোমার স্বামীর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তাই জানবার তত প্রয়োজন হয়নি।

জহি। একমাত্র কন্যা, সেই প্রথম ফল, সেই শেষ।

ফকির। তা হ'লে ত বড়ই মুস্কিলের কথা!

জহি। রেহাই হয় না?

ফকির। রেহাই দেবার ত উপায় দেখি না।

জহি। ফকির সাহেব, স্বামী আমার কন্যা-বিয়োগের ভয়ে জ্ঞানশূন্য।

ফকির। কি করব—উপায় নেই।

জহি। আপনার আসরফী দিয়ে এ পর্য্যন্ত যা কিছু উপার্জ্জন হয়েছে—সব দিচ্ছি।

ফকির। ফকির আমি—দৌলত নিয়ে কি করব?

জহি। এক মেয়ে, প্রাণ থাকতে কেমন ক'রে দেব?

ফকির। দেবার জন্য তোমার স্বামী প্রতিশ্রুত। আমি বলপ্রয়োগে নিতে আসিনি, দিতে ইচ্ছা হয়, সন্তুষ্ট মনে দেবে, নইলে চ'লে যাব।

জহি। যদি দিতে হয়, অবশ্য দেব।

(মেহেরা ও মোবারকের প্রবেশ)

মোবারক। অবশ্য দেব—প্রতিশ্রুত আছি—কথার খেলাপ করব কেন? দেব, সন্তুষ্ট মনেই দেব। মেহরী, এই ফকির তোমার পিতা। আমরা কেবল এত কাল তোমাকে পালন করেছিলুম। তুমি আজ হ'তে এঁর—আমাদের নও।

মেহেরা। এই একেই পিতা কা'ল রাত্রে স্বপ্নে দেখেছিলুম; এই এঁরই সঙ্গে আমি সিরাজ সহরে গিয়েছিলুম।

মোবা। স্বপ্নে গিয়েছিলি, এইবারে জাগ্রত যা।

মেহেরা। তবে কি আর আমি তোমাদের কাছে ফিরে আসব না?

মোবা। সে ফকির সাহেবের ইচ্ছা।

ফকির। ফিরবে কি না, সে কথা আমি বলতে পারি না।

মেহেরা। কোথায় যাব?

ফকির। তাও বল্‌তে পারব না। তোমার পিতা তোমাকে আমায় দিতে প্রতিশ্রুত। আমি তাই তোমাকে নিতে এসেছি। এক আসরফী মূল্যে তোমার জন্মের পূর্ব্বেই তুমি আমার কাছে বিক্রীত। যদি তুমি মুসলমানী হও, যদি শাস্ত্র মান, তা হ'লে তোমাতে আমাতে কি সম্বন্ধ, তা বোধ হয় আর বলতে হবে না!

মেহেরা। আমি আপনার বাঁদী।

ফকির। বেশ, তা হ'লে আমার সঙ্গে এস।

জহি। কিন্তু ফকির, মেয়ে যে আমার দুঃখের লেশ জানে না, সে আপনার সঙ্গে দেশ ঘুরবে কি ক'রে?

মেহেরা। সে অবস্থা ত আর নেই মা, এক আসরফীর বাঁদী,—এখন মনিবের সঙ্গে পথে পথে ঘোরাই ত আমার কাজ। ক্রমে ক্রমে অভ্যাস হবে, এক পা দু পা ক'রে শেষকালে সব স'য়ে যাবে, মা সব স'য়ে যাবে।

ফকির। তা হ'লে আর বিলম্ব ক'র না মা, সঙ্গে এসো।

জহি। ফকির, আপনকে বাঁদী দিলুম,—আমাদেরও সেই সঙ্গে গোলামস্বরূপ গ্রহণ করুন না?

ফকির। বিবি সাহেব! অম্লান বদনে কর্ত্তব্য-পালন করলে, মা হয়ে একমাত্র কন্যাকে এক জন অজ্ঞাতকুলশীল বৃদ্ধের হাতে জন্মের মতন সমর্পণ করলে, তোমরা রাজার রাজা। গোলাম তোমাদের কেমন ক'রে বলব, বিবি সাহেব? যা প্রাপ্য, তাই পেলুম,—আর আমার অন্য গোলামের প্রয়োজন নেই। আয় মেহেরা! সেলাম মিয়া সাহেব, সেলাম বিবি সাহেব।

মেহেরা। মা, আসি। পিতা, কর্ত্তব্য-পালন করেছেন, তবে ম্লান মুখ কেন? আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনাদের মর্য্যাদা রাখতে পারি।

[ফকির ও মেহেরার প্রস্থান।

মোবা। জহিরণ! অভাগ্যের একটা আর্জ্জি শুনবে?

জহি। কি বল?

মোবা। একটা আসরফী দিয়ে ফকির সুদে আসলে আমার কলজে ছিঁড়ে নিয়ে চ'লে গেল, আর তিন তিনবার আমাকে অর্থ দিয়ে করুণাময় বাহাদুর সা আমার কাছে এক কড়া কাণা কড়িও সুদ পেলে না! তার কাছে চিরকাল বেইমান হয়ে রইলুম!

জহি। কি করতে চাও বল?

মোবা। যখন মেহেরা গেল, তখন আর এ সব কেন? আমার সমস্ত দৌলত আমি বাহাদুর সাকে সমর্পণ করব।

জহি। বেশ, তাতে আমার কোনও আপ[ত্তি] নেই।

মোবা। তুমি কি করবে?

জহি। বল, কি করতে পারি?

মোবা। তুমি এখানকার মর্য্যাদাবান্ আমীরে[র] কন্যা। তোমাকে আমি এ স্থান ত্যাগ কর[তে] বলতে পারি না।

জহি। জনাব! তুমি পুরুষমানুষ হ'য়ে কন্যা[র] বিয়োগ সইতে পারছ না। আমি স্ত্রীলোক, স্বামি[-] কন্যার বিয়োগ কেমন ক'রে সহ্য করব?

মোবা। বেশ, তবে তুমিও চল।

চতুর্থ দৃশ্য

ফয়জুল্লার বাটীর সম্মুখস্থ পথ।

নুরবক্স্ ও নাগরিক।

নাগ। কি মিয়া, ফয়জুল্লা সাহেবে[র] বাড়ীতে যে?

নুর। আমি যে এখানে নকুরী করছি!

নাগ। মুরাদ সার চাকরী ছেড়ে দিলে কবে?

নুর্। তুমি কি কিছু শোন নি?

নাগ। আমি ত এখানে ছিলুম না! আমি আজ এক বৎসর বিদেশে বিদেশে বেড়াচ্ছিলুম, সবেমাত্র কা'ল এসেছি। কি হয়েছে মিয়া?

নুর্। মুরাদ সা যে দেউলে হয়ে গেছে।

নাগ। সে কি?

নুর্। বাহাদুর সার মরবার পর থেকেই কারবারে লোকসান হচ্ছিল। শেষে কতকগুলো মালবোঝাই জাহাজ দরিয়ায় ডুবে গিয়ে একেবারে মুরাদ সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে।

নাগ। বাহাদুর সার অত বড় সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেল?

নুর্। দুনিয়ার এই ত ধরণ ভাই, আজ আমীর, কা'ল ফকির!

নাগ। মুরাদের এখন অবস্থা কি?

নুর্। একেবারে ফকির।

নাগ। ফকির! কি বলছ নুরু মিয়া?

নুর্। কা'ল কি খায়, এমন সঙ্গতি নেই। পেশমন বিবির হাতে যা ছিল, তাও নেই। ছেলে[...]

দেনা শোধ করতে পেশমন বিবি নিজের সমস্ত দিয়ে দিয়েছেন। সে কৈসর-বাগ নেই, সহরের ভেতর যে ক'খানা বড় বড় বাড়ী ছিল, সে সমস্ত, মায় বসতবাটী, কিছু নেই।

নাগ। মুরাদ সাহেব এখন কোথায় ?

নুর্। তাই খবর নিতেই গিয়েছিলুম। কালকে পাওনাদার হাজি সাহেবদের বাড়ী ছেড়ে দেবার কথা ছিল।

নাগ। কি খবর পেলে ?

নুর্। কিছুই পেলুম না! কা'ল রাত্রে মা ও ছেলে বাড়ী ছেড়ে কোথায় চ'লে গেছে, কেউ বলতে পারে না। চাকর-বাকরদের যার যা প্রাপ্য, চুকিয়ে দিয়ে গেছে। যাবার সময় একটি প্রাণীকেও সঙ্গে নেয় নি!

নাগ। ফয়জুল্লা মিয়া কিছু সাহায্য করলে না ?

নুর্। ও আল্লা! ফয়জুল্লা সাহায্য করবে ? উলটে বেনামীতে সে অর্দ্ধেক বিষয় নীলেম ডেকে নিয়েছে, মুরাদ দেউলে হয়েছে ব'লে মিয়া সাহেব বিবি সাহেবের আমোদ বেড়ে গেছে কত ? যে এত দিন পিঁপড়ে টিপে গুড় খেতো, সে রোজ দুবেলা পোলাও খাচ্ছে। সম্বন্ধী বোকাটার পর্য্যন্ত চেহারার চেকনাই বেরিয়েছে।

নাগ। অমন বাহাদুর সার চাকরী ছেড়ে তোমাকে শেষকালে কি না ওই বেইমানটার চাকরী করতে হ'ল ?

নুর্। কি করব ভাই, নসীব! অন্য স্থানে চাকরীর চেষ্টা করছি, না পেলে ত ছাড়তে পারি না।

নাগ। বাহাদুর সার চাকরী ক'রে আবার তোমাকে অন্যের চাকরী করতে হ'ল ?

নুর্। সে দুঃখের কথা আর ব'ল না ভাই! বাহাদুর সার চাকরীতে যথেষ্ট পয়সা পেয়েছিলুম। কিন্তু সঙ্গদোষে জুয়া খেলতে গিয়ে সব নষ্ট ক'রে ফেলেছি। কা'ল কি খাব তার সঙ্গতি নেই। তাই ফয়জুল্লার ঘরে এসেছি।

নাগ। ফয়জুল্লা আর বাহাদুর, এ দুজনের কি সম্পর্ক জান ?

নুর্। দুই ভাই ত জানি।

নাগ। তা নয়। দুজনের এক গ্রামে বাড়ী ছিল, এই সহরে ব্যবসায় করতে একসঙ্গে আসে। দু'জনেরই অবস্থা প্রথমে খারাপ ছিল। বাহাদুর ব্যবসাতে ফেঁপে উঠলো, ফয়জুল্লার বরাত আর ফিরল না। শেষে বাহাদুর বেইমানকে উপার্জ্জনের অংশ দিয়ে বড়মানুষ ক'রে দিয়েছে। সহরের লোক জানে, ফয়জুল্লা বাহাদুরের ভাই। বাহাদুর সা না থাকলে বেইমানকে চিন্‌ত কে ?

নুর। তুমি এ কথা জান্‌লে কি ক'রে ?

নাগ। আমি আমার বাপের কাছে শুনেছি। বাহাদুর সা প্রথমে এসে আমাদের বাড়ীতেই আড্ডা করে। ওই যে খোস-বাগ ব'লে বাগান, আমার বাপ ওইটে বাহাদুর সাকে কিনে দেন। সেই বাগানে একটি কুঁড়ে বেঁধে বাহাদুর তাইতে প্রথমে বাস করেন। বাহাদুর সা আমীর হয়েছিলেন, তবু সেই কুঁড়েটির পরিবর্ত্তন করেন নি। সেটি তাঁর গরীব অবস্থার চিহ্ন। ভাল কথা, সে খোসবাগ বিক্রি হয়ে গেছে ?

নুর্। সেটা ত বল্‌তে পারি না।

নাগ। আমার বিশ্বাস, পেশমন বিবি জান্ থাকতে সে বাগান হাতছাড়া করবে না। বোধ হয়, পেশমন ছেলেকে নিয়ে সেই বাগানে আশ্রয় নিয়েছে।

নুর্। ঠিক বলেছ, সেইখানেই এসে আড্ডা নিয়েছে। ভাই! তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি সন্ধান নিয়ে আসি।

নাগ। আর তাদের সন্ধানের দরকার কি মিয়া ? তারা যদি লোককে না জানিয়ে, নিজেদের কুঁড়েয় এসে মাথা গুঁজে থাকে, তা হ'লে তাদের খুঁজে বার করবার প্রয়োজন কি ?

নুর্। কি করব ভাই, মনিবের হুকুম।

[প্রস্থান।

নাগ। তাই ত—ব'লে ভাল করলুম—না মন্দ করলুম ? বেইমান ফয়জুল্লা এখনও তাদের খোঁজ রাখছে কেন ? অসময় পেয়ে তাদের আর কোনও অনিষ্ট করবে না কি ? ঈশ্বর! অন্তরে অন্তরে আমি বাহাদুর সার পুত্রের মঙ্গল কামনা করি। যদিই না জেনে ভুল ক'রে থাকি, তুমি তার সংশোধন ক'র, দেখো, আমার ভুলে যেন মুরাদ সার মঙ্গল হয়। তাই ত, ফয়জুল্লার সেই জানোয়ার শালাটা আসছে না ?

(বকাউল্লার প্রবেশ)

বকা। এ হাতে লঙ্কা, এ হাতে পেঁয়াজ—এ হাতে লঙ্কা, এ হাতে পেঁয়াজ—(পুনঃ পুনঃ কথন)

নাগ। আরে কে ও, বোকা মিয়া যে।

বকা। কে তুই?

নাগ। কি মিয়া, চিন্‌তে পারলে না, পোলাও খেয়ে চোখ ক্ষ'রে গেছে না কি?

বকা। কি বললি—জানিস, আমি বোনাই সাহেবের সম্বন্ধী? এখনি তোকে আমি হাজত দিতে পারি। এ হাতে লঙ্কা, এ হাতে পেঁয়াজ।

নাগ। তা জানি ব'লেই ত হুজুরের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে কথা কচ্ছি।

বকা। তুই যদি পোলাওয়ের কথা না বলতিস, তা হ'লে এখনি আমি তোকে হাজত দিতুম। আমার বোনাই এখন ইচ্ছে করলে যার তার গর্দ্দান নিতে পারে। এ হাতে লঙ্কা, এ হাতে—পেঁয়াজ। আমার সঙ্গে এখন সাবধান হ'য়ে কথা কইতে হবে।

নাগ। তা হ'লে পোলাওয়ের নাম ক'রে বেঁচে গেছি?

বকা। খুব বেঁচে গেছিস্!

নাগ। তা হ'লে এখন হরদম পোলাও চলছে?

বকা। হরদম্—শুকনো রুটী আর আমি খেতে পারি না। এ হাতে লঙ্কা—এ হাতে পেঁয়াজ।

নাগ। ও কি করছ?

বকা। পোলাওয়ের মশলা আনতে চলেছি। তাই হাতে হিসেব রাখছি।

নাগ। (স্বগত) হয়েছে—তা হ'লে এ বেটাকে নিয়ে একটু রগড় করা যাক্। তা হাঁ বোকা মিয়া—

বকা। আর বোকা মিয়া নই—এখন আমি বক্‌তিয়ার উদ্দীন। ফের যদি বোকা বল্‌বি, তা হ'লে আমি তোকে হাজতে দেব।

নাগ। রেখে দে তোর হাজত—তোর বোনাই-য়ের একটা চাকর রাখবার ক্ষমতা নেই, ও আবার হাজতে দেবে।

বকা। দেখ গে যা—বোনাই সাহেবের কত চাকর—ঘরে দুটো চাকর গিস্‌গিস্ করছে।

নাগ। তা তোকে মশলা কিনতে পাঠানতেই বুঝতে পেরেছি। যদি চাকরই থাকবে ত তুই মশলা কিনতে চলেছিস্ কেন?

বকা। চাকর শালারা পয়সা চুরি করে ব'লে, দিদি সাহেব আমাকে পাঠিয়েছে।

নাগ। ওঃ! তা বুঝতে পারিনি।

বকা। হিঃ হিঃ হিঃ—এখন বুঝলি? এ হাতে লঙ্কা—এ হাতে পেঁয়াজ।

নাগ। শুধু কি এই দুটো মশলাতেই পোলাও হবে?

বকা। দুটো মশলা কেন—এই এত মশলা। আমার কি দশটা হাত আছে, তা একবারে আনব।

নাগ। ওঃ! বুঝতে পেরেছি।

বকা। দুটো হাত বই ত নেই—তাই দুটো দুটো ক'রে মশলা কিনে আনছি। সকাল থেকে বারো বার আমি দোকানে গেছি, তা জানিস্? এ হাতে লঙ্কা—এ হাতে পেঁয়াজ!

নাগ। বোকা মিয়া—থুড়ী বক্‌রুদ্দীন খাঁ—তুমি খুব হিসেবী।

বকা। বাবা—হাতে হাতে হিসেব, একটি পয়সা তঞ্চক হবার যো নেই। নইলে কি দিদি আমাকে বিশ্বাস করে?

নাগ। বারো বারই হিসেব ঠিক রাখতে পেরেছ?

বকা। ঠিক রেখেছি।

নাগ। এবারে বোধ হয়, একটু হিসেবে গোলমাল হয়েছে।

বকা। কেন গোলমাল হবে? এ হাতে এক পয়সার লঙ্কা, এ হাতে এক পয়সার পেঁয়াজ।

নাগ। ওই গোলমাল হয়ে গেছে।

বকা। অ্যাঁ—তাই ত তাই ত—কই গোলমাল হয় নি ত? এ হাতে—

নাগ। র'স না, হাতখানা তুললেই অমনি হ'ল—তোমার এটা ডান হাত ত?

বকা। হাঁ তো!

নাগ। তা হ'লে! তোমার এই এমন সুন্দর সুডোল হাতখানা—কেটে বাজারে ছেড়ে দিলে যার লাখ টাকা দাম হয়, সেই কদরওয়ালা হাতে খুচরো এক পয়সার পেঁয়াজ—

বকা। তাই ত রে ভাই—তা হ'লে এ কি রকমটা হ'ল?

নাগ। ও হিসেবে গোলমাল হয়ে গেছে।

বকা। তা হ'লে কোন্ হাতে কি হ'ল?

নাগ। আমি ব'লে দিচ্ছি—

বকা। দে ত ভাই—ব'লে দে ত ভাই। হিসেব না রাখতে পারলে দিদির কাছে ভারী বকুনি খাব।

নাগ। এ হাতে ঘোড়ার ডিম,—এ হাতে লবডঙ্কা।

(বার বার কথন)

বকা। তবে রে শালা, আমার সঙ্গে তামাসা? আমাকে বোকা মনে ক'রে ভুলিয়ে দিতে এসেছ? —তুমি দাঁড়াও। আমি আগে মশলা কিনে আনি, তার পর তোমায় দেখে নিচ্ছি—মশলা কিনে দিদির হাতে দিয়ে, তার পর তোকে এক ঘুসী মারব।

নাগ। কেন—এখনি মার না দেখি?

বকা। তুই ভারী সেয়ানা—এখন তোকে ঘুসী মেরে হিসেব ভুলে যাই—এ হাতে লঙ্কা,—এ হাতে পেঁয়াজ।

(বার বার কথন)

নাগ। তবে রে শালা বোকা—তুমি আমাকে শালা ব'লে হিসেব ঠিক রেখে চ'লে যাবে? (বকাউল্লার হাত ঘুরাইয়া) কই, এবারে হিসেব—কর—

বকা। এই—এই—

নাগ। কোন্ হাতে লঙ্কা, কোন্ হাতে পেঁয়াজ —এইবার বল?

বকা। ওরে বাবা রে? (ক্রন্দন) কি হ'ল রে—এই হাতে—এই হাতে—ওরে বাবা রে—কোন্ হাতে কি হ'ল রে!

নাগ। কর শালা—এইবারে হিসেব কর—এ হাতে ঘোড়ার ডিম—এ হাতে লবডঙ্কা—

বকা। ও বোনাই সাহেব—বোনাই সাহেব —ওরে বাবা রে—কোন্ হাতে কি—ব'লে দে না রে! এ হাতে লঙ্কা, এ হাতে লবডঙ্কা—

(ফয়জুল্লার প্রবেশ)

ফয়। কি হ'ল—কি হ'ল—ব্যাপার কি!

বকা। ও বোনাই সাহেব! আমার সব হিসেব গোলমাল ক'রে দিয়েছে। (ক্রন্দন)

ফয়। কে দিলে—কোন্ শালা দিলে?

বকা। এই ও পাড়ার এক অচেনা শালা। এ হাতে লঙ্কা—এ হাতে লবডঙ্কা। না—না—এ হাতে বোনাই সাহেব—এ হাতে দিদি!—কোন্ হাতে কি ব'লে দাও না বোনাই সাহেব?

ফয়। কি আনতে যাচ্ছিলি?

বকা। ইঃ! বোনাই সাহেবের কি বুদ্ধি! আমি ব'লে দেব, তবে উনি হিসেব করবেন।

ফয়। আরে হতভাগা, কি জিনিস না জানলে, কি হিসেব করবো?

(মুরবক্‌সের প্রবেশ)

মুর। হুজুর—হুজুর!

ফয়। সন্ধান পেয়েছ?

মুর। পেয়েছি।

বকা। কোন্ হাতে কি ব'লে দাও না বোনাই সাহেব!

ফয়। আরে গেল, তোর কোন্ হাতে কি, তা আমি কি জানব? কোথায়—কোথায়?

মুর। এই আপনার—

বকা। দোহাই—তোমার পায়ে পড়ি—নইলে দিদি রাগ করবে। (আগ্রহ প্রকাশ)

ফয়। আরে মর্—কথা শুনতে দে—কথা শুনতে দে—

মুর। সমস্ত সহর চুঁড়ে এই সকাল বেলায়—

বকা। দোহাই বোনাই সাহেব—ব'লে দাও।

ফয়। এই এ হাতে তোমার মাথা—আর এ হাতে তোমার মুণ্ডু। (গলা ধরিয়া ধাক্কা দিয়া) দূর হও।

বকা। (ক্রন্দন) তুমি আমায় মারলে—তুমি আমার গলায় হাত দিয়ে অপমান করলে?—

ফয়। বেরো সুমুখ থেকে।

বকা। বেশ, তাই—এই আমি বেরুলাম—দিদি—দিদি—

[প্রস্থান।

ফয়। ছেলে নেই, পুলে নেই, একটা অকাল কুষ্মাণ্ড শালা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছি। নাও, এইবার বল।

মুর। হুজুর! আপনার বাড়ীর কাছেই এসে রয়েছে।

ফয়। বাড়ীর কাছে?

মুর। শুধু কাছে কেন, একেবারে দোর-গোড়ায় বললেও চলে।

ফয়। কোথায় হে—কোথায়?

মুর। খোসবাগে।

ফয়। বটে, বটে!

মুর। বোধ হয়, অনেক রাত্রে এসেছে—এখনও কুঁড়ের ভেতরে মায়ে পোয়ে ঘুমুচ্ছে। আমি পা টিপে টিপে গিয়ে দেখে এসেছি।

ফয়। ঠিক হয়েছে—কেন এত সন্ধান নিচ্ছি, জান কি নুর্‌মিয়া ?—

নুর। কেন হুজুর ?

ফয়। পেশমন বিবির হাতে একটি আংটী আছে, তাতে একখানি এমন চুণি আছে যে, বাদসারও তা নেই। সেটিকে যে কোন উপায়ে নিতেই হবে !

নুর। বটে ! তা হ'লে ত কাছে এসে ভালই হয়েছে হুজুর !

ফয়। তা আর বলতে ? খপ্পরে এসে যখন পড়েছে, তখন আর কি সে জিনিস ছেড়ে দেব ? নাও, এখন সেইটে আদায় করবার মতলব আঁটি গে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বাহাদুর সার কুটীর।

প্রস্তর-বেদীতে অর্দ্ধশায়িত মুরাদ।

মুরাদ। পিতার অগাধ ঐশ্বর্য্য হতভাগ্য পুত্রের মুর্খতায় চক্ষের নিমেষে যেন কোথায় উড়ে গেল ! আর কি তাকে ফিরিয়ে পাব ? ফিরিয়ে পাবার কোনও উপায় ত আমার জানা নেই। শৈশবকাল থেকে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত হয়েছি, অভিলষিত বস্তু বিনা আয়াসে, মনে না উঠতে উঠতে লাভ করেছি। কি অক্লান্ত পরিশ্রমে পিতা এই সম্পত্তি উপার্জ্জন করেছিলেন, তা ত আমি জানি না। অসম্ভব—আর সে সৌভাগ্যের মুখ দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। মা না থাকলে সাগ্রহে আজ মৃত্যুকে আবাহন করতুম; মৃত্যু কাছে এলে আকুল আগ্রহে তাকে আলিঙ্গন করতুম ! কিন্তু হা ঈশ্বর ! তাও ত পারছি না। স্নেহময়ী মা আমার মরণমিলনের পথে বাধা-স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে।

(পেশমনের প্রবেশ)

পেশ। মুরাদ !

মুরাদ কেন মা ?

পেশ। এখানে তোমার থেকে কাজ নেই। দেখতে পাচ্ছি, তোমার নিদ্রা হচ্ছে না। কুটীরে চল।

মুরাদ। কি করলুম মা ?

পেশ। কি করেছ ?

মুরাদ। রাজ্যেশ্বরী তুমি—সুবর্ণ-অট্টালিকা থেকে তোমাকে পর্ণকুটীরে নিক্ষেপ করলুম—তোমাকে সর্ব্বস্বান্ত করলুম !

পেশ। ঐশ্বর্য্যের চিরদিনই ত এই দশা, এক স্থানে থাকে না। তুমি যখন আছ, তখন আমার সব আছে। ঘুম না এলে তোমার অসুখ হবে। তুমি ঘরে চল, সেখানে তোমাকে বাতাস করব এখন।

মুরাদ। বল কি মা, তুমি পাশে ব'সে বাতাস করবে, আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুব ?

পেশ। সন্তানের কাজে কি মায়ের পরিশ্রম আছে বাপ ?

মুরাদ। মা ! আমি তোমার কুলাঙ্গার সন্তান ! আমাকে আর লজ্জা দিও না। পিতার অগাধ সম্পত্তি, সমস্ত নষ্ট করেছি। শত শত দাস দাসী যাঁর আজ্ঞার অপেক্ষায় থাকত, আজ তিনি কি না শতচ্ছিদ্র পর্ণকুটীরে একা ! মায়াময়ি ! অপদার্থ সন্তানকে এখনও যে ঘৃণার চক্ষে দেখছ না, এই আমার সৌভাগ্য !

পেশ। কি অপরাধে তোমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখব মুরাদ ? বহুদিন পূর্ব্বে তোমার পিতার সঙ্গে আমি দীনার বেশে এই দরিদ্র কুটীরে আশ্রয় নিয়েছিলুম। এখানে আমি যে উল্লাসে দিন যাপন করেছি, তোমার পিতার মৃত্যুর পর সোণার অট্টালিকা সে উল্লাসের কণাও আমাকে দান করতে পারে নি। তখন আক্ষেপ কেন মুরাদ ? তুমি আমার অমূল্য নিধি—অগাধ সম্পত্তির সঙ্গে কি তোমার তুলনা ? তুমি জান না, তোমাকে পাবার জন্য ধর্ম্মের দ্বারে আমরা কত অজস্র অর্থ ব্যয় করেছি, কত সাধু-ফকিরের পায় মাথা নুইয়েছি।

মুরাদ। বেশ, তবে ঘরে যাও। আমি নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাই।

পেশ। আমার স্বামী মৃত্যুকালে তোমাকে যা উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন, তুমি কেবল সেইটি স্মরণ রেখো। তিনি বলতেন—ঐশ্বর্য্য ক্ষণস্থায়ী—আসে যায়। এলে উল্লাসিত হও না, গেলে দুঃখিত

হও না। ঐশ্বর্য্য যখন যাবার জন্য পা বাড়াবে, শত বাহু বেষ্টনে আঁকড়ে ধ'রেও কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং সেই ক্ষণস্থায়ী অপদার্থ বস্তু দিয়ে নিজের জয়াকাঙ্ক্ষা ক'র না। যদি জয়ের অভিলাষ থাকে, তা হ'লে সত্য পথ আশ্রয় ক'র। স্বপ্নেও সে পথ হ'তে বিচলিত হও না। তা হলে বিষাদ কখন তোমাকে অধিকার করতে পারবে না, শক্তি কখনও তোমাকে পরিত্যাগ করবে না। তোমার মহান্ পিতার উপদেশ পালন কর, তা হ'লেই ঈশ্বর তোমাকে সুখে রাখবেন।

মুরাদ। মা! তোমাকে হাজার হাজার সেলাম। আমার আর দুঃখ নেই। হতভাগা আমি পিতার মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারিনি; পিতার একটা উপদেশও পালন করিনি! কিন্তু আজ আমার সেই স্বর্গগত পিতাকে স্মরণ ক'রে তোমার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করলুম, আর কিছু করতে পারি আর না পারি, ব্যবসায়ে, ব্যবহারে, কথায়—জীবনের যে কোন কার্য্যে,—কদাচ সত্য পথ ত্যাগ করব না। জান্ কবুল, স্বপ্নেও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করব না।

পেশ। ঈশ্বর! মুরাদকে আমার সুখী কর।

[পেশমনের প্রস্থান।

মুরাদ। তাই ত। প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে এ কি মধুর শান্তি আমার হৃদয় অধিকার করলে। নিদ্রা—মধুর নিদ্রা—ভারে ভারে আমার আঁখিপলক নিমীলিত করতে ছুটে আসছে। (শয়ন ও নিদ্রা)

(স্বপ্নকুমারীগণের প্রবেশ)

(গীত)

দেখ হে দূরে, দেখ হে দূরে,
ধরণী যেথায় মিলায়, ব'সে আছে কে সেথায়
অনল-তটিনী-নীর-তীরে।
কাঞ্চন-বরণী বামা, পাশে প্রকৃতি শ্যামা—
অট্টহাসে ভীমা দেখে ফিরে ফিরে।
অনল আগে ছুটে অনল পাছে,
অনল দূরে খেলে অনল কাছে,
অনল পরেছে হার কমল লোচন ধার,
অনল কমল ধরে শিরে।
বালা অনলে ডুবিছে ধীরে ধীরে॥

মুরাদ। ভীষণ বালুকাময় প্রান্তর— চারি ধারে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, মধ্যে স্বর্গীয় শোভাময়ী কমলিনী। কে নিক্ষেপ করলে? কোন্ নিষ্ঠুর অনল-সলিলে সোনার কমল ভাসিয়ে দিলে? তাই ত, বালিকা সাহায্য-প্রত্যাশায় কাতর নেত্রে চারিদিক নিরীক্ষণ করছে! কে আছ দয়াবান্, কে আছ শক্তিমান, ধর ধর—এই অনল-সাগর পার হয়ে, ওই প্রাণময়ী সুবর্ণপ্রতিমার উদ্ধার কর।

(প্রথম কুমারীর প্রবেশ)

পিয়াসে আছে সে পরদেশে
তুমি কেন সখা ভবনে।
আঁখি আছে তব দরশ পিয়াসে
তুমি পলক মুদিত নয়নে।
হেন প্রেম কবে দেখেছে কে,
প্রেমিকে এত কি ঘুমায় হে,
একা সুখী সে কি শয়নে।
ছিঃ ছিঃ ছিঁড়ে ফেল ঘুমের ফাঁদ,
দেখে লাজে ঢলি পড়িল চাঁদ,
হাসি ঝরে ধীর পবনে॥

মুরাদ। তাই ত! ধরণীর মানুষ কি এমনই প্রাণহীন? বালিকার এ দুরবস্থায় একজনের চক্ষুও সিক্ত হ'ল না? বালিকাকে উদ্ধার করতে একজনও কি হস্ত প্রসারণ করলে না?

১ম কু। কেউ করলে না।

মুরাদ। তাই ত! এ দারুণ দৃশ্য যে আমি দেখতে পাচ্ছি না।

১ম কু। সুধু দেখে লাভ কি মুরাদ? তুমি চক্ষু মুদ্রিত কর।

মুরাদ। তাই ত, কোমলা কুমারী—সীমাশূন্য মরুভূমির মধ্যে একা! কি হবে, কি হবে?

১ম কু। কি হচ্ছে দেখতেই ত পাচ্ছ! অল্পে অল্পে সোনার কমল শুকিয়ে যাচ্ছে।

মুরাদ। কেউ রক্ষা করতে পারলে না?

১ম কু। সকলেই তোমার মতন সেই অনল-সাগরের তীরে ব'সে দেখছে—সাঁতার দিতে কেউ সাহস করছে না।

মুরাদ। বেশ, আমি সাঁতার দেব।

১ম কু। প্রতিজ্ঞার আগে একবার চিন্তা কর।

মুরাদ। যখন বলেছি, তখন আবার চিন্তা কি?

১ম কু। শুনে রাখ, শত ক্রোশ দূরে, আরব দেশের ভীষণ মরুপ্রান্তরে।

মুরাদ। তা হ'ক।

১ম কু। খোদাবন্দ! তবে আপনাকে সেলাম।

[১ম কুমারীর প্রস্থান।

(স্বপ্নকুমারীগণের গীত)

কার আঁখি-ঠারে করুণা ঝরে,
করুণা-কুসুম ফোটে চারু অধরে।
দীঘল নিশাস বায়
করুণা উথলে যায়
এ ধরায় কে আছ কোথায়,
দেখ অনল-রসনা জালে ঘেরেছে কারে।
তোমারই আশে সে প্রাণ রেখেছে ধ'রে ॥

মুরাদ। (চক্ষু মুছিতে মুছিতে) তাই ত, এ কি রকমটা হল? এ কি স্বপ্ন দেখলুম? যদি তাই হয় ত কি ভীষণ স্বপ্ন! স্বপ্নে আমি মরুভূমিতে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলুম! তাই কি সেই মরুভূমি এখানে? এ স্থান হতে শত ক্রোশ দূরে। ঈশ্বর! এ কি বিষম পরীক্ষায় আমায় নিক্ষেপ করলে? সত্যাসত্য নির্ণয়ে, সদুপদেশদানে কে এই সঙ্কট-সময়ে আমার সহায় হবে? মা—মা!

(পেশমনের প্রবেশ)

পেশ। আবার কি মুরাদ?

মুরাদ। কি এক বিষম স্বপ্ন দেখলুম!

পেশ। তোমাকে যে ঘরে আসতে বারংবার অনুরোধ করলুম বাপ্!

মুরাদ। দেখলুম—এক অপূর্ব্ব সুন্দরী বালিকা। আরব দেশের এক বিশাল মরুভূমিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বালিকা কাতর-কণ্ঠে দুনিয়ার জীবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে। বধির সংসার কিন্তু তার কথায় কর্ণপাত করলে না। কেউ বালিকাকে রক্ষা করতে অগ্রসর হ'ল না।

পেশ। মনের অবস্থা তোমার ভাল নয়,—চিন্তায় শরীর পর্য্যন্ত অসুস্থ, তার ওপর কা'ল থেকে তুমি যথাযোগ্য আহার পাচ্ছ না। এরূপ অবস্থায় ঐরূপ স্বপ্ন দেখবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? নাও, আর এখানে থাকে না, উঠে এস।

মুরাদ। কিন্তু মা! আমি যে তাকে রক্ষা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি।

পেশ। সে কি? স্বপ্নে একটা ছায়াকে রক্ষা করতে? দোহাই মুরাদ, দোহাই বাপ, অভাগিনীর একমাত্র সম্বল, তুমি উন্মাদ হও না।

মুরাদ। যেক্ষণে তোমার সম্মুখে সত্যরক্ষার সঙ্কল্প করলুম, সেইক্ষণেই সঙ্কল্প ভঙ্গ করব?

পেশ। কিসের সত্য? কার কাছে সত্য? একটা ছায়াকে রক্ষা করতে শত ক্রোশ দূরে, আরবদেশের মরুভূমিতে তুমি চ'লে যাবে? রক্ষা কর্ মুরাদ—আমার সব গেছে, বাঁচবার আর আমার ইচ্ছা নাই—তোমার মুখ দেখে যাতে মরতে পারি, এখন কেবল সেইটিই আমার একান্ত কামনা। মুরাদ! শেষকালে তুমিও আমাকে ত্যাগ ক'র না!

মুরাদ। তুমিই যে আমাকে উপদেশ দিলে মা! তুমিই যে আমাকে বললে,—স্বপ্নেও সত্যপথ হ'তে বিচলিত হও না!

পেশ। বুঝেছি, তোমাকেও আমার কাছে রাখা খোদার অভিপ্রায় নয়! একান্তই যাবে?

মুরাদ। তোমার আদেশের অপেক্ষায় আছি—মা—অনুমতি দাও।

পেশ। তা হ'লে এস—পাথেয় সংগ্রহ ক'রে দিই।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ফয়জুল্লার বাটীর কক্ষ।

বকাউল্লা ও জহরা।

জহরা। তা হতভাগা, এ কথা আমায় কা'ল বল্‌লি নি কেন? কোথাকার ছোট লোক এসে তোর অপমান ক'রে গেল, তাকে জব্দ না ক'রে উল্‌টে তোকে গলাধাক্কা দিলে!

বকা। দিলে ব'লে দিলে—একেবারে গলাখানা ধ'রে এই এমনি ক'রে দিলে।

জহরা। বুঝতে পেরেছি—বুঝতে পেরেছি—

বকা। তা আর পারতে হয় না! ওঃ! তোমার ভারী বুদ্ধি! সে ধাক্কা না খেলে বোঝবার সাধ্যি কি?

জহরা। আচ্ছা, দেখ দেখি, মিয়া কোথায় আছে, আমি তাকে দেখে নিচ্ছি।

বকা। তুমি কি এখন আর আমাকে দেখ! নইলে তুমি আমার মায়ের মেয়ে, আর আমি তোমার বাপের ছেলে—কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—

জহরা। আচ্ছা, মিয়া সাহেব কোথায় আছে, সন্ধান ক'রে আমাকে খবর দে।

বকা। তোমাতে আমাতে দুটো সম্পর্ক দিদি—বড় বড় দু'টো সম্পর্ক। তুমি আমার মাতো বোন, আর আমি তোমার বাবাতো ভাই। তুমি কি না আমার অপমান শুনে, এখনও পর্য্যন্ত বেউড় বাঁশের মতন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে—তোমার মন কি একটুও নরম হ'ল না?

জহরা। আর কি করব, তুই তার সন্ধান এনে দে, আমি বিহিত করছি!

বকা। বিহিত করবে?

জহরা। বিহিত করব ব'লেই ত তোকে খুঁজতে বলছি রে হতভাগা।

বকা। বেশ, এই আমি সন্ধানে চললুম—বোনাই সাহেবকে একেবারে পাকড়াও ক'রে তোমার কাছে হাজির করছি।

জহরা। হাঁ, আগে তাকে হাজির কর।

বকা। তুমি আমার এমন দিদিমণি থাকতে যে সে আমাকে অপমান করবে?

জহরা। কে সে কমবখ্‌ত, আমি দেখে নিচ্ছি, তুই মিয়া সাহেবকে একবার ধ'রে আন না!

বকা। আবার সে কথা বলতে গেলে কি না বোনাই সাহেব উল্‌টে গলাধাক্কা দিলে! তাই আবার তুমি দিদিমণি—বেঁচে থাকতে—আমি তোমার বাবাতো ভাই—

জহরা। দুর হ, এমনি ক'রে বকবি, না যাবি?

বকা। বল দেখি দিদি, আমার বাবার যদি মেয়ে না থাকতো, বোনাই শালা কেমন ক'রে বোনাই হ'ত?

জহরা। চুপ কর, চুপ কর, হতভাগা! কারে কি বলিস্‌।

বকা। কেন, বলবো না কেন—তুমি যতক্ষণ আছ, ততক্ষণ কোন্‌ শালাকে আমি ভয় করি? কি বলব—তুমি দিদি, তায় বয়সে বড়—তার খসম, নইলে আর কেউ ধাক্কা দিলে, এমনি ক'রে শালার কাণ ম'লে দিতুম। (জহরার কর্ণধারণ)

জহরা। উহুহু—গেছি—গেছি—গেছি—ও হতভাগা—ছাড়—ছাড়—এ যে আমার কাণ। ছাড়—ছাড়—

বকা। ও আল্লা। এ তোমার কাণ! তাই ত বলি, এত মলছি, তবু হাতে সুখ পাচ্ছি না কেন?

জহরা। দূর হ—দূর হ—মা আমার এমন ছেলেও গর্ভে ধরেছিল—উহুহু!

বকা। আচ্ছা, দিদি, তুমি দুঃখু কর না, আমি বোনাই সাহেবকে ধ'রে এনে তোমার কাছে দিই—তুমি তার কাণ ম'লে দুঃখু নিবারণ কর।

[প্রস্থান।

(ফয়জুল্লার প্রবেশ)

ফয়। কি, কি—ব্যাপারখানা কি? বোকা-টার কথা শুনছিলুম না?

জহরা। কেন, তাকে কেন? আবার তাকে গলাধাক্কা দিতে হবে না কি?

ফয়। গলাধাক্কা দিয়েছি, তোমায় কে বললে?

জহরা। কে আর বলবে? কচি গলা কলার মাজের মত ফুলে উঠেছে!

ফয়। আ! এমন গাড়োলের পাল্লাতেও পড়েছি—তামাসাও বোঝে না।

জহরা। গলায় হাত দিয়ে তামাসা? ছোঁড়া ঢোক গিলতে পারছে না! এ রকম ক'রে কথায় কথায় অপমান করবার দরকার কি? তার চেয়ে বল, আমাদের তোমার পছন্দ হচ্ছে না। বল, আমরা ভাই-বোনে বাপের বাড়ী চ'লে যাই।

ফয়। গলায় হাত দিয়েছি কি না, অমনি গলা ফুলে উঠল?

জহরা। ছেলে নেই, পুলে নেই, একটা খোঁড়া ভাঙ্গড়ো সম্বন্ধী—সে আছে ব'লে তবু বাড়ীটে সরগরম আছে। তাও যদি তোমার পছন্দ না হয়, তা হ'লে বাড়ীতে মাম্‌দোর বাসা ক'রে রাখ।

ফয়। আচ্ছা, তাকে ডেকে দাও দেখি—এইবারে নিশ্চিন্ত হয়ে হতভাগাটার সাদী দি।

তা হলেই গলাফোলা, ঢোকগেলা, সব সেরে যাবে এখন।

জহরা। তা দেবার ইচ্ছে থাকলে কি এত দিন তাকে আইবুড়ো ক'রে ঘরে ফেলে রাখ? পোড়া নসীবে নিজের একটা কিছু হ'ল না, মনে করেছিলুম ভাইয়ের সকাল সকাল বিয়ে দিয়ে, তার দু'টো একটা সোনারচাঁদ নিয়ে নাড়াচাড়া করবো, তা কি তুমি প্রাণ থাকতে হ'তে দেবে?

ফয়। জহরা বিবি! দুঃখু কেন—এই যে না খেয়ে না দেয়ে বিষয় করলুম, এ কার জন্য করলুম? এ ত তোমার ওই ভাইয়েরই জন্য। এখন এক কাজ কর দেখি, একবার পা টিপেটিপে ওই খোসবাগটা বেড়িয়ে দেখে এস দেখি।

জহরা। ওই খোসবাগ—ও ত এখন ভূতের বাসা। ওখানে গিয়ে কি দেখব?

ফয়। বলি, একবার দেখেই এস না।

জহরা। আরে দূর ছাই, ওখানে কি আছে, তা দেখতে যাব?

ফয়। ওখানে কে থাকলে তুমি সবার চেয়ে সুখী হও?

জহরা। ও মা! এ আবার কি কথা?—ওখানে কে থাকলে সুখী হব? ওখানে কি মানুষে বাস করতে পারে?

ফয়। না বাস করলে বলবো কেন?

জহরা। পুরুষ না মেয়ে?

ফয়। পুরুষের মধ্যে এক রাগ আছে ত আমার ওপর। আর কেউ রাগ করবার আছে না কি জহরা বিবি?

জহরা। নাও, ব্যাপারখানা কি ভেঙ্গে বল। মেয়েমানুষ? কে মেয়েমানুষ?

ফয়। তুমি না বললে, বলব না।

জহরা। ভ্যালা আপদ! এ পাড়ার সবার ওপর আমার রাগ। আমার সুখ দেখে সব আবাগীর চোখ টনটন করে—হিংসেয় সবাই ফেটে মরে—কার নাম করব? পাঁদাড়ীর ফুফু? না, পাঁদাড়ী ছুঁড়ী ম'রে অবধি বেটীর তেজ ভেঙ্গে গেছে। হাঁদীর নানী? না, সে এখন ত খেতেই পায় না—সে বেটীর ওপর রাগের কাজ হয়ে গেছে। খেঁদীর চাচী?—

ফয়। বা! বা! কি ধাপে ধাপে উঠছো—

জহরা। এখনো হ'ল না—এখনো হ'ল না—তবে কে? অ্যাঁ—অ্যাঁ—তাও কি কখন হয়? সে আসবে, ওই কুঁড়েয় বসবে?

ফয়। কে জহরা বিবি—কে?

জহরা। না, সে দেখলেও বিশ্বাস হয় না।

ফয়। আরে ছাই, কে বলই না।

জহরা। পেশমন?

ফয়। বা জহরা বিবি—বা! সাধে কি তোমাতে আমাতে এত প্রাণে প্রাণে মিল খেয়েছে?

জহরা। পেশমন্?

ফয়। পেশমন্।

জহরা। না, তুমি আমাকে তামাসা করছ?

ফয়। তামাসা নয়, মায়ে পোয়ে বাড়ী ফেলে ওইখানে এসে লুকিয়ে আছে। সর্ব্বস্ব গেছে, আজ কি খায়, তার সঙ্গতি নেই।

জহরা। বল কি?

ফয়। (জহরা বিবিকে ধরিয়া সোল্লাসে) জহরা বিবি—জহরা বিবি!

জহরা। বল কি গো! পেশমন্?

ফয়। আর জিজ্ঞাসারই বা দরকার কি,—সে ত তোমার দেউড়ীরই ধারে—একবার চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন ক'রেই এস।

জহরা। তা হ'লে যে এখনি যাব। বল কি—পেশমন্? হা খোদা! এমন দিনও কি হবে যে, পেশমন্ বিবিকে আমার দেউড়ীতে ভিক্ষে করতে দেখবো?

[প্রস্থান।

(নুরবক্সের প্রবেশ)

ফয়। কি খবর নুরু মিয়া—কি সন্ধান নিয়ে এলে?

নুর। কালকের দিনের মধ্যে একবারও বেরোয় নি। সমস্ত রাত্রির মধ্যে সাড়া-শব্দ পাই নি। সারা রাত ওৎ মেরে রইলুম, একটা কথা পর্য্যন্ত শুনতে পেলুম না। ব্যাপারটা কি, ভাল রকম বুঝতে পারছি না যে হুজুর!

ফয়। এই ত নুরু মিয়া, খলিফা লোক হয়ে তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না! মাগীর হাতে পয়সা আছে। পাওনাদারদের ফাঁকি দেবার জন্য গরীব সেজে কুঁড়েয় ঢুকেছে।

নুর্। না হুজুর, কিছু নেই, এটা আমি ঠিক জানি।

ফয়। কেমন ক'রে জানলে ?

নুর্। আমি পেশমন বিবিকে, নিজের গহনাগাঁটী যা ছিল, পাওনাদারদের ধ'রে দিতে দেখেছি। একেবারে বাক্স সিন্দুক খালি—সেগুলো পর্য্যন্ত বেচে দেনা শুধেছে। উঁকি মেরে দেখেছি, দু-একখানা কাপড় ছাড়া কুঁড়ে ঘরখানাতে একটাও আসবাব নেই। ছেলেটা গাছের তলায় একটা ভাঙ্গা বেদীতে শুয়ে ছিল, আর পেশমন বিবি ঘরের মেজেতে প'ড়ে ছিল।

ফয়। (হাস্য)

নুর্। হাসলেন যে হুজুর ?

ফয়। তোমার মতন খলিফাকেও সে মাগী ঠকিয়েছে, তাই হাসছি। তুমি দেখতে গিয়েছ, সে আঁচে আঁছে টের পেয়েছে। তাই আসবাবগুলো সব সরিয়ে ফেলেছে।

নুর্। সরিয়ে রাখবে কোথায় ? আমি ত সরিয়ে রাখবার জায়গা দেখতে পেলুম না।

ফয়। তুমি যদি দেখতেই পাবে, তা হ'লে আর তার বাহাদুরী কি ? কিন্তু আমি এইখান থেকে ঠিক দেখতে পাচ্ছি।

নুর্। কোথায় হুজুর ?

ফয়। যেখানে শুয়েছে, ঠিক সেই মাটীর নীচেয়। খুঁজে দেখ গে, তার ভিতরে দুনিয়ার দৌলত লুকানো আছে।

নুর্। তাই কি ?

ফয়। সে বেটী শয়তানী, গোয়েন্দাগিরি ক'রে তুমি তার হদিস্ জেনে আসবে ?

নুর্। না হুজুর—কিছু নেই! পেশমন বিবির মুখে আমি শুনেছি।

ফয়। তাইতেই বুঝে গেলে—নেই! তা হ'লে তোমার এলেম বুঝে নিয়েছি।

নুর্। পেশমন বিবি মিথ্যে কথা কয় না হুজুর।

ফয়। নুর মিয়া, পথ দেখ। আমার বাড়ীতে তোমার চাকরী চলবে না। দুনিয়াকে বিশ্বাস ক'রে তুমি আমার চাকরী করবে ? তা হ'লে ত তুমি আমাকে এক দিনেই দেউলে ক'রে দেবে। সত্যি কথার কথা যা শোন, তা কেবল ওই কেতাবে। মিথ্যার জোরেই দুনিয়া চলছে। 'সত্যের জয়, মিথ্যার ক্ষয়' কেতাবের এই মিথ্যা কথাগুলো কেবল শুনে যাবে—শুনে যাবে। কাজের সময় উলটো করবে—কাজের সময় মৌলবীরও কথায় বিশ্বাস করবে না। যদি বিশ্বাস করেছ, কি সত্যি করেছ—ত অমনি মরেছ।

নুর্। হুজুর দুনিয়ার ব্যাপার ভাল রকম বোঝেন, কাজেই ও কথা বলতে পারেন। কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারছি না। পেশমন বিবির পয়সা থাকলে কখন সে এমন ভাবে থাকতে পারত না।

ফয়। স'রে পড় মিয়া—স'রে পড়—আমার বাড়ীতে তোমার চাকরীর সুবিধা হবে না।

নুর্। কেবল লোককে অবিশ্বাস ক'রে, কেবল মিথ্যা কথা ক'য়ে, হুজুরের চাকরী করতে হবে ?

ফয়। হাঁ—যাবে উত্তর, বলবে পশ্চিম—ভাজবে উচ্ছে, বলবে পটল! সুদে আমার সংসার চলে, কথায় কথায় সুদের হিসেব গোলমাল করতে, খাতা গরমিল করতে হবে—বুঝেছ ?

নুর্। না হুজুর, তা পারব না।

ফয়। তবে সেলাম ঠোক।

নুর্। আজ্ঞে, তাই ঠুকলুম।

ফয়। যাও—দয়া ক'রে হিসেব নিলুম না।

নুর্। হিসেব কিসের হুজুর ? আমি ত এখনও আপনার এক পয়সাও ছুঁইনি ? ঘরের খেয়ে আপনার বাড়ী যাতায়াত করছি।

ফয়। সেইখানেই ত হিসেব। যাতায়াত করলে, পা দিয়ে উঠোন চষ্‌লে—আমার বাড়ীর মাটী— তার কি দাম নেই ?

নুর্। (স্বগত) ওরে বাবা! কি শালা শয়তানের খপ্পরে পড়েছিলুম রে!

ফয়। কি মিয়া, মনে মনে গাল দিচ্ছ না কি ?

নুর্। না হুজুর! গাল দেব কেন ?

ফয়। উঁহু! ঠোঁট দুখানা কিছু খেমটা নাচ নেচে উঠল কি না!

নুর্। না হুজুর! আমি আপনাকে আশীর্ব্বাদ করছিলুম।

ফয়। আশীর্ব্বাদ—হিঃ হিঃ হিঃ—আশীর্ব্বাদ ? আমাকে ? কি বলে মিয়া—কি বলে মিয়া ?

নুর্। বল্‌ছিলুম—কি শালা শয়তানের হাতে পড়েছি রে—

ফয়। কি বললি—কি বললি—পাজী নচ্ছার ?

নুর্। এই ত হুজুর—বিশ্বাস করলেন—সত্যি কথা মনে করলেন।

ফয়। আচ্ছা—হয়েছে—যাও—যাও।

মুর্। আমি এখনি গিয়ে লোকের কাছে ঢেঁড়া পিটে দেব যে, ফয়জুল্লা সাহেব, লোকের কথায় বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে।

ফয়। তাতে ত আরও সুনাম বেরিয়ে যাবে রে মূর্খ!

মুর্। সুনাম বেরুবে? না লোকে উল্‌টে মনে করবে, ফয়জুল্লা মিয়া আর বাঁচছে না। তার আসন্নকাল হয়েছে। আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি!

ফয়। তাই ত! তাই ত! এ শালাও শয়তান দেখছি যে! এ কথা রাষ্ট্র হ'লেই ত' আমার পশার নষ্ট হবে—সব শালা আসল নিয়ে স'রে পড়বে।

মুর্। বাজারে গিয়ে—এই ডঙ্কা নিয়ে—

ফয়। ভাই, রাগ ক'র না—রাগ ক'র না—

মুর্। তা হ'লে আমার দু'দিনের মাইনে চুকিয়ে দাও।

ফয়। দেব—দেব—কা'ল দেব—

মুর্। উঁহু! বিশ্বাস করি না।

ফয়। আরে ভাই আজ এখন হাতে নেই।

মুর্। উঁহু। বিশ্বাস হচ্ছে না।

ফয়। এই নে শালা—নিয়ে যা। (পকেট হইতে মুদ্রা বাহির ও দান)

মুর্। আসি হুজুর, সেলাম।

[প্রস্থান।

ফয়। শালা শয়তান ভারী ঠকালে—কিছু করলে না—দু'দিন শুধু পায়চারী ক'রে দু'টো টাকা নিয়ে গেল!

(মুরবক্‌সের পুনঃ প্রবেশ)

আবার কি মনে করে?

মুর্। আজ্ঞে, পেশমন বিবি আসছে।

ফয়। আসছে, তাতে কি হয়েছে?—তুমি চ'লে যাও।

মুর্। হুজুর! আমি একটু দাঁড়িয়ে থাকি।

ফয়। না, তুমি শয়তান, তোমায় আমি দাঁড়াতে দেব না।

মুর্। আপনি যখন দেব না বলেছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনি দাঁড়াতে দেবেন না। ওই বিবি সাহেব আসছেন। হুজুর! আমি একটু কোণ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকি। (স্বগত) শয়তান বিবি সাহেবকে একলা পেয়ে হয় ত তার অপমান করতে পারে। বিবি সাহেবের হাতে আংটীটে আছে দেখছি, সেটাই হয় ত কেড়ে নিতে পারে।

ফয়। মুরু-মুরু—ও ভাই মুরু-মুরু মুর্—

মুর্। কি হুজুর?

ফয়। ভাই! আমার কথায় রাগ ক'র না। তোমার চাকরী বজায় রইল।

মুর। উঁহু! বিশ্বাস করি না।

ফয়। আল্লার কিরে,—আমি মিথ্যা বলছি না।

মুর। বেশ, রইল।

ফয়। তা হ'লে এক কাজ কর—এই একটা টাকা নিয়ে বাজারে যাও—গিয়ে বুঝেছ?

(পেশমনের প্রবেশ)

গিয়ে বুঝেছ—ঠিক হয়েছে—আল্লা—ঠিক হয়েছে—এখনও দাঁড়িয়ে রইলে—যাও।

মুর্। গিয়ে কি আনব হুজুর?

ফয়। আরে তুমি বুদ্ধিমান্ লোক—মুখ থেকে কথা কেড়ে নিতে জান না? ঠিক হয়েছে, পেশমন বিবি আজ আমার দোরে উপস্থিত—আরে যাও—

মুর। কি আনবো?

ফয়। আমার মুণ্ডু আনবে—

মুর। যে আজ্ঞে—

[প্রস্থান।

ফয়। ভ্যালা এক শালা শয়তানকে জোটালুম দেখছি! কি বিবি! এখানে কি মনে ক'রে?

পেশ। আমাকে কি আপনি চিন্‌তে পার-ছেন না?

ফয়। চিন্‌তে পারব না কেন? কিন্তু সকাল-বেলায় এখানে কি মনে ক'রে?

পেশ। সবই যখন আপনি জানেন, তখন আপ-নাকে আর বিশেষ কি বলব? কোনও বিশেষ প্রয়োজনে মুরাদকে আজ স্থানান্তরে যেতে হবে। তা এখন আমার এমন অবস্থা যে, রাস্তা-খরচ পর্য্যন্ত দেবার ক্ষমতা নেই। তাই—তাই—আপনার কাছে এসেছি।

ফয়। আমাকে কি করতে হ'বে?

পেশ। মেহেরবাণী ক'রে এই বিপৎসময়ে যদি আপনি কিছু সাহায্য করেন।

ফয়। কি রকম সাহায্যটা করতে হবে বল।

পেশ। ঋণ-স্বরূপ যদি কিছু অর্থ আমাকে দেন।

ফয়। তার পর শুধবে কে?

পেশ। অধিক নয়, যৎসামান্য অর্থ—

ফয়। তা ত বুঝেছি, কিন্তু সেই সামান্য অর্থই শুধবে কে?

পেশ। যদিই না শুধতে পারি, তাকি ফয়জুল্লা মিয়ার দুঃখের কারণ হবে?

ফয়। পরের টাকা, এমনি সামান্য জ্ঞানই হয় বটে বিবি।

পেশ। তা হ'লে কিছু মিলছে না?

ফয়। টাকা কি গাছে ফলে? তোমার ছেলে বদমায়েসী ক'রে টাকা ওড়াবে, আর পাড়ার লোকে তার খোরাক জোগাবে?

পেশ। এ কথা ফয়জুল্লা মিয়ার মুখে শোভা পায় না।

ফয়। কেন, ফয়জুল্লা মিয়ার সঙ্গে আসনাইয়ের পাওনা করেছ না কি বিবি?

পেশ। মিয়া সাহেব, সময় পেয়েছ ব'লে তোমার প্রভুপত্নীর অমর্য্যাদা ক'র না।

ফয়। হাঃ হাঃ হাঃ! পেশমন বিবি, সর্ব্বস্ব হারিয়ে দেখছি তুমি উন্মাদিনী হয়েছ। তোমার মাথার ঠিক নেই। কাকে কি বলছ, বুঝতে পারছ না। প্রভু কে? আমি কোনও শালার কাছে মাথা হেঁট করিনি, কোনও শালার এক পয়সাও ধারিনি! বরং আমার রুটী লুসে তোর খসম প্রাণধারণ করেছিল। সে আমার রুটীর দেনাদার, তার কিছু খবর রাখিস?

পেশ। দোহাই মিয়া সাহেব, অমর্য্যাদা ক'র না। আমি বুঝতে না পেরে, দারিদ্র্যের পেষণে জ্ঞানশূন্য হয়ে তোমার কাছে এসেছিলুম। তুমি এরূপ ব্যবহার করবে, স্বপ্নেও ভাবি নি।

ফয়। শুধু হাতে এখানে কিছু মিলছে না। বন্ধক দেবার কিছু থাকে ত নিয়ে এস।

পেশ। থাকলে শুধু হাতে তোমার কাছে আসতুম না।

ফয়। শুধু হাত! সে কি বিবি? এরই মধ্যে এত মিথ্যে শিখেছ? হাতে চুণির আংটী যে জ্বলজ্বল করছে।

পেশ। এ জিনিষ যে হাতছাড়া করবার যো নেই মিয়া!

ফয়। (অনুচ্চ স্বরে) একটু গরীবের প্রতি নেক্‌নজর রাখলেই পার।

পেশ। কি বললি?

ফয়। আর কোথায় এ দিক ও দিক ঘুরবে—তোমারই ঘর, তোমারই দোর, সংসারে একা জহরা—তা মাগীর ত ছেলেপুলে কিছু হ'ল না—

পেশ। আরে ম'ল, এ শয়তান বলে কি!

ফয়। আর বলবে কি—চোখ-কান বুজে আংটীটে বদল ক'রে ফেল। এসেছ আর যাবে কেন? হুকুম কর—কাজী ডাকাই।

পেশ। বেইমান! তোর মুখের সঙ্গে আমার এই পয়জার বদল করতে পারি।

ফয়। কি বললি, হারামজাদী, বাঁদী—

(গাধার মুণ্ড হস্তে নুরবক্‌সের প্রবেশ)

নুর্। হাঁ হাঁ—আওরৎ আওরৎ—

ফয়। ছোড়ো—ছোড়ো—জল্‌দি ছোড়ো—

নুর্। নেহি—নেহি—আরে নেহি—হুজুর—হুজুর—আপনার মুণ্ড এনেছি—আগে পরুন—তার পর কুস্তি ভাঁজুন।

ফয়। এই—এই—এ কি?

নুর্। হুজুরের মুণ্ড! বাজারে গিয়ে বল্লুম, ফয়জুল্লা সাহেবের মুণ্ড চাই, কোন দোকানদার দিতে পারলে না। শেষে একটি ফকির এই কথা শুনেই এই এইটে দিয়েছে। মিনি পয়সায়—দাম ফাঁকি—প'রে ফেলুন—প'রে ফেলুন—এর পরে গন্ধ হবে—প'রে ফেলুন—

ফয়। এই—এই—ছাড়—ছাড়—

নুর্। নেহি—নেহি—বড় কদর—প'রে ফেলুন, প'রে ফেলুন—

ফয়। তবে রে পাজী—

(নেপথ্যে। ফয়জুল্লা মিয়া—এ ফয়জুল্লা মিয়া) ও বাবা—ও কি? ও কি আওয়াজ?

নুর্। ওই দাম নিতে আসছে।

(নেপথ্যে। এ ফয়জুল্লা—এ যে বেইমান ফয়জুল্লা)

ফয়। ও বাবা, এ কি আওয়াজ! (নুরবকস কর্ত্তৃক গাধার মুণ্ড ফয়জুল্লার পৃষ্ঠে সংলগ্ন; ফয়জুল্লার পলায়ন।)

নুর্। মা! এখানে কেন এসেছেন বুঝতে পেরেছি। এই গরীব গোলামের কাছে এই মাত্র সম্বল আছে। এই বেইমানের চাকরী ক'রে পেয়েছি।—নেবেন কি?

পেশ। এতে যদি কার্য্য হ'ত, এখনি গ্রহণ করতুম। বাপ! তুমি আমার মর্য্যাদারক্ষক—ঈশ্বর তোমাকে বড় দুঃসময়ে প্রেরণ করেছেন।

আমার গা কাঁপছে, আমি দাঁড়াতে পারছি না—বাপ! আমাকে তুমি ঘরে রেখে এস!

মুর্। চলুন মা, ঘরে রেখে আসি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ফয়জুল্লার বাটীর অপর কক্ষ।

বকাউল্লা ও জহরা।

বকা। আমি যে শালার বোনাইকে দেখতে পাচ্ছি না।

জহরা। আরে হতভাগা! পাগলামী করে না, থাম। দেখে কি করবি?—তাই ত, এ কি দেখলুম! পেশমন বিবি ভিখারী হয়ে আমার বাড়ীর দোরে—

বকা। কি দিদি, খসমের মায়ায় সব ভুলে গেলে? দেখতে পেলেই কোমর জড়িয়ে ধ'রে তোমার কাছে এনে হাজির করব। আর তুমি বোনাই সাহেবের কাণ ম'লে দেবে।

জহরা। আরে ভাই, তা আর করতে হবে না। তোর বিয়ের কথা হচ্ছে। তাই ত ফস্ ক'রে চ'লে গেল, একটা কথা কইতে পেলুম না।

বকা। কি—বোনাই সাহেবের সঙ্গে আমার বিয়ে?

জহরা। ওরে চুপ চুপ।

বকা। তুমি বিয়ে করে আমার ধাক্কা হ'ল, আবার আমি বিয়ে করলে কি অক্কা হবে?

জহরা। ওরে গাড়োল, চুপ চুপ।

বকা। না, আমি চুপ করব না। তুমি বোনাই সাহেবের আগে কাণ ম'লে দাও, তবে আমি চুপ করব। এই যে—এই যে—

(ফকিরের প্রবেশ)

বোনাই সাহেব! বড় লুকিয়ে লুকিয়ে পালাচ্ছ! এইবারে কি হয়? (ফকিরের কোমর ধারণ) দিদি—দিদি—ধরেছি।

জহরা। আরে বে-অকুফ, ও কি করছিস?

বকা। আমার এখন হিসেব ক'রে বলবার সময় নেই। আমি রেগে কাঁই হয়েছি, চোখে কাণে কিছু দেখতে শুনতে পাচ্ছি না।

জহরা। আরে দুর দুর—ছেড়ে দে—ছেড়ে দে। কে তুমি?

বকা। বাবা! এ কে রে? এ ত বোনাই নয়! এ যে বোনাইয়ের বাবা!

ফকির। কেন বিবি সাহেব, আমার প্রতি রোষ-নয়নে চাইছ? আমি ফকির ভিখারী—

জহরা। হ'লেই বা, ফকির হ'য়ে একেবারে মাথাটা কিনেছ না কি? না ব'লে বাড়ীর ভেতর ঢুকলে কেন?

ফকির। বিবি সাহেব, আমি ক্ষুধার্ত্ত!

জহরা। তা এখানে কি?

বকা। ওরে শালা ক্ষুধার্ত্ত! আমি মরব বোনাই সাহেবের ধাক্কা খেয়ে, আর তুমি মজা ক'রে খাবে দিদি সাহেবের একটি পেট পোলাও! বেরোও—আভি বেরোও।

ফকির। পোলাও দরকার নেই বিবি সাহেব, সামান্য এক আধখানা রুটী ভিক্ষা করি।

জহরা। এখানে কিছু মিলবে না, অন্য কোথাও যাও।

বকা। যাও—যাও। (ফকিরের কঠোর কটাক্ষ) (জহরার পশ্চাতে আসিয়া) দিদি—দিদি!

জহরা। তুমি ত বড়ই বেহায়া লোক, চ'লে যেতে বলছি, যাও না কেন? শেষে অপমান না হ'লে নড়বে না। আরে মর্, পিছনে মাথা লুকিয়ে বসলি কেন?

বকা। তবে কি করব—ওই ক্ষুধার্ত্ত শালার মুখের কাছে গিয়ে মাথা দেব?

জহরা। ইচ্ছেয় না যেতে চায়, তাড়িয়ে দে।

বকা। তাড়িয়ে দেব? আচ্ছা দিদি আমি কোমর বাঁধি, তুমি ততক্ষণ আমার গুলটো পাকিয়ে দাও ত।

ফকির। ভাল, আর কিছু না দিতে পার, পিপাসাতুর আমি—আমাকে একটু জল দাও।

জহরা। আরে গেল, এ ত বড়ই বেহায়া ফকির! যা ত বোকা, মিয়া সাহেবকে ডেকে আন্ ত।

বকা। বেশ, আমি এখনি চললুম। দেখে নিচ্ছি তুই কত বড় ফকির।

[প্রস্থান।

ফকির। ভাল, খেতে না দাও, কোথায় গেলে খেতে পাব বলে দাও।

জহরা। তা আমি কি জানি? এমন আকাঁড়া মরদকে কে খেতে দেবে?

ফকির। বেশ বিবি—সেলাম।

জহরা। আচ্ছা মনে পড়েছে। ওই যে সড়কের ও পাশে খ'ড়ো ঘর, ওইখানে যাও। দেখতে গরীব, টাকার আণ্ডিল। যা খেতে চাও তাই পাবে! মোগলাই খিচুড়ী চাও, তাও তোমাকে খেতে দেবে।

ফকির। বহুত আচ্ছা, সেলাম বিবি।

জহরা। হাঃ হাঃ হাঃ—এক ঢিলে দুই পাখী মেরেছি। পেশমন বিবি নিজেই খেতে পাচ্ছে না, তার ওপর আবার অতিথি। ফকির যে নাছোড় বান্দা, আমি তাই তাড়িয়েছি, আর কেউ হ'লে পারতো না। পেশমন যত বলবে আমার নেই, ফকির ততই বিশ্বাস করবে আছে। শেষে দুই উপোসীর লড়াই লেগে যাবে। (হাস্য)

তৃতীয় দৃশ্য

বাহাদুর সার কুটীর।

মুরাদ।

মুরাদ। (স্বগতঃ) যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। সাধের সিরাজ সহর পরিত্যাগ ক'রে, এখনি কোন্ দূর্ দেশে চ'লে যাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি! কিন্তু কোথা যাব, কত দূরে যাব, কি জন্য যাব? স্বপ্নের কথায় বিশ্বাস ক'রে, স্বপ্নদৃষ্ট এক ছবির আকর্ষণে জন্মভূমি ত্যাগ করব, পুত্রবৎসলা মাকে ফেলে চ'লে যাব? আমি ভিন্ন তাঁর এ জগতে আপনার বলবার যে আর কেউ নেই। কার কাছে তাঁকে রেখে যাব? সর্ব্বস্ব নষ্ট করেছি, শুধু উদরান্নের জন্যই যে মাকে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে। ঈশ্বর বিপন্ন মাকে আমার রক্ষা কর। অবলার বল তুমি, দেখ দয়াময়, আমার অবর্ত্তমানে যেন তাঁর মর্য্যাদা নষ্ট না হয়।

(পেশমনের প্রবেশ)

কি হ'ল মা?

পেশ। কিছু হ'ল না। ঈশ্বরের নাম নিয়ে যাত্রা কর। তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। আমার স্বামী রিক্ত হস্তে গৃহত্যাগ করেছিলেন, তুমি তাঁর পুত্র। পিতার পদাঙ্কিত পথে গমন কর। তাঁকে যিনি সাহায্য করেছিলেন, তোমাকেও তিনি সাহায্য করবেন।

মুরাদ। আর তোমার?

পেশ। আমিও বাহাদুর সার স্ত্রী। স্বামীর শুধু কি হৃদয়ই অধিকার করেছিলুম, তাঁর শক্তির কণাতেও কি আমি অধিকারিণী নই! অবস্থা বুঝে কার্য্য করব, আমার জন্য ভেব না।

মুরাদ। (নতজানু) মা! তা হ'লে সেলাম করি।

পেশ। চল, একটু এগিয়ে দিই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। যাক্! এইবারে স্বরাজ্যে মায়ের ঘরে এসেছি। লুকিয়ে লুকিয়ে মায়ের ঘরে কত দিন অতিথি হয়ে গেছি। মা আমার তা কিছুই জানেন না। সতীর হাতের সামগ্রী মধু হ'তেও মধুর, অমৃত হ'তেও পবিত্র। এ লোভ আমি কখনও সংবরণ করতে পারি নি। তাই আর একটিকে কায়রো থেকে ধ'রে এনেছি। সেটিও আমার বড় আদরের—বড় পিয়ারের। মেহেরা আমার স্বর্গ হ'তে নবাগত সৌরভময় ফুল। তাকে রাখবার একমাত্র স্থান বাহাদুর সার ঘর, পেশমন বিবির আশ্রয়। বাহাদুর সা আমার সখা। তার স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ নিয়েই আমার সংসার! বাহাদুর স্বর্গে, কাজেই আমি বহুদিন এ রাজ্যে আসবার সুযোগ পাই নি। আজ আমি আবার সংসারী হ'তে এসেছি। মা আজ পুত্র নিয়ে বিপন্ন—কর্ম্ম-ফলের তীব্র আস্বাদ ভোগ ক'রে অস্থির। দেখে শুনেও আমাকে আনন্দ করতে হচ্ছে। দুনিয়ার সুখে নির্ম্মল আনন্দের আস্বাদন কই? কাজেই বাধ্য হয়ে আমাকে মায়ের কষ্ট দেখেও চুপ ক'রে থাকতে হয়েছে। বেলা—

(বেলার প্রবেশ)

বেলা। কি পিতা?

ফকির। মা! এই ক্ষুদ্র কুটীরই তোমার ভগিনী মেহেরার বাসস্থান। তাকে নিয়ে এস!

বেলা। যথা আজ্ঞা।

(পেশমনের প্রবেশ)

পেশ। ঈশ্বর! চিরসুখী বালক, আমোদ আহ্লাদেই দিন কাটিয়েছে। এরূপ অবস্থায় পালকে-

এ যে স্বপ্নেও জানতুম না দয়াময়! আজ কি খাবে, তারও পর্য্যন্ত সঙ্গতি নেই। অনিশ্চিত সময়—অপরিচিত বিপদ্‌সঙ্কুল দীর্ঘপথ! সঙ্গীশূন্য, সহায়হীন, সম্বলহীন! কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, জানে না। ঈশ্বর! ধন সম্বল, আশ্রয় সহায় একমাত্র তুমি! অধিক আর কি বলব—জ্ঞানশূন্যা রমণী পুত্রবিয়োগবিধুরা জননী—অধিক আর কি বলব, দয়াময়! মুরাদকে তোমার করুণা-সাগরে ভাসিয়ে দিলুম।

ফকির। তাই দাও, কৃপাময়ের উপর একান্ত নির্ভর কর। তিনিই মা তোমার সন্তানকে রক্ষা করবেন।

পেশ। কে আপনি প্রভু?

ফকির। অতিথি।

পেশ। (স্বগতঃ) এ কি রহস্য ঈশ্বর! এক মুষ্টি অন্নের জন্য এখনি যাকে পরের কাছে হাত পাততে হবে, তার ঘরে কি না অতিথি!

ফকির। বিদেশী অতিথি, তোমার এখানে সেবা গ্রহণের মানস করেছি।

পেশ। কি হবে? কি জানি কি অনিশ্চিত দীর্ঘকালের জন্য পথ চলতে পুত্র অনাহারে গৃহত্যাগ করলে। মা হ'য়ে তার মুখে কিছু দিতে পারলুম না। সেই অভাগিনীর ঘরে অতিথি!

ফকির। চুপ ক'রে আছ যে মা! অপেক্ষা করতে পারি কি?

পেশ। আমার স্বামীর ঘরে এসে অতিথি বিমুখ হবে! কিন্তু কি দেব? ভিক্ষা করতে গিয়ে এই একটু পূর্ব্বে লাঞ্ছিত হ'য়ে এসেছি। আর ভিক্ষা করতে সাহস হয় না! তা হ'লে কি হবে? অতিথিকে আশ্বাস দিয়ে খেতে দিতে পারব না?

ফকির। এমন অসময়ে আতিথ্য-গ্রহণে কিছু বিস্মিত হয়েছ, না জননী? মা! বহুদিন অন্নের মুখ দেখি নি, তাই অন্ন ভক্ষণে আমার বড় ইচ্ছা হয়েছে। বিবিসাহেব! হুকুম কর ত বসি, নতুবা সময় থাকতে থাকতে অন্যত্র যাই।

পেশ। বসুন।

ফকির। ইয়া খোদা! (কম্বল বিছাইয়া উপবেশন) সড়কের ও ধারে ওই যে বাড়ীটে—আগে ওইখানে গিয়েছিলুম। গিয়ে কিন্তু যে লাঞ্ছনা পেয়েছি, তা আর তোমাকে কি বলব? বাড়ীর গিন্নী আর তার ভাই আমাকে এই মারে ত এই মারে। প্রহার খাবার ভয়ে সে স্থান থেকে চ'লে এসেছি! তবে আসবার সময় রমণী আমার একটু উপকার করেছে। কোথায় গেলে আশ্রয় পাই, জিজ্ঞাসা করতে তোমার ঘর দেখিয়ে দিয়েছে।

পেশ। উপকার করে নি মিয়া সাহেব, সে আপনাকে ছলনা করেছে। সেই স্ত্রীলোক আমার অবস্থা বিশেষ জানে। তাই আমাকে অপ্রস্তুত করতে ও আপনাকে অনর্থক কষ্ট দিতে আমার কাছে পাঠিয়েছে।

ফকির। কেন বিবি সাহেব?

পেশ। মিয়া সাহেব! আমি বড় দুঃখী, সে স্ত্রীলোক জানে যে, অন্ন ত পরের কথা কেহ জল চাইলে, আমি জল পর্য্যন্ত দিতে পারব না। আমার জলপাত্রের পর্য্যন্ত অভাব। যে ভিক্ষা ক'রে এনে দেবে, সেই একমাত্র সন্তানকে এই মাত্র বিদেশে পাঠিয়ে আকাশ-পানে চেয়ে আছি।

ফকির। ও তাই! ইয়া খোদা! তা হ'লে উঠি। (উত্থান)

পেশ। (নতজানু) মিয়া সাহেব!

ফকির। আবার কি বিবি?

পেশ। ফকির!

ফকির। কাঁদ কেন বিবি? ইচ্ছা ছিল, পারলে না। তাতে দোষ কি? ইচ্ছা আছে যখন, তখন ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন। এক সময় না এক সময় তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন।

পেশ। আপনি কিয়ৎক্ষণের জন্য অপেক্ষা করুন। আমি একবার ভিক্ষায় যাই।

ফকির। ভিক্ষার কথা, পাবে কি না পাবে তার ঠিক কি? আমি কতক্ষণ ব'সে থাকব?

পেশ। পাই না পাই আপনাকে অনাহারে যেতে দেব না। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছি, আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসুন।

ফকির। এত অনিশ্চয়তা—কোন্ সাহসে বসতে বল্‌লে বিবি?

পেশ। আমি বলি নি—আমার অজ্ঞাতসারে আমার প্রাণ বলেছে। হজরত! আমি বাহাদুর সার স্ত্রী। তার গৃহে অতিথি এসে কখন ফিরে যায় নি। ফেরাতে যে পারলুম না ফকির সাহেব!

ফকির। যদি ভিক্ষা না পাও?

পেশ। না পাই, স্বামীর প্রণয়চিহ্নস্বরূপ এই যে আংটি—স্বামীর মর্য্যাদা রাখতে এটিকে বিক্রয় করব।

ফকির। ভাল, আমি স্নান ক'রে আসি।

[ফকিরের প্রস্থান।

পেশ। তা হ'লে আর এ দিক ও দিক ভিক্ষা করা কেন, এই আংটি বেচেই ফকিরের অন্ন সংস্থান করি।

চতুর্থ দৃশ্য

ফয়জুল্লা ও জহরা

জহরা। হিঃ হিঃ হিঃ—ভারী মজা।

ফয়। কি দেখলে—কি দেখলে?

জহরা। দু'জনে ভারী কেজিয়া লেগে গেছে।

ফয়। বটে—বটে!

জহরা। ফকির বলছে খাব, পেশমন বলছে কোথায় পাব। পেশমন বলছে কিছু নেই, ফকির বলছে আলবৎ আছে। তার পর দুজনে হাতাহাতি হবার উপক্রম।

ফয়। তার পরটা কি হল?

জহরা। ফকির নড়ে নি, জেঁকে বসে গেছে।

ফয়। ছোঁড়াটা—ছোঁড়াটা?

জহরা। ছোঁড়াটা বেগতিক দেখে, মাকে ফেলে পালিয়েছে।

ফয়। বা! বা! কি মজা করলি জহরা!

জহরা। ভয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছ কেন? একটু এগিয়ে উঁকি মেরে দেখ না।

ফয়। দেখব?

জহরা। ভয় কি, ফকির কি গিলে খাবে?

ফয়। যা থাকে অদৃষ্টে—একবার দেখি। নিজের চক্ষে না দেখলে সুখ হচ্ছে না।

(ভীতি প্রদর্শন)

(পেশমনের প্রবেশ)

পেশ। কে, কে তোমরা গা? কে ও মিয়া সাহেব—কে ও জহরা বিবি?

জহরা। হাঁ, এই পাড়ায় এলে—পা টিপে টিপে আমার খসমের সঙ্গে দেখা করলে—পা টিপে টিপে চ'লে এলে! গরীবের সঙ্গে আর দেখাটা করলে না! কি করি, নিজেই একবার দেখতে এলুম। বলি, কেমন আছ?

পেশ। আমি বেশ আছি। একটু আগে আমি কতকটা অসুস্থ ছিলুম, কিন্তু তোমাদের কৃপায় আবার আমি সুস্থ হয়েছি।

ফয়। ঘরে খুব গোলমাল শুনছিলাম—ভোজের আয়োজন করেছ নাকি পেশমন বিবি?

পেশ। মিয়া সাহেব! আংটীটে কিনতে চেয়েছিলে না?

ফয়। কিনতে ত চেয়েছিলুম—বললুম আমায় দাও, নগত কিছু নাও, আর খোরাকের মতন কিছু কিছু মাসে মাসে নাও। তা তোমার পছন্দ হ'ল কই?—

পেশ। এখন নেবে?

ফয়। সত্যি বেচবে?

পেশ। বেচব।

ফয়। দেবে—দাও—নিলে যদি তোমার উপকার হয়, দাও। ও রকম চুনী এখন আর বাজারে বড় চলে না।

জহরা। তবে কি না—তোমার উপকার—

ফয়। উপকার হয়, দাও। নগত একশো টাকা—আর মাসে খোরাকির মতন পাঁচ টাকা। আমার বাড়ীতে এস—হাতে ত নেই—বাড়ীতে এস।

পেশ। একশো চাই না। এক জন অতিথির অন্নের উপযোগী মূল্য।

ফয়। অ্যাঁ!

পেশ। যদি দিতে পার, আংটী গ্রহণ-কর।

ফয়। সত্যি বলছ বিবি?

পেশ। অথবা একজন অতিথির উপযোগী খাদ্য।

ফয়। সত্যি বলছ বিবি?

পেশ। ফয়জুল্লা! মিথ্যা বলছি না। দিয়ে—তোমার পূর্ব্ব প্রভুর অগাধ সম্পত্তির অবশিষ্ট এই অমূল্য আংটীটি গ্রহণ কর।

ফয়। জহরা! বিবি সাহেবের কাছে দাঁড়িয়ে থাক্, আমি যাব আর আসব। দেখ বিবি, যেন এর মধ্যে কোথাও যেয়ো না। হাজার হাজার ঠগ বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখলেই ভুগিয়ে নেবে। জহরা, বিবি সাহেবের সঙ্গে কথা ক', আমি গেলুম আর এলুম।

[প্রস্থান।

জহরা। তা—বিবি সাহেব, এসে আমার সঙ্গে দেখা কর নি কেন? তোমার কষ্ট হয়েছে, তা আমাকে বল্‌তে হয়! আমি কি তোমার পর? পাঁচ জনের সঙ্গে কারবার ক'রে ঠ'কে মিনসের মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। তার পর একটু আগে একটা চাকর কতকগুলো টাকা ঠকিয়ে নিয়ে গেছে ব'লে, মনটা তার ভাল ছিল না। তাই মিয়া তোমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কয় নি। তুমি ত ওর স্বভাব জান। ওর ওপর কি মানুষে রাগ করে? আমার কাছে গেলেই, তোমার কি দরকার, তখনি দিয়ে দিতুম। নাও, আংটীটে এইবেলা আঙ্গুল থেকে খুলে রাখ।

পেশ। সন্দেহ কেন বিবি? আমি স্থিরচিত্তে এই আংটী বেচতে এসেছি—মিথ্যা বলি নি। যে আমাকে এক জনের উপযোগী খাদ্য দেবে, আমি তাকেই এ আংটী বিক্রয় করব।

(মুরবক্‌সের প্রবেশ)

মুর। আমি যদি মা দিতে পারি?

পেশ। তা হ'লে তোমাকেই দেব।

জহরা। চোপ পাজী, তুই কে?—আমার স্বামীর সঙ্গে দর হয়ে গেছে, তুই কে?

মুর। যাও যাও—দর হয়ে গেছে! তোমার স্বামী কতকগুলো বাসি খাবার আনবে—আমার এ সব টাটকা—গরম গরম।

পেশ। বেশ, দাও। দিয়ে আংটী নাও।

জহরা। কখন নিতে দেব না,—

মুর্। যা যা বেটী—এ তোর পেশমন বিবি নয়—ভাল মানুষ পেয়ে ঠকাতে এসেছিস।

পেশ। দর হয়েছে—বিক্রী ত হয় নি, তুমিই আমার বাড়ীতে অতিথি পাঠিয়েছ, জান না সে ক্ষুধার্ত্ত অতিথি ব'সে আছে? আমি যখন তার উপযোগী খাদ্য পেয়েছি, তখন মিছেমিছি তোমার স্বামীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না!

জহরা। ও মিয়া—মিয়া—রাহাজানী হ'ল—রাহাজানী—

[প্রস্থান।

পেশ। এই নাও বাপ—অঙ্গুরীয় গ্রহণ কর।

মুর। সে কি মা। আমি কি ফয়জুল্লা—আমি এই মাটীর দামে তোমার এই অমূল্য নিধি ঠকিয়ে নেব? তোমরা মাতাপুত্রে অনাহারে আছ জেনে, আমি তোমাদেরই জন্য এই খানা এনেছি।

পেশ। বেশ, আমি তোমাকে দান কর্‌ছি।

মুর। আমি ত এ অমূল্য দানের যোগ্য নই।

পেশ। বেশ, না নিতে চাও—কাছে রাখ। আমি ত এ হারিয়েছিলুম—তুমি এসে রক্ষা করেছ। তুমি এর উপযুক্ত রক্ষক। বাপ—গ্রহণ কর। তুমিও আমাকে কাঁদিয়ো না।

মুর। তা যদি মনে কর, তা হ'লে দাও।

[পেশমনের প্রস্থান।

মা! এ তোমাদের সামগ্রী তোমাদেরই রইল। রক্ষক বলেছ, আমি প্রাণপণে একে রক্ষা করব। উপযুক্ত সময়ে ফিরিয়ে দেব। এখন তোমার যা অবস্থা, তাতে তুমি এ অমূল্য মণি রাখতে পারবে না। সর্ব্বস্ব হারিয়েও যখন এ আংটী তোমার কাছে রেখেছ, তখন বুঝেছি—এ তোমার জান, তোমার স্বামীর দান। ঈশ্বর! বাধ্য হ'য়ে কাছে রাখলুম, দেখো, যেন লোভে প'ড়ে একে আমি আত্মসাৎ না করি।

(জহরা ও ফয়জুল্লার প্রবেশ)

ফয়। কই, কোথায় সে শালা? আমার সঙ্গে দরদস্তর—কোন্ শালা আমার জিনিস নেয়?

মুর। এই যে, দাঁড়িয়ে আছি।

জহরা। এই যে—এই যে—আছে—এখনও আছে।

ফয়। হাঁ রে বেইমান—

মুর্। চোপ্—

ফয়। তুই আমার চাকর হয়ে—

মুর্। চোপ্—আমি এখন কারও চাকর নই।

ফয়। দে—আমার আংটী দে।

মুর্। তুই মুই করিস্ নি।

ফয়। আচ্ছা ভাই আংটী দাও।

মুর্। কিসের আংটি?

ফয়। এই আমি পেশমন বিবির সঙ্গে দরদস্তর ক'রে যা কিনেছি।

মুর্। দাম কই?

ফয়। এই দেখ—এইবারে আংটী দাও!

মুর্। শুধু দেখলে হবে না—চেকে দেখি।

জহরা। বেশ—দেখতে পার।

ফয়। কেমন লাগছে ?

মুর্। এখনও বুঝতে পারছি না।

জহরা। বোকা মিন্‌সে—আংটীও নিলে—খাবারগুলোও খেয়ে ফেল্‌লে।

মুর। উঁ! পচা—

ফয়। দে আংটী দে—

মুর্। এ রদি মালে এ আংটী বিকোয় না—

ফয়। তবে রে শালা—চোর—

মুর্। শালা জোচ্চোর—

জহরা। স'রে এস—স'রে এস—গোঁয়ার—গোঁয়ার।

ফয়। কোতোয়াল—কোতোয়াল!

মুর্। ফের যদি কোতোয়াল কোতোয়াল করবি, তা হ'লে এই আংটী বেচে গুণ্ডা ভাড়া ক'রে তোর বাড়ী লুট করাব।

ফয়। আচ্ছা ভাই, কিছু দিচ্ছি।

মুর্। কত দেবে ?

ফয়। দশ টাকা।

মুর। কই দাও—

ফয়। টাকা কি সঙ্গে ক'রে এনেছি ভাই—ঘরে চল।

মুর। বিশ্বাস হয় না।

ফয়। বেশ একশো দেবো।

মুর। উঁহু—বিশ্বাস হয় না—

ফয়। ওরে ভাই—বিশ্বাস কর।

মুর। না মিয়া—আমি বেচব না।

ফয়। হাজার দিচ্ছি ?

মুর। ফয়জুল্লা মিয়া—এক জনের যোগ্য খাবার দিয়ে তুমি এই অমূল্য মণি নিতে এসেছিলে—নরাধম বেইমান—এ আংটী তোমার হাতে পড়লে দুনিয়ার ধর্ম্ম থাকত না। তাই খোদা উপযুক্ত সময়ে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। আমি তোমারই প্রদত্ত অর্থে এই সামগ্রী কিনে নিয়ে চললুম। তুমি তোমার সমস্ত সম্পত্তির বিনিময় করতে চাইলেও এ আংটী তোমাকে অর্পণ করব না। মিথ্যে প্রত্যাশা—ঘরে যাও। [প্রস্থান।

ফয়। যা—হাতে পেয়ে খোয়ালি জহরা—হাতে পেয়ে খোয়ালি!

জহরা। খোয়ালুম আমি ? মিনসে দুনিয়ার কাউকেও বিশ্বাস করবি নি, তা কি হবে ? আমার হাতে কি কখন একটা পয়সা রাখিস্!

ফয়। হায়—হায়—হায়—হায়—

[উভয়ের প্রস্থান।

(ফকির ও পেশমনের প্রবেশ)

ফকির। মা! তোমার কাছে আতিথ্য-গ্রহণে যে তৃপ্তি লাভ করলুম, আশীর্ব্বাদ করি, তুমিও সেই তৃপ্তি লাভ কর। আর তোমাকে আসতে হবে না মা, ঘরে যাও। আমাকে দূরদেশে যেতে হবে। আমি আর এখানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না।

[প্রস্থান।

পেশ। ফকির সাহেব! এখন তোমার আশীর্ব্বাদমাত্র আমার সম্বল। নইলে যথার্থই আজ আমি সর্ব্বস্বান্ত।

(মোবারক ও জহিরণের প্রবেশ)

মোবা। এই যে—এই যে মা! এ বেইমান নফরকে চিনতে পার ?

পেশ। তাই ত—তাই ত—কে আপনি ?—না, না—কে তুমি—মোবারক ?

মোবা। করুণাময়ি—বেইমানকে চিনতে পেরেছ—এখনও তাকে স্মরণে রেখেছ ? সমস্ত শুনেছি—তুমি পর্ণকুটীরে, আর তোমার অন্নে যে এক দিন জীবন ধারণ করেছে, সে রাজপ্রাসাদে! জহিরণ—জহিরণ—এই আমার মা—সেলাম কর।

জহি। হুজুরাই—সেলাম করি—

মোবা। মা! বিধাতার সূক্ষ্ম বিচার—আমার সর্ব্বস্ব না গেলে যে মানুষের অত্যাচারে লোকালয় অরণ্য হ'ত। বেশ হয়েছে—জহিরণ, আমার ঠিক শাস্তি হয়েছে—

পেশ। ঘরে এস—মোবারক! ও কি বলছ ? বহুকাল পরে—ঘরে এস!

মোবা। না, থাক্—আর বলব না—তীব্র শিক্ষায় প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি। আর বলব না।

পেশ। ঘরে এস বাপ্—ঘরে এস। মা জহিরণ! তোমার দুঃখিনী মায়ের ঘরে এস।

মোবা। হাঃ! হাঃ! দুঃখিনী-নন্দিনী অতুল ঐশ্বর্য্যের রাণী—মা দুঃখিনী—যাও জহিরণ ঘরে যাও—আমি আজ নয়, কাল প্রাতঃকালে এ গৃহে প্রবেশ করব।

পেশ। ও কি বলছ মোবারক ?

মোবা। যা বলেছি—সত্য বলেছি—আজ নয়—যাও জহিরণ—মায়ের সঙ্গে যাও। আজন্ম ঐশ্বর্য্যে লালিত হয়েছ—তাতেও জীবনে শান্তি পেলে না। এক দিন মায়ের সঙ্গে পবিত্র দারিদ্র্যের ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ কর—আমি চল্‌লুম।

[প্রস্থান।

জহি। চলুন মা, ঘরে যাই।

পেশ। তাই ত! এ কি দেবতার ছলনা? আশীর্ব্বাদের পরমুহূর্ত্তে এ কি আমি রত্ন লাভ করলুম! আমার কুটীরে উপবাসী হয়ে থাকতে কোথা থেকে তুমি কে এলে মা?

জহি। অভাগিনী নন্দিনী—উপবাসে ক্ষুধানলে তোমারই কাছে প্রাণের সমস্ত জ্বালা দগ্ধ করতে এসেছি। চল মা, ঘরে চল।

[প্রস্থান।

(রাজমজুর, মজুরণী ও ছুতোরগণের প্রবেশ)

(গীত)

কাম লাগাও কাম লাগাও এ ঝট্ পট্,
নেহি তো জান করে গা ছট্ ফট্।
চলবে কর্ণিক ঠনর ঠং,
চড়বে দেওয়াল রং বেরং;
ঘ্যাঁসর ঘ্যাঁস মেরা চলবে র‍্যাঁদা,
মেরা তুরপিন কশবে ছ্যাঁদা,
মেরি গাগরী লেকে জল জোগানা কেয়া নয়া ঢং।
চড় চড়া চড় পিটবে ছাত,
নয়না হানী ছোড়না মিঠা বাৎ॥
দিল খোস রাখকে আওয়ে সাত, আওয়ে সাত,
আওয়ে সাত চট্।

(মিস্ত্রী ও মোবারকের পুনঃ প্রবেশ)

মিস্ত্রী। কিছু ভাবতে হবে না হুজুর! আমি একরাত্রে খলিফের বাড়ী তইরী করে দিয়েছি।

মোবা। তা যদি দিতে পার মিয়া, তা হ'লে তোমাকে লাখ টাকা বক্‌সিস্ দেব। এক রাত্রের ভেতরে তিন মহল তিন তালা বাড়ী—সকালে উঠে লোকে যেন কর্ণিকের ঘা না শুনতে পায়।

মিস্ত্রী। সে সব ঠিক হয়ে যাবে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কি রে, হুজুর যা বলেচে, সব শুনলি ত? সন্ধ্যের পরে আল্লা ব'লে কর্ণিকের ঘা দিবি, আর সকাল বেলায় একেবারে তেতালায় নামাজ করবি। পারবি ত?

সকলে। খুব পারব রে মিস্ত্রী।

১ম রাজ। তুই একবার লাগিয়ে দে।

মিস্ত্রী। তবে আসুন হুজুর—মাল-মসলা সব জোগাড় করি। বিশ হাজার লোক শুধু মুখ টিপে কাজ করবে। চোঁ শব্দটি হ'তে দেব না। পাড়া-পড়শী যে পাশে শোবে, সেই পাশে ঘুমুবে—শুধু কর্ণিকের ঠুক্ আর ঠাক্—সকালে উঠে সবার লাগ্‌বে তাক্।

[মোবারকের প্রস্থান।

গীত।

(ভেইয়া) ফুর্ত্তিসে কররহ কাম।
মনমে দুখ নেহি রহে ভেইয়া
আলবৎ মিলেগা দাম।
আলবৎ মিলেগা খানা পিনা
আলবৎ মিলেগা দানা,
আলবৎ মিলেগা রাতমে রোসনাই
ফুর্ত্তিকো নিসানা।
মিল যাগা ভাই ইনাম
তেরা মিল যা গা ইনাম।
হরদম হুঁসিয়ার রহ কামদার
দিন ভর ফজর সাম॥

(ফকিরের ও বেলার প্রবেশ)

ফকির। বেলি!

বেলা। কি পিতা?

ফকির। এই ক্ষুদ্র কুটীরই তোমার ভগিনী মেহেরীর বাসস্থান। তাই জেনে তাকে এই পবিত্র কুটীর প্রবেশের উপযোগিনী কর।

বেলা। যথা আজ্ঞা। [ফকিরের প্রস্থান।

গীত।

আপন মনে ঘুরি ফিরি আপন নিয়ে রই,
আপন কাণে প্রাণের কথা চুপি চুপি কই।
সখের বাগান আমারই প্রাণ
সরস ফুল ফোটে কত তায়,
মধুর সনে ভাবের বনে খেলে মলয় বায়।
তাইতে ভাসি দিবা নিশি
আপন খেলা ভালবাসি।
ব'সে আপন পাশে আপন আশে
আপন হারা হই॥

তৃতীয় অঙ্ক

—*—

প্রথম দৃশ্য

রাস্তা।

(মেহেরার গীত)

পলকে আলোকে ঝরে কুহেলি।
হেরি আঁধার চারি ধার নয়ন মেলি।
আমার আঁখি ভ'রে দেখা হ'ল না।
চোখ মিলে যদি দেখা না মিলে
কেন আঁখি মুদে গেল না।
তবে আঁখির ছলনা নিয়ে কেন রে চলি ॥

মেহেরা। এ এক অবস্থা মন্দ নয়! কাল আমি ছিলুম রাজকুমারী, আজ বাঁদী। মনিব ফকির। পথে পথে, দেশে দেশে ভিক্ষে ক'রে ঘুরে বেড়ান। না জেনে, অবস্থার অনিত্যতা বুঝতে না পেরে, গর্ব্বে—অভিমানে স্ফীত হয়ে, কাল আমি কত দাস দাসীর ওপরে প্রভুত্ব করেছি। সেই আমি বাঁদী। মূল্য এক আসরফী। চারিদিকে বিভীষিকাময় বিজন অরণ্য, আমি মধ্যে। প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যু-ভয়, আমি শক্তি থাকতেও নিশ্চল। ক্ষুধায় কাতর, আমি আহারের অধিকারে বঞ্চিত। অবস্থার কথা ভাবলে পৃথিবী অন্ধকার দেখি। কিন্তু ভাব্‌ব কেন? পিতা স্নেহময়, মা মায়াময়ী। অতুল সম্পদ, অসাধারণ দয়া, অগাধ ভালবাসা, আমি একেশ্বরী, তবু আমার এই দশা। তা হ'লে ভেবে কি করব? আমাকে দিয়ে পিতা ঋণ-দায় থেকে মুক্ত হয়েছেন। কন্যার এ হ'তে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আর কি হ'তে পারে? ঈশ্বর! সাহস দাও, জ্ঞান দাও, মনের কলুষ দূর কর। চারিদিকে বিভীষিকা—ভবিষ্যৎ অন্ধকার, মৃত্যুর আশঙ্কা, মন দুর্ব্বল। দোহাই প্রভু, যেন এ মনে পিতার উপর বিন্দুমাত্রও অভিমান স্পর্শ না করে।

(মুরাদের প্রবেশ)

মুরাদ। সারাদিন পথ চ'লেও সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি নগরপ্রান্তে উপস্থিত হ'তে পারলুম না। এখনও কি স্বপ্নশৃঙ্খলে আমার গতি আবদ্ধ? তাই ত কি করছি, কোথায় চলেছি? এরূপভাবে পথ চ'লে কত দিনে আমি গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হব? গিয়ে কার উপকার করব? একদিনের অনাহারেই আমি অবসন্ন—নগর অতিক্রম করতে না করতেই আমি চলচ্ছক্তিহীন। এই পথের সম্বলশূন্য অভাগা হ'তে এ জগতে কারও উপকার হওয়া কি সম্ভব? দুর্ব্বল হৃদয়! গৃহের বাহির হ'তে না হ'তেই তুমি সত্যরক্ষায় পশ্চাৎপদ হচ্ছ? তা হ'লে তোমার জীবন-মরণে প্রভেদ কি? জীবন! আর আমার জীবনে কি সুখ? মহিমময়ী মা আমার জন্য ভিক্ষা করতে গিয়ে, লাঞ্ছিত হ'য়ে এসেছেন। আমার জীবনে আর কোন সার্থকতা নাই। সম্মুখের এই তড়াগজলে পিপাসা নিবারণ ক'রে আবার আমি পথ চলব। দেখব—এ নগরের সীমার শেষ কোথায়! কিন্তু অয়ি স্বপ্নদৃষ্টা ছায়াময়ি কাঞ্চনলতা! তুমি কি অনলবর্ষী মার্ত্তণ্ডের তলে, সীমাহীন বালুকাপ্রান্তরে আমার অপেক্ষায় জীবন-ধারণ ক'রে থাকবে?—তাই ত, এখানে কে তুমি?

মেহেরা। আপনি কে মহাশয়?

মুরাদ। অ্যাঁ—এ কি! তুমি? তুমি এখানে?

মেহেরা। পরিচিতের ন্যায় সম্ভাষণ করছেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনি আমাকে কখন দেখেন নি।

মুরাদ। অবশ্য দেখেছি।

মেহেরা। দেখেছেন?

মুরাদ। দেখেছি সুন্দরি! আমি মিথ্যা বল্‌ছি না।

মেহেরা। ক্ষমা করুন, বালিকাকে একা পেয়ে রহস্য কর্‌বেন না।

মুরাদ। নিশ্চয় দেখেছি।

মেহেরা। কিছুদিন পূর্ব্বে সূর্য্যেও যে আমার মুখদর্শন করেনি!

মুরাদ। কিন্তু সুন্দরি, ভাগ্যবশে আমি দেখেছি। দেখেছি কাল—এক বিশাল প্রান্তরে, রবিকরতপ্ত বালুকারাশির উপরে। চারিধারে অনন্ত বালুকারাশি—মধ্যে তুমি। তরঙ্গে-তরঙ্গে অনললহর—উপরে তুমি। যেন অনল-সরোবরে সহস্র সহস্র গলিত সুবর্ণময় পত্রবেষ্টিত কাঞ্চনময় ফুল। বল সুন্দরি—মিথ্যা নয়?

মেহেরা। মিথ্যা ত নয়। কাল্ উষাকালে আমি এক বালুকাপ্রান্তরে পড়েছিলুম। চারিদিকে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী। সেই পর্ব্বতমালায় প্রভাতকিরণ পড়ে, আবার প্রান্তরে প্রতিফলিত হ'য়ে, সমস্ত স্থানটাকে সোনায় মুড়ে ফেলেছিল। আমি এখন যেমন একা, তখনও সেখানে একা। তার পূর্ব্বে আমি মনের আবেগে রোদন করছিলুম। কিন্তু পথিক! সে কি অপূর্ব্ব শোভা! মুহূর্ত্তের মধ্যে আমি সেই দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে, সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হয়েছিলুম। আমি একদৃষ্টে সেই শোভা নিরীক্ষণ করছিলুম।

মুরাদ। সেই সোনার জলতরঙ্গে ভাসমান এই সোনার কমলের চারিধারে আর ছয়টি বিচিত্র ফুল প্রস্ফুটিত হয়েছিল। বল সুন্দরি, এ কথাও মিথ্যা নয়?

মেহেরা। আমি যে বড়ই বিস্মিত হ'চ্ছি। সত্যসত্যই ক্ষণেকের জন্য ছয়টি অপূর্ব্ব কুমারী কোথা থেকে এসে আমাকে বেষ্টন ক'রেছিল। আমাকে শুভাশীর্ব্বাদ ক'রে, আবার তারা কোথায় চ'লে গিয়েছিল। আমি যে সত্যই বিস্মিত হ'চ্ছি, আর ত সে প্রান্তরে জনমানব ছিল না।

মুরাদ। বিস্মিত হবার কোনও কারণ নেই। নিরাশ্রয়ার মত আপনি এখানে কেন ব'সে আছেন, বলুন? যদি বিপন্না হন, যদি কোথাও যাবার প্রয়োজন হয়, অনুমতি করুন, আপনাকে সেইখানে রেখে আসি।

মেহেরা। আপনি আমাকে কেমন ক'রে দেখলেন, জান্‌তে পারি কি?

মুরাদ। কেমন ক'রে—বলব—বিশ্বাস করবে?

মেহেরা। অবিশ্বাস, কেন করব?

মুরাদ। স্বপ্নে।

মেহেরা। হা ঈশ্বর! এত দুর্দ্দশায় ফেলেও আমাকে এখনও রহস্য করছ?

মুরাদ। বল্‌লুম ত বিশ্বাস হবে না। প্রয়োজন নেই। তবে এ স্থান নিরাপদ নয় জেনে, বিশ্বাস ক'রে আমার সঙ্গে আসুন। বলুন, এখানে কোথায় আপনার আত্মীয় আছে?

মেহেরা। আত্মীয়—আত্মীয়—দুনিয়ার কোথায় কে আছে, জানি না।

মুরাদ। সে কি?

মেহেরা। (হাস্য) আর কি!

মুরাদ। অন্ধকারে মেদিনী ঘেরে আসছে।

মেহেরা। তা হ'লে দয়া ক'রে এ স্থান ত্যাগ ক'রে, আমার আত্মীয়ের কাজ করুন।

মুরাদ। দোহাই সুন্দরি! আমি কপটী নই। আমাকে অবিশ্বাস করবেন না।

মেহেরা। না, না—অবিশ্বাস করব কেন পথিক! তবে জগৎ আমাকে পরিত্যাগ ক'রে আত্মীয়তা দেখিয়েছে, আপনিই বা তার বিরুদ্ধ কার্য্য করবেন কেন?

মুরাদ। আমি আপনাকে পরিত্যাগ করতে পারব না।

মেহেরা। বেশ, তবে তড়াগ-তীরে উপবেশন করুন।

মুরাদ। আপনি কতক্ষণ এ স্থানে আছেন?

মেহেরা। সেই প্রাতঃকাল থেকে।

মুরাদ। কি আহার করলেন?

মেহেরা। এই তড়াগের সুমিষ্ট জল।

মুরাদ। তা হ'লে বসলুম না। আমি আহার সংগ্রহে চল্‌লুম। যতক্ষণ না ফিরি, ততক্ষণ এস্থান ত্যাগ ক'র না।

মেহেরা। না পথিক, আমি প্রতিজ্ঞা করতে পারি না।

মুরাদ। সুন্দরি! তবে দুঃখের কথা বলি। আমিও তোমার মত হতভাগ্য। এ সংসারে আশ্রয়হীন, সম্বলহীন। তোমারই মত সমস্ত দিবস নিরাহার।

মেহেরা। তা হ'লে আপনি আমার জন্য আহার-সংগ্রহ করবেন কেমন ক'রে?

মুরাদ। এখানে বাহাদুর সা ব'লে এক জন মহাত্মা বাস করতেন। নিকটে তাঁর পান্থশালা আছে। সে স্থান থেকে অতিথি কখন শূন্য উদরে ফেরে না। আমি নিজের জন্য সেখানে প্রবেশ করতে পারিনি। তোমার জন্য যাব।

মেহেরা। আমি যে প্রতিশ্রুত হ'তে পারছি না। আমি বাঁদী। মনিবের হুকুমে আমি ব'সে আছি। মনিব যদি এর মধ্যে এসে আমাকে নিয়ে যান!

মুরাদ। যদি তাঁর আসবার পূর্ব্বেই এসে পড়ি?

মেহেরা। প্রতিশ্রুত হন, আপনিও আমার সঙ্গে ক্ষুন্নিবৃত্তি করবেন।

মুরাদ। আমি—আমি—সুন্দরি আমি সে অন্নে উদর পূর্ণ করতে পারব না।

মেহেরা। তা হ'লে আসবেন না।

মুরাদ। বেশ, জীবন রক্ষার জন্য করব। তোমার নাম ?

মেহেরা। মেহেরা।

মুরাদ। আর যদি ইতিমধ্যে বিপন্ন হও— আমাকে মুরাদ ব'লে সম্বোধন ক'র। তবে আমি আসি।

(বেলা ও ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। মেহেরা!

মেহেরা। খোদাবন্দ!

ফকির। উঠে এস। ফকির আমি, তোমাকে বন্দিনী রেখে ভুল করেছি। ভিক্ষা যার উপজীবিকা, তার অন্যের প্রাণের ভার নেওয়া বিড়ম্বনা। আমি সমস্ত দিনের ভিক্ষায় কেবল একজনের অন্নের সংস্থান করতে পেরেছিলুম। ক্ষুধার যাতনায় নিজেই তাই উদরস্থ করেছি, তোমার বিষয় চিন্তা করতে পারি নি; তাই স্থির করেছি, তোমাকে আমি বিক্রয় করব। এক আসরফী দিয়ে কিনেছিলুম, যে আমাকে তা দিতে পারবে, তাকেই তোমাকে দান করব।—সেই জন্য সঙ্গে আমি এক জন ক্রেত্রী এনেছি। এস মা! অর্থ দাও, দিয়ে এই বালিকাকে ক্রয় কর।

বেলা। এই যে এনেছি প্রভু!

মুরাদ। অপেক্ষা কর সুন্দরি—ব্যস্ত হয়ো না। ফকির, এত অল্প মূল্যে এই অমূল্য রত্নকে বিক্রয় করছ কেন ?

ফকির। অধিক মূল্য দেয় কে ?

মুরাদ। যদি ক্ষণেক অপেক্ষা কর, কিংবা আমার সঙ্গে নগরে যেতে পার, তা হ'লে দিতে পারি, এখন আমি কপর্দ্দকশূন্য!

ফকির। বিলম্ব করলে আমি কোহিনুর পর্য্যন্ত পেতে পারি।

মুরাদ। সেই কোহিনুরই দেব। আমার মায়ের হাতের আংটীতে এক মণি আছে। কোনও বাদসার তা নেই।

ফকির। আমি বিলম্ব করতে পারি না।

(নুরবক্‌সের প্রবেশ)

নুর। ইয়া আল্লা! পেয়েছি। হুজুর! সমস্ত দিন আমি আপনার সন্ধানে ঘুরেছি। হতাশ হয়ে যাচ্ছিলুম। শুধু পিপাসা আমাকে দীঘির ধারে টেনে এনেছে। খোদা মিলিয়েছে। এ কি হুজুর! এরা কে ? তাই ত, এ কি অপূর্ব্ব রূপ! ইনি কি কোনও রাজার কন্যা! বা! বা! পাশে আবার —এ কি হুজুর—এ কি উজীর-কন্যা ?

মুরাদ। রাজার কন্যা কি না, জানি না—মুখে বলতে পারছি না নুরবক্‌স। এই অনিন্দ্য সুন্দরী ভাগ্যবশে বাঁদী—এই ফকির মনিব। বিক্রয়ার্থ এখানে দাঁড়িয়ে আছে।

নুর। হুঁ! দর কত ?

মুরাদ। এক আস্‌রফী।

নুর। বল্লেন কি ? আর এটার ?

মুরাদ। উনি—উনি—

বেলা। তুমিই দর আন্দাজ কর।

নুর। এর যদি দর এক আস্‌রফী হয়, তা হ'লে ত তুমি ফাউ। বিনামূল্যে বিক্রী হও ত কিনতে পারি।

বেলা। বিনামূল্যেই কি কিনতে পার মিয়া ?

মুরাদ। ছি ছি! ও কথা ব'ল না ভাই! উনিই খরিদ্‌দার।

নুর। খরিদ্‌দার! ও বাবা! তা হ'লে খোরাকের বহর না জেনে, কিনতে পারি না।

ফকির। তামাসা শুনতে আসি নি! বলি, মিয়া কিনবে? না কিনতে পার ত বল, আমি এক আস্‌রফীতে এই রমণীকে বিক্রয় ক'রে চ'লে যাই।

নুর্। হুজুর কত দিলে তুমি দেবে ফকির ?

ফকির। তোমার হুজুর কোহিনুর দিতে চেয়েছে।

নুর্। হুজুর! এ কথা সত্য ?

মুরাদ। এখানে আমি কপর্দ্দকশূন্য—আবার বলছি—মিনতি করছি, ফকির সাহেব! আমার সঙ্গে চলুন।

ফকির। আমি অন্য কোথাও যেতে পারব না।

নুর। যাবার প্রয়োজন কি. এই স্থানেই দেব। এই নিন হুজুর, সুন্দরীকে ক্রয় করুন।

মুরাদ। এ কি! সত্য সত্যই যে মায়ের হাতের অঙ্গুরীয়! এ তুই কোথায় পেলি ? নরাধম! নিশ্চয় তুই মাকে একা পেয়ে হত্যা ক'রে এই মণি নিয়েছিস্।

নুর। আর নিয়ে আপনাকে দেবার জন্য সারা সহর ঘুরে বেড়িয়েছি। হুজুর! কি জন্য যে বাহাদুর

সার পুত্র সর্ব্বস্বান্ত হ'ল, এত দিন তা বুঝতে পারি নি, আজ বুঝলুম।

মুরাদ। তবে কেমন করে তুমি পেলে?

নুর্। একজনের উপযোগী খাদ্যের বিনিময়ে আপনার মা এটি ফয়জুল্লাকে দান করছিলেন। আমি সেই খাদ্য মাকে অমনি দিতে চেয়েছিলুম। মা বিনা পণে খাদ্য গ্রহণ করতে চাইলেন না! দেখি, এ মণি ফয়জুল্লার হাতে যায়, তাই আমি এটি গ্রহণ করেছি। গ্রহণ করেই আপনাকে দেব ব'লে সমস্ত দিন আপনার সন্ধান করছি হুজুর। আপনার ধন নিয়ে এই সুন্দরীকে ক্রয় করুন।

মুরাদ। মা যখন এ মণি তোমায় বিক্রয় করেছেন, তখন এ সামগ্রী তোমার। নুরবক্স ভাই! তোমায় কটু বলেছি—ক্ষমা কর। আমি এখন তোমা হ'তেও দীন। আমি আর তোমার প্রভুত্বের গর্ব্ব রাখি না। ফকির! আমি ভিখারী—ইচ্ছা থাকতেও এ অমূল্য রত্ন ক্রয় করতে পারলেম না। আপনার যাকে অভিরুচি—একে বিক্রয় করুন।

[প্রস্থান।

নুর্। বেশ, ফকির সাহেব! আপনার পায়ের কাছে এই মণি রাখি। আপনি এই মণির মালিক কে স্থির করুন। মা শুদ্ধ এক জনের আহার বিনিময়ে এই মণি আমাকে দান করেছেন, আমি ফিরিয়ে দিতে চাইলুম—নিলেন না। পুত্রকে দিতে চাইলুম, পুত্রও নিলে না—আমি নিজের কাছে রাখতে চাইলুম, প্রাণ রাখতে দিচ্ছে না!

ফকির। তাই ত! বড়ই মুস্কিলে ফেললে মিয়া।

নুর্। দোহাই ফকির, দয়া ক'রে বল, এ কোহিনুর কার?

ফকির। তাই ত! নুরবক্স্—এ কোহিনুর কার?

বেলা। আমি বলব মিয়া সাহেব—আমি বলব ফকির?

ফকির। বল।

বেলা। তোমার প্রাণ এ মণি নিতে চাইলে না—সুতরাং এ তোমার নয়। ফকির! তুমি স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য গ্রহণ করেছ, সুতরাং এ মণি তোমার নয়। পথে পথে মণি কুড়িয়ে বেড়ানই আমার কাজ। সুতরাং আপনার চরণতলে নিক্ষিপ্ত এ মণি আমার! ফকির সাহেব! এ মণি আমি নিলুম, নিয়ে আপনাকে দিলুম—আপনি এর বিনিময়ে ঈশ্বর-প্রেরিত আমার এই ভগিনীটিকে প্রদান করুন।

ফকির। বেশ, দাও। তা হ'লে, কোহিনুর ফকিরের কাছে কেন, তুমি কোহিনুরের কাছে যাও! (মেহেরার হস্তে পরাইয়া) মা! আজ থেকে তোমার মুক্তি। তবে সংসারের পথ বড়ই বন্ধুর। তুমি কখন চল্‌তে শিখ নাই! চল্‌তে পাছে না পার, তাই আমার এই কন্যাটির উপর তোমার অভিভাবকের ভার অর্পণ অরলুম! যাও মা, রমণীর ধর্ম্মরক্ষা ক'রে সুখী হও।

[প্রস্থান।

নুর্। বা! এত ভারী মজা হ'ল!

বেলা। মজা এখনও হ'ল কই? বিনামূল্যে কিন্‌তে চেয়েছ, কেনা না হ'লে মজা ভরপুর হ'ল কই?

নুর্। খোরাকের ওজন না জানলে কিনব কেমন ক'রে?

বেলা। খোরাকের ওজন তুমি।

নুর্। ও বাবা, বল কি! দোহাই সুন্দরি! আমার মাথাটি খেয়ো না—আমার সংসারে কেউ নেই।

বেলা। দোহাই সুন্দর। ও কথাটি ব'ল না, আমারও সংসারে কেউ নেই।

নুর্। ভুল ক'রে রহস্য করতে গিয়েছিলুম। বিবি সাহেব! এখন বুঝতে পারছি, তুমি যেন সারা দুনিয়ার রাণী! তুমি কোহিনুর লোফা-লুফি কর।

বেলা। তুমিই বা দুনিয়ার রাজার চেয়ে কমটা কি? কোহিনুর পথে ছড়াও।

নুর। বেশ, বেশ, দয়া ক'রে যদি ভৃত্য ব'লে সঙ্গে নাও, তা হ'লে জীবন ধন্য মনে ক'রে সঙ্গে থাকি।

বেলা। ভৃত্য কেন,— ভাই! এই দুনিয়ার পথে প্রতিষ্ঠিত নব সংসারের অভিভাবক।

মেহেরা। বিস্ময়ে, আনন্দে, অবসাদে, আমার কথা রুদ্ধ হয়ে গিছল। ভাই! দরিদ্রা ভগিনীকে মুক্তি দিলে, তাকে তোমার সংসারে স্থান দাও।

নুর। মা, এতক্ষণ পরে মজা ভরপুর হ'ল। তা হ'লে চল। কিন্তু কোথায় যাব, জানি না।

বেলা। সেইখানেই ত চলবার মজা।

(গীত)

আমি গগনের শশী চপলা আমার হাসি,
জলে স্থলে নানা ছলে মায়াজালে আমি ঘেরি।
আমার নিমিখে উঠে, যতেক কুসুম ফোটে,
সৌরভ ছড়ায়ে যায়, এই বিশ্ব মুগ্ধ করি।
প্রীতি আমি সুধাময়ী, শক্তি মোর সর্ব্বজয়ী,
শান্তি তৃষা ধরামাঝে মোর দুটি সহচরী।
আমি মুক্তি আমি মায়া, এ বিশ্ব আমারই ছায়া,
আঁধার আলোক মোর সকলে রয়েছে ভরি॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাহাদুর সার কুটীর।

পেশমন ও জহিরণ।

পেশ। এ কি জহিরণ! এ কি মা! এখনও তুমি জেগে আছ?

জহি। স্বামী যে আমাকে তোমার পরিচর্য্যা করতে নিযুক্ত রেখে গেছেন মা!

পেশ। তোমার নিষ্ঠুর স্বামীর কথা শুনো না। তুমি আমার পাশে বিশ্রাম গ্রহণ কর। তুমি আমীরের কন্যা। ভিখারিণীকে যে এত অনুগ্রহ দেখিয়েছ, এই যথেষ্ট। এর অধিক দেখালে যন্ত্রণা দেওয়া হয়! মা, তোমরা অনাহারে মৃত্যু থেকে আমাকে রক্ষা করেছ, আর কেন?

জহি। সে যা বলবার আমার স্বামীকে ব'ল। অনুগ্রহ নিগ্রহ আমি জানি না। আমি স্বামীর হুকুম পালন করছি।

পেশ। অতি মহৎ বংশে না জন্মালে তোমার মুখ থেকে এ কথা বেরুতো না। তবে তোমার যা অভিরুচি, তাই কর। আমিও তোমার পাশে বসি। আজ তিন দিন যাবৎ আমি নিদ্রাশূন্য। তার ওপর এক পুত্রের অদর্শনে মর্ম্মবেদনায় আমি কাতর। তোমরা কোথা থেকে মমতার মূর্ত্তি নিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছ! সত্য কথা বলতে কি মা, তোমাদের জন্য আমি পুত্রবিয়োগদুঃখ বিস্মৃত হয়েছিলুম, অবসাদে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

জহি। তোমার পুত্র কোথায় মা?

পেশ। কোথায়—কি বলব জহিরণ—অবস্থার পরিবর্ত্তনে, ক্ষুধার যাতনায় আত্মহারা আমার মাতৃভক্ত সন্তান এখন কোথায়, তা কেমন ক'রে জানব?

জহি। সে কি বিদেশে গেছে?

পেশ। দেশ কি বিদেশ—জীবনের এ পারে কি পরপারে—কিছুই জানি না। বালক এক স্বপ্নের প্রতিশ্রুতি পালন করতে আরবের মরুভূমিতে চ'লে গেছে।

জহি। হা স্বপ্ন! তোর অত্যাচারে গৃহত্যাগী হলুম, এখানেও তুই অত্যাচারের জন্য আগে হ'তেই উপস্থিত হয়েছিস্?

পেশ। এ কি বলছ জহিরণ!

জহি। মা! আমার ঘরের কোহিনুর চুরি গিয়েছে—আমার অগাধ ঐশ্বর্য্য এখন মূল্যহীন। মা আমার দেশে কি বিদেশে, এ পারে কি ওপারে, জানি না!

পেশ। কি ব্যাপার, ভেঙ্গে বল দেখি?

জহি। সহসা শোকের আবেগে হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। মা! অবকাশমত তোমাকে সব বলবো।

(মোবারকের প্রবেশ)

মোবা। মা জেগে আছেন?

পেশ। এস বাপ্, কাছে এস।

মোবা। না মা, আমি আর যাব না, আপনি উঠে আসুন। আপনার অট্টালিকায় প্রবেশ করুন।

পেশ। অট্টালিকা?

মোবা। তোমাকে ভগ্নকুটীরে দেখে আত্মহারা হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, আজ যেমন ক'রে পারি, তোমাকে নবরচিত গৃহে প্রবেশ করাব। এই জন্য কারুকরের অন্বেষণ করলুম। কোথা থেকে এক কারুকর এসে আমার প্রস্তাবে সম্মত হ'ল। যদি তোমার যোগ্য ভবন সে এক রাত্রের ভেতর রচনা করতে পারে, তা হ'লে তাকে লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলুম।

পেশ। তার পর?

মোবা। তার পর! মনের অবসাদে বাগানের এক নিভৃত কুঞ্জে আমি কিয়ৎক্ষণের জন্য ঘুমিয়েছিলুম। সেই কারুকরের আহ্বানে আমি জেগে উঠি। সে বললে, উঠ মোবারক পাশা, তোমার অট্টালিকা কেমন হয়েছে নিরীক্ষণ কর। বাইরে

এসে দেখি, কারুকর নেই, কেউ নেই। কিন্তু সম্মুখে উজ্জ্বল আলোকমালায় আলোকিত এক অপূর্ব্ব মনোহর অট্টালিকা। একবার মনে করলুম স্বপ্ন! চোখ মুছে বারংবার দেখলুম, তখন আমার ভ্রম ঘুচে গেল। মা! স্বপ্ন জাগরণ আমার অদৃষ্টে সমান হয়ে গেছে। তাই বিস্মিত না হ'য়ে তোমাকে ঘরে নিয়ে যেতে এসেছি।

পেশ। জহিরণের কাছে কথা শুনে, আমার নিজের অবস্থা দেখে, আমারও বিস্ময় ঘুচে গেছে। চল বাপ, অট্টালিকাতেই যাই।

[সকলের প্রস্থান।

(মুরাদের প্রবেশ)

মুরাদ। মানুষের শত্রুতায় গৃহত্যাগী হয়েছিলুম। স্বপ্নের শত্রুতায় বুঝি আমাকে দুনিয়া ত্যাগ করতে হ'ল! মেহেরা! মেহেরা! স্বপ্নের নির্দ্দেশে তোর অনুসন্ধানে গিয়েছিলুম—দেখা পেলুম, কিন্তু উদ্ধার ত করতে পারলুম না। মেহেরা! সুন্দর মেহেরা! মমতাহীন জগৎ তোমার পক্ষে নীরস, কর্কশ, বিশাল, বালুকাময় মরুভূমি। মনিবের তীব্র নির্ম্মম দৃষ্টি, সেখানে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডরূপে তোর কুসুমকোমল হৃদয়কে নিরন্তর দগ্ধ করছে। সোনার কমল! এখনও যে তুই বেঁচে আছিস্, এই আশ্চর্য্য। মা, মা! ঘরে আছ! এ কি! মায়ের ক্ষুদ্র কুটীরপার্শ্বে এ কি প্রকাণ্ড বাদসার মহলের মতন অট্টালিকা! এত বড় প্রাসাদ ঘরের কাছে ছিল, আমি তা দেখতে পাই নি! দারিদ্র্যের পীড়নে এতই জ্ঞানশূন্য হয়েছিলুম যে, চোখের সুমুখে এমন একটা বিশাল চিত্র আমার দৃষ্টিগোচর হ'ল না! মা—মা কোথায় তুমি? এ কি—কুটীরে ত মা নেই! তবে কি দারিদ্র্যের প্রহারে, অনাহারে, পুত্র-বিয়োগ-যাতনায় মা আমার আর কোথাও কি চ'লে গেলেন? কিংবা, মা যাতনা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করলেন! মা—মা! এ কি! কে তুমি—কে আপনি—ছায়াময় কিংবা কায়াময়, মুখে মৃত্যুর আভাস—অথচ জ্যোতির্ম্ময়! হে ভীতিপ্রীতি-বিজড়িতমূর্ত্তি—কে তুমি? কথা কও—কে, পিতা—পিতা?

(বাহাদুর সার প্রেতমূর্ত্তির প্রবেশ)

বাহা। মুরাদ!

মুরাদ। এ কি পিতা! চক্ষে তোমার মৃত্যু দেখেছি। দেখতে দেখতে তোমার দেহের সকল স্পন্দন নীথর হয়ে গেছে—জীবনের সমস্ত উষ্ণতা তুষারশীতলতায় পরিণত হয়েছে। তোমার পবিত্র দেহকে তোমার অভাগ্য পুত্রই মৃত্তিকাসাৎ করেছে। তবে এ কি! তোমার এ কি মূর্ত্তি? কোন্ জগতের মৃত্তিকা দিয়ে তোমার সেই মহাপ্রাণ আচ্ছাদিত করেছ? ভীত আমি, কাতর আমি, তোমাকে দেখে তোমার চরণস্পর্শসুখাভিলাষে ব্যাকুল আমি—আমাকে অভয় দাও—আশ্রয় দাও।

বাহা। মুরাদ! বহুদিন মৃত্যুমুখে পড়েছি। কিন্তু একটি কারণে আজও আমি পৃথিবীর সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারি নি। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে তোমাকে উপদেশ দিতে দিতে আমার আয়ুক্ষয় হয়েছে। একটা কথা বলতে আমার সময় হয় নি। তাই আমার এই দশা। প্রেতমূর্ত্তিতে আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরের প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমাকে এ যন্ত্রণাময় অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে একমাত্র তুমি।

মুরাদ। কি করতে হবে, অনুমতি করুন।

বাহা। পরে বলছি, অগ্রে এই কুটীরের মধ্যস্থলে যে শিলাখণ্ডের উপর তোমার জননী ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন, সেই শিলাখণ্ড উত্তোলন কর।

মুরাদ। পিতা! সারাদিনের অনাহারে আমি একান্ত শক্তিহীন। আমি এ প্রকাণ্ড শিলা স্থানচ্যুত করতেই পারব না।

বাহা। বেশ, না পার, আমার এই যষ্টিপ্রান্ত অবলম্বন কর। আমার সঙ্গে এস। (প্রাচীর-সন্নিকটে দাঁড়াইয়া) মুরাদ! প্রবেশমুখে প্রতিজ্ঞা কর, আমাকে এই যন্ত্রণাময় অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে সাধ্যমত তুমি চেষ্টা করতে ক্রটী করবে না।

মুরাদ। এ ত আমার অবশ্য কর্ত্তব্য পিতা!

বাহা। শুধু কথা নয়, প্রতিজ্ঞা কর।

মুরাদ। প্রতিজ্ঞা করলুম, আপনাকে এই যন্ত্রণাময় অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে সাধ্যমত চেষ্টা করতে ক্রটী করব না।

বাহা। যত দিন না আমার মুক্তি হয়, তত দিন যা দেখবে, যা শুনবে, কারও কাছে প্রকাশ করবে না।

মুরাদ। প্রতিজ্ঞা করলুম, প্রকাশ করব না।

বাহা। যষ্টি পরিত্যাগ কর। যে গৃহভাণ্ডারে আমার আজীবনসঞ্চিত বিশ্বের রত্নরাশি সঞ্চিত

আছে, মুহূর্তের জন্য আমার পুত্রের চক্ষে সেই গৃহদ্বার উন্মোচিত হও।

(যষ্টিদ্বারা প্রাচীরে আঘাত—প্রাচীরদ্বার উন্মুক্ত)

মুরাদ। এ কি! এ কি পিতা? আমার চক্ষু ঝল্‌সে গেল—ক্ষুদ্র কুটীর-গর্ভে এত রত্নরাশি! আমি জ্ঞানশূন্য-চক্ষে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না—সর্ব্বশরীর কম্পিত হচ্ছে—পিতা, আমাকে ধর ধর।

বাহা। আবার যষ্টিপ্রান্ত অবলম্বন কর! নাও, আমার সঙ্গে গুহামুখে প্রবিষ্ট হও।

(উভয়ের গুহামুখে প্রবেশ)

পটপরিবর্ত্তন

গুহাভ্যন্তর—ধনাগার।

বাহা। দেখছ মুরাদ, দেখছ? আমার বংশধরের জন্য এই সমস্ত রত্নরাশি সঞ্চিত করেছি। মুরাদ! এই সমস্ত ধনের অধিকার যদি কখন প্রাপ্ত হও, তা হ'লে তোমার তুল্য ঐশ্বর্য্যবান্ জগতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকবে না।

মুরাদ। সমস্তই দেখেছি—বুঝেছি, যদি যোগ্য হই, তা হলেই এই ধনের আমি অধিকারী।

বাহা। তা হ'লে তুমিই একমাত্র এর অধিকারী।

মুরাদ। ওই অপূর্ব্ব মণিময় পাদপীঠে, মণিময় মস্‌লিনে আবৃত, মণিময়ী মূর্ত্তির মত ওই ছয়টি কি পিতা?

বাহা। ওই ছয়টি জগতের জীবের সাধারণ সম্পত্তি—ও ছয়টির তুলনায় অন্যান্য ধনরত্ন মূল্যহীন ভস্মরাশি—যাঁরা সাধু, তাঁরা শুধু ওই ছয়টি পাবার জন্য যত্ন করেন। ওই ছয়টিকেই তাঁরা সম্পত্তি ব'লে গণ্য করেন। এই সমস্ত আমি তোমার জন্য সঞ্চিত করেছি। এখন এ গ্রহণ করা না করা তোমার হাত।

মুরাদ। মধ্যের পাদপীঠ শূন্য কেন?

বাহা। ওরই জন্য তোমাকে আনিয়েছি। আমি সব রত্ন সংগ্রহ করেছি, কেবল মধ্যের ওই কোহিনুরকে আনয়ন করতে পারি নি।

মুরাদ। কেন পিতা?

বাহা। সাধ্যাতীত ব'লে পারি নি।

মুরাদ। সে কি আমার সাধ্যায়ত্ত?

বাহা। না হ'লে তোমাকে আনব কেন?

মুরাদ। কি করলে ওই কোহিনুর পাই, তা ব'লে দিন।

বাহা। যদি কোন অমৃতময়ী কুমারীকে তুমি হৃদয়ে স্থান দিয়ে থাক, অথবা ভবিষ্যতে স্থান দাও—

মুরাদ। মিথ্যা বল্‌ব কেন—অগ্রেই দিয়েছি!

বাহা। দিয়েছ।

মুরাদ। স্বপ্ন আমাকে এক অমৃতময়ী কুমারীর সন্ধান দিয়েছিল। স্বপ্নপ্রেরিত হ'য়ে আমি তার সন্ধান করেছিলুম। তাকে দেখেছি—দেখবার সঙ্গে সঙ্গে আমার অজ্ঞাতসারে হৃদয় তার কর-কমলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

বাহা। বেশ হয়েছে—তাকে যদি বিবাহ করতে পার—

মুরাদ। সে এখন কোথায় আছে, তা জানি না।

বাহা। দুনিয়া ঢুঁড়ে তার সন্ধান কর।

মুরাদ। যদি সন্ধান না পাই?

বাহা। এ পুরুষের উপযুক্ত কথা নয়। সে যদি দুনিয়া ছেড়ে চ'লে যায়, তা হ'লেই সন্ধান পাবে না। পৃথিবী যেমন বিশাল, মানুষের জীবনও তেমন দীর্ঘ। এই দীর্ঘ জীবনেও কি তার সন্ধান পাবে না?

মুরাদ। এর মধ্যে সে যদি বিবাহিত হয়?

বাহা। তা হ'লে ওই মধ্যের স্থান পূর্ণ হবে না।

মুরাদ। সে যদি আমাকে না চায়?

বাহা। তা হ'লেও হবে না। আমি আর অধিকক্ষণ কথা কইতে পাচ্ছি না। বড় যন্ত্রণা—বড় যন্ত্রণা। তুমি এই যন্ত্রণার অবসান কর।

মুরাদ। বেশ, বিবাহ ক'রে কি করব বলুন।

বাহা। শোন, স্থির হয়ে শোন। পারস্যের প্রান্তদেশে উচ্চশৈলপ্রাচীরবেষ্টিত এক হ্রদ আছে। সেই হ্রদমধ্যে একটি অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ—সেই দ্বীপে একটি গভীর জলময় গহ্বর। গভীর—বড় গভীর—ধরণীর কেন্দ্র পর্য্যন্ত গভীর। বিবাহের পরক্ষণেই যদি তাকে সেই গহ্বরমধ্যে নিক্ষেপ করতে পার—

মুরাদ। সে কি?

বাহা। তবেই তোমার পিতার মুক্তি—যন্ত্রণা—বড় যন্ত্রণা—পুত্র, আমাকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি প্রদান কর।

[প্রস্থান।

মুরাদ। পিতা! পিতা! নিষ্ঠুর হয়ো না—অন্য কোন উপায় থাকে ত ব'লে দাও। আমার প্রাণময়ী প্রতিমা—স্বপ্নকুসুমাবরণে চিরমহিমময়ী তুচ্ছ জীবনহীনা একটা প্রতিমার জন্য সে জীবন্ত প্রতিমা বিসর্জ্জনে আদেশ দিও না। যাঃ, আকাশ-গঠিত দেহ ধীরে ধীরে ধীরে আকাশে মিলিয়ে গেল! তাই ত! কোথায় যাই—কোথায় এ ভীষণ জীবন-মরণ প্রহেলিকার মীমাংসা হয়? মেহেরা—মেহেরা—আর আমাকে দেখা দিও না—স্বপ্নে দেখা দিয়ে উন্মত্ত করেছ—জাগরণে দেখা দিয়ে মরণ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়েছ—এবারে দেখায় নরক! দোহাই মেহেরা, আর দেখা দিও না। পিতার কাছে প্রতিশ্রুত, আমি তোমাকে খুঁজব—কিন্তু তুমি ধরণীর প্রান্তে আত্মগোপন কর—এ হতভাগ্যকে আর দেখা দিও না।

তৃতীয় দৃশ্য

রাস্তা।

বেলা ও বালকবেশে মেহেরা।

বেলা। এমন ভাবে তোমায় সাজিয়েছি যে, এখন আমি নিজেই তোমাকে চিনতে পারি না।

মেহেরা। বেশ করেছ ভগিনি, যখন সবই গেল, তখন আর সে বেশ থাকবারই বা প্রয়োজন কি?

বেলা। তাই ত! তোমার কি অদৃষ্ট মেহেরা! কি অবস্থায় জন্মালে, কি অবস্থায় পতিত হ'লে! স্নেহময় বাপ, স্নেহময়ী মা, রাজরাজেশ্বরের মত ঐশ্বর্য্য, কিন্তু তুমি কোথায়? ভাগ্যবশে নগরপ্রান্তের উপবনে এক সুন্দর মুরাদের সঙ্গে দেখা হ'ল, সেই বা কোথায়?

মেহেরা। থাকলে মজা হ'ল কই, না থাকাতেই ত মজা। দুঃখের দুরন্ত স্রোতে ভেসে যাচ্ছি—মাঝে মাঝে আশ্রয় মনে ক'রে যাকে ধরতে যাচ্ছি, দেখি, তারা আমারই মতন ভেসে ভেসে চলেছে! বার বার হতাশ হয়ে, এখন আশ্রয়-জ্ঞানে সেই হতাশাকেই জড়িয়ে ধরেছি। সই! এখন আর আমার দুঃখ নেই। বরং হৃদয়ে অতুল আনন্দ—সম্মুখে অতুল বারিধি, পশ্চাতে পূর্ব্বজীবনের মধুময়ী স্মৃতি—উভয় পার্শ্বে শ্যামঘনালয়া বেলা আমার বিপরীত দিকে যেন ভেসে চলেছে! —আমি দেখছি, আর হাসছি। এক দিকে সুখ ভাসছে, এক দিকে দুঃখ ভাসছে—এ জীবনস্রোতে কেউ দাঁড়াবার স্থান পাচ্ছে না। সুখ-দুঃখের আগমনের পূর্ব্বসূচনা। তখন আর কেন সই আমি দুঃখ করব?

বেলা। বেশ, তবে আনন্দময়ী হয়ে সংসারে বিচরণ কর!

মেহেরা। তাই করব ব'লেই ত আনন্দময়ীর সঙ্গ নিয়েছি।

(মুরাদের প্রবেশ)

মুরাদ। একটা আশা—প্রকাণ্ড দুনিয়া—আর সে দুনিয়া আমার চক্ষে বিপুল অন্ধকারের লীলাভূমি। সে অন্ধকারে আমি যখন আপনাকেই দেখতে পাচ্ছি না, তখন মেহেরাকে কেমন ক'রে দেখব—আপনাকেই যখন বুঝতে পারছি না, তখন প্রথম দর্শনের প্রহেলিকাময়ী সে বালিকাকে আমি কেমন ক'রে বুঝব! অন্ধকার রজনীতে কক্ষচ্যুতা পতনোন্মুখী তারকার মত মেহেরা মুহূর্ত্ত সময়ের জন্য দেখা দিয়ে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। বেশ হয়েছে। পিতাকে ঋণমুক্ত করবার জন্য এখন আমি জনহীন সংসারপথে মহাজনের অন্বেষণে চলেছি। দেখি কেমন ক'রে কে আমাকে মেহেরার সন্ধান দিতে পারে! এ কি, কে তোমরা দুটি বালিকা এই অন্ধকারে আমার এই কুটীরপার্শ্বে বিচরণ করছ? হুজরাইন! তোমরাই কি এই সুন্দর অট্টালিকার মালিক? না—না—এ কি! এ যে অসম্ভব—হা ঈশ্বর! এ কি করলে!

বেলা। কে ও, মুরাদ সাহেব?—সেলাম!

মেহেরা। কে ও, খোদাবন্দ!—আপনি—প্রভু! বাঁদীর সেলাম গ্রহণ করুন। যদি ফেলেই আসবেন, তা হ'লে এ অমূল্য মণি দিয়ে এ ঝুটো পাথর খরিদ করলেন কেন? এ অমূল্য মণি তুচ্ছ বাঁদীর হাতে কি শোভা পায়!

মুরাদ। অপেক্ষা কর—দোহাই মেহেরা—অপেক্ষা কর। হা ঈশ্বর! এ কি করলে? মেহেরা! কি করলে?—এত নিকটে কেন এলে?

বেলা। মেহেরাকে নিকটে দেখা কি আপনার অভিপ্রায় নয়?

মুরাদ। মেহেরার অন্বেষণে সমস্ত দুনিয়া ঘুরবো সঙ্কল্প ক'রে বেরিয়েছি। মেহেরা! ইচ্ছা ছিল, সারা জীবনের ব্রত নিয়ে তোমাকে খুঁজব। কিন্তু মনের কামনা, মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তোমায় দেখতে পাব না। মেহেরা! মুক্ত করতে পারলুম না ব'লে কি প্রেমাশ্রুনিষিক্ত চক্ষে আমার পানে চেয়ে তার প্রতিশোধ দিতে এসেছ?

মেহেরা। স্বপ্ন যে আপনার পায়ে আমাকে নিক্ষেপ করছে, আমার মুক্তি কেমন ক'রে হবে প্রভু!

মুরাদ। অপেক্ষা কর, মেহেরা—আগে আমার কথা শোন, তার পর কর্ত্তব্য স্থির কর।

মেহেরা। বলুন।

মুরাদ। মেহেরা! আমি ভিখারী, তার ওপর পিতৃদত্ত ধনসম্পত্তি গ্রহণের অভিলাষী নই। এ জেনেও তুমি কি আমার হ'তে অভিলাষ কর?

মেহেরা। অভিলাষের কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। স্বপ্ন আপনার ও আমার মিলনের ঘটক। আপনি ছাড়া অন্য কাউকেও হৃদয় দিতে আমার অধিকার নাই।

মুরাদ। কিন্তু মেহেরা, এ মিলন বড় বিষময়।

মেহেরা। স্বয়ং দেবতা এসে শপথ ক'রে বল্‌লেও আমি বিশ্বাস করি না।

মুরাদ। কিন্তু আমি বলছি।

মেহেরা। তা হ'লে সুধা আর বিষে প্রভেদ কি, আমি জানি না।

মুরাদ। আমাদের বিবাহের অব্যবহিত ফল মৃত্যু। আর সে মৃত্যু, যাকে আত্মসমর্পণ করতে উদ্যত হয়েছ, তারই হস্তে।

মেহেরা। খোদাবন্দ! এক দিন আমার এমন সময় গেছে, যে সময় মৃত্যুকে সখা ব'লে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হয়েছিলুম। এখন আমার প্রিয়তমকে আশ্রয় ক'রে যদি সেই মৃত্যু আসে, তার চেয়ে আনন্দ আর কি আছে জানি না।

মুরাদ। বেশ, তবে সঙ্গে এস। সুন্দরি, মেহেরা যদি তোমার শত্রু হয় ত এই উপযুক্ত অবসরে আনন্দ কর। যদি প্রিয় হয়, শেষ বিদায় গ্রহণ ক'রে চক্ষু মুদ্রিত কর। মানুষের এমন অশুভ দিন আর কখন আসে নি।

বেলা। ভাল পরীক্ষাই করলে মুরাদ!

মুরাদ। না সুন্দরি, পরীক্ষা নয়—আমি রহস্য জানি না—মিথ্যা বলি নি—

বেলা। মেহেরাকে সঙ্গে নিয়ে কি করবে?

মুরাদ। অনন্ত অতলস্পর্শ গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করব।

মেহেরা। সই, তা হ'লে বিদায় হই—চল প্রভু—শীঘ্র চল—প্রার্থিনীর প্রার্থনা পূর্ণ কর।

মুরাদ। এস—সেলাম সুন্দরি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নুরবক্‌সের প্রবেশ)

নুর্। মেহেরা! এত দিনে তোমার দুঃখের অবসান হ'ল। ঈশ্বর আবার তোমাকে পিতার আশ্রয় দান করতে নিয়ে এসেছেন।

বেলা। যদি জীবনের অবসানে তার দুঃখের অবসান হয়, তা হ'লে মেহেরার সে সময় এসেছে।

নুর্। সে কি—কি বলছ ভগিনি? কই মেহেরা!

বেলা। কই—কোথায় ভাই! ধরণীর গর্ভ ভেদ ক'রে তার সন্ধান কর।

নুর্। আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না ভগিনি।

বেলা। বুঝে কোনও সুখ নেই। এস ভাই, আমরা উভয়ে এই অট্টালিকায় প্রবেশ ক'রে গৃহ-স্বামীর দাসত্ব করি।

নুর্। ব্যাপ্যার কি, শুন্‌তে পাব না?

বেলা। শুন্‌তে চাও, চল, বল্‌তে বল্‌তে যাই।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ফয়জুল্লার বাটীর কক্ষ।

জহরা।

জহরা। (চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে) তাই ত, এ আমার কি হ'ল! পোড়া ঘুম চোখ ছাড়ছে না কেন? সারা রাতটা ধ'রে কেবল স্বপ্ন দেখছি। কেবল স্বপ্ন—কানের ভেতর নানা রকমের

আওয়াজ। যেন পাড়ায় কার বাড়া শ্রাদ্ধ পেকেছে। লোক আসছে, খাচ্ছে, যাচ্চে, হৈ হৈ করছে। কানের ভেতর সারা রাত যেন কড়া পিটছে। পোড়া ঘুম আজ হ'ল কি? মুরাদের মার দুর্দ্দশা দেখে কি স্ফুর্ত্তিতে ঘুমটা চোখ দুটো জড়িয়ে ধরেছে, না ফকির বেটা যাবার সময় কিছু তুক করে গেছে? কি হ'ল—কি হ'ল! সকাল হ'ল, রোদ উঠল, এত চোখে জল দিচ্চি, এত পায়চারী করছি, তবু ঘুম চোখ ছাড়ছে না। চোখ চাই, আর সড়কের ওপারে একটা ঝকঝকে রগরগে বাড়ী দেখতে পাই। (চক্ষু মুদিবার অভিনয় ও দেখিবার অভিনয়) দুর ছাই! আবার যে তাই! সোনার মিনারগুলো চক্‌চকাচ্ছে—সব যেন রঙ রঙ। তাইত—এ ব্যাপারখানা হ'ল কি! (হাত দেখিয়া) আরে মর্, এই সে পাঁচটা চাঁপার কলি! (শুঁকিয়া) এই যে পোলাওয়ের গন্ধ! (হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া) এই যে তুড়ির শব্দ বেশ কানে যাচ্ছে—তা হ'লে এ কি রকম হ'ল! ও বাবা! আবার খড়খড়ি খুলে গেল যে!

(ফয়জুল্লার প্রবেশ)

ফয়। জহরী বিবি—জহরী বিবি!

জহরা। কি মিয়া?

ফয়। বলি জেগে উঠেছ?

জহরা। কেন বল দেখি?

ফয়। যদি জেগে থাক, তা হ'লে আমার কানটা ধ'রে বার দুই মোলায়েম ক'রে নাড়া দাও ত, নইলে শালার ঘুম আজ কিছুতেই যেন চোখ ছাড়ছে না, আমি এখনও যেন স্বপ্ন দেখছি!

জহরা। আমিও!

ফয়। ও আল্লা! তুমিও।

জহরা। ও দিকে চাচ্ছি, আর একখানা বাড়ী দেখছি!

ফয়। এই যে এবার দেখাচ্চি। এস ত দুজনে কান ধরাধরি ক'রে দেখি শালার বাড়ী কেমন না উড়ে যায়।

জহরা। হাঁ গা, ও কি বল দেখি!

ফয়। স্বপ্ন—আবার কি? শালা স্বপ্ন একেবারে একখানা বাড়ী ভাড়া ক'রে চোখের তারায় ব'সে গেছে। নইলে সন্ধ্যেবেলায় যেখানে ফাঁক, সকালবেলায় সেখানে বাড়ী!

জহরা। ওগো সড়কে গিয়ে একবার ভাল ক'রে খবর নাও!

ফয়। খবর আর নেব কি, শালার চোখই যে খবর দিচ্ছে। যেতে যে ভরসা হচ্ছে না! গেলে আরও কি দেখব! জহরা! এক রাত্রে অট্টালিকা তইরী করে, এমন ধনী কে? আমরা দুজনে কা'ল ওইখানে দাঁড়িয়ে পেশমন বিবিকে তামাসা ক'রে এসেছি! শালার সুর্‌বক্‌স ওইখান থেকেই ফাঁক মেরে চুণিখানা নিয়ে গেছে! আজ সেখানে ও কি?

জহরা। তাই ত গা! এ কি হ'ল? ও বাড়ী আর একদিন চোখের উপর থাকলে যে চোখ দুটো ঝল্‌সে যাবে!

ফয়। এক দিন! আর এক ঘণ্টা থাকলে বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

জহরা। ও গো, এখনি যে বুক কেমন করে গো—সন্ধান নাও গো—সন্ধান নাও। ওগো, ও কি গো?

(গড়াইতে গড়াইতে বকাউল্লার প্রবেশ)

গড়াতে গড়াতে চালকুমড়োর মতন ও কি আসে গো?

ফয়। কে তুই?

বকা। উঁ!

জহরা। কে ও—বোকা?

বকা। হুঁ।

ফয়। বোকা!

বকা। আর কথা কইতে পারি না।

ফয়। ব্যাপার কি রে?

বকা। বোনাই সাহেব, আমাকে বাঁচাও।

জহরা। কি হয়েছে রে—অমন ক'রে গড়াচ্ছিস কেন?

বকা। আমায় ফেলে দিয়েছে।

জহরা। কে ফেলে দিলে রে?

বকা। খিচুড়ী।

জহরা। খিচুড়ী? খিচুড়ী ফেলে দিলে কি?

বকা। হাঁ দিদিমণি—মোগলাই খিচুড়ী। ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে।

ফয়। এমন হাত-পা-ওয়ালা খিচুড়ী কোথায় পেলি?

বকা। ওই সুমুখের বাড়ীতে। শালার খিচুড়ী তূলো হয়ে গলা দিয়ে নামলো, আর যেই পেটে

ঢুকলো, অমনি জগদ্দল পাথর হ'ল। দাঁড়াতে গিয়ে পাষাণ ভাঙতে পারছি না, হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে যাচ্ছি।

ফয়। ওই বাড়ীতে গিয়েছিলি?

বকা। আমায় ধ'রে নিয়ে গেল।

ফয়। কে নিয়ে গেল?

বকা। বাবারাও নিয়ে গেল—বিবিরাও নিয়ে গেল।

উভয়ে। তার পর?

বকা। তার পর মখমলের গালচেয় বসিয়ে সুমুখে সোনার থালে একথাল খিচুড়ী—

উভয়ে। তার পর?

বকা। তার পর আর বড় একটা মনে নেই। সে মোগলাই খিচুড়ী,—মুখে যেমন ঢোকে আর চোখ বুজে আসে। এক গরাস ক'রে খাই, আর মিট মিট ক'রে চাই—দেখি খিচুড়ী আর কমে না। খেতে আরম্ভ করলুম এক তালায়, শেষ করলুম তিন তালায়।

ফয়। সে কি রে?

বকা। এক গরাস ক'রে খাই, আর এক হাত ক'রে উঠি।

ফয়। ওরে শালা, বলিস কি রে?

বকা। ধমকো না বোনাই সাহেব। টৈটুম্বু হয়ে আছে—ধমকানীর চাড়েই পেট ফেটে যাবে।

ফয়। দুর হতভাগা পেটুক!

বকা। হুম—হেউ—এই ফাটে।

জহরা। আস্তে কথা কও না, ধমকাও কেন? —ছোঁড়াটাকে মেরে ফেলবে?—(অনুচ্চ স্বরে) তার পর?

বকা। তার পর এই গড়াগড়ি।

ফয়। খাওয়ালে কে?

বকা। বাবারাও খাওয়ালে—বিবিরাও খাওয়ালে।

ফয়। দূর তোর বাবা-বিবির কাঁথায় আগুন।

বকা। তুমি মনে করেছ, ধমকে আমার পেট থেকে মোগলাই খিচুড়ী বার ক'রে নেবে! আমি দম আটকে ম'রে যাব, তাও ভাল, তবু খিচুড়ী মুখ থেকে বার করব না। দিদি, তুমি আমায় গড়িয়ে দাও ত, আমি ঘরে গিয়ে মুখ টিপে প'ড়ে থাকি।

জহরা। কার বাড়ী, জানতে পারলি নি?

বকা। কি ক'রে জানবো—এক গরাস মুখে দিয়েই চোখ বুজেছিলুম। যখন ভাল ক'রে চোখ চাইলুম, তখন আমি রাস্তায়। চেয়ে দেখি, কুকুর বেটারা পেট শুঁকছে।

ফয়। না, এ শালার কথায় কিছু বোঝা গেল না। জহরা! আমি নিজে খবর নিতে চললুম।

জহরা। নে ওঠ—ঘরে চল্।

বকা। ঠেকো দাও দিদি, নইলে খাড়া হ'তে পারব না।

জহরা। চল্ একটা হজমীগুলি খাইয়ে দিই গে।

বকা। গলার ভেতর গোলা-গুলি ঢোকবার জায়গা নেই, তুমি খেয়ে কি ফুসমন্তরে হজম কর, সেই ফুসমন্তরটা শিখিয়ে দাও।

জহরা। নে চল্—

বকা। আস্তে আস্তে—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অট্টালিকা-সংলগ্ন উদ্যান।

বাঁদীগণ।

(গীত)

সহচরী গাগরী ভ'রে নে জল ভ'রে নে জল!
পিয়াসে লতা যে আছে ব'সে,
চ'লে চল চ'লে চল।
আঁধার রজনী একা ব'সে, মলয় পরশে দুলিছে সে;
আঁখি জলে পরিমলে তিতে অবিরল ধরাতল।
দুখে আঁখি মেলি কাঁদে অলি,
পাখা করে কলকল।

১ম বাঁ। দেখ, দেওয়ান সাহেব ব'লে দিয়েছেন যে, এক জন ওমরাও আজ আমাদের বাড়ী আসবে। তাকে যেন কোনও রকমে খাতির করতে ত্রুটি না হয়।

২য় বাঁ। কখন আসবে?

১ম বাঁ। তার কোনও ঠিক নেই, হয় ত এখনই আসতে পারে, হয় ত সন্ধ্যেতেও আসতে পারে।

২য় বাঁ। হয় ত নাও আসতে পারে।

১ম বাঁ। আসবে নিশ্চয়ই। দেওয়ান সাহেব বলেছেন, সে না এসে থাকতে পারবে না।

৩য় বাঁ। এ বাড়ীতে এখন কত রকমের লোক যাতায়াত করবে। ওমরাও এলে তাকে চিনব কেমন ক'রে?

২য় বাঁ। তাই ত ভাই, চিনব কেমন ক'রে?

১ম বাঁ। ওমরাও চেনা যাবে পোষাকে। আমাদের চেয়ে যে বেশী দামের পোষাক প'রে আসবে, তাকেই বুঝতে হবে ওমরাও।

২য় বাঁ। বেশ ভাই, একটু তার পিত্যেশে দাঁড়িয়েই থাকা যাক্।

(ফয়জুল্লার প্রবেশ)

(বাঁদীগণের গীত)

শুধু আশায় আশায়
সজনি পথ চেয়ে কি থাকা যায়।
মনে করি আসে কে ঘরে,
ভয়ে ভয়ে ঘা দিয়ে সই হৃদি দুয়ারে
মনের মতন হৃদয়-রতন বাঁধন দিতে চায়।
অচেনা পিয়ার বড় হুঁসিয়ার,
নয়ন মুদে দেখে নে লো নয় ত দেখা ভার,
স্বপন ফুলে মধু উথলে পালায়।
আঁচলা ভ'রে পিয়ে নে লো,
কেন প্রাণ যাবে লো পিপাসায়॥

ফয়। উঃ! গণ্ডা গণ্ডা খুবসুরত বাঁদী। হ'ল কি? কে এল? কোথা থেকে এল? এক রাতে বাড়ী ঘর-দোর ফেঁদে কেমন ক'রে এল? ওঃ! প্রাণ গেল—প্রাণ গেল—ব্যাপারটা না বুঝতে পারলে প্রাণ গেল। যদি কোন আমীর বাদ্‌শা হয়, তা হ'লে কতক রইল, কিন্তু যদি পেশমন বিবির হয়, তা হ'লে একেবারে গেল।

১ম বাঁ। ওই রে ভাই, কে এক জন আসছে।

৩য় বাঁ। হাঁ ভাই, এই কি সেই ওমরাও?

১ম বাঁ। ওই! আরে আল্লা, ও কেমন ক'রে হবে? ওর ত ভেড়ুয়ার মতন পোষাক।

৩য় বাঁ। তা হ'লে বোধ হয়, ও কোন বাইজীর বায়না নিতে এসেছে।

ফয়। ওরে বাঁদী!

১ম বাঁ। না রে, এ বেটা ভেড়ুয়াও নয়। এ সহবৎ জানে না। এ বেটা নিশ্চয় কারুর বান্দা।

২য় বাঁ। এর পোষাক আমাদের চেয়েও খারাপ। এ বোধ হয় কোন দুঃখীর বান্দা।

ফয়। বাঁদী ব'লে ডেকেও সাড়া পেলুম না। তা হ'লে এ বেটীরে বেগম না কি? এক একটার গায়ে লাখো টাকার পোষাক। অথচ সবাই ঝাড়ু হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তা হ'লে এদের কি ব'লে ডাকি? না, বরাতে যা থাক্, নীচু হওয়া হচ্ছে না। নীচু হ'লেই ঠকতে হবে। হাতে ঝাড়ু যখন, তখন নিশ্চয়ই বাঁদী। কিন্তু এরা যার বাঁদী, সে মালিক না জানি কত বড় লোক।—খবর না নিলে কিছুতেই প্রাণ বাঁচছে না।—ওরে বাঁদী!

১ম বাঁ। কি রে বান্দা!

ফয়। (সেলাম করিয়া) হাঃ হাঃ—আমি চিনতে পারি নি। চিন্‌তে পারি নি।

১ম বাঁ। (সেলাম করিয়া) আমরাও চিনতে পারি নি, আমরাও চিনতে পারি নি। মিয়া সাহেবের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

২য় বাঁ। মিয়া সাহেবের চোখ দু'টো মিটির মিটির করছে কেন?

৩য় বাঁ। নিশ্বেসটা ফোঁস্ ফোঁস্ করছে কেন?

১ম বাঁ। তাই ত! তা' ত দেখি নি। ওরে সকলে মিলে মিয়াকে বাতাস কর। মিয়াকে দেখে মনে হচ্ছে, রাত্রে মিয়ার বড় তখলিফ হয়েছে। কোন কড়া দুষ্ট মনিব মিয়াকে হরদম খাটিয়েছে।

২য় বাঁ। ঠিক তাই হয়েছে। এ কি আমাদের মনিব যে, খাটুনির নামটি নেই—কাজ কর আর নাই কর, হরদম ফুর্ত্তি কর।

ফয়। তাই ত—বড়ই ঠ'কে গেলুম ত।—এরে বাঁদী!

২য় বাঁ। কি রে বান্দা!

ফয়। কি বললি পাজী বেটী!

১ম বাঁ। আ—রাগ কেন ভাই বান্দা!—বুড়ো বাঁদীর সঙ্গে কি রাত্রে ঝগড়া করেছ?

২য় বাঁ। ও মা, তা বুঝতে পারি নি! আহা! তা হ'লে এস ভাই বুড়ো বান্দা।

৩য় বাঁ। আর তুমি সে বেটীর কাছে যেয়ো না।

১ম বাঁ। আমরা তোমাকে আদর করব—যত্ন করব।

২য় বাঁ। কাছে ব'সে, ঘাড়ে যে ক'গাছি কাঁচাচুল আছে, তুলে দেব।

৩য় বাঁ। পাকা টুকটুকে বুড়ী বাঁদী সাদি দেব।

ফয়। তবে রে বেটীরে, জানিস আমি কে?

(বেলার প্রবেশ)

বেলা। কি, কি, ব্যাপার কি! সকাল বেলায় বাগানে কিসের হাঙ্গাম?

১ম বাঁ। এই বিবি সাহেব, কোথা থেকে একটা বুড়ো বান্দা সকালে বাগানে এসে আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করছে।

বেলা। যা যা, চ'লে যা—বুড়োমানুষ, ওর ওপর কি রাগ করতে আছে?

১ম বাঁ। তাই ত! বুড়োমানুষ—বুড়োমানুষ—নানা দুঃখে খেঁকি হয়েছে। নে, চ'লে আয়। তা হ'লে আসি মিয়া।

[বাঁদীগণের প্রস্থান।

বেলা। আপনি কোথা থেকে আসছেন মিয়াসাহেব?

ফয়। এই নিকট থেকেই আসছি?

বেলা। কারে খুঁজছেন?

ফয়। সে কথা পরে বলছি, আপনি এ বাড়ীর কে?

বেলা। ওরাও যে, আমিও সে।

ফয়। আরে দুর ছাই—এ বেটীরে ভারী ঠকাতে লাগল যে রে।

বেলা। আমি পেশমন বিবির বাঁদী।

ফয়। অ্যাঁ! ও আল্লা! পেশমন! এই ঐশ্বর্য্য পেশমনের। ও আল্লা।

বেলা। মিয়াসাহেব কি হুজরাইনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?

ফয়। (স্বগত) কি ক'রে কি হ'ল, না জানতে পারলে যে প্রাণ গেল! তাই ত, গরীব মনে ক'রে কা'ল যে আমি তার অপমান করেছি। তার ছেলে যদি এ কথা মায়ের মুখে শোনে—ও আল্লা কি করলুম! এক রাত্রে তিনমহল বাড়ী—খুবসুরৎ বাঁদীর কাঁড়ি—কি করলুম, কি করলুম!

বেলা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন মিয়া সাহেব? বাড়ীর ভিতরে আসতে চান আসুন।

ফয়। এর কাছ থেকে কৌশলে কথা বার করতে হচ্ছে—তুমি বাঁদী?

বেলা। হাঁ হুজুর, আমি বাঁদী।

ফয়। তোমার চেহারাখানা তো খুব ভাল!

বেলা। হ'তে পারে। একটা চেহারা নিয়ে দুনিয়ায় আসা, তা ভালই হোক আর মন্দই হোক।

ফয়। এই চেহারায় তুমি বাঁদী। হায় হায় হায়!

বেলা। হায় হায় ক'রে কি করবেন মিয়া। সব নসীবের খেলা। পেশমন বিবি পরশু আমীরণী ছিলেন, কা'ল ফকিরণী হয়েছিলেন, আজ আবার যে আমীর, সেই আমীর।

ফয়। ফকিরণী থেকে পেশমন এক রাত্রে আমীরণী হ'ল! ও আল্লা! এ সব কি ধোঁকার কথা শোনাতে লাগলেন? ঠিক বলেছ—তোমার যে রকম চেহারা, তার ওপরে যে রকম মিষ্টি মিষ্টি কথা, তাতে তুমি বেগম হয়ে গেলে আমি দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, বল দেখি, এ বাড়ীখানা হ'ল কেমন ক'রে?

বেলা। এই ইট-কাঠ, চুণ-সুরকি, মাল-মসলা সব একত্র হ'ল, তার পর মিস্ত্রী এলো, কর্ণিক ঠুকলে, আর হয়ে গেল।

ফয়। আরে না রে ভাই, না—এক রাত্রির ভেতরে কেমন ক'রে হ'ল, তাই জিজ্ঞাসা করছি?

বেলা। তা তোমাকে বলতে যাব কেন?

ফয়। বললে বকসিস্ দেব।

বেলা। কি বকসিস্ দেবে, আগে বল।

ফয়। বাঁদী আছিস, বেগম করে দেব।

বেলা। নবাব কই?

ফয়। এই যে সুমুখে।

বেলা। সে কি, আপনি নবাব?

ফয়। আমি নবাব ফয়জুল্লা খাঁ বাহাদুর।

বেলা। সে আপনি? নবাব সাহেব, সেলাম! আমি দুঃখী বাঁদী, আমাকে কি এত লোভ দেখাতে হয়! আর একটু হ'লে যে সব ব'লে ফেলেছিলুম!

ফয়। ভয় কি বিবি, বলতে ভয় করছ কেন? তুমি কি মনে করছ, আমি তোমাকে মিছে কথা কয়েছি। তোমার মতন বেগমের আমার বিশেষ দরকার পড়েছে। তোমার সঙ্গে দেখা না হ'লে আজই একটা কিনে ফেলতুম। ব'লে ফেল—ব'লে ফেল।

বেলা। দেখুন, মনিবের কথা আপনাকে বললে যখন আপনার ঘরে যাব, তখন আপনিই বা আমাকে বিশ্বাস করবেন কেন?

ফয়। বল কি, এরই মধ্যে মনে মনে আমার ঘরে গিয়ে হাজির হয়েছ?

বেলা। শুধু হাজির, এতক্ষণ জহরা বিবির সঙ্গে কতবার কোস্তার লড়াই লাগিয়ে দিয়েছি।

ফয়। বা, বা! খুব লাগাও—আর বেটীকে, আর ভাইটেকে কোস্তা পেটা ক'রে তাড়িয়ে দাও। তুমি বড় সৌখীন বাঁদী, দেখছি তোমার নজর আছে। তোমাকে আমার কলজেটা জায়গীর দিয়ে দিলুম। নাও, মেহেরবাণী ক'রে এইবারে ব'লে ফেল।

বেলা। দেখুন, এখনও বুঝে বলুন।

ফয়। ও বোঝা হয়ে গেছে, তুমি যেন আমার কলজেতে এতক্ষণ দুপো-দুপি ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছ—আমি বুকের ভেতরে তার দুপ-দুপ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।

বেলা। কি! আমায় তামাসা! আমি কি এত ভারী যে, ছুটোছুটি করলে দুপদুপ আওয়াজ হবে?

ফয়। তোবা, তোবা—ভুলে বলেছি—রুণু রুণু—তুমি পায়চারী করছ, আর বক্ষঃস্থলে রুণু রুণু নূপুরধ্বনি হচ্ছে। এইবারে ব'লে ফেল।

বেলা। চেঁচিয়ে বললে কেউ হয় ত শুনে ফেলবে। কেন না, এ কথা কেবল পেশমন বিবি আর আমি জানি, দুনিয়ার আর কেউ জানে না। ভারী গুহ্য কথা। কানে কানে বলতে ইচ্ছা করি। ওই বাবা—ওই পেশমন বিবি আসছে—আড়ালে আসুন—আড়ালে আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পেশমনের প্রবেশ)

পেশ। সমস্তই প্রহেলিকা—যেন কি এক অপূর্ব্ব রহস্য সমস্ত ঘটনাকে আবৃত ক'রে রেখেছে—চোখের জল ফেলতেও সাহস করছি না। কেঁদে কি দেবতার কার্য্যে বাদী হব?

(ফয়জুল্লার প্রবেশ)

ফয়। ও আল্লা, কি হ'ল! আমার ঘরে ফকির এল, আর ফাঁক মেরে পেশমন বিবি দৌলত পেয়ে গেল! আমার চারে মাছ এসে ঘাই মারলে, আর সে মাছ এক জনের খালি বঁড়শীতে কানকোয় গেঁথে উঠে পড়লো! হা আল্লা, কি হ'ল! হা জহরী, কি করলি! বাড়ীতে যাব আর পেটকো বেটীকে লাথি মেরে বাড়ী থেকে বার ক'রে দেব। এক কাঁড়ি বাসি পোলাও, সকাল বেলায় ভাই-বোনে গাঁই গাঁই গিললে, তার এক মুঠো ফকরে বেটাকে দিলে কি এই সর্ব্বনাশটা হয়! হা নসীব! কি করলি—আমাকে দৌলত দিতে এসে পেশমনকে দিয়ে ফেললি!

পেশ। কে তুমি?

ফয়। তাই ত, ঠিকই ত, পেশমনই ত। ছুঁড়ীটে তা হ'লে ত সত্যিই কয়েছে। তবু বিশ্বাস নেই, একবার একে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি, ব্যাপারটা কি।

পেশ। কে ও, ফয়জুল্লা মিয়া!

ফয়। চিনতে পেরেছ পেশমন বিবি?

পেশ। তুমি কি বহুক্ষণ এসেছ মিয়াসাহেব?

ফয়। থাক্, আর সে আসা-আসির কথায় কাজ নেই। এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, তুমি তার ঠিক উত্তর দেবে?

পেশ। কি বলবে বল—দেবার হ'লে কেন দেব না?

ফয়। জানি, তোমরা মিথ্যা কও না।

পেশ। সত্য বলতে প্রাণপণে চেষ্টা করি।

ফয়। বিবিসাহেব! কা'ল তুমি আমার বাড়ীতে গিয়ে বলেছিলে, তোমার কিছু নেই।

পেশ। সত্যই বলেছিলুম মিয়াসাহেব।

ফয়। তা হ'লে এ সব কাণ্ড-কারখানা কি ক'রে হ'ল?

পেশ। এ সমস্ত যা দেখছ, এ সমস্তই এক ফকিরের কৃপায়। তিনি দয়া ক'রে কা'ল আমার ঘরে অতিথি হয়েছিলেন। আমি যথাসাধ্য শাকান্ন দিয়ে তাঁর সেবা করেছিলুম। তিনি যাবার সময় দয়া ক'রে আমার এই অবস্থা ক'রে দিয়ে গেছেন।

ফয়। উঃ! হাতে কামড়াতে ইচ্ছে করছে। এ ফকির আগে আমার ঘরে এসেছিল, তা জান বিবি সাহেব! কিন্তু দৌলত আমার না হয়ে হ'ল তোমার।

পেশ। তাতে আমার অপরাধ কি?

ফয়। জহরাবিবি তাকে তোমার ঘরে পাঠিয়ে না দিলে ত তোমার এ অবস্থা হ'ত না!

পেশ। না, তা হ'ত না!

ফয়। হ'ত না, কেমন? তা হ'লে তোমার এ দৌলত পাওয়ায় জহরাবিবির যত কারদানী, তার সিকি কারদানীও তোমার নয়।

পেশ। তা ঠিক। ধরতে গেলে এ এক রকম জহরা বিবির দান।

ফয়। হাঃ হাঃ হাঃ! কেমন—কথা ঠিক বলেছি ত? তা হ'লে দেখ, তুমি ধার্ম্মিক লোক, তার ওপরে তোমার বুদ্ধি আছে—ধর্ম্মতঃ বলতে গেলে এ দৌলতে জহরারও ভাগ আছে।

পেশ। তোমার মনের কথা কি?

ফয়। হা! হা! তুমি বুদ্ধিমতী—তোমাকে কি চোখে আঙ্গুল দিয়ে বোঝাতে হবে?

পেশ। তুমি কি এ দৌলতের ভাগ চাও?

ফয়। ভাগ কি আর আমি চাই—ন্যায্য পাওনা—ন্যায্য পাওনা।

পেশ। বেশ, কি নিলে সন্তুষ্ট হও বল।

ফয়। বটে—বটে—তা হ'লে—তা হ'লে—

(বেলার প্রবেশ)

বেলা। (পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) কর কি—কর কি হুজুর—ঠক্‌লে—ঠক্‌লে—

ফয়। অ্যাঁ—অ্যাঁ! র'স—র'স—

পেশ। ভাগই বা কেন মিয়া সাহেব—সমস্ত নিতে চাও, তোমাকে দিতে পারি।

ফয়। অ্যাঁ—বল কি! সমস্ত—দিতে পার—বল কি!

বেলা। হুঁ হুঁ নিও না—ঠক্‌লে—ঠক্‌লে—

ফয়। তাই ত! কি করি—ও বাবা, কি করি—নিয়ে ঠকে যাব!

বেলা। শাক খাইয়ে যদি এই দৌলত হয়, তা হ'লে ফকিরকে পোলাও খাওয়াতে পারলে কত দৌলত পাবে, তা কি বুঝতে পেরেছ? এটা নিলে আর সেটা পাবে না।

ফয়। উঃ! ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ—আচ্ছা থাক, তোমার দৌলত নেওয়া না নেওয়া পরে বিবেচনা করব। এখন বল দেখি, ফকিরের কাছে কি আর দৌলত পাওয়া যায়?

পেশ। তিনি ইচ্ছা করলে এর শতগুণ দৌলত আপনাকে দিতে পারেন।

ফয়। পারেন?

পেশ। এ ত অতি তুচ্ছ সামগ্রী—ইচ্ছা করলে তিনি আপনাকে দুনিয়ার মালিক ক'রে দিতে পারেন।

ফয়। তা হ'তে পারে। কিন্তু তিনি কি ইচ্ছা করবেন?

পেশ। তিনি দয়ার সাগর। জোর ক'রে ধরতে পারলেই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

ফয়। ফকির কোথায় আছে?

বেলা। সে আমি জানি—আমি জানি।

ফয়। বেশ বিবি—বেশ—আমি ঘুরে আসি।

পেশ। বেশ—এস।

ফয়। আমি এখনও ঠিক করি নি—তোমার দৌলত নেব কি না নেব—বুঝেছ বিবি—বুঝেছ?

পেশ। বুঝেছি—আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু মিয়া, যদি ফকিরের অনুগ্রহ লাভ ক'রেও তুমি কিছু করতে না পার, তা হ'লে তোমাকে কিছু দেব না। তা হ'লে বুঝব, তোমাকে দৌলত দেওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়। এখন আমি চললুম মিয়া সাহেব।

ফয়। অ্যাঁ—তা হ'লে আবার গোলমাল হ'ল যে! যদি অনুগ্রহ না পাই?

বেলা। গোলমাল কিছু নয়—অনুগ্রহ পাবে নবাব সাহেব, তাতে সন্দেহ নেই।

ফয়। দেখ—এখনও বুঝে দেখ—হাতে পাওয়া ধন।

বেলা। সে আপনি বুঝুন—আমি আপনাকে দুনিয়ার মালিক দেখতে ইচ্ছা করি।

ফয়। অ্যাঁ! তোমার এত ভালবাসা!

বেলা। পেশমন বিবির দান দেওয়া ধনে আপনাকে ধনী দেখতে ইচ্ছা করি না।

ফয়। ঠিক বলেছ—মেরিজান—ঠিক বলেছ—ওঃ! তুমি কোথায় আমার জন্যে লুকিয়ে ছিলে বিবি—চল—চল—

(গীত)

বেলা। তোমায় যে দেখেছে, সেই মজেছে,
আমি শুধু ছিলেম বাকী;
মনে মনে খিল লেগেছে,
বুড়ো মিয়া বুঝছ তা কি?
যদি না বুঝে থাক,
আড় নয়নে চেয়ে দেখ,
প্রেমটা তোমার জেওল আটা
জড়িয়ে গেল প্রাণ-পাখী॥

তৃতীয় দৃশ্য

দ্বীপস্থ গহ্বর।

মেহেরা ও মুরাদ।

মুরাদ। উত্তাল তরঙ্গসমাকুল হ্রদ-মধ্যে এই প্রাণিশূন্য দ্বীপ—মেহেরা, দেখে আমিই যে ভীত হচ্ছি। কিন্তু মেহেরা! নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, অনাঘ্রাত কুসুম-সদৃশ পবিত্র সৌরভময়ী আমীরনন্দিনি! তুমি কি প্রাণে মুখের হাসি অচঞ্চল রেখেছ, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

মেহেরা। জীবনপথের প্রান্তে এসেছি।—আমি যেখানে রয়েছি, সংসার সেখান থেকে কত দূর—মধ্যে মমতালেশশূন্য হ্রদের কোলাহলময়ী তরঙ্গমালা। সংসারের ছায়াময় ছবি আমার চক্ষে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে গেল। আমি এখন কত দূরে—সংসারের স্নেহ-মমতা আমা হ'তে এখন কত দূরে! পিতা-মাতার ব্যাকুল শ্রবণ আর আমার দুঃখের বাণী শুনতে পাবে না। তখন মিছে দুঃখ ক'রে প্রকৃতির কাছে কেন লজ্জিত হব খোদাবন্দ! অগ্রসর হও—গভীর গহ্বরে আমাকে নিক্ষেপ কর।

মুরাদ। তাই ত—কি করলুম মেহেরা! পূর্ব্ব-কথা যে ক্রমে আমার স্বপ্ন ব'লে বোধ হচ্ছে! স্বপ্নের মর্য্যাদা রক্ষা করতে, আমার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব তোমাকে স্বহস্তে গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করব।

মেহেরা। চঞ্চল হবেন না প্রভু, বিলম্ব করবেন না, আমাকে নিক্ষেপ করুন।

মুরাদ। কি অনন্ত গভীরতাময় গহ্বর—গর্ভে তার অনন্ত অনলরাশি—কি অপরাধে তোমাকে আমি তার ভিতরে নিক্ষেপ করব!

মেহেরা। দোহাই প্রভু! বিচলিত হও না। জানি না, কি উদ্দেশ্যে আমাকে বিসর্জ্জন দিচ্ছ—জানবার অভিলাষ পর্য্যন্ত করি নি। পথের সহচর। অতি অল্পমাত্র সময়ের মধ্যে আমার মনের সকল দুঃখ দূর হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে আসতে তোমার মধুর নীরবতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। বুঝেছি, সারা পথ তুমি অদৃষ্টের অত্যাচারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এসেছ। মধ্যে মধ্যে যখন স্নিগ্ধনয়নে আমার পানে চেয়েছ, আমি তাতে তোমার গভীর প্রেমের কত মধুর ভাষা পাঠ করেছি। আমি প্রেমের ভিখারিণী সত্য—কিন্তু প্রেমের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা তোমার ক্ষণকালের সঙ্গে মিটে গেছে।

মুরাদ। হৃদয়ের ঈশ্বরী ব'লে তোমায় গ্রহণ করলুম, অথচ তোমাকে হৃদয় খুলে দেখাতে পারলুম না। পিশাচের অধিক নিষ্ঠুরতা দেখাচ্ছি, কিন্তু কেন দেখাচ্ছি, বল্‌তে পারলুম না। এ যে বড় যন্ত্রণা মেহেরা!

মেহেরা। কিছু প্রয়োজন নেই—স্নেহময়, প্রেমময় স্বামী, আমাকে নিরাশ ক'র না—তোমার অপূর্ব্ব মনুষ্যত্ব দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। সে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিও না। আমাকে নিক্ষেপ করতে এসেছ—নিক্ষেপ কর। প্রভু! দুনিয়ার ওপর সমস্ত অভিমান আমি বিসর্জ্জন দিচ্ছি, আমি আনন্দে আত্মসমর্পণ করছি।

মুরাদ। তবে এস হৃদয়েশ্বরি—ধরণীর বহিরাবরণ এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমাকে মমতা দেখালে না। হে ধরিত্রি! যদি তোমার অন্তরে মমতা লুকান থাকে—তা হ'লে আমার হৃদয়-সর্ব্বস্বকে সেখানে স্থান দাও। প্রাণের মেহেরাকে তোমার মমতার আবরণে লুকিয়ে রাখ।

মেহেরা। গহ্বরের ভিতরে আকুল বাহু-বিস্তারে কে যেন আমাকে কোলে করতে চাচ্ছে—হে ঈশ্বর! আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রভুর অশুভ, সমস্ত অশান্তি জন্মের মত কবরস্থ কর।

মুরাদ। দাঁড়াও মেহেরা, দাঁড়াও—মধ্যপথে যদি আমার জন্য অপেক্ষা করবার স্থান থাকে, তা হ'লে মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াও। পিতা! পিতা! তোমার ছায়ামূর্ত্তি যদি সত্য হয়, আমার কর্ণে ধ্বনিত তোমার করুণ বাণী যদি সত্য হয়, তা হ'লে তুমি এই মুহূর্ত্তেই মুক্ত। সুতরাং আমার কার্য্য শেষ হয়েছে। তবে দাঁড়া মেহেরা, দাঁড়া—আমি তোর কাছে গিয়ে প্রাণের সকল জ্বালার অবসান করি। (পতনোদ্যোগ)

(পশ্চাৎ হইতে ফকিরের প্রবেশ
ও মুরাদের হস্ত ধারণ)

ফকির। কর কি আত্মহারা যুবক, আত্মহত্যা কর কেন? পিতাকে মুক্ত করেছ, তাতে কার লাভ? পিতা পুত্রস্নেহে বন্দী হয়ে গৃহমধ্যে আবদ্ধ—তোমার আত্মত্যাগে তার মুক্তি নয়, মুক্তি

তোমার ভোগে। ঘরে যাও—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যভোগে তোমার স্নেহময় পিতার তর্পণ কর।

মুরাদ। দোহাই প্রভু! বাধা দিও না।

ফকির। কোথায় যাবে? এ ভোগীর প্রবেশ-স্থান নয়, ত্যাগীর স্থান। এই দেখ, চক্ষের নিমেষে এই দৃশ্য কি গভীর অন্ধকারে অন্তর্হিত হ'ল—এস, হাত ধর—নইলে পথ চিনতে পারবে না—এ স্থান থেকে বহির্গত হ'তে পারবে না।

মুরাদ। হা ঈশ্বর! কি করলে!

চতুর্থ দৃশ্য

মরুভূমি।

বেলা ও ফয়জুল্লা।

ফয়। এই কাছে কাছে ক'রে ক'রে যে এক দেশে এনে ফেললে! সহর ছাড়িয়ে, লোকালয় ছাড়িয়ে, বড় বড় ডাঙ্গা ডিঙ্গিয়ে এ কোথায় আমাকে এনে ফেললে বিবি!

বেলা। কেন, তুমি কি এমনিই কচি খোকা যে, পথ চিনে যেতে পারবে না?

ফয়। চড়চড়ে রৌদ্দুর উঠে যে মাথার চাঁদী ফাটিয়ে দিতে লাগল।

বেলা। দুনিয়ার মালিক হ'তে চাচ্ছ, একটুও কষ্ট সহ্য করতে পারবে না?

ফয়। মালিক কি হ'তে পাব?

বেলা। তুমি মালিক হ'লে আমিও ত মালিকানী হব! সেই জন্যেই ত এত কষ্ট ক'রে এতদূর আসছি। তোমার এই ছেঁচকি-পোড়া শরীরে যদি এতই কষ্ট হয়, তা হ'লে আমার এই ফুলের মতন শরীরে কি কষ্ট হচ্ছে না?

ফয়। আহা হা—রাগ ক'র না—রাগ ক'র না।

বেলা। কষ্ট সইতে না পার, ফিরে যেতে পার। পেশমন বিবি ত তোমাকে বিষয়ের ভাগ দিতে চেয়েছে।

ফয়। আর তুমি?

বেলা। আমি আর কি করব—দুনিয়ার মালিকানীর লোভে তোমার সঙ্গে আসছিলুম, তুমি যখন তা চাও না, তখন ফকিরণী হয়ে যেখানে দুচোখ যায়, চ'লে যাই।

ফয়। আহা হা—রাগ ক'র না, চল, কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে—চল।

বেলা। আর যেতে হবে না। ওই ফকির-সাহেব আসছেন।

ফয়। তাই ত—তাই ত! বিবি—বিবি—আমার বুকটো যে ধড় ধড় করতে লাগল!

বেলা। নাও, এইবারে তোমার অদৃষ্ট-পরীক্ষা। যাও, এগিয়ে যাও—আর দাঁড়িও না। আমি একটু তফাতে থাকি।

ফয়। তুমি আমাকে ফেলে যেও না।

বেলা। তুমি আমাকে ফেলে যেও না। দুনিয়ার মালিক হ'লে, তুমি কি আর আমাকে মনে রাখবে?

ফয়। কলুজে—কলুজে ভেঙ্গে যদি তাতে লুকুতে পারতুম, তা হ'লে এখনি তোমাকে কলুজের ভেতরে পূরে রাখতুম।

বেলা। বেশ, এখনি ত বোঝা যাবে—এখনি ত জানতে পারব, তুমি আমায় কত ভালবাস।

[প্রস্থান।

ফয়। স'রে গেছে, ভালই হয়েছে। কাছে থাক্‌লে যদি পাওনায় ভাগ বসাতে চায়—যাক্‌, আপনি আপনি স'রে গেছে, ভালই হয়েছে।

(ফকিরের প্রবেশ)

আসুন, আসুন, সেলাম—সেলাম।

ফকির। কে তুমি?

ফয়। আজ্ঞে, আজ্ঞে—কি আর বলব—কি আর বলব—বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে। আমি ঘরে ছিলুম না—স্ত্রীটের মাথাটা খারাপ হয়েছিল। বুঝতে পারে নি—বুঝতে পারেনি—কি বল্‌তে কি বলেছে—

ফকির। ও! তোমাদের ঘরে বুঝি কা'ল অতিথি হ'তে গিয়েছিলুম?

ফয়। বুঝতে পারে নি—পাঁচটা বাজে ফকির এসে জ্বালাতন করে, বুঝতে পারে নি। চ'লে আসুন—গোলামের ঘর পবিত্র করুন।

ফকির। আর ত ক্ষুধা নেই, কি করতে যাব মিয়া?

ফয়। রাগ করবেন না—ফকির মানুষ, সিদ্ধি পুরুষ—অবলার ওপর রাগ করবেন না।

ফকির। আমার যে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়ে গেছে মিয়া।

ফয়। না, না, ও কথা বলবেন না। শাক খেয়ে, গাছের পাতা খেয়ে—আর বলবেন না। শুনে বড় কষ্ট—প্রাণ ফেটে যাচ্চে—জহরা পোলাওয়ের জল চাপিয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছে। চ'লে আসুন—কালিয়া টগবগ করছে। কোপ্তা শোঁ শোঁ করছে—দেরী করবেন না, চ'লে আসুন।

ফকির। লোভ দেখালে কি হবে মিয়া—পেশমন বিবির ভক্তিদত্ত শাকান্নে আমার উদর পূর্ণ হয়ে গেছে।

ফয়। দোহাই, ও কথা বলতে দেব না—আমার ঘরের পোলাও আপনাকে খেতেই হবে।

ফকির। আমি তোমার মনের অভিপ্রায় বুঝেছি—

ফয়। হাঁ হাঁ—আপনি সিদ্ধি পুরুষ—ভেলকী জানেন—দুটো শাক খেয়ে তেতালা বাড়ী ক'রে দিয়েছেন। আপনি মনের কথা বুঝবেন না ত বুঝবে কে? আমার পরিবার আপনাকে পেশমন বিবির ঘর দেখিয়ে দিয়েছিল, এটা ত আপনাকে স্বীকার করতে হবে।

ফকির। হাঁ, তোমার পরিবারই নিমিত্ত দাঁড়িয়েছিল বই কি।

ফয়। কেমন! আপনি সিদ্ধি পুরুষ—ভেলকী জানেন—আপনাকে কি আর বেশী ক'রে বলতে হবে। ওদের ঘর না দেখালে ত আপনার খাওয়া হ'ত না।

ফকির। হাঁ—আশু ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'ত না।

ফয়। কুঁতিয়ে বলবেন না—কুঁতিয়ে বলবেন না—তা না হ'লে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যেত!

ফকির। অসম্ভব কি! অন্নগত প্রাণ—যাবার আশঙ্কা ছিল বই কি।

ফয়। কেমন? তা' হলে স্বীকার করুন, জহরা বিবির জন্যেই আপনার প্রাণটা বেঁচেছে। দুটো শাক সবাই দিতে পারে, কিন্তু দরকারের সময় দেখায় কে!

ফকির। বেশ ত তোমার অভিপ্রায় কি বল।

ফয়। অভিপ্রায় কি! সিদ্ধি পুরুষ সব জানেন—জেনে হ্যাকা—বুঝে বোকা—আর কেন ধোঁকা—

ফকির। পেশমন বিবির ঐশ্বর্য্য পাওয়া দেখে তোমারও দেখছি তাই পাবার অভিলাষ হয়েছে।

ফয়। হাঁ হাঁ—আপনি যখন ভেলকী জানেন, তখন কি না জানেন।

ফকির। বেশ, তোমার কি প্রার্থনা বল।

ফয়। আমি বলব কি—জহরা বিবি ওদের বাড়ী না দেখালে যখন মরেই যেতেন, তখন আমি বলব কি? আপনি যখন ভেলকী জানেন, তখন আমি বলব কি? আপনি সিদ্ধি লোক, কয়লার মুঠোয় টাকা করেন, জহরা বিবির কি প্রাপ্য, সেটা কি আপনি বুঝতে পারেন না?

ফকির। বেশ, তোমার বাসনা কি বল, আমি পূর্ণ করছি।

ফয়। ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারেন?

ফকির। পারি বই কি।

ফয়। যা চাইব, তাই পাব?

ফকির। প্রতিশ্রুত হচ্ছি—যা প্রার্থনা করবে, তাই পূর্ণ করবো। দেবার ইচ্ছা হয়েছে, ফয়জুল্লা, কি প্রার্থনা করবে কর।

ফয়। যদি দুনিয়ার মালিকানী চাই?

ফকির। বেশ, তাই দেব।

ফয়। (স্বগতঃ) ও বাবা, তা হ'লে ত বড় ফ্যাকড়ায় ফেললে। র'স ফকির সাহেব, তা হলে একটু ভাবি।

ফকির। বেশ, ভাব।

ফয়। (স্বগত) তাই ত, কি নেব! দুনিয়ার মালিকানী চাইব, না ধন-দৌলত চাইব? যা চাইব, তাই পাব। কিন্তু কোন্‌টা নিই? যা থাকে বরাতে আল্লা ব'লে ওইটাই চেয়ে ফেলি। মাথায় তাজ, গায়ে সাঁচ্চা পোষাক—হাতে পায়ে ঘাড়ে পিঠে হর রকমের জহরত। গলায় জগমতি ঘণ্টা—অন্দরে হাজার বেগম—যাক্ বাবা, আর এটা ওটায় কাজ নেই, বাদশাগিরিই নিই। কিন্তু বাদশাগিরি যে দেবে, তা ও কোথা থেকে দেবে? ফকির ত আর দুনিয়াটা ট্যাঁকে ক'রে আনে নি যে, যেমন চাইলুম, অমনি ঝনাৎ ক'রে ট্যাঁক থেকে ফেলে দেবে, আর আমিও অমনি কুড়িয়ে নিয়ে তার ওপর চেপে বসব! এক জনের সিংহাসন কেড়ে নিয়ে তবে ত আমাকে বসাবে! সে শালার বাদশা রাগে খেঁকি হয়ে থাকবে। তার ওপর হয় ত সে লড়ায়ে বাদশা। তাগে তাগে খেঁচ

ক'রে পেটে ছোরা বসিয়ে দেবে। বস্, একেবারে সব ফাঁক। কাজ নেই বাবা, দৌলতই নিই। ওতে আর ঝঞ্ঝাট নেই!

ফকির। কি—কিছু ঠিক করলে?

ফয়। এই যে হয়ে এল—হয়ে এল। একটু সবুর—রগ ঘেঁসে এসেছি।

ফকির। আচ্ছা।

ফয়। ধন-দৌলত—ফয়জুল্লা মিয়া, তাই নাও। যত পার, তত নাও—বস্তা বস্তা হীরে নাও, চুণি নাও, পান্না নাও—মাণিক-মুক্তো—টাকা-মোহর—দেল ভরপূর। দৌলতের ওপর চেপে গ্যাঁট হয়ে ব'সে থাক। দুনিয়ার সব শালা—মায় নবাব বাদশা পর্য্যন্ত খোসামোদ করবে। বস্, বাদশাগিরি কাজ নেই। মিনি ঝঞ্ঝাটে স্ফূর্ত্তি ক'রে দিন কাটিয়ে দাও। ফয়জুল্লা মিয়া, বিষয় নাও। কিন্তু বিষয় যে নেব, তা কি আন্দাজ নেব? ধন যদি নিতেই হয়, তা হ'লে পেশমন বিবির চেয়ে ত বেশী হওয়া চাই? কিন্তু সে কি পেয়েছে, তা কেমন ক'রে জানব? এ বেটা তার বাড়ী পেট ঠেসে খেয়েছে, আর আমার বাড়ী খেয়েছে তাড়া। কাজেই ও যে তার চেয়ে অধিক ধন আমাকে দেবে, এ ত কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

ফকির। কি—আর—কতক্ষণ?

ফয়। সর্ব্বনাশ করলে, এ যে কিছুই ঠিক করতে পারছি না।

ফকির। এত কি চিন্তা করছ?

ফয়। হ'ল—হ'ল—ও বেটা "ইচ্ছে" আয় না। ও বেটা "ইচ্ছে" শীগ্‌গির শীগ্‌গির আয় না। সর্ব্বনাশ করলে, কিছুই ঠিক করতে পারছি না যে! বাদশাগিরি না দৌলতদারি? এটা না ওটা—ওটা না সেটা? যা বাবা, সব গুলিয়ে গেল।

ফকির। আমি আর দেরী করতে পারি না। যা হোক একটা ঠিক কর।

ফয়। আরে ম'ল, ধমকায় যে! সর্ব্বনাশ হ'ল! গেল, গেল, গেল, গেল। (ইঙ্গিতাভিনয়) এটা? না, হ'ল না! ওটা? না, তাও হ'ল না। সেটা? ও বাবা, তাও হয় না যে। এযে মাথা ক্রমে গুলিয়ে আসছে।

ফকির। কি চাও বল!

ফয়। বলছি—বলছি—দোহাই মিয়া—মেহেরবাণী ক'রে আর একটু সবুর কর, বলছি। আচ্ছা, পেশমনকে কত ধন দিয়েছ?

ফকির। তা বল্‌ব না।

ফয়। ও বাবা, তা হ'লে কি হবে! আমি যদি চারতালা বাড়ী করি, পেশমন করবে পাঁচতালা! আমি ছয়, ত সে বেটী সাত। ও বাবা! করি কি! আচ্ছা ফকির, বাদশাগিরিতে কোনও হাঙ্গাম হুজ্জুত নেই ত?

ফকির। তা কি ক'রে বলব? রূপ চাও, রূপ দেব। যৌবন চাও, যৌবন দেব। জগতের ভেতর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী চাও, সুন্দরী দেব। ধন চাও, তাই দেব। রাজা হ'তে চাও, রাজা করব। স্বাস্থ্য চাও, তাই নাও। ধর্ম্ম চাও, তাও তোমাকে দিতে প্রস্তুত আছি। অন্য কিছু জানতে চেও না।

ফয়। ও বাবা! এ যে বিষম বিপদে ফেললে। এক শালা ভোগ করবে দুনিয়ার সব সেরা সুন্দরী আর রাজা হয়ে আমার বরাতে জুটবে কি না জহুরী। এ-ও কি প্রাণে সহ্য হয়, মার ঝাড়ু রাজা-গিরির মাথায়। আর যৌবনই যদি না ফিরে এল, তা হ'লে বাদশাগিরিতেই বা কি হবে! না বাবা, মীমাংসা ত হ'ল না। রূপ! ও বাবা! আবার একটা মজার জিনিসই যে প'ড়ে রয়েছে—আর শরীর, তাই বা ছাড়ি কেমন ক'রে! রোগে বিছানায় আড় হয়েই যদি প'ড়ে রইলুম ত ধন-দৌলত দুনিয়া নিয়ে কি করব। ধর্ম্ম? ও আমি ঠিক ক'রে নেব—ওর জন্য ভাবিনি। কিন্তু এ কটার কোনওটারও ত লোভ ছাড়তে পারছি না। ও আল্লা! উপায় ব'লে দে না—করি কি? পেয়েও যায় যে।

ফকির। ফয়জুল্লা মিয়া—আর আমি দাঁড়াতে পারি না।

ফয়। তাই ত, কি হ'ল—ও বাবা, কি হ'ল!—আচ্ছা ফকির, গোটা দুই 'ইচ্ছে' আমার কাছে রেখে যাও না।

ফকির। তা হ'লে কি হবে?

ফয়। অবসরমত ভেবে চিন্তে তোমার নাম ক'রে পূরণ ক'রে নেব।

ফকির। তা দিতে পারি, কিন্তু মিয়া, তোমার ত সদিচ্ছা আস্‌বে না!

ফয়। আচ্ছা, সে না আসে, তোমার কোনও দায় নেই। দিয়ে দাও বাবা, গোটা দুই 'ইচ্ছে' আমাকে দিয়ে দাও।

ফকির। বেশ, আমি বর দিলুম,—তোমার দু'টি ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

ফয়। অ্যাঁ দুটি—দুটি—দুটি বই নয়! লোকে যেমন দু'টো দশটা বলে, আমিও তাই বল্‌ছি। অন্তর্য্যামী হয়ে এটা বুঝতে পারলে না!

ফকির। অসন্তুষ্ট! আর আকাঙ্ক্ষা করলে বিপন্ন হবে। যাও, আর প্রার্থনা ক'র না।

[প্রস্থান।

ফয়। তবে যাও, কাজ ত মেরে দিয়েছি! ও! কি মজা! এইবারে শালা-শালীকে দেখে নেব। এমনি ইচ্ছে করব—উঃ! সে একেবারে আদৎ ইচ্ছে—না—থাক্—এখানে আর নয়—আগে বাড়ী যাই—তার পর—মোদ্দাৎ ও যে ব'লে গেল, পরখ ক'রে নেওয়া হ'ল না ত। বেটার ফকির ঠকিয়ে গেল না ত? তাই ত—তাই ত! ও ফকির—ও ফকির! না, বেটা সরেছে দেখছি। ঠকালে—সত্যি? রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে, পেটও জ্বলছে—কি করি, ফকিরের পিছু ছুটি, না বাড়ী ফিরি?

(বেলার প্রবেশ)

বেলা। তুমি নিতে দেরী করছ দেখে আমার প্রাণটায় বড়ই ভয় হচ্ছিল—মনে করলুম, বুঝি তুমি পেয়েও পেলে না।

ফয়। উঁহু! কথা কওয়া হবে না—কি জানি—ইচ্ছে—যদি পূরে যায়, তা হ'লে—কাজ নেই বাবা—ইচ্ছে পূরলে অমন কত বাঁদী জুটে যাবে।

বেলা। তার পর নবাব সাহেব, কি পেলে, আমায় বল।

ফয়। যাও—যাও।

বেলা। এ কি, এরই মধ্যে যাও—এ কি নবাব, তুমি দুনিয়ার মালিক হ'লে আমাকে যে বেগম করবে ব'লে আশা দিয়েছ। আমি যে তোমার আশায় কোমর বেঁধে তেপান্তর মাঠে রদ্দুর খাচ্চি।

ফয়। খাচ্চিস্ খাচ্চিস্, তাতে আমার কি? আমিও কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেঠাই খাচ্চি! যা—যা, কেন না খেয়ে মাঠের মাঝে মরবি, এই বেলা ঘরে যা।

বেলা। বটে! আমি তোমাকে ডেকে এনে ঐশ্বর্য্য দিলুম, আর তুমি ঐশ্বর্য্য পেয়েই আমাকে ঠেলে ফেল্‌তে চাচ্ছ?

ফয়। খুব করছি—হাঁ ক'রে দেখছ কি? এবারে আমার এমন দিন আসছে, যে দিন তোর মতন বাঁদী হাজার হাজার আমার আনাচে কানাচে—প্যাঁ প্যাঁ ক'রে কেঁদে বেড়াবে।

বেলা। হাঁ গা, কি পেয়েছ?

ফয়। তা তোকে বল্‌ব কেন?

বেলা। শুধু শোনবার সুখে সুখী হব, তাও হ'তে দেবে না? বল না, কি পেয়েছ, শুনে খুসী হয়ে চ'লে যাই।

ফয়। যা—যা—

বেলা। দেখ, এখনও বুঝে দেখ—

ফয়। আমি বুঝেছি—এই সোজাপথ আছে, চ'লে যা।

বেলা। ভাল, তুমি যখন আমাকে সঙ্গে রাখতে একেবারেই নারাজ, তখন চল্‌লুম।

[প্রস্থান।

ফয়। শয়তানী, তুমি একটুখানি সঙ্গে এসে আমার দুনিয়ার বকরা নিতে এসেছ—বেরোও, বেরোও। যে যেখানে ভাগ বসাবার লোক আছে—বেরোও। আমি একা দুনিয়ার দৌলত ভোগ করব—কাউকেও বকরা দিচ্ছি না—

(মুরবক্‌সের প্রবেশ)

মুর। এই যে, শালার শয়তান, ভারী উল্লাস লাগিয়েছে দেখছি যে। দয়াময় ফকিরের কাছে ইচ্ছা পূরণের বর নিয়েছে। কিন্তু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'লে মঙ্গলময়ের ইচ্ছার যে বিপরীত কার্য্য হয়। দোহাই ঈশ্বর, তুমিই এই বিষম সমস্যার মীমাংসা কর। যাই হোক, আড়ালে আড়ালে থেকে মিয়ার অবস্থাটা ভাল ক'রে দেখতে হচ্ছে। দয়াময় কি এমনই করবেন যে, একটা স্বার্থপর পরশ্রীকাতর বদ্‌মায়েসের জন্য দুনিয়াটা দরিয়ায় ডুবিয়ে দিবেন।

[প্রস্থান।

ফয়। হা হা হা—জহর্, আমার ইচ্ছে—তেপান্তর মাঠে রোদ্দুরে মাথার চাঁদি ফাটছে, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, ক্ষিদেয় নাড়ী চোঁ চোঁ করছে—যা ইচ্ছে করি, তাই পাই—কিন্তু বাবা, আমার ইচ্ছে—উঃ!—সে একটা ইচ্ছে—

(জনৈক খঞ্জের প্রবেশ)

খঞ্জ। (খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে) দাতা বাবা, খোঁড়াকে কিছু খেতে দাও বাবা !

ফয়। কেন বাবা, মাঠের মাঝখানে খাওয়া কি প'ড়ে আছে বাবা !

খঞ্জ। তুমি বড় লোক হুজুর, ইচ্ছে করলেই দিতে পার—দাও, বাবা—দোহাই বাবা—খোঁড়াকে দয়া কর বাবা !

ফয়। (খোঁড়াইয়া) এমন ইচ্ছে করব কেন বাবা ?

খঞ্জ। ও কি বাবা, তামাসা কর কেন বাবা ! গরীব দেখে দয়া কর্‌তে হয়, তাকে তামাসা ক'রে কি খোঁড়াতে আছে বাবা !

ফয়। তোর কি রে শালা ! খোঁড়াব আমার ইচ্ছে।

খঞ্জ। তবে খোঁড়াও বাবা—জন্ম জন্ম খোঁড়াও বাবা।

[প্রস্থান।

ফয়। কি বললি রে শালা ! (পতন)—অ্যাঁ—এ কি হ'ল—পা সোজা হয় না কেন ? ও রে শালার পা, কি করলি ! অ্যাঁ—এ কি হ'ল ! এ কি হ'ল, ও আল্লা !

(মুরবক্‌সের প্রবেশ)

মুর। কেমন শয়তান ! খোঁড়াতে ইচ্ছা কর ?

ফয়। ওরে শালার পা—ছাড় না—ও আল্লা —এ কি কর্‌লুম—ইচ্ছে ক'রে আমি কি হ'লুম !

মুর। শয়তান ! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'লে কি আর দুনিয়ায় মানুষ থাকত ? করুণাময় তোমাকে দুনিয়ার মালিক পর্য্যন্ত ক'রে দিতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধির দোষে সে দুনিয়া তোমার চখের ওপরে দরিয়ায় ডুবে গেল। ফয়জুল্লা ! এই ওপরে জ্বলন্ত সূর্য্য, নীচে জ্বলন্ত বালুকা—তোমার ইচ্ছামত ঐশ্বর্য্য-ভোগ কর্‌তে এই জলহীন প্রান্তরে প'ড়ে থাক। আমি তোমাকে সেলাম ঠুকে মাঠে একা রেখে চল্‌লুম।

ফয়। কে ও ? ভাই মুরু ? দোহাই ভাই —দোহাই—ম'রে যাব—কেউ নেই—ম'রে যাব। দোহাই ভাই—দোহাই।

মুর। বল, পেশমন বিবির ওপর আর ঈর্ষ্যা করবে না ?

ফয়। আমি কারও ওপর ঈর্ষ্যা করি না।

মুর। তবে তোমার ভাবনা কি ? খোদাই তোমাকে এই মাঠ থেকে ঘরে নিয়ে যাবেন।

ফয়। না বাবা, করব না—ঈর্ষ্যা করব না।

মুর্‌। তার ধনে লোভ করবে না ?

ফয়। সে যে আমাকে দেবে বলেছে।

মুর্‌। তবে সে এসে তোমাকে নিয়ে যাবে এখন।

ফয়। ও ভাই মুরু—মুরু—রাগ ক'র না—ভাই, রাগ ক'র না। ম'রে যাব ভাই—ম'রে যাব।

মুর্‌। তবে বল—লোভ করব না।

ফয়। না, লোভ করব না !

মুর্‌। নাও, তবে ওঠ।

ফয়। উঃ ! শালার ফকির !

মুর্‌। কি, দয়াময় ফকিরকে গাল ?

ফয়। না বাবা, না বাবা—আর বলব না—হজরত বড় দয়াময়। বড় দয়াময়।

মুর্‌। বলি, কটা ইচ্ছে পেয়েছ ?

ফয়। ধ'রে তোল ভাই—ধ'রে তোল, মুরু রে —তুই যে আমার দোস্ত, তা জানতুম না।

মুর। বলি, আর ইচ্ছে আছে ?

ফয়। হাঁ ভাই মুরু ! ও পথে কোথায় গেছলে ভাই ?

মুর্‌। বলি, যা জিজ্ঞাসা করলুম, তার জবাব দাও।

ফয়। তুমিও যেমন, শালার ফকির বেজায় কেপ্‌পোণ, হাড়-কঞ্জুস। খুনোখুনি মারামারি ক'রে একটা দিছলো !

মুর্‌। আবার ফকিরকে গাল ?

ফয়। ভুলে দিয়েছি ভাই—ভুলে দিয়েছি।

মুর্‌। না ফয়জুল্লা মিয়া, তুমি এখনও যখন নীচতা পরিত্যাগ করতে পারলে না, তখন তোমাকে বিশ্বাসও কর্‌তে পারলুম না। আমার মনে নিচ্ছে, এখনও তোমার কাছে ফকিরের দানের অবশিষ্ট আছে।

ফয়। কিছু নেই—কিছু নেই—দোহাই ভাই—কিছু নেই।

(বেগে বকাউল্লার প্রবেশ)

বকা। ওরে বাবা রে, কি করলুম রে ? ওই যে—ও বোনাই সাহেব, রক্ষে কর—রক্ষে কর।

ফয়। কি রে—কি রে ?

বকা। ও বাবা রে! এই এত বড় কেঁদো বাঘ। দিদিকে সঙ্গে ক'রে তোমাকে খুঁজতে আসছিলুম। পথে হালুম—দিদি বল্‌লে গেলুম—আমি পালালুম—ও বাবা, কি বাঘ রে?

মুর্। বদমাসকে বোঝবার এই উপায়। কি রে বোকা, বাঘ কি রে?

বকা। ও বাবা রে—সে কি বাঘ রে, দিদিকে খেলে রে, হালুম ক'রে খেয়ে ফেললে রে।

মুর্। ওরে বাবা রে, তাই ত রে—আবার আমাদের খাবে না কি রে।

[প্রস্থান।

ফয়। মুরু—মুরু।

বকা। উঃ—উঃ—(কম্পন) বোনাই সাহেব, মুরু মুরু করো না, বুক গুরু গুরু করছে।

(পলায়ন)

ফয়। তাই ত, তেপান্তর মাঠের মাঝখানে কেউ যে নেই গো! তাই ত, সব পেয়েও গেল যে! (নেপথ্যে শব্দ) ও বাবা, ওই যে হালুম করেই আসছে যে! ও শালার পা, ছাড় না—ও শালার পা, না—হ'ল না। প্রাণ বাঁচলে তবে ত তুনিয়া! যা—পা সেরে যা, যেমন ছিলি, তেমনি হ'—"আমার ইচ্ছে।" তাই ত, এই ত পা ছেড়ে গেল!

(জহরার প্রবেশ)

জহ। কোথায় গেলি—ও হতভাগা—বোকা—তাই ত! এই যে—ও গো, তুমি না কি ইচ্ছে পেয়েছ?

ফয়। তোমায় না কি বাঘে ধরেছিল?

জহ। দুষমনকে ধরুক। কোথায় বাঘ—ওটা বোকার কাণ্ড।

ফয়। অ্যাঁ—কি বল্‌লি—খুন কর্‌ব—বোকা শালাকে খুন কর্‌ব। আমার তুনিয়া গেল—দৌলত গেল—সব গেল।

জহ। ওগো, কি বল্‌লে গো—সব গেল কি গো?

ফয়। জহরা "আমার তুনিয়া—আমার তুনিয়া—আমার তুনিয়া।"

পঞ্চম দৃশ্য

বাহাতুর সার কুটীর

মুরাদ, পেশমন, মোবারক ও জহিরণ।

মুরাদ। ধীরে—পদশব্দেও যেন এ স্থানের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ না হয়।

পেশ। এ তুমি কি আচরণ দেখাচ্ছ মুরাদ? খোদা তোমাকে যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন। এ ক্ষুদ্র কুটীরে কি আছে?

মুরাদ। কি আছে! কি যে নাই, তা ত জানি না মা!

পেশ। তুমি স্বপ্নাকৃষ্ট হয়ে যে মোহিনী প্রতিমার অন্বেষণে গিয়েছিলে, তার কি কর্‌লে?

মুরাদ। মা! প্রতিমার অন্বেষণে শত ক্রোশ দূরে মরুভূমে যাব ব'লে তোমার পাদমূল পরিত্যাগ করেছিলুম। কিন্তু মা, বাহির হবার সময় ত বুঝতে পারি নি যে, সঙ্গে সঙ্গে মরুভূমি নিয়ে চলেছিলুম।

পেশ। সে কি?

মুরাদ। মরুভূমি সঙ্গে গেছে, মরুভূমি সঙ্গে এসেছে। মা! সে মরুভূমি এ অভাগ্য সন্তানের হৃদয়। সোনার কমল এই মরুভূমিতেই মিলিয়ে গেছে। উত্তপ্ত বালুকাস্তরে তার সোনার অঙ্গের সমাধি হয়েছে।

পেশ। উন্মাদ! আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

মোবা। আমাদের কি দেখাতে আন্‌লে মুরাদ সাহেব, দেখাও। তুমি এনেছ, তাই দেখ্‌তে এসেছি। নতুবা এ তুনিয়ায় দেখ্‌বার আমার আর কিছু নাই। আর আমাকে সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করতে পারে, এমন সৌন্দর্য্য জগতে নাই। এক ছিল, তা হারিয়েছি।

মুরাদ। তাতে কে অপরাধী, মোবারক পাশা? তুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য তুমি এক আসরফীতে বিক্রয় করেছ।

জহি। এ কি বল্‌ছ মুরাদ, এ কি বল্‌ছ বাপ, তুমি কেমন ক'রে এ কথা জান্‌লে?

মুরাদ। এত অল্প মূল্যে তাকে কেন বেচেছিলে মোবারক পাশা? ভেবেছিলে, তার বিনিময়ে মূল্য হবে না। আমি তার বিনিময়ে "দৌলতে তুনিয়া" লাভ করেছি।

মোবা। সে কি, কি করেছ মুরাদ? আমার কন্যা—মেহেরা—কোথায় তাকে পেয়েছিলে?

জহি। কোথায় সে আছে?—সে কেমন আছে?

মুরাদ। বেশ আছে—শ্রান্ত ধরণীর নিশ্চল অভ্যন্তরে—দুনিয়ার কোলাহলের দূরে—বেশ আছে।

পেশ। আমাদেরও পাগল ক'র না মুরাদ! এ উন্মাদের ভাব পরিত্যাগ কর—বল, কেন এখানে আমাকে ধ'রে আনলে?

মুরাদ। তোমার আদেশে সত্যের পথে পা দিয়েছিলুম—উন্মত্ত হব কেন? ক্ষুদ্র কুটীরের শিলা-তল-জ্ঞানে তুমি উপবাসক্লিষ্ট হয়ে কি ঐশ্বর্য্যের উপাধানে মাথা দিয়ে শুয়েছিলে, তাই দেখাতে এনেছি।

পেশ। পাগল! এখানে ঐশ্বর্য্য কোথায়! ফিরে এস—তোমার পিতৃতুল্য সুহৃদ এই সাধু তোমার দুঃখের অবসান করেছেন। তাঁর দত্ত সম্পদ ভোগ করবে চল।

মুরাদ। পিতৃবন্ধু! আসুন আপনার মমতার পুরস্কার প্রদান করি।—(শিলাতলে আঘাত)।

(পট-পরিবর্ত্তন)

গুহাভ্যন্তর—ধনাগার।

সকলে। এ কি?

পেশ। এ কি দেখালে মুরাদ?

মুরাদ। ধীরে—ধীরে—মোবারক পাশা, এক দিন একটি আসরফীর লোভ ত্যাগ করতে পার নি—তার বিনিময়ে একটি স্বর্গীয় কুসুমকে ফকিরের কাছে সমর্পণ করেছিলে—ঈশ্বর তাতে তুষ্ট হন নি, আমার পিতার মূর্ত্তিতে এসে, তোমাকে এই উপঢৌকন প্রদান করেছেন। নাও, গ্রহণ কর—কিন্তু ধীরে—নীরবে—জীবন্ত প্রতিমার বিনিময়ে মণিময়ী পুত্তলিকা—জীবন-ধারার পরিবর্ত্তে জীবনশূন্য শিলা। নাও, অগ্রসর হও—মধ্যপীঠে তোমার কন্যার বিনিময়—গ্রহণকর—গ্রহণ কর।

মোবা। দোহাই—এ সব আমি চাই না।—আমার কন্যাকে যদি পেয়ে থাক, তা হ'লে আমার কন্যা দাও।

মুরাদ। মূর্খ ওমরাও, এখনও বুঝতে পারলে না? তোমার কন্যাকে অনলহ্রদে বিসর্জ্জন দিয়ে আমি এই ঐশ্বর্য্য লাভ করেছি।

মোবা। মেহেরা—মেহেরা—কি করলি?

জহি। নিষ্ঠুর যুবক! এই দেখাতে তুমি আমার মর্ম্মাহত স্বামীকে নিয়ে এলে?

পেশ। মুরাদ! আমিও তোমার এ ঐশ্বর্য্য দেখতে অভিলাষী নই, এস মোবারক পাশা, আমরা এ স্থান ত্যাগ করি।

(বেলার প্রবেশ)

বেলা। সে কি, তোমাকে যেতে দেব কেন মা! আজীবন আমি তোমার এই ঐশ্বর্য্য আগলে বসে আছি। যতক্ষণ না তোমাকে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে পারছি, ততক্ষণ তোমার কন্যার যে মুক্তি নাই। সই!

নেপথ্যে। কেন সই?

মোবা। এ কি! সপ্তমণিময়ী প্রতিমার অন্তরাল থেকে কারা কথা কইলে?

বেলা। সই! জেগেছ?

নেপথ্যে। জেগেছি।

বেলা। তবে নেমে এস। (মধ্যপীঠ-পার্শ্বে গমন)

(দৃশ্যান্তর—ষষ্ঠ পাদপীঠে ষষ্ঠ বালিকা, মধ্যে মেহেরা)

সকলে। এ কি?

পেশ। এ কি দেখালে মুরাদ?

মুরাদ। তাই ত! মেহেরা—আমার জীবনময়ী মেহেরা—

বেলা। এই নাও, তোমার সম্পত্তি গ্রহণ কর।

(ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। মোবারক পাশা, চিনতে পার?

মোবা। ফকির—ফকির—আমি জ্ঞানশূন্য।

ফকির। তোমার ন্যস্ত সম্পত্তি সন্তর্পণে বুকে ধ'রে রেখেছিলুম—গ্রহণ কর—মা, সত্য পালনে সন্তানকে উপদেশ দিয়েছিলে। যুবক সত্য রক্ষা করেছে—সত্যের আশ্রয়ে সতী—তোমার মুরাদের পার্শ্বে মেহেরা—এই ছয় অমৃতময়ী কুমারী তার আবরণ। মুরাদ! তোমার পিতার মুক্তির এই সনন্দ—যত্নে হৃদয়-পেটিকায় আবদ্ধ কর। (মেহেরাকে দান)

বেলা। মা! পথে যে সংসার কুড়িয়ে পেয়েছিলুম, তা আজ তোমার সংসারে মিলিয়ে গেল। অনুমতি কর মা, আনন্দ করি।

(ফয়জুল্লাকে লইয়া নুরুন্নকসের প্রবেশ)

নুর। র'স—র'স—এখনও আনন্দ সম্পূর্ণ হ'তে বাকী আছে। ফকির—ফকির! যে একবার তোমার আশ্রয় পেয়েছে, সে কি কখনও দুনিয়ায় দুঃখী থাকে! তবে ফয়জুল্লা মিয়াকে ভাগ্যহীন রাখ্‌লে কেন?

ফকির। বেশ, বল ফয়জুল্লা মিয়া, আবার তুমি কি চাও?

ফয়। অ্যাঁ—এ কি দেখছি?

নুর। দেখা রাখো—রেখে কি চাও ফয়জুল্লা, শীঘ্র বল। এমন শুভ সময় আর পাবে না! বিশ্বের ঐশ্বর্য্য, স্বর্গের সৌন্দর্য্য, যা পাবার জন্য দুনিয়ার মানুষ—দলে দলে দুনিয়ায় আসছে, আর অন্ধ হয়ে চারিদিকে ছুটোছুটি ক'রে মিলিয়ে যাচ্ছে —ফয়জুল্লা ভাই, সেই সামগ্রী তোমার হস্তের সমীপে—গ্রহণ করতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব ক'র না।

ফয়। এখন বুঝতে পারছি। হজরত, তুমি আমাকে ধর্ম্ম দিতে চেয়েছিলে, আমি হেয়জ্ঞানে সেটাকে নিক্ষেপ ক'রে দুনিয়ার দৌলত ইচ্ছা করেছিলেম। তখন বুঝতে পারি নি তোমার মেহেরবাণীতে এমন কত কত রাশি রাশি দৌলতে সৃষ্টি হয়। হজরত, করুণা কর—করুণা কর। আমি কেবলমাত্র তোমার করুণা ভিক্ষা করি।

ফকির। আনন্দ পাও ভাই—আনন্দ পাও।

ফয়। তাই ত হজরত, এ কি লাভ করলুম, এ কি আনন্দ! এ কি আনন্দ!

মুরাদ। আর নিঃস্বার্থ পরহিতচারী বন্ধু, এই সমস্ত আনন্দভরা এই হজরতের সংসার, তোমার সংসারে পরিণত হ'ল। ভাই, আমাদের তুমি গ্রহণ কর।

পেশ। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা উভয়ে চিরসুখী হও।

(গীত)

সোনার স্বপনে সোনার কিরণ
সোনার বরণ হার,
সোনার জীবনে সুধা আহরণ
থর থর উপহার।
যতনে সাদরে ধরণী কোলে তুলে
গোপনে তিলে তিলে
রচিল কোমল চারু শতদল
ঢল ঢল সুধাধার।
নিরজনে সযতনে প্রাণে প্রাণে
বাঁধ চির-বন্ধনে সকল রতন-সার।

যবনিকা পতন